প্রাস্তুরমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্‌হাইনেস্‌ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দ্‌ বাহাদুরের অনুমতানুসারে

প্রকাশিত

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রচারিত।

শকাব্দাঃ ১৮০১।

বিজ্ঞাপন

বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ স্থিরপুর সংস্থিত মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর এক-চত্বারিংশ প্রশ্ন প্রণয়ন পূর্ব্বক সদুত্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত নানাদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সন্নিধানে প্রেরণ করায় তদ্দর্শনে অনেকেই যে সকল উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্যসহ তৎসমুদয় অবিকল এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল, উত্তরদাতাদিগের সংস্কার বশত অথবা লিপিকর প্রমাদ নিবন্ধন যাঁহার লেখায় যে যে দোষ আছে তাহা সংশোধন না করিয়া তদ্রূপই মুদ্রিত হইল। এই পুস্তকের অধিকাংশ মুদ্রিত হইলে মহারাজ বাহাদুর মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে গমন করেন, পরিশেষে মহারাজাধিরাজ-মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নারায়ণদেব্যা দেবীর আদেশানুসারে ইহার অবশিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন হইল ইতি।

বর্দ্ধমান রাজবাটী
মহাভারত কার্য্যালয়
শকাব্দা ১৮০২। অগ্রহায়ণ

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট হন কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

বহরম পুর খাগড়ানিবাসী

(১) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে সন্তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট হন না। সন্তোষ বা অসন্তোষ দেহের ধর্ম্ম, পরমেশ্বর প্রাকৃত দেহ বর্জ্জিত।

যথা শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে, নিন্দনস্তব সৎকার ন্যক্কারার্থং কলেবরং। প্রধানপরয়ো রাজন্ন বিবেকেন কল্পিতং। ইত্যাদি শ্লোক চতুষ্টয়েন॥

রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন, হে রাজন্! স্তুতি নিন্দা সৎকার তিরস্কার ইত্যাদি পরিজ্ঞানার্থ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকে কলেবর রচিত হইয়াছে॥ ২৩॥

সেই কলেবরে অভিমান বশতঃ অন্যান্য প্রাণিদিগের "আমি আমার" ইত্যাদি বৈষম্য এবং তাড়না ও নিন্দা এই দুইয়ের কারণে হিংসা ও পীড়া॥ ২৪॥

তথা যে দেহে ঐ অভিমান নিবদ্ধ, তাহার বধে প্রাণিদিগের বধ হইয়া থাকে। কিন্তু পরমেশ্বরের দেহও নাই, তদভিমানও নাই। যেহেতু তিনি অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁহার অভিমন্তব্য নাই, আর তিনি সর্ব্বাত্মা এপ্রযুক্ত তাঁহার বৈষম্যও সম্ভবে না, তবে যে দানবদিগের বধ করেন তাহা তাহাদের হিতার্থ দণ্ড মাত্র, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক হিংসা এমত বলা যাইতে পারে না, অতএব যেহেতু ভগবানের নিন্দাদি কৃত॥ ২৫॥

বৈষম্য নাই সেই হেতু যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার ধ্যান করিলে নিন্দাদি কৃত পাপের ধ্বংস ও তাঁহার সাযুজ্য লাভ হইতে পারে। ফলতঃ বৈরানুবন্ধ অথবা নির্ব্বৈর কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ কিম্বা কাম, যে কোন কারণে হউক কোনরূপে ভগবানের প্রতি মনঃ সংযোগ কর্ত্তব্য, কোনপ্রকারে তাঁহাকে পৃথক্ দেখা উচিত হয় না॥ পরমেশ্বর নির্গুণ, তাঁহার দেহাদি নাই, তিনি কাহারও স্তবে সন্তোষ হয়েন না এবং নিন্দাতেও রুষ্ট হন না।

পাবনা চাটমোহর শালিখা গ্রাম-নিবাসি

(২) শ্রীকাশীচন্দ্র শর্ম্মা তত্ত্ববাগীশ ভট্টাচার্য্যের উত্তর

ঈশ্বরকে স্তব করিলে তিনি তুষ্ট হন নিন্দা করিলেও রুষ্ট হইয়া থাকেন বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে এমত প্রমাণ অনেক আছে, যথা বিষ্ণুস্তব প্রণীদতি ইত্যাদি [illegible] ফলতঃ যুক্ত্যনুসারে বিচার করিলে স্তুতি ও নিন্দাবাদ তাহাকে স্পর্শ করে না অর্থাৎ তিনি অন্যা[illegible] প্রযুক্ত জন্য সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছু রাখেন না কিন্তু ঈশ্বর কর্ম্মায়ত্ততা নিবন্ধন বেদ বোধিত স্বকীয় স্তবাদি কর্ত্তার শুভাদৃষ্ট প্রযুক্ত শুভ ফল এবং বেদ

নিষিদ্ধ স্বীয় নিন্দা কর্ত্তার অশুভ ফল দান করিয়া থাকে লৌকিকে যেরূপ সন্তুষ্ট ব্যক্তিই সন্তোষকের ইষ্ট করিয়া থাকে এবং অসন্তুষ্ট ব্যক্তি অনিষ্ট করিয়া থাকে তদ্রূপ শাস্ত্র কর্ত্তা বা ঈশ্বরের সন্তুষ্টতা অসন্তুষ্টতাও শুভাশুভ দাতৃত্ব নিবন্ধন বর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং উপচারিক ইহাই বিবেচ্য হয় ইতি।

মালিয়াড়া রাজবাটী

(৩) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য স্তুতি নিন্দাভ্যাঃ তোষরোষৌ নস্তঃ অভিমানাভাবাৎ তদুক্তং শ্রীভাগবতে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদেন। নিন্দনস্তব সৎকার ন্যককারার্থং কলেবর মিত্যাদি সার্দ্ধত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ দেহাভিমান কৃতনিন্দাদি নিমিত্তত্বাৎ পীড়াদীনাং পরমেশ্বরস্য তদভাবান্নিন্দাদিভির্নপীড়াদিশঙ্কাপ্যস্তি যদাতু মায়য়াদেহীবাভাতি তদা তুষ্ট ইব রুষ্ট ইব প্রতীয়তে। যথোক্তং শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে॥ তুষ্টোহং দেব গন্ধর্ব্ব ভক্ত্যাস্তুত্যাচ তেনষ ইতি অন্যচ্চ তত্রৈব। ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে তত্তৎ-কালোদিতং গৃহ্নন্ মোহয়ন্ বশাঃ প্রজা ইতি চ কিন্তু স্তুতের্বিহিতত্বাত্তৎ কৃষ্টফলসাধকত্বং ভারতাদিষু লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগোভবেদিত্যাদি স্তুতিফলশ্রবণাৎ নিষিদ্ধ নিন্দাচরণান্নরক প্রাপ্তিঃ শ্রীভাগবতাদিষু ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিত ইত্যাদি শ্রবণাচ্চ কিঞ্চ ঈশ্বরঃ স্তুত্যাদিভি-রুপাসকেভ্যঃ অয়ং মৎ পরিতোষায় মাংস্তৌতীতি মত্বা শুভফলং দদাতি। নিন্দকানান্তু সন্মার্গ প্রাপণায় তেষাং হিতার্থমেব দণ্ডং করোতি অতো নিন্দাদিকৃত বৈষম্যমপি নাস্তি। যথাহুঃ লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। এবমেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি॥ ১॥

চন্দন-নগর নিবাসী

(৪) শ্রীরাখালদাস অধিকারীর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর, স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট হন না। ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে "ইন্দ্রিয়স্যে-ন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ" অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ জন্য রাগ দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয় সিদ্ধ হইলেই হর্ষ এবং তদ্বিপরীতে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। হর্ষ শোক অবিদ্যার কার্য্য যখন দেখা যাইতেছে, অবিদ্যাধিগত জীব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করণানন্তর হর্ষ শোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে; যথা—"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ইতি। তখন যিনি, মায়া-ধীশ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয়, আপ্তকাম, যাঁহার শাসনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি অচেতন জড় জগৎ ও নিয়মিত হইতেছে; যাঁহার ইচ্ছা শক্তির কোন স্থানে প্রতিঘাত নাই; সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-মান্ পরমেশ্বর যে, প্রাকৃত মনুষ্যাদির ন্যায়, [illegible]ন মানব কৃত নিন্দা স্তুতিতে রুষ্ট বা সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে। যাঁহার যে [illegible] আছে, তাহার যথাযথ, অথবা তদপেক্ষা অধিক বর্ণন করিলে স্তব করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির অধিক বর্ণন করা দূরে থাকুক, অনন্তত্ব প্রযুক্ত

স্বরূপ বর্ণনেও কাহার সামর্থ্য নাই। সুতরাং তাঁহার সন্তোষ সাধন সম্ভবপর নহে। আর যাহার যে দোষ নাই তাহার উল্লেখ করিলে নিন্দা করা হয়, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা মুর্খ কৃত সে আরোপিত নিন্দাতেও ক্রোধ করেন না, তখন যিনি বাক্য মনের অগোচর, "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে" বাক্য যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, নিন্দাবাদ কেন ? কোন বাক্যই যখন; যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনি যে, ত্রিতাপ-তাপিত জীব পাপভারাক্রান্ত হইয়া তিরস্কার করিলে কৃপা করিয়া তাহার পাপমোচন ভিন্ন কুপিত হইবেন, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। শিশুপালের মুক্তি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তবে শাস্ত্রে ইহাও উক্ত আছে ভক্তিতে ভগবান্ সন্তুষ্ট, অভক্তের প্রতি অসন্তুষ্ট ইত্যাদি, তাহা কেবল জীবদিগের আত্মোৎকর্ষ বিধান জন্য। চতুর্থ-প্রশ্নে ইহার উপযোগিতা আছে ইতি।

মালিয়াড়া রাজার সভা-পণ্ডিত

(৫) শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

নির্গুণঃ পরমেশ্বরঃ স্তুতি নিন্দয়া ন তুষ্টো নাপি রুষ্টঃ। ননু আরোপ্য গুণকথনং স্তুতিঃ তস্য স্বরূপা-জ্ঞানে কথং স্তুতিঃ সম্ভবেৎ। গুণেদোষারোপোনিন্দা নির্গুণে কথং দোষারোপঃ। পুরাণাদিষু স্তুতিনিন্দাভ্যাং পরমেশ্বরস্য সন্তোষ রোষঃ স-সগুণপরঃ ১ ॥

(৬) শালিখা নিবাসি শ্রী গোপালচন্দ্র শর্ম্ম ন্যায়-

বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বর নিরানন্দ তুষ্টি সুখের জনক এবং রুষ্টি দুঃখের জনক অতএব তাঁহাতে তাহা উভয়ই হইবার সম্ভব নাই কেবল ব্যক্তির অদৃষ্ট মাত্র হয় কিন্তু, মীমাংসক মতান্তরে পরমেশ্বরের তুষ্টি স্বর্গবৎ সিদ্ধ আছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেব শর্ম্মার উত্তর।

১ প্রশ্নস্য। ঈশ্বর স্তুত্যাতুষ্টঃ। এভিস্তবৈশ্চ মাং নিত্যমিত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসীদ পুরুষোত্তম ইতি ভাগবতীয় বচনাভ্যাং। নিন্দয়া রুষ্টঃ। এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ। রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাহরদিত্যাদি শ্রীভাগবতীয় বচনেভ্যঃ। নিরাকারে শ্রুত্যাদি স্তুতিশ্চ প্রমাণং।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাসন্যায়রত্নের উত্তর।

পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট হন না। শান্তং শিবমদ্বৈতমিতি বেদ বচনেন কল্যাণ-ময়ে পরমেশ্বরেহকল্যাণজনকরোষস্যাসম্ভবাৎ। এবং সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি বেদ বচনেন নিত্যানন্দময়ে পরমেশ্বরে স্তুতি বাদাদি জন্য সন্তোষস্যাসম্ভবাচ্চ। এবং ত্রিগুণাতীতে ব্রহ্মণি তমঃ কার্য্য রোষস্য সত্ত্বকার্য্যসন্তোষস্যচাসম্ভবাচ্চ। রোষস[illegible]ঃ সত্ত্ব-কার্য্যত্বে প্রমাণং ভাগবতে। যথা। শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোহস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ। কাম

ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ব্বিদা সুখং মদোৎসাহো যশঃ প্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ। ক্রোধো লোভোহনৃতং হিংসা যাঞ্চ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ। শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশাভীরনুদ্যমঃ। সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ। বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথোশৃণ্বিতি॥ অতএব ভগবদ্গীতায়াং সামান্য গুণাতীত লক্ষণমুক্তং। যথা সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ। তুল্যঃ প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তুল্যনিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ। মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষযোঃ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি। নিন্দাত্ম সংস্তুত্যো স্তুল্য ত্বং নিন্দয়া রোষস্য স্তুত্যা সন্তোষস্য চাভাববত্ত্বমিতি যাবৎ॥

পরমেশ্বরকে বেদাদি শাস্ত্রে গুণাতীত বলিয়া ভুয়োভুয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে জগদীশ্বর যদি সগুণ হন তাহা হইলে জীবের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না সন্তোষ সত্ত্ব গুণের কার্য্য এবং রোষ তমো গুণের কার্য্য ইহা গুণাতীত পরমেশ্বরের কথনই সম্ভব হয় না এবং যাহার নিন্দাতে রোষ বা স্তুতিতে সন্তোষ না জন্মে সেই ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া উক্ত আছে, তথন পরম গুণাতীত যে পরমেশ্বর তাঁহার নিন্দাতে রোষ বা স্তুতিতে সন্তোষ হইবার সম্ভব নাই। অতএব পৌরাণিকেরাও স্থানে স্থানে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয় ইতি। আমি সকল ভুতের প্রতি সমান আমি কাহারও বাক্যে দ্বেষ এবং কাহারও বাক্যে সন্তোষ লাভ করি না ইত্যাদি। বিশেষ অস্মদাদির যে সন্তোষ জন্মে তাহা বাঞ্ছিত বস্তু লাভ বা সুমধুর বাগ্বিন্যাস বা চাটু বাদাদি দ্বারা সম্পন্ন হয়, পরমেশ্বরের কোন বস্তুই বাঞ্ছিত নাই, যাহার যে বস্তু না থাকে সেই সে বস্তুর বাঞ্ছা করে, পরমেশ্বরের কোন বস্তুরই অভাব নাই এবং সুমধুর বাগ্বিন্যাস শ্রবণ করিলে অস্মদাদির হৃদয়ে আশ্চর্য্য রসের উদয় হইয়া সন্তোষ সম্পাদন করে, জগদীশ্বরের আশ্চর্য্যরস উদয় করে এমন বাক্যই নাই অতএব বেদে কহিয়াছে॥ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা স হেতি, এবং চাটু বাক্য শ্রবণে সন্তোষ লাভ করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য সমদর্শি পরমেশ্বরের তাহা কথনই সম্ভাবিত হয় না এবং রোষ অস্মদাদির মহানিষ্টকর ষড়্বর্গ মধ্যে উক্ত হইয়াছে, বিশেষ রোষাদি পরিত্যাগ না করিলে জিতেন্দ্রিয় হইতে পরা যায় না জিতেন্দ্রিয় না, হইলেও মুক্তির উপায় হয় না, সেই রোষ মুক্তি নিদান পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভাবিত হইবে॥ নৈয়ায়িকগণ জগদীশ্বরে কেবল নিত্য জ্ঞান নিত্যেচ্ছা নিত্য যত্ন এই তিনটি মাত্র অনন্য সাধারণ গুণ স্বীকার করেন ঈশ্বরে সুখ দুঃখ লোভ রোষ সন্তোষাদি স্বীকার করেন না॥ বৈদান্তিকগণ পরমেশ্বরকে আনন্দময় বলিয়া বর্ণন করেন কিন্তু, অন্য সন্তোষ বা রোষ স্বীকার করেননা অতএব পুষ্পদন্ত প্রণীত স্তব রাজে কহিয়াছে॥ মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবতস্তব ব্রহ্মন্ কিম্বাগপি সুরগুরো র্বিস্ময়পদমিত্যাদি॥ পরম সুধাতুল্য মধুধারাসান্দ্রি বাগ্বিন্যাস দক্ষ বৃহস্পতির বাক্যও কি হে পরমেশ্বর তোমার বিস্ময় জনক তাহা কথনই হইতে পারে না অতএব আমার বাক্যে কি সন্তোষ হইবে তাহার সম্ভবই নাই কিন্তু আপনার মহিমানুকীর্ত্তন করিয়া আমি স্বকীয় বাক্যকে পবিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইতি॥ ১॥

---

(৯) দিনাজপুর [illegible] হরনাথ চুড়ামণির উত্তর।

দ্বেষ্যোপেক্ষ্যাদিরাহিত্যস্য সর্ব্বভূতসমস্য পরমেশ্বরস্য ভক্তপক্ষপাতিত্বেপি কল্পদ্রুমবিভাবমু বহ

পুনরবাধিত সমতস্য স্তুতির্নিন্দা বা ন তুষ্টিং রুষ্টিঞ্চ বিধাতুমর্হতি কিন্তু প্রতিমুখস্য মুখশ্রীরিবাত্মনঃ শুভমশুভঞ্চ জনযতীতি।

প্রমাণং। ন তস্য কশ্চিদ্দযিতঃ সুহৃত্তমো ন বা প্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এববা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরক্রমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদ ইতি শ্রীভাগবতদশমস্কন্ধীযাষ্টত্রিংশোঽধ্যাযঃ।

'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি; শ্রীভগবদ্গীতা, অস্য স্বামিপাদ টীকা, যদি ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদি কৃতং বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোহমিতি সমোহং সর্ব্বেষপি ভূতেষু অতো মম প্রিয়ঃ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপি তেষু অনুগ্রাহকতযা বর্ত্তে অযং ভাবঃ যথাগ্নেঃ স্বসেবে কেষপি তমঃ শীতাদিদুঃখমপ্যপাকুর্ব্বতো ন বৈষম্যং। যথাবা কল্পবৃক্ষস্য তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম নাস্ত্যেব বৈষম্যমিতি॥ 'নৈবাত্মনঃ প্রভুরযং নিজলাভ পূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীরিতি শ্রীভাগবতসপ্তমস্কন্ধঃ।' অস্যাপি টীকা তর্হি কিং ধনাস্বর্পণেন সম্মানং পূজাং প্রাকৃত ইব ভগবানপেক্ষতে নেত্যাহ নৈবেতি অযং প্রভুরীশ্বরঃ অবিদুষোঽল্পকাজ্জনাম্মানং পূজামাত্মনোঽর্থে ন বৃণীতে নেচ্ছতি যতো নিজ লাভেনৈব পূর্ণঃ। তর্হি কিং পূজাং নেচ্ছত্যেব তত্রাহ করুণঃ কৃপালুঃ অতো বৃণীতে তত্র হেতুর্যদ্যদিতি যং যং মানং যদ্বা যস্মাদ্যদ্যেন ধনাদিনা ভগবতে মানং বিদধীত তদেবাত্মনে ভবতি নান্যৎ। যথা মুখে কৃতৈব তিলকাদি শ্রীঃ শোভা প্রতিবিম্বস্য ভবতি তদ্বদিতি এতেন পরমেশ্বরস্য দ্বেষ্যোপেক্ষ্যাদিরহিতত্বং ভক্তপক্ষপাতিত্বেপ্যবৈষম্যং স্তুতিনিন্দযা স্বীযশুভাশুভত্বং প্রকাশিতং স্তুতিনিন্দযা শুভাশুভত্বং ব্যক্তং যথা 'যে মাং স্তবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যযে। তেষাং প্রাণাত্যযে চাহং দদামি বিমলাং গতিমিতি শ্রীভাগবতাষ্টমঃ যো নিন্দতি হৃষীকেশমিত্যাদি তে পচ্যন্তেঽবটে ঘোরে বিধাতুরাযুষা সমমিতি কূর্ম্মপুরাণং।

দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত

(১০) শ্রীকিশোরীমোহন শর্ম্ম শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বস্তুতিনিন্দাভ্যাং ন তুষ্যতি ন ক্রুধ্যতি চ। অত্রেয়ং যুক্তিঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বত্র সমঃ নহি সমস্য বৈষম্যং কস্যাপ্যনুভবসিদ্ধং। কিন্ত্বেতাবতা ঈশ্বরস্য নিন্দা ন কর্ত্তব্যা; নির্দ্দোষস্য দোষকীর্ত্তনেন আত্মন এব মলিনত্বং জায়তে ইতি লোকেপি দৃশ্যতে। প্রমাণানি শ্রীভাগবতে; সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্নিত্যাদি। নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরং। প্রধানপরয়োরাজন্নবিবেকেন কল্পিতমিতি। সমোহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয় ইতি। গীতাসু। ভগবন্নিন্দয়া বেনো দ্বিজৈস্তমসিপাতিত ইতি শ্রীভাগবতে। যোনিন্দতি হৃষীকেশং দেবসাম্যং বিধায় চেত্যাদ্যারভ্য; তে পচ্যন্তেঽবটে দেব বিধাতুরায়ুষা সমমিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজ লাভ পূর্ণোমানং জনাদবিদুষঃ করুণো-বৃণীতে। যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীরিতি সপ্তমস্কন্ধে। যথা মুখে কৃতৈব তিলকাদি শ্রীশোভা প্রতিবিম্বস্য ভব[illegible]ক্যাৎ তস্যৈবকর্ত্তুং শক্যতে তদ্বদিতি স্বামিপাদা ইতি॥ ১॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীপূর্ণানন্দ-আশ্রম শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্তবেন ঈশ্বরস্তুষ্টো ন ভবতি ঈশ্বরস্য প্রীতিবিরহাৎ। পরমাত্মানমুপাস্তে ইত্যাদৌ তু গৌরব-প্রযুক্ত ক্রিয়ামাত্রে ধাতু লক্ষণানাতঃ পরমাত্মনি প্রীতি বিরহাদয়োগ্যতাপত্তিঃ। ইতি জগদীশেন উক্তত্বাৎ। এবং বেদান্তমতে নিত্য সুখজ্ঞানাদি রূপত্বেন নির্গুণত্বেন চ ঈশ্বরস্য প্রীতি বিরহাৎ। নিন্দয়া ঈশ্বরস্য ক্রোধোপি ন ভবতি মূঢ়ানামেষ ভবতি ক্রোধোজ্ঞানবতাং কুতঃ। হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃত ভুকপুমানিতি বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকেন জ্ঞানবতাং ক্রোধাভাববোধনাৎ পরমাত্মনঃ ক্রোধাভাবোহর্থতো লভ্যতে ॥ ১ ॥

---

(১২) বর্দ্ধমান বাসি শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরকে স্তব করিলে তিনি তুষ্ট হন না, কিন্তু সত্ত্বগুণের উদ্রেক না হইলে কেহ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হয় না ; সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া স্তব করিতে করিতে তাঁহাতে রতি ও দৃঢ় ভক্তির উদয় হয় ও ক্রমে চিত্তের মালিন্য দুর হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভাবনা হয়। পরমেশ্বরকে নিন্দা করিলে তিনি রুষ্ট হন না, কিন্তু নিন্দা অসূয়া রাগ দ্বেষ পৈশুন্য প্রভৃতি তমোগুণের ধর্ম্ম, তমোগুণাবলম্বী হইয়া নিন্দাদি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে ক্রমে তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তাহা হইলে সত্ত্বগুণের উৎপত্তির কদাচিৎ সম্ভাবনাই থাকে না। সত্ত্বগুণাবলম্বী না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয় না, কেবল এইমাত্র বিশেষ। তাঁহার পক্ষে নিন্দা ও স্তব উভয়ই তুল্য ॥ ১ ॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না। তাহা হইলে তাঁহাতে ভোগাদি দোষ অর্শে। “ তয়োরন্যঃ পিপ্পলং সাদ্বত্তীতি ” কঠবল্লী-বচনে তাঁহার ভোগ-রাহিত্য, সাক্ষিত্ব ও প্রকাশকত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে। সুতরাং ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান ও স্বার্থ বিশিষ্ট প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তিনি জীবকৃত স্তুতি নিন্দাতে মুগ্ধ হন না। শারীরকে (১। ২। ৮) কহিয়াছেন “ সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশে-ষ্যাৎ ” জীবের ন্যায় পরমেশ্বরেতে কর্ম্ম জন্য সম্ভোগের প্রাপ্তি নাই। এই সূত্রোপলক্ষে আচার্য্যেরা কহিয়াছেন “ তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি রাগদ্বেষয়োরসম্ভবাৎ ” ইত্যাদি (বেঃ অধিঃ মালা)। যদিও গীতা স্মৃতি (১২ অঃ) “ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং ” প্রভৃতি বচনে ভক্তকে পরমেশ্বরের প্রিয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহার ভক্ত বা স্তুতিকারী ব্যক্তিরাই তাঁহার প্রিয় আর তদ্ভিন্ন জনেরা তাঁহার অপ্রিয়। কেন না ঐ শাস্ত্রের ৯ অঃ মীমাংসা করিয়াছেন “ সমোহং-হমিত্যাদি ” এতদুপলক্ষে স্বামী কহিয়াছেন “যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি না ভক্তেভ্য স্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ”? তজ্জন্য কহিলেন “ সমোহহমিত্যাদি ” অর্থাৎ সর্ব্বভুতে আমি সমান। আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কিছু নাই। [illegible] আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে সে যেমন সেই ভক্তির গুণেই আমাতে অনুরক্ত হয়, আ[illegible]রূপ সেই ভক্তির নিয়মাধীন তৎপ্রতি অনুগ্রাহক থাকি। “ মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ” আমার ভক্তিরই এইরূপ মহিমা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবা-

নের ঐরূপ তুষ্টির প্রতি ভক্তি এক সার্ব্বভৌমিক নিয়ম স্বরূপ। যে যেমন কর্ম্ম করিবে তদনুযায়ী ফল সে পাইবে। ভক্তি, স্তুতি, উপাসনার শুভ ফল, দ্বেষ নিন্দা নাস্তিকতার অশুভ ফল তত্তৎ কর্ম্মাধীন। নতুবা ভগবানেতে কোন বৈষম্য নাই। কর্ম্ম ফলভোগের হেতু স্বরূপ কর্ত্তৃত্ব জীবের। তাহাই প্রতি জন্মে "ক্রিয়মান" সুকৃত দুষ্কৃতির হেতু হয়। জীবের সেই স্বাধীন কর্ত্তৃত্বে ভগবান নির্লিপ্ত। গীতা "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি" প্রভৃতি শ্লোক দ্বয়ে তাহার মীমাংসা আছে। এতাবতা পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না। বিশেষতঃ "তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী" প্রভৃতি গীতা বচনে নিন্দা এবং স্তুতি যে ব্যক্তির পক্ষে তুল্য তাদৃশ মানবকেও প্রশংসা করিয়াছেন এবং লোকেতেও যে ব্যক্তির স্তুতি নিন্দাতে মোহিত হয় না তাহার প্রশংসা এবং মহত্ত্ব দেখিতেছি। তখন পরমেশ্বর যিনি ন্যায় ও পবিত্রতার নিকেতন তিনি কখনই নরকৃত স্তুতি নিন্দাতে মুগ্ধ হইতে পারেন না। যেমন মহদ্ব্যক্তির নিন্দা করিলে তিনি তাহাতে রুষ্ট হন না কিন্তু যে নিন্দা করে সেই ঐ নিন্দাকরণরূপ কর্ম্ম ফল ভোগ করে অর্থাৎ তৎকর্ম্ম ফলে আপনিই ম্রিয়মাণ হয় সমাজেও অনাদরণীয় হয়, সেইরূপ ভগবানের নিন্দক ব্যক্তি আপনার কৃতকর্ম্মের ফল আপনিই ভোগ করে। ভগবান তাহাতে রুষ্ট হন না। "অবমতঃ শেতে" আর "অবমন্তা বিনশ্যতি" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য (ব্রাহ্মধর্ম্মে ২। ১১৯) যখন নরের পক্ষে প্রয়োগের সার্থক্য দেখিতেছি তখন পরমার্থ পক্ষের তো কথাই নাই। বিশেষতঃ শ্রুতি আছে "নহবৈ-সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" ইহা নিশ্চয় যে শরীরের সহিত বিদ্যমানের (অর্থাৎ জীবের) প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিত্যাগ হয় না। অজ্ঞান সমুৎপন্ন অবিবেক অভিমান, রাগাদি এবং কর্ম্মো-দ্ভব যে শরীর তদভিমানী ব্যবহারিক জীবেরই কেবল প্রিয় এবং অপ্রিয় ভোগ হয়। কিন্তু "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"। ইহা নিশ্চিত জানিও যে যিনি অশরীরী নিস্তরঙ্গ (অর্থাৎ উপাধি রহিত পরমাত্মা) তিনি প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পর্শিত হন না। সুতরাং তাঁহার তুষ্টি রুষ্টি নাই। যুক্তিতেও দেখা যায়, সদ্বিচারক যেমন বাদী প্রতিবাদীর প্রদর্শিত প্রমাণ ও রাজকীয় বিধি অনুসারে একপক্ষকে জয় বা মুক্তি, অন্যকে পরাজয় বা দণ্ড দান করেন, তাহাতে তিনি উহাদের কাহার শুভ-কর্ম্মের বা স্তুতির পক্ষপাতী বা কাহার অশুভাচরণে বা নিন্দাতে রুষ্ট হন না। ভগবান সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের অবধারিত ফল স্বরূপ মুক্তি আর অসাধুকে পাপের নিশ্চিত ফল স্বরূপ দণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু কাহার তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্ম বা স্তুতি নিন্দাতে বিচলিত হন না। (ক) যদি কেহ তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ পানার্থ ব্যাকুল হইয়া সরলান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনারূপ স্তুতি করে অথবা সেই সুধাপান পূর্ব্বক আনন্দে ধন্যবাদরূপ স্তুতি গান করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার ঐরূপ ধর্ম্মই তাহাকে জয় দান করে। বিধাতার নিয়মই তাহা নতুবা তদ্দ্বারা যে তাঁহার তুষ্টি অনুমান করিতে হইবে এমন নহে। তিনি ঐ নিয়ম বা ভক্তি অনুসারে ফল দান করেনমাত্র, কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্ত ও সমভাবেই থাকেন। তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিক বিধির সন্নিধানে শুভাশুভ ফল কেবল কর্ম্মায়ত্ত। (শারীরকে ২। ১। ৩৪) "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে নসাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি" জীবের প্রতি পরমেশ্বরের বৈষম্য নাই অর্থাৎ তিনি কাহার প্রতি প্রবৃত্তিবশতঃ সদয় বা নির্দ্দয় হন না। জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় তিনি ফল দান করেন। যেহেতু পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জ্জন হয়। পাপেতে

পাপ জন্মে এমন কথন বেদে আছে। (খ) যাঁহারা নির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্বের বোধাভাবে এই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত মীমাংসা ধারণ করিতে অপারক হইয়া কেবল স্তব স্তুতিতে তাঁহার তুষ্টি এবং শুভ ফল লাভের মুলে তাঁহার অনুগ্রহমাত্র থাকা মনে করেন এবং ভগবৎ নিন্দাকারী বা পাপীর প্রতি তাঁহাকে ক্রোধ বিশিষ্ট ও দণ্ড বিধানের কর্ত্তারূপে তাঁহাকে দৃষ্টি করেন তাঁহাদের উচিত যে তাদৃশ তুষ্টি ও রুষ্টিতে অনুগ্রহ ও নিগ্রহে তাঁহাকে যেন সমভাবে স্বার্থ শূন্য মঙ্গলময় এবং অনুগ্রহকারীরূপেই গ্রহণ করেন কেন না গীতাতে মহাভগবদ্ভক্ত পরমারাধ্য শ্রীধর স্বামী এতাদৃশ স্থলে মীমাংসা করিয়াছেন (৫। ১৪) "নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ" ঈশ্বরের যে নিগ্রহ সে দণ্ডরূপ অনুগ্রহমাত্র। পুনশ্চ (৪। ৮) "লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি" বালককে লালন পালন ও তাড়ন করায় যেরূপ মাতার নির্দ্দয়তা হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও গুণ দোষের নিয়ম কর্ত্তৃতা বিষয়ে কোন নির্দ্দয়তা সম্ভবে না। এতাবতা স্তুতি বা নিন্দাতে তাঁহার তুষ্টি বা রুষ্টি স্বীকার করিলেও সে তুষ্টি রুষ্টি তাঁহার স্বীয় নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপকে স্পর্শ করে না। মানব যেমন কাহার স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া সেই তুষ্টির আনন্দ প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং শরীর পর্য্যন্তে গদ্গদভাবে অনুভব করেন অর্থাৎ তাহা নিজে ভোগ করেন এবং নিন্দা-জন্য অসহ্য ক্রোধ কর্ত্তৃক যেমন স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত হন ভগবানেতে সেরূপ ভোগাদি দোষ ও বৈষম্যভাব স্পর্শিতে পারে না। স্তুতি নিন্দাতে তাঁহার স্বরূপে সেরূপ বিকার হওয়া অসম্ভব।

---
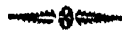
১৪ নং বিল্‌পুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস বিদ্যারত্নের উত্তর

১। প্রশ্নোত্তরং। স্তুতিনিন্দাভ্যাং পরমেশ্বরস্তুষ্টোরুষ্টশ্চ ন ভবতি। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি ভগবদ্গীতা। জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি ইতি ষড়ভাব বিকারাঃ। অজো নিত্য ইত্যনেন আদ্যন্তয়োর্ব্বিকারয়োর্নিষেধেন মধ্যবর্ত্তি বিকারাণাং তদ্ব্যাপ্যানাং নিষেধে জাতেঽপি গমনাদি বিকারাণামনুক্তানামপ্যুপলক্ষণায় অপক্ষযোঃবৃদ্ধিশ্চ স্বশব্দেনৈব নিরাক্রিয়তে। শাশ্বতঃ সর্ব্বদৈকরূপঃ অতোনাপক্ষয়ঃ পুরাণঃ পুরাপি নব একরূপঃ অতো ন বৃদ্ধিঃ। ইতি ভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং মধুসূদন সরস্বতী ব্যাখ্যানেন গমনাদি বিকারাণাং ইত্যত্রাদিগ্রাহ্য সন্তোষরোষরূপ বিকারাভাবাৎ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত। অস্যার্থঃ। মাত্রাণাং ইন্দ্রিয়াণাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ তত্ত্বদ্বিষয়াকারান্তঃ করণ-পরিণামবত আগমাপায়িনঃ উৎপত্তি বিনাশবতোঽন্তঃকরণস্যৈব শীতোষ্ণাদি দ্বারা সুখ দুঃখদাঃ নতু নিত্যস্য বিভোরাত্মনস্তস্য নির্গুণত্বাৎ নির্ব্বিকারত্বাচ্চ নহি নিত্যস্য অনিত্যধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদাৎ সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ সাক্ষ্যস্য সাক্ষিধর্ম্মত্বানুপপত্তেশ্চ ইতি উক্ত সরস্বতী ব্যাখ্যানেন শীতোষ্ণ-তোষরোষাদি জন্য সুখ দুঃখস্য জীব ধর্ম্মত্ব প্রতীতেঃ ন পরমাত্মনঃ। অতএব সম দুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। তস্য তোষরোষাদি জন্য সুখদুঃখস্তু অবিদ্যা নিমিত্তাধ্যাসাদ্বের [illegible]বিকং যথাস্ফটিকমণৌ জবাকুসুমোপাধান নিমিত্তো লোহিতিমাসত্যঃ। অধ্যাসস্তু স্বাত্যন্তাভাববতি স্বাবভাসঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহা-

বাক্যেন লক্ষ্যাতে ইত্যানেন নিত্যানন্দ স্বরূপস্য পরমেশ্বরস্য জন্য সুখদুঃখানাশ্রয়ত্বাৎ সুখদুঃখ ফলিক-য়োস্তুতি নিন্দযোরভাবাৎ।

১৫ নং বর্দ্ধমান রাজ-সভা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্নের উত্তর।

রোষঃ সন্তোষশ্চ মানসিকোধর্ম্মঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ণকামোঽশরীরী চ অতএব তস্য সুখদুঃখাদিভিঃ সম্বন্ধো নাস্তি যতঃ শরীরিণঃ সুখদুঃখাদিকং সম্ভবত্যেব।

অশরীরিণঃ সুখদুঃখাদ্যসম্ভবে প্রমাণং যথা

কৌশীতকী শ্রুতিঃ। নহবৈস শরীরস্য সতঃ প্রিযাপ্রিযযোরপহতিরস্তি। অশরীরংবাব সন্তং প্রিযাপ্রিযে ন স্পৃশতঃ। অত্র প্রিযাপ্রিয-শব্দস্য বৈষযিক-সুখদুঃখপরত্বং। বেদান্তে ১ অং। ১ পাং ৪ র্থ সূত্রে শঙ্কর ভাষ্যে আনন্দ গিরিঃ। অতএব স্তুতিনিন্দাভ্যাং পরমেশ্বরস্য তোযরোষৌ ন ভবতঃ।

১৬ নং বর্দ্ধমানস্থ সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির উত্তর।

রোষ ও সন্তোষ মানসিকধর্ম্ম পরমেশ্বর পূর্ণকাম এবং অশরীরী সুতরাং তাঁহার সুখদুঃখাদির সহিত সম্বন্ধ নাই যেহেতু শরীরীর সুখদুঃখাদি সম্ভব হইয়া থাকে অশরীরের সুখ দুঃখ নাই তদ্বিষয়ে যুক্তি যুক্ত কৌশীতকী শ্রুতি যথা। নহবৈস শরীরস্য সতঃ প্রিযাপ্রিযযোরপহতিরস্তি।

অশরীরং বাবসন্তং প্রিযাপ্রিযে ন স্পৃশতঃ।

এই স্থলে প্রিযাপ্রিয শব্দের অর্থ বৈষয়িক সুখ দুঃখ বেদান্ত ১। অ। ১ পাং। ৪ র্থ সূত্রে শঙ্কর ভাষ্যে আনন্দ গিরি অতএব স্তুতি ও নিন্দা তে পরমেশ্বরের তুষ্টি অথবা রোষ হয় না।

১৭ নং আসাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

ঈশ্বরস্য ক্রিয়া রাহিত্যাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নস্তঃ ততশ্চ কারণ বাধেন সুখদুঃখযোর্নোৎপত্তিস্তেন চ সুখ বিশেষ রূপাযাস্তুষ্টেঃ প্রতিকূল ধর্ম্মিকাপচিকীর্ষা প্রবোধ রূপস্য ক্রোধস্য চাভাবঃ কল্পনীযঃ। অপিচ সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতানিত্যমলুপ্ত শক্তিঃ। অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্যেতি স্মৃত্যুক্ত তৃপ্তি পদার্থস্য স্বীয সুখেচ্ছাবদন্যত্বস্য স্বতন্ত্রতাপদার্থস্য পর প্রযুক্ত দুঃখরাহিত্য রূপস্য চ ঈশ্বর ধর্ম্মত্বেন সুখদুঃখযোরাহিত্যং গম্যতে তেন চ তুষ্টিক্রোধযোরভাবঃ স্ফুটং প্রতীযতে।

১৮ নং সেনামুখী নিবাসি শ্রীমাধব চন্দ্র তর্ক ভূষণের উত্তর

অখণ্ডানন্দ স্বরূপস্য পরমেশ্বরস্য যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহেতি শ্রুত্যানুসারেণানির্ব্বচ-নীযত্বেন স্তুতিনিন্দযোরবিষযত্বে সুতরাং স্তুতিনিন্দাভ্যাং তস্য রুষ্ট তুষ্টত্বং নোৎপাদনীযং কিন্তু পরমেশ্বর সকাশাৎ আত্মনো নিকৃষ্টতা প্রতিপাদনায পরমেশ্বরারোপিত গুণকথনেন স্তাবকস্য পুণ্যং তদারোপিত দোষ কথনেন নিন্দকস্য পাপমিত্যযমেব বিশেষঃ [illegible] পরমেশ্বরস্তু স্বেচ্ছামষ শরীর গ্রহণেন স্তাবক সম্বন্ধে

তুষ্যতি দৈত্যাদি বধেচ্ছাক্রূপতয়া নিন্দক সম্বন্ধে রুষ্যতীতি যথা শ্রীভাগবতে ব্রহ্মাদি কৃত স্তুত্যা শিশুপালাদি কৃত নিন্দয়া।

১৯ নং পাত্র সায়ের নিবাসি শ্রীহর চন্দ্র বিদ্যাভূষণের উত্তর

পরমেশ্বরঃ স্তুত্যা তুষ্টঃ এতাবদ্বর্ণিতো গুণো ভক্ত্যাভক্তেন নির্গুণঃ। প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতোযতমন্যুরভাষত ইতি শ্রীভাগবতে পরমাত্ম নৃসিংহদেবস্যোক্তস্তুত্যা প্রীতি দর্শনাৎ. অত্রোক্ত দেবস্য নির্গুণত্বমুক্তং শরীরাবচ্ছিন্নপরমাত্মনা শুদ্ধ পরমাত্মনোঽভেদো বিশিষ্টস্যানতিরিক্তত্বাৎ। এতেন স্তুতিতুষ্টত্বং রামকৃষ্ণনৃসিংহাদের্নতু পরমেশ্বরস্যেতি পূর্ব্বপক্ষো নিরস্ত এবমগ্রেঽপি। নিন্দয়া চ পরমেশ্বরোরুষ্টঃ। স্বান্নিবার্য্য স্বয়ং রুষেতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে শিশুপাল বধ উক্তত্বাৎ। তোষরোষাবুক্তৌ প্রতীত্যভিপ্রায়েণ তোষরোষৌ জন্যে সুখেচ্ছে বস্তুতস্তত্র নস্ত ইতি।

(২০) বর্দ্ধমানবাসি শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর উত্তর

পরমেশ্বর নির্ব্বিকার পূর্ণকাম তাঁহার স্তুতি বা নিন্দাদিতে তিনি রুষ্ট বা তুষ্ট হননা। রুষ্ট তুষ্ট মনের ধর্ম্ম পরমেশ্বর নিরুপাধিক সুতরাং তাঁহাকে রুষ্ট তুষ্ট কহা যায় না। শরীর ধারীর সম্বন্ধে রুষ্ট তুষ্ট শব্দের অর্থ সুখ দুঃখ থাকে ইহা শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে। যথা সশরীরস্য শতো নাপ্রিয়াপ্রিযে বিমুক্ততঃ। অশরীরীর সম্বন্ধে রুষ্ট তুষ্ট শব্দের অর্থ সুখ দুঃখাদি নাই ইহা শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে। যথা অশরীরম্বাবসন্তং নাপ্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশাতঃ।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দোপাধ্যায়ের উত্তর

না। তাহা হইলে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ ঘটে। যুক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য স্তবকরা উচিত, প্রত্যবায় কিছুই নাই প্রত্যুত সুখ সঞ্চারের সম্যক সম্ভাবনা।

(২২) বরশূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার উত্তর

পরমেশ্বর স্তব বা নিন্দায় তুষ্ট বা রুষ্ট হন না ; যে হেতু তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ; সুতরাং আত্মাভিমান তাঁহাতে নাই ; তবে কিরূপে সন্তোষ বা রোষ থাকা সম্ভব হইতে পারে ? স্তাবক ব্যক্তি স্বাভীষ্ঠ সিদ্ধির জন্য তাঁহার যে স্তব করে তাহাতে তাহার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সুকৃতি মাত্র লাভ হয় আর নিন্দা করণে বিকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দুষ্কৃতি মাত্র লাভ হয়।

(২৩) বর্দ্ধমানস্থ ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের উত্তর ;

স্তব জন্য সন্তোষ এবং নিন্দা জন্য রোষ পরমেশ্বরের নাই, যে হেতুক সন্তোষাদি জননে পাঞ্চভৌতিক শরীর সম্বন্ধাদির কারণতা, পরমেশ্বরের শরীর [illegible] শরীর হীনের সন্তোষাদির অজননে প্রমাণং যথা। অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিযে ন স্পৃশত ইত্যাদি শ্রুতিঃ। কিন্তু শরীরি জীব সকল স্তবাদি দ্বারা অদৃষ্ট বি-

শেষাদি লাভ দ্বারা সুখদুঃখাদি লাভ করেন এবং সমোহহং সর্ব্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয ইতি ভগবদগীতা চ।

(২৪) বাঁকিটোন নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত দেবশর্ম্মার উত্তর

যতঃ পরমেশ্বরঃ প্রহ্লাদাদীনাং স্তুত্যা তুষ্টঃ শিশুপালস্য নিন্দযা রুষ্টশ্চ বভুব অতএব স্তুত্যা নিন্দযা চ তুষ্টো রুষ্টো ভবতি বস্তুতস্তু তস্য দ্বেষ্যো নাস্তি তথাহি ভাগবতে।

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রন্তে প্রীতোহহন্তেঽসুরোত্তম। বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোস্ম্যহং নৃণাং।

প্রীতোহস্মঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থান বিদাযেত্যাদি স্বান্নিবার্য্য স্বয়ং রুষা। শিরঃ ক্ষুরান্ত চক্রেণ জহারাপততো রিপোরিত্যাদি। ন তস্য কশ্চিদ্দযিতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিযোদ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বেত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্তবৈস্তুষ্টো নিন্দয়া বা ন রুষ্টোভবতীশ্বরঃ। জগৎকর্ত্তা জগদ্ব্যাপী সচ্চিদানন্দরূপকঃ॥ ১। কিন্তু-স্তোতুঃ কাম্যসিদ্ধির্নিন্দকস্যাতিদুর্গতিঃ। তবেত্থংবং সর্ব্বশাস্ত্র সম্মতং বুদ্ধিসঙ্গতং॥ ২॥

অত্র প্রমাণং। সমোহহং সর্ব্বভুতেষু নমেদ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয় ইতি ভগবদ্গীতা। স্তৌতিমাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি আদিত্যে হৃদয়ে সূর্য্যোক্তিঃ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবতস্তুতস্যেশ্বরস্য স্তবেন নিন্দয়া বা সন্তুষ্টত্বং রুষ্টত্বং বানাস্তি কিন্তু স্তবেন স্তোত্তুরভীষ্টসিদ্ধিঃ কল্পিতপ্রীতিশ্চ নিন্দয়া নিন্দকস্য অভীষ্টনাশঃ পাপবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।

প্রমাণং ইমং স্তবং নিত্যমনন্যভক্ত্যা শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ। তে সর্ব্বসৌখ্যং পরমঞ্চ লব্ধা ভবং পদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাদিতি রামায়ণ লিখনং নাস্তিক্যং বেদনিন্দা চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদিতি মনুবচনং।

(২৭) কলিকাতা হোগোলকুড়ে নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নিরুপাধি পরমেশ্বরস্য স্বতোরাগাদ্যভাবেন সর্ব্বক্রিয়া শূন্যত্বেন চ তস্য স্তুতি নিন্দা করণে তস্য তোষ নিন্দেন সংভবত এব।

অত্র প্রমাণং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানল মিতি শঙ্করভাষ্য ধৃতশ্রুতিঃ। অস্যা আনন্দজ্ঞানব্যাখ্যা যথা নিরুপাধিকে শ্রুত্যন্তরমাহ নিষ্কল মিতি নিষ্কলং নিরংশত্বাদেব সর্ব্বক্রিয়াশূন্যং নিষ্ক্রিয়ং তস্মাদেব শান্তং অপরিণামি রাগাদি রহিতং নিরবদ্যং ধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যসম্বন্ধং সর্ব্বক্রিয়াশূন্যং নিরঞ্জনমিত্যাদি চ।

অর্থাৎ যস্য স্বভাবতঃ সর্ব্বক্রিয়াশূন্যত্বং তস্য স্তুত্যা[illegible]করণেহপি কৃতস্তোষাদিঃ সম্ভব ইতি। মূর্ত্তিমতঃ পরমেশ্বরস্য স্তবাদি করণে তস্য তোষাদির্ভবতি।

অত্র প্রমাণং। বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণ মিতি বিষ্ণু পুরাণং।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের দেহ কল্পনা পক্ষে স্তবে সন্তোষ নিন্দাতে রোষ বহু পুরাণে নানাস্থানে লিখিত আছে কংসের দুরন্ততা প্রকাশ হইলে দেবতাকৃত স্তব সমাপ্তে কোপেন স্ফুরিতাধর ইত্যাদি বিশেষণ বেদব্যাস ভবিষ্য পুরাণে দিয়াছেন নিরাকার পক্ষে আকার নাই অতএব তদ্ধর্ম্ম রাগ দ্বেষাদিও নাই।

(২৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীযদুনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নিত্যানন্দময় এবং স্বভাবতঃ রাগ দ্বেষাদিশূন্য পরমেশ্বরের জন্য সন্তোষ ও রোষ সম্ভবপর না হইলেও স্তুতি এবং নিন্দাতে ঔপাধিক তুষ্ট ও রুষ্ট হওয়া স্বীকার্য্য; কারণ, তাঁহার স্তুতি ও নিন্দা ক্রমে শুভাদৃষ্ট এবং দুরদৃষ্ট জনকরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বহুতর ভক্তে বর প্রদান ও নিন্দাতে রোষ বশতঃ শিশুপাল বধাদি ভারত ও পুরাণে কীর্ত্তিত দেখা যায়।

প্রমাণ, " চক্রতীর্থং শুভং গত্বা তপসা বিষ্ণুময়হং। অতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণ মনন্যধীঃ " অধ্যাত্ম রামায়ণ। অন্যান্য প্রমাণ ও সুলভ।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটীস্থ শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সদাস্বতৃপ্ত চিদানন্দময় জগদীশ্বরের স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট ও রুষ্ট হওয়া যদিচ সম্ভব হয় না বটে তথাপি উপাসকগণের কার্য্য সাধন নিমিত্ত স্বেচ্ছাকৃত নরাদিদেহ ধারণ করিয়া সাধকগণের স্তুতিতে ও নিন্দকগণের নিন্দাতে তুষ্ট ও রুষ্ট হওয়া নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা। তুষ্টোঽহং তবরাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ চ। দদামি তে বরং বৃহি মনসা যদভীপ্সিতম্॥ প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রন্তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া। যদস্তৌষীৎ গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥ যত্নস্তেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বাস্তোত্রেণ মাং ভজেৎ। তস্যাস্তু সুপ্রসন্নোঽহং সর্ব্বকাম বরেশ্বরঃ॥ তত উত্থায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য্য স্বয়ং রুষা। শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপো রিতি শ্রীমদ্ভাগবতে॥ শিরসাঞ্জলি মাধায় প্রাস্তৌষীৎ কমলাপতিং। তেন তুষ্টো মহাবিষ্ণুর্দত্তবান্ বরমুত্তমম্ ইতি বৃহন্নারদীয়ে॥

(৩১) তেলিবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের উত্তর

এই অবনীমণ্ডলস্থ নরপতি বর্গ, যদি স্তুতি দ্বারা তুষ্ট বা নিন্দার দ্বারা রুষ্ট হইয়া জনগণের ইষ্ট পুরণ ও অনিষ্ট সাধন করেন, অথবা অপরাধির দণ্ড প্রণয়ন না করেন এবং অবিচার ঘোষণাদিরূপ নিন্দাতে রুষ্ট হইয়া দণ্ড প্রণয়ন করেন তাহা হইলে লোক-সমাজের একান্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে সন্দেহ নাই। কারণ তাহাতে জনগণ লোভপরতন্ত্র ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সংসারের নানা বিধ অনিষ্ট সাধন করে; রাজা দণ্ডদাতা স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেই কোন বাধা ঘটে না। অবিচারাদির নিন্দা করিলে যদি দণ্ড করেন, তবে সদ্বিচারের লোপ হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে রাজ-গণ স্তুতি দ্বারা তুষ্ট ও নিন্দাতে

রুষ্ট হইয়া কার্য্য করিলে এই সামান্য পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, পরমেশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি হইয়া যদি স্তবে তুষ্ট ও নিন্দাতে রুষ্ট হন তবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ কি? এবম্বিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভ্রমপ্রমাদ শূন্য বিশ্বপতি বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

শাস্ত্র প্রমাণ যথা নৈয়ায়িকদিগের মতে পরমেশ্বরে আটটি গুণ আছে।

সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোঽপি চেশ্বরে॥ ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ।

পরমেশ্বরে সংখ্যা পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা যত্ন এই আটটি গুণ আছে; তাঁহাতে এ ভিন্ন আর কোনও গুণ অর্থাৎ রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি নাই, সুতরাং তাঁহাতে সন্তোষাদি সত্ত্বগুণ ও রাগ দ্বেষাদি রজোগুণ নাই। সুতরাং কোনও রূপে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

বৈদান্তিকদিগের মতে পরমেশ্বর নির্গুণ ও নির্ব্বিকার, প্রেমহীন ও উদাসীন। যথা "ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং পরমং মহঃ। তদ্ব্রহ্মপরানন্দমবাঙ্মনসগোচরং। ইতি বৈদান্তিকাঃ। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিন্যাং। অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।" ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

নির্গুণ ও নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণ নাই অর্থাৎ তিনি ঐ তিন গুণের অতীত অতএব সত্ত্বগুণের কার্য্য সন্তোষ ও দয়াদি এবং রজোগুণের কার্য্য রাগদ্বেষাদি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না সন্তোষ ও ক্রোধাদি মানসিক বিকার মাত্র সেই নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে সন্তোষ ও রাগাদি বিকার কোনও রূপে সম্ভব হয় না। আর উদাসীন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট নহেন, সুতরাং স্তবেও তুষ্ট হন না এবং নিন্দাতেও রুষ্ট হন না।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু। ইতি ভগবদগীতা।

এক্ষণে শাস্ত্র বিচার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ষষ্ঠ স্কন্ধে বৃত্রাসুরবধার্থং সন্তুষ্টঃ সন্ ইন্দ্রং প্রতি উপদেশমদাৎ। প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা ইতি। রুষ্টঃ সন্ শিশুপালং অবধীৎ নিন্দয়া যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিবাচমদত্ত কেশব ইত্যাদি।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সুখ দুঃখ গুণকার্য্য শরীরির হইয়া থাকে নির্গুণের ঘটে না। যথা অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি।

---
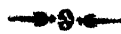
(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ইতি ভগবদ্গীতা বচনেন সর্ব্বভূতেষু সমত্বাভিধানাৎ দ্বেষ্যপ্রিয়ত্বাভাবাচ্চ পরমেশ্বরস্য স্তুত্যা নিন্দয়া বা তস্য সন্তোষঃ ক্রোধশ্চ ন ভবত্যেব।

সগুণস্য পরমেশ্বরস্য স্তবাদিকরণে তস্য তোষাদির্ভবত্যেব ॥

অত্র প্রমাণং দেবকীস্তবানন্তরং ভগবান্মুবাচেত্যানন্তরং তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে ইত্যাদি ভাগবত দশমস্কন্ধীয় বচনং।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না, নিন্দাতে রুষ্ট হইলে তাঁহার রাগ দ্বেষাদিকৃত বৈষম্য হয়, তবে যিনি তাঁহাকে ভক্তি সহকারে স্তবাদির দ্বারা ভজনা করেন, তিনি সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ করেন। যেমন অগ্নিসেবক অগ্নি সেবনের দ্বারা আপনার সীতাদি নাশ করিয়া সুখী হন। প্রমাণ গীতা নবম অধ্যায়ে। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।২৮। আর তিনি কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না। প্রমাণ গীতাতে। না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। অপিচ শ্রুতিরা আপনাদের স্তবে বলিয়াছেন পরমেশ্বরকে মুনিরা আত্ম সংযমাদি দ্বারা উপাসনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছেন এবং অরিরা স্মরণ করিয়া সেই ফল লাভ করিয়াছেন আর ব্রজগোপীরা কামাদি দ্বারা আশক্ত হইয়া সেই ফল লাভ করিয়াছেন এবং আমরাও সেই ফল লাভে সমান অধিকারী। তাহার প্রমাণ। শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রুত্যধ্যায়ে নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মপি চ তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ ॥ ২০ শ্লোক ॥ কিন্তু কোন কোন স্থানে তাঁহার বৈষম্য যাহা দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহার বৈষম্য নহে তাঁহার নিয়মের ফল। নিয়ম কি প্রকার তাহার বিবরণ কহিতেছি। যে যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তিনি আত্মাকে সৃজন করিয়া সাধু সকলের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত ব্যক্তির বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতার হইয়া আপন নিয়ম প্রতিপালন করেন তাহাতে তাঁহার বৈষম্য হয় না। প্রমাণ। গীতা চতুর্থাধ্যায়ে। যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৮ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥ ৯ ॥ যেমন মাতার আপন পুত্রের লালন ও তাড়নে কারুণ্য নাই সেইরূপ পরমেশ্বরেরও প্রাণিবর্গের প্রতি কারুণ্য নাই। প্রমাণ। লালনে তাড়নে মাতুর্নকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ।

(৩৬) মহেশপুর রাজধানীর সভা পণ্ডিত শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

হয়েন না। যেহেতুক পরমেশ্বর অবিষম পদার্থ তিনি স্তবের ও নিন্দার বিষয় হন না। এতৎ প্রমাণং শ্রুতির্যথা যতোবাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ ইতি। অপিচ পরমেশ্বরে নিত্য সন্তোষ আছে তাহা কর্ম্ম জন্য নহে সচ্চিদানন্দত্বাৎ কর্ম্ম জন্য সন্তোষ বা রোষ পরমেশ্বরে থাকিলে বৈষম্য দোষ ঘটে ॥ ১ ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রী[illegible]প্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মীমাংসক মতে পরমেশ্বরস্যাপি স্তুতি নিন্দয়োর্জন্য সুখ দুঃখে স্বীকুর্ব্বন্তি অতএব ভবানীপ্রীতয়ে

পার্থ সম্বৎসর সুখায় চ ইতি। ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্নিহন্তি বৈ ইত্যাদি বচনানুপপদ্যতে অপিচ সর্ব্বে প্রাচীনগ্রন্থকর্ত্তারঃ প্রারিপ্সিত গ্রন্থ সমাপ্ত্যাশয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থং স্তব প্রণামরূপং মঙ্গলাচরণং কুর্ব্বন্তিস্ম।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্তুত্যা সন্তুষ্টঃ নিন্দয়া চ রুষ্টঃ ভবতি। যথা ব্রহ্মপুরাণে (৫৩ অধ্যায়ে) মার্কণ্ডেয়ঃ স্তুত্বা বিষ্ণুং তুতোষ। তথা (শৈব পুরাণে) তারক পীড়িতা দেবাঃ ব্রহ্মাণং তুতুষুঃ। শিশুপালাদি বধেন ন নিন্দ হ-সন্তুষ্টত্বং প্রমাণীকৃতং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দায় তুষ্ট ও রুষ্ট বোধ করেন না যেহেতু সর্ব্বভূতে সমভাব জ্ঞান করেন অতএব তাঁহার প্রিয় নাই ও দ্বেষ্য নাই। এতৎ প্রমাণং ভগবদ্গীতায়ামুক্তং। যথা সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন দ্বেষ্যোস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং। তাঁহাতে প্রীতিহেতু আমা-দের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মা দন্তরতমং যদয়মাত্মা স যোন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎপ্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ আত্মা নমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্র-ষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। অপরঞ্চ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব সুতরাং তুষ্ট রুষ্ট বোধ না করিলেও উপাসনা করা আবশ্যক।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ স্তুত্যা তুষ্টো ন ভবতি যতঃ স্বয়ং তুষ্টঃ পরমেশ্বরঃ। যদি স্তুতিতে তুষ্ট হন তবে সংতুষ্টে পরমেশ্বরেঽসংতুষ্টাপত্তি সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতৌ শ্রুতি বিরোধস্বাদতঃ পরমেশ্বরঃ নিত্য তুষ্টঃ যেমন যৎ সত্তাতয়ামিথ্যাসর্গোপিসত্যবৎ প্রতীয়তে তদপি যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং ইতি পরমেশ্বরঃ স্বয়ং নিত্য তুষ্টঃ যস্মিন পরমেশ্বরে তুষ্টে সতি অসংতুষ্টোপি জগৎ তুষ্টং অতএব পরমেশ্বরঃ স্তুতি না তুষ্টো ন ভবতি যদ্যপি ব্রহ্মাদি দেবাঃ স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধাৎ ত্রিগুণাধিকারান্ কৃষ্ণ রামাদীন্ স্তুতিং করোতি তদপি পরমেশ্বরঃ তুষ্টো ন এবং নিন্দায়াং পরমেশ্বরঃ রুষ্টো ন ভবতি যদ্যপি পরমেশ্বরঃ নিন্দায়াং রুষ্টো ভবতি তদপি আনন্দময়স্য পরমেশ্বরস্য অখণ্ডানন্দস্য নিরানন্দত্বাপত্তিরিতি নিরানন্দ-ত্বেন রুষ্টোবগম্যতে অতএব নিন্দায়ামপি পরমেশ্বরঃ রুষ্টো ন ভবতি যস্য পরমেশ্বরস্য আনন্দত্বেন জগদানন্দং অতএব পরমেশ্বরঃ নিন্দাতে রুষ্ট হন নাই ইতি যুক্তিসিদ্ধং।

---

৪১ মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রেয়ের উত্তর।

পরমেশ্বর শুদ্ধ সম্মাত্র আক, চিদানন্দ স্বরূপ, নিরাকাঙ্ক, সুখদুঃখ বোধক ইন্দ্রিয় বিহীন, সুতরাং অশরীরী

ও সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্ত। অতএব অস্মদাদির স্তুতিতে বা পারুষ্য বাদে তাঁহার তুষ্টি বা রুষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাহি। যদি স্তবে বা নিন্দায় তাঁহার তোষ বা রোষ জন্মে এমন বিবেচনা করা যায় তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ও ইচ্ছার অমোঘত্বের প্রতি দোষারোপ করা হয়। কারণ ইহা শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে যে আমার অসন্তোষ কর কার্য্য হউক এমন বাঞ্ছা কোন ব্যক্তি করেন না। তবে মৎস্রষ্ট জীবগণ অপ্রীতিকরী ক্রিয়া দ্বারা আমায় বৈরক্তি উৎপাদন করুক অথবা আমার অভিমতের প্রতিকুলাচরণ করিতে সমর্থ শীল হউক এরূপ বাসনাও পরমেশ্বরে কল্পনা করা যাইতে পারে না, এমতস্থলে তিনি ইচ্ছা করিলেন জীবেরা সতত সত্যানুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সন্তুপ্তি জন্মাউক, কিন্তু তাহারা তাহার বিপরীত কর্ম্ম করত তাঁহার রুষ্টি উৎপাদন করিল। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে পরমেশ্বরের ঈপ্সিত মতে কার্য্য হয় না যাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও প্রমাদ বাক্য হইয়া উঠে।

আরো দৃষ্ট হইতেছে যে কোন ব্যক্তি নিরন্তর পাপ কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া যদি পরমেশ্বরের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায় তবে তাহার প্রতি পরমেশ্বর স্বয়ং কোন প্রতি বিধান করেন না। অর্থাৎ দুগ্ধকে বিষ অথবা মিষ্ট সুস্বাদু বস্তুকে তিক্ত কষায় কিম্বা স্বাস্থ্য ধ্বংসাদি করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেছেন না, স্তাবকের নিকট ঐ সকল সামগ্রী যেরূপ প্রিয়াপ্রিয় হয় নিন্দকের সন্নিধানে তদ্বৎই থাকে অর্থাৎ তাহারা স্ব স্ব গুণকে পরিত্যাগ করে না পরমেশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টি থাকিলে উক্ত কোন প্রকারে পুরস্কার বা তিরস্কার বিধান হইত কারণ সর্ব্বশক্তিমান প্রযুক্ত পরমেশ্বর তদ্দণ্ডেই দণ্ডবিধান করিতে পারেন যৎকালীন তাহা হইতেছে না তৎকালীন ইহাই সিদ্ধান্ত যে প্রশংসাবাদে পরমেশ্বরের অর্থাৎ পরব্রহ্মের তোষাতোষ উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আরও একটি প্রমাণ স্থল এই যে কোন বাক্যে আমাদের কিছু উপকার সম্বন্ধ থাকিলে আমরা তাহাতে স্বকীয় উপকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেরূপ আমোদিত হইয়া থাকি পুনর্ব্বার কোন কথায় অপকার বিবেচনা হইলে তাহা তদ্রূপ রোষের প্রতি কারণ হইয়া উঠে। এমত স্থলে যে যে বাক্য প্রয়োগে আমাদের কোন প্রতিপত্তি কি সম্মান অথবা অন্য প্রকার উপকার সম্ভাবনা থাকে তাহাই আমাদের প্রীতি কর; আর যাহাতে তাহার বিপরীত অর্থাৎ লোক সমাজে ঘৃণা, কি হতাদর, বা তিরস্কার ইত্যাদির আশঙ্কা জন্মে তাহাই অসন্তোষ জনক বোধ হয়। উপকারাপকার সম্ভাবিত না হইলে তোষাতোষের উৎপত্তি হয় না, যথা অতি শিশু বালকের ও উন্মত্ত ব্যক্তির স্তুতি বা নিন্দা দ্বারা শুভাশুভ সম্ভাবনা না থাকায় আমাদের আহ্লাদ বা কোপোৎপাদন হয় না। অতএব উক্ত প্রমাণে যদি অস্মদাদির স্তুতি নিন্দায় পরমেশ্বরের উপকারাপকার জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহাতে তাঁহার তুষ্টি রুষ্টি উদ্ভূত হইতে পারিবার বিবেচনা করা যাইতে পারে নতুবা তিনি তাহাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না এই মীমাংসা বলবতী।

কোন সামগ্রী নির্ম্মাতার দ্রব্যগুলিন অতি কদর্য্য বলিয়া তাহার প্রতি হতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে ঐ দ্রব্যের প্রতি লোকের অনাদর হয় সুতরাং সেই অনাদর হেতুক ঐ দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত উপকারের ব্যাঘাত ঘটনা হওন প্রযুক্ত নির্ম্মাতার ঐ নিন্দা বাক্যে রোষোৎপন্ন হইয়া থাকে অথবা ঐ সামগ্রী অত্যুত্তম ও মনোহর ইত্যাদি প্রকাশ করিলে তাহাতে তাহার সমধিক লাভ সম্ভাবনা, ইহা ভাবিয়া তিনি

নিরতিশয় আনন্দিত হন। লাভ বিরহ জ্ঞানে তিনি যেমন ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হয়েন তদ্বৎ লাভা-ধিক্য সম্ভাবনা স্থলে ঐ কর্ম্মে দ্বিগুণভাবে তাহার সমৌৎসুক্য জন্মে। এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বরের কার্য্যে তাদৃশ ঘটনা হইতেছে কি না ; আমি বোধ করি ইহা কোন ব্যক্তি যুক্তি সহকারে বলিতে পারিবেন না যে কোন লোকের প্রশংসাবাদে কিম্বা পারুষ্য ভারতীতে পরমেশ্বর এই জগতের কোন ব্যাপারের বৈলক্ষণ্য করিয়াছেন তবে সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের উপালম্ভে অর্থাৎ দুর্ব্বাক্য অপকার অভাবহেতুক পরমেশ্বরের রুষ্টি অথবা স্তবে উপকার বিরহ প্রযুক্ত তুষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতার্থে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের গুণাগুণ কীর্ত্তনে তাঁহার হর্ষ বিমর্ষোৎপাদন হয় না তাহা কেবল মায়িক অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ বিশিষ্ট জীবের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে, এস্থলে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে আবহমানকাল হইতে যোগী ও ঋষি ও মুনি প্রভৃতি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ধ্যান তপস্যা করিয়াছেন তাহা কি বিফলার্থ হইয়াছে ? উত্তর, না, তাহা সম্যক প্রকারে শুভ ফল উৎপাদন করিয়াছেন এবং চিরকাল করিবে। কারণ নৈষ্ফল্যাং যাতি ন ক্রিয়া। অর্থাৎ সকল ক্রিয়াই কোন না কোন এক ফল উদ্ভাবন করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ব্যাপার সিদ্ধ হয় তাহার নাম কর্ম্ম। বাক্ এক ইন্দ্রিয়। তদ্দ্বারা ভাষণরূপ যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার এক ফল অবশ্য হইতে হয় আর সেই বাগ্মী ব্যক্তিকেই তৎফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। যেহেতুক " স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্ " ইহা ভুরি ভুরি প্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি বলেন কথা বলাতে কি ফল হইতে পারে ? তবে উত্তর এই যে হস্তাদি দ্বারা নিষ্পন্ন যে যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া তাহার ফলে স্বর্গাদি ভোগও হইতে পারে না, যেহেতুক তাহাও ইন্দ্রিয় জন্য ক্রিয়ামাত্র। অতএব ক্রিয়াহেতুক কোন ফল থাকিলে বাক্য ক্রিয়ারও ফল আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তপস্যাদির মহাফল যে মোক্ষ ইত্যাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার প্রতি কোন সংশয় নাই, কারণ তাহাতে ক্রমে তাপস ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করায় কর্ম্মক্ষয় সহকারে ফল ভোগ লুপ্ত হয়। ভোগের অভাব হইলে জন্ম মরণের প্রয়োজনতা থাকে না, জন্ম মৃত্যুর অবসান হইলে তজ্জন্য অত্যন্ত যাতনা রহিত অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয় এতদ্রূপে স্তব ও ধ্যান ইত্যাদির প্রকার বিবেচনা করিয়া স্বর্গাদি ভোগরূপ ফলের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে করিয়াছেন কিন্তু লোকে ততদূর গূঢ় অনুভব না করিয়া সেই স্তবাদির প্রতিপাদ্য ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া যেন সেই ফল প্রদান করিলেন ইত্যাকার বিবেচনা করে, ফলতঃ তাহা নহে। পরমেশ্বর এই জগৎকে কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং সেই সকল কর্ম্মের ফলাফল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবধারিত হইয়াছে তাহা অনুমাত্রও বিতথ হইবার নহে। আমরা ইহ সংসারের প্রাকৃতিক নিয়মের ফল সমুদয় জ্ঞাত নহি তন্নিমিত্ত শুভাশুভ কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট ফল পরমেশ্বরের প্রতি আরোপ করিয়া থাকি।

যদি বল দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক তপস্যাদি করিলেও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা যায় তবে কেন তাদৃশ ফল (নির্ব্বাণ) না হয়। উত্তর। এই টি তর্কপোষক বাক্যমাত্র। কারণ গুণ ধ্যান ও স্তব দ্বারা তপস্যা করিতে হইলে কেবল ঈশ্বর প্রাপ্তিমাত্র তপস্বির মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, কারণ ঈশ্বরাপেক্ষা গরিষ্ঠ ও মহত্তর পদার্থ জগতে আর কিছু আছে তিনি এমন বিবেচনা করেন না, সুতরাং সাংসারিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি তৎকালে তাঁহার ধিক্কার ও হত শ্রদ্ধার উদয় হয়। যেরূপ সহস্রাংশু সূর্য্যদেবের উপাসক ব্যক্তির

খদ্যোতের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান হয় তদ্বৎ ঈশ্বরোপাসনায় মগ্ন লোকের ঐহিক পদার্থের প্রতি বীতরাগ জন্মে। কিন্তু ঈশ্বরকে মানি না, তিনি অতি অকিঞ্চিৎকর হেয় ও অশ্রদ্ধেয় পদার্থ, ইত্যাদি কটূক্তি দ্বারা যিনি তাঁহাকে নিন্দা করেন তাহার ঐহিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বস্ত্র, অলঙ্কার, দধি, দুগ্ধ, ইত্যাদি বস্তুতে নিস্পৃহা কোথায়? বরং ঈশ্বরের দ্বেষী অশান্ত চেতা মনুষ্যের মানসে বিষয় বাসনা ও আসক্তি গাঢ়তররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাকে নানা আপদে এত জড়ীভূত করে যে পরিণামে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা অহরহ আমাদিগের চক্ষুর্গোচর হইতেছে. সুতরাং দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত নিষ্প্রয়োজন। অতএব যদ্যপি পরমেশ্বর আমাদের স্তবে তুষ্ট বা গর্হিত বাক্য প্রয়োগে ক্রুদ্ধ না হউন তথাপি তাঁহার গুণ সংকীর্ত্তন করাই আত্মশ্রেয়আকাঙ্ক্ষি জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শাস্ত্রকার মহামহোপাধ্যায় মহাত্মাগণ উপদেশ করিয়াছেন; "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইত্যাদি।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্তবেতে তুষ্ট হন নিন্দাতে রুষ্ট হন॥ ১॥

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি তস্যানাদিনিধনস্য গুণাতীতস্য জগৎস্রষ্টুরাদিপুরুষস্য হর্ষদ্বেষাদিকং নাস্তেব তথাপি যথা স্ফটিকে স্বতঃ শুদ্ধে হিঙ্গুলাশ্রয়ত্বেন রক্তত্বং তথা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবে চৈতন্যময়ে ব্রহ্মণি মায়াযোগাদীশিত্বং। অতোমায়াবশাৎ জগৎ স্রষ্টুঃ পরমেশ্বরসংজ্ঞস্যাস্মিন্ স্থাবরজঙ্গমাত্মকে জগতি মমত্বসত্ত্বাৎ অর্থাৎ প্রাকৃতবৎ যে স্বভাবতঃ স্তুবন্তোনং তেষু স্বভাবতোহস্যাপ্যনুগ্রহো ভবতি। তথাচ গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিত্যাদি" বিষ্ণুপুরাণে চ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ মরুৎ স্তবস্তুষ্টস্তেভ্যোঽভিলষিত প্রজাসর্গরূপবরং প্রাদাৎ। অন্যেষু চ বহুষু পুরাণেষু ভগবতঃ স্তবেন তুষ্টিঃ দৃশ্যতে। এবং সতি অর্থাৎ মায়িনঃ পরমেশ্বরস্য স্বভাবতো ভক্তানাং ভক্ত্যা স্তবেন সন্তোষে জাতে ন কদাচিৎ কেনাপি নিন্দয়া পরমেশ্বরে দ্বেষঃ কার্য্যঃ। দ্বেষে কৃতেঽস্য ভগবতোঽসন্তোষোঽসন্তোষাচ্চ দ্বিষতাং সর্পাদি ক্রূর যোনিষু নিপতনং ভবতি। তথাচ গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।

শাঙ্করভাষ্যং তানহং সর্ব্বান্ সন্মার্গ প্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বেষিণো দ্বিষতশ্চ মাং সংসারেষ্বেব নরক সংসরণমার্গেষু নরাধমান্ অধর্ম্ম দোষবত্ত্বাৎক্ষিপামীত্যাদি।

স্বামিকৃতটীকা। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যু মার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বিতি ক্রূরাসু ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিষ্বনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যাদি।

অতো মায়াবচ্ছিন্নস্য পরমেশ্বরস্য নিন্দারূপাতিদ্বেষেণ রোষোজায়তে।

ন চ "ন মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদিত্যাদি" ভগবদুক্তের্বৈষম্যমত্রাসুশঙ্কনীয়ং। তদ্বচনন্তু অবিদ্যানবচ্ছিন্নে সর্ব্বাত্মভূতে সর্ব্বব্যাপিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবে পরমাত্মনি সম্ভাব্যতে নতু মায়াবশগে। অন্যথা ভগবদুক্তবচনদ্বয়স্য বিরোধাপত্তিঃ।

অতঃ স্তুতিনিন্দাভ্যাং মায়িনঃ পরমেশ্বরস্য তোষরোষৌ জায়েতে ইতি সিদ্ধং।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অখণ্ডানন্দরূপস্য পরমেশ্বরস্য যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি শ্রুত্যনুসারেণানির্ব্বচনীয় *ত্বেন স্তুতিনিন্দয়োরবিষয়ত্বে সুতরাং স্তুতিনিন্দাভ্যাং তস্য রুষ্টত্বং নোৎপাদনীয়ং। কিন্তু পরমেশ্বর সকাশাৎ আত্মনোনিষ্কৃষ্টতা প্রতিপাদনায় তদারোপিত গুণ কথনেন স্তাবকস্য পুণ্যং তদারোপিত দোষ কথনেন নিন্দকস্য পাপমিত্যয়মেব বিশেষঃ। পরমেশ্বরস্তু স্বেচ্ছাময়শরীরগ্রহণেন স্তাবকসম্বন্ধে তুষ্যতি দৈত্যাদি বধেচ্ছা রূপতয়া নিন্দক সম্বন্ধে রুষ্যতীতি যথা শ্রীভাগবতে ব্রহ্মাদি কৃত স্তুত্যা শিশুপালাদি কৃত নিন্দয়া ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নির্গুণ নিরাকার পরমেশ্বর কিছুতেই তুষ্ট বা রুষ্ট হন না ॥ ১ ॥

[২] প্রশ্ন। পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন কি না ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর সকল বস্তুতে আছেন কি না ? ইহাতে পরমেশ্বর হইতে অপর বস্তুর থাকা সম্ভব হইতেছে. পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপক সকল বস্তুর স্বরূপই তিনি। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপ পরমং নানাদ্বস্তিহ কিঞ্চন॥ যেসকলপুরুষ সর্ব্বজগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায় তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে. তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

যথা শ্রুতিঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর বিবর্ত্ত উপাদান-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র সকল সময়ে সমানরূপে অবস্থিত আছেন, তাঁহার যাহাতে সত্তা নাই সে বস্তুই অলীক যথা খপুষ্প।

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের একটী নাম বিষ্ণু বলিয়াছেন এবং ঐ নামের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যথা ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি বিষ্ণুঃ বিষ্ ব্যাপ্তৌ বিষ্ ধাতু নু প্রত্যয়ান্তসাধ্য, অর্থ বিশ্ব ব্যাপক সুতরাং তিনি সকল বস্তুতেই আছেন বিশেষ প্রকৃতি স্পর্শ প্রযুক্ত ঈশ্বর নিজেই জগৎ সংসাররূপে পরিণত হইয়াছেন, একারণ ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ বেদান্তমতে খণ্ডিত হইয়াছে, বেদেও উক্ত হইয়াছে, একমেবা দ্বিতীয়ং তৎসত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ এক ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নানা পদার্থ আর কিছুই নাই তবে যে প্রত্যক্ষ ঘটপটাদি দৃষ্টি

গোচর হইতেছে উহা কেবল অবিদ্যা বশত ঈশ্বরেই ঘটাদি ভ্রম জ্ঞান হইয়া থাকে। যথা অবিদ্যাবশাদ-ধাস্তানাং গবাদি সত্ত্বানামিত্যাদি বেদান্তমত। অপিচ স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপত ইত্যাদি মুনি বাক্যও ইহা প্রমাণ করিল। পঞ্চদশীতেও উক্ত হইয়াছে যে বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি যে কোন পদার্থে ঈশভাবে উপাসনা করিলে ফল সিদ্ধি হয়. যথা অশ্বত্থবটচুতাদ্যা ইত্যাদি অনেক বলিয়া ঈশ্বরাঃ সর্ব্বএবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ইহাই লিখিয়াছেন সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ইহার কোন সংশয় নাই।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র সকলেষু বস্তুষু অস্তি সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ যথোক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ। তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা। সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ। বিষ্ণু পুরাণে চ। সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈযত ইতি ভাগবতে চ। ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভুতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বত ইতি ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ইতি চ। শ্রুতিরপি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদ্যা।

---

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

পরমেশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপী, ইহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিহিত, তখন তিনি যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বস্তু ব্যাপিয়া আছেন তাহার আর সংশয় নাই। তদ্বিষয়ে যুক্তি ও শাস্ত্র এই,—" পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। অস্যার্থঃ। সর্ব্বোপনিষদর্থভূত ব্রহ্ম, পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপনশীল। তাঁহার পূর্ণত্ব লইয়া কার্য্য কারণাত্মক জগতের পূর্ণত্ব তিনি কার্য্যকারণাত্মকের পূর্ণত্ব লইয়া অবশেষে পূর্ণত্বই অবস্থিতি করেন " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই শ্রুতিও এই জগৎ সকলেই ব্রহ্মময় বলিতেছেন। লূতা যেমন স্ব-শরীর উপাদান হইতে জাল বিস্তার করিয়া তাহাতে অবস্থান করে তদ্রূপ পরমেশ্বরও স্বকীয় স্বরূপ হইতে অঘটন ঘটনাপটীয়সী নিজমায়া শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্থিতি করিতেছেন এবং প্রলয়ে আত্মাতেই লীন করেন। অপি চ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। আমি একাংশ দ্বারা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছি এই ভগবদ্বাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী প্রহ্লাদ চরিত্রে স্ফটিকস্তম্ভ ইহার নিদর্শন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তবে নিবাত নিষ্কম্প সলিলে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান চিত্ত ব্যতিরেকে মলিনসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি পটে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হন না কেন? ইহার উত্তর এই তাঁহারই অচিন্ত্যমায়ার আবরণ বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সংক্ষোভিত হওয়াতে প্রতিবিম্বের ব্যাঘাত জন্মে। তাহা বলিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতার বাধ হয় না। যেমন উপাধিভুত দারুতে অনল অন্তর্হিত থাকিয়া প্রকাশ পায় না ঘর্ষণে ধুমোৎপত্তি হইলে অগ্নির প্রত্যাসন্নতা উপলব্ধি হয়, অবশেষে প্রজ্বলিত হইলে বহ্নির সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় এইরূপ তমোগুণে কোন বস্তুতে ব্রহ্ম আছেন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। রজোগুণে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমিত হয় এবং শুদ্ধ সত্ত্ব উপস্থিত হইলে সোপাধিক জগৎকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। সমস্তই তেজোময় ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয় ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুনি তিষ্ঠতি। প্রমাণং। যো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। সর্ব্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতীতি চ।

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্ম ন্যায়বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বর যেহেতুক সর্ব্বব্যাপী অতএব তিনি সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

সর্ব্ববস্তুষীশ্বরো বিদ্যতে সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ইত্যাদিমার্কণ্ডেয় পুরাণ ধৃত ব্রহ্মাদীনাং স্তুতিভাগশ্চ। এবম্বিধান্যনেকানি প্রমাণানি সন্তি বাহুল্যান্নোক্তং।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

পরমেশ্বর সকল বস্তুতে আছেন। সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীত রাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবা বিশন্তীতি বেদ বচনাৎ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনং আকাশবদিতি ভাষ্য ব্যাখ্যানাচ্চ॥ যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি বেদ বচনাচ্চ সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপকমিতি ভাষ্য ব্যাখ্যানাচ্চ। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। এবং ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনেত্যাদি ভগবদ্গীতাবচনাচ্চ যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহমিত্যাদি ভাগবত বচনাচ্চ।

পরমেশ্বরকে নিরুপাধি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছে, তিনি সোপাধি হইলে সৃষ্টবস্তুর সহিত কিছুই ভেদ থাকে না, অতএব তাঁহাকে ‘এই স্থানে আছেন আর এই স্থানে নাই’ এমন নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সোপাধি বস্তুমাত্রেই যৎকিঞ্চিদ্দেশে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, যেমন চন্দ্র সূর্য্য দেবতা মনুষ্য পৃথিবী জল প্রভৃতি। তিনি স্বর্গে বা স্থান বিশেষে যদি অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অসীম বা পূর্ণ বলিতে পারা যায় না, অতএব তাঁহাকে সকল বস্তুতে আছেন বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। পরমেশ্বরকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে; “সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরমিত্যাদি” আকাশাদি পদার্থ সূক্ষ্ম, তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম, যেহেতু আকাশাদি যে সকল কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়াছে, তাহারও অভ্যন্তরে পরমেশ্বর প্রবিষ্ট আছেন, “স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ” আকাশাদি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া যেমন আমরা দেখিতে পাই না তদ্রূপ অতিসূক্ষ্ম জগদীশ্বরকেও আমরা দেখিতে পাই না। “ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ” ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্য এই আকাশাদি যেমন সকল বস্তুতে থাকিয়া কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ জগদীশ্বরও সকল

বস্তুতে থাকিয়াও কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হন না, ইহা পুর্ব্বোক্ত বচনেই স্পষ্ট আছে। পৌরাণিকগণেও জগদীশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব রক্ষার্থ নৃসিংহাবতার উৎকীর্ত্তন করেন।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার উত্তর।

পরমেশ্বরস্য বিষ্ণুনামত্বাদ্বিষ্ণুশব্দস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ স সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্নাস্তে॥ ইতি প্রমাণং। একোদেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপীত্যাদি শ্রুতিঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যঃ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেতি শ্রীভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধঃ। হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মা ইত্যাদি সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বত্রাস্তি সনাতন ইত্যস্থং বিষ্ণুশ্চ ব্যাপ্তিবচনোনুশ্চ সর্ব্বত্র বাচকঃ। সর্ব্বব্যাপীতি সর্ব্বাত্মা তেন বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিত ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ড বচনং। ব্যাপ্তিঞ্চ ভুতেষখিলেষু চাত্মন ইতি সপ্তমস্কন্ধঃ।

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শর্ম্ম শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তত এব; যুক্তিঃ যে পুনরীশ্বরমন্বভবন্ তে সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বদৈবতমন্বভবন্। ঈশ্বরস্তু কালবিশেষস্থান বিশেষাবস্থিতৌ তৎকাল বিশেষণ তৎস্থান গমনক্ষমা এব তমনুভবিতুমর্হান্ ন তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদাবা। প্রমাণানি শ্রীভাগবতে ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ইতি সপ্তমে। সত্যং বিধাতুং নিজ ভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভুতেষখিলেষু চাত্মন ইতি চ তত্রৈব। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যঃ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ইতি তৃতীয়ে। একোদেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বহৃদন্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভুতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চেতি শ্রুতিঃ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি চ শ্রুতিঃ॥ ২॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্য জগদ্বৃত্তিত্বমস্ত্যেব। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ সবাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥ ২॥

---

(১২) বর্দ্ধমানবাসি শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের সকল বস্তুতে সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার না করিলে ‘ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুতান্তরাত্মা এই শ্রুতির বাধা হয়॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতেই আছেন। “ একোদেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ,” “ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুতান্তরাত্মা,” “ বিশ্বতচক্ষুরুত,” “ সর্ব্বভুত গুহাশয়ঃ,” “ হংসঃ শুচিসদ্বসু,” “ অগ্নির্মূর্দ্ধাচক্ষুষী,” ইত্যাদি শ্রুতি সমূহ তাহার প্রমাণ। “ এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ” একমাত্র পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইলে আর আর সকলই জানা যায়। কেন না তিনি সকলের “ নিমিত্ত ” ও “ বিবর্ত্ত উপাদান ” এই

উভয়বিধ কারণ। তিনি অখণ্ড তাঁহার দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ অভাব নাই। তিনি পূর্ণ বা ব্যাপী এই হেতু তাঁহার দেশতঃ অভাব নাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এই হেতু তাঁহার বস্তুতঃ অভাব নাই। তিনি নিত্য এই হেতু তাঁহাতে কালতঃ অভাব নাই। কিন্তু রূপ নামাদি নির্দ্দেশ বিশিষ্ট যে সৃষ্ট পদার্থ সমূহ তাহাতে ঐ সমস্ত ভেদ আছে। পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়াও কোনরূপ উপাধিতে লিপ্ত নহেন। তিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন। "নামরূপে ব্যাকরবাণি" সমস্ত নামরূপই অনাদি অবিদ্যা বশতঃ জন্য পদার্থ। "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" সেই নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন তিনি তৎপ্রকাশক ব্রহ্ম। অতএব পরমেশ্বর সকল বস্তুতে থাকিয়াও নামরূপ হইতে বিলক্ষণ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি আকাশাপেক্ষাও সূক্ষ্ম। সর্ব্বভূত তাঁহাতেই স্থিতি করে। কিন্তু "যথাকাশ স্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোমহান্" ইত্যাদি গীতা বচনানুসারে তাঁহাতে সৃষ্ট বস্তুর সংশ্লেষদোষ স্পর্শিতে পারে না। সমস্ত নামরূপের সহিত তাঁহার সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ। কিন্তু অগ্নি দগ্ধ লৌহপিণ্ডস্থ অগ্নি যেমন লৌহ হইতে স্বতন্ত্র "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সূর্য্য যেমন চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সেইরূপে কোন ভূত নহেন কোন ভূতের দোষ গুণে লিপ্তও নহেন। এই তাৎপর্য্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্যের গ্রহণ হইয়া থাকে।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরো বিদ্যমান সর্ব্ববস্তুনি সর্ব্বত্রকালে বিদ্যতে। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ইতি গীতাবাক্যাৎ সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ইতি মনূক্তঃ তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং জগৎ ইতি শ্রুতেশ্চ। যুক্তৈশ্চৈতৎ অবিদ্যাকল্পিত জগত আধারত্বাৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রমাসম্ভবাচ্চ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজ সভা পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে।

অত্র প্রমাণং। সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমিত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদি। অপিচ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবন মাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু ইত্যাদি। লিঙ্গ পুরাণে চ আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ পৃথক্। তথাত্মৈকোঽপ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্। এক এবতু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ ইত্যাদি। সচ্চিদানন্দরূপেণ পরমেশ্বরঃ সদা সর্ব্বত্র বর্ত্ততে নামরূপ পরিহারেণ বস্তুমাত্রস্য সত্ত্বা চিদ্রূপতা আনন্দস্বরূপতাচ ভাসতে তদেব পরমেশ্বরস্য স্বরূপং সুতরাং পরমেশ্বরাদন্যৎ কিমপি নাস্তি অতঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে।

---

(১৬) বর্দ্ধমানস্থ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন শ্রুতি প্রমাণ যথা। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমিত্যাদি বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। অপিচ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু ইত্যাদি।

লিঙ্গ পুরাণে চ যথা। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ পৃথক্। তথা হ্যেকোহ্যনেকশ্চ জলাধারে ষ্বিবাংশুমান্। এক এবতু ভূতাত্মা ভূতেভূতে ব্যবস্থিত। একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জল-চন্দ্রবৎ।

সৎ চিৎ আনন্দরূপে পরমেশ্বর সর্ব্বদা সকল বস্তুতে অবস্থান করিতেছেন, নাম রূপ পরিত্যাগ করিলে বস্তুমাত্রেরই সত্তা চিদ্রূপতা ও আনন্দস্বরূপতাই ভাসমান হইয়া থাকে, তাহাই পরমেশ্বরের স্বরূপ, সুতরাং পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, অতএব পরমেশ্বর সর্ব্বত্র আছেন।

(১৭ আমাদপুর নিবাসি শ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

পয়সি ঘৃতবদীশ্বরঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। স চ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কেনচিদুপলভ্যতে। তথাহি গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা। তথা সর্ব্বত্র গো দেবঃ প্রতিমাদিষু বর্ত্ততে ইতি প্রমাণিক তন্ত্রোক্ত বচনং।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বেষাং বাহ্যাভ্যন্তর বৃত্তিত্বেন সর্ব্ববস্তুষু প্রতিভাতি এতৎ প্রমাণং মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বহির-ন্তর্যথাকাশমিত্যাদি ॥ ২ ॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র বিদ্যতএব। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি শ্রুতেঃ ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্রেতি শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে উক্তত্বাচ্চ।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন। কারণ সকল জগতের বীজভুত মায়া, যাহার সত্তাকে করিয়া আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে পরিণত হইয়া দৃষ্টি গোচর হইতেছে। যেমন ঘটপটাদি দ্রব্য মৃত্তিকা ও তন্তু স্ব কারণের সত্তা দ্বারা সন্‌ঘটঃ সন্‌পটঃ এই প্রতীতির বিষয় হয়, এই প্রকার ভূতবর্গে যে সৎ সৎ বলিয়া ব্যবহার হইতেছে ইহাও সর্ব্ব কারণের কারণ মায়ার প্রকাশক সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তাতে করিয়া সৎব্যবহারের বিষয় হইতেছে। যথা। (যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যোবিশ্বম্ ভুবন-মাবিবেশ য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশন্তং জ্ঞাত্বা অমৃতাভবন্তি) ইত্যাদি ॥ ২ ॥

---

(২১) কালনা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

হাঁ তিনি সর্ব্বত্রে অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন। “তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ” শ্রুতি, তিনি সৃষ্টি-কালেই সৃষ্টির বীজ স্বরূপ শক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন এখনও সেই শক্তির সর্ব্বপ্রভাবেই বর্ত্তমান। কিন্তু সুকৃতি সঞ্চার ব্যতীত সে জ্ঞানের উদয় হইবার নহে।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সকল প্রাণীতেই বিদ্যমান আছেন। প্রমাণ সকল শ্রুতিতেই আছেন; তথাহি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদি।

(২৩) বর্দ্ধমানস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমারবিদ্যারত্নের উত্তর।

দ্বিতীয়োত্তরং। পরমেশ্বর সর্ব্বদা সকল বস্তুতে আছেন, অত্র প্রমাণং। পাদো বিশ্বাস্তভূতানি ত্রিপাদস্ত স্বয়ং প্রভুঃ ইতি শ্রুতিঃ এবং বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ইতি ভগবদ্গীতা চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ইতি চ শ্রুতিঃ। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্ত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলমিতি পুরুষসূক্তশ্চ।

(২৪) বাঁকিটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিনীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বত্র সকলে পরমেশ্বরোঽস্তি। তথা হি হস্তামলকে। সমস্তেষু বস্তুম্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি। বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধ মচ্ছস্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধঃ স্বরূপোঽহমাত্মা। শ্রুতিরপি আহ। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুশুদ্ধমিত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদাস্তি সনাতনঃ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতানি স্ব স্ব কার্য্যে নিযোজয়ন্। অত্র প্রমাণং। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ইতি ভগবদ্গীতাযামর্জ্জুনং প্রতি ভগবদুক্তিঃ। ভূতং ভূতমভি প্রভুরিতি বোপদেবঃ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি শ্রুতিশ্চ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বেষু বস্তুষু পরমেশ্বরোঽবতিষ্ঠতে। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতীতি ঐ তদাত্ম্যং সর্ব্বমিতি ইন্দ্রোমাযাভিঃ পুরুরূপ ঈযত ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুষ্বস্তি। অত্র প্রমাণং। মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদি নিধনং বিভুং। সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ। ইতি শ্রীভাগবত বচনং; নমু দেবকীপুত্র মাং কথমেব স্তৌষি তত্রাহ মন্যেত্বাং কালং নতু দেবকীপুত্রং তত্র হেতবঃ ঈশানং নিযন্তারং অনাদি নিধনং আদ্যন্ত-শূন্যং বিভুং সমং যথা ভবতি তথা সর্ব্বত্র চরন্তমিতি শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যানঞ্চ।

স্বযমাত্মেতি পর্য্যাযস্তেন লোকে তয়োঃ সহ। প্রযোগো নাস্ত্যতঃ সত্ত্বমাত্মত্বস্যান্য বারকং। ঘটঃ স্বযং নজানাতীত্যেবং সত্ত্বং ঘটাদিষু। অচেতনেষু দৃষ্টঞ্চেদ্‌ভাতামাত্মসত্ত্বত ইত্যাদি পঞ্চদশী কারিকা চ

এবং সহি শরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বর ইত্যাহ্নিক তত্ত্বধৃত বচনঞ্চ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতীত্যাদি ভগবদ্গীতা বচনঞ্চ। অর্থাৎ ভাগবত বচনং কারিকাদ্বয় আহ্নিক তত্ত্বীয় বচন গীতা বচনেভ্যঃ সর্ব্বত্র চৈতন্যাচৈতন্য সর্ব্ববস্তুষু পরমেশ্বরোঽস্তীতি প্রতিপন্নং ॥ ০ ॥

(২৮) কালেশ্বর নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে ইচ্ছা হইলেই থাকেন ভক্তের সন্তোষের নিমিত্ত হিরণ্যকশিপুর রাজ-সভায় স্তম্ভেতেও স্থিতি করিয়াছিলেন। কার্য্য মাত্রেই পরমেশ্বরের স্থিতি পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কার্য্য অর্থাৎ পদার্থ অলীক এরূপ শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন।

(২৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীযদুনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে পরমেশ্বর আছেন; কারণ নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা পরমাত্মাকে " বিভু " অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন, পুরাণেও প্রহ্লাদচরিতে অশেষ ব্যাপিতা প্রতিপাদনাশয়ে স্ফাটিকস্তম্ভ হইতে নিঃসরণ অভিহিত থাকায় উহা অপ্রকটিত নাই। " একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী " ইত্যাদি শ্রুতিতেও তাদৃশতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটীস্থ শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

সর্ব্বত্র সকল বস্তুতেই পরমেশ্বরের অবস্থিতি নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা ঘটিত হইতেছে ইতি। প্রমাণং যথা। যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলং। বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিত ইতি বিষ্ণুপুরাণে। সর্ব্বত্রৈব সমস্তেষু বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ তে ইতি বিষ্ণুপুরাণে ॥ ২ ॥ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ইতি মনুসংহিতায়াং। সর্ব্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্বিলোকয়েৎ। নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেৎ অন্ধকুন্তাস্করং যথা। ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাৎ জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ। তৎস্বরূপমিদং বিশ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। ত্বদ্রূপমখিলং বস্তু ব্যবহারেঽপি রাঘব। ক্ষীরমধ্যগতং সর্পিঃ যথাব্যাপ্যাখিলং পয় ইতি রামায়ণে। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতীতি ঐতদাত্মাং সর্ব্বমিতি ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

(৩১) তেলিবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের উত্তর

এই অনন্ত বিশ্বই ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সুতরাং ঐ সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই সর্ব্ব বস্তুরূপে বিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ তিনিই সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সমুদ্র, শুক্র ও প্রজাপতিরূপে এবং তিনিই স্ত্রী, পুরুষ, কুমার ও কুমারীরূপে এবং তিনিই আত্মা চৈতন্য ও মনোরূপে, তিনিই দেবতারূপে এবং তিনি শুক্তি শস্য ও অদ্রিজাত বস্তুরূপে ও নদীরূপে অগ্রে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তরে, অধঃ ও ঊর্দ্ধেতে, বেদি ও আশ্রমে, বনে ও নগরে, শরীর ও প্রাণে অথবা একবারেই এই অনন্ত বিশ্বের অসীম স্থানে সকল বস্তুতেই বিদ্যমান আছেন। প্রমাণ " তদে-

বাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ। তদেবশুক্রং তদ্‌ব্রহ্মতদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসিত্বং কুমার উতবা কুমারী॥ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।”

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ইতি ভগবদ্গীতা।

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতাবেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জাগোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ। ইতি কঠোপনিষৎ॥

সেই পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর কেবল শরীরপুরবর্ত্তীই নহেন, তিনি সর্ব্বপুরবর্ত্তী, হংস অর্থাৎ সর্ব্বগামী, তিনি শুচিতে দিব্যাদিত্যাত্ম-দ্বারা গমন করেন ইত্যাদি।

পরমেশ্বর আপনার ত্রিবিধ স্বরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থেই আছেন। প্রমাণ “সত্তা-চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ। মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ং॥ সত্তাচিতি দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ। শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিত্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতং॥ ইতি পঞ্চদশী।

তথাহি,—“সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

সর্ব্বত্রেতি—সর্ব্বত্রাসৌ বসতি সমস্তঞ্চাস্মিন্ বসতি ইতি বৈ প্রসিদ্ধৌ ততঃ বাসুদেব ইতি বিদ্বদ্ভিঃ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। বসনাৎ বাসনাদ্বাসুঃ দ্যোতনাদ্দেবঃ বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ “বাসনা-দ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ। ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু নিরুক্তেঃ ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

ঐ বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর এই অনন্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র বাস করেন এবং সমস্ত তাঁহাতে বাস করে, এইহেতু পণ্ডিতেরা তাঁহার “বাসুদেব” এই নাম প্রদান করেন।

অপিচ,—নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ইতি।

হে সর্ব্বসর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু. সর্ব্বাত্মত্বমুপপাদয়ন্নাহ অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সমাগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি সুবর্ণমিব কনককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন।
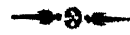
(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বত্রাস্তি। যথা একাদশ স্কন্ধে ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বভূতেষু সন্তি।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরে অধ্যস্ত জগৎ সুতরাং সকল বস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে। যথা যত্র ত্রিসর্গোমৃষা ইতি।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরস্য সর্ব্বগতত্বং সর্ব্ববস্তুগতত্বঞ্চাস্ত্যেব। দৃশিস্বরূপং গগণোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরং। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেবচাহং সততং বিমুক্তং ইতি বেদান্তে। সমস্তেষু বস্তুষনুস্যূত-মেকং। সমস্তানি বস্তূনি যন্নস্পৃশন্তীতি হস্তামলকে চ সর্ব্বগতত্ব সমস্তবস্তুনুস্যূতত্ব শ্রবণাৎ।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে বিদ্যমান আছেন যেমন আকাশ সর্ব্বত্রে আছেন। প্রমাণ অধ্যাত্ম রামায়ণে। রামঃ পরমাত্মা প্রকৃতেরনাদিরানন্দ একঃ পুরুষোত্তমোহি। স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা নভোবদন্তর্বহিরাস্থিতোর্যঃ। ভগবদ্গীতায়াং। দশমাধ্যায়ে। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ। পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ং প্রভুঃ। শ্রুতিঃ।

---

(৩৬) মহেশপুর রাজধানীর সভা-পণ্ডিত শ্রীভজহরি শর্ম্ম শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আছেন। এতৎ প্রমাণানি। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। ইতি শ্রুতিঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীতাত্ম বোধে। জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরমিতি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ইতি। গীতায়ামপি। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতোজগৎ ইতি চ। মৃৎ শিলাধাতু বৃক্ষলতা ইত্যাদি যাবৎ পদার্থে একটি একটি অসাধারণ শক্তি আছে সেই সকল শক্তি দ্বারা তত্তদ্বস্তুতে ঈশ্বরাধিষ্ঠান অনুমান সিদ্ধও হয়। যথা ভর্জ্জনকপালাদি পাত্রের দাহিকা শক্তি দ্বারা দহনানুমান হয় তথা অর্থাৎ বস্তুশক্তিও সে ঈশ্বর শক্তিঃ।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বত্রৈব বর্ত্ততে জগন্ময়ঞ্চ অত্র শ্রুতিঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং সর্ব্বগং মহঃ। তদ্ব্রহ্ম পরমানন্দ মবাঙ্মনসগোচরং॥ যোগবাশিষ্ঠে ত্রয়োদশ স্বর্গে। রাম প্রশ্নে চেত্যানুপাত রহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগং। যচ্চিত্তত্ত্বমনাখ্যেয়ং স আত্মা পরমেশ্বরঃ॥

অপিচ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসম্বন্ধো গত্যভাবান্ন সচ্ছতি। নাস্ত্যসাবাশ্রযাভাবাৎ সদ্রূপত্বাদ্দিথাস্তি চ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণঞ্চ। যচ্চ কিঞ্চিৎক্কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ইতি।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বত্র এব বিদ্যতে। যথা বেদান্তে। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি শ্রুতেঃ।

---

(৩৯) কাঁচড়াপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভটাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন তাহার প্রমাণ বেদোপনিষদ। যথা সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। কিন্তু সকল বস্তুতে পরমেশ্বর আছেন এরূপ নির্দ্দেশ করা কল্পনা মাত্র। দ্বৈত বিশেষস্য ঘটাদেঃ পটাদিতঃ সংসার্য্যাত্মনশ্চেশ্বরাৎ ভেদ রূপ কল্পন পরা অপরঞ্চ অচেতনে বস্তুন্যুপচারাৎ যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি কীচকাঃ স্বনন্তি ইতিবৎ।

---

(৪০) তিলাবুনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর অচিন্ত্যনীয রূপঃ। সর্ব্বত্র সৃষ্টাবধি প্রলয কালপর্য্যন্তং সকলবস্তৌংস্তি। সকল বস্তুতে আছেন। পরমেশ্বরঃ জ্যোতিঃ তেজঃ স্বরূপঃ মণি-পাষাণ ধাতুনাং তেজো রূপেণ সংস্থিতঃ। তৃণ বৃক্ষ ঔষধিষু স্থাবরেষু স এব রসঃ স্বরূপেণ সংস্থিতঃ। এতেনাখিল স্থাবর জঙ্গমমেব তেন ব্যাপ্তমিতি ন কেবলময়ং পরমাত্মা রূপেতথৈব জঙ্গমেষু বর্ত্ততে অপিতু অমৃতনামা চে^তমাত্মা সএব ভর্গরূপ এব প্রদর্শ্যতে অমৃতমিতি অমৃতনামাজ্যোতির্ম্ময়শ্চেতনাত্মা প্রাণীনাং হৃদয়ো বসতি সোপি ভর্গ এব পরমেশ্বর স্বরূপ প্রাণীনাং হৃদয় সূর্য্য মণ্ডলং তন্মধ্যে সোমণ্ডলং তন্মধ্যে তেজঃ তেজোমধ্যে সত্যং সত্যমধ্যে পরমাত্মা তত্র সোমমণ্ডল মধ্যে হুতাশনো বসতি সএব অমৃতনামা চেতাত্মা ততঃ সর্ব্বত্রাস্তি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রেয়ের প্রদত্ত উত্তর।

চেতনরূপী পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে এই জড় জগতের অবস্থানই সম্ভব হইতে পারে না। যে দিন এই বিশ্ব, তাঁহার সত্তা বিহীন হইবে, সেই দিনেই ইহার ধ্বংস নিশ্চিত। পরমেশ্বর চৈতন্যরূপে সকল ভুতে প্রচ্ছন্নভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। পরব্রহ্মের আত্মশক্তির নাম মায়া। এই মায়া হইতে পঞ্চভুতের সৃষ্টি হয়। ১ মতঃ আকাশ তাহাতে কারণ গুণ সত্তা ও অপর গুণ অবকাশ। ২ য়তঃ বায়ু তাহাতে কারণ গুণ, সত্তা অবকাশ ও নিজ গুণ, স্পর্শ। ৩ য়তঃ, অগ্নি, তাহাতে কারণ গুণ, সত্তা, অবকাশ, স্পর্শ ও নিজ গুণ রূপ। ৪ র্থতঃ, আপ, তাহাতে কারণ গুণ, সত্তা, অবকাশ, স্পর্শ, রূপ ও নিজ গুণ রস। ৫ মতঃ, ক্ষিতি, তাহাতে কারণ গুণ, সত্তা, অবকাশ, স্পর্শ, রূপ, রস ও নিজ গুণ গন্ধ। এতদ্রূপে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মাংশ মায়া ঐ মায়াংশ তৎপর পর সমস্ত ভুতে প্রবিষ্ট হইয়াছে সুতরাং ব্রহ্ম সত্তা সমগ্রব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছে, এই প্রপঞ্চ জগতের অনুমাত্র ভুত ও পরমেশ্বরের অপ্রতিবিম্বিত নহে। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে " সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম "।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন ॥ ২ ॥

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সতু ভগবান্ মহামায়ী জগৎ স্রষ্টা স্বাবয়ব স্বরূপেষু সর্ব্বেষু বস্তুষু বিদ্যমানো জগৎ প্রবর্ত্তয়তি। আকাশাৎ পৃথিব্যাদেরিবনাস্মাৎ পৃথগুপাধেঃ স্বত্বমস্তি। অতএব ব্রহ্ম নিরবধিক বৃহত্ত্বাদ্দেশতঃ কালতো-বস্তুতঃ পরিচ্ছেদশূন্যং। অর্থাৎ সর্ব্বমেব ব্রহ্মময়ং সর্ব্বত্রৈবাস্যাবস্থিতিরস্তীতি যাবৎ।

অত্র প্রমাণং " ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্ব " মিতি শ্রুতেঃ। মুণ্ডকোপনিষদি চ " প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভুতৈর্বিভাতী " ত্যাদি

বৃত্তিকারেণাপ্যস্যার্থো বিলিখ্যতে যথা " প্রাণঃ হি এষ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বভুতৈঃ সর্ব্বভুতস্থঃ বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে " ইতি কঠোপনিষদি চ।

" এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মান প্রকাশতে দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়াবুদ্ধ্যা সুক্ষ্ময়া সুক্ষ্মদর্শিভিঃ ক ৩, ব, শ্লো ৮ বিষ্ণুপুরাণে চ । ১ অং ২ অ শ্লো ১১। " আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যনীয়াংসমনীয়সাং প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থ মচ্যুতং পুরুষোত্তমং ।"

" সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে" ইতি পঞ্চদশ্যামপি " তন্তুঃ পটে স্থিতোযদ্বদুপাদানতয়া তথা সর্ব্বোপাদান রূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ।

উপর্য্যুক্ত বচনৈঃ পরমেশ্বরস্যাত্মবৎ সর্ব্বভূতান্তরস্থায়িত্বং জ্ঞায়তে। যদ্যপি গীতায়াং। ' ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ " ইত্যাদিনা ভগবদ্বচনেন ভগবতো ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব সর্ব্বাবয়বস্থিতির্নাস্তীতি সূচিতং তথাপি কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাদি ত্যাদিবৎ ঘটাদের্ব্বস্থান্তং যাবৎ তত্তদ্বস্তুষু নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বাভাবাৎ তত্তদবচ্ছেদেন পরমেশ্বরস্য তত্তদ্বস্তুগতত্বং নাস্ত্যেব তথাপি বৃক্ষে বৃক্ষত্ব সম্বন্ধেন কপিসংযোগস্য সর্ব্বাবয়ব ব্যাপকত্ববৎ সর্ব্বজগতস্তাদাত্ম সম্বন্ধেন তন্নিদানস্বরূপস্য জগদীশ্বরস্য সর্ব্বত্রাবস্থিতিঃ সুনিশ্চিতৈব। অন্যথা ভগবদুক্ত শ্রুত্যুপনিষদাদের্বৈয়র্থ্যাপত্তিরিত্যলং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বেষাং বাহ্যাভ্যন্তর বৃত্তিত্বেন সর্ব্ববস্তুষু প্রতিভাতি এতৎ প্রমাণং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বহিরন্তর্যথাকাশ সর্ব্বেষামেব বস্তুস্থিত্যাদি।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

২ প্র। ম। নির্গুণ নিরাকার পরমেশ্বর সকল বস্তুতে অদৃশ্যরূপে আছেন।

---

[৩] প্রশ্ন। পরমেশ্বর কোন্ কর্ম্মে অশক্ত ?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি কোন কর্ম্মেই অসমর্থ নহেন, কিন্তু তিনি যে সমুদায় নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, কখন তাহার অন্যথা করেন না। যথা, " যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে কালে বিগৃহ্নন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে।

---

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মায়ত্ত জগদীশ্বর সুতরাং কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট না থাকিলে তিনি সমস্ত কার্য্যে অশক্ত ঐ অদৃষ্টক্রমে তিনি আবার সমস্ত কার্য্যেই শক্ত ইহার প্রমাণ স্ফুটী কৃত হইয়াছে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি দ্রৌপদীকে

যখন উলঙ্গিনী করিবার জন্য অধ্যবসায়ী হইল তখন দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন তৎপর কৃষ্ণ তাঁহার কর্ম্মজন্য শুভকল আছে কিনা প্রশ্ন করণানন্তর তাহার বস্ত্রদান প্রভাবে অনুকূল হইয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবার্থ বাদে, বোধ হইল ঐ বস্ত্র দান জন্য অদৃষ্ট না থাকিলে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ অনুকূল থাকিয়াও কিছু করিতে পারিতেন না অপিচ মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে। ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে। কর্ম্মায়ত্তা জগদীশ্বরী অদৃষ্টানুসারে পুরুষের শুভ কাল উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীরূপে বৃদ্ধিই প্রদান করিয়া থাকেন ঐরূপ অশুভকাল উপস্থিত হইলে অলক্ষ্মীরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতব ইত্যাদি। অপিচ আবির্ভাবযতি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ ইত্যাদি পঞ্চদশীতেও প্রাণিকর্ম্মই নিদানরূপে উক্ত হইয়াছে।

---

(৩) মালিয়াড়া রাজবাটী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরো ন কস্মিংশ্চিদপি কর্ম্মণ্যশক্তঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বসমর্থত্বাৎ তথা চ শ্রুতিঃ। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং সর্ব্বোপাস্যং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতারমিত্যাদ্যা।

---

(৪) চন্দন নগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং কোন কর্ম্মে অশক্ত নহেন। ইহাতে আপাততঃ এই কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে. পরমেশ্বর আপন কৃত নিয়মের অন্যথা করিতে পারেন না সর্ব্বতোভাবে স্বীয় তুল্য, দ্বিতীয় পরমেশ্বরের সৃষ্টি করিতে অসমর্থ, আপনার স্বরূপতঃ ধ্বংস বা অনন্ত মহিমাদির অন্ত করিতে অক্ষম নহেন ইত্যাদি। এ সকল কুট প্রশ্ন মীমাংসা শশশৃঙ্গবৎ অসম্ভব। শাস্ত্র বা যুক্তিতে আসিবার নহে কেন না শাস্ত্রের প্রধান যে বেদ, তিনিই " নেতি নেতি" ইত্যাকার নিরাস বাদ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে গিয়া " যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ " বলিয়া অবশেষে " তৎ সৎ " এই পরোক্ষ বাদ দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র নিরূপণ করিয়াছেন তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আর মনও যখন নিরস্ত হয় তখন কাহাকে লইয়াই বা যুক্তি করা যাইবে? তবে বেদ মৌনাবলম্বী না থাকিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সর্ব্বজ্ঞঃ তিনি অপার মহিমার্ণব, অনন্ত করুণাময় ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন তাহা ঔপচারিক মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচ্ছেদ করিতে না পারিয়াই করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জীবগণের যতদূর জানা আবশ্যক জানাইয়া দিয়াছেন এ বিষয়ে কিয়দ্দূর যাইয়াই যুক্তি নিরস্ত হয়। তাহা দেখান যাইতেছে। তাঁহার নিয়ম যদি ইচ্ছাধীন কৃত হয় তবে তিনি ইচ্ছা করিলে নিয়মের অন্যথাও করিতে পারেন তিনি ইচ্ছার অধীন না ইচ্ছা তাঁহার অধীন? ইচ্ছাময় পুরুষ স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছাকে সংযত প্রসারিত করিতে পারেন তাহাতে তাঁহার ইচ্ছাময়ত্বের হানি হয় না। তাঁহার ইচ্ছা আছে বলিয়া প্রাকৃত জীবাদির ন্যায় বিকারী নহেন। তজ্জন্য তিনি আপনার সর্ব্বজ্ঞত্ব, অনন্তত্বাদির অন্ত অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচ্ছিন্নতাদি সম্ভবে না। বিষয়, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা নহে, ইন্দ্রিয় মনকে জানে না, মনও আত্মাকে অবগত নহে, কিন্তু আত্মা, আত্মাও আত্মাধীন সকল বিষয় অনুভব করিতে পারে না ঈশ্বরও

তদ্রূপ আত্মাধীন বিষয়ের স্ব স্বরূপ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাঁহার কিছুই জানি না তিনি অপ্রাকৃত সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় অসম্ভাবনা বৈষম্য বিকারিত্ব যাহা কিছু আমরা মনে করি তাহা তাঁহাতে নাই। যাবৎ কাল আমরা মোহাভিভূত থাকিব তাবৎ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন তদ্বিষয়ে কতই সঙ্কল্প বিকল্প করিবে কিন্তু যখন অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব তৎকালে আর কিছুই সংশয় থাকিবে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়া ছিলেন, " যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মান্যনাশক্তোপি সর্ব্বকর্ম্মশক্তঃ। প্রমাণং। অপাণিপাদো যবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ইতি মুণ্ডকোপনিষদি।

---

(৬) শালিখাগ্রামনিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায় বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অশক্তত্ব কিছুতেই নাই তবে কর্ম্মদ্বার ব্যতিরেকে ফলদানে অশক্তত্ব শাস্ত্রে সিদ্ধ।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরোঽসিদ্ধসাধকে দর্শনদানে অশক্তঃ। অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনামিত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকেভ্যঃ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

পরমেশ্বর নিত্য বস্তুর বিনাশ এবং স্বভাব বিপর্য্যাস এবং অবিহিত কর্ম্ম করিতে অশক্ত।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবোবিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপিদৃষ্টোঽস্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিরিতি ভগবদ্গীতাবচনাদৌ সৎ স্বভাবানাং বস্তুনাং বিনাশাদর্শনাৎ॥ ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ইতি তদ্বচনাচ্চ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌতপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চেতি বেদবচনে বিহিত কর্ম্মোৎপাদকত্ব দর্শনাৎ সুতরাং অবিহিতকর্ম্মনিরাসঃ॥

জগদীশ্বর আপনার ধ্বংস স্বকীয় শক্তির ধ্বংস আত্মার ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্য করিতে অশক্ত এবং স্বভাব দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার অন্যথা করিতে অশক্ত এবং অনুচিত যে সমস্ত কার্য্য অন্যায় কার্য্য অধর্ম্ম কার্য্য করিতে অশক্ত ফলতঃ ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্যই পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয় অতএব (পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে) ইত্যাদি বহুতর বচন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থই ঈশ্বরাবতার পৌরাণিকগণ স্বীকার করেন। সাংখ্যগণ কহেন পরব্রহ্ম কোন কার্য্যই করেন না কেবল প্রকৃতিই স্বকীয় পরিণামে জগদুৎপত্তি করেন পরমেশ্বর কেবল চৈতন্য স্বরূপ

প্রকৃতি জড় পদার্থ অন্ধ পঙ্গ্বাদির ন্যায় কার্য্য সাধন হয়। বস্তুতঃ বহুতর বচনে ঈশ্বরকে জগৎ কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং প্রকৃতি আর একটি পৃথক পদার্থ স্বীকার করার আবশ্যক কি (ইচ্ছা-শক্তিস্তু প্রকৃতিঃ) ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তিকেই প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করাই উচিত অতএব (লোকান্নু স্বজা ইতি। স ইমান্ লোকানসৃজত) ইত্যাদি বেদ বাক্যে ইচ্ছা শক্তি দ্বারা জগদীশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অস্যোত্তরং। ভগবদ্বচনদ্বযং যথা ন পারযেহং নিরবদ্যসংযুজং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। ইতি দশমস্কন্ধঃ। সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিযতে মযা। ন তথা মে বিভূতীনামিত্যাদি দ্বাদশস্কন্ধঃ। অস্য স্বরচিতোত্তরালিখনকারণমেতৎ। যৎ কৃপা মূকং বাচালং করোতি পঙ্গুং গিরিং লঙ্ঘযতে অম্ভোধিং স্থলং বিধত্তে স্থলঞ্চ জলধিং কুরুতে ধূলীলবঃ শৈলং নযতি শৈলং পুনর্ম্মৎকণতাং জনযতি তৃণং কুলিশতাং বজ্রঞ্চ তৃণক্ষীণতাং বিধাতুং শক্নোতি যস্য নিদেশবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ যস্য দাসী মাযা সা চাঘটনপটীযসী যস্য নিঃশ্বসিতকালমাত্রজীবিনঃ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডনাথাস্তেপি তস্য প্রতিলোমকূপং স্থিতাঃ যস্যাপি মহিমার্ণবশীকরণাণুমপি তত্ত্বেন মাতুং সর্ব্বপিতামহাদযোপ্যশক্তাঃ যদাজ্ঞানুবিধাযিন্যঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতযঃ পুরাণাগমতন্ত্রাদযোপি যদ্গুণান্ গাযন্তি এতাদৃশাসাধারণমহিম্নোঽসমোর্দ্ধগুণগরিম্নো মহামহৈশ্বর্য্যশালিনঃ পরমেশ্বরস্য কস্মিন্নশক্ততেতি প্রশ্নোত্তরদাতুং প্রবৃত্তস্য পরমাণুশতসহস্রভাগৈ-কাংশতুলিতস্য মমাতীব বামনচন্দ্রধারণবদ্বালিশতেতি মনসি কৃত্য স্বরচিতোত্তরলিখিতুং নৈব শক্তইতি।

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শর্ম্ম শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর

অস্যোত্তরং। পরমেশ্বরঃ স্বস্যানন্তমহিম্নোঽন্তং কর্ত্তুমস্মান্ স্বরাজ্যান্নির্ব্বাসয়িতুং জীবকৃতকর্ম্মাতিরি-ক্তফলং দাতুঞ্চাশক্তঃ যস্যান্তং নাস্তি তস্যান্তকরণং কস্যাপি ন সাধ্যায়ত্তং, এবং স্থানাভাবান্নির্ব্বাসন করণমপি তদসাধ্যমিতি সকলানুভূতিসিদ্ধা যুক্তিঃ। প্রমাণং বেদস্তুতৌ দ্যুপতয এব তেন যযুরন্ত-মনন্ততযা ত্বমপীত্যাদি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিপাদৈঃ। হে ভগবন্! তেঽন্তং দ্যুপতযোঽপি ন যযুঃ আস্তাং তাবৎ দ্যুপতযঃ ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি, কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা অত আহ অনন্ততযা অন্তাভাবেন, ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্ব্বা শক্তি বৈভবং বিহন্তীতি একাদশে ভগবতাপ্যুক্তং, সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিযতে মযা। ন তথা মে বিভূতীনামিত্যাদি। অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাং। কর্ত্তারং ভজতে সোপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি স ইতি দশমস্কন্ধে ইতি॥ ৩॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যান্তের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরকৃতেঃ সর্ব্ববিষযকত্বেন কার্য্যমাত্রং প্রতি নিমিত্তকারণত্বং পরমাত্মনি বর্ত্ততে যথা কালস্য কার্য্য-মাত্রং প্রতি কারণত্বং পরন্তু বিষধরধারণগরলভক্ষণাদিরূপাসৎকার্য্যং ন করোতি।

(১২) বৰ্দ্ধমানবাসি শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্বভাবের বিপরীত করিতে শক্ত হয়েন না অর্থাৎ স্বাভাবিক মধুর বস্তুকে তিক্ত করিতে, তিক্তকে মধুর করিতে অথবা অগ্নিকে শীতল করিতে শক্ত হয়েন না। এইরূপ স্বাভাবিক বস্তু মাত্রের অন্যথাভাব করিতে সমর্থ হয়েন না॥

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর কোন কর্ম্মেই অশক্ত নহেন। “ বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ”। “ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ”। ” এতাবনস্য মহিমা ”। তাঁহাতে বিচিত্র শক্তি বিরাজ করে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। সকলই তাঁহার প্রভাব। তিনি সর্ব্বকারণ। কিন্তু তিনি স্বসৃষ্ট কোন পদার্থ বা স্বকৃত কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন। গীতার ৯ অঃ “ নতু মাং তানি কর্ম্মাণি ” ইত্যাদি বচনে দর্শাইয়াছেন যে তাঁহার স্বকৃত কর্ম্ম সকলের তাঁহার পক্ষে বন্ধকত্ব নাই। “ তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং ” এই-গীতা বাক্যেও তাঁহাকে স্রষ্টা বিধায় কর্ত্তা কহিয়া নির্লিপ্ত বিধায় অকর্ত্তা কহিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ১।১।২। শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন “ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ ” যিনি জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আদি করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ তিনি ঈশ্বর। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। “ পরমেশ্বর কোন কর্ম্মে অশক্ত ” এরূপ প্রশ্ন বা সন্দেহ মনেতেও স্থান দেওয়া উচিত নহে। কেননা তাঁহার শক্তি পূর্ণ। তাঁহাতে অভাব নাহি। অভাব বাচক কোন পদের কারণতা বা কার্য্যত্ব নাহি।

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ জীবান্ স্বাধিকারবহির্ভূতান্ কর্ত্তুমশক্তঃ। স্বানধিকারস্থানাভাৎ॥

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজ সভা পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ ন কস্মিন্নপি কর্ম্মণি শক্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং। পরমেশ্বরো নিরবয়বত্বাৎ আকাশবৎ অতস্তস্য কিমপি কর্ম্ম ন সম্ভবতি। অয়স্কান্তসম্পর্কাৎ লৌহগতিরিব তদীক্ষণাৎ প্রকৃতিরেব সৃষ্ট্যাদিকং করোতি অতঃ পরমেশ্বরো ন কস্মিন্নপি কর্ম্মণি শক্তঃ॥

(১৬)বৰ্দ্ধমানস্থ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর কোন কর্ম্মেই শক্ত নহেন। তথাচ শ্রুতি নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং। পরমেশ্বর নিরবয়বহেতু আকাশের ন্যায়। অতএব তাঁহার কোন কর্ম্মকরা সম্ভব হয় না। অয়স্কান্তসন্নিধানে লৌহগতির ন্যায় পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বর কোন কর্ম্মেই শক্ত নহেন।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

পরমেশ্বরোঽকার্য্যশশবিষাণনির্ম্মাণেঽসমর্থঃ। কার্য্যমাত্রং প্রত্যেব তস্য জনকত্বাৎ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য সর্ব্বকার্য্যকরণে শক্তিরস্ত্যেব অন্যথা সর্ব্বশক্তিমত্ত্বানুপপত্তেঃ তথাচ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা ইতি শ্রুতিঃ॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডাধিকারকঃ পরমেশ্বরোঽল্পাপরাধিনাং নিজাধিকারাদ্দূরীকরণে প্রাণিনাং কর্ম্মানুরূপফলাতিরিক্তফলদানে চাশক্তঃ। নিরবচ্ছিন্নপাপাত্মনাং নরকাদুদ্ধারো নাস্তীত্যুক্তেস্তেভ্যো মোক্ষদানাশক্তিরিতি॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর কোন কর্ম্মেই শক্ত নাই। কারণ কর্ম্ম শব্দের অর্থ কার্য্যকরা কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই। কোন কোন শ্রুতিতে পরমেশ্বর হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ইহা লিখিত আছে। সেখানে পরমেশ্বর শব্দের অর্থ ঈশ্বর করিতে হইবে। ঈশ্বর শব্দের অর্থ মায়াসম্বন্ধযুক্ত চৈতন্য। মায়া চেতনের সম্বন্ধ দ্বারা চেতন মায়ার সম্বন্ধদ্বারা কারণ, সকল কর্ম্মেই ক্ষমতাবান্ অন্ধপঙ্গুবৎ। যথা " অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং " এই মন্ত্রের সহিত " অনেজদেকং মনসো জবীয়ো " এই শ্রুতির একবাক্যতা করিলে, আত্মার প্রশংসা বোধ হয়। এমন ঈশ্বর হইলেও ভাবী নষ্ট করিতে অসমর্থ যথা " অবশ্যম্ভাবি ভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি। তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ "॥ " ন চাত্রৈতৎ বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে "। ইত্যাদি॥

---

(২১) কালনা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পাপে। তিনি " অপাপ বিদ্ধং ,, শ্রুতি। যুক্তি হোনীর হাত এড়াইবার যো আছে কি না সন্দেহ।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর দেশ কাল ব্যক্তিতে নিয়মিত যে সকল গুণ আছে তাহার বৈপরিত্য ঘটাইতে পারেন না। যথা। পাষাণে আর্দ্রতা ; হেমন্তে উষ্ণতা ; গবাদি জন্তুতে বেদাধ্যায়নত্ব।

---

(২৩) বর্দ্ধমানস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমারবিদ্যারত্নের উত্তর।

পরমেশ্বর স্বনিয়মিত কার্য্যান্যথাকরণে অসমর্থ। যাহা তিনি নিয়ম করিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে এবং প্রারব্ধ-কর্ম্মের নাশ করিতে অসমর্থ। এবং অপ্রসিদ্ধ কার্য্য করণে অসমর্থ। প্রথমে প্রমাণং অবশ্যং ভাবি ভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি। তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ। ইতি পঞ্চ-

দশী। দ্বিতীয়ে। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ইতি স্মৃতিঃ। প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয় ইতি চ। তৃতীয়ে। জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরত ইত্যত্র ইতরতঃ। খপুষ্পাদিভ্যঃ আকার্য্যেভ্যঃ ইতরত ব্যতিরেকত ইতি শ্রীধরস্বামি লিখিনং।

(২৪) বাঁকিটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিনীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ গোপিকানাং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুমসর্থঃ এবং স্বীযমন্তং কর্ত্তুমসমর্থোপি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসক্রীড়াযাং ন পারযেহহং নিরবদ্য সংযুজাং সসাধু কৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। যামাভজনদুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ত্বাপতয এব তেন যযুরনন্তযা ত্বমপি যদন্তরাগুনিচযা নমু সাবরনা ইত্যাদি শ্রুতিরাহ। স্বযমপি নিরবোচৎ।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বকর্ত্তাপি নস্বীয়নিয়মোল্লঙ্ঘনে ক্ষমঃ। প্রারব্ধখণ্ডনেনৈবাপ্রসিদ্ধস্য প্রবর্ত্তনে ॥ ৪ ॥

প্রমাণং। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ইতিস্মৃতিঃ জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন ইতি গীতা শ্লোকস্য প্রারব্ধব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি ভস্মী করোতীতি শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যানঞ্চ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কস্মিংশ্চিদপি কর্ম্মণি ঈশ্বরস্যাসাধ্যত্বং নাস্তি বিশ্বকর্ত্তৃত্বাদিতি।

প্রমাণং। তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহকর্ম্মভিঃ। মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যয় ইত্যাদি মন্বাদি বচনং।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ জনস্য কর্ম্মানুরূপ ফলভোগস্যান্যথাকরণেহশক্তঃ মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মকল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভ মিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকধৃতবচনেহবশ্যমেবেতি শ্রুতেঃ কর্ম্মজন্য শুভাশুভ ফলভোগস্যাবশ্যসম্ভবাৎ।

(২৮) কালেশ্বর নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সকল কর্ম্মেই শক্ত যেহেতুক অলুপ্তশক্তিশ্চ বিভো বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য এই বাক্যে অলুপ্তা অবিনাশিনী কার্য্যানুকুলা কৃতিরূপা কর্ত্তৃশক্তিঃ এই মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যাতে স্পষ্টই বোধ হইল যে, তিনি যে বিষয়ে যত্ন করেন তাহাই হয়, তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয় না।

(২৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীযদুনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর অবিচারে অশক্ত, কারণ তিনি সর্ব্বত্র সম এবং সর্ব্বজ্ঞ (প্রমাণ সুলভ) সুতরাং কাহারও

প্রতি পক্ষপাত বা কোনও বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার এবং অপার নিজ মহিম পারাবারের পার গমনে অবিচারে প্রবৃত্তি সম্ভাবনা নাই, " দ্যুপতয় এবতেন যযুরন্তমনন্ততয়াত্বমপীতি " দশম স্কন্ধ বেদস্তুতি। অত্র শ্রীধরস্বামী " হে ভগবন্ তে অন্তং দ্যুপতয়োপিন যযুঃ, আস্তাং তাবৎ দ্যুপতয়ঃ ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি, কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা ? অত আহ অনন্ততয়া অন্তাভাবেন, নহি শশবিষাণজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্ব্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তীতি "।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটীস্থ শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

অনন্তশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী অসীমৈশ্বর্য্য পরমেশ্বর কোন কর্ম্মেই অশক্ত বিবেচনীয় হইতেছে না। কিন্তু বিশ্বের প্রতি যাদৃশ যাদৃশ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তত্তন্নিয়মের নিষ্কারণে অন্যথাচরণে কেবল অশক্ত বোধ হইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা। তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহকর্ম্মভিঃ। মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ঃ॥ ইতি মনু বচনং।

(৩১) তেলিবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের উত্তর

পরমেশ্বর স্বকীয় নিত্য ইচ্ছা দ্বারা পরমাণু, আকাশ, মহাকাল, মহাদিক্ এবং যে কর্ম্মের যে ফল ইত্যাদি যাহা কিছু নিত্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অনাথা করিতে অশক্ত।

প্রমাণ। নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। ইতি শান্তিশতকং॥

সেই কর্ম্ম সকলকেই প্রণাম করি, যাহাদিগের হইতে বিধাতা ও প্রভাবশালী নহেন, অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফলের অনাথা করিতে বিধাতাও অশক্ত। পরমেশ্বরের নিত্য ইচ্ছার অন্যথা হয় না এবং নিত্য কর্ম্মের ও অন্যথা হয় না, কারণ পরমেশ্বর নিত্য বস্তু তাঁহার ইচ্ছা ও কার্য্যাদি সমস্তই নিত্য, " সত্যকামঃ সত্য সঙ্কল্প " ইতি শ্রুতেঃ।

যদি পরমেশ্বর নিত্য পদার্থের অন্যথা করিতে অশক্ত নহেন তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় ? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারার্থ যে যে শক্তির প্রয়োজন সেই সমস্ত শক্তিই পরমেশ্বরে আছে ; এই জন্যই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায়। কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর একবার যাহা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করণের বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না ? উত্তর কখনই না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পরমেশ্বরকে ভ্রম প্রমাদ শূন্য ও বিজ্ঞানময় বলা যাইত না। কেন না সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনহেতু কার্য্যের গৌরব হইত। এবম্বিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা নিত্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণে অশক্ত। ইতি ৩ য় উত্তর।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর

আত্মঘাতিনং ত্রাতুমশক্তঃ। একাদশ স্কন্ধে নৃদেহমাদ্যমিত্যাদি।

গোপাঙ্গনানাং সম্বন্ধে উপকারবিষয়েঽশক্তিঃ। দশম স্কন্ধে অত্র শ্লোকে ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজামিত্যাদি।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

স্বকৃত নিয়মোল্লঙ্ঘনে অশক্তঃ।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃতবচনে শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ফলস্যাবশ্য ভোক্তব্যত্বশ্রবণাৎ প্রারব্ধ খণ্ডনমাত্রে পরমেশ্বরোঽসমর্থঃ।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় ব্যতিরেকে মোক্ষদানে অশক্ত।

প্রমাণ। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি রামগীতায়াং। ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনিস্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ। প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ।

(৩৬) মহেশপুর রাজধানীর সভা-পণ্ডিত শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

খপুষ্পাদি অলিক পদার্থ করণে ক্ষশক্তঃ।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরোপি প্রারব্ধকর্ম্মণোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্নোতি অতএবোক্তং শান্তিশতকে ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা। নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥ শ্রুতিরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিতি।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর ন কস্মিংশ্চিদপি কর্ম্মণি অসমর্থঃ যথা। স হি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ ইতি শ্রুতিঃ।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর কোন কর্ম্মে অশক্ত নহেন, কেবল জীবের ভোগ্যাভোগ্য কর্ম্মফলে অশক্তঃ। অর্থাৎ জীবের কর্ম্মফল পরিত্যাগে অশক্ত হন শুদ্ধিতত্ত্বে প্রমাণ আছে যথা অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর যে সমস্ত জীবের প্রার্থনা বাসনা দ্বারায় যে যে প্রার্থনা জীব করিয়াছেন তাহা পরমেশ্বরের স্থানে যে প্রার্থি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে পরমেশ্বর যে সকল প্রকৃত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণে সেই কর্ম্মে পরমেশ্বর অশক্তঃ অর্থাৎ পুর্ব্ব বাসনাদি দ্বারায় জীব যে সকল কর্ম্ম পরমেশ্বর স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার অন্যথা করণে পরমেশ্বর অশক্ত।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সৃষ্টি কার্য্যে নির্লিপ্ত সুতরাং তাঁহাতে কোন কর্ম্মাশক্তি কল্পনা করা যুক্তি বিরুদ্ধ। তাঁহার আংশিক শক্তি মায়া হইতে এই সৃষ্টি স্থিতি হৃতিরূপ কার্য্য হইতেছে। পরমেশ্বরের সহিত কোন সংস্রব নাহি। যদিচ সৃষ্টির পুর্ব্বে তাঁহার ক্ষোভ হওয়া কথিত আছে তথাপি তাহা আশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। কেন না নিরন্তর প্রিয়বস্তুর প্রতি চিত্তের যে ধাবনা তাহাকে, আশক্তি বলা যায়। পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে মায়িক ঈশ্বর দ্বারা এই চরাচরে সমস্ত পদার্থ বিচিত্ররূপে রচিত হইয়া তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী চলিতেছে ইহাতে কোন্ পদার্থটি তাঁহার প্রিয় কোন্টি বা অপ্রিয় তাহা নির্ব্বাচণ করা দুঃসাধ্য যেহেতুক স্বতন্ত্রেচ্ছু জগদীশের জগদ্ বৈচিত্র্য ইষ্ট। অতএব সৃজন পালন সংহরণ এই তিনটি তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য বলিলেও তাহার বিশেষ কোন একটির উপর তাঁহার আশক্তি আছে, এমন বলা যাইতে পারে না যেহেতু সৃষ্ট কোন পদার্থে তাঁহার ইতর বিশেষ জ্ঞান নাহি এতাবতা পরমেশ্বরের কোন কর্ম্মে আশক্তি নাহি এই যুক্তি সঙ্গত ইতি।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সকল কর্ম্মেতে শক্তঃ কোন কর্ম্মেতে অশক্ত নয়॥ ৩॥

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি স্বশক্তিসম্পাদিতসমস্তজগদ্ব্যাপারো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ পরাবরাণাং স্রষ্টা অর্থাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। তথাপি জীব প্রারব্ধ কর্ম্ম বারয়িতুমশক্ত এবমতস্তস্যাবশ্যম্ভাবিত্বং তেনৈব কৃতপুর্ব্বং। অত্র প্রমাণং। “বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে। কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতীত্যাদ্যারভ্য ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে। যত ঈশ্বর এবাহ গীতাযামর্জ্জুনং প্রতি॥ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্যদি। তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥ ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ। অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা॥ ইত্যাদ্যন্তং শ্লোকনিচয়ং পঞ্চদশ্যাস্তৃপ্তিদীপনাম প্রকরণে সপ্তমপরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্যং॥

(৪৪) জগুরকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য সর্ব্বকার্য্যকরণে শক্তিরস্ত্যেব অন্যথা সর্ব্বশক্তিমত্ত্বানুপপত্তেঃ। তথাচ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তেতি শ্রুতিঃ॥

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নিরাকার ব্রহ্ম স্বয়ং সকল কার্য্যেই অশক্ত॥ ৩॥

---

[৪] প্রশ্ন। পরমেশ্বরের স্তব করিলে কি ফল হয়?

(১) *বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীব অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব বিস্মরণ পূর্ব্বক মুগ্ধ হইয়াছে. ঈশ্বরের স্তব করিলে স্বরূপ স্ফুর্ত্তিহেতু অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সন্নিবেশ আছে॥

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

বিশেষ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঈশ্বর স্তবাদি করিলে তত্তৎ ফল সিদ্ধি হয় অনভিসংহিত ফল হইয়া ঐ স্তবাদি করিলে মুক্তি হয় কারণ ঐ ঈশ্বর স্তবাদি বেদবোধিত কর্ম্ম সুতরাং যো হি যৎকামনাযুক্ত কর্ম্মঃ বৈদিকমাচরেৎ স বৈ কামানবাপ্নোতি ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা কামনা করিয়া বেদোক্ত ঈশ্বরস্তবাদি করিলে কাম্য সিদ্ধি হয় অপিচ বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতুমীশ্বরেনৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং লভতে ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা নিষ্কাম হইয়া ঐ স্তবাদি করিলে সংন্যাস জন্মিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে কর্ম্মের এই শক্তি ইহা মীমাংসাদি নয়ে উক্ত হইয়াছে। অলঙ্কার গ্রন্থকর্ত্তা বিশ্বনাথ মহোপাধ্যায় লিখিয়াছেন বিশেষ ফলাভিসন্ধান না করিয়া রামাদি স্তব করিলে মুক্তি হইয়া থাকে যথা মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চৈতজ্জন্য ধর্ম্মফলানমুসন্ধানাদিতি॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

অস্যোত্তরং। স্তবস্য বিহিতত্বাৎ পুণ্যসাধকত্বং যথা ভারতে সর্ব্ববেদেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং। তৎফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনমিতি॥ ৪॥

---

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

স্তব করিলে স্তবনীয় ঈশ্বরের মহান্ গুণ সকল, পুনঃ পুনঃ স্মরণ হওয়াতে নিজ চিত্ত বৃত্তি, সদ্‌গুণ পক্ষপাতী হইয়া নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল চিত্ত, শান্তি সুখ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, অহংকারাবৃতজীবও

পরমেশ্বরকে ভুলিয়া, অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা, ইত্যাদি অভিমান বশতঃ বারম্বার কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় এবং সংসার জনিত বিবিধ যাতনা ভোগ করে, কিন্তু আপন অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ মহেশের মহোচ্চ ভাব দর্শন করিলে, আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। তখন অভিমান শূন্য হইয়া অনন্যভাবে তাঁহারই উপাসনাতে রত থাকে। উপাসনা দ্বারা চিত্তৈকাগ্র হইলে মুক্তি ও সহজ সাধ্য হয়। ফলতঃ চত্বারিংশ (৪০) প্রশ্নে উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত আছে। স্তব ও উপাসনার অঙ্গ। অতএব স্তব দ্বারা উপাসনা জনিত ফল প্রাপ্তি হয় ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

পরমেশ্বরস্য স্তুতিকৃতে অনন্তফলমস্তি এতদপি সগুণপরং নির্গুণস্য স্তুত্যা কিং ফলং যথা প্রমাণং যতো-বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চনঃ। ইতি তৈত্তিরীয়োপ-নিষদি।

---

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে কালে ইষ্ট সিদ্ধ হয়।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

স্তুত্যা কামনাবতাং কাম্যফলং। যদ্যৎ কাময়তে কামং তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতমিতি ফলশ্রুতেঃ। নিষ্কা-মস্যেশ্বরতুষ্টিঃ ফলং। প্রসীদ পুরুষোত্তম ইত্যাদি স্তবদর্শনাৎ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেতি বেদ বচনাৎ অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসো-রতদ্ব্যাবৃত্ত্যাযং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি। স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধঃ গুণঃ কস্য বিষয় ইতি পুষ্পদন্ত বচনাচ্চ আধিক্যেন গুণ-কথনং স্তুতিরিতি নিয়মাচ্চ পরমেশ্বরস্য স্তব এব তত্ত্বতো ন সম্ভবতি। যদি তু যথাশক্তি স্বমতি পরিণামাবধি পরমেশ্বর মহিমানুকীর্ত্তনং স্তুতিস্তদা শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদেতি ভাগবতবচনে নিত্যদেতিশ্রবণাৎ নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ। উপেত্যাতি ক্রমে দোষ শ্রুতেরত্যাগদর্শনাৎ। কল্পশ্রুতের্বীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতমিতি বচনাৎ নিত্যত্বলাভেন নিত্যকর্ম্মণাং চিত্তশুদ্ধিঃ পরং প্রযোজনং। তথা চ বেদান্তসারঃ। এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধি পরং প্রয়োজনং উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্র্যমিতি। চিত্তশুদ্ধেঃ পরম প্রযোজনত্বং পরম্পরয়া মোক্ষসাধন ত্বাদিতি তট্টীকাকারঃ।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে চিত্তশুদ্ধি ফল হয়।

শ্রদ্ধাবিধি সমাযুক্তং কর্ম্মযৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ। সুবিশুদ্ধেন ভাবেন তদানন্ত্যায় কল্পতে ইত্যাদি বচন হেতুক শ্রদ্ধা ভক্ত্যাদির সহিত নিষ্কপটচিত্তে নির্জন স্থানে জগদীশ্বরের স্তব করিলে অন্তঃ করণ দিন দিন

তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হয় ক্রমশঃ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে অন্তঃ করণের সংশয়চ্ছেদ হয়, দ্বৈধ ভাবাদির আর উৎপত্তি হয় না, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস জন্মে অতএব অন্তঃ করণ নির্ম্মল হয় এবং নানা বিধ সংশয় জনক বাক্য শ্রবণ করিলে ও সামান্য মূঢ় ব্যক্তির অন্তঃ করণের ন্যায় তাহার অন্তঃ করণ বিচলিত বা দ্বৈধভাবাক্রান্দিত হয় না। কিন্তু বাঙ্মাত্রে স্তবরিলে কিছুই ফল হয় না। মনোহনাত্র শিবোহনাত্র শক্তিরন্যত্র মারুত। ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে কল্প কোটিশতৈরপীতি তন্ত্রসারধৃতবচনাৎ।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্তবে স্তবানুরূপং ফলং জায়ত ইতি।

প্রমাণং। ইদং পবিত্রং পরমীশ চেষ্টিতং যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণং। যো নিত্যদাকর্ণ্যনরোনুকীর্ত্তযেদ্ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিত ইতি চতুর্থস্কন্ধঃ। ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন ভাবিকীর্ত্তিতং। পঠেদ্যঃ ইচ্ছেৎ পুরুষঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তোত্যনুত্তমমিতি শান্তি পর্ব্ব।

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্তোতৃণাং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্জায়তে। ঈশ্বর স্তবপ্রবৃত্তানাং তস্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণাদনুভবতাং অন্তঃ করণস্য ক্ষমাশীলত্বং সর্ব্বত্র তস্যাস্তিত্ব জ্ঞানেন সর্ব্বভূতেষু দয়া সমতা চ জায়তে ইতি যুক্তিঃ। প্রমাণং মহাভারতে ইমং স্তবমধীযানঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ। যুজ্যেতাত্ম সুখক্ষান্তি শ্রীধৃতিস্মৃতিকীর্ত্তিভিরিতি। নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভ পূর্ণোমানং জনাদিত্যাদি শ্রীভাগবতে।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরং যে স্তুবন্তি তেষাং পুণ্যং ভবতি। এভিঃ স্তবৈশ্চমাং নিত্যং স্তোষ্যতেয়ঃ সমাহিতঃ। তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ং। ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণীয় শ্লোকে যথা ভগবতী স্তবস্য অশুভনাশকত্বং তথা পরমাত্মনঃ স্তবস্য পুণ্যজনকত্বং পরমাত্মস্তবস্য নিষ্ফলত্বে তু তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ প্রবৃত্তেরিষ্টসাধনতাধীসাধ্যত্বাৎ।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্ক সিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

“ স্তব ” শব্দের অর্থ সামান্যত গুণ কীর্ত্তন। অর্থাৎ ভক্তিযোগে উপাসনা। এপ্রকার স্তবরূপ উপাসনাতে সুকৃতি ও সদ্গতি জন্মে এবং মুক্তিও হয়। কেন না গীতা ১০ অঃ “ তেষাং সতত যুক্তানাং ” বচনে কহিয়াছেন যে তাদৃশ ভক্তকে ভগবান এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যদ্দ্বারা ভক্ত অন্তে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। তাঁহার এইরূপ উপাসনা দ্বারা কেবল যে তল্লাভরূপ মুক্তি হয় এমত নহে।

তদনুষঙ্গিক সকল কামনাই লাভ হইয়া থাকে। যদি ভক্তের কামনা নাও থাকে তথাপি ভগবান তাঁহার প্রয়োজন জানেন। তাহার বিধানও করেন। “ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং ” ইত্যাদি গীতা বাক্যে তাহার প্রমাণ আছে। মহর্ষি ব্যাসও কহিয়াছেন “ পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ” পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদের এইমত ব্যাস কহিয়াছেন (শাঃ সূঃ)। “ সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি ” পরমেশ্বরের উপাসককে দেবতারাও পূজা দেন। যদি কেহ ঐশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করেন, তিনি তাঁহাকে সে ফলও দান করেন। “ আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ ” ঐশ্বর্য্যকামী পরমাত্মার উপাসনা করিবে। ইতি শ্রুতি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধকের প্রার্থনা বা কামনাতে পরমেশ্বর কি স্বীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অন্যথা করিবেন ? ইহার উত্তর এই যে, ঐ প্রকার নানারূপ পুরুষার্থ ও মুক্তি লাভার্থে প্রার্থনাই নিয়ম স্বরূপ। প্রার্থনাই মন্ত্র অর্থাৎ জীবকৃত কর্ম্মরূপী। তাহাতে ফলদাতারূপে পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ। কিন্তু তাদৃশ ফলদানরূপ কার্য্যে তিনি নির্লিপ্ত। কেবল জীবের স্তব স্তুতি প্রার্থনা বা মন্ত্ররূপ কর্ম্মই ফলের অব্যবহিত হেতু। বিধাতা সঙ্গ রহিত নিয়ন্তা-মাত্র। কিন্তু অচেতন কর্ম্ম কিরূপে ফলদান করে ? একথার উত্তর শারীরকে (৩।২।৩৮৪১) মীমাংসা করিয়াছেন যে, “ ফলমত উপপত্তেঃ ” কর্ম্মের ফল কেবল চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর হইতে হয়। “ জৈমিনি-রতএব ” জৈমিনি কহেন ঈশ্বরকে ফলদাতা কহিলে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ অর্শে। অতএব কর্ম্মই ফল-দাতা। “ পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ” পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বরই ফলদাতা ইহা ব্যাসের অভিপ্রায়— কিন্তু মীমাংসা এই যে “ কর্ম্মভিরারাধিত ঈশ্বরঃ ফলদাতা ” অচেতন কর্ম্ম সকল হেতু স্বরূপ। তবে যে লোকে ঈশ্বরে বৈষম্য দর্শন করে তাহা কেবল মায়িক। “ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তিয়স্তবঃ ” (গীতা) ফলতঃ বৈষম্য নাই। “ মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং ” যেমন দৃষ্টির ব্যভিচার বশতঃ রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া এক জনের আতঙ্ক হয়, আবার মালা ভাবিয়া অন্যের সুখ হয় সেইরূপ শুভ-কারী জীব পরমেশ্বরের প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন এবং আপনার প্রতি তাঁহাকে পরম দয়ালু মনে করেন, আর অশুভকারী তাহাকে উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়ানক দেখেন। অতএব জীবের স্বকৃত উপাসনাদি কর্ম্মই সমুচিত ফলের হেতু স্বরূপ ঈশ্বর তাহার নিয়ন্তা। (অপিচ প্রথম উত্তরের “ ক ” অবধি “ খ ” পর্য্যন্ত পাঠ দৃষ্টি করিতে হইবে)।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

চতুর্থপ্রশ্নোত্তরং। পরমেশ্বরস্তুত্যা চিত্তশুদ্ধিফলং ভবতি। যতোঽস্য স্তুতিঃ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রপ-র্য্যালোচনেন স্বরূপকথনমেব ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজ সভা পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্তুতিরুপাসনায়া অঙ্গং উপাসনয়াঃ চিত্তশুদ্ধ্যা তত্ত্বজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানেন মুক্তিরিতি পরম্পরয়া মোক্ষং প্রতি স্তুতিবাদস্য হেতুতা উক্তা। তথাচ বেদান্তসারে, উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্র্যং। অপিচ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ আত্মন্যেব আত্মানং জানীয়াৎ। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইত্যাদি শ্রুতেঃ অতঃ পরমেশ্বরস্য স্তুত্যা পরম্পরয়া জীবস্য মোক্ষো ভবতি ॥

(১৬)বৰ্দ্ধমানস্থ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর

স্তব উপাসনার অঙ্গ, উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়, তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে, এই পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষফলের প্রতি স্তবের কারণতা আছে, যথা বেদান্তসারে। উপাসনানাস্তু চিত্তৈকাগ্র্যং। অপিচ। শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতআত্মনোবাত্মানং জানীয়াৎ আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি শ্রুতিঃ। অতএব পরমেশ্বরের স্তব করিলে পরম্পরাক্রমে জীবের মোক্ষ ফল হয়॥
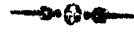
(১৭ আমাদপুর নিবাসি শ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

ঈশ্বরস্তবপাঠে তত্তৎ স্বাভুক্ত জন্ম জরাদি শান্তিরেব ফলং। তথাহি সহস্রনাম স্তবনং প্রশস্তং নিরুচ্যতে জন্ম জরাদি শান্তৌ ইতি শঙ্করভাষ্য লিখনাৎ। যদ্যপি পরমেশ্বরস্য স্তুতৌ নিন্দায়াঞ্চ তুষ্টেঃ ক্রোধস্য চাভাবঃ। তথাপি স্তুতের্ব্বেদোক্তত্বেন তৎকরণে সুহৃদুপদিষ্টকরণবৎ ফলমস্ত্যেব॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য স্তবেন এতৎ ফলং ভবতি প্রাথমিকপাপক্ষয়ঃ ফলং ততো দুঃস্বপ্নস্য সুস্বপ্নতা ততো গঙ্গায়াং মরণং ততঃ পরমেশ্বরে দৃঢ়া ভক্তিস্ততো ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানহেতুতয়া মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ইতি ব্রহ্মপুরাণীয বিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্রেণৈতৎ ফলিতং॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্তবেন পরমেশ্বরস্য প্রসন্নতা ফলং। য এতেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ। তস্যাশুসংপ্রসীদেযমিনি শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে পরমেশ্বরবচনাৎ॥

---

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব নাই স্তব শব্দের অর্থ অধিক গুণারোপ পরমেশ্বরের কোন গুণ নাই তন্ত্রাদিতে যে পরমেশ্বরের স্তব বলিয়া লিখিত আছে। তাহা তাঁহার স্তব কহা যায় না কেবল শ্রোতার প্রবৃত্তির নিমিত্তে শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপীত্যাদি শব্দ দ্বারা স্বরূপ কথন মাত্র। পরমেশ্বরের স্তব করিতে শ্রুতি সমর্থ নহে। যদি সামর্থ হইত তবে নেতি নেতি ইতি বাক্য দ্বরা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিত না মহিম্ন স্তবে লিখিত আছে। স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধঃ গুণঃ কস্য বিষয়ঃ এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে পরমেশ্বরের কেহই স্তব করিতে পারে না যথা। চকিতমভি ধত্তেশ্রুতিরপি। ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট লিখিয়াছে শ্রুতি দোষ কারি ভৃত্যের ন্যায় অতি ভীত হইয়া নেতি নেতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম প্রতি পাদন করে। স্বয়ং বেদব্যাস পুরাণের শেষে লিখিয়াছেন, হে পরমেশ্বর আমি না জানিয়া আপনার নিকট তিনটি দোষ করিয়াছি যথা রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা, স্তুত্যা নীর্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দুরী কৃতা যম্ময়া ক্ষন্তব্যো জগদীশ তদ্বিকলতা পাপত্রয়ং মৎকৃতং। যতো

বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যান ধারণা। জপস্তুতি ভবেদধমা নির্গুণ পরমেশ্বরের স্তবের বিধান নাই। মধুক্ষীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবতঃ। ইত্যাদি।

(২১) কালনা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

'একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি' যুক্তি, ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া মনের তুষ্টিসাধন জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়। সন্ধ্যা বন্দনাদির ব্যবস্থা দেখিয়া এজ্ঞান দৃঢতর বদ্ধমূল হইয়াছে হইতেছে॥

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সুকৃতিমাত্র লাভ হয়।

(২৩) বর্দ্ধমানস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমারবিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরের স্তব করিলে পাপ মুক্ত হয় পুণ্যবিশেষ-দ্বারা সদ্গতি লাভ করেন। প্রমাণং। স্তৌতি মাং প্রণতোভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সূর্য্যস্তবে সূর্য্যোক্তিঃ। ফলোৎকর্ষাপকর্ষস্তু পুজ্য পুজানুসারতঃ। যথাযথোপাসতে তং ফলমীযুস্তথাতথা। ইতি পঞ্চদশী। অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণঞ্চ। কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ভজেৎ। বিভূতিঞ্চাপি লোকেস্মিন্ প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াদিতি চ।

(২৪) বাঁকিটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য স্তুত্যাফলমাহ গোতমীয়ে যএবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যাসংস্তৌতিমানবঃ ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোসৌ দদাসি বরমীপ্সিতং। রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ। অতুলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবং। বারাহী তন্ত্রে। প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামাপ্তয়ে পুরুষোত্তম মিত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্তবং কৃত্বেশ্বরস্যৈব লভন্তে সদ্গতিং নরাঃ। ইহলোকেঽভীষ্টলাভং কুর্ব্বতে ভক্তিভাবতঃ॥ ৫॥ প্রমাণং। চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিদ্ধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সহস্রাবর্ত্তনালক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরেতিচণ্ডী যে চ মাং পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি ভগবদ্গীতা চ। অলব্ধস্যানয়নং যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ ইতি যোগক্ষেমার্থঃ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যো যো যৎ কামায় ঈশ্বরং স্তৌতি তস্য তস্য তত্তৎ সিধ্যতীতি।

প্রমাণং। ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং। জগ্মুস্তত্র ততোদেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুরিত্যাদি যুষ্মাভিঃ স্তুতয়োয়াশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ। ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিমিত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

গুণবিশেষেণ উপাধিভেদেন চ পরমেশ্বরস্যোপাসনাকরণেঽভ্যুদযাহি তত্তদ্বিশেষফলানি ভবন্তি। অত্র প্রমাণং। তত্রাবিদ্যাবস্থাযাং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণ উপাসানি অভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি কানিচিৎ কর্ম্ম সমৃদ্ধিতানি, তেসাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এবতু পরমাত্মা ঈশ্বরস্তৈগুর্ণবিশেষৈর্ব্বিশিষ্ট উপাস্যো যদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে। তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুতেরিতি শারীরকদ্বাদশ সূত্রস্য শঙ্করভাষ্যং। পরমেশ্বরস্য স্তবকরণে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গফলং ভবতি। ইতি পুরাণমতং অত্র প্রমাণং পরাশর উবাচ। অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্ব্বংশমহং কথযামি। যত্রাশেষলোক নিবাসি মনুষ্যসিদ্ধগন্ধর্ব যক্ষগুহ্যককিম্পুরুষাপ্সর উরগবিহগদৈত্যদানবদেবর্ষিদ্বিজর্ষিমুমুক্ষুভির্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থিভিস্তৎফললাভায সদাভিষ্টুতাপরিচ্ছেদ্যমাহাত্মেনাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার ইতি বিষ্ণুপুরাণং॥

(২৮) কালেশ্বর নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে অভিসন্ধি সহকারে ফলদান করেন যে হেতুক কামাফলাভিসন্ধৌ প্রদানশক্ত্যা ফলাভিসন্ধান বিরহে মুক্তিদা এই রুচিকৃত পিতৃস্তবে এবং দেবতান্তরেপি এই স্মার্ত্তলিখন দ্বারা বোধ হইল যে অভিসন্ধি সহকারে ফলদান পরমেশ্বরের আছে॥

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তাঁহার স্তব করিলে অধিকারি ভেদে চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয়; প্রমাণ, " ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুযাদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুযাৎ। কামানবাপ্নুযাৎ কামী ,, " পঠেদ্য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ শ্রেয়ঃ (মোক্ষং) প্রাপ্তুং সুখানি চ ,, দানধর্ম্ম বিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্র। এইরূপ প্রায় প্রতিস্তবেই অভিহিত আছে। এবং বিষ্ণুপুরাণাদিতে ধ্রুবের রাজ্যলাভ, শ্রীভাগবতাদিতে নারদের জীবন্মুক্ততা বর্ণনাদিও উহা প্রমাণিত করিতেছে॥

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটীস্থ শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরের স্তব করিলে আত্মা নির্ম্মল হয় ইহাও নিম্ন লিখিত প্রমাণদ্বারা সপ্রামাণিক হইতেছে ইতি প্রমাণং যথা, ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ স্তোত্রৈরেব স্বযং কৃতৈঃ। স্তুবন্তি পুণ্ডরীকাক্ষং তে বৈ বিগতকল্মষাঃ॥

কুর্ব্বন্তি বাসুদেবস্য জপমন্ত্রেণ বা স্তুতিং। তে বৈ জয়ন্তি পাপানি ত্রিবিধানি ন সংশয়ঃ॥ ইতি উৎকলখণ্ডে॥ ধ্যাতস্তুতঃ স্মৃতো বাপি নমিতো বা জনার্দ্দনঃ। সংসারতাপবিচ্ছেদী কস্তং নাপরিপূজয়েৎ॥ প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ স্তোত্রাণাং পঠনৈস্তথা। এবং কৃতে তব জ্ঞানং ভবিষ্যত্যুত্তমোত্তমমিতি বৃহন্নারদীয়ে॥ এতৎ স্তোত্রং পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং, যঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্, স যাতি ব্রহ্ম-গোলোকং পাপকর্ম্মরতোঽপি বা, তস্মাজ্জপেৎ পঠেন্নিত্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শুভান্ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং বিষ্ণুনা পরিভাষিতমিতি লিঙ্গপুরাণে॥ সর্ব্ববেদেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং। তৎফলং নর আপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনং॥ ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা। প্রাহেশঃ সর্ব্বভূতানাং অনাদির্ভগবান্ হরিঃ। যথাভিবাঞ্ছিতান্ নিত্যান্ লোকান্ গচ্ছ নরেশ্বর॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ মহাদিব্যান্ ভবিষ্যসি মহাকুলে জাতিস্মরো মৎপ্রসাদাৎ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ইতি বিষ্ণুপুরাণে॥ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগোঽপি পুরুষঃ স্তেয়ী সুরাপোঽপি বা মাতৃভ্রাতৃবিহিংসকোঽপি সততং ভোগৈকবাঞ্ছাতুরঃ। নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং ভক্ত্যা হৃদিস্থং স্মরন্ ধ্যায়ন্মুক্তিমুপৈতি কিং পুনরহো স্বাচারযুক্তো নর ইতি রামায়ণে॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের উত্তর

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ, বিবিধ প্রকারে অর্থাৎ স্তোত্র ও মন্ত্রাদি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব পরমেশ্বরের স্তব করণ তাঁহার উপাসনার একটী পথ।

প্রমাণ। সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চমাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে। একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখং॥ ইতি ভগবদ্গীতা। তেষাং মুমুক্ষূনাং ভজন প্রকারমাহ সততমিতি দ্বাভ্যাং। সততং সর্ব্বদাস্তোত্রমন্ত্রাদিভিকীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃসন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতং অবহিতাঃ সেবন্তে ভক্তেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যং। বিজ্ঞানেতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যে প্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিৎ একত্বেনাভেদভাবনয়া কেচিৎ পৃথক্ ভাবনয়া দাসোঽহমিতি কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্ম রুদ্রাদিরূপেণ উপাসতে। ইতি শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা।

ঐ স্তব দ্বারা পরমেশ্বরের মনন করা হয়। মনন, পরমেশ্বরের উপাসনার এক অঙ্গ; শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুতেঃ। তথাহি আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ইতি স্মৃতেশ্চ।

কুসুমাঞ্জলিকার মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য পরমেশ্বরের নিরূপণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন, যে পরমেশ্বরবিষয়ক ন্যায়চর্চ্চা-দ্বারা পরমেশ্বরের মনন করিতেছি, তাহা উপাসনার এক অঙ্গ। যথা

ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মনন ব্যপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা। ইতি।

শ্রুতোহি ভগবান্ বহুশঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাস পুরাণাদিষু ইদানীং মন্তব্যো ভবতি শ্রোতব্যোমন্তব্য ইতি শ্রুতেঃ।

মুক্তি প্রাপ্তির পথ অবলম্বনরূপ পরমেশ্বরের মনন ক্রিয়া যদি তদ্বিষয়কন্যায়চর্চ্চা দ্বারা সম্পন্ন হইল, তবে পরমেশ্বরের স্তব দ্বারা তাঁহার মনন ক্রিয়ার আধিক্যই হইতেছে; অতএব পরমেশ্বরের স্তব করিলে মুক্তির পথ অবলম্বন করা হয়।

ঐ স্তবরূপ মনন ক্রিয়া দ্বারা পরমেশ্বরের প্রত্যাসত্তি ও চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহাতেই মুক্তির পথ অবলম্বন করা হইতেছে ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্তবেন কামনা সিদ্ধিরস্তবৎ। যথা ব্রহ্মতযা সহ শিবঃ শক্রাদিভিঃ সহ ক্ষীরোদং সমুদ্রং গত্বা পুরুষ সুক্তেন তুষ্টাব জগৎপতিং গিরং সমাধৌ গগণে সমীরিতা নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচহেত্যাদি।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরের স্তুতি উপাসনা বিশেষ ইহার চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মুক্তি এবং দেবলোক প্রাপ্ত্যাদি তথা চ অক্ষযং চ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজেন সুকৃতং ইত্যাদি।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

তস্মাৎ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভযং ইত্যত্র অভযং মোক্ষং ইচ্ছতা ঈশ্বরঃ কীর্ত্তিতব্য ইত্যাদি কথনেন পরমেশ্বর স্তবকরণে মোক্ষো ভবতীতি।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লাভ হয়। প্রমাণং। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে। প্রীণযেদনযা স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তযে পুরুষোত্তমং।

---

(৩৬) মহেশ পুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্তবাদির দ্বারায় পরমেশ্বরবিষয়ক মনন হেতুক চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তি এইরূপ ফল হয়। এতৎ প্রমাণং চিত্তশুদ্ধি প্রযোজক বেদ প্রণীত কর্ম্মকাণ্ড মূলক পুরাণাদৌ প্রসিদ্ধং! যথা ভাগবতে। শ্রদ্ধামৃত কথাযাং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং। পরিনিষ্ঠা চ পূজাযাং স্তুতিভিস্তবনং মম এভির্ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণাং শুদ্ধাত্মনিনিবেদিনাং মযি সংজাযতে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽস্যাবশিষ্যতে। ইত্যাদি এবং পুরাণে ও তন্ত্রাদিতে পরমেশ্বর বিষয়ক নানাবিধ স্তব বর্ণিত আছে তদন্তে ফলশ্রুতি আছে।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

ঐহিক তপস্তু স্তবপূজাদি তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে। তৎ ফলঞ্চ। তপোভিঃ প্রাপ্যতেহভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ। দুর্ভগত্বং বৃথা লোকো বহতে সতি সাধনে। ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ। তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনমিতি তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎফলং। ন তদ্বক্তুং মহেশোপি শক্তো বর্ষশতৈরপি। ইত্যাদি বহুপ্রমাণৈরবগন্তব্যং॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরে স্তুত্যা সন্তুষ্টে সর্ব্বং সম্ভবতি। যথা, মার্কণ্ডেয়পুরাণে। সাহি তুষ্টা বরদা ইত্যাদি

---

(৩৯) কাঁচড়াপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে ফল হয় তাহার প্রমাণ শ্রুতিঃ যথা তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং অধ্যাত্মযোগাধিগমেন স্তুত্বা ধীরোহর্ষ শোকৌ জহাতি।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে কি নানা প্রকার গুণ বর্ণন করিলে বিশেষ পাপ নাশ জনক ফল হয়, জীব যস্মিন্ সময়ে নবদেহ প্রাপ্ত হইয়া জননী জঠোরে থাকে তৎসময়ে গর্ভ বিমোচন জন্য নানা প্রকার স্তব করে স্তব করিলেই পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে গর্ব্ভ হইতে মোচন হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয় ইতি কর্ম্মবশত গর্ব্ভ মুক্তি ফল হয়।

---
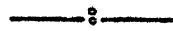
(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরকে স্তব করিলে চতুর্ব্বর্গ ফলোদ্গম হয়। জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়া জন্য যে যে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরমেশ্বরের স্তুতির ফল, তৎসমষ্টি হইতে সর্ব্বাংশে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। জীবের চিত্ত সতত, চপল এবং নিয়ত উচ্চাভিলাষ দ্বারা ভ্রাম্যমাণ। কোন সংসারে পদার্থই এমন নাহি যে তাহার প্রাপ্তিতে মনশ্চাঞ্চল্য বিদুরিত হইয়া তাহার স্থৈর্য্যের উপস্থিতি হইতে পারে। ধন কি অপর কোন মণি মুক্তা প্রবাল অথবা রাজ্যাদির আশা আমাদিগকে চক্রবৎ প্রথমতঃ ঘুর্ণায়মান করে পরে প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে তাহা ক্ষুদ্র জ্ঞানে আর তৃপ্তি সাধক বোধ হয় না, তখন দ্বিতীয় বিপুলতর আশা উপস্থিত হয় এবং মনের গতি তদ্দ্বারা এত পরিবর্ত্তিত হয় যে পূর্ব্বে যাহাকে অতি বৃহৎ ও আনন্দাস্পদ বিবেচনা করা হইয়াছিল, তাহা তৎকালে ক্ষুদ্র ও অশ্রদ্ধার স্থল হইয়া উঠে এবং পুনর্ব্বার বিষয়ান্তরে মনোধাবিত হয়, এবম্প্রকার ঐহিক বিষয় সকলের ইয়ত্তা থাকাতে তাহা অপ্রাপ্তিকালে বিশাল এবং প্রাপ্তিকালে লঘু

বোধ হইতে থাকে সুতরাং আশা চক্রের দুর্দম নিবৃত্তি ও মনোরথের উড্ডীনভাবের বিরতি হইয়া উঠে না, কিন্তু ঈশ্বর চিন্তায় তাদৃশী ঘটনা হয় না। তিনি ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সমস্ত বিষয় অপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহাতে চিত্ত নিবেশিত হইলে অপর সমুদয় পদার্থই অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষা আর সেই সুধাময় পরম পুরুষ হইতে চ্যুত হইয়া গরল সদৃশ বিষয়ে কেন ধাবমানা হইবে। এতাবতা ঈশ্বরের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে ক্ষণভঙ্গুর ও নানা যন্ত্রণার আকর যে সাংসারিক বিষয় ভোগ তাহাতে অপ্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই অপ্রবৃত্তি দ্বারা ক্রমে আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক এই তাপত্রয় বিনাশিত হইলে পরিনামে নিশ্রেয়স লাভ হয়। এই হেতুক ঈশ্বর স্তোত্র হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাকে শাস্ত্রকারেরা মহাফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের স্তব করিলে ধন পুত্ত্রাদি ফল লাভ হয়।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ভগবতঃ সর্ব্বভূতহিতেরতস্য জগদীশ্বরস্য স্তবেন স্তাবকস্যেষ্টপ্রাপ্তির্ভবতীতি মনস্তি মনীষিণঃ।

অত্র প্রমাণং। তত্রৈবতে স্থিতা দেবমেকাগ্রমনসোহরিং তুষ্টুবুর্যঃ স্তুতঃ কামান্ স্তোতুরিষ্টান প্রযচ্ছতি বিষ্ণুপুরাণে মরুৎ স্তবে প্রথমাংশীয় চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য বিংশতিতমঃ শ্লোকঃ

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য স্তবেনৈতৎফলং ভবতি প্রাথমিকপাপক্ষয়ঃ ফলং ততোদুঃস্বপ্নস্য সুস্বপ্নতা ততোগঙ্গায়াং মরণং ততঃ পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তিঃ ততোব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞান হেতুতয়া মোক্ষ প্রাপ্তি ইতি ব্রহ্মপুরাণীয় বিষ্ণুনামাষ্টক স্তোত্রেনৈতৎফলিতং।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের স্তব করিলে কোন ফল হয় না॥ ৪॥

---

[৫] প্রশ্ন। পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ কিপ্রকারে কে করিয়াছে?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর নিষ্কল, অপ্র.ময়, নির্গুণ, ব্যাপক এবং দেহবর্জ্জিত, তাঁহাকে জানিবার উপায় না থাকায়

সাধকগণ স্ব স্ব রুচ্যনুসারে তাঁহার নাম রাখিয়াছেন। যথা,—চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনং॥ এই বচনে সাধকের প্রতি অনুগ্রহার্থ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। যথা শ্রীভাগবতে দশমে ৪০ অধ্যায়ে অক্রুরস্তবে। অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে। যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং॥ ৮॥ ইত্যাদি পূর্ব্বাপর শ্লোকে বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। অনাম ব্রহ্ম, এই শ্রুতিহেতু সাধকগণ ঈশ্বরের নাম কল্পনা করিয়াছেন।

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরের স্বভাব ও ক্ষমতানুসারে শাস্ত্রার্থপারদর্শি মুনি সকলে বিশেষ বিশেষ নামকরণ করিয়াছেন। যথা পঞ্চদশী, ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্ম্মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ। অপিচ স্বতঃ পূর্ণঃ পরমাত্মা তু ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিত ইতি মুনিভিরিতিশেষ ইতি। বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ যোগার্থ আদান করিয়া তত্ত্বদর্শি, মুনিগণ ইহার নাম কল্পনা ও রূপ কল্পনা করিয়াছেনমাত্র, ঐ ঈশ্বর সংজ্ঞারূপাদি বিবর্জ্জিত যথা একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নাম রূপ বিবর্জ্জিতঃ ইতি পঞ্চদশী।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরস্তত্তদ্বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রকৃদ্রূপেণ স্বনামানি স্বয়মেব প্রকাশিতবান্ যথোক্তং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্ব্বং জনার্দ্দনাদিত্যাদি।

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

বেদে ঋষিরা, নিরুপাধি ব্রহ্মের প্রথম নাম ওঁকার হইতে অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের বিচিত্র বিশ্বরচনা পর্য্যালোচনা করতঃ, নানাবিধ নাম কল্পনা করিয়াছেন। ঈশনাশক্তি দেখিয়া ঈশ্বর, সকলের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরম এবং উভয়ার্থ সংযোগে পরমেশ্বর, মহৎ বলিয়া মহান্, সৃষ্টির নিয়ন্তা বলিয়া স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা বলিয়া পাতা, "শান্তং শিবমদ্বৈতং" ইত্যাদি বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন এবং পশ্চাৎ সেই সকল শব্দ সাংকেতিক অক্ষরে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে, শব্দব্রহ্ম বেদ, গুরু পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইত, এই নিমিত্ত বেদের নাম শ্রুতি হইয়াছে। বেদব্যাস বিভাগ করত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

পরমেশ্বরস্য গুণকর্ম্মানুসারেণ বহুনামানি সন্তি শ্রীভাগবতে নন্দং প্রতি গর্গ বাক্যং। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদনোজনাঃ। নির্গুণস্যোপাধি শূন্যত্বাৎ।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

অর্ব্বাচীন শরীর ধারণ দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সাধন করাতে যোগাবলম্বন করিয়া ঋষিগণ নানাবিধ নাম করিয়াছেন।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

সার্থসাধকঞ্চ কার্য্য কারণং দৃষ্ট্বা নানাপ্রকারেনেশ্বরং স্তুতবান্। অত্র প্রমাণং ভাগবতীয় চতুর্থ স্কন্ধ ধৃত দেবানাং স্তবঃ এবং সপ্তমস্কন্ধধৃত স্তববাক্যঞ্চ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ যুক্ত্যানুসারে ঋষিগণ করিয়াছেন। "ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈরিতি ভগবদ্গীতাবচনাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদীনি তৈশ্চৈব বহুধা গীতমিতি স্বামিব্যাখ্যানাচ্চ। এবং বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি ভাগবত ব.নাচ্চ। ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যতধর্ম্মমেক একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশং। অন্যে বদন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রমিতি তদ্বচনাচ্চ। বস্তুতো ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বেতি বচনাৎ অনাম রূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎ পর ইত্যাদি বচনাচ্চ স্বরূপসন্নামা প্রসিদ্ধেঃ॥

উপনিষদগণ পরমেশ্বরের ব্রহ্ম এই নাম রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহা হইতে আর বৃহৎ কোন পদার্থই নাই। হৈরণ্যগর্ভগণ তাঁহার পরমাত্মা এই নাম রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগের আত্মা সেই পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইবে। সাত্বতগণ তাঁহার ভগবান্ এই নাম রক্ষা করিয়াছে, যেহেতু তিনি সৃষ্টিকরণ শক্তি প্রভৃতি নব শক্তিযুক্ত। এইরূপ সত্য অনন্ত আনন্দময় বিশ্বাধার প্রভৃতি নাম রক্ষা হইয়াছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন সময় কি কি নাম রক্ষা করিয়াছে তাহার বিশেষানুসন্ধান করিতে পারি নাই। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর পশ্চাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রশ্নোত্তর সময়ে লিখিত হইবে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পিতানামকুর্য্যাদিত্যনেনাগ্রজাত পিত্রাদেরেবনামকরণকার্য্যমুচিতং তৎ পরমেশ্বরস্যাসম্ভবাদ্বিনাপ্রয়োজনানিষ্পত্তেশ্চ স্বয়মেব নাম করণং কৃতবান্ ইতি।

প্রমাণং স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধৃক্। নাম রূপ ক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পর ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতং গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পুরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। সৃষ্ট্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা ইত্যপি শ্রীভাগবতং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেকএব মহেশ্বরঃ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি গঙ্গা মাপ পৃথক্ পৃথগিতি কালিকাপুরাণং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনীসভার পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপীশ্বরস্য নামাদয়ো ন সম্ভবন্তি নিরুপাধিত্বাৎ তথাপি সগুণস্য তস্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণাননুভবন্তো ভক্তগণাএব গুণানুসারীনি নামানি চক্রুঃ। প্রমাণং। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদ্যা বদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ইত্যাদ্যা, প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদ্যা, অশব্দমস্পর্শমরূপম-

ব্যয়মিত্যাদ্যা, যন্মনসা ন মনুতে ইত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ। শ্রীভাগবতে। নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানিযৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃহ্নন্তি সর্ব্বে ইতি। অত্র অনন্তস্য যশোঙ্কিতানি ইতি বিশেষণাভ্যাং ঈশ্বর গুণালোচকা ভক্তাএব নামানি চক্রুরিতি প্রতীয়তে, অন্যথা নাম্নামনন্তস্থে কিমপি নাস্তি কারণং ইতি। যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ। ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভুতয়ে ইতি শান্তিপর্ব্বণি। যানি নামানি গৌণানি গুণ-প্রয়োগাৎ প্রবৃত্তানি ইতি সহস্রনামভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যপাদাঃ। অত্র ঋষিভিঃ পরিগীতানি ইত্যনেন ভক্তা ঋষয় এব নাম প্রণেতার ইতি প্রতীতং। বস্তুতস্তু তস্যাবাঙ্মনসগোচরতয়া-কেপি কিমপি বক্তুং ন শক্নুবন্তি অতোঽগত্যৈব যথামতি কেনাপি যেন কেনচিৎ শব্দেনোল্লিখ্যতে তদেব তস্য নাম। অতএব নির্গুণস্যাপি তদ্যথা শ্রীভাগবতে, বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ওঁ তৎ সদিতি নামত্রয়স্য ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বং। অপরনাম্নাং জনলোকবাসিসনন্দনদেবতাভিঃ কৃতত্বং। তথাচ জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয়॥ জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্ত জয়ানন্ত জগন্ময়। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয় ইতি বিষ্ণুপুরাণে লিখিতং।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্ক সিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের কার্য্য দৃষ্ট করিয়া এবং গুণ বিবেচনা করিয়া মুনি ঋষি প্রভৃতি তাঁহার নানাবিধ নাম প্রকাশ করিয়াছেন।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর "রূপ নামাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিত" সুতরাং কেবল সৃষ্টি সম্বন্ধাধীন অর্থাৎ মায়ার সংস্রবে দেব বা নরলোকে তাঁহার নানা প্রকার নামকরণ হইয়া থাকে। ভাগবতে (৩। ৫। ১৩) আছে "ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণং" এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সমুদয় জীবের আত্মা ও সমস্ত জগতের বিভু ভগবান্ একমাত্র ছিলেন। সেই আত্ম স্বরূপ ভগবান সৃষ্টিকালে আপনার ইচ্ছার অনুগত হওয়াতেই নানাভাবে উপলক্ষিত হইলেন। অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধাধীন নানাভাবে সুতরাং নানা নামে পরিচিত হইলেন। এই প্রকারে নানাভাবানুসারে নানা নামকরণ, এই বর্ত্তমানকালের যুক্তিতে, যদিও, মানবের কৃত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে "নামরূপয়োর্নির্বহিতা" পরমেশ্বরই সমস্ত নামরূপের নির্ব্বাহ কর্ত্তা। যথা ১ মুণ্ডকে ১ খণ্ডে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে॥" ব্রহ্ম হইতেই নাম-রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। মনুও কহিয়াছেন "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্" ইত্যাদি (১। ২১) হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম ইত্যাদি "বেদশব্দেভ্য এবাদৌ" বেদ শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্বকল্পের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। শারীরকে (১। ৩। ২৮। ৩০)

মীমাংসা করিয়াছেন যে, " অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।" বেদ হইতে যাবদ্বস্তু প্রকট হইয়াছে একথা প্রত্যক্ষ শাস্ত্র বেদে এবং অনুমান শাস্ত্র স্মৃতিতে কহিয়াছেন। " অতএব চ নিত্যত্বং " অতএব কল্প কল্পান্তরভেদে প্রবাহরূপে বেদ নিত্য। বেদরাশি সূক্ষ্মরূপে কল্পাদৌ জীবঘনবীজ পুরুষ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করে। তথাচ কুমারিলভট্ট " কঠাদি চরণৈরনাদিভিঃ প্রোচ্যমানানাং অনাদি বেদশাখানামনাদি সমাখ্যা সম্ভবঃ " অনাদি কঠাদি চরণ দ্বারা অভিব্যক্ত বৈদিক শাখা সমুহের অন্যাদি আখ্যা হয়। সেই বেদের সহিত যাবৎ বস্তুর জাতি পুরঃসরে সম্বন্ধ আছে। " সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ "। পূর্ব্বকল্পে যে যে নামরূপে বস্তু সকল থাকে পরসৃষ্টিতে তাহারা প্রায় সেই প্রকার নামরূপেই উপস্থিত হয়। সুতরাং এতাৎপর্য্যে নামরূপ প্রবাহরূপে নিত্য। জৈমিনী পূর্ব্ব মীমাংসায় কহিয়াছেন " নিত্যস্তুস্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ " শব্দ কিনা বেদমন্ত্র নিত্য। কেননা তাহাতে অর্থ সমন্বিত আছে। মন্ত্র বা শব্দের যে সূক্ষ্মভাব তাহা জীবের অপূর্ব্বকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মার সকাশে অবস্থিতি করে। কল্পাদৌ যখন উচ্চারণে পরিণত হয় তখন সেই ভাবই বর্ণাত্মক শব্দ বা বেদরূপে স্ফুটিত হয়। সেই ভাবই স্ফোট। তাহাই সমস্ত নামের আকর। সেই ভাবের বিনাশ নাই। কল্প কল্পান্তর তাহাই নামের জনক হয়। অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সকাশ হইতে বেদ আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় প্রকাশ পায় †। স্মৃতিতেও আছে যথা " পূর্ব্বমকল্পয়ৎ "। কিন্তু " বাগ্বিস্তৃতাশ্চবেদা " এই শ্রুতি ও " শাস্ত্র যোনিত্বাৎ " এই ব্যাসসূত্র উভয় স্থলে ব্রহ্মকেই বেদের কারণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ স্বভাবতঃ বেদ জন্মিয়াছে। অতএব বেদ নিত্য কিরূপে হইবে ? একথার উত্তর এই যে বিরোধে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। সিদ্ধান্ত বাক্যেতেই উদ্দেশ্য। সেই সিদ্ধান্ত এই যে পরমেশ্বরের নিয়মে বেদ ভাবার্থরূপে প্রলয়কালে নিরুদ্ধবৃত্তি জীবের অদৃষ্টে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সংস্কারানুসারে সঞ্চিত থাকে। সেই মানব প্রকৃতিতে সমষ্টিরূপে পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভে বা ঈশ্বর উপাধিতে উপহিত থাকেন। তাঁহার সকাশ হইতে ঐ বেদ কল্পে কল্পে ঐশি নিয়মানুসারে স্বভাবতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ নির্গত হইয়া মানবের অদৃষ্টরূপি হৃদয় নিহিত জ্ঞানধর্ম্মের বীজকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। তাহাই প্রতি কল্পে লিপিকৃত হইয়া সামান্যত বেদ নামে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহার বীজ মানব স্বভাবে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহিত আছে এবং তাঁহারই সকাশ হইতে তাঁহা প্রকটিত হয়। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বেদের আদি কারণ। কিন্তু ইষ্ট সাধন জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি বশতঃ নহেন। এতাবতা ঈশ্বর সৃষ্ট যতভাব ঈশ্বরের নিয়মে মানব হৃদয়ে জ্ঞানধর্ম্মের বীজরূপে নিহিত থাকে এবং তাঁহার সকাশ হইতে প্রাগুক্ত প্রকারে স্ফুটিত হয়, পরমেশ্বরের মায়োপলক্ষিত অর্থাৎ সৃষ্টি সম্বন্ধ বিশিষ্ট নানাভাব, সুতরাং ভাবানুগত নানা নাম তদন্তর্গত থাকে। সুতরাং ঈশ্বরই সমস্ত নামকরণের কর্ত্তা। এতাবতা তাঁহারই সন্নিধান হইতে, তাঁহারই নিয়মে তাঁহার নানা প্রকার নাম নরহৃদয় ও কণ্ঠযোগে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কারণই তিনি। তিনিই নির্ব্বাহ কর্ত্তা। সৃষ্টি তাহার উপলক্ষ। মানবের স্বভাব বা হৃদয় তাঁহার ক্ষেত্র। ভারতীয় ঋষিগণ যে চক্ষুতে ঈশ্বরের অনন্ত সত্ত্বা ও সর্ব্ব কারণত্ব দৃষ্টি করিয়াছি-

---

† ভাব হইতে যে নাম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভট্ট মক্ষমুলরের গ্রন্থেতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যথা " অস্থ ,, ধাতু। ইহার মূলভাব " দ্রুত ,, তাহা হইতে " অশ্ব ,, নাম হইয়াছে। পারসীতে। এবং ইংরাজীতে। ধাতু একই " দ্রুতগমন ,, বোধক। এতাবতা ভাবের সহিত ভাষা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তাঁহার নাম সকল সেই ভাব ও ভাষারই অন্তর্গত।

লেন, আমাদের যদি সে চক্ষু উদয় হয় তবে আমরাও সকল কর্ম্মে ঈশ্বরেরই কারণত্ব দেখিতে পারি। সে দৃষ্টির সম্মুখে নরের অবান্তর কর্ত্তৃত্ব গ্রাহ্যই হইবে না।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাবিধানাং নাম্নাং মধ্যে পরমাত্মাক্ষরপরমেশ্বরপ্রভৃতীনি নামানি সর্ব্বভাসক পরমাত্ম প্রভূত নিত্যানির্দ্দোষবেদবিহিতত্বাৎ বেদকৃতানি তস্মাদেবাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্ম্মব্রহ্মসমুদ্ভূতঃ ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং॥ তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ইতি বেদসমানার্থকভগবদ্বাক্যাৎ॥ মায়াবিম্বোবশীকৃত্যতাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥ অবিদ্যাবশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা ইতি বেদসমানার্থক পঞ্চদশ্যন্তর্গত তত্ত্ববিবেক বচনাৎ। বাসুদেবহরিকৃষ্ণদুর্গাকালীপ্রভৃতীনি নামানি তু॥ অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টমাং কলৌ যুগে। অষ্টাবিংশতি মে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ। ইতি তিথিতত্ত্বধৃতবচনাৎ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ইদানীং কৃষ্ণতাংগত ইতি ভাগবতবচনাৎ। দুর্গাদেবীতিবিখ্যাতং নম্মে নাম ভবিষ্যতি ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণাদিভিঃ যথাযোগ্যযোগার্থদর্শনাৎ জীবকৃতানি।

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ব্রহ্মণোনামস্রষ্টৃত্বাৎ তন্নামকরণং ন কেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ, তস্মাদেতৎ ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ইত্যাদি॥ লোকে যানি নামানি প্রসিদ্ধানি তানি কল্পিতান্যেব॥

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

যখন ব্রহ্ম হইতে নাম সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মের নামকরণ কে করিতে পারে? তাহার প্রমাণ যথা তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ইতি শ্রুতিঃ।

নামকরণ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরমেশ্বরের পিতা নাই সুতরাং তাঁহার নাম হয় নাই। লোকে যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে তাহা কল্পিত।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

ব্রহ্মেশ্বর হরিহরাদি নামানি বেদোক্তত্বয়া স্বেনৈব সঙ্কেতিতানি। বসুদেবনন্দন নন্দনন্দনাদীনি নামানিতু পূর্ব্বতনপুরুষসঙ্কেতিতানি।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাখ্যানাস্তি কিন্তু মায়িকশরীরেণ মধুনামানমসুরং যদাবধীৎ তদা মধুসূদন ইতি লোকৈর্গীয়তে এবমপরাপরকার্য্যবশাৎ বহুতরনামান্যভবন্ এতৎ প্রমাণং বেদব্যাসেন শান্তিপর্ব্বাদৌ বহুতরনামানি কথিতানি।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাবিধনামানি প্রবাহাবিচ্ছেদরূপনিত্যানি। বহূনি সন্তি নামানীতি শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে গর্গবাক্যাৎ।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নাম নাই। নামকরণ পিতার কর্ম্ম পরমেশ্বরের পিতা নাই, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি পরমেশ্বরের নাম বলিয়া প্রচার আছে। তাহা ঈশ্বরের অংশধারী অলৌকিক শক্তিমান্ বিশেষ জীবের নাম, সে নামও গুণ কর্ম্ম দ্বারা শাস্ত্র কর্ত্তা ঋষিরা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা নোদনাশক্ত্যনুসারে ঈশ্বর এই নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রযুক্ত বিষ্ণু এই নাম প্রকাশ হইয়াছে। সর্ব্ব রমণীয়ত্বহেতু রাম এই নাম প্রকাশ হইয়াছে। যথা নন্দঘোষং প্রতি গর্গাচার্য্য বাক্যং। (বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্যতে গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ) ইত্যাদি।

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নানাবিধ নাম ইত্যাদি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে মনুষ্য দ্বারায় হইয়াছে। কারণ তিনি নামরূপের মূল। যুক্তি। সময়ে সময়ে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন মানব সকল জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহাদের দ্বারায় কত আশ্চর্য্য কত অলৌকিক ঘটনা সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কত নূতন বিষয় প্রকাশ হইয়া কত পারমার্থিক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অনেক শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারায়ই ক্রমশ ঈশ্বরের বিষয়েও অনেক প্রকাশ হইয়াছে। তবে নিশ্চয় করিয়া বলা অসাধ্য। কারণ যাহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত তাহাতে মত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে ব্রহ্মাদি দেবতা, সনকাদি ঋষিগণের এবং লোক পরম্পরায় বিস্ময়কর কার্য্য যখন যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে তাঁহারা আনন্দানুভব করত এক এক নাম কল্পনা করিয়াছেন।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরের গুণ কর্ম্মানুসারে ভক্তজনেরা তত্তন্নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রমাণং। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্যতে। গুণকর্ম্মানুরূপেণ তান্যহং বেদ নো জনাঃ ইতি ভাগবতে গর্গোক্তিঃ। আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনরঃ। তাযদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি মনুবচনঞ্চ। রমনীয়ঞ্চ রামঃ পাপকর্ষণঞ্চ কৃষ্ণ ইতি এবং তত্রৈবচ বধিষ্যানি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ইতি চণ্ডী।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাপ্রকারেণ গর্গাদয়ঃ নামানি কৃতবন্তঃ। তথাহি যদুনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বতঃ সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যন্তে দৈবকীসুতং॥ বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ইত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

গুণ কর্ম্ম প্রভেদেন যোগিনশ্চাত্মভাবিনঃ। নানাবিধানি নামানি কুর্ব্বন্তিস্ম পরাত্মনঃ॥ ৬॥

প্রমাণং। ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ইতি চণ্ডী তত্রৈবচ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি চ চণ্ডী। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপেন তান্যহং বেদ নো জনা ইতি ভাগবতঞ্চ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তৎ কার্য্যকারিত্বেন তানি তানি নামানি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রসিদ্ধানীতি। সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদীশ্বর ইতি সর্ব্বব্যাপিত্বাদ্বিষ্ণুরিতি সর্ব্বেষাং রমণীয়ত্বাৎ রাম ইতি। আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি মনুবচনং।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাবিধ নামকরণং বেদজ্ঞাদিভিরভিধীয়তে।

অত্র প্রমাণং বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি শ্রীভাগবত প্রথম স্কন্ধীয় বচনং অস্য স্বামিব্যাখ্যা যথা— ননু তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মএবহি তত্ত্বমিতি কেচিৎ বদন্তীতি তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি কিং তৎযজ্জ্ঞানং নাম, অদ্বয়মিতি ক্ষণিক পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ননু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাৎ ইত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি, হিরণ্যগর্ভোপাসকৈঃ পরমাত্মেতি, ভগবদ্ভক্তৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।

অর্থাদ্ভাগবতীয় বচনাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং অদ্বয়ং জ্ঞানং তত্ত্বং তদেব বেদজ্ঞৈর্ব্রহ্মেতি, হিরণ্যগর্ভোপাসকৈ স্তচ্চ পরমাত্মেতি, ভগবদ্ভক্তৈশ্চ তচ্চ ভগবানিত্যভিধীয়তে ইতি সুব্যক্তং প্রতিপন্নং।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঋষিগণ কর্ত্তৃক ও দেবগণ কর্ত্তৃক কার্য্যানুসারে নানাবিধ নামকরণ হইয়াছে, মধু নামে অসুরকে নাশ করাতে মধুসূদন, কৈটভ জয়ে কৈটভজিৎ, কোন জনের জয়ের বিষয় নয় এই নিমিত্ত অজিত ইত্যাদি নাম হইয়াছে।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ব্রহ্ম, নারায়ণ, বাসুদেব, ইত্যাদি কতিপয় নাম বেদে কীর্ত্তিত আছে, সুতরাং তাহার কর্ত্তা বেদের

কর্ত্তৃত্বানুসারে মীমাংসনীয়, তদ্ভিন্ন নাম সকল গুণগরিমা প্রকাশ মানসে তাঁহার সুধীর ভাবুক ভক্তগণ করিয়াছেন ইহাই অনুভব সিদ্ধ এবং শ্রীভাগবতে "নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ" এস্থলে নামের বিশেষণ যশোঙ্কিতানি পদ দ্বারাও উহা প্রকাশিত হয়।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চুড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের গুণ ও কর্ম্মানুরূপ দেবগণ ও ঋষি প্রভৃতি কর্ত্তৃক নানাস্থানে বিবিধ নাম সংস্থাপিত হইয়াছে ইহাও প্রমাণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে ইতি।

প্রমাণং গর্গোমতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্য্যান্মহামতিঃ। জ্যেষ্ঠঞ্চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণঞ্চৈব তথাপরং যস্মাত্তু দৈবদুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দনঃ। তস্মাৎ কেশবনামা ত্বং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ইতি বিষ্ণুপুরাণে॥ তয়োর্ম্মধ্যগতং বালং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে। ততশ্চ দামোদরতাং স যয়ৌ দামবন্ধনাৎ ইতি লিঙ্গ পুরাণে॥ প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞা সংপ্রচক্ষতে। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে। আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি মনুবচনম্॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

যেরূপ একই সূর্য্য হইতে মরীচিমালা বিনির্গত হইয়া জগতীতলস্থ ধ্বান্তরাশি বিনাশ করিতেছে, সেইরূপ একই বেদমূল হইতে পুরুষার্থ সাধনের শাস্ত্র সকল বিনির্গত হইয়া ভূতলস্থ মানবগণের অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিতেছে। ব্রহ্মা ঐ বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে। আর ভাগবতে "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রতিভাত করিয়াছেন। কিন্তু বেদ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মা হইতে প্রকাশিত অতএব ব্রহ্মাকেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে, যেহেতু পরমেশ্বর সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে সকলেরই কর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, বেদে পরমেশ্বরের যত নাম আছে তাহা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কৃত যেহেতু ভাগবতে ব্রহ্মাকে আদি কবি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রে অর্থাৎ ন্যায়, বেদান্ত ও সাংখ্যাদিতে যে সমস্ত নাম আছে তাহা ঋষিদিগের কর্ত্তৃক কৃত। ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, গোতম, কপিল, কণাদ পতঞ্জলি প্রভৃতি মহামহিমান্বিত তপোবল-সম্পন্ন তত্ত্বদর্শি মুনিগণ স্ব-স্ব-তত্ত্বদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে বেদ ও যুক্তিকে প্রমাণ করিয়া নানাবিধ প্রস্থান অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের পন্থা প্রস্তুত করিয়াছেন। যথা ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ইতি মহিম্নঃ স্তোত্রং।

ইহা দ্বারা অবগতি হয়, কপিলাদি নানা মুনি সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এইরূপে গোতম মুনি "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের "নিত্যেচ্ছাবান্, নিত্যকৃতিমান্, নিত্যপ্রযত্নবান্, ইত্যাদি বিচার সিদ্ধ ও হেতুযুক্ত নাম প্রদান করেন। এইরূপে নানাবিধ শাস্ত্রে হেতুযুক্ত

নানাবিধ নামকরণ হইয়াছে ঐ সকল শাস্ত্রকারেরা যুক্তিযুক্ত নাম করণ করেন এবং দৃঢ়তার নিমিত্ত বেদবাক্য উদাহরণ করেন।

তত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্ব স্ব যুক্তিভিঃ। বাক্যান্যপি যথা প্রাজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি চ। ইতি পঞ্চদর্শী। এইরূপ বিচারে এক এক সম্প্রদায় এক বা ততোঽধিক হেতু যুক্ত নাম করণ করেন, কুসুমাঞ্জলৌ যথা, ইহ যদ্যপি যং কমপি পুরুষার্থমর্থযমানা "শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব, ইত্যৌপনিষদাঃ, আদি বিদ্বান্ সিদ্ধ কাপিলাঃ শিব ইতি শৈবাঃ; পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ; পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞ পুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ বিশ্বকর্ম্মা ইতি কারবোঽপি ইতি।

এইরূপ যোগাচারগণ "প্রধান পতিঃ, গুণেশঃ ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণক নাম প্রদান করেন আর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে "অন্তর্যামী এই নাম উক্ত হইয়াছে।

প্রমাণ যথা। চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্ত্যাযাং প্রকৃতের্হি নিযামকং। ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ সজীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ; প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ। আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্যাম্যুপপাদিতঃ। নিত্যজ্ঞান প্রযত্নেচ্ছা গুণানীশস্য মন্যতে। অসঙ্গস্য নিযন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ। পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেবন চান্যথা। সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ।

এইরূপ সনৎকুমার সংহিতায় পরমেশ্বরের নানাবিধ নাম উক্ত হইয়াছে, যথা পরমেশ্বর নিরঞ্জন, (অব্যয়) অতিম (অনুপমেয়) নিরীহ (চেষ্টাহীন) (নিরাশ্রয়) (আশ্রয় রহিত) নিষ্কল (ভাবপূর্ণ) অপ্রপঞ্চ (জন্মহীন) নিরভাব (অভাব হীন) প্রভাব স্বভাব ও নিত্য ইত্যাদি।

বেদান্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বরের আরও বিচার সিদ্ধ নাম দৃষ্ট হয়, যথা ব্রহ্ম বস্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, মনোগম্য ভাবাতীত ভাস, শুদ্ধ, সত্যালয়, ক্রীয়াহীন, বন্ধমোক্ষ, আত্ম স্বরূপ ইত্যাদি।

আর ভগবদ্গীতায় ক্ষেত্র বিচারে উক্ত হইয়াছে যে ঋষিগণ এই ক্ষেত্রকে অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন "ঋষিভির্ব্বহুধা গীতমিত্যাদি।

পরমেশ্বরের বিচার কালে ও তাঁহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ ও নাম করণাদি করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বেদ ব্রহ্মা বা (পরম্পরা সম্বন্ধে পরমেশ্বর) এবং তত্ত্বদর্শি মুনি ও মহাজনগণ বিচার দ্বারা গুণাদানুসারে পরমেশ্বরের নানাবিধ নাম করণ করিয়াছেন ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

গর্গমুনি আদি করিয়া মানব সকল পরমেশ্বরের নানা প্রকার কর্ম্মকৃত নানা প্রকার নামকরণ করিয়াছেন।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরের কার্য্য ভেদে ঋষিরা নাম প্রণয়ন করিয়াছেন যথা যোগিনাং মনসি রমন্তে ইতি রামঃ ভক্তানাং পাপানি কর্ষতি ইতি কৃষ্ণঃ নিয়োক্তৃত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বর এই প্রকারে নানাবিধ নাম।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

ব্যাসেন বিষ্ণোঃ সহস্র নাম কীর্ত্তনত্বদর্শনাৎ পরমেশ্বরস্য নানাবিধ নামকরণানি ব্যাসাদিমহর্ষিভিঃ কৃতানীতি।

অত্র প্রমাণং। ত্রীনূলোকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা ভুঙ্ক্তে বিশ্বভুগব্যয়ঃ। ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন কীর্ত্তিতং ইতি মহাভারত শান্তিপর্ব্বীয় বিষ্ণুসহস্রনামস্তবঃ।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

একার্ণব সময়ে নারদ গোস্বামী শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি আপনাকে কোন্ কোন্ স্থানে দেখিতে পাইব, তাহাতে ভগবান্ কহিয়াছিলেন, আমি যুগাবতারে রূপ ও কার্য্যানুরূপে যে সকল কার্য্য করিব, সেই সেই স্থানে আমাকে দেখিতে পাইবে, এই বলিয়া দশাবতার ও কৃষ্ণাবতার হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিবেন, তাহা নারদ গোস্বামীকে পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহস্যে। মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহোবামনস্তথা। রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ। পূর্ব্বং মীনোভবিষ্যামি প্রীত্যর্থং ব্রাহ্মণস্য চ। বেদানেবোদ্ধরিষ্যামি মজ্জমানান্ মহার্ণবে। এই আদি এই আদি বহুতর আছে এবং গর্গমুনি বসুদেব হইতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বাসুদেব নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ ভাগবতে দশম স্কন্ধে বাসুদেব ইতি শ্রীমন্নভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে।

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ভূভার হরণ পূর্ব্বক জগৎ পালনার্থে পরমেশ্বর গুণাত্মা হইয়া যুগে যুগে নানারূপ ধারণ করিয়াছেন তত্তৎ কর্ম্মরূপানুসারে ভক্তগণেরা তাঁহার নানাবিধ নামকরণ করিয়াছেন।

এতৎ প্রমাণং। অধ্যাত্মরামায়ণে যথা, লোকাভিরমণাদ্রাম ইতি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এবং ভাগবতে ইদানীং কৃষ্ণতাংগত ইতি কৃষ্ণ এই নাম গর্গ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে এবং অসুর নিধন কর্ত্তৃত্বহেতুক মধুসূদন কেশব কৈটভারি ইত্যাদি॥ বস্তুতস্তু পরমেশ্বরের নাম আরোপিতমাত্র হইয়াছে। প্রমাণং যথা নানোপাধি বশাদেব জাতিনামাশ্রমাদয় আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদববদিতি আত্মবোধে। বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনমিতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চ।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

সোপাধিকস্যৈব পরব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরত্বাৎ তত্র শরীরিরূপেণ প্রতীতৌ মুরারি মধুসূদন দুর্গেত্যাদি নাম্নাং ক্রিয়ানুসারেণ তথাত্তত্তন্নামকাসুরবধেন তত্তন্নামাভিব্যক্তং কেষাঞ্চিৎ তৎপিত্রাদিনৈবাবিষ্কৃতমিতি চ।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

তস্য গুণান্ দৃষ্ট্বা ভক্তৈরেব নামানি দত্তানি। যথা অগ্নিপুরাণে ৪৪ অধ্যায়ে। চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি স্তব

কথনং শঙ্খচক্রাদি বিশিষ্টত্বেন। কেশব নারায়ণ ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্যকৃতে বিষ্ণু সহস্রনাম্নাং ভাষ্যে চ দ্রষ্টব্যং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ বেদান্তমতাবলম্বীরা এইরূপ বলেন যথা সত্যং জ্ঞানমনন্তং সচ্চিদানন্দং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ। যোগীজনেরা উপাসনার জন্য তাঁহার অনন্ত নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যথা শ্রুতিঃ। সোহন্বেষ্টব্যঃ সজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বাহিতা।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নানাবিধ নামকরণ বেদব্যাস ঋষি করিয়াছেন। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদি। পরমং যোমহত্তেজঃ পরমং যোমহত্তপঃ পরমং যোমহৎব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণং পবিত্রাণাং পবিত্রং যোমঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোব্যয়ঃ পিতা, তস্য লোক প্রধানস্য জগন্নাথস্য ভূপতেঃ বিষ্ণোর্নামসহস্রং মে শৃণু পাপভয়াপহং। যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে। বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা শ্রীবিষ্ণুঃ প্রীত্যর্থে সহস্র নাম পাঠে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুবষট্‌কার ভূত ভব্যভবৎ প্রভুঃ ভূতকৃৎ ভূতভৃৎভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ভূতাত্মা পরমাত্মা চ ভক্তানাং পরমাগতিঃ রিত্যাদি বেদব্যাসঃ ঋষি সহস্র প্রকার নাম করিয়াছেন ইতি মহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং শান্তিপর্ব্বণি দানধর্ম্মোত্তর বৈয়াসিক্যাং পরমেশ্বরস্য নাম কৃতঃ।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

বেদে, ব্রহ্ম. আত্মা ইত্যাদি যে সকল নাম প্রকাশ আছে তাহা ঈশ্বর স্বয়ং প্রজাপতির হৃদয়ে বিকাশ করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে, তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে ইত্যাদি তদতিরিক্ত যে সকল নাম ব্যক্ত আছে তাহা সময়ে সময়ে তাঁহার স্তোতৃ মুনি ঋষিপ্রভৃতি কর্তৃক বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ তাঁহার অলৌকিক পরাৎপর শক্ত্যানুসারে অভিহিত হইয়াছে। যথা সর্ব্বভূতে বাস হেতু বাসুদেব। জন্ম রহিত জন্য অজ।. ভূতের সৃজন করান প্রযুক্ত ভূত ভাবন ইত্যাদি।

---
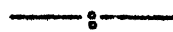
(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নানাবিধ নাম করণ নানাবিধ কর্ম্ম-দ্বারা দেবতাগণ ও মুনিগণ করিয়াছেন।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

তত্ত্বজ্ঞানহীনৈরর্থ:ৎযুক্ত যোগিভ্যোহন্যৈরথবা ভগবতো মাধবাদি বিগ্রহ সন্দর্শন সঞ্জাত সংস্কারৈ-

ভক্তৈঃ স্ব স্ব বুদ্ধি ভেদাৎ বর্ণ ইব লিপি ভেদাদাকার ভেদাদবস্থাভেদাৎ শাস্ত্রানুসারাচ্চ। ঈশ্বরোঽয়ং নানা-বিধৈর্যৌগিক যোগরূঢ় রূঢ়ার্থৈর্নামভির্গৃহ্যতে ইতি কোবিদা বদন্তি। অত্র প্রমাণং।

একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি যে দেবানাং নামতঃ এক এবেতি শ্রুতেঃ। ইতি ভারত ব্যাখানে নীলকণ্ঠঃ।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য নানাখ্যা নাস্তি কিন্তু মায়িক শরীরেণ যদা কেশিনামানমসুরং অবধীৎ তদা কেশব ইত্যাখ্যা। এবমপরাপর কার্য্যবশাৎ বহুতর নামান্যভবন্। এতৎ প্রমাণং বেদব্যাসেন শান্তিপর্ব্বাদৌ বহুতর নামানি কথিতানি।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য
পূর্ব্বকালে ঋষিগণ॥ ৫॥

[৬] প্রশ্ন। পরমেশ্বর, এই নাম প্রথম অথবা অক্ষর প্রথম?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম অক্ষর সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা, শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে। ততোঽক্ষর সমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ। অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শ হ্রস্বদীর্ঘাদি লক্ষণং। তেনাসৌ চতুরোবেদাংশ্চতুর্ভি-র্বদনৈর্বিভুঃ। সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্র বিবক্ষয়া॥ ৪॥

ইত্যাদি বচনে অগ্রে অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর

তর্কশাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে, কতিপয় তার্কিকদিগের মতানুসারে শব্দ পদার্থমাত্র নিত্য উহার ধ্বংস প্রাগভাব নাই এবং এই মতানুসারে বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ হইয়াছে এবং শাস্ত্রকর্ত্তারা ঐ নিত্যত্ব প্রযুক্ত শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন যথা, শব্দোব্রহ্মেত্যাহুরাচার্য্যা ইতি সৃষ্টিধরঃ শব্দই ব্রহ্ম ইহা কাত্যায়নাদি ঋষ্যা-চার্য্য মহোদয়গণ স্বীকার করিয়াছেন ঐ শব্দের অনুশাসন করিবার নিমিত্ত অক্ষর ব্যাকরণাদি পরে হইয়াছে কোন সন্দেহ নাই, দেখুন প্রসিদ্ধ শব্দের শক্তিগ্রহকরাইবার নিমিত্ত অথ শব্দানুশাসনং এইরূপ উক্ত করিয়া পানিনি ব্যাকরণে অইউন ইত্যাদি অক্ষরসূত্র কৃত হইয়াছে, অনুশাসন শব্দেরও এইরূপ অভিপ্রায় স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, অনুশব্দেন নিত্যা এবামী শব্দাঃ প্রবৃত্ত্যর্থ মন্বাখ্যায়ন্তেনত্ব পূর্ব্বতয়া উপাদীয়ন্ত ইতি। সৃষ্টি ধরাচার্য্য কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং নিত্য শব্দাত্মক পরমেশ্বর এই নাম অক্ষর হইতে কাযে কাযেই পূর্ব্ব ইহা প্রতিপন্ন হইল।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

আদি অক্ষর সমূহস্যৈব পরমেশ্বর ইতি নামত্ত্বাৎ প্রথমং অক্ষরোপলব্ধিঃ অতএব অক্ষরস্যৈব প্রাথম্যং।

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

" ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওঁ মিত্যেকাক্ষরং পরং। ওঁ মিত্যেকাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ " ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথম প্রতিভাত হইল (তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে ইতি) তিনি ওঁশব্দ উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে নিরুপাধি ব্রহ্মের প্রথম নাম ওঁকার হইল। ফলতঃ ঐ ওঁকার পরব্রহ্ম অপর ব্রহ্ম উভয়েরই স্বরূপ, আর ক্ষরণ-রহিত ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়াই নিত্য, অক্ষরপদবাচ্য। নতুবা বর্ণনাময়ী বর্ণাবলীর ন্যায় অক্ষর নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, শ্রুতিশাস্ত্রের পর স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তিকালে ঋষিরা বেদার্থ স্মরণ-পূর্ব্বক অক্ষর নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাণিনিদর্শনে শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত থাকিলেও প্রথম ক্ষণে শব্দের উৎপত্তি, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষণে বিলয় হয় বলিয়া নাদমাত্রে অনুস্যূত অর্থবোধক শক্তির নিত্যতা বলিতে হইবে এবং সেই শব্দশক্তির ব্যঞ্জক সাঙ্কেতিক আকার কল্পনা করিয়া বর্ণসকল রচিত হইয়াছে। শব্দের স্ফুটতা না থাকিলেও তাহার আকার দর্শনে শব্দ উচ্চারণ করিয়া লওয়া যায় এবং শব্দের উচ্চারণের বিলয় হইলেও বর্ণ অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে থাকে একারণ বর্ণের অক্ষরসংজ্ঞাও হইয়াছে ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

বীজাঙ্কুরবৎ পরমেশ্বরস্য নামাক্ষরমেককালীনং জ্ঞাতব্যং।

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বর এই নামই প্রথম, পরে অক্ষর, কালাধীন ভ্রান্তি নিবারণ মাত্রার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

আদৌ সংজ্ঞা ত.তাক্ষরঃ। অক্ষরস্য সংজ্ঞা গ্রাহকত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ।
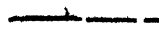
(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর পশ্চাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রশ্নোত্তর সময়ে লিখিত হইবে ইতি।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরনাম্নোরুভয়োর্নিত্যত্বেপিনাম্নঃ প্রকাশার্থমাদাবক্ষরপ্রকাশ স্তৎ পরং নাম্নঃ প্রাদুর্ভাবস্তং বিনা তস্যোচ্চারণাভাবাদিতি।

প্রমাণং। তস্য নাসং স্ত্রয়োবর্ণা আকারাদ্যা ভূর্গুবহ। ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়োভাবা গুণনামার্থ বৃত্তয় ইতি শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধোক্তাদাদৌ বর্ণ স্ততো গুণনামাদীতি।

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনীসভার পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর ইত্যুচ্চার্য্যমান নাম্নঃ পূর্ব্বমেবাক্ষরস্যাস্তিত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামনুমীয়তে। নাম্নস্ত্বন্বয়-ত্বেন তদনন্যত্বাৎ অক্ষরমন্তরেণ তস্য স্বরূপানির্ব্বাহাচ্চ। যথা ঘটাৎ পূর্ব্বং মৃদোবর্ত্তমানত্বং তস্য তদু-পাদানত্বাৎ এবং নামতোপি পূর্ব্বমক্ষরস্যাস্তিত্বং নাম্নোঽক্ষরময়ত্বাৎ। অক্ষরস্যাদত্বং শাব্দ প্রমাণেনাপি পশ্চাদ্ব্যক্তি র্ভবিষ্যতি। যদপি বালানামপরিচিত বর্ণানাঞ্চ অক্ষর জ্ঞানমন্তরেনাপি উচ্চারণং দৃশ্যতে তদপি মৃণ্ময় কপালসংযোগরূপ ঘটগঠনসংপশ্যতাং ঘটজ্ঞানমিব। পরমার্থস্তু নাম্না মুপাদানত্বেন বর্ত্ত-মানস্যাপি অক্ষরস্য মনুষ্যহৃদয়ে শিক্ষাদিনা পশ্চাদাবির্ভাবমাত্রং ভবতীতি।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর ইতি নাম্নঃ প্রাথমিকত্বং ন তু বর্ণস্য বেদোক্তশব্দমাত্রস্যৈব অক্ষরাপেক্ষয়া প্রাথমিকত্বাৎ। ষাণ্মাসিকেপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ। ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানিপত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা ইতি স্মার্ত্তধৃতবচন মিতি।

---
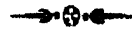
(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দ দুই প্রকার বর্ণ এবং ধ্বনি, ক আদি বর্ণ স্বরূপ, মৃদঙ্গাদি প্রভব ধ্বনির স্বরূপ। বর্ণের স্বরূপ শব্দ নিত্য, ধ্বনির স্বরূপ শব্দ জন্য। পরমেশ্বর এই নামটি যোগার্থ দ্বারা প আদি বর্ণের যোগ বশত লোক-কল্পিত। ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু, পরম শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ; উৎকৃষ্ট প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা। যদি এরূপ হইল তবে সুতরাং পরমেশ্বর এই নামের পূর্ব্বে অক্ষরথাকা সুব্যক্ত হইল।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) এস্থলে প্রশ্নকর্ত্তা "অক্ষর" শব্দে যদি "ব্রহ্ম" অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তবে অক্ষরই প্রথম এবং "পরমেশ্বর" এই নাম সৃষ্টির সম্বন্ধাধীনমাত্র সুতরাং প্রথম নহে। যাঁহার ক্ষয় নাই তিনিই "অক্ষর" অর্থাৎ ব্রহ্ম। উপনিষদে "অক্ষর" শব্দের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা বিস্তর শ্রুতিতে প্রকাশ আছে। "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাভিবদন্তি" "যথা স্বতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং" তথাক্ষরাদ্বিবিধঃ সৌম্যভাবাঃ" তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষর শব্দে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। সুতরাং "অক্ষর" প্রথম। তিনিই বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ ; তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যাবৎ নামরূপ প্রকাশ পায় এবং প্রলয়কালে তাঁহার সংহরণশক্তিতে নিরুদ্ধ বৃত্তি লাভপূর্ব্বক স্থিতি করে, আবার ঐরূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। তিনি কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূলাদি তাবৎ শরীরে অনুপ্রবেশ করাতে এবং সৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন নানা ঐশ্বর্য্য উপলক্ষে নানা ভাবে এবং সেই সকল ভাবানুযায়ী ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি

নানা নামে কল্পিত হইয়া থাকেন। মায়ার প্রবাহরূপে আবির্ভাব তিরোভাব জন্য ঐ সকল মায়া-কল্পিত নামকে প্রবাহরূপে নিত্য স্বীকার করা যায়, নতুবা তৎ সমূহ জন্য এবং নশ্বর অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্য এবং পুনঃ পুনঃ নশ্বর। ভগবানের এইরূপ মায়িক অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে তাঁহাকে কার্য ব্রহ্ম বলা যায়, তাহাই উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্রে তাঁহার জন্ম স্বীকার করেন (১মুঃ ১খ) " তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে " সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে " এতৎ কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে " এই কার্য্যলক্ষণ-ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এবং নাম রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়; সুতরাং অক্ষরই প্রথম এবং পরমেশ্বর এই নাম প্রথম নহে,—(পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরও অংশতঃ এই স্থলে সঙ্গত হইবে)

(২) " অক্ষর " শব্দে প্রশ্নকর্ত্তা যদি অকারাদি বর্ণ অভিপ্রায় করিয়া থাকেন তবে নিবেদন এই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, " পরমেশ্বর " প্রভৃতি নাম মায়া অথবা জীবের অদৃষ্টের সহিত নিত্য, কিন্তু ভগবান্ তাহার আশ্রয় এবং প্রকাশক। বেদরূপ কল্প কল্পান্ত ব্যাপী জ্ঞানধর্ম্ম মানবহৃদয়ের নিত্যসম্পত্তি। জীবের অদৃষ্ট স্বরূপ এবং ভগবানের সহকারিণী শক্তিস্বরূপ মায়াতে ঐ জ্ঞানধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বসংস্কারানুসারে ঐ সকল নাম প্রলয়কালে ভাবরূপে অবস্থিতি করে এবং ঐ নামের সংঘটক অকারাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ সূক্ষ্ম বীজরূপে অপ্রকটভাবে তাৎকালীন কারণীভূত অব্যক্ত কণ্ঠতালু আদি স্থানে বাস করে, কল্পারম্ভে যখন মানব দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক জীবের প্রকট হয়, তদীয় কণ্ঠ তালু আদি যোগে তদনুযায়ী বর্ণাত্মক শব্দ এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ভাবের পরিণাম নাম উচ্চারিত হয়, তাহাতে অগ্র পশ্চাৎ নাই। নাম, শব্দ, উচ্চারণ বর্ণ এ সমস্তই সেই ভাবস্বরূপ বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সমুদয়ই একেবারে প্রকট হয়, অপ্রকটকালে সমুদয় ভাবরূপ বীজভাবে থাকে। এই সমস্ত অব্যক্ত বেদাঙ্গের ভাব অতি-সূক্ষ্ম; ইহাতে সর্ব্বতোভাবে ভগবানেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব ও আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। সেই দৃষ্টিতে বেদ, শব্দ, বর্ণ, স্ফোট সমুদয়ই ব্রহ্মরূপে কথিত হয়েন। " কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম, ইতি শ্রুতি " " সর্ব্বমোঙ্কার এব " সমস্তই ওঙ্কাররূপী। মনু কহিয়াছেন, " ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ॥ বেদোক্ত যজ্ঞাদি নষ্ট হয়, কিন্তু প্রণবরূপ অক্ষরই অক্ষয়; যেহেতু অক্ষয় ব্রহ্মকে তাহার দ্বারা লাভ করা যায়, অতএব বর্ণ " পরমেশ্বর " প্রভৃতি নামেতেই সমন্বিত। ব্রহ্মই সেই সব নাম, বর্ণ ও রূপাদি সমুদয়ের কারণ, কিছুই আপনা আপনি বা মানব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, সকলই ব্রহ্মের সৃষ্টি অথবা, ইহাই বলা যাউক যে, সমস্ত নাম, রূপ, বর্ণ, স্বর, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মায়ার আবির্ভাব। বেদ প্রকট হইলে পর বর্ণ প্রকাশার্থে যে সাঙ্কেতিক লিপি আবির্ভূত হয় তাহাও পরম্পরা পরমেশ্বরেরই মায়াকার্য্য; মনুষ্য কেবল উপলক্ষ মাত্র।

(৩) আর " অক্ষর " শব্দে প্রশ্নকর্ত্তা যদি পূর্ব্বোল্লিখিত আকৃতিবিশিষ্ট সাঙ্কেতিক লিপিকে মনে করিয়া থাকেন, তথাপি সেই আকৃতিবিশিষ্ট লিপি অগ্রে কি " পরমেশ্বর " এই নাম অগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টিতে এমত অগ্র পশ্চাৎ ব্যবহার হইতে পারে না; কেন না সমস্ত নাম রূপ সুতরাং আকৃতি বা রেখা বিন্যস্ত অক্ষরাদি অবয়ব ভগবানের সকাশাৎ যথোক্ত লক্ষণ বেদ হইতে প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে একেবারে হইয়াছে ইহাই বলা সঙ্গত; শাস্ত্রাবিরোধী যুক্তি তাহারই অনুমোদন করিতেছে। এমত স্থলে যদি কেহ এই ঊনবিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দির তর্কযুক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক লিপিকে জৈবিক সৃষ্টি বলেন

তাহাতে আমরা ব্রহ্মবাদের ও শাস্ত্রদৃষ্টির অনুরোধে পরমেশ্বরকেই তাহার পরম্পরা কারণ বলিব, কেন না তাদৃশ লৌকিক যুক্তির স্থৈর্য্য নাই।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মনঃ অক্ষর নামানন্তরং পরমেশ্বর ইতি নাম বভুব। ন ক্ষরতীতি অক্ষরম্ ইতি মায়াবিম্বোবশী কৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ পঞ্চদশীবচনাৎ মায়াবিম্বো মায়ায়াং প্রতিফলিতচিদাত্মা তাং মায়াং বশীকৃতা স্বাধীনীকৃত্য বর্ত্তমানঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণক ঈশ্বরঃ স্যাৎ ইতি তট্টীকা অতঃ অক্ষরপরমেশ্বর নাম্নোর্যোগার্থ দর্শনাৎ তথা প্রতীতেঃ তদনন্তরং পরমশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি পরমেশ্বরঃ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরো দ্বিবিধঃ বর্ণাত্মকো ধ্বন্যাত্মকশ্চ। প, র, মে, শ্ব, র, এতে বর্ণা নিত্যাঃ এতেষাং আনুপূর্ব্বিকী সংঘটনা জন্যা অতোঽক্ষরস্য প্রাথম্যং অনন্তরঞ্চ পরমেশ্বর ইতি নাম ব্যাকৃতং।

তথা চ শ্রুতিঃ। অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইত্যাদি।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর দ্বিবিধ বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক প, র, মে, শ্ব, র, এই কয়েকটি অক্ষর নিত্য কেবল ইহার আনুপূর্ব্বিক সংযোগটি জন্য সুতরাং অক্ষর প্রথম পরে পরমেশ্বর এই নাম হইয়াছে তথাচ শ্রুতি।

অনেন জীবেন আত্মনা অনু প্রবিশ্য নাম রূপে ব্যাকরবাণি।

পরমেশ্বর জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন অতএব পরমেশ্বর এই নামের পূর্ব্বে অক্ষর প্রথম।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

যথা, কুম্ভকারেণ ঘটাবয়বং নির্ম্মায়ৈব ঘটনির্ম্মাণং ক্রিয়তে। যথা চ তন্তুবায়েণ তন্তূন্ নির্ম্মায়ৈব পটনির্ম্মাণং ক্রিয়তে॥ তথা বর্ণসমুদায়ঃ পদং পদসমুদায়োবাক্যং বাক্যসমুদায়োগ্রন্থ ইতি ক্রমদর্শনাৎ বর্ণসমুদায়রূপস্য পদস্য তদবয়ববর্ণনির্ম্মাণানন্তরমেব নির্ম্মাণং প্রতীয়তে॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং দন্তৌষ্ঠতাল্বাদিস্থানমাশ্রিত্য ককারাদ্যক্ষরোৎপত্তিস্তৎ পকারাদিবর্ণানাং পূর্ব্বাপরোচ্চারণবশাৎ পরমেশ্বর ইত্যাখ্যা ন তু প্রাগবস্থিতা যতঃ পরমেশ্বরস্য রূপনামাদিকল্পনামাত্রং বালক্রীড়নবৎ এতৎ প্রমাণং নির্ব্বাণতন্ত্রে ‘বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং’ ইত্যাদি এতত্তু অনিত্যশব্দবাদিনাং মতং নিত্যশব্দবাদিমতেতু অগ্রপশ্চান্নাস্তি শব্দস্য ব্রহ্মরূপত্বাৎ এতৎপ্রমাণং সারদায়াং প্রথমপটলে ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোভবৎ শব্দব্রহ্মেতিতং প্রাহুঃ সর্ব্বাগম বিশারদা ইতি॥ ৬॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

নামাক্ষরয়োঃ পূর্ব্ববর্ত্তিতাভ্যা প্রাথম্যাদিকমনির্ব্বচনীয়ং। নাম্নঃ প্রাথম্যে অক্ষরাপেক্ষা অক্ষরস্য প্রাথম্যে তজ্জনকপরমেশ্বরনামাপেক্ষাস্যাদিত্যনবস্থেতি পূর্ব্বপক্ষে বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিক্যানবস্থা ন দোষা-য়েত্যর্থ ইত্যনেন কুসুমাঞ্জল্যাবুত্তরং দত্তমিতি।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর হইতে নামের সৃষ্টি হইয়াছে, পরমেশ্বর এই নাম (প-র-মে-শ্ব-র) এই কয়েকটি অক্ষরের যোগে হইয়াছে, অক্ষরের জন্ম কোন স্থানে শাস্ত্রে পাই নাই। নামের জন্ম শ্রুতি স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাহা হইলে নামের পূর্ব্বে অক্ষর বলিতে হইবে। নাম ও অক্ষরে ভেদ নাই। অক্ষরশব্দের অর্থ বর্ণ, নাম শব্দের অর্থ শব্দ যথা, (বর্ণাএব তু শব্দ) ইতি ভগবানুপবর্ষঃ ইত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর এই নাম ইত্যাদি।

ওঁকারের উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিলে অক্ষর ব্রহ্মই প্রথম। অক্ষর শব্দে বর্ণ হইলেও তাহা নামের সহিত একত্রে সৃষ্টি হইয়াছে কেন না " কল্প কল্পান্তর ব্যাপী ভাষা নিত্য " যুক্তি। নিশ্চয় করিয়া বলি-বার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর প্রথম; যেহেতু ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথম নাদের উৎপত্তি; সেই নাদ হইতে বর্ণ ত্রয়; বর্ণ ত্রয় হইতে বেদ-ত্রয়ের উৎপত্তি হয়। প্রমাণ শ্রীভাগবত ১২ স্কন্ধ বেদশাখা প্রণয়ন নামক ৬ ষ্ঠ অধ্যায়।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম অক্ষর পশ্চাৎ নাম কারণ অক্ষর নামের অবয়ব সমষ্টি নাম। অত্র প্রমাণং বর্ণাএব ও শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষা ইতি সূত্রভাষ্যে শঙ্কর ধৃতঃ।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

তথাহি। সবাচ্য বাচক ভয়া ভগবান ব্রহ্মরূপ ধৃক। নামরূপ ক্রিয়াধাতু সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ। নাম-রূপে সদেবাসীদিত্যাহারুণিঃ।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর

আদাবেবাক্ষরং নাম পশ্চাদক্ষরতোভবৎ। নাম্নোয়বয়বত্বেনাবয়বৈশ্চ বিনা নতৎ।

প্রমাণং। বর্ণাএবতু শব্দা ইতি ভগবানুপবর্ষা ইতি সূত্রভাষ্যে শঙ্কর ধৃতং।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরমেব প্রথমং নতু পরমেশ্বর ইতি নামেতি।

প্রমাণং। সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ বেদ শব্দেভ্যএবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চনির্ম্মমে ইতি মনুবচনং। ভগবতাব্যাসেনাপি বেদমীমাংসায়াং বেদপূর্ব্বিকেব জগৎ সৃষ্টির্ব্যুৎপাদিতা তথাচ শারীরিক সূত্রং শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। অস্যার্থঃ দেবতানাং বিগ্রহবত্ত্বে বৈদিক বজ্রাদি শব্দে দেবতাবাচি বিনিরোধঃ স্যাৎ বেদস্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নাস্তি বিরোধঃ কস্মাদতঃ শব্দাদেব জগতঃ প্রভবাদুৎপত্তেঃ প্রলয়কালেপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিস্থিতঃ সইহকল্পাদৌ হিরণ্যগর্ভস্য পরমাত্মন এব প্রথমদেহ মূর্ত্তের্ম্মনস্যবস্থিতস্তুরমনাপন্নঃ প্রসুপ্ত প্রবুদ্ধস্যেব প্রাদুর্ভবতি তেন প্রদীপস্থানীয়েন সুরনর তির্য্যগাদি প্রবিভক্তং জগৎ অভিধেয়ভূতং নির্ম্মিমীতে কথমিদং গম্যতে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ প্রত্যক্ষং শ্রুতিরনপেক্ষত্বাৎ অনুমানং স্মৃতিরনুমীয়মানশ্রুতি সাপেক্ষত্বাৎ ইতি কুল্লূকভট্ট লিখনং।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরএব প্রথমঃ নতু পরমেশ্বর ইতি নাম।

প,র,ম, ঈ,শ্ব,র, ইত্যক্ষর সমষ্টের্যথাক্রম যোগ দ্বারা পরমেশ্বরেতি নাম্নোবোধনাৎ পরমেশ্বর ইতি নাম্নঃ পূর্ব্বএবাক্ষরঃ ইতি প্রতীয়তে।

---
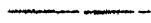
(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নামই প্রথম। বিস্মরণ ভয়ে অক্ষর সৃষ্টি করিয়া পত্রারূঢ় করিয়াছেন যেহেতুক ছয় মাসের মধ্যে বিস্মরণ হয় যাণ্মাস্যভ্যন্তরে যস্মাৎ বিস্মৃতির্জ্জায়তে নৃণাং ধাত্রাক্ষরাণিসৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা এই বাক্যই এবিষয়ে প্রমাণ।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

রসনাদি চালনা বশতঃ অক্ষর জাত হয় তাদৃশ কতিপয় অক্ষরের সমষ্টিই নাম, সুতরাং অক্ষর প্রথম কিন্তু অক্ষরের লিখনাদি পরমেশ্বর নামের পরেই যুক্তিসহ।

---
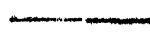
(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ নিমিত্তই ব্রহ্মার কণ্ঠ তালু ইত্যাদি হইতে অক্ষর সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের উচ্চার।

ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে-না পরমেশ্বর এই কএকটি অক্ষরের উচ্চারণকেই নাম বলা যাই-তেছে ঐ কএকটি অক্ষর উচ্চারণের অর্থাৎ নামের কারণ রূপে ব্যক্ত হইতেছে তাহা হইলেই ফলত অক্ষ-রকেই প্রথম বলিতে কোন যুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে না ইতি।

প্রমাণং। সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক পৃথক। বেদশব্দেভ্যঃ এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি মনুঃ। ভগবতা ব্যাসেনাপি বেদ মীমাংসায়াং বেদ পূর্ব্বকৈব জগৎ সৃষ্টির্ব্যুৎপাদিতা তথাচ শারীরক-সূত্রং শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। অস্যার্থঃ কুল্লূক ভট্টেন বিস্তারিতঃ।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

সাধারণতঃ যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রথমে নাম, তৎ পরে অক্ষর, ইহা সত্য বটে; কিন্তু অক্ষর-সৃষ্টির পরেও প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে গুণাদ্যনুসারে অনেক নামের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ অক্ষর সৃষ্টির পরে ব্যাকরণাদি রচিত হয়, যেমন অক্ষর সৃষ্টির পর বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হইয়াছে। ঐ ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ এক এক বস্তুর নানাবিধ নামকরণ করেন এবং যে সকল বস্তু তৎ পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, গুণাদ্যনুসারে তাহাদেরও নামকরণ করেন। প্রমাণ এই যে, কলিযুগে চৈতন্যদেবের গৌরাঙ্গ ও শচীনন্দনাদি নামকরণ হইয়াছে, ঐ নাম বেদাদিতে নাই। ঐ চৈতন্যদেবের গুণ ও ধর্ম্মাদ্যনুসারে ঐরূপ অনেক নামকরণ হইয়াছে। এক্ষণে উদ্ভিজ্জবিদ্যার অধিক আলোচনা হওয়াতে তৎসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক নামকরণের আবশ্যকতা হইতেছে এবং নূতন নূতন অনেক নামকরণ হইতেছে। যথা, "করতলশিরিত" "অণ্ডাকৃতি" পত্র ইত্যাদি উদ্ভিদ্বিচার॥ এবম্বিধ যুক্তি-দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অগ্রে অক্ষরের সৃষ্টি পরে "পরমেশ্বর" এই নাম। ইহার মধ্যে বিশেষ বিবরণ এই যে, যখন বেদ অক্ষরে লিখিত না হইয়া ব্রহ্মার হৃদয়ে (তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে ইতি ভাগবতং) বা ধ্বন্যাত্মক ছিল, তখন বোধ হয় "ঈশ্বর" এই নাম ছিল, তৎ পরে অক্ষরাদির সৃষ্টি হইলে পণ্ডিতগণ বিচার-দ্বারা (পরমশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি) এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা "পরমেশ্বর" এই নাম প্রদান করিয়া-ছেন। নচেৎ "পরম" এই বিশেষণযুক্ত নাম কেন হইবে? "ঈশ্বর" এই শব্দ দ্বারা কি পরমেশ্বর-শব্দবাচ্য পদার্থের বোধ হয় না? ন্যায়শাস্ত্রে তাহা হয়, "সোঽয়মস্মাকমীশ্বরঃ" ইত্যাদি অনেক স্থলেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বর বলেন এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণাক্রান্ত পদার্থকে পরমেশ্বর বলেন। ঐ শাস্ত্রে ঈশ্বরশব্দদ্বারা সচ্চিদানন্দলক্ষণাক্রান্ত পদার্থকে বুঝায় না। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, "পরমেশ্বর" এই নামটী বৈদান্তিকদত্ত এবং তাহা অক্ষর সৃষ্টির পরে প্রদত্ত হইয়াছে; অতএব অক্ষর প্রথম, তৎ পরে "পরমেশ্বর" এই নাম।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অস্য প্রমাণং বেদিতব্যং। সচিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেক দাম্ভস্যুপাশৃণোৎ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং ইতি।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর

বর্ণ প্রথম যথা, ঘটকবস্তুর ঘটিতবস্তুর পূর্ব্বসত্বনিয়ম পরমেশ্বর এই নাম পর আদিবর্ণঘটিত সুতরাং বর্ণ প্রথম।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

যথা ক্রমেণ পকারাদি পঞ্চবর্ণসংযোগং বিনা পরমেশ্বরশব্দস্য জ্ঞানং ন ভবতি অতঃ পরমেশ্বরশব্দস্য পূর্ব্বং অক্ষরঃ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষর এই প্রকার অক্ষর শব্দের যোগিকার্থ যদি প্রশ্ন কর্ত্তার অভিপ্রায় হয় তবে অক্ষর এই শব্দ প্রথম। তাহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা ষট্মাধ্যায়ে। অক্ষরং পরমব্রহ্ম সভাবোধ্যাত্মউচ্চতে ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ॥ ৪॥ শ্লোক। শ্রুতিঃ। যচ্চ পরম যদক্ষরং জগতো মূল কারণং তদ্ব্রহ্ম এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গীব্রাহ্মণা অভিবদন্তীতি। আর অক্ষর শব্দে অর্থ যদি বর্ণাত্মক হয় তবে পরমেশ্বর এই নাম প্রথম তাহার কারণ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে নিত্য চৈতন্য পরব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই ছিল না। ঐ চৈতন্যের শক্তি মায়া ঐ মায়াতে যখন পরব্রহ্মের আবেশ হয় ঐ শক্তি যে মায়া চেতনাপ্রাপ্তি হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে যোগ্য হন ঐ শক্তি উপাধি সংযোগ হেতু পরব্রহ্ম ঈশ্বরত্ব উপাধি প্রাপ্ত হন তাহাকেই সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুনক সদব্যক্তমন্তর্যামী জগৎ কারণ বেদান্ত শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন ইহার প্রমাণ পঞ্চদশী গ্রন্থে। পঞ্চকোশ বিভাগে। চিচ্ছায়াবেশিতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতিসা তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ। সেই ঈশ্বর কারণ জগৎ সমুদয় কার্য্য অতএব বর্ণাত্মক অক্ষর কার্য্য তাহা পরে হইয়াছে পদ সকল প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা নির্দ্দেশ করিবার কারণ পরে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন কোন বস্তু সকল প্রস্তুত হইলে পরে তাহার সংখ্যার জন্য গণনাঙ্ক আবশ্যক হয় তদ্রূপ অক্ষর।

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমনির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর এই নাম প্রথম। সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ প্রমাণং শ্রুতির্যথা অথ সর্ব্বস্য কর্ত্তা বিশ্বস্য হর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তাদেব এক আসীদিতি। অপি চ পরমেশ্বর বেদশব্দ হইতে সকলের নাম কর্ম্মাদি সৃষ্টি করিয়াছেন অক্ষর সকল শব্দাত্মক রেখা বিশেষাক্ষর সাঙ্কেতিক তদ্ব্যঞ্জক মাত্র। প্রমাণং মনুসংহিতায়াং যথা সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ [illegible]ক্ বেদশাস্ত্রেভাএবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

প্রথমং পরব্রহ্মণোঽক্ষরত্বমেব তস্য চ উপাধিনৈব ঈশ্বরত্বং। যথা শ্রুতিঃ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎব্রহ্ম তৎবস্তু তস্য তৎ। ঈশ্বরত্বস্তু জীবত্বমুপাধি দ্বয কল্পিতং। অনন্তমজমব্যক্তমক্ষরং

শান্তমচ্যুতং। অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং ষৎশিবং শুদ্ধমব্যয়ং। ওঁ সত্যমাত্মৈব নৃসিংহ দেবো ব্রহ্ম ভবতি। ইত্যাতি।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

নাম্নাং অক্ষর সমষ্টিত্বাৎ অক্ষরমেব প্রথমং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের এই নাম অগ্রে ছিল না অক্ষর প্রথম তাহার কারণ নক্ষরতি ইতি অক্ষর এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অক্ষরের নিত্যত্ব বোধ হইল অক্ষর শব্দের সদৃশার্থ শব্দ অচ্যুত এই তাৎপর্য্যার্থ গ্রহ হইল।

প্রমাণ শ্রুতিঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচতাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি। অথ পরাযয়া তদক্ষর মধিগম্যতে অপরঞ্চ একোবর্ণো বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণানেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর এই নাম প্রথম নহে অক্ষর প্রথম, তথাচ স্মৃতিঃ শ্রুতিশ্চ ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি আসীদিত্যধ্যাহার্য্যং। তদয়মর্থঃ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাসীৎ পরমব্রহ্মমাত্রমাসীৎ। গুণাতীতো পাশ ত্রিগুণ সচিব ত্র্যক্ষরময় ত্রিমূর্ত্তির্যঃ সর্ব্বস্থিতি বিলয় কর্ম্মাণিতনুতে কৃপাপারাবার পরমগতিরেক ত্রিজগতাং নমস্তস্মৈকস্মৈচিদভিদ মহেশপুরভিদে রিতিনাৎ। অক্ষরঃ প্রথমং ওঁকারময় যতঃ অক্ষর সমঃ পরমেশ্বর অতঃ অক্ষর প্রথম এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পরম, ঈশ, বর, এই তিনটি শব্দ যোগ করিয়া পরমেশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুনঃ প, র, ম, এই তিনটি অক্ষর সমন্বিত হইয়া পরম এই শব্দে উচ্চারিত হয়। অতএব এই যৌগিক শব্দ যে প্রথম নহে তাহা ইহার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। অক্ষর আদি, তদনন্তর পরমেশ্বর শব্দ ইহাই বিচার সিদ্ধ। কারণ-পরমেশ্বর এই পদ, উচ্চারণ করিতে সর্ব্বাগ্রে প কার, পরে র, মে আদি ক্রমে ধ্বনিত হয়। অতএব যৎকালীন সমুদয় বর্ণ এককালে উচ্চারিত হয় না, তৎকালীন অক্ষর প্রথম হয় বলিতে হইবে। যে সময়ে প্রথমতঃ বিশ্বসৃষ্টিবিধাতার মানসে বেদের শব্দ সকল উদয় হয় সে সময়ে অক্ষর দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন ধ্বনিই অনক্ষরাত্মক নহে। বিশেষমাত্র এই যে সেই বর্ণ সকলের অবয়ব, আদিতে না হইলেও না হইতে পারে। তাহা পশ্চাৎ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর এই নাম প্রথম অক্ষর প্রথম নয়।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যদাসৌ দেবঃ সিসৃক্ষুর্ম্মায়াবচ্ছিন্নোভবতি তদৈবাস্যেশ্বরসজ্ঞেত্যাদি বেদান্ত বচনেন। তথা “ ঋচো যজুংষিসামানি তথৈবাথর্ব্বণানিবৈ। ইতিহাসোপবেদাশ্চ বেদান্তেষু তথোক্তয়ঃ॥ বেদজ্ঞানি সমস্তানি মন্বাদি গদিতানি চ। শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যাতান্যনুবাদাশ্চ যে ক্বচিৎ॥ কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্যখিলানি চ। শব্দ মূর্ত্তিধরস্যৈতে বপুর্বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ॥ ইত্যাদি বিষ্ণু পুরাণ বচনৈর্বেদাদীনাং সর্ব্বেষামীশ্বরাংশত্বেনাক্ষরাণামপি বেদাঙ্গত্বাদীশ্বরাঙ্গত্বং নক্ষরতীতি ব্যুৎপত্ত্যা চ বেদবন্নিত্যত্বমিতি হেতোঃ সৃষ্টেরনন্তত্বাৎ ক্ষয়োদয় রহিতেষু চ বেদেষ্বীশ্বর নাম দর্শনাচ্চ নামাক্ষরয়ো বীজাঙ্কুর ন্যায়েনাগ্রজাবরজত্বং নাস্তীতি বিদুষাং মতং। অত্র প্রমাণান্তরমকিঞ্চিৎ করমেব।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং দন্তৌষ্ঠতাল্বাদ্যাশ্রিত্য ক কারাদ্যক্ষরোৎপত্তিস্তৎ প কারাদি বর্ণানাং পূর্ব্বাপরোচ্চারণবশাৎ পরমেশ্বর ইত্যাখ্যা ন তু প্রাগবস্থিতায়তঃ পরমেশ্বরস্য রূপনামাদি কল্পনং। এতৎ প্রমাণং নির্ব্বাণতন্ত্রে। বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পন মিত্যাদি।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য

বীজাঙ্কুরবৎ কিছুই স্থির হইতে পারে না॥ ৬॥

[৭] প্রশ্ন। পরমেশ্বর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টিকরিয়াছেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার জীবের যে উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ দেশ ও কালভেদে এক এক জাতিতে প্রকার ভেদ হইতেছে, তাহা পরমেশ্বরের কৃত কি স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর চতুর্ব্বিধ জীবযোনি-ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে জীবোৎপত্তি করেন নাই, তবে যে এক এব

জাতিতে অন্যান্য জাতির উদ্ভব দেখিতেছি, তাহা পরমেশ্বরের কৃত না হইলেও তাঁহারই কৃত বলিতে হইবে যেমন অশ্ব ও গর্দ্দভের পরস্পর সহযোগে অন্য এক প্রকার জাতি দেখা যায়, এস্থানে, এরূপ যুক্তি সঙ্গত হইতেছে যে, জরায়ুজে জরায়ুজে উৎপত্তি হইতে পারে, তেমনি স্বেদজে, স্বেদজে অণ্ডজে অণ্ডজে, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে পরস্পর ভিন্ন জাতি হইতে পারে। কিন্তু জরায়ুজে অণ্ডজে ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কখন উৎপত্তি হইতে পারে না এস্থলে সমান-যোনির স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন হয় এরূপ বলিতে পারা যায়।

---

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর

দেশ ও কাল ভেদে জরায়ুজাদির যে প্রকার ভেদ হইতেছে উহাও ঈশ্বরের কৃত কারণ সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে কিছুই হয় না, আর দেখুন ইংলণ্ড দেশের মনুষ্য শুক্ল-বর্ণ বঙ্গবাসিগণ নানাবর্ণ বৃক্ষাদি শ্যামল বর্ণ, এই যে সকল বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ইহা মায়াবচ্ছিন্ন জগদীশ্বরেরই হইতেছে, একারণ মায়াবচ্ছিন্ন জগদীশ্বর যে আমরা আমরাই ঐ জ্ঞান করিতেছি ইত্যাদি বেদান্ত মত মনে মনে চিন্তা করিলে ঈশ্বরের কৃত বৈস্বভাব সম্পন্ন কিছুই না, আর দেখুন বেদান্ত মতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যেমন একটী মুখ বহুসংখ্যক সমন্তাৎ প্রতিষ্ঠিত দর্পণে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, মনুষ্য যেমন উক্তরূপে ভূরিসংখ্যক আত্ম প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যা প্রভাবে জগদীশ্বর নানারূপে আত্ম দর্শন করিয়া নিজের নানাত্ব প্রসাদে ভ্রান্তি সিদ্ধ ইন্দ্রজালবৎ অলীক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রতি অবয়বে এই ঘট এই পট আমার সন্তান জন্মিল ঐ রাধানাথের সন্তান মরিল ইত্যাদি মোহ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসার সৃষ্টি স্থিত্যাদি করিতেছেন, মহাশয়গণ বিবেচনা করুন দেখি সমুদয় ঈশ্বরের লীলা ব্যতিরিক্ত স্বভাব একটী অভিনব পদার্থ কোথায় থাকিল? তবে যদি স্বভাব শব্দার্থ সেই মায়াময়ী প্রকৃতি হয়, তবুও কতকৃটা। বিশেষ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাশয় প্রশ্ন করিতে জরায়ুজাদির প্রকার ভেদ কাল ভেদে হইয়াছে, ইহা নিজেই বলিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়দর্শন মতে কাল জগদীশ্বর হওয়াতে ঐ ভেদ ঈশ্বর কৃত ইহাই তিনি সমর্থন করিয়া বিবেচিত করিয়াছেন ইতি।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরসৃষ্টানাং জরায়ুজাদীনাং মধ্যে একৈকজাতিম্বপি দেশকালভেদেন যঃ প্রকার-ভেদো দৃশ্যতে স চ ঈশ্বরেণৈব কৃত ইত্যবগম্যতে।

---

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

পরমেশ্বর পরমার্থতঃ অকর্ত্তা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই জানিতে হইবে। যথা কাপিলে "কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং" অর্থাৎ কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া জানিবে, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেবল সুখদুঃখাদির

ভোক্তা হয়েন। পরমেশ্বর প্রেরয়িতা-রূপে ঈক্ষণ মাত্র করেন, প্রকৃতি অয়স্কান্তসন্নিধানে লৌহবৎ, কটাক্ষ মাত্রে চেষ্টমানা হইয়া বিচিত্র সৃষ্ট্যাদি করেন তথাহি শ্রুতিঃ।

"স ঐ ক্ষত ইমান্ লোকান্ সৃজে" তিনি লোক সকল সৃজন করিব বলিয়া ঈক্ষণ করিলেন "ঈক্ষতে র্নাশব্দং" ইহা বেদ সম্মতও বটে। ফলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি। অর্থাৎ মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধি বলে কাহারও আদি নির্ণয় করিতে পারে না। অতএব অণ্ডজাদি বিবিধ ভেদ সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব থাকিলেও ঈশ্বরের প্রয়োজকত্ব রূপে কর্তৃতা আছে ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

দেশ কাল ভেদেন একৈকজাতৌ যঃ প্রকার-ভেদো দৃশ্যতে স তেষাং কর্ম্মফলেন সহ ঈশ্বর কৃতঃ ন স্বভাব সম্পন্নঃ। প্রমাণং শ্রীভাগবতে। জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং চরাচরং দেবর্ষি পিতৃভূত মৈন্দ্রিয়মিত্যাদি। টীকা ন তদ্ব্যতিরেকোস্তি।

---

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির পরে দেশকাল ভেদে যে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতেছে তাহা উৎপৎস্যমানের কর্ম্মাধীন বাস্তবিক পরমেশ্বরের কৃত।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

ঈশ্বরো জরায়ুজাদীন্ সৃষ্ট্বা কিয়দ্বিকৃতানপি সৃষ্টবান্। সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বকারণ কারণত্বাচ্চ। কিং জন্তবঃ স্বভাব সম্পন্নাশ্চ। দ্রব্য-গুণ রূপত্বাৎ তত্রাপীশ্বরেক্ষণো বিদ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থানসত্বাৎ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

কালকর্ম্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবযদিতি ভাগবত বচনাৎ ননু ব্রহ্মৈব কারণমস্তু কিম্বা নানাবুদ্ধ্যাত্মিকা প্রকৃতিরেব তথাস্তু ইত্যত্রাহ বৈচিত্র্যাদি কার্য্যং বিচিত্র কারণবৎ বিচিত্র কার্য্যত্বাদিতি কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যানেন বিচিত্রকার্য্যং প্রতি ব্রহ্মণোঽহেতুত্ব স্বীকারেণ বিবিত্র কারণ স্বীকারেণ চ তত্তৎস্বভাবোপন্ন দৃষ্টানন্তকারণ স্বীকারস্যৈব যুক্তি যুক্তত্বাদদৃষ্ট কারণ স্বীকারে নামী ভাবাচ্চ এবং উদ্ভিদ্বৃশ্চিক বদ্বর্ণা মাষাবৎ সমযাদয ইতি কারিকায়াঃ উদ্ভিৎ শাক বিশেষঃ তস্য তণ্ডুল কণাৎ শাক বিশেষ বীজাচ্চ উদ্ভবঃ যথাবৎ বৃশ্চিকস্য গোময়াদ্বৃশ্চিকাচ্চ উদ্ভবঃ তথা কাল বিশেষেঃদৃষ্ট বিশেষাৎ কেবলাৎ ইদানীঞ্চ ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণোৎপত্তি বৈজাত্যস্য কার্য্যতাবচ্ছেদকত্বান্নব্যভিচারঃ ইতি ব্যাখ্যানাচ্চ ব্রহ্মণাদ্যুৎপত্তৌ ইদানীন্তু ন ব্রাহ্মণাদেরেব কারণত্ব স্বীকারেণ বিজাতীয কার্য্যং প্রতি বিজাতীয কারণ স্বীকারেণ তত্তৎ স্বভাব সম্পন্ন নানা কারণ স্বীকার এব পর্য্যবস্যতি যদি চ স্বভাব বর্ণনানৈবেত্যনেন স্বভাবো দুরতিক্রম ইত নেন চ স্বভাবস্য হেতুত্ব-খণ্ডনং কৃতং তথাপি অবধের্নিযত তত্বত ইতি দোষ প্রদর্শনস্য কদাচিৎ কস্বব্যাকোপ ইতি ব্যাখ্যানস্য চ একস্মিন কার্য্যে জনযিতব্যে যং স্বভাবঃ কার্য্যান্তর জননস্থলে তস্যাস্থিরত্বৌ

দহনস্যাপি জলাদিত্বং স্যাৎ স্বভাবস্য তুরুপত্নু বত্বাদিতি ব্যাখ্যানস্য চাকিঞ্চিৎ করত্বং স্বভাবাদেব এক কারণস্য বিবিত্র কার্য্যাকার্য্য নির্ব্বাহকত্বে দূষণমিদং নানা কারণস্য নানা স্বভাব সম্পন্নস্য বিচিত্র-কার্য্য নির্ব্বাহকত্বে ন পদমাদধাতীত্যতঃ। দৃষ্ট নানা কারণ সত্ত্বেঽদৃষ্টাদি কল্পনায়া অন্যায়ত্বাৎ অন্যথা রন্ধনাদৌ পাক নিষ্পত্তিং প্রতি কাষ্ঠ দহনাদেরহেতুত্বাপত্তেঃ। অতএব স্বভাব তন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বাভাবস্থমিদং সর্ব্বং স দেবাসুরমানুষমিতি ভাগবত বচনমপি সঙ্গচ্ছতে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

যেমন জগদীশ্বর সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জলাদি সৃষ্টি করিয়াছেন পরস্পর বিজাতীয় সংযোগে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ যেমন সলিল রাশি দ্বারা মেঘ বৃন্দের উৎপত্তি হইতেছে এবং সেই মেঘে সূর্য্য-কিরণ পাতে সময় বিশেষে যেমন ইন্দ্র-ধনুর উৎপত্তি হইতেছে তাহা যেমন স্বভাব সম্পন্ন এবং সৃষ্ট জলাদিতে প্রবল বায়ু সম্পর্কে যে কল্লোলাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহা যেমন স্বভাব সম্পন্ন এবং গর্ব্ভবতী গো মানবী প্রভৃতির স্তনে ক্ষীর ধারার উৎপত্তি যেমন স্বভাব সম্পন্ন কানন-মধ্যে,কণ্টকাদির অগ্রভাগের তীক্ষ্ণতা যেমন স্বভাব সম্পন্ন জলাদির স্বচ্ছতা এবং শৈত্যাদি যেমন স্বভাব সম্পন্ন বহ্নির দাহিকাশক্তি যেমন স্বভাব সম্পন্ন তদ্রূপ এক এক জাতি হইতে বিজাতীয় জীবের উৎপত্তিও স্বভাব সম্পন্ন যেমন শিল্পকার ঔষধাদি প্রস্তুতকরে কিন্তু বহ্নি সংযোগে তাহা হইতে যে শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহা যেমন বস্তুস্বভাব তদ্রূপ জগৎ কর্ত্তার সৃষ্ট বস্তু হইতে যে নানা প্রকার বিজাতীয় ভাব উৎপন্ন হইতেছে তাহা স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জরায়ুজাদিব্যতিরিক্তত্বেন প্রতীয়মানোৎপন্ন নানাবিধজীবানামপি পরমেশ্বরসৃষ্টভূতময়ত্বাৎ পঞ্চভূতাতিরিক্তদেহস্যাপ্যভাবা সর্ব্বভূতহৃদ্দেশেপীশ্বরাবস্থানস্য শাস্ত্রীয়ত্বাদীশ্বরকৃতং বিনা কিঞ্চিদপি নাস্ত্যেবেতি।

প্রমাণং। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং দেহোয়ং পাঞ্চভৌতিক ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র দ্বিতীয়োধ্যায়। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতীতি ভগবদ্গীতা। সর্বং পুরুষএবেদং ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদিত্যাদি বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মন্নচান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বত ইতি শ্রীভাগবতোক্তং পরমেশ্বরাতিরিক্তং বস্তু কালত্রয়েপি নাস্ত্যেব॥

দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত

(১০) শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি পরিক্লিন্ন কল গোময়পিণ্ডাদেব কীটাজায়ন্তে ইতি সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষসিদ্ধং স্বভাবস্য কারণত্বং, তথাপি জড়ত্বেন কার্য্যাশক্ত্যাভাবাত্তৎপরিচালকত্বেশ্বরস্যৈব মূলকারণত্বং তস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ পরমার্থতস্তু ঈশ্বরপ্রদত্তশক্ত্যৈব প্রকৃতেঃ কার্য্যনির্ব্বাহক্ষমতয়া তস্যাঃ সাক্ষাৎ কারণত্বং, মূলকারণন্তু ঈশ্বর এবেতি। প্রমাণং,—ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরমিতি গীতাসু। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি শারীরিকসূত্রঞ্চ। মায়া সৃজতি বৈ লোকান্ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ। ত্বচ্ছক্তিঃ প্রেরিতা রাম তস্মাত্ত্বয়্যুপচর্য্যতে।

যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চলন্তোবাচলাদয়ঃ। তথা জড়াত্ময়া দৃষ্টা মায়া স্বজতি বৈ জগদিতি অধ্যাত্মরামায়ণে প্রকৃতিস্বভাবমায়াদয়ঃ পদার্থত একৈব॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

এতে বৈ ত্রাসবোরাজন্ গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ। বেদোক্তাঃ পৃথিবীপাল যেষু যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতাঃ। নানারূপধরা রাজন্ তেষাং ভেদাশ্চতুর্দশ। অরণ্যবাসিনঃ সপ্ত সপ্তৈষাং গ্রামবাসিনঃ॥ ইতি মহাভারত বচনাৎ জরায়ুজানাং নানাত্বং পরমাত্মনাকৃতং। মনুষ্যাদীনাং নানাপ্রকারত্বং দেশস্বভাবাৎ কালস্বভাবাচ্চ ভবতি। যথা, শাক বিশেষস্তণ্ডুলকণাৎ শাকবীজাচ্চ ভবতি এবং বৃশ্চিকঃ গোময়েন বৃশ্চিকেন চ ভবতি তদুক্তং আচার্য্যেন উদ্ভিদ্বৃশ্চিকবদ্বর্ণামায়াবৎ সময়াদয় ইতি।

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

'অহমেব বহুস্যাং প্রজায়েত' এই শ্রুতি দ্বারা অনেক প্রাণীর উৎপত্তি লাভ হইতেছে, তাহাতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীর স্থূলরূপে সৃষ্টি হয়, তাহাতে জরায়ুজ প্রাণীর মধ্যেও মনুষ্য, গো, মহিষ ও অশ্ব প্রভৃতি প্রকারভেদ আছে; অণ্ডজের মধ্যেও নানাবিধ পক্ষী, কূর্ম্ম ও সর্প আদি প্রকারভেদ আছে এবং অপর যে দুই স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, তাহার মধ্যেও বৃশ্চিক, দংশ ও মসকাদিভেদে স্বেদজও নানাপ্রকার আছে এবং এইরূপ নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জও আছে। এই সকল যে প্রকারভেদ তাহা পরমেশ্বরের কৃত। মনুষ্য জাতির মধ্যে নানাপ্রকারভেদ আছে; গোজাতি ও অশ্বজাতির মধ্যেও নানাপ্রকার আছে এবং সর্পজাতির মধ্যেও নানাপ্রকার আছে। এইরূপ যে এক এক জাতিতে প্রকার ভেদ তাহাও পরমেশ্বরের কৃত কিন্তু দেশকাল ভেদে যে প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা দৈবিক ও কালিক স্বভাব বশত উৎপন্ন হয়, উহা পরমেশ্বরের কৃত নহে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

সমস্ত সৃষ্টিই পরমেশ্বরের। "স্বভাব" আর কেহই নহেন। উহা তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় অঘটন ঘটন পটীয়সী সৃষ্টি শক্তি। তাঁহারই নাম প্রকৃতি বা মায়া। "স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ" ইতি শঙ্করভাষ্যে গীতা ৫। ১৩। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (পঃ বঃ দ্বৈতবিং ২) এবং সেই প্রকৃতিই মায়া। অতএব স্বভাব হইতে ভেদজাত সকল উৎপন্ন হওয়া বা এক এক জাতিতে সঙ্করধর্ম্ম জন্য দেশ ও কালভেদে প্রকারভেদ হওয়া আর ঈশ্বর হইতে ঐ সমস্ত উৎপন্ন হওয়া একই কথা। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ" "শক্তি" আর "শক্তি মানে" ভেদ নাই এই ন্যায় অনুসারে ব্রহ্ম হইতে মায়া প্রকৃতি বা স্বভাব স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্টা নহেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং প্রতি পদ্যতে" একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব সংসারের জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে ভগবান ব্যাসজি কহিয়াছেন "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ" (সূত্র) ব্রহ্ম জগতের "নিমিত্ত কারণ" স্বরূপে অতিমহান্ এবং "উপাদান কারণ" রূপে স্বীয় তটস্থা শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতিই। "তস্মাদ্ব্রহ্মোভয়াত্মকং" (ভাঃ তীঃ মুনিধৃতঃ অধিঃ মালা) অতএব ব্রহ্ম প্রকৃতির অতীত এবং জগতের

বিবর্ত্ত উপাদান কারণ স্বরূপিনী প্রকৃতিও বটেন। তথাপি মহর্ষি ব্যাসদেব কহিয়াছেন (শাঃ সুঃ ১। ২। ৮) " সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ " জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের কর্ম্ম জন্য সম্ভোগের প্রাপ্তি নাই, সুতরাং সে দৃষ্টিতে তাবত শাস্ত্র তাঁহাকে অকর্ত্তা বলেন। (গীতা ৯ অঃ) " পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ," আর " প্রভব প্রলয় স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ং " ইত্যাদি বচনে পরমেশ্বরের সর্ব্ব কারণত্ব যেমন দর্শাইয়াছেন সেইরূপ কহিয়াছেন " প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ভূতগ্রাম-মিমংকৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ নচ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীন বদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।" এই বচন দ্বয়ের স্বামী সম্মত অর্থের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, আমি আপনার অধীন প্রকৃতি (অর্থাৎ সৃষ্টি শক্তি) অবলম্বন পূর্ব্বক প্রলয়কালীন লীন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জাখ্য ভূত সকলকে তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে নানারূপে সৃজন করিয়া থাকি " কথং প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীন কর্ম্ম নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বশাৎ " যদি বল কিরূপে সৃষ্টি কর ? তজ্জন্য কহিলেন যে, ঐ ভূত সকলের প্রাচীন (কি না পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের) স্বভাব বা কর্ম্ম নিষ্পন্ন অদৃষ্ট বশতঃ সৃজন করি। এস্থলে ঐ স্বভাব বা অদৃষ্টকে প্রত্যেক জীবেতে স্থিতব্যষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যারূপে গণ্য করিতে হইবে। ন্যায়শাস্ত্রে তাহাকেই মায়া অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তে ঈশ্বরের সহকারিণী শক্তি কহিয়াছেন। এখন দ্বিতীয় বচনে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন " এবং নানা বিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ত স্তব জীববন্ধঃ কথং নস্যাৎ। এপ্রকার নানা কর্ম্মের কর্ম্মী যে তুমি তোমাতে জীবের ন্যায়কর্ম্ম জন্য বন্ধন কেন না হয় ? তাহা উত্তরে কহিলেন " নচ মাং " ইত্যাদি। হে ধনঞ্জয় ! বিশ্ব-সৃজনাদি কর্ম্মে আমার আসক্তি নাই— অর্থাৎ ফল ভোগ করার ইচ্ছা নাই এজন্য সে সব কার্য্যে আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। অতএব আমি জীবের ন্যায় ফলাকাঙ্ক্ষী না হওয়ায় এক প্রকার উদাসীন। আবার, সৃষ্টি করি তাহাতে উদাসীনও নহি। সুতরাং উদাসীনের ন্যায় স্থিতি করিমাত্র " চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং " প্রভৃতি গীতা বচনেও পরমেশ্বর কোন্ ভাবে কর্ত্তা ও কোন্ ভাবে অকর্ত্তা তাহা স্পষ্ট দেখাইতেছেন। এতাবতা দেশকালভেদে— স্থিরচর ভেদে সমস্ত সৃষ্টিই পরমেশ্বরের কৃত। " স্বভাব " তাঁহারই শক্তিমাত্র। স্বতন্ত্র নহেন। যদি স্বতন্ত্র বলা যায় তবে সে স্বভাব অচেতন হইবে। " কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা " প্রভৃতি বেদান্ত সূত্রে তাহার খণ্ডন আছে। যেহেতু বেদে " কাম " শব্দ আছে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরেতে সৃষ্টি করিবার কামনা জন্মে। কিন্তু অচেতন স্বভাবে কামনা সম্ভবে না। তথাচ শাঃ সূ ২। ২। ১ " রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং " প্রভৃতি সূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জগৎ হইতে পারে না কহিয়াছেন। (ভারতী তীর্থ) " ঈক্ষণং চেতন লক্ষণ ব্রহ্ম নিরপেক্ষাণাং অচেতনানাং ন সম্ভবতি " চেতন লক্ষণ ব্রহ্মকে অপেক্ষা না করিলে চলে না ; কেননা অচেতন স্বভাবাদির " ঈক্ষণ " অর্থাৎ সৃষ্টিকরার ইচ্ছা ও প্রয়োজন বিজ্ঞাবত্তা সম্ভবে না। ফলতঃ " স্বভাব " নামে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, ঈশ্বরের শক্তির নামই স্বভাব। যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই সেই শক্তির প্রভাব, ঈশ্বর নিয়ন্তা।

(১৩) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জৈর্নানা দেশকালভেদেন প্রকারভেদোৎপত্তিরপি স্বভাবদ্বারা পরমেশ্বরেণ

কৃতা স্বভাবশ্চ প্রাগ্‌জন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানেচ্ছাদি জন্য সংস্কারঃ বর্ত্তমান জন্মনাভিব্যক্তঃ ইতি মধুসূদন সরস্বতী। পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বমেক এব পশ্চাৎ সিসৃক্ষয়া মহদাদি কার্য্যভূতয়া সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধেন সর্ব্বং সৃজতি যথা লৌকিকে রাজা বেতনাদিভিঃ প্রবর্ত্তমানৈরমাত্য পুরোহিত পদাতিকাদিভিঃ ভুবনং পালযতি সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্‌ পৃথক্‌। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে। পৃথক্‌ সংস্থা লৌকিকী ব্যবস্থাঃ কুলালস্য ঘটনির্ম্মাণং কুবিন্দস্য পটনির্ম্মাণমিত্যাদিকাঃ বিভাগেন নির্ম্মিতবান্‌ ইতি কুল্লূক ভট্টঃ। তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহকর্ম্মভিঃ মনশ্চাবযবৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যযং। এবং সর্ব্বং সসৃষ্টেদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ। আত্মনান্তর্দধে ভুয়ঃ কালং কালেন পীডযন্‌। এতৈর্ম্মনুবচনৈঃ স্বীয স্বীয কর্ম্মভিঃ সহ সর্ব্বজগতাং পরমেশ্বরকার্য্যত্বং সিদ্ধং।

---

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জরাযুজাদি জীব জাতস্য প্রকারভেদস্তু ঈশ্বরস্যেক্ষিতৃত্বেন প্রকৃত্যা বিভাবিতঃ ঈশ্বরস্য ঈক্ষিতৃত্বং বিনা স্বতঃ প্রবৃত্তয়া প্রকৃত্যা কিমপি কর্ত্তুং ন শক্যতে। অশ্বতরাদি বিজাতীয জীব জাতস্য উডুম্বরান্মশকস্য গোমযাৎ বৃশ্চিকাদেঃ তণ্ডুলকণাচ্ছাকাদেরুৎপত্তিশ্চ যদ্দৃশ্যতে তদপি ঈশ্বরস্যেক্ষিতৃত্বেন প্রকৃত্যৈব সম্পাদিতং তথা চ শ্রুতিঃ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে। সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্যেশানঃ ইত্যাদি। নাসাক্ষিকা সত্ত্বঃস্তির্জানাতি নাভিধীয়তে ইতি বার্ত্তিকেন চ অচেতনস্য প্রধানস্য প্রকৃতেঃ সাক্ষিত্বং নাস্তি তস্মাদনুপপন্নং প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং অতঃ প্রধানস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তি। কর্ত্তৃত্বঞ্চ উপাদান-গোচরা পরোক্ষজ্ঞানবত্ত্বং তচ্চ স্বভাবস্য অসর্ব্বজ্ঞত্বাৎ অনুপপন্নং ইতি পঞ্চম সূত্রে শঙ্করভাষ্যং॥ এভিঃ প্রমাণৈ-রীশ্বরস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেৰ্গৌণকর্ত্তৃত্বং অতঃ সাক্ষাৎ পরম্পরাসম্বন্ধাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষযোঃ কর্ত্তৃত্ব-মস্তি।

---

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

জরাযুজাদি জীবের প্রকারভেদও ঈশ্বর সন্নিধানে প্রকৃতিকৃত অর্থাৎ স্বভাবত জাত, স্বভাব ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় না, অশ্বতর প্রভৃতি বিজাতীয় জীব উডুম্বর হইতে মশক গোময় হইতে বৃশ্চিক ও তণ্ডুলকণাদি হইতে শাকাদির উৎপত্তি ইত্যাদি যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও ঈশ্বর সন্নিধানে স্বভাব সৃষ্ট; যেহেতু শ্রুতি আছে, ঈশ্বরমায়া অঘটনঘটনাপটীয়সী, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ইত্যাদি বেদবাক্য-দ্বারা যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, যিনি সকলই জানেন তখন তাঁহার অবিদিত ও অনির্ম্মিত কি আছে? অতএব শ্রুতি ও যুক্তি বশত দেশ ও কালভেদে প্রকারভেদ হইয়াছে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

যথা দণ্ডচক্রাদি কারণ সমুদায় সত্ত্বেপি কুলালাভাবেন ন ঘটনির্ব্বাহঃ। তথা দেশকাল দ্রব্যাদীনাম-

চেতনত্বেন সচেতনমধিষ্ঠাতারং বিনা তৈর্ন চতুর্ব্বিধাতিরিক্ত প্রাণিনির্ব্বাহঃ। তত্রাপি ঈশ্বরস্যাধিষ্ঠাতৃতয়া তেষামপ্যুৎপাত্তরীশ্বরাপ্রেতা। তথাচ পিতামহস্য জগত ইতি শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণং।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

চতুর্ব্বিধানাং সৃষ্টানাং দেশাদিভেদে একস্যাং জাতৌ যৎ প্রকারভেদোজায়তে স ঈশ্বরাভিপ্রেতঃ যত ঈশ্বরস্যেচ্ছয়া প্রকৃতের্বৈচিত্র্যাৎ নানারূপাণি জায়ন্তে। অহং বহুস্যাং ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণং বক্ষ্যমাণ মপর প্রমাণঞ্চ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বত্র জরায়ুজাদৌ নানাপ্রকারভেদে পরমেশ্বরস্য কৃতিরস্তি এতৎ স্পষ্টং ১২ প্রশ্নোত্তরে। স্বভাবোঽপি সামান্য কারণং বিশেষ সামগ্রী সহকারেণ কার্য্যং জনয়তি যথা পরামর্শাদিরূপ সামান্য কারণং তল্লিঙ্গক পরামর্শাদিরূপ বিশেষ সামগ্রী সহকারেণানুমিত্যাদিরূপং কার্য্যং জনয়তি ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকালৌকিক পরলোক সাধকে বিপ্রতিপন্নং প্রতি তৎসাধনং সিদ্ধে চ তস্মিন্ তদধিষ্ঠাতৃতয়া পরমেশ্বরঃ সাধনীয়োঽচেতনস্য চেতনানুষ্ঠানেন কার্য্যজনকত্ব নিয়মাদিতি কুসুমাঞ্জলাবুক্তং তথাচ পরমেশ্বরস্য কার্য্যমাত্র জনকত্বং ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণসিদ্ধং।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরের সৃষ্টি যত এক এক প্রকার যথা গো অশ্ব মনুষ্য ইত্যাদি তাহা কেহই অন্যথা করিতে পারে না, নানাবিধ সৃষ্টি জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা জীবের মানসিক ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে। যথা। (যদ্যৎ সৃজ্যতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্ ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতিঃ।)) ঈশ্বরেণ যদ্যপোতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ তথাপি জ্ঞান কর্ম্মাভ্যাং জীবোঽকার্ষীৎ তদন্যতাং ইত্যাদি)।

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

" পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে "। অতএব সমস্ত জীবভেদ পরমেশ্বরেরই কৃত। যুক্তি। স্বভাবের ব্যতিক্রমে অনেক প্রকারভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বভাব যখন ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তখন স্বভাবের বলবত্তা আর থাকিতেছে কই ? ঈশ্বরই মূল।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রাক্কালে সরাড় ভগবান আত্মেচ্ছানুসারে " আমি অনেক হইব " এই অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে আত্মা হইতে বহির্গত করিয়া প্রকৃতিতে কটাক্ষপাত দ্বারায় বহুতর সৃষ্টি অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় জরায়ুজাদি চতুষ্প্রকার সৃষ্টিতে অশীতি লক্ষ বস্তু উৎপত্তি করাইলেন। তাহাতে যে নানাপ্রকার জন্তুর উৎপত্তি

হইল তাহা ঈশ্বর ইচ্ছাতেই বোধ হইতেছে। প্রমাণ শ্রীভাগবত ৩ য় স্কন্ধ বিদুরমৈত্রেয় সংবাদযোগে পঞ্চমাধ্যায়।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবের যে নানাপ্রকারতা দৃষ্ট হইতেছে এ জীবের কর্ম্মফল ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র। অত্র প্রমাণং কর্ম্মণা-জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমঃ কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে। অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মিণাং কর্ত্তারং ভজতে সোপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ইতি।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

প্রকারভেদ ঈশ্বরেণ ন কৃতঃ কিন্তু জীব কল্পিতঃ। তথাহি। চাতুর্ব্বর্ণস্য কর্ম্মাণি চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ কেবলং। অসৃজৎ সহি যজ্ঞার্থং পূর্ব্বমেব প্রজাপতিরিত্যাদি হীনাঙ্গীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণা পঞ্চদশৈবতু অগম্যা গমনা-চ্চৈব জায়ন্তে বর্ণশঙ্করা ইত্যন্তং যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণ বহুপ্রকারেণ বিস্তারিতমিতিমন্তব্যং।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

নানাবিধ ত্বং জীবেষু দৃশ্যতে যৎ গুণাদিভিঃ। তত্তৎ কর্ম্মফলং তেষাং তত্রাপি কারণং বিভুঃ।
প্রমাণং। কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে। অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মিণাং। কর্ত্তারং ভজতে সোপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ইতি চ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বেচ্ছয়ৈবেশ্বরেণ জগৎ সৃষ্টমিতি।
সোভিধ্যায শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব স সর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাসৃজদিতি মনুবচনং ছান্দগোপনিষচ্চ তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয অতএব শারীরক সূত্র কৃতা ব্যাসেন সিদ্ধান্তিতং ঈক্ষতের্না-শব্দমিতি ঈক্ষতেরীক্ষণশ্রবণাৎ ন প্রধানং জগৎ কারণং অশব্দং ন বিদ্যতে শব্দশ্রুতির্যস্য তদশব্দমিতি সূত্রার্থ ইতি কুল্লূক ভট্ট লিখিনং।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেশকালভেদে চ একৈকজাতৌ যঃ প্রকারভেদো দৃশ্যতে স তত্তদ্দেশকালস্বাধর্ম্মাদেব ভবতি যতস্তদ্দেশ-কালাভ্যাং বিনা তৎ প্রকারাসম্ভবাৎ।

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ এইচতুর্ব্বিধ জীবের মধ্যে দেশভেদে ও কালভেদে যে এক এক জাতিতে প্রকারভেদ হইতেছে তাহাও পরমেশ্বরকৃত তাহাতে সন্দেহ কি, যিনি চতুর্ব্বিধ করিতে পারেন তিনি

এক এক প্রকারের মধ্যে ও দশবিধ করিতে পারেন, জীবন বিশিষ্ট জাত পদার্থ মাত্রেরই পরমেশ্বর জনক যেহেতুক এই উক্তি আছে পিতামহস্য জগতঃ এই বাক্য বোদ্ধাধিকারে শিরোমণি লিখিত ইতি।

—:—

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর যে চারি প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার আধিক্য ও বৈচিত্র্যাদি লালসায় তিনি তাহাদিগের স্বাভাবিক শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন ঐ তাঁহার দত্ত তাদৃশ শক্তি বৈজাত্য-বশতঃ এক এক জাতিতে প্রকারভেদ ঘটনা হইয়া থাকে ; যেরূপ ঈশ্বর নিহিত বহুবিধ গুণ সমন্বিত কতিপয় বস্তু মিশ্রণ দ্বারা দ্রব্যগুণাদিবিশেষাভিজ্ঞ বৈদ্য যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, উহাতে ঈশ্বর ও বৈদ্য উভয়েরই বিষয় বিশেষে কর্তৃত্ব আছে, সেইরূপ প্রকৃত বিষয়েও স্বভাব ও ঈশ্বর উভয় দ্বারা উহা সম্পাদিত বলা যায়।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে দেশ ও কালভেদে প্রত্যেক জাতিতে স্বীয় স্বীয় জন্ম ভূম্যাদি অনুসারে প্রকারভেদ হইয়া থাকে, ইহাও ঈশ্বরের কৃত হইতেছে না, কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ বলিতে হইবে ইতি।

প্রমাণং। বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্ম ভূম্যনুসারিণী। আসন্ প্রকৃতয়োনৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমা ইতি মনুবচনং।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

অন্যান্য জীবগণ হইতে মনুষ্য বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত, এই হেতু আমরা মনুষ্যদিগের প্রকারভেদ ও অন্যান্য জীবগণের প্রকারভেদ, এই দুই প্রকরণে বিভক্ত করিয়া তদ্বিষয়ক প্রকারভেদ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পরমেশ্বর প্রথমে যদি একটী মনুষ্য-মিথুনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং ঐ মনুষ্য-মিথুন হইতে সমস্ত মানব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বভাব দ্বারা দেশভেদে ও কালভেদে মানব জাতিতে প্রকারভেদ হইয়াছে। আর যদি তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব অনুসারে ভিন্ন প্রকার ভেদবিশিষ্ট মানবগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে অবশ্যই বোধ হইবে যে, ঐ প্রকারভেদ পরমেশ্বরের কৃত।

এক্ষণে মনুষ্য-সৃষ্টিবিষয়ক শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে অবগতি হয় যে, আদৌ সৃষ্টির প্রথমে একটী মানবমিথুনের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ভৃগুপুলস্ত্যাদি মানসপুত্রেরা বীতরাগ হইয়া সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত না হইলে ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যথা,—ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ। সমুৎপন্নস্তদারুদ্রোমধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ॥ অর্দ্ধ-

নারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্। বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ॥ তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ। বিভেদপুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ॥ সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ। আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুর্দ্বিজ!॥ শতরূপঞ্চ তাং নারীং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাং। স্বায়ম্ভুবমনুর্দ্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ॥ তস্মাচ্চ পুরুষাদ্দেবী শতরূপা ব্যজায়ত। প্রিয়ব্রতোত্তানপদৌ প্রসূত্যাকূতিসংজ্ঞিতং॥ কন্যাদ্বয়ঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ রূপৌদার্য্যগুণান্বিতং। দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকূতিং রুচেঃ পুরা॥ ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণং।

ইহা দ্বারা অবগতি হইতেছে যে, মনু ও শতরূপা হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানবগণের সৃষ্টি হইয়াছে ও পৃথিবী ব্যাপিয়াছে * এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব অনুসারে মানবগণের প্রকারভেদ সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমিত্র কৃত প্রাকৃত ভূগোল লিখিত হইয়াছে।

যথা, " মনুষ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিতে সক্ষম, হিমমণ্ডলের অসহ্য শীত বা নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ দুঃসহ গ্রীষ্ম কিছুতেই ইহাদিগকে ভীত করিতে পারে না ইত্যাদি। এই প্রকারে সর্ব্বত্র বাসে সক্ষম বলিয়া মনুষ্যের মাহাত্ম্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র মনুষ্য আপন কায়িক ও মানসিক ধর্ম্ম সমভাবে রক্ষা করিতে পারে না, দেশভেদে মনুষ্যের অবয়ব ও বুদ্ধির অনেক ভিন্নতা হইয়া থাকে। ককেসস্-পর্ব্বত-নিকটস্থ অতুলনীয় সুন্দর বীরপুরুষ, আফ্রিকার কাফ্রি, সাণ্ডবিচ দ্বীপের অসভ্য প্রজা মেদিনীপুরের ধাঙ্গড় এবং অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের অস্থিচর্ম্মসার খর্ব্বকায় মানব ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বাক্য অনায়াসেই সপ্রমাণ হইতে পারে।"

মনুষ্যসকল এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন এ বিষয়ে প্রাকৃত ভূগোলে লিখিত হইয়াছে যে, " ডাক্তার প্রিচার্ড সাহেব লেখেন যে, যে সকল জীবের পরমায়ুর নির্দ্দিষ্ট কালতুল্য, যাহাদের ইন্দ্রিয় সকল একই রূপে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে যাহারা একই পীড়ায় পীড়িত হয় এবং মারী ব্যাধিতে মৃত হয়, তাহাদের বর্ণের বা হ্রস্ব দীর্ঘের ভিন্নতা থাকিলেও তাহারা একজাতীয়, অর্থাৎ এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন ইহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যপ্রতি এই লক্ষণ প্রয়োগ করিলে বোধ হয়, মনুষ্যমাত্রেই এক জাতীয়, মোগল, হিন্দু, মালাইপ্রভৃতি শব্দ কেবল বর্ণভেদ জ্ঞাপক। পূর্ব্বকালের পূজ্যবর শাস্ত্রকারদিগের এই অভিপ্রায় ছিল। তাঁহারা লেখেন ব্রহ্মার সন্তান মনু ও তৎ সন্তান প্রজাপতিগণ এবং তৎ সন্তান মনুষ্যমাত্র। খৃষ্টান্ ও মুসলমান্ শাস্ত্রেরও ঐ অভিপ্রায়, তাহাতে লিখিত আছে, আদৌ আদম্ ও ঈব্ নামা এক মনুষ্যমিথুন সৃষ্টি করেন, তদুৎপন্ন মনুষ্য সমূহ-দ্বারা জগৎ সমাকীর্ণ করিয়াছে। প্রস্তাবিত শাস্ত্র ও তদনুগামিরা কহেন যে, মনুষ্যের কায়িক ও মানসিক ভিন্নতার প্রধান কারণ দেশের প্রাকৃত ধর্ম্ম (স্বভাব) দেশাচার এবং ধর্ম্মচর্য্যা তদ্ভেদের সহযোগী, কিন্তু আদিম সৃষ্টি সময়ে তাহাদের কোন ভেদ ছিল না। যাঁহারা এই মতানুযায়ি নহেন তাঁহারা কহেন যে, ব্রহ্মদেশের জল বায়ুর ক্রমে ইরানের সুন্দরকায় পুরুষের থেব্ড়ামুখ-বিশিষ্ট ও আফ্রিকাদেশের রৌদ্রক্রমে কাফ্রি হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। দৈশিক প্রাকৃত ধর্ম্মভেদে রৌদ্রশীতাদির বাহুল্য বা অল্পতায় বর্ণের ও স্থূল-

---

*বাইবল্ নামক ম্লেচ্ছশাস্ত্রেরও এইমত যথা, পরমেশ্বর একরক্ত হইতে সকল মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিয়া ইত্যাদি বাইবল্। এতন্মতে আদৌ আদম্ ও ঈব্ নামক একটি মনুষ্যমিথুনের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তার প্রভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আকৃতির বৈলক্ষণ্য সম্ভবে না, তদ্দ্বারা সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট কি প্রকারে খাঁদা হইতে পারে? তদ্বিচারে আর আমাদের স্পৃহা নাই ইত্যাদি " প্রাকৃত ভূগোল।

খাঁদা হওয়া বিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি যে যদি দেশের স্বভাব অনুসারে চর্ম্মের স্থূলতাই হইল, তবে তাহাদের স্ত্রীদিগের জরায়ুর স্থূলতাদি অবশ্যই সম্ভব; উদরের স্থূল চর্ম্মের ও জরায়ুর স্থূল-চর্ম্মের সঞ্চালনে ও চাপ ইত্যাদিতে নাসিকা ঊর্দ্ধভাগে না উঠিয়া পরমাণু সকল নীচে চারাইয়া চেপ্টা হইয়া যায়। অতএব স্বভাব অনুসারে আকৃতির প্রকারভেদ অবশ্যই সম্ভব, যদ্যপি স্বভাবানুসারে তাহা না হইল তবে যে দেশে দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, সে দেশে খাঁদা মনুষ্য কেন জন্মগ্রহণ করে? অধিক কি, এক গর্ভেই দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট ও খাঁদা সন্তান জন্মে ইহা প্রত্যক্ষ, তাহা কি স্বভাব অনুসারে নহে? তাহাতে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব অনুসারে মানব-গণের প্রকারভেদ হয়।

আর আহারাদির ভেদে ও প্রকারভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও স্বভাব দ্বারা প্রকারভেদ বলিতে হইবে বৈদ্যক শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ভক্ষণের বিধি আছে. তদনুসারে চলিলে সন্তান বলিষ্ঠও রূপবিশিষ্ট হয়।

আহার বিষয়ে নৈষধচরিতে যথা,—" অন্নানুরূপাং তনুরূপ ঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধিগুণানধীতে " ইতি তনুর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি অন্নানুসারে হয় এবং কার্য্য অর্থাৎ সন্তান কারণের অর্থাৎ পিতামাতার গুণ প্রাপ্ত হয়; ইহা দ্বারা বোধ হয় উত্তম কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও কদর্য্য আহারাদির জন্য এবং কদর্য্য কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও উত্তম ও অধম আহার জন্য প্রকারভেদ হয়।

এই সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যেদেশ ভেদে মানবের প্রকার ভেদ পরমেশ্বর কৃত নহে স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন।

এক্ষণে আমরা কালভেদে মানবের প্রকার ভেদ বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তদ্বিষয়ে ইহাই বোধ হয় যে কাল স্বয়ং প্রকার ভেদাদি কিছুই করেন না অনাদি অনন্ত ও নিত্যরূপে কালিক সম্বন্ধে জগতের আধার মাত্র।

"কালিক সম্বন্ধেন জগদাধারত্বং কালত্বং ইতি নৈয়ায়িকাঃ।

কাল কিছুই করেন না কালাধারে সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণ কালকে কালঃ সৃজতি ভূতানি ইত্যাদি দ্বারা কর্ত্তা বলিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিতে অধিক বাগাড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই। সত্য, ত্রেতাদি কালের উপাধি ভেদমাত্র।

তবে সত্য যুগের চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত মানব কলিযুগে ৩।০ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিতি কেন হইল? এতদ্বি-ষয়ক বিচারে অবগতি যে সৃষ্টির অব্যবহিত পর সময়ই অর্থাৎ সত্যযুগে মানবগণের স্বভাবজাত রসো-ল্লাসাখ্য অষ্টবিধ সিদ্ধি ছিল তৎপ্রভাবে তাঁহারা বিশুদ্ধ আচার-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তৎকালে অরণ্য গিরিগুহাদি স্থানে যথেচ্ছ বাস করিতেন কোন বাধাই ছিল না, সর্ব্বদা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ও পরিতৃপ্ত থাকিতেন, কেবল সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত সঙ্গম করিতেন সম্ভোগেচ্ছা ছিল না সুতরাং ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সঙ্গম করিতেন অন্য বিধ প্রকারে অর্থাৎ সংস্কার দ্বারাও সন্তানোৎপত্তি হইত

ফলতঃ একান্তই স্ত্রীসঙ্গের অল্পতা ছিল। তাঁহার বীর্য্য ধারণ গুণে অতীব বলবান ও অতি দূরবর্ত্তী পদার্থ দর্শনে সমর্থ ছিলেন ঐ রসোল্লাস প্রভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন আহারাদি সংগ্রহার্থ শারীরিক বলের হ্রাস করিতে হইত না। যথা

প্রমাণ। প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থিতৌ। সম্যক্ শ্রদ্ধা সমাচার প্রবণা মুনিসত্তম॥ যথেচ্ছাবাস নিরতাঃ সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিতাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠান নির্ম্মলাঃ। শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃ সংস্থিতে হরৌ। শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদং॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণং। সত্য যুগে অষ্টবিধ সিদ্ধি যথা।

রসস্তু স্বত এবাস্তরুল্লাসঃ স্যাৎ কৃতে যুগে। রসোল্লাসাখ্যসিদ্ধিঃ সা তযা হন্তি ক্ষুধং নরঃ। ক্রিয়াদিনিরপেক্ষেণ সদা তৃপ্তাঃ প্রজাস্তদা। দ্বিতীয়া সিদ্ধিরুদ্দিষ্টা সা তৃপ্তির্মুনি সত্তমৈঃ। অধমোত্তমতরং নাস্ত্যাস্যাংতৃতীযাভিধীযতে। চতুর্থী তুল্যতা তাসামাযুষঃ সুখরূপযোঃ। ঐকান্তবলবাহুল্যং বিশোকা নাম পঞ্চমী পরমাত্মপরত্বেন তপোধ্যানাদি নিষ্ঠতা। ষষ্ঠী নিকামচারিত্বং সপ্তমী সিদ্ধিরুচ্যতে। অষ্টমী চ তথা প্রোক্তা যত্র ক্কচন শাযিতা। ইতি স্কন্দপুরাণং।

এইরূপে সত্য কাল গত হইলে তাহাদের মনে স্বভাবতই বিষয়াভিলাষ দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রাগ রূপ পাপের উদয় হইল এই পাপ হেতু তাহাদের ঐ অষ্টবিধ সিদ্ধি অনায়ত্তা হইয়া পড়িল পরে প্রজাগণ শীতবাতাদি দ্বন্দ্ব দুঃখে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের ধনাদি রক্ষার নিমিত্ত ও শীতাদি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং রসোল্লাসের ধ্বংসহেতু ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত কৃষ্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল এবং বিষয়াভিলাষহেতু স্ত্রীসঙ্গেরও আধিক্য হইল। ইত্যাদি কারণে ঐ সকল মানবেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এইরূপে ক্রমশঃ পাপ বাহুল্যহেতু ক্রমে ক্রমে ক্ষীণদেহ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত হইয়াছে।

প্রমাণ যথা। ততঃ কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশঃ কথিতোহরেঃ। স পাতয়ত্যঘং ঘোরমল্পমল্পাল্পসারবৎ॥ অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবং। প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্॥ ততঃ সা সহসা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে। রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ॥ তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে। দ্বন্দ্বাভিভবদুঃখার্ত্তাস্তাভবন্তি ততঃ প্রজাঃ॥ ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণম্॥

এস্থলে প্রথম কবিতায় উক্ত হইয়াছে যে কাল, মানবদিগের মনে অধর্ম্ম বীজ অল্পে অল্পে নিঃক্ষেপ করিল, তাহার অভিপ্রায় এই যে কালক্রমে স্বভাবতই ঐরূপ পাপ ঘটিল, যেহেতু কাল জড় জড়ের অধর্ম্ম বীজাদি নিক্ষেপ করিবার শক্তি নাই; যেহেতু ঐ বিষ্ণুপুরাণেই কালের জড়ত্ব উক্ত হইয়াছে যথা।

প্রধান পুরুষ ব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ প্রধানপুরুষ ব্যক্ত কালাস্তু প্রবিভাগশঃ। রূপাণি স্থিতিসর্গান্ত ব্যক্তিসম্ভাবহেতবঃ॥ তেষাং প্রকৃতি পুরুষ কালাদীনাং উপাদেয়ত্বং বারয়ন্নাহ প্রধানেতি, (উপাদেয়ত্বং আরাধ্যত্বং) জড়ত্বাৎ কালো নারাধনীয় ইত্যর্থঃ ইতি শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা।

কাল বিষ্ণুরূপ হইলেও তাহার জড়ত্বহেতু আরাধনীয় নহে। সেই বিষ্ণুর পদ আরাধ্য॥ প্রকৃতি পুরুষ ও কাল ইহারা কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের উৎপাদক ও ব্যঞ্জক।

অতএব তাহাদের স্বভাবতই ঐরূপ পাপ সংঘটিত হইয়াছিল, অতএব কালভেদে মানবগণের যে প্রকারভেদ তাহা পরমেশ্বরের কৃত নহে স্বভাব-দ্বারা সম্পন্ন।

মনুষ্য ভিন্ন পশ্বাদি জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন জাতি প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সৃষ্ট হয়, পরে সেই একাধিক আকর হইতে মনুষ্য দ্বারা বা আপনা আপনি অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হয় এবং তথাকার স্বভাব অনুসারে প্রকারভেদ প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, পূর্ব্বকালে গ্রীস্‌ ও ইটালী দেশে মহিষ ছিল না ভারতবর্ষাদি হইতে তথায় নীত হইয়া এক্ষণে অনেক মহিষ হইয়াছে এবং তদ্দেশের স্বভাব অনুসারে তাহাদের প্রকারভেদ ঘটিয়াছে * বফুন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন মহিষ সকল বর্ত্তমান সময়ে গ্রীস্‌দেশে অনেক পাওয়া যায় এবং ইটালী দেশে ইহা পোষিত হইতেছে, পূর্ব্বকালে গ্রীক্‌ বা রোমানেরা ইহার নাম পর্য্যন্তও জানিত না, কারণ গ্রীক্‌ ও ইটালী দেশের ভাষাতে ইহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ এই জন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় প্রথমে জন্মে এবং ইংরেজী ৭ সাত শত খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে উহা ঐ দুই দেশে দৃষ্ট হইত না, পরে আনীত হইয়াছে ইত্যাদি।

ইত্যাদি দ্বারা অবগতি হয় যে, জন্তুগণের প্রকারভেদ স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন। ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বিশেষ বিশেষ স্থানে পশ্বাদি জন্মিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তবে সকল পশু আদি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না কেন ? তদুত্তর এই যে, যে দেশে যে যে পশ্বাদি প্রথমে জন্মে, সেই দেশের স্বভাব অন্য যে কোন দেশের স্বভাবের তুল্য বা ঈষৎ ভিন্ন তথায় তাহারা বাস করিতে পারে, নচেৎ অন্যত্র নীত হইলে মরিয়া যায়, সুতরাং তথায় সেই সেই পশ্বাদির প্রচার হয় না। হিমালয় পর্ব্বতস্থ চমরী গো ও রাঙ্কব মৃগ বঙ্গদেশে আনীত হইলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। আমরা শ্রীলশ্রীযুক্ত (হিজ্‌ হাইনেস্‌) বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুরের প্রাণি বাটিকায় দেখিয়াছি, জিরাফ্‌ নামক পশু কিছু দিন থাকিয়া মরিয়া গিয়াছিল এবং বনমানুষ সেখানে যত্ন সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে নাই।

আর কালভেদে পশ্বাদির প্রকারভেদ বিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি যে, কালক্রমে তাহাদের আধিক্য আহারাভাব দেশভেদ ইত্যাদি কারণে তাহারা প্রকারভেদ বিশিষ্ট হইয়াছে তাহাও স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন।

অতএব দেশ ও কালভেদে পশ্বাদির যে প্রকারভেদ হয় তাহা স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন।

এতদ্বিষয়ে আর অধিক বাক্য বিন্যাস করিতে গেলে প্রশ্নোত্তর সুদীর্ঘ হইয়া উঠে, এজন্য আমরা উদ্ভিদের প্রকারভেদ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

উদ্ভিজ্জগণও ঐরূপ একাধিক আকর হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালিত হইয়া তথাকার স্বভাব অনুসারে প্রকারভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোলে লিখিত হইয়াছে যে (১) লিনিয়স্‌ নামক ইয়ুরোপীয় উদ্ভিজ্জবিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, " আদৌ পৃথিবীর কোন এক প্রদেশে সমস্ত প্রাণী ও বৃক্ষবর্গের সৃষ্টি হয়, তথা হইতে ক্রমশঃ

---

* এবিষয়ের প্রমাণ আমরা বফুন্‌ সাহেব কৃত নেচারেল্‌ হিষ্ট্রি হইতে সংগ্রহ করিলাম, ইহা ঋষি প্রণীত না হইলেও মহাজন প্রণীত ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই মান্য করিতে হইবে। ইত্যাদি মহিষ প্রকরণ পর্য্যন্ত ইহার সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা মূলে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র তাহাদের বিস্তৃতি হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মতানুসারে ঐ অজ্ঞাত দেশ গ্রীষ্ম মণ্ডলস্থ তাহার মধ্যে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের মুলাবধি অগ্র পর্য্যন্ত উচ্চতার প্রভেদ স্তরে স্তরে প্রথম সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত হয়, পরে বায়ু জল স্রোত এবং প্রাণিদিগের সাহায্যে তাহা স্থানান্তরিত হইয়া পৃথিবীকে ব্যাপিয়াছে "।

(২) "অপরে কহেন, প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ অনেক স্থানে এককালে জন্মিয়াছিল, পরে ঐ একাধিক আকর হইতে অন্যত্র বিস্তৃত হয়"।

(৩) অপরে কহেন যে, যে স্থানে যেরূপ মৃত্তিকা, জলও উষ্ণতা, তথায় তদনুরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশ এককালে তরু গুল্মাদিতে সমাকীর্ণ করিয়াছে, এক এক স্থানে এক এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া পরে বিস্তৃত হয় নাই"।

দ্বিতীয়মতপোষণার্থ যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহার কিঞ্চিৎ লেখায় পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইতে পারে।

ব্রোণ্ নামা এক জন উদ্ভিজ্জবিৎ পণ্ডিত অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে ৪০০ চারি শত জাতি অব্যক্ত পুষ্পক * বৃক্ষ এবং ৮৬০ আট শত ষাটি জাতীয় একপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষ † এবং ২৯০০ উনত্রিশ শত জাতীয় দ্বিপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। ঐ তরু সকলের মধ্যে ১২০ এক শত কুড়ি প্রকার বৃক্ষ বিলাতে স্বতঃ জন্মিয়া থাকে। ৮৬০ জাতীয় একপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষের মধ্যে ৩০ টী মাত্র জাতি বিলাতে প্রাপ্য এবং ২৯০০ জাতীয় দ্বিপত্রোৎপত্তিক বৃক্ষের মধ্যে কেবল ১৫ টী জাতি বিলাতে দৃষ্ট হয়, অপর সকল গুলি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে স্বতঃ সিদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের তরু সকলও তদনুরূপ। শেষোক্ত দেশের পূর্ব্বতটে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণতটেও সুপ্রাপ্য। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্বতটের বৃক্ষ সকলের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ আফ্রিকার পশ্চিমেও জন্মিয়া থাকে, স্থির সমুদ্রের দ্বীপ সকলের মধ্যে যে গুলি আসিয়া খণ্ডের নিকটস্থ তাহাতে আসিয়া দেশপ্রসিদ্ধ বৃক্ষই দৃষ্ট হয় এবং যে গুলি আমেরিকার নিকটস্থ তাহাতে প্রধানতঃ আমেরিকার বৃক্ষই জন্মিয়া থাকে। যে সকল দ্বীপ দুই মহাভূমি খণ্ডের মধ্যভাগস্থিত তাহার বৃক্ষ লতাদি উভয় খণ্ডে তুল্য, এই প্রযুক্ত মাল্টা এবং সিসিলি দ্বীপে ইয়ুরোপ এবং আফ্রিকা এই উভয় স্থানের বৃক্ষ আছে। সমুদ্রতটস্থ বৃক্ষের সামান্য দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সমুদ্র স্রোতে একতটের বৃক্ষ বীজ অপর তটে নীত হইয়া ঐ সমতা ঘটায় এতদ্ভিন্ন বায়ু সহকারেও অনেক বীজ এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হয়। প্রাকৃত ভূগোল।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে আদৌ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ সৃষ্ট হয়, পরে সপ্ত প্রকার

---

* সমস্ত উদ্ভিজ্জগণকে দুই অংশে বিভাগ করা যায়, প্রথম, যাহাদের পুষ্প অনায়াসে দৃষ্ট হয় যথা আম্র, বকুলাদি। দ্বিতীয়, যাহাদের পুষ্প দৃষ্টি গোচর হয় না যথা, শৈবালাদি। ঐ প্রথমোক্তের নাম "ব্যক্ত পুষ্পক" দ্বিতীয়ের নাম "অব্যক্ত পুষ্পক"।

† যাহারা প্রথম হইতে এক একটী করিয়া পত্র প্রকাশ দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তাহারা "একপত্রোৎপত্তিক" যথা তাল ও কদল্যাদি। যাহারা দুই দুইটী পত্র প্রকাশ দ্বারা বৃদ্ধি পায় তাহারা "দ্বিপত্রোৎপত্তিক" যথা আম্রাদি।

উদ্ভিজ্জ পরিচালনের কোনও প্রকারে * চালিত হইয়া তথাকার স্বভাব অনুসারে প্রকারভেদ প্রাপ্ত হয়।

কালভেদে উদ্ভিজ্জের প্রকারভেদ বিবেচনায় বোধ হয়, পূর্ব্বকালে যে স্থানে অধিক শস্য ও বৃহৎ উদ্ভিজ্জকাণ্ডের উৎপত্তি হইত, তথায় সেরূপ শস্য ও সেরূপ বৃহৎ কাণ্ডের উৎপত্তি হয় না, ইহা পরমেশ্বর কৃত নহে, স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন, কারণ আবার সারাদি দ্বারা সেই স্থানের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিয়া দিলেই তদ্রূপ কাণ্ডাদি হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

অতএব দেশ ও কালভেদে উদ্ভিজ্জগণের প্রকারভেদ স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন। এই সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, দেশ ও কালভেদে জরায়ুজাদি জীবগণের এক এক জাতিতে যে প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা পরমেশ্বর কৃত নহে, স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্থষ্ট্যনন্তরং যে জন্তবো জাতাঃ তে স্বভাবাদেব। প্রমাণং। স্বভাব তন্ত্রোহি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং। পূর্ব্বকর্ম্মাধীন স্বভাবঃ।

৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

নানা প্রকার জীবের উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ দেশকালভেদে এক এক জাতিতে প্রকার ভেদ হইতেছে তাহার কারণ তত্তদ্দেশ জল বায়ুর গুণ ইহাও পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে হইতেছে অর্থাৎ ইহাও ঈশ্বরের কার্য্য।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেশকালভেদে জরয়ুজাদীনাং শুক্লকৃষ্ণাদিরূপো যঃ প্রকারভেদো দৃশ্যতে স দেশস্য শীতোষ্ণাদি প্রধান্যবশাৎ ভবতি অতো দেশ স্বভাব এব জাতিভেদস্তু ধাত্রাকৃত এব জাতৌ প্রকারভেদে প্রমাণমাহ মনুঃ চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টমিত্যাদি।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে নানা প্রকার জীবের যে উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ দেশ কালভেদে এক এক জাতিতে প্রকারভেদ হইতেছে, তাহা পরমেশ্বরের কৃত স্বভাব শব্দের অর্থ ভূত সকলের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম কল্পক্ষয়ে চতুর্ব্বিধ ভূতসকল পরমেশ্বরের শক্তি যে প্রকৃতি

---

* উদ্ভিজ্জের বীজ এই সপ্ত উপায়ে চালিত হয় যথা (১) বায়ু, (২) সমুদ্র, (৩) নদী, (৪) প্রাণির উদর (৫) মনুষ্য, (৬) বীজকোষ বিদীর্ণ হইবার বেগ, (৭) শাখার দুরতা, অর্থাৎ এক বৃক্ষের বীজ শাখার দুরতায় গুঁড়ি হইতে কিছু দূরে পতিত হইয়া বৃক্ষ হয়, আবার তাহার শাখার দুরতায় দ্বিতীয় বারে জাত গুঁড়ি হইতে কিছু দূরে বীজ পতিত হয় এইরূপে বহুকালে ভিন্ন দেশে ব্যাপ্ত হয়।

তাহাতে লীন হয়, পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর স্বীয় প্রকৃতিতে লীন ভূত সকলকে প্রাচীন কর্ম্মানুসারে স্বভাবের বশহেতু পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রকার সৃজন করিয়া থাকেন। প্রমাণ গীতাতে নবমাধ্যায়ে। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥ ৮॥ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ৯॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির ৫ দত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরীয় মায়াশক্তির কৃতি বৈচিত্র্যহেতুক সম্পন্ন। অর্থাৎ পরমেশ্বর কৃত॥ যদ্যপি দেশকাল জল বায়ু ক্ষিতি ইত্যাদি পদার্থের স্বভাবাধীন প্রকার ভেদ হইত তবে দীর্ঘকাল দেশান্তরস্থ জরায়ুজাদি জীব সকল হইতে পরম্পরা ক্রমে যে তজ্জাতীয় জীবের উৎপত্তি হইতেছে তাহারা তৎপ্রকার হইত না এবং উদ্ভিজ্জাদি জীবের দেশান্তরে রোপিত মূলাগ্র বীজাদি হইতে যে বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহাও তদনুরূপ হইত না। মায়াকৃতি বিচিত্রতা প্রযুক্ত নানা প্রকার হয় স্বভাব কল্পনা গৌরব। দেশকালাদি পরিবর্ত্তনেও তৎপ্রকার হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরেণ ঋতুস্বভাবেষু বিচিত্র গর্ব্ভোদ্ভবাদিনিয়মঃ কৃতস্তস্মাদেব লোকেষু তাদৃক্ দৃশ্যতে নতু সর্ব্বনিয়ন্তুরীশ্বরস্যেচ্ছাং বিনাপি।

অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণোক্তং মলমাসতত্ত্বে।

চিত্র গর্ব্ভোদ্ভবাঃ স্ত্রীষু গোহজাশ্বমৃগপক্ষিণাং। পত্রাঙ্কুরলতানাঞ্চ বিকারাঃ শিশিরে শুভাঃ। ঋতু স্বভাবজা হ্যেতে সর্ব্বে স্বর্ত্তৌ শুভাবহাঃ ইত্যাদি।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

স্বভাবেনৈব সম্পাদ্যতে ঈশ্বরস্য স্বভাবোপরি কর্ত্তৃত্বাৎ। সুতরাং তস্য তত্রাপি কর্ত্তৃত্বং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তৎসহকারি কারণ যে নানাপ্রকার জীবসমূহের এক এক জাতিতে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহা সমস্ত স্বতঃ সিদ্ধ হইতে। যথা শ্রুতিঃ। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ সতপোহতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ যদিদং কিঞ্চ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ইদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নামরূপেণ অসৃজৎ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার

জীবের যে উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ দেশ ও কালভেদে এক এক জাতিতে প্রকারভেদ হইতেছে তাহা পরমেশ্বরের কৃত নহে স্বভাব দ্বারায় সম্পন্ন। যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেনবা। কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তত্তত্র নান্যথা ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়॥ কিঞ্চ জ্ঞানং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভ ফলোদয়ে বিধাত্রা বিহিতং যদ্বত্তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈরিতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তং॥ পরমেশ্বরের চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির পর দেশ ও কালভেদে এক জাতিতে নানাপ্রকারান্তর হইতেছে, সেই শুভাশুভ কর্ম্মভোগ স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

উক্ত চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অবয়বগত যে বিভিন্নতা অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যে আকারের কি বর্ণাদির ভেদ অথবা পশু পক্ষী বৃক্ষাদির স্ব স্ব জাতিতে যে তদ্রূপ বৈলক্ষণ্য চক্ষুর্গোচর হইতেছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দেশাদির অবস্থান বিশেষে বারি, বায়ু, শীত ও উষ্ণতার ধর্ম্মে ঘটিয়া থাকে, পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাহি। সৃষ্টি বহুরূপা হউক, এইমাত্র ঈশ্বরেচ্ছার কল্পনা করা যায়, অপর কার্য্য সকল পঞ্চভূতের প্রকৃতি অনুবন্ধ, সুতরাং স্ব স্ব বাসভূমির স্বভাবানুযায়ী জীবপ্রভৃতির ধাতু গঠন হইয়া উঠে, যেমন পাশ্চাত্য দেশের লোক দেশগুণে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাবয়বী হয়, তেমনই প্রাচ্য প্রদেশস্থ জীব জন্তুসকল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবীর্য্য ও হ্রস্ব-কলেবর। উষ্ণপ্রধান দেশের মনুষ্য বা জন্তু, শীতাধিক্য ভূমির স্ত্রীতে উপগত হইলে অথবা এক প্রদেশের বৃক্ষাদি অপর ভূভাগে রোপণ করা গেলে তাহার পৈতৃক আকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিকৃতি, তদুৎপন্নাপত্যে দৃষ্ট হয়। ইহা কেবল দেশ কাল পাত্র ইত্যাদির স্বভাবহেতু হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ নিজ নিজ আবাস স্থলের স্বভাবসিদ্ধ গুণাগুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রভিন্ন-কলেবর হয়। পরে তাহার উত্তরোত্তর যত দেশাদি পরিবর্ত্তন হইবে ততই আদি দৃশ্যের বিকলতা ঘটিবার সম্ভাবনা। শীতপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ যেমন কথঞ্চিৎ কুঞ্চিত থাকে তেমনই গ্রীষ্ম দ্বারা প্রফুল্লিত হয়। শীতাতিশয্য হেতু মদ্য মাংস আহার করিয়া উত্তর পর্ব্বত দেশবাসি লোকেরা যেরূপ জীর্ণ করিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহারা যে প্রকার হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হয়, উষ্ণপ্রধান জনপদের মনুষ্যেরা তত্তৎক্ষণে তদ্রূপ হইতে পারে না, কেন না তাহারা তাদৃশ দ্রব্য দেশগুণে জীর্ণ করিতে অশক্ত, সুতরাং তাহা ভোজনে তাহাদের পীড়োৎপত্তি হয়, এই হেতুক তদপেক্ষা ন্যূন তেজস্কর সামগ্রী আহারই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্য সাধক হওয়াতে তদশনে তাহারা ক্ষীণজীবী ও খর্ব্বদেহী হয়। কোন স্থানে বা কাহার গলগণ্ড, কোন দেশে লোক সকল অবটীট অর্থাৎ নত নাসিক ইত্যাদি প্রকারে নানা গঠন হইতেছে। এরূপ ঘটনায় পরমেশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার করা গৌরবমাত্র, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুগত বলিলেই প্রচুর হয়।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে নানাপ্রকার জীবের যে উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ দেশ ও কালভেদে এক এক জাতিতে প্রকারভেদ হইতেছে তাহা পরমেশ্বরের কৃত তাহার অন্যথা নহে।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

দেশ কালাবস্থাদি ভেদেন জীবৈর্য্যোঽবান্তর সর্গঃ ক্রিয়তে সতু পরমেশ্বর ক্রিয়মাণ এব যতস্তৎ কর্ত্তারো জীবা ব্রহ্ম স্বত্বাবশিষ্ট স্বষ্টৌ সর্ব্বস্বষ্টিকর্ত্তুরীশ্বরস্য মূর্ত্তিস্বরূপা ভবন্ত্যতোজীবস্বষ্টাবীশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বমস্তীতি সত্যাসত্যং। অত্র প্রমাণ যথা। "যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ। তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ"। বিষ্ণুপুরাণং তৎ কর্ত্তৃত্ব সূচকমন্যচ্চ প্রমাণং তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণে "স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ। সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকং"। বি, পু, ১ অং ২ অঃ ৬৪ শ্লোকে।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

চতুর্ব্বিধানাং স্বষ্টানাং দেশাদিভেদে একস্যাং জাতৌ যৎপ্রকারভেদোজায়তে স ঈশ্বরাভিপ্রেতঃ যত ঈশ্বরস্য কৃতের্বৈচিত্র্যাৎ নানারূপাণি জায়ন্তে।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য

নির্গুণ নিরাকার পরমেশ্বরের কৃত নহে, কিন্তু প্রকৃতিপুরুষমিলিত স্বভাব-সম্পন্ন॥ ৭॥

[৮] প্রশ্ন। ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্বেচ্ছা বশতঃ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা মনু ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি অহং বহুস্যামিত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ "বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতস্তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাদি অনেক আছে সে যাহা হউক তার্কিকেরা ইচ্ছা ব্যতিরেকে কৃতির উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই এবং আমরা লৌকিকেও অবিরত প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এক জন ব্যক্তির ইচ্ছা না হইলে সে কদাচ কর্ম্ম করে না এই ন্যায় সিদ্ধ মতটী সমুদয় গ্রন্থকর্ত্তারাই স্বীকার করিয়াছেন, যথা ইচ্ছা জন্যা ভবেৎকৃতিঃ। কৃতি পদার্থ ইচ্ছা জন্য, যদি এস্থানে কেহ এমত বলেন যে, ঈশ্বর অনিচ্ছা ক্রমেও প্রকৃতি বশতাপন্ন হইয়া জগৎ করিয়াছেন তাহা বাচ্য নহে, কারণ ঐ প্রকৃতি ও শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক

ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত এবং তদ্ব্যাবৃত্তরূপে স্বীকৃত হয় নাই। যেহেতুক ঈশ্বরের শক্তিরূপে উহাকে স্বীকার করিয়াছেন যথা স্বশক্ত্যৈবেশ্বরঃ প্রাজ্ঞ ইত্যাদি পঞ্চদশী। আর দেখুন, প্রকৃতি যদি ঈশ্বর হইতে ব্যাবৃত্ত অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে অদ্বৈত মতে দোষাপাত হয় ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া জগৎসৃষ্টিমকরোৎ যথা সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ তপস্তপ্ত্বা ইদং সৃজৎ পূর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ অধ্যাত্ম রামায়ণে চ সৃষ্টিলীলাং যদা-কর্ত্তুমীহসে রঘুনন্দন। অঙ্গীকরোষি মায়াং বৈ তদা ত্বং গুণবানিব॥

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

“বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ”। ঈশ্বর, অনুশায়ী জীব সকলের, বিষয় ভোগ, জন্ম লক্ষণ কর্ম্ম, তত্তৎকর্ম্মকৃত স্বর্গাদি ফল ভোগ ও মুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সেবার জন্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রথমেই ইচ্ছা করিলেন, “একোঽহং বহু স্যাম্” এক আমি বহু হইব, অমনি অনুশায়ী জীবের উৎপত্তি হইল এবং পরে বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ হইতে নানা বিচিত্র কার্য্যাদির বাসনা, সঙ্কল্প, বিকল্প, গতি, ক্রিয়া প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঈশ্বর উপাধি বস্তুতভাবে নিত্য মুক্ত হইলেও শ্রুতি সকল তাঁহাকে সগুণ অথচ গুণাতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্ম ফলপ্রদ, সমস্ত কল্যাণ নিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপাদিত করেন। অতএব ঈশিত্বাদি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ক ইচ্ছা ভিন্ন জড়া প্রকৃতির প্রবৃত্তি সম্ভবেনা ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

প্রাণাদৃষ্টবশাৎ ঈশ্বরেণ জগৎসৃষ্টিঃ কৃতা। প্রমাণং কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সোঽ-কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ স্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকা ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষদি।

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাতে জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন লোকে যেমন ক্রীড়া করিয়া থাকে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

সৃষ্টৌ পরমেশ্বরেচ্ছা বিদ্যতে। বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বমিত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণ বচন। শক্তয়ঃ সর্ব্ব ভাবানামচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ। জায়ন্তে ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয় ইত্যাদি পদ্মপুরাণ বচনাত্তাচ্চ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

পরমেশ্বর স্ব ইচ্ছায় পরমাণু সমুহ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। সোঽহং বহুস্যামিতি শ্রুতেঃ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি শ্রুতেশ্চ সৃজেঽহমিতি ব্যাখ্যানাচ্চ সর্গাৎ পুরা ভবানেকো রূপনামবিবর্জ্জিতঃ॥ তব-ইচ্ছায়া যোৎপন্ন স্বেচ্ছাশক্তিরভূত্ততঃ। উৎপাদিতা ক্রিয়াশক্তিস্ততঃ সর্ব্বমিদং জগদিতি কাশীখণ্ড বচনাচ্চ॥ এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জ্জোচ্চাবচানীত্যাদি বচনেন চ মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽ-গ্নির্মরুন্নভ ইত্যাদি নিয়মেন চ তদানীং জন্য পৃথিব্যাদেরসম্ভবাৎ পরমাণুদ্বারৈব সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে॥

কোন ব্যক্তির কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার ইচ্ছা না থাকিলে নির্ম্মাণ হয় না, অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জগন্নির্ম্মাণের সম্ভব হয় না এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্যের ইচ্ছার সম্ভব নাই কিন্তু কোন ব্যক্তির কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইলে (সমবায়ি কারণ) অর্থাৎ বস্ত্র নির্ম্মাণে সূত্র, গৃহ নির্ম্মাণে মৃত্তিকাদি, দ্বার নির্ম্মাণে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা আছে তদ্রূপ জগদীশ্বরের বিশ্বনির্ম্মাণ কার্য্যে (সমবায়িকারণ) অর্থাৎ পৃথিবীর পরমাণু জলের পরমাণু তেজের পরমাণু প্রভৃতির অপেক্ষা ছিল, সেই সকল পরমাণু অনাদি ও অনন্ত, ইহা নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক দর্শনের অনুমোদিত॥ সেই পরমাণু সমষ্টি একত্র মিলিত করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন; যেমন ইষ্টকাদি সমষ্টি একত্র মিলিত করিয়া গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে তদ্রূপ। সাংখ্যগণ কহেন, প্রকৃতি হইতে ক্রমশ জগদুৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকৃতি অনাদি এবং অনন্ত, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না॥ প্রকৃতি পদার্থটি কি? তাহা কেবল বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মনে ধারণা হয় না, কিন্তু পৃথিবীর পরমাণু পদার্থ গুলি সকলের মনেই ধারণা হইতে পারে এবং অচেতন পদার্থমাত্র দ্বারা কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না যেমন কাষ্ঠ ছেদনাদি কার্য্য কুঠরাদি অচেতন পদার্থ সম্পন্ন করিতে পারে না তাহাতে যেমন অচেতন পদার্থ সহকারী তদ্রূপ বিশ্বনির্ম্মাণ কার্য্য অচেতন পরমাণুসমষ্টি মাত্রদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না অতএব ইচ্ছাবান্ এক মহাপুরুষের আবশ্যক।

বস্তুতঃ বালুকা রাশি যেমন জলাদিতে ভাসমান হইয়া কোন কোন স্থানে একত্র সমবেত হইয়া নব নব দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে তদ্রূপ, পরমাণুসমষ্টি কাল বিশেষে বায়্বাদি দ্বারা ইতস্তত ধাবিত হইয়া একত্র সমবেত হইয়া বিশ্বের উৎপত্তি হইতেছে, ইহাতে চেতন প্রযত্নের কিছুমাত্রই আবশ্যক নাই। কিন্তু, মনুষ্য প্রভৃতি চেতন পদার্থের সৃষ্টি বিষয়ে এবং ইহাদের চৈতন্যাধান নিমিত্ত এক ইচ্ছাবান্ মহাপুরুষের আব-শ্যক।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ ক্রীড়ার্থং স্বেচ্ছয়ৈব ত্রিজগৎসৃষ্টিং কৃতবান্। প্রমাণং ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতন্তে স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্য্যুরিতি ভাগবতাষ্টমঃ। আলোচ্য মনসা সর্ব্বমেক এব সহায়বান্। স্বেচ্ছয়া-স্রষ্টুমারেভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুরিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখণ্ড তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

দিনাজপুর নিত্যধর্ম্ম বোধিনী সভার পণ্ডিত

(১০) শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়ৈব জগৎ সসর্জ্জ ইতি। অত্র প্রমাণং স ঐক্ষত বহুস্যামিতি শ্রুতিঃ। ঈক্ষতের্ন্নাশব্দ মিতি বাদরায়ণসূত্রঞ্চ মায়া সৃজতি বৈ লোকানিতি পূর্ব্বোক্তবচনঞ্চ। যুক্তিস্তু তদানীমন্যস্যাভাবাৎ প্রকৃতেস্তুচেতনতয়া ইচ্ছাবিরহান্নাস্তি পরেচ্ছা-সম্ভাবনাপীতি।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মনা স্বেচ্ছয়া জগৎ সৃষ্টমেব। অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি শ্রুতেঃ এবং বিষ্ণুপুরাণে। প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ইত্যুক্তং।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

এই জগৎ প্রকৃতির কার্য্য, কিন্তু পুরুষ তাহার প্রয়োজক। ঈশ্বরের ইচ্ছারূপাই প্রকৃতি, অতিরিক্ত নহে ' স ঐক্ষত ইমান্ লোকানসৃজত ' এই শ্রুতি দ্বারা পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি স্পষ্ট প্রতীয় মান হইতেছে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্বীয় ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সে ইচ্ছা কোন ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি নহে। তাহাকে শাস্ত্রে " ঈক্ষণ " " তপস্যা " " আলোচনা " ইত্যাদি শব্দে কহেন। তাঁহার মায়া নামক যে সহকারিণী ও তটস্থা শক্তির কথা ইতি পূর্ব্বে বলা গিয়াছে উক্ত ঈক্ষণ বা কামনা তাহাকেই আশ্রয় পূর্ব্বক সৃষ্টি করে, ভাগবতে " সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ "। পরমেশ্বরের সৃষ্টি শক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত (অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ শক্তিযুক্ত) হে মহাভাগ! ঐ শক্তির নাম মায়া। ভগবান্ তাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ শক্তিকে ঈশ্বরের কামনা হইতে পৃথক্‌রূপে দৃষ্টি পূর্ব্বক শাস্ত্রে উহাকে জড় কহিয়াছেন, অতএব উহার চালনা পক্ষে ভগবানের ইচ্ছাই মুল। যাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছা হওয়া বা থাকা অস্বীকার করেন, তাঁহারাও " ঈশ্বর " উপাধি বিশিষ্ট সৃষ্টি কর্ত্তাতে মায়া সম্বন্ধাধীন ঐ ইচ্ছা স্বীকার করিয়া থাকেন সে অভিপ্রায় বিশুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাহি। বেদে যত স্থানে ব্রহ্মের " কামনা " উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসর্ব্বত্রেই মায়া সম্বন্ধ উহ্য আছে। ফলতঃ যেখানে যেখানে তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের অভাব উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমস্ত স্থানে তাঁহাকে মায়া সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ভোগ দোষ হইতে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন। অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, ফলাসক্তি-রহিত প্রভৃতি দর্শাইবার জন্য গীতাতে বিস্তর স্থলে তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত " তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন না, বা জগতের কর্ত্তা নহেন " এমত অভিপ্রায় কোন সেশ্বর শাস্ত্রেরই নহে। বেদান্ত সূত্রে (৪। ৪। ১৯)" বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ " পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির বিকারে আছেন, সেইরূপ তদতীতও

হয়েন ”। সেই “ বিকার ” অর্থাৎ “ মায়া ” সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা, কামনা সঙ্কল্প, ঈক্ষণ স্বীকার করা যায় এবং “ তদতীত ” ভাবে তাঁহাকে অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্গুণ প্রভৃতি কহা যায়। সুতরাং মায়া কার্য্য যে এই সৃষ্টি তাহা ঈশ্বর স্বইচ্ছাতেই করিয়াছেন। “ তাৎপর্য্য বিষয়ে তু জগৎ] স্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন ক্বাপি বিবাদোহস্তি (ভাঃ তীর্থঃ অধিঃ কঃ মালাঃ শাঃ সূ ১। ৪। ৪)। (৭ ম উত্তরেও এ প্রশ্নের উত্তর আছে।)

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া জগৎ সসর্জ্জ। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ইতি মনূক্তেঃ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরো-জীবাদৃষ্ট সহকারিতয়া প্রকৃতেগুর্ণভূতয়েচ্ছয়া জগৎ সসর্জ্জ। তথাচ শ্রুতিঃ। স ঈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর জীবাদৃষ্ট সহকারে প্রকৃতির গুণরূপ ইচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রুতি যথা,…স ঈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি। তাঁহার ঈক্ষণরূপ প্রকৃতির গুণ ইচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জগৎসৃষ্টিরীশ্বরেচ্ছয়ৈব। জগৎসৃষ্টেঃ সদ্রূপত্বেন সন্মাত্রবিষয়কে ভগবৎসঙ্কেতে তস্যা অপি ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বাৎ অহং বহুস্যামিত্যাদি শ্রুত্যা তস্যেচ্ছয়ৈব জগদুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জীবস্য প্রাচীন কর্ম্মবশাৎ ঈশ্বরঃ স্বাং ইচ্ছারূপাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় কৃৎস্নং বিবিধং জগৎ সৃজ্যতে সপ্তমাষ্টময়োরেতৎ প্রমাণং যথা ভগবদ্গীতায়াং প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রাম মিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ পুনঃ পুন রিত্যস্যার্থো বিবিধমিতি ব্যাখ্যাতং।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরেণ স্বেচ্ছয়া জগন্নির্ম্মিতং। জগৎ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মিমীত ইতি মহানাটকনাম্নীশ্লোকাৎ যঃ ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয় ইতি শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধশ্লোকাচ্চ।

---

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক রাধুর প্রদত্ত উত্তর।

করিয়াছেন। যেমন কুম্ভকারের জ্ঞান ইচ্ছা কৃতি দ্বারা ঘটোৎপন্ন হয়, তেমনি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছাদি-দ্বারা জগৎ হইয়াছে। যথা, (একোঽহং বহুস্যাং। স ঈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ে) ইত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

হাঁ তিনি ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "স ঈক্ষত, ঈক্ষত জগৎ সৃষ্টি বিষয়মালোচনামকরোৎ" কিন্তু অদৃষ্টই ঐ ইচ্ছার সহকারীশক্তিস্বরূপিণী তিনিই মায়া। যুক্তি। সীমাজ্ঞানে অসীমের কার্য্য কৌশল বুঝিতে অক্ষম।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর আত্মেচ্ছানুসারে প্রকৃতি দ্বারায় সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রমাণ, স ঐক্ষত ইমান্ লোকান্ অনুসৃজতি, সবা ইমান্ লোকান্ অনুসৃজতি।

(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্বকীয় ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র প্রমাণং। স ঐক্ষত অহং বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি শ্রুতিঃ। সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজা অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ইতি মনুবচনঞ্চ।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ প্রাণাদৃষ্টবশাৎ স্বেচ্ছয়া সৃষ্টিং কৃতবান্ তথাহি। প্রথমং বুদ্ধ্যাবাকলয্য ইদং করিষ্যামি ইতি সঙ্কল্পয়তি সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি শ্রুতেঃ॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরং। অসৃজৎ গুণকর্ম্মভ্যাং স্বভাবোনাত্র মনাতে। প্রমাণং। সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজা অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃদিত্যাদি মনুবচনং।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্টবশাদীশ্বরেণৈব মায়াভিরস্মিন্ সংসারে নানাজাতীয় বস্তূনাং সৃজনমিতি ন তু স্বভাবতঃ প্রকারন্তেন ইতি। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইতি শ্রুতিঃ। এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ। জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তিচক্রবদিতি মনুবচনং॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া সৃষ্টিং কৃতবান্। অত্র প্রমাণং॥ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুপক্রম্য তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ তেজোঽসৃজদিতি শ্রুতিঃ॥ আত্মাবা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজতেতি শ্রুতিশ্চ॥ ক্বচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ সহ ঈক্ষাং চক্রে সপ্রাণমসৃজতেতি শ্রুতিশ্চ। এতাঃ শ্রুতয়স্তু শারীরকপঞ্চমসূত্রস্য শঙ্করভাষ্যধৃতাঃ॥ অর্থাদুক্ত-শ্রুতিষু বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি শ্রবণাৎ লোকান্নুসৃজা ইতি শ্রবণাচ্চ ঈক্ষাং চক্রে ইতি শ্রবণাচ্চ স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরঃ সৃষ্টিং কৃতবানিতি প্রতিপন্নং॥

এবং ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া সৃষ্টিং কৃতবানিতি মনুনাপি সৃষ্টিপ্রকরণউক্তং। যথা, সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজদিত্যত্র মনুবচনে বিবিধাঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষুরিত্যস্যাভিধানাৎ ঈশ্বরঃ নিজেচ্ছয়া সৃষ্টিং কৃতবানিতি সুব্যক্তমেব প্রতীয়তে॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেহেতুক সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। এই মনু বাক্যে সিসৃক্ষু শব্দই এই বিষয়ে প্রমাণ হইল, সৃষ্টি নিমিত্ত ইচ্ছা-বিশিষ্ট এই অর্থে সিসৃক্ষু ইতি॥

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগতের প্রাথমিক সৃষ্টি ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় করিয়াছেন; কারণ, সে সময়ে ইচ্ছার আশ্রয় আর কেহ ছিল না, অদৃষ্টাদিরও তাৎকালিক সত্তা অসম্ভব। এস্থলে "জন্য সাধারণের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা; সুতরাং তখনও অদৃষ্ট ছিল, বীজাঙ্কুরাদি ন্যায়ে অনবস্থা তাহাতে দুষণীয় নয়" (জগতের প্রাবাহিক নিত্যতাবাদীর) এতাদৃশ সিদ্ধান্ত তাদৃশ সময়ে মাদৃশ স্থূলধীর অনুভবাতীত॥ প্রমাণ, "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েত" ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" শারীরিকসূত্র॥

---
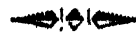
(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বেচ্ছাময় জগদীশ্বরের স্বীয় ইচ্ছাতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও নিম্নস্থিত বচনাদিতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বচনাদি যথা। সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। প্রধানপুরুষশ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ॥ ক্ষোভয়ামাসসংপ্রাপ্তে স্বর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ইতি বিষ্ণুপুরাণে॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ইতি মনুসংহিতায়াং॥ অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং বহ্বীপ্রজা জনয়ন্তীং স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাং জায়েয়মিতি। যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেবমস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বএবাত্মনোব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতিঃ।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রমাণ; সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি শ্রুতিঃ। আমি বহু হইব এইরূপ কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া জগৎ সৃজন করেন। পঞ্চদশীতে আরও শ্রুতির মত উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও বোধ হইবে যে ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আত্মা বা ইদমগ্রেহভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি। সংকল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ॥ বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ। তপস্তপ্ত্বা সৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ইতি॥

অপিচ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্॥ নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বর নিত্যেচ্ছাবান্ ঐ নিত্যেচ্ছা দ্বারা প্রবাহের নিত্যস্বরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিত্যেচ্ছাকৃতি বুদ্ধিমানথপরঃ ইতি নৈয়ায়িকাঃ। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইতি।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ইদং জগৎ ইচ্ছয়া কৃতং। প্রমাণং অহং ভবিষ্যা মিতি শ্রুতিঃ।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্বইচ্ছায় জগত সৃষ্টি করিয়াছেন যথা অহং বহুস্যাং ইত্যাদি ইচ্ছা হইয়া জগত সৃষ্টি হয়।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাসৃজদিতি বচনে সিসৃক্ষুপদ প্রয়োগেন মনুনা পরমেশ্বর স্বেচ্ছয়া জগৎ সৃষ্টমিতি স্পষ্টমভিহিতং এবং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুপক্রম্য তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ তেজোঽসৃজতেত্যত্র বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি শ্রুতেরীশ্বরেচ্ছয়া ব্যক্তং জগৎ সৃষ্টঞ্চ।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় সৃষ্টি করিয়াছেন॥ প্রমাণ গীতাতে। ময়াতত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরং॥ পঞ্চদশীতে আত্মা বা ইদমগ্রেভূত স ঐক্ষত সৃজা ইতি। সংকল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ॥ বহুস্যামহমেবাতঃ। প্রজায়েয়েতি কামতঃ॥ তপস্তপ্ত্বাহসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ। ইদমগ্রেঽসদেবাসীৎ বহুস্যায় তদৈক্ষত তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীতি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির ৫ দত্ত উত্তর।

ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমেশ্বর আমি অনেক হইব এই ইচ্ছা করত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করাতে তৎকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এতৎ প্রমাণং শ্রুতির্যথা অহং বহুস্যাং প্রজায়েত ইতি।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব জগৎ প্রসূয়তে। তথাচ মনুসংহিতা যদা সদেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগত। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং বিলীয়তে॥ অস্য কুলূকভট্ট ব্যাখ্যানং যথা যদা স প্রজাপতির্জ্জাগর্ত্তি সৃষ্টিস্থিতি ইচ্ছতি তদেদং জগৎশ্বাস প্রশ্বাসাহারাদি চেষ্টাং লভতে যদা স্বপিতি নিবৃত্তেচ্ছোভবতি শান্তাত্মা উপসংহার মনাঃ তদেদং জগৎ প্রলীয়তে॥ অপিচ সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ শ্রুতিরপি যতোবা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রজা স্বভি সংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ইত্যাদি।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরঃ স্বেচ্ছয়ৈব সসৃজে। যথা বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য। ইত্যাদি ইক্ষতের্না ইতি বেদান্ত সূত্রেণ চ তস্য স্বেচ্ছাবগম্যতে।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ মনুঃ। সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু-র্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমপাসৃজৎ॥ বেদান্তমতে, মনঃ প্রসূয়তনয়ং লোকানসূত ক্রমাৎ। ঈশ্বর সিসৃক্ষা প্রেরিতয়া মায়য়া জগৎ সৃষ্টিরুক্তা ন তু ঈশ্বরস্য শৃঙ্গারৰূপাৎ সঙ্গাদিত্যর্থঃ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ স্ব ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কি না। স ঐক্ষৎ লোকান্‌ সৃজান্‌ ইমান্‌ লোকান্‌ সৃজৎ ইতি শ্রুতিরিতি ঈশ্বর জগৎ কারণ বটেন কিন্তু ততোমহাপ্রলয়াবস্থায়ামেব রাত্রী অজায়ত রাত্রী সমুৎপন্না সকল মন্ধকারময়ং আসীদিত্যর্থ। তথাচ স্মৃতিঃ আসীদিদং ততোভূতসপ্রজ্ঞগতমলক্ষনমিতি॥ ততঃ প্রলয়াব-সানে সৃষ্টারম্ভ সময়ে তপসোহদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোহধ্যজায়ত কিং ভূতঃ অর্ণবপানীয় যুক্তঃ সকল জগদুৎপত্তি নিমিত্তং জলরাশিরুৎপন্ন ইত্যর্থ কিং ভূতাত্তপসঃ অভীদ্ধাৎ আত্তী সর্ব্বতোভাবেন সমিদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ প্রলয় সময়ে নিরুদ্ধবৃত্তি অদৃষ্টং ভবতি ততঃ সমুদ্রাদর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা অজায়ত কিং ভূতঃ প্রকটীশ্চ ভবতো বিশ্বস্য বশীপ্রভুঃ মহাপ্রলয়ে লুপ্তস্য জগতো নির্ম্মাণে প্রভুরিত্যর্থ। এতেন ধাতা সৃষ্টিকর্ত্তা সএব ঈশ্বর ইতি যথোক্তং॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছায় যে জগৎ সৃষ্টি হয় তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। হিন্দুরা বলেন, জন্মাদ্যস্যযতোন্বয়াদিতি॥ যাহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি হয়। খ্রীষ্টানদের মত এই যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন একটি জগৎ হউক, অমনি জগৎ সৃষ্ট হইল। মোছলমানদের হদিসে কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা। আরো উক্ত আছে যে, হে নবি! যদি তোমাকে সৃজন না করিতাম তবে স্বর্গ মর্ত্ত্য লোক সৃষ্টি করিতাম না॥ ইহাতে ঈশ্বর ইচ্ছায় যে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন এবং অন্যান্য কারণেও প্রতীয়মান হইতেছে। যদি বলেন এইরূপ আবহমানকাল হইতে দ্রব্যগুণে হইয়া আসিতেছে, ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিতে কেহ দেখে নাহি, তবে কেন তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, এমন বৃথা কষ্ট কল্পনা করি। তাঁহার অভীপ্সা অনাদর করিয়া জগদুৎপত্তির প্রতি দ্রব্যগুণের কারণতা স্বীকার করিলে ফলে কোন ব্যাঘাত দেখিতেছি না। প্রত্যক্ষ ত্যাগে অপ্রত্যক্ষের সমাদর করা অবিজ্ঞের কার্য্য॥ উত্তর। সত্য বটে, আপাততঃ তদ্রূপই বোধ হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা যুক্তিপথে অস্খলিত পদে তিষ্ঠিতে পারে না। পরিণামে অনীশ্বর বাদিকে সেই ঈশ্বর শক্তিকে নতশির হইয়া ভজনা করিতে হয়॥ দেখুন, স্বভাব বাদির মতে মনুষ্য, গো, মহিষ, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অনাদি। তবে ইহারা একে অন্যেরবীজ হইতে উৎপন্ন হয় না, ইহা তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, কারণ দেখা যাইতেছে যে, গো হইতে তরু, মহিষ হইতে সর্প, তৃণ বীজ হইতে অশ্বত্থ বৃক্ষ ইত্যাদি উদ্ভূত হয় না যে জাতির বীজ তাহা হইতে সেই জাতিই জন্ম গ্রহণ করে এবম্প্রকারে এসংসারে যত পদার্থ আছে তাহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ বীজ স্বীকৃত হইল। এক্ষণে সংশয় এই যে বীজ অগ্রে কি বৃক্ষ অগ্রে উদ্ভূত হইয়াছিল, যদি বলেন বৃক্ষ অগ্রে হয় তবে আপত্তি এই যে ফল ব্যতীত বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না, এস্থলে বৃক্ষ অগ্রে হইয়াছিল ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। আর যদি ফল প্রথমতঃ হওয়া বলা যায় তবে তাহাও তাদৃশী আপত্তির স্থল হইয়া উঠে, যেহেতু বৃক্ষ ব্যতিরেকে ফলোদ্গম স্বভাব বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্রূপে পৃথিবীর কোটি কোটি বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনবস্থ দোষ ঘটিয়া উঠে। এককে আদি বলিতে গেলে দ্বিতীয়ের প্রথমত্বের আশঙ্কা অপ্রতিহতভাবে উদয় হয়॥ বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে উক্ত বীজ ও তরুর পুনঃ পুনঃ ধ্বংসোৎপত্তি হইতেছে ইহাতে ঐ উভয়ের কোন একটিকে আদি বলিতে গেলে যুক্তিপথ এককালীন পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ জন্য পদার্থমাত্রই যে বিনাশশীল তাহা দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান॥ যদি ঐ বীজ ও বৃক্ষ, উভয় একবারে জাত হইয়াছিল এমত বলা যায় তবে পৃথিবীর অনাদিত্ব লোপ এবং তাহাদের স্রষ্টা এক জন হইবার প্রয়োজন হয়। পরন্তু যদি এই প্রমাণে স্বভাব বাদির চিত্ত-মালিন্য দূর না হয়, তবে আরটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ করুণ॥ পৃথিবীর কোন বস্তু হউক, সুদীর্ঘকাল একরূপ অবস্থাপন্ন থাকে না, অতুচ্চ অশ্বত্থ তরু, কি হস্তী, কি মশক, বা মনুষ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি কিয়ৎ-সংখ্যক বৎসরান্তে স্থগিত হয়। যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ভুক্তান্ন ও রসাদির কণা সংযোগে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তবে কিয়ৎ উচ্চতা প্রাপনানন্তর তাহার বৃদ্ধি সম্বৃত হওয়ার কারণ কি॥ চিরকাল ঐ রস যোগ ও অশনাদির দ্বারা কেনই বা পরিবর্দ্ধিত হইতে না থাকে॥ এই সকল কার্য্য কারণ বিবেচনায়, মূলে ঈশ্বর এ সমুদয়ের নিয়ন্তা এবং তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হওয়াই যুক্তি সিদ্ধ॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্বেচ্ছায় জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

তস্যাচিন্ত্যশক্তিরবাঙ্মনো গোচরস্য ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য সৃষ্টির্জ্জায়তামিতি সঙ্কল্পমাত্রতঃ (ইচ্ছাসম কালমেব) খবায়ুগ্নিজলোর্ব্বো যথাম্নাদি রূপমিদমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সম্ভূতং। অত্র প্রমাণং। "বহুঃ স্যামহমেবাতঃ প্রজায়ে যেতি কামতঃ।

তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ। পঞ্চদশী॥ বিষ্ণু পুরাণেঽপি। সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা। অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ১ অং চ অ ঐতরেয়োপনিষদি চ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমেতৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি। প্রথম খণ্ডঃ। মানবেধর্ম্ম শাস্ত্রে চ। সোঽভিধ্যায শরীরাৎ স্বাৎসিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজদিত্যলং পলবিতেন।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবস্য প্রাচীনকর্ম্মবশাৎ ঈশ্বরস্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় কৃৎস্নং বিবিধং জগৎ সৃজ্যতে সপ্তমাষ্টমযোরেতৎ প্রমাণং যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য॥

পরমেশ্বর নির্গুণ ও নিরাকার তাঁহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সর্ব্বভাব দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে॥

[৯] প্রশ্ন। কোন কোন সময়ে ঝড় ও বন্যা দ্বারা কোন কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা অথবা দুর্ভিক্ষ দ্বারা বহুতর প্রাণ হানি হইয়া থাকে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীব সকলের অদিষ্ট-বশত ঐরূপ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ইহাতে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় নাই, তবে যে এস্থলে একত্র অনেক প্রাণির প্রাণ বিনাশ কিরূপে হয়, তাহাতে অদৃষ্ট মানিতে হইবেক।

শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে। জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা। রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্ ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ। পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্ক্তে আরব্ধকর্ম্ম তৎ॥

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর করিতে যে জগৎ সংসারের গূঢ় অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিবেচনায় দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা প্রাণ ধ্বংসও তাঁহার অভিপ্রেত। ন্যায়াদি দর্শনে কুম্ভকার হইতে ঘটোৎপত্তি স্থলে ঈশ্বর ইচ্ছা কারণ রূপে বিচারিত হইয়াছে, ইহার বিপরীত আমি লিখিলে অশাস্ত্রীয় কথা হয়।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বর বিদ্যারত্নের উত্তর।

কদাচিৎ বায়ুভির্বন্যাভিশ্চ কেষাঞ্চিদ্দেশানাং লয়ো দৃশ্যতে কদাচিদ্দুর্ভিক্ষযুদ্ধবিগ্রহাদিভির্বহুতর প্রাণিনাং নাশশ্চাপি দৃশ্যতে স তু ঈশ্বর বিহিত এব যত ঈশ্বরো লোকানাং কর্ম্মানুরূপফলপ্রদাতা ইষ্টোপপত্তিষু ঈশ্বরস্যানুকুল্যমস্তি অনিষ্টোপপত্তিষু প্রাতিকুল্যঞ্চ যথোক্তং পথিচ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহেস্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোপি বনে তদীক্ষিতো গৃহেপি গুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি সংহতা অপিনশেযুস্তত্তৎ প্রারব্ধসংক্ষয়াৎ অদৃষ্টবশতঃ সর্ব্বে লয়মেষ্যন্তি জন্তবঃ॥

---

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখাল দাস অধিকারির উত্তর।

ঈশ্বরের সৃষ্টি, যখন বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ ও পরলোকাদি গমন জন্য; তখন যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা এককালেই হউক আর রোগাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমেই হউক, এক কালে সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। আমরা দেহাভিমানী বলিয়া মনে করি, সেই দেহ ধ্বংসেই সর্ব্বনাশ হইল। সুতরাং পরমেশ্বরকে করুণাহীন অমঙ্গলময় বলিয়া বোধ করি কিন্তু মৃত্যুর স্বরূপ যদি বস্তুতঃ কিছু থাকিত, এবং তদ্দ্বারা যদি জীবের বাস্তবিক অমঙ্গল ঘটিত, তাহা হইলে ঈশ্বর অকরুণ হইতেন। ফলে তাহা নহে। আমাবস্যায় যেমন চন্দ্রের অত্যন্ত বিস্ফুরণাভাব হয় তেমনি অভিমানী জীব দেহাভিমানে মত্ত হইয়া স্ব স্ব রূপের বিস্ফুরণাভাবে পাপভারাক্রান্ত হয় এবং নানা ক্লেশ ভোগ করে অত্যন্ত বিস্মৃতিরূপ মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল ক্লেশশান্তি করে। অতএব মৃত্যু অমঙ্গল জনক নয় বলিয়া করুণাময় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আর পুরাণাদিতেও বর্ণিত দেখা যায় পৃথিবী পাপীদিগের ভারে আক্রান্ত হইলে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া পাপীদিগের ধ্বংস করেন। ইহাতে এক কালে বহু লোকের প্রাণ হানি বিষয়ে মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিসন্ধি ভিন্ন কি হইতে পারে? ফলে আমরা অজ্ঞ তদ্বিষয় কিছুই জানি না ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

একস্মিন সময়ে বহুতর প্রাণহানিরেষোপি ঈশ্বরাভিপ্রেতঃ তৎসময়ে কোপি জীবতি এতেনেশ্বরাভিপ্রেতং জ্ঞাতব্যং।

(৬) সালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

যুদ্ধ বিগ্রহাদ্যুপদ্রব দ্বারা বহুতর প্রাণিহানি দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা অতিলোভ অসত্যাদি নিষিদ্ধাচরণ প্রবৃত্ত পরমেশ্বরের অভিপ্রেত।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

যস্মিন্ যস্মিন্ দেশে জনানামত্যন্তা ধর্ম্মো জায়তে তত্র তত্র তেষাং বিনাশায় দেবাস্ত্রিবিধোৎপাতান্ সৃজন্তি। অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিক্যাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ। নরাপচারান্নিয়তমপরজ্যন্তি দেবতাঃ। তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভুতাং স্তাংস্তান্ দিব্য নাভসভূমিজান। ত এব ত্রিবিধা লোকে উৎপাতা দেব নির্ম্মিতাঃ। বিচরন্তি বিনাশায় রূপৈঃ সম্ভাবযন্তি চেতি মলমাসতত্ত্ব ধৃত বচনাৎ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

নবম প্রশ্নের উত্তর সপ্তম প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে, ঝটিকা কি বন্যা দ্বারা বহুতর দেশ নাশ এবং যুদ্ধাদি দ্বারা বা দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা প্রাণি নাশ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, তাহা স্বভাব দ্বারা এবং কৃত তত্তৎ কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মস্বিত্যাদি বচনাৎ। সৃষ্টবস্তুনানাশক্তিদর্শনাৎ অভিপ্রায়াভাবো ব্যজ্যতে॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

দেশবিপ্লবাদি কারণীভূত ঝটিকাবর্ষাদি কর্ত্তুরিন্দ্রাদেরীশ্বরাজ্ঞাধীনশক্তিরূপোক্তঝটিকাদিনা দেশবিপ্লবোপি পরমেশ্বরাভিপ্রেতস্তং বিনা বহূনাং কাবার্ত্তাএকস্যাপি বিনাশে ন কস্যাপি শক্তিঃ।

প্রমাণং, নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্ষিতাঃ। নিরন্নে ভূতলে রাজন্নানাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ। অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতা ইতি দ্বাদশ স্কন্ধঃ॥ যদ্ভয়াদ্বাতি বাতো যং মৃত্যুশ্চরতি যদ্ভয়াৎ॥ বর্ষতীন্দ্রোদহত্যগ্নিরিত্যাদি শ্রীভাগবতং তপাম হমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ইতি শ্রীভগবদ্গীতা॥

(১০) শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

যত্তুদুর্ভিক্ষ্যাবাতবর্ষা যুদ্ধাদিনা কাল বিশেষেণ প্রকৃতিত এব রাজ্যবিপ্লবাদযো ভবন্তি তদপি সর্ব্বনিয়ন্তুরীশ্বরস্য নিযমেনৈব। অতস্তত্রাপি সাক্ষাৎকারণস্য প্রকৃতের্নিযমাত্তযা তদধীনত্বাত্তস্যৈব মূলকারণত্বমিতি প্রমাণং। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয ইতি গীতাসু। জগতঃ সৃষ্টি সংহারযোঃ স্বতন্ত্রং কারণং মত্তোন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তীতি স্বামিচরণাঃ। যুদ্ধবিষযে যথা মযৈবেতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্নিতি গীতাসু।

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সর্ব্ববিষয়কত্বেন ঈশ্বরাভিপ্রেতত্বমস্তি। বস্তুতঃ তত্তদ্দেশীয়লোকানাং অদৃষ্টস্যৈব বি-

শেষকারণত্বং ॥ যথা অবিকলবর্ত্ত্যাদিসত্ত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনাদীপনাশস্তথা সত্যপ্যায়ুষি অশুভকর্ম্মবশাৎ নৌদুর্গবর্ত্মযুদ্ধকুপথ্যসেবাদিনাপি প্রাণনাশঃ। বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ॥ বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ইতি বচনাৎ।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সময় বিশেষে ঝড় ও বন্যা দ্বারা কোন কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয়, যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা দেশ বিশেষে যে বহুতর প্রাণের হানি হয়, তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ঐ প্রাণী সমূহ নিজ নিজ অদৃষ্ট বশত কোন কোন দেশ ও কালবিশেষ সহকারে উক্ত অবস্থাপন্ন হয়।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

প্রশ্নোল্লিখিত প্রকারে লোকের বিনাশাদি স্ব স্ব কর্ম্মাধীন। সেই কর্ম্মানুসারে ভগবান্ ঐ সকল বিপদ বিধান করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। তদ্দ্বারা তাঁহাতে বৈষম্য দোষ স্পর্শিত হয় না এবং মাতৃতাড়নার ন্যায় সে বিধান মঙ্গলময়। ইতি পূর্ব্বে প্রথম প্রশ্নের অবধি যত উত্তর নিবেদন করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহার শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি আছে, অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রবলবায়ুজলবৃদ্ধিভ্যাং দেশবিলয়ঃ দুর্ভিক্ষযুদ্ধাদিনা প্রাণহানিশ্চ কর্ম্মানুযায়িফলবিবিৎসোঃ পরমেশ্বরস্যাভিপ্রায়েন ভবতি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভম্ ইতি বচনাৎ॥ মন্বন্তরান্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ। ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃপুনরিতি মনুবচনাৎ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরস্য ঈক্ষিতৃত্বং বিনা কিমপি ন ভবিতুমর্হতি। কিং বহুনা তরুলতাপল্লবস্পন্দনমপি নাবিদিতমীশ্বরস্যেতি॥ তথাচ শ্রুতিঃ॥ ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ॥ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ তথাচ যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিন শাখায়াং এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি তৃণবনস্পতয়ঃ বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥ ইত্যাদিশ্রুতিভিরীশ্বরস্যাদেশং বিনা মৃত্যুর্জীবান্ হিংসিতুং ন শক্নোতি অতো ঝটিকাজলপ্রবাহযুদ্ধবিগ্রহাদিভির্যৎ প্রাণিহিংসনং ভবতি তচ্চ দেশকালগ্রহাদিগত্যা ঈশ্বরস্য শাসনেনৈব সম্ভবতি॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, এমন কি বৃক্ষের পত্র স্পন্দনপর্য্যন্ত ঈশ্বরের অজ্ঞানিত নহে। শ্রুতি যথা,—"ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ তথাচ যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনশাখা শ্রুতি। এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গিনিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি তৃণবনস্পতয়ঃ বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥”

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মৃত্যু ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত জীব হিংসা করিতে সমর্থ নহে সুতরাং ঝড় বন্যা ও যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা যে মনুষ্যাদির মৃত্যু হয় তাহাও দেশ কাল ও গ্রহাদির গতিবশতঃ ঈশ্বরের শাসন দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

ভবদুল্লিখিতং সর্ব্বং ঈশ্বরাভিপ্রেতং। অন্যথাঽপ্রতিহতেচ্ছস্য তস্যেচ্ছয়ৈব সর্ব্বে জীবিতাঃ স্থাতুমর্হন্ত প্রচণ্ডবায়ুবন্যাদিকঞ্চ নিবর্ত্তেত॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

দুরদৃষ্টবশাৎ কস্মিংশ্চিৎ দেশে প্রচণ্ডবাতাদিনা বহুতরপ্রাণিনাং যদ্ধ্বানির্জ্জায়তে সা ঈশ্বরাভিপ্রেতা দৈশিকাদ্যুৎপাত জন্যা যুদ্ধবিগ্রহাদিনা প্রাণিনাং যদ্ধ্বানির্জ্জায়তে সাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতা অশুভকর্ম্মবশাৎ সত্যপ্যায়ুষি নৌদুর্গবর্ত্মযুদ্ধাপথসেবিত্যাদিনা প্রাণনাশঃ এতৎ প্রমাণং বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিরিত্যাদি স্মার্ত্তেন লিখিতং।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্ববিষয়েচ্ছাবতঃ বন্যাযুদ্ধাদি-দ্বারা লোকানাং মৃত্যুঃ পরমেশ্বরস্যাভিপ্রেতস্তস্য সর্ব্ববিষয়েচ্ছায়াঃ প্রমাণং পরতো লেখ্যমিতি॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরিক্ত বৃক্ষের পত্র স্পন্দন করিতে পারে না, হিংসা হওয়া দূরে থাকুক, জীবের উৎপত্তি ও নাশ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইতেছে, ভোগ থাকিতে মৃত্যু হয় না, হস্তির পদতলে পতিত হইয়া পিপীলিকাদি নষ্ট হয় না। মৃত্যুর সাধ্য নাই যে, প্রাণি নাশ করিতে পারে। পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মৃত্যু প্রাণিবর্গকে নষ্ট করে। যথা, (নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শর শতৈরপি। কুশাগ্রেনৈব সংস্পৃষ্ট প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥) (নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি) (ভীষাস্মাৎ বাতা পবতে ভীষোদয়তি সূর্য্যা ভীষাগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥)

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর কর্ম্মের ফলদাতা, কর্ম্মজন্য জীবের সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অদৃষ্টই মুল। যুক্তি, চিন্তা করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইতে হয়, তথাচ স্থির কিছুই হয় না; অনন্তদেবের কার্য্য বুঝিতে পারি না।

(২২) বড়খুল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তাহার ফলভোগ করিয়া কালের করাল-গ্রাসে পতিত হয়। ঈশ্বরের এ প্রকার কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাত-দোষে দূষিত হয়।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সময় সময় প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা এবং অতি বর্ষাদি দ্বারা জীবের যে অপকার হয় এ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ভিন্ন নহে। অত্র প্রমাণং। ভীষাস্মাৎ পবতে বাতো ভীষোদেতি সূর্য্য ভীষা অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতিঃ।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

যথা। অত্র বিষয়ে ঈশ্বরস্যাভিপ্রেতোঽস্তি তথাহি। পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং॥ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইতি অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং॥ ভাগবতে। ব্রহ্ম-সাপাপদেশেন কালেনামোঘ-বাঞ্ছিতঃ। সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্দেহমচিন্তয়ৎ ইত্যাদি। ব্রহ্মশাপ ছলেন কৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়ৈব স্বকুলং সংহৃত্যেত্যাদি স্বামিনাপ্যর্থ মুক্তং॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সময়ে সময়ে বায়ুঃ প্রচণ্ডোভবতি ক্ষিতৌ। বর্ষাপিলোকদৌর্ভাগ্যাত্ত একারণমীশ্বরং। প্রমাণং অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি ভগবদ্গীতা।
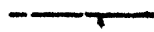
(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রবলতর বায্যাদ্যুপসর্গ জন্য প্রাণিনাশং প্রতি তত্তৎ কর্ম্মফলদাতৃ পরমেশ্বরেচ্ছা সহকারেণ তেষাং তত্তদ্দুর দৃষ্টমেব কারণ মিতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যথা চাবিকলবর্ত্ত্যাদি সত্ত্বে প্রচণ্ড বাতাদিনা দীপনাশস্তথা সত্যপ্যায়ুষি চ অশুভ কর্ম্মবশান্মৌ দুর্গ-বর্ত্ম যুদ্ধাপথ্য সেবিত্বাদিনা প্রাণনাশ ইতি মলমাস তত্ত্বীয়স্মার্ত্ত সন্দর্ভঃ বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয় ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনঞ্চ অর্থাৎ স্মার্ত্তসন্দর্ভোক্ত যুদ্ধা-পথ্য প্রভৃতিরেব প্রাণনাশং প্রতিহেতুরিতি দর্শনাৎ যুদ্ধকারণাদেব, উক্ত সন্দর্ভে আদিপদ দর্শনাৎ দুর্ভি-ক্ষাদেব চ, উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনেঽকালে প্রাণ সংক্ষয় ইতি শ্রুতেশ্চ বহুতর প্রাণহানির্জ্জায়তে নত্বীশ্বরাভি-প্রেতাৎ তথাত্বে সর্ব্বেষামেব মৃত্যুঃস্যাৎ ব্যক্তিভেদে ঈশ্বরাভিপ্রেতস্যা-সম্ভবাৎ তস্য সর্ব্বং প্রতিসম-ভাবাচ্চ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঝড় বন্যাদি দ্বারা যে বহুবিধ প্রাণিনাশ হয় সে পরমেশ্বরেরি অভিপ্রেত কারণ কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে এই বাক্য আছে যে ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভবসব্যসাচিন্ আমিই সকল নষ্ট করিয়াছি তুমি নিমিত্তমাত্র হও এবং যদ্যসংহৃতা দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলং ইত্যাদি বাক্যে এই যদুকুল স হার না করিয়া আমি যদি গন্তা হই তবে এই যদুকুল কর্ত্তৃক সকল জগৎ ধ্বংস হইবে এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে পরমেশ্বর এক এক উৎপাত সৃষ্টি করিয়া জগতের রক্ষা করেন ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঝড়, বন্যা, যুদ্ধ, অথবা দুর্ভিক্ষ বশতঃ এককালে যে বহুতর জীব জীবন বিসর্জ্জন করে উহা তাঁহার অভিমত বটে, এমন কি, উহা তিনি নিজেও করিয়া থাকেন, যথা " কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ। ভুবোঽবতারয়দ্ভারং যবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিং "॥ যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈর্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্। কৃত্বা নিমিত্ত মিতরেতরতঃ সমেতান্ হত্বা রিপুন্নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশ॥" একাদশ স্কন্ধ। পৃথিবী পাপভরে বিকলতা বশতঃ ব্রহ্মার শরণাগতা হইলে স্বয়ং ভগবান্ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বতঃ এবং পরতঃ সমর কৌশলে মানবরূপে জাত দানবগণকে যে বিনাশ করেন, উহা নানা পুরাণ, রামায়ণ ও আদিপর্ব্বাদিতে কথিত হইয়াছে। জ্যোতিষে গ্রহদিগের গতি বিশেষ ও ভূমি চলনাদি বশতঃ দুর্ভিক্ষাদি হওয়া নিরূপিত আছে, অথচ " গ্রহাদির শুভাশুভ ফলের কারণতা নাই কেবল লোকের সুকৃত ও দুষ্কৃত জাত ভাবিফলে সূচকতামাত্র " ইহাও কথিত শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সুতরাং পুণ্যের ফল সুখ ও পাপের ফল দুঃখ তাঁহার অভিমত বিষয়ে দুর্ভিক্ষাদি এবং তাহাতে প্রজানাশ ও তাঁহার অনুমত বলিতে হয়। সমানযুক্তি বশতঃ ঝড় ও বন্যাতেও উহা বলা যাইতে পারে শাস্ত্রানুসারে এরূপ প্রতিপাদিত হয়। পরন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতাচরণ বশতও তাদৃশ ঘটনা অনুভবাতীত নয়; কারণ, পূর্ব্বকালে এতাদৃশ সত্বর সত্বর দেশ বিপ্লব ঘটনা ইতিহাসাদিতে প্রকাশ নাই, সংপ্রতি, ক্রমেই উহার আধিক্য দেখা যায়; ইহার কারণ, এদেশে পুরাকালে (হিন্দু রাজত্ব সময়ে) বৈশ্য জাতীয়গণ (ইহাঁরা স্বয়ং বেদ শাস্ত্র পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিতেন এবং বিশেষ উচ্চশ্রেণী নিবিষ্ট) স্বয়ং কৃষি ও বাণিজ্য করিতেন বিধায় উভয়েরই উচিতরূপে উন্নতি হইত এখন দেশীয়গণের জীবন ধারণোপযোগী শস্যও উৎপাদিত না করিয়া স্বার্থপর নীচ জাতি কৃষকগণ অন্যান্য কৃষির আধিক্য করিতেছে ইহার পরেও বণিকেরা (মৃতের উপরে অসি চালনার ন্যায়) যদৃচ্ছা বশতঃ উহা দেশান্তরে প্রেরণ করে, কাযেই দুর্ভিক্ষও তদনুসারে বহুতর জীবহানি হইয়া থাকে।

আর, প্রায় অশেষদেশেই (হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত থাকায়) মৃত নরদেহ দাহ করা রীতি ছিল, এখন অধিকাংশই ভূমি ও জলসাৎ হইয়া থাকে তাহাতে (অনেক সুধীর বিবেচনায়) দূষিত বাষ্প নিঃসরণ হওয়ায় ওলাউঠা প্রভৃতি জন্য মারীভয় ঘটনা হয়, এইরূপ কোন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধ ঘটনাতেই ঝড় এবং বন্যার আধিক্যও অসম্ভাবিত নয়। যে হউক তাদৃশ অসঙ্গত কৃষি বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতাচরণ যখন ঈশ্বরের অভিমত নয়, তখন তদনুসারে জাত অনীহিত ফলও তাঁহার অনুমতই বটে। অতএব কথিত আছে যে " উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বর বুদ্ধয়ঃ "।

যিনি প্রলয়েরও কর্ত্তা, কলিরূপে নিজেই সংহারও করিবেন তাঁহার কতিপয় জীবন বিনাশ বিষয় অনু-যোগনে আপত্তি কি? "ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদাগৃহে। সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥" এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বচন ও উহা প্রতিপাদন করিতেছে।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর অবনীভার হরণার্থ স্বেচ্ছাকৃত নরাদি দেহ ধারণ করত স্বয়ং নিমিত্তরূপে অন্যান্য দ্বারা যেমন যদুকুল ও কুরুকুলাদি সংহার করাইয়া পাপিষ্ঠ অসুরাদির বিনাশ করিয়া ভারাক্রান্তা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন এক্ষণেও যুগধর্ম্মানুসারে ঝড় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ বিগ্রহ রোগাদি দ্বারা কোন কোন দেশ লয় অশেষ পাপাত্মা জীবগণের দুরদৃষ্ট বশত সংহার করাইয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভার অপহার করিতেছেন ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিবার কোন অযৌক্তিক ঘটনা হইতেছে না ইতি।

প্রমাণং যথা; কলৌপ্রবর্ত্ততেরোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়স্তথা অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয় ইতি কূর্ম্মপুরাণে॥ অনাবৃষ্টিভয়াৎ প্রায়ঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ। দুর্ভিক্ষমেব সততং রোগক্লেশ মনীশ্বরাঃ॥ প্রাপ্স্যন্ত্যব্যাহত সুখ প্রমাদামানবাঃ কলৌ ইতি বিষ্ণুপুরাণে॥ সর্ব্বেপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহাভবিষ্যন্তি ন কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতি বর্ষাণি জীবিষ্যতি অনবরতঞ্চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াত্যখিল এবৈষোজনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতীতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

ঝড়াদির কারণ অনুমান করিলে বোধ হয় যে ঝড় ও বন্যাদি স্বভাব সম্ভুত। আর জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর জন্মমরণাদি রূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন।

প্রমাণ যথা। যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভমিতি চ। ইতি ব্রহ্মসংহিতা।

অতএব অবগতি হইতেছে যে পরমশ্বরের অভিপ্রেত স্বভাব দ্বারা জীবগণের জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হয়; এক্ষণে যদি বিবেচনা করা যায় যে মৃত্যুঘটনে ঐ মারাত্মক স্বভাব অর্থাৎ ঝড়াদির প্রয়োজককে? তাহা হইলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, " কর্ম্মফল দাতা বিধাতা বিধাতা যদি মৃত্যু প্রভৃতিরূপ কর্ম্মফল প্রদান না করিতেন তবে কোন ব্যক্তি দৃঢ়তর রজ্জু হস্তে করিয়া পরম প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে নির্জ্জন স্থানে গমন করিত? কোন ব্যক্তি রজনীযোগে কলস হস্তে করিয়া গভীর জলাশয়ে গমন করিত? কোনব্যক্তি করাল করবালের ও খড়্গের বিষদিগ্ধ শায়ক সমূহের জলন্ত কামান বন্দুকের অগ্রে গমন করিত?

অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবগণ কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্মফল ভোগকরে আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই ঐ কর্ম্মফল কর্ম্মের ব্যবহিত পরক্ষণেই ভোগকরে না সময়ানুসারে তাহা ভোগকরে কর্ম্ম করিলে একটি অদৃষ্ট জন্মে। সময়ানুসারে ঐ অদৃষ্ট হেতু কর্ম্মফল ভোগ হয়।

যে স্থলের জীবগণ একরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবার কর্ম্মকরে তথাকার জীবগণকে পরমেশ্বর একরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহার মধ্যেও কর্ম্মের ভেদ অনুসারে কর্ম্মফলের প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়। যেন একই ঝড়ে

এক ব্যক্তি, মস্তক চূর্ণ হইয়া একবারেই মৃত এবং অপর ব্যক্তি ক্রমশঃ আঘাত প্রাপ্ত দ্বারা মৃত ইত্যাদি। উহার মধ্যেও অনেকানেক জীবের মৃত্যু হয় না, অথবা কেহ কেহ আঘাত পায় না তাহার কারণ এই যে ঐ সকল ব্যক্তি ঐ ঝড়াদিতে মৃতাদির ন্যায় দণ্ডিত হইবার কর্ম্ম করে নাই। অতএব বহুতর জীবগণ আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে ঝড় ও বন্যাদি দ্বারা একবারেই মৃতাদি হয়।

আরও বিচার্য্য এই জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই সর্ব্বপ্রাণিই বিনাশ কর প্রলয় উপস্থিত হয এবং তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

প্রমাণ। জন্ম সংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণঃ। হ্রাস-দর্শণতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং॥ ইতি কুসুমাঞ্জলি।

সম্প্রদাযস্য বেদাদি সম্প্রদাযস্য হ্রাসোঽনুমীযতাং কুতঃ জন্মাদের্হ্রাস দর্শনাৎ। প্রয়োগশ্চেত্যাদাবারভ্য এবঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডনাশে তদন্তর্গত প্রাণিণাং নাশ ইতি প্রলযাদি সিদ্ধিঃ ইতি ব্যাখ্যা।

অতএব বোধ হইতেছে যে জীবগণের কর্ম্মফলানুসারে প্রলয় হইতেছে। যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবগণের কর্ম্মফলে বৃহৎ প্রলয় হইল এবং তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তবে স্থান বিশেষের জীবগণের কর্ম্মফলে সেই স্থান বাসী জীবগণের বিনাশ হইয়া খণ্ড প্রলয় হইবে তাহাতে কোন বিচিত্রতা নাই ফলতঃ তাহাই বটে এবং তাহা অবশ্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

অন্যান্য যুগে ধর্ম্মের গ্লানি যে যে স্থানে হইত সেই সেই স্থানে ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করিতেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেন কিন্তু কলিকালে সেরূপ করে না অর্থাৎ ধর্ম্মস্থাপন করে না তাহাতে তাঁহার অন্য অভিপ্রায় আছে।

যথা। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং। পরিত্রাণায সাধূনাং বিনাশায চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ইতি ভগবদগীতা॥

ইহাতে বোধ হইতেছে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা অসুরাদির মৃত্যু কর্ম্মফল প্রদান করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কলিতে তদ্রূপ করে না। প্রমাণ যথা ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবযসি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মান্ মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং। ইতি ভাগবত॥

কলৌছন্নঃ তৎ ধর্ম্মস্থাপনং ন করোসি ইতি টীকা॥ কল্কি অবতারে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন না কিন্তু অধার্ম্মিক বিনাশ করিবেন তজ্জন্য ত্রিযুগ।

অতএব কেবল কলিতে বাত্যাদি ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা অধার্ম্মিক সমূহের দণ্ড করেন ত্রেতাদির অসুরেরা ঝড়াদিতে পরাভূত হইত না অতএব অবশ্যই তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত।

জীব-কর্ম্ম পরমেশ্বরের অধীনে থাকে এবং সময়ানুসারে ফল প্রদান করেন অতএব তাহা অবশ্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

প্রমাণ যথা। যস্যাধীনতয়া স্থিতানি সদসৎ কর্ম্মাণ্যপি প্রাণিনাং। ইতি নৈয়ায়িকাঃ॥

অতএব এককালে বাত্যাদি দ্বারা এক এক স্থানে বহুজীব মৃত হয় তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইতি।

---

(৩২) নড়ম্মা নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকর্ম্মসূত্রত্বাৎ জীবানাং হানির্জায়তে।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন সময়ে ঝড় বন্যা দ্বারা কোন কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয়, যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা অথবা দুর্ভিক্ষ দ্বারা বহুতর প্রাণির হানি হইয়া থাকে, ইহাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তবে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আয়ু থাকিতেও ঐ ঐ কারণ বশত প্রাণির হানি হয়, যথা তৈলবর্ত্তিকাসত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনির্ব্বাণ ইতি।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যুদ্ধবিগ্রহদুর্ভিক্ষপ্রবলবায়্বাদিভির্যাবহুতরপ্রাণহানির্জায়তে সা অতিলোভাপচারবশাদেব।

অত্র প্রমাণানি। অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিক্যাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ। নরাপচারান্নিয়তমুপসর্জ্জন্তি দেবতাঃ। তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভূতাংস্তাবদ্দিব্যনাভসভূমিজান্। অতএব ত্রিবিধা লোকে উৎপাতা দেবনির্ম্মিতাঃ। বিচরন্তি বিনাশায় রূপৈঃ সম্ভাবয়ন্তি চেতি গর্গসংহিতাবচনানি॥ ন পরমেশ্বরস্যাভিপ্রেতা। ঈশ্বরাভিপ্রেতত্বে তস্য বৈষম্যাপত্তেঃ ঈশ্বরস্য সমত্বাভিধানন্তু সমোহহং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদি ভগবদ্গীতায়ামুক্তং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন সময়ে ঝড় ও বন্যা দ্বারা কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহার কারণ এই যে, তত্তদ্দেশীয় প্রাণি সকলের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মজন্য দুরদৃষ্ট, কিন্তু তাহাতে পরমেশ্বরের প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব আছে; যেহেতু তিনি ফলদাতা। ইহার প্রমাণ গীতাতে। ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

আর যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বহুতর প্রাণি হানি হইয়া থাকে, তাহাও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মজন্য দুরদৃষ্ট। তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে। অগ্নের্যথা দারুবিযোগযোগয়োরদৃষ্টতোহন্যন্নিমিত্তমস্তি। এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ॥ একযুক্তি দর্শাইতেছি, নৌকা জলমগ্ন হইলে নৌকাস্থিত সমুদয় প্রাণি না মরিয়া কতক প্রাণি প্রাণ পায় তাহা অনেকে দৃষ্ট করিয়া থাকিবেন, এজন্য অদৃষ্ট কারণ তাহার সংশয় নাই।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ইহা ঈশ্বরাভিপ্রেত বটে, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছায় অদৃষ্ট সহকারে অহরহঃ প্রতিক্ষণে অসংখ্য প্রাণীর বিনাশোৎপত্তি হইতেছে। অতএব একদা তত্তৎ কারণাধীন বহুতর প্রাণ হানি ঈশ্বরাভিপ্রেত বটে, উক্ত ঝড়াদিও ঈশ্বরাভিপ্রেত অনভিপ্রেত বস্তু অলিক॥ এতৎ প্রমাণং কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ইতি মীমাংসকোক্তিঃ।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

কস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে খণ্ডপ্রলয়বৎ যুদ্ধবিগ্রহবন্যাদিনা বহুতর প্রাণিনাং যঃ প্রাণনাশো দৃশ্যতে সোপি পাপেনাল্পায়ুষাং প্রাণিনামেব ভবতি।

তথাচোক্তং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ। দৈবহীনং রিপুং জেতুং যায়াৎ দৈবান্বিতো নৃপঃ ইতি। তত্র দৈব শব্দেন দীর্ঘজীবনজনকং পৌর্ব্বদেহিকং পুণ্যবিশেষং তদ্ধীনং রিপুং জেতুং তাদৃশা দৃষ্টবক্তির্গন্তব্যমিতি বদতা পাপেনৈব প্রাণনাশাৎ পরাজয়ো ভবতীতি স্ফুটমুক্তং। অপিচ ধর্ম্মাদ্বিবর্দ্ধতে হ্যায়ুরাজ্যং পুত্র-সুখোদয়ঃ। অধর্ম্মাদ্ব্যাধিশোকাদি বিষুবায়নসন্নিধৌ॥ ইত্যাদি বচনাদপি অধর্ম্মমেব ক্লেশকারণমুক্তং। অপিচ। পাপাত্তাপাঃ মুদঃ পুণ্যাৎ প্রাণিনঃ স্যুরিতি শ্রুতিরিতি। তথাচ অধর্ম্মেণৈব দেশপ্রলয়দুর্ভি-ক্ষাদিনা প্রাণনাশ ইতি যদি তদা সুতরামেব তত্রেশ্বরাভিপ্রায়ো বর্ত্ততে। তথাচোক্তং মনুনা যথা কর্ম্ম-তপো যোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমমিতি॥

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

ঈশ্বরঃ দুর্ভিক্ষাদিভিঃ পাপিষ্ঠান্ শাশতি শিক্ষয়াচ যথা ঈশ্বরঃ রাবণাদিভিঃ স্বয়মেব যুযুধে।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ঝড় বন্যা দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা যে সকল প্রাণিহানি হইয়া থাকে তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাহার উদাহরণ মলমাস তত্ত্বে আছে। যথা বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ॥ বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈব অকালে প্রাণ-সংক্ষয়ঃ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে আয়ুষিসত্ত্বেপি নৃণাং প্রাণনাশো ভবতি।
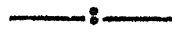
(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন সময়ে বড় ঝড় ও বন্যা দ্বারায় কোন কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয় যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারায় অথবা দুর্ভিক্ষ দ্বারায় বহুতর প্রাণহানি হইয়া থাকে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ জন্য হইয়া থাকে স্বভাবের দ্বারা এই সকল হইয়া থাকে ঈশ্বরের যে সকল অভিপ্রেত তাহা এককালীন সমুৎপন্ন হইয়াছে উহা অন্যথা হয় না অতএব সময়াধীন ঐ সকল হইয়া থাকে কি সামান্য ব্যক্তি সকল কথোপকথন কহিয়া থাকে যে ঈশ্বরের সেচ্ছা তাহা ভাল নহে। যথাকাল গলস্থোপিভেকো দংশানপেক্ষতে। এই সকল সময়ানুসারে হইয়া থাকে কিঞ্চ বায়ুর দ্রুততর গতি দ্বারা এবং জলের যে গতি শুভাশুভ কর্ম্ম ইতি।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি॥ যস্মিন্ পুনঃ সম্বি-শন্তি। ইত্যাদি অভ্রান্তরূপে প্রমাণী কৃত॥ শাস্ত্রের এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রকাশ যে এজগতের

স্থজন, পালন, সংহরণ, ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিনিয়ত হইতেছে। এমতস্থলে বাতাতপজলানলে অথবা মহা-মারি দুর্ভিক্ষাদিতে সময়ে সময়ে প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্ট পদার্থের যে বহুতর বিধ্বংস হয় তাহা ঈশ্বরাভি-প্রায়ের বহির্ভূত নহে॥ কিন্তু তাদৃশ হইলেও উক্ত বিনাশের প্রতি প্রাকৃতিক ঘটনাই সাক্ষাতহেতু। যেহেতুক ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাহা সাধিত হইত, তবে এই সৃষ্টির ক্রিয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারিণী হইত না, অতএব ঐ ঘটনাবৃন্দের মূলীভূত কারণ ঈশ্বর হইলেও প্রাকৃতিকী নিয়তিকেই ঐ সকল সাংঘাতিক ব্যা-পারের সাক্ষাৎ উৎপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়॥ যথা কোন ভূপাল তাঁহার কোন দেশ বিশেষকে বিনষ্ট করিবার বাঞ্ছা করিলে, তাঁহার কর্ম্মচারীগণ যেমন কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সেই রাজমনোরথ সফল করেন; তৎকালে তাহাদের কার্য্য কারণতাই ঐ দেশে নাশের প্রধানহেতু বলিয়া পরিগণিত হয়, অথচ বিশেষ বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহারা আজ্ঞাবহ ব্যক্তিমাত্র। মূলে নৃপতির অভিপ্রায় ঐ নাশের নিদান॥ তদ্বৎ ঈশ্বরেচ্ছা বলবান্ ও অলঙ্ঘ্যহেতু হইলেও এচরাচরে প্রকৃতীয় বিধান দ্বারাই কৃৎস্ন ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দেখুন গ্রহ বিশেষের যে গতি শক্তি দ্বারা বাতাতপ বৃদ্ধি হইয়া প্রাণি সংঘের সংহার ঘটায়। রাজাদিগের যে তামসিক ও রাজসিক প্রবৃত্তি এবং লোভ দ্বারা সমরাদি সংঘটিত হইয়া বহুল প্রাণী কালকবলে পতিত হয়। সেই শক্তি ও তমসাদি গুণকে, কে প্রদান করিয়া-ছেন, যদি ঈশ্বর প্রদান করিয়া থাকেন তবে তিনি ঐ রজস্তমোগুণের ও গ্রহাদির গতি দ্বারা যে অনিষ্ট সম্ভাবিত হইবে তাহা অবশ্য জানিতেন এবং এজগতের বিনাশার্থ গ্রহাদি যে উপকরণ স্বরূপ হইবে, তাহাও অনবগত নহেন॥ অতএব বস্তুর স্বভাব উক্ত উপদ্রবের সাক্ষাৎ এবং ঈশ্বরাভিপ্রায় মূল কারণ এই সিদ্ধান্ত॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন সময়ে ঝড় বন্যা দ্বারা কোন কোন দেশ লয় প্রাপ্ত হয় যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা দুর্ভিক্ষ দ্বারা বহুতর প্রাণহানি হইয়া এই সকল পরমেশ্বরের অভিপ্রেত।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যদা যদৈব যুদ্ধ দুর্ভিক্ষাতিবাতজলপ্লাবনাদিরূপৈরুৎপাতৈর্ব্বহবঃ প্রাণিনোনিহতাভবন্তি তথা দেশাদি-ক্ষয়ল্লয়মেতি, তৎপ্রাণিনাং প্রারব্ধ কর্ম্মাবশ্যম্ভাবিত্বসম্পাদনার্থং লোকক্ষয়কারিণো কালরূপস্য জগদী-শ্বরস্যেচ্ছয়ৈবেতি প্রাহুর্দুরদর্শিনঃ।

অত্র প্রমাণং। "কালোঽস্মীলোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধোলোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"। ইত্যাদি গীতৈ-কাদশাধ্যায় শ্লোকনিচয়োদ্রষ্টব্যঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে চ। "হন্তিবাযৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমং জনার্দ্দনস্য তৎরৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ। বিষ্ণুপুরাণে ১ অং ২২ অ ৩৮ শ্লোক। এতেন ক্বচিৎ কস্যাপি বস্তুনোসংহারেপীশ্বরকর্ত্তৃত্বং প্রদর্শিতং॥

পদ্মপুরাণে চ। "মহাভূতপতিঃ পঞ্চকৃত্বা ভূতানি ভূতকৃৎ জগৎসংহরণার্থায় কুরুতেবৈশসং মহৎ"। ভূত্বা সূর্য্যশ্চক্ষুষীচাদদানো ভূত্বাবায়ুঃ প্রাণিনাং প্রাণজালং ভূত্বা বহ্নির্নির্দহন্ সর্ব্বলোকান্ ভূত্বা মেঘোভূয়

উগ্রোহভাবর্ষৎ ইত্যাদি শ্লোকনিচয়ো যদ্যপি প্রলয় সংহার পরস্তথাপি দুর্ভিক্ষাদিরূপে খণ্ড প্রলয়ে বাহুল্য প্রাবল্যদর্শনাৎ তথা পূর্ব্বোক্তগীতাবিষ্ণুপুরাণবচনৈশ্চ এতৎ শ্লোকানামেকবাক্যতয়া চ দুর্ভিক্ষাদিরূপঃ খণ্ড প্রলয় ঈশ্বরেণ স্বেচ্ছয়া স্বকৃত-লোক-প্রারব্ধ কর্ম্মাবশ্যম্ভাবিত্ব সাধনার্থং সম্পাদ্যতে। অতো দুর্ভিক্ষাদিনাহৎ প্রাণিনিগ্রহোভবতিতদীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি সিদ্ধং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

দুরদৃষ্টবশাৎ কস্মিংশ্চিদ্দেশে প্রচণ্ডবাতাদিনা বহুতর-প্রাণিনাং যদ্ধানির্জ্জায়তে সা ঈশ্বরাভিপ্রেতা-দৈশিকাত্তু ৎপাতজন্যাৎ যুদ্ধ বিগ্রহাদিনা প্রাণিনাং যদ্ধানির্জ্জায়তে সাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতা অশুভকর্ম্মবশাৎ সত্যেপ্যায়ুষিনৌদ্ধ গর্বত্মযুদ্ধাপথ্যসেবিত্যাদিনা প্রাণনাশ এতৎ প্রমাণং। বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিরিত্যাদি স্মার্ত্তেণ লিখিতং॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য॥

ঈশ্বর অশরীরী অতএব অভিপ্রেত হইতে পারে না॥ ৯॥

---

[১০] প্রশ্ন। প্রথম সৃষ্টি সময়ে পরমেশ্বর একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টির পরে যে সকল বিপরীত ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে ইহা কি পরমেশ্বরের কৃত অথবা স্বভাব সম্ভূত?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর যে কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার বিপরীত ঘটনা হইতে পারে না যাহা কিছু অন্য প্রকার দেখা যাইতেছে তাহা ঈশ্বরেরই কৃত বলিতে হইবে।

যথা মনুপ্রথমাধ্যায় ২৮ শ্লোকে। যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যাযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমান পুনঃ পুনঃ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা যে জাতিকে যাদৃশ কর্ম্মে প্রথমসৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকে হরিণ-মারণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বারম্বার সৃষ্ট হইয়াও স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে সেই ২ কর্ম্মই আচরণ করিতে লাগিল।

---

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তরানুসারে এ সকলই ঈশ্বর কৃত। পরন্তু কারণ, আমরাও নিজে কোন কর্ম্ম করিয়া পুনরায় অভিপ্রায়ান্তর বশত তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি এটী লৌকিক, তাঁহার অলৌকিক কার্য্য পরম্পরাও আমাদিগের লৌকিকবৎ অনুসন্ধান করা উচিত।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

এতৎ প্রশ্নোক্তবৈপরিত্যং কালকৃতমিতি জ্ঞায়তে। কালাম্মতিবিপর্য্যাসঃ কালাদ্ধর্ম্মস্য সংক্ষয়ঃ। কালাৎ স্মৃতি বিঘাতশ্চ কালরূপী জনার্দ্দন ইতি।

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

পরমেশ্বর প্রথমে যে নিয়মে প্রকৃতিকে কার্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি করিতেছেন, প্রকৃতি সেই নিয়মেই সৃষ্ট্যাদি করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃতি সম্ভূত জগতের বিচিত্রতা সত্ত্বেও বিশৃ-ঙ্খলতা নাই, সুতরাং বিপরীত ঘটনা কিছুই ঘটে না। পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, এক আমি বহু হইয়া বিষয় ভোগ করিব, অমনি প্রকৃতি উপাধি কল্পনা দ্বারা বহুতর সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমার উপস্থিত আত্মা বিবিধ কর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হউক, তৎক্ষণাৎ পাপ পুণ্য সৃষ্ট হইয়া জীবকে উর্দ্ধাধো বিচিত্র গতি প্রাপ্ত করাইল। ইহাতে পাপেরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরমেশ্বরকে পাপী বলা যায় না। কেন না, পাপ পুণ্যের সত্তা যদি প্রকৃত থাকিত এবং ঈশ্বরের পর যদি কেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে পাপ পুণ্যে বাধিত করিলে ঈশ্বরের জ্ঞানকৃত পাপ হইত। জীবও ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে পাপ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে, নিজ কৃত পাপ পুণ্যের ভোগ আপনাকেই করিতে হইবে। নতুবা পুণ্যের বেলা আমি করি, আর পাপের বেলা পরমেশ্বর, ইহা কখনই হইতে পারে না, জিহ্বা যদি দন্তকে দংশন করে, সে কাহার দোষ? অতএব জীবের যত দিন স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিবে, ততদিন তাহাকে পাপ পুণ্য উভয়ই ভুগিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত আত্মাভিমান শূন্য হইলে পাপ পুণ্য থাকিবে না। যথা ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে। মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্ট সন্দেহবৃত্তী॥ শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং। নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কোবিধিঃ কোনি-ষেধঃ ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

সৃষ্টানন্তরং যা ঘটনাঽভূৎভবতি ভবিষ্যতি সাপীশ্বরসাধ্যা এতদ্বিষয়ে বহু প্রমাণমস্তি।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টি সময়ে যে এক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা অভঙ্গুর, তবে যে বিপরীত ঘটনা

দৃষ্ট হইতেছে তাহা আমাদিগের নিকট প্রতীয়মানমাত্র বস্তুতঃ নহে কাদাচিৎ কোপন্নমাত্রকে অদ্ভুত বলিয়া থাকে কাল দেশ দ্রব্যাদি কাদাচিৎকোর কারণ।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

সৃষ্টি পূর্ব্বাপরীভূতয়ৎ স্রষ্টুাপকরণং তৎসর্ব্বমীশ্বরাভিপ্রেতং। রাহুকেত্বোর্গ্রহত্যাদিকং॥ সৃষ্টিশক্তের্নিত্যত্বাৎ। কালস্বভাবাৎ দ্রব্যগুণস্বভাবাৎ গুণবৈষম্যাচ্চ কিয়দপি স্বভাবসম্পান্নং॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

দশম প্রশ্নোত্তর সপ্তম প্রশ্নোত্তরবৎ।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ত্রৈকালিক নিখিলনিয়মকর্ত্রা পরমেশ্বরেণ প্রথম সৃষ্টিসময়ে যদযন্নিয়মিতং তৎপরস্মিংশ্চ যদযদ্দৃশ্যতে তদপি তন্নিয়ম এব যতঃ কালত্রয়াবচ্ছিন্ন স্থাবরজঙ্গমাত্মকং সর্ব্বং তদ্ভিন্নং নাস্তি।

প্রমাণং। দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবত্তবিষ্যৎ স্থাণুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকং বা। বিনা চ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূত ইতি দশমস্কন্ধ ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়॥ মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ইতি শ্রীভগবদ্গীতা। যে দিব্যা যে চ ভৌমা জলগগনচরাঃ স্থাবরা যেহত্র বিশ্বে সেন্দ্রাঃ সার্কাঃ সচন্দ্রা যম বসু বরুণাঃ সাগ্নয়ঃ সর্ব্বপালাঃ। ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তা দ্বিজগণসহিতা মূর্ত্তিমন্তোহমূর্ত্তাস্তে সর্ব্বে মৎপ্রসূতা বহুবিবিধগুণাঃ পূরণার্থং পৃথিব্যা ইত্যাদি বামনপুরাণং ৮৫ অধ্যায়॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্ট্যাদৌ ঈশ্বরেণ যদবধারিতং নিয়মাদিকং তদন্যথাকর্ত্তুং কালঃ প্রকৃতিরন্যো বা কোপি ন ক্ষমস্তে, সর্ব্বস্যৈব ঈশ্বরাধীনত্বাৎ। সতি চ তথাত্বে ঈশ্বরস্যাসর্ব্বজ্ঞতাপত্তেঃ প্রতিহতবীর্য্যত্বাপত্তেশ্চ॥ প্রকৃতেরধীনত্বং যথা মনুঃ মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদ ইতি। বৃত্তৌজাঃ বৃত্তমপ্রতিহতমুচ্যতে অতএব বৃত্তিসর্গতায়নেষুক্রম ইত্যত্র বৃত্তিরপ্রতীঘাত ইতি ব্যাখ্যাতং জয়াদিত্যেন॥ তমোনুদঃ প্রকৃতিঃ প্রেরকঃ তদুক্তং ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং ইতি কুল্লূকভট্টঃ। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতিঃ। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতস্তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতিঃ। যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ॥ বর্ষতীন্দ্রোদহত্যগ্নির্ম্মৃত্যুর্ধাবতি জন্তুষিতি শ্রীভাগবতে। সর্ব্বে যামীশাধীনত্বং, যথা, দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ॥ যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে। কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং প্রধান পুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃদিতি সপ্তমে। যোয়ং কালস্তস্য তে ব্যক্তবন্ধোশ্চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বমিতি দশমে॥ সৃজামিতন্নিযুক্তোহং হরোহরতি

তদ্বশ ইত্যাদি চ ॥ দ্বিতীয়ে সসুরাসুরগন্ধর্বং সযক্ষোরগরাক্ষসং। জগদ্বশে বর্ত্ততীদং ইতি মহাভারতে ইতি ॥ অত ঈশ্বরবিপরীতমভূতমভবদভবিষ্যচ্চ ॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবাৎ বিপরীত ঘটনা ভবতি। যথা কৃতে চতুষ্পাদ্ধর্ম্ম আসীৎ ত্রেতায়াং ত্রিপাদঃ দ্বাপরে চ দ্বি-পাদঃ কলাবেকপাদঃ ॥ এবং রীত্যা ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি তথা কালস্বভাবাৎ নিয়মস্য বৈপরীত্যং ভবতি ॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়মের বিপরীত ঘটনা হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাও পরমেশ্বরের নিয়মের অন্তর্গত। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এইরূপ যে, যে নিয়ম এক্ষণ অবধারিত হইল. উত্তরোত্তর কালবিশেষ বশত তাহার বৈপরীত্য ঘটনা হইবে।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা তাঁহার " মায়া " বা " স্বভাব " শক্তি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহার বিপরীত ঘটনা অসম্ভব। যাহা কিছু ঘটুক তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম বা অস্বাভাবিক নহে। তাহার মূলে অনাদি অপরিবর্ত্তনীয় ঐশী শক্তি বিরাজিত আছেই। যদি সহস্র পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি তাহারো অভ্যন্তরে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অবস্থিতি করে। ষড়ঋতুর পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তনীয়, সেইরূপ কালে কালে ভূতগণের যেমন যেমন স্বকৃত কর্ম্ম নিষ্পন্ন স্বভাব বা প্রকৃতি ফলমুখী হয়, ঐ সকল শুভাশুভ ঘটনা সেই স্বভাবাধীন তেমনি তেমনি দেখা দিতে থাকে। সমস্তই কর্ম্মের ফল। তাহাই অদৃষ্ট—তাহাই স্বভাব—তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর। (এ উত্তরের প্রমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরে আছে।)

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টিসময়ে পরমেশ্বরেণ ব্রাহ্মণস্য অধ্যাপনাদি ক্ষত্রিয়স্য প্রজাপালনাদি বৈশ্যস্য পশুরক্ষণাদি শূদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষাস্বরূপো যো নিয়মো বিহিতঃ তথা অন্যোঽপি যো নিয়মো বিহিতঃ ইদনীন্তন ব্রাহ্মণৈঃ দাসবৃত্ত্যাদি কর্ম্মভিঃ শূদ্রাদিভিশ্চ বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মভিশ্চ তস্য নিয়মস্য অতিক্রমঃ স্বভাবসম্ভূতঃ। স্বদৃশং চেষ্টতে কর্ম্ম প্রকৃতেজ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। প্রকৃতিঃ প্রাগ্ জন্ম কৃতধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানেচ্ছাদিজন্যসংস্কারঃ বর্ত্তমানজন্মনাভিব্যক্তঃ। স্বস্যাঃ স্বকীয়াযাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং অনুরূপং এব সর্ব্বোজন্তু জ্ঞানবানপি গুণ-দোষং জানন্নপি চেষ্টতে কিং মূর্খঃ তস্মাৎ ভূতানি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে পুরুষার্থভ্রংশহেতুভূতামপি তত্র মমবা রাজ্ঞো বা নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি রাগোৎ-কটোন দুরিতন্নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্নোতি ইত্যর্থঃ মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বাপি দুর্ব্বাসনাপ্রাবল্যাৎ পাপেষু প্রবর্ত্তমানাঃ ন মচ্ছাসনাতিক্রমদোষাদ্ বিভ্যতীত্যর্থঃ ইতি মধুসূদন সরস্বতী কৃত ভগবদ্গীতার্থদর্শনাৎ।

পরমেশ্বরস্তু স্ব স্ব স্বভাবানুরূপেণৈব কর্ম্মকরণে বুদ্ধিং প্রেরয়তি। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য-ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ইতি বচনাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশসৃষ্টবস্তূনাং কিমপি, বৈপরীত্যং ন লক্ষ্যতে। সৃষ্ট্যাদাবীশ্বরেণ যথা নিয়ন্ত্রিতং সাম্প্রতং তথৈব বর্ত্ততে কিঞ্চিদপি বৈপরীত্যং নাস্তি। শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতেঃ সৃষ্ট্যাদৌ যথা পুরুষাণাং পরমায়ুরাসীৎ সাম্প্রতমেব তথা। পরন্তু, মানবানাং মনসি যৎ বৈপরীত্যং উপলভ্যতে তদপি শাস্ত্রসিদ্ধমেব যথা বেদান্তে হৃষ্যত্যেকোমণিং লব্ধ্বা ক্রুধ্যত্যন্যোহ্যলাভতঃ। পশ্যত্যন্য উদাসীনো ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি। ইত্যাদিনা ঈশসৃষ্টৈকবিধবস্তুনি পুরুষবুদ্ধিপ্রভেদাৎ বিবিধবৈপরীত্যং প্রতিপন্নং।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের সৃষ্টবস্তু-মধ্যে বিপরীত কিছুই দৃষ্ট হয় না, সৃষ্টিকালে তিনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অদ্যাপি তদ্রূপ আছে, বিপরীত হয় নাই, তবে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ তারতম্য মাত্র বিবেচিত হয়। "শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে পুরুষের পরমায়ু সৃষ্টিপ্রারম্ভে যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই আছে, আর জীবের মনে যাহা বিপরীত বোধ হয়, তাহাও শাস্ত্রসিদ্ধ। যথা বেদান্তে—"হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ। পশ্যত্যন্য উদাসীন ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশ্বরসৃষ্ট একবিধ বস্তুতে পুরুষবুদ্ধি প্রভেদে নানাবিধ বিপরীত ঘটনা হয়।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্য একৈবভূতভব্যভবদ্বস্তুবিষয়িণী সমূহালম্বনাত্মিকেচ্ছা তয়া তেষাং স্বেস্বে কালে উৎপাদনাৎ তদিচ্ছয়ৈব সর্ব্বং ভবতি অত উক্তং সহস্রনামস্তবে ভূতভব্যভবৎ প্রভুরিতি॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রকৃতিবিরুদ্ধং ঈশ্বরকৃতমেব লোভাসত্যাদ্যাচরণাৎ এতৎ প্রমাণং অদ্ভুত সাগরে প্রকৃতি বিরুদ্ধমাপদঃ প্রাক্ প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তীতি। দ্বিতীয় প্রমাণং গর্গ সংহিতা বার্হস্পত্যয়োঃ অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিকাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ। নবাপচারান্নিয়তমপরজ্যন্তি দেবতাঃ তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভুতাং স্তাবদ্দিব্যনাভসভূমিজান্॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সহজতোজাতং বিপরীতত্বেন জাতং বা যদুৎপন্নং তত্র সর্ব্বত্র পরমেশ্বরস্য কৃতিরস্তি সৃষ্টেরনাদিত্বঞ্চ পরতোবাক্তং ভবিষ্যতি পরমেশ্বর কৃতিশূন্যং বস্তুনীকং পরমেশ্বর কৃতীচ্ছাজ্ঞান বিষয়তাশূন্যত্বমলীকলক্ষণমিতি।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরের সৃষ্টি যে প্রকার পূর্ব্বে ছিল এখন সেই প্রকার আছে। বিপরীতের মধ্যে জীবের মানসিক সৃষ্টি বন্ধের কারণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, ঈশ্বর নির্ম্মিত মাংসময়ী স্ত্রী এক পুরুষবুদ্ধি কর্ত্তৃক নানাবিধ, যথা। এক স্ত্রী কাহার ও কন্যা, কাহার ও ভগ্নি, কাহার ও ভার্য্যা ইত্যাদিরূপে বিভক্ত আছে, ইহা জীবের সৃষ্টি। যথা। (কাচিৎ মাংসময়ী যোষীৎ কাচিদন্যা মনোময়ী মাংসময়্যাঃভেদেপি ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী) (হৃষতোকোমণিং লব্ধা ক্রুধ্যত্যনোঽহলাভতঃ পশ্যত্যত্র বিরক্তোঽহি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ইত্যাদি ॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

যাহা পরমেশ্বরের শক্তি তাহাই স্বভাব, সুতরাং স্বভাব সম্ভূত কার্য্য কলাপ ঈশ্বরেরই কৃত বলিতে হইবে। যুক্তি। কাল পরিবর্ত্তন সহ, অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে সত্য, কিন্তু মূলের অন্যথা কোথাও দেখা যায় না।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীব সকলের সৃষ্টি কালে তাঁহার নিমেষাদি বৎসরান্তে যে কালের উৎপত্তি হয়, সেই কাল বিভাগমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিরূপে প্রতীয়মান আছেন ; সেই কালেতে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা কালভেদে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে যখন পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম ও ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তখন যে সকল বিপরীত ঘটনা হইতেছে ও হইবে ; তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বটে।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাই জগতে হইতেছে, যে কিছু বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে সে সকলি তাঁহার সৃষ্টিকালের নিয়ম ভিন্ন নহে। অত্র প্রমাণং। কারংকারমলৌকিকাদ্ভুতময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্ হারং হারমপীন্দ্রজালমিব য়ঃ কুর্ব্বন্ জগৎক্রীড়তি ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেরনন্তরং যা বিপরীত ঘটনা জায়তে সা ঈশ্বরেণ ন কৃতা। কিন্ত্বেষা বিপরীত ঘটনা জীবানাং কর্ম্ম ফলাসতী ভবতি যতঃ কর্ম্মণস্ত্রিবিধং ফলং ভবতি ॥ এতচ্চ গীতয়ামপ্যুক্তং। তথাহি। অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ॥ ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ ইতি।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জগৎকর্ত্তুর্জ্জগন্মধ্যে যদ্ব্যতিক্রমমীক্ষতে। সর্ব্বং তজ্জগদীশস্য নিয়মান্ন স্বভাবতঃ ॥ প্রমাণ। যচ্চ কিঞ্চিৎ

কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিংস্তুয়সে তদা ইতি চণ্ডী নিমিত্তমাত্রং তত্রাসী-ন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লোহবদিতি শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোকশ্চ।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্য নিয়মসংখ্যা বিশিষ্য কেনাপি ন লিখিতা কিন্তু সূক্ষ্মানুসন্ধায়িনা কেন কেন কশ্চিৎ কশ্চিৎ নিয়মোনির্দ্দিষ্টঃ তন্নিয়মস্য বিপরীত ঘটনা ন জাতা অপি তু বিশেষাদৃষ্টেন বিশেষ ঘটনা জাতা সাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতা ইতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ পরং বিপরীত ঘটনা যা দৃশ্যতে সা কলেঃ স্বভাবাৎ অর্থাৎ ব্রাহ্মণা বেদপারগা ইতি শাস্ত্রমেব ব্রাহ্মণস্য পক্ষে ব্রাহ্মণাস্তু পুরা বেদাদিকমাচরন্তিস্ম অধুনা তদ্বৈপরীত্যং বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে, এবমাদ্যাঃ বিবিধ ঘটনা জায়ন্তে জনিষ্যন্তে চ।

অত্র প্রমাণং এবং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং যত্তাদৃশং ফলং ন দৃশ্যতে তৎকলেঃ স্বভাবাৎ তদাহ বিষ্ণুপুরাণং। যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং। তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥ প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাং। তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ॥ মৎস্য পুরাণং যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ। কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ অহঙ্কার গৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে ইতি তিথিতত্ত্বীয় স্মার্ত্তসন্দর্ভঃ।

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বে যেরূপ নিয়ম ছিল এক্ষণে তার বিপরীত ঘটনা হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাও পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, কারণ পুরাণে ভবিষ্য বৃত্তান্তে এই সকল লিখিত আছে যে, বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে। এবং দস্যু প্রায়েষু রাজসু প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকলে শূদ্রাচারী হইবে রাজা সকল দস্যু প্রায় হইবে বন্ধুগণের স্নেহ থাকিবে না।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

০ ০ ০

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর সৃষ্টি সময়ে একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কিন্তু, তাহার যদিও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাচ সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার অন্যথা ঘটনা কদাচ ঘটিতে পারে না, তবে যে বৈপরীত্য ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে ও হইয়াছে সে কেবল ঐশ্বরী জগন্মোহিনী

মায়ারূপ অঞ্জনে আমাদের নয়নেন্দ্রিয় অবলেপিত বশত ঈশ্বর কৃত নিয়মের সূক্ষ্ম কৌশল কিছুমাত্র বোধ না হইয়া নিয়মের বৈপরীত্য ঘটনামাত্র প্রতীতি হইতেছে ইতি।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

এই জগন্মণ্ডলে পরমেশ্বর নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানবীয় শুক্রশোণিত সম্পাতে যথা নিয়মে মনুষ্যের জন্ম হয়। কখন কখন দেখা যায় যে, সেইরূপ শুক্রশোণিতের সম্পাত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য না জন্মিয়া বৃশ্চিক সর্পাদিবৎ পদার্থের উৎপত্তি হইল, ইহা পরমেশ্বরের কৃত নহে, স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন। এস্থলে বায়ু আদির প্রকোপ-হেতু ঐরূপ বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি হয়।

প্রমাণ যথা। মাতাপিত্রোরনাচারাৎ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ। বাতাদীনাং প্রকোপেন গর্ব্ভো বিকৃতিমাপ্নুয়াৎ॥ সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডা নানাবিকৃতয়শ্চ যাঃ। গর্ব্ভাস্তেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশং॥ বাতলৈশ্চ ভবেদ্গর্ব্ভঃ কুব্জান্ধজড়বামনঃ॥ ইতি বৈদ্যকং।

বাতাদির প্রকোপ দ্বারা যে বিকার হইল, তাহা পরমেশ্বরের কৃত নহে, তাহাকে স্বভাব-সম্পন্ন বলিতে হইবে।

আর বীজ, মৃত্তিকা, জল, উত্তাপ ইত্যাদির নিয়মিত শক্তিসাহর্য্য দ্বারা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঐসকল পদার্থের কোন একটীর অভাব বা আধিক্য হইলে তাহার উৎপত্তি হয় না। যেমন জলাধিক্য হইলে পচিয়া যায় এবং তাপাধিক্যে শুষ্ক হইয়া বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করে, ঐ শক্তির নাশকরণ তাপাদি দ্বারা হইতেছে, অতএব ঐ বিপরীত ঘটনা স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন হইল। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সৃষ্টির পরে যে সকল বিপরীত ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা পরমেশ্বরের কৃত নহে, স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মসূত্রত্বাৎ কর্ম্মাধীন স্বভাবঃ স্বভাবাদেবমভবৎ।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমসৃষ্টিসময়ে যাহা করিয়াছেন, তাহার বিপরীত কিছুমাত্র দেখা যায় না, তবে অদ্ভুত বলিয়া যে সকল কহে, ইহা পরমেশ্বরের সৃষ্ট ইহা পুরুষের অদৃষ্টানুসারে ঘটে।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং। তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥ যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ। কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ॥ বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥ ইত্যাভ্যাং বচনাভ্যাং বান্ধবাদীনাং স্নেহ-

ক্ষীণত্বকথনে বিপ্রস্য শূদ্রসমাচারত্বাদিকথনে চ ইদানীং যা বিপরীত ঘটনা দৃশ্যতে সা কলেঃ স্বভাবাদেব ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টি সময়ে একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কল্পক্ষয়ে ভূতসকল পরমেশ্বরের শক্তি যে প্রকৃতি তাহাতে লয় হয়, কল্পাদির আরম্ভে প্রকৃতির বশহেতু অর্থাৎ প্রাচীনকর্ম্ম নিমিত্ত বারম্বার বিশেষরূপে স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া সৃষ্টি করান্ ইহাতে পরমেশ্বরের পরম্পরারূপে কর্ত্তৃত্ব আছে, এই কারণে প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রমাণ গীতাতে। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ইহা পরমেশ্বরের কৃত। অদৃষ্টসহকারে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সামগ্রীবৈপরীত্যহেতুক বিপরীত ঘটনা হয়, যথা গো, মনুষ্য ইত্যাদি জীবসকল গর্ভস্থ বায়ুর বিপরীত গতি দ্বারা শুক্র শোণিত পিণ্ডের অনিয়মত চালন ও সংমীলনহেতুক হীনাঙ্গ ও প্রবৃদ্ধাঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয়। ঐ বিপরীত ঘটনা স্বাভাবিকী হইতে পারে না ॥ ঈশ্বরমায়াবিচিত্রকৃতিহেতুক তত্তদদৃষ্টবশত সকল সম্পন্ন হয়।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

প্রথমং সৃষ্টিকালে যাদৃঙ্নিয়মো দর্শিতস্তদনন্তরং তদ্বিপরীতদর্শনেপি তত্র জগৎকর্ত্তুরভিপ্রায়ো বর্ত্তত এব আদিমধ্যাদিকালসহকারেণ তথৈব নিয়নিতত্বাৎ অতএব দৃষ্টঞ্চ লোকেপি বাল্যকালে কাককোকিলয়ো র্ময়ূরকুক্কুটয়োশ্চ একরূপত্বং অনন্তরং যৌবনকাল আগতে সৃষ্টিকৌশল্যাৎ বিভিন্নাবয়বত্বাৎ পৃথগ্ব্যক্তিত্বেন পরিজ্ঞায়তে ॥ তথাচ শ্রীহর্ষবাক্যং যথা দিশা ধাবতি বেধসঃস্পৃহা তৃণেন বাত্যেব তয়ানুগম্যতে ॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

স্বভাব কৃতেহপি স্বভাবপ্রবর্ত্তকস্য কর্ত্তৃত্বং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টিসমকালীন একরূপ নিয়মবদ্ধ ছিল, কিন্তু সৃষ্টির পর যে সকল বিপরীত ঘটনা দেখা যায়, তাহা পরমেশ্বরের কৃত নহে, সকলি ঋতুর স্বভাবে হয়। তাহা মলমাসতত্ত্বে উদাহরণ আছে যথা। বাসন্তীনে ঋতৌ বজ্রাদ্যুল্কাপাতঃ সম্ভবতি কিন্তু গ্রৈষ্মে ঋতৌ তদ্বৈপরীত্যং কথং স্যাৎ ॥ অতঃ সর্ব্বং কালবশাৎ ঘটতে অপিচ তিথিতত্ত্বে অন্যৎ প্রমাণমস্তি। যথা, যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণো তেপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ ॥ পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ জাতিরা শাস্ত্রানুসারি নিয়ম দ্বারা কালাতি-

পাত করিত, এক্ষণে তাহার বিপরীত ঘটনা হইতেছে, এই সমস্ত পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে কালক্রমে ঘটিতেছে, অপর প্রমাণ তিথিতত্ত্বে দেখা যাইতেছে। যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং। তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে পরমেশ্বর এক একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কিন্তু, সৃষ্টির পরে যে সকল বিপরীত ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে ইহা পরমেশ্বরের কৃত নহে; স্বভাব সম্ভূত; কারণ কদলীত্বক্ নির্ম্মিত দ্রোণীতে দ্রোণ উদ্ভব, মৎস্যোদরে মৎস্যগন্ধা উদ্ভবা, কুম্ভে অগোস্ত মুনি উদ্ভব এতেষাং এইরূপ প্রকার বিপরীত ঘটনা কি পরমেশ্বর করিয়াছেন নহি, এহারা স্বভাব সম্ভূতা, এই সকল বিপরীত ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে, কোন কোন দেশে বিকৃতাকার অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি বিকৃতাকার উৎপন্ন হইতেছে উহাও স্বভাব সম্ভূত, পরমেশ্বর কৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা কস্মিন্নপিকালে ন ভবতি ইতি যুক্তিসিদ্ধং।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মক প্রপঞ্চ জগতের স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে যে যে স্বভাবমূলক নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদনুসারে অবিকল কার্য্য চলিতেছে, তাহার বৈপরীত্য কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। সৃষ্টির পর খণ্ডপ্রলয়, উল্কাপাত, বজ্রপতন, ভূমিকম্প, অতিবাত, অতিবৃষ্টি, অবগ্রহ, মহামারি ইত্যাদি যাহা হইতে বহুল অমাঙ্গলিক ঘটনার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই আমরা বিপরীত ব্যাপার বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ অসাধারণ-হেতুক তাহা জীবের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন ঘটক হইলেও অপ্রাকৃতিক নহে অর্থাৎ সংসারীয় কোন ঘটনা স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সমর্থবতী নহে। জ্যোতিশ্চক্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতিদূরবর্ত্তী স্বর্গস্থ গ্রহনক্ষত্রগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণ দ্বারা এ মহীমণ্ডলের অশেষ শুভাশুভ সংঘটন হইয়া থাকে। ইহাদের গতি বিধি সর্ব্বদা পৃথিবী হইতে সমদূরে নির্ব্বাহিত হয় না। ইহারা স্ব স্ব কক্ষার দূরতা বা সন্নিকর্ষ বশতঃ যৎকালে ভূর্লোকের দূর বা নিকটবর্ত্তী হয়, তৎকালে তাহাদের আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিহেতুক কখনও শুভফল কখন বা বিপদ্পাত হইয়া থাকে, আর কোন সময়ে তাহাদের কাহারও একপাদ কাহার বা পূর্ণদৃষ্টি ঘটিলে ফলের ন্যূনাতিশয্য ঘটনা হয়; সমুদ্রাদির জল ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া যে দেশাদি প্লাবিত করিতেছে এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে প্রবাহিত হওন দ্বারা যে অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে, কখন কখন অত্যাধিক বৃষ্টি বর্ষণ ও পর্ব্বত-প্রস্রবণ হইতে অজস্র বারিপাত হইয়া যে দেশ বিশেষকে উচ্ছিন্ন করিতেছে, তাহা সমুদয়ই গ্রহাদির নৈসর্গিকগুণে হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্য সমসূত্রগত হইলে জোয়ার বৃদ্ধি হওয়ার বিষয় আমরা সুন্দর অবগত আছি, আর যার ঐ দুই গ্রহ অপর দূরবর্ত্তী শনৈশ্চর বা শুক্র কিম্বা বৃহস্পতি গ্রহের সহিত কখনও এক সূত্রে উপর্য্যধোভাবাপন্ন হইলে জোয়ার অপেক্ষা গুরুতর জলপ্লাবন হওয়ার বিচিত্রতা কি আছে? সূর্য্যের তেজ প্রখরতর হইলে বায়ু লঘু হইয়া স্থানান্তরিত হয়, তৎকালে অন্য স্থানের বায়ু ঐ শূন্য স্থানে

বেগে আগমন করিতে থাকে ; মেঘাদি বেগে গমন করিলে তদ্রূপ একস্থানের বায়ু অপসারিত হওয়ায় অপর স্থানের বাতশূন্য স্থানে অধিকার করে, এবম্প্রকারে ঝড় ঘটিয়া উঠে। পুনঃ রৌদ্র ও অগ্নির দ্বারা পৃথিবীস্থ রস ও জল আকৃষ্ট হইয়া গগনমণ্ডলে মেঘরূপে পরিণত হয়, পরে বায়ুর ধারণাশক্তির অতিক্রান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই রস বা অম্বু অন্তরীক্ষ হইতে অবনীতে পতিত হইয়া থাকে। এতদ্রূপে এ জগতের যাবতীয় ইষ্টানিষ্ট কার্য্য ভূতগ্রামের নৈসর্গিক শক্তি দ্বারা সাধিত হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতিধর্ম্মের প্রযোজক পরমেশ্বর। অগ্নিকে দাহিকাশক্তি ও জলের অগ্নি নির্ব্বাপণী ক্ষমতা তিনি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং যাহা হইতে যাহা হইবেক তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। অতএব পরমেশ্বর প্রকৃতির নিয়ন্তা, আর প্রকৃতি এই সাংসারিক ঘটনা সকলের সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রী ইহাই সিদ্ধান্ত॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে পরমেশ্বর একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টির পরে যে সকল বিপরীত ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে, সে সকল পরমেশ্বরের কৃত, স্বভাবসিদ্ধ নহে।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

“ঈশানো ভূতভব্যস্যেত্যাদি কঠোপনিষদ্বচনেন এব কর্ত্তাবিকর্ত্তাচেতি বিষ্ণুপুরাণবচনেন তথা তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাস্তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তীত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদ্বচনে জন্ * ধাতোর্ব্বর্ত্তমান তিঙ্ প্রত্যয় প্রয়োগেন চ নিত্যসর্গেঽপীশ্বরকর্তৃত্বসূচনাৎ সৃষ্টেরনন্তরং যৎ কিঞ্চিদাশ্চর্য্যমনাশ্চর্য্যং প্রাকৃতং বিপরীতম্বা ঘটতে তৎ সর্ব্বমেব পরমেশ্বরকর্ত্তৃকং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ যস্য কর্ত্তা ন পরমেশ্বরঃ। বৈদান্তিকা অপি হিরণ্যগর্ভসৃষ্টৌ সূক্ষ্মরূপেণ পরমেশ্বরনির্ম্মিতমেতৎ সর্ব্বং কিন্তু, কালেন তৎ স্ফুটীকরণং প্রকৃত্যা চ তৎ সম্বর্দ্ধনং ক্রিয়তে ন তু কালস্য প্রকৃতের্ব্বা তৎসৃষ্টৌ কর্ত্তৃত্বমস্তীত্যামনন্তি॥ অত্র প্রমাণং পঞ্চদশ্যাং। আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি। সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানি বহ্বৃচঃ॥ ইত্যাদি বচনেন সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমৃতে পরমেশ্বরং নান্যৎ কিঞ্চিদাসীৎ ততস্তেনৈব সৃষ্টমিদং সমস্তজগদিতি সুনিশ্চিতং॥ যথাণ্ডান্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি। ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্॥ বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতং॥ ইতি পঞ্চদশী। ইত্যাদি বচনানাং মদুক্ত সূক্ষ্মসৃষ্টিপ্রকরণেন সহৈকবাক্যতায়াং কৃতায়ামেতল্লভ্যতে যৎ ভগবতা সর্গস্থিত্যন্তকারিণা পরমেশ্বরেণ সৃষ্টপূর্ব্বমিদং সব্যাপারং সচরাচরং সমস্তং সূক্ষ্মরূপং জগৎ ততস্তচ্ছক্ত্যৈব পঞ্চীকরণতঃ “তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ” সুতরাং সূক্ষ্মসৃষ্টেরনন্তরং স্থূলসৃষ্টেরদ্যতনীয় ঘটনাস্তং যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ বিপরীতমভূৎ ভবতি ভবিষ্যতি বা তৎ সর্ব্বমেব জগদীশ্বরশক্ত্যা॥ তথাচ পঞ্চদশ্যাং। “ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ। দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ॥” ইত্যলং।

---

* জগদ ব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ব্যাক্রিয়তেঽধুনা দৃশ্যাভ্যাং নামরূপভ্যাং বিরাডাদিষু তে স্ফুটাঃ।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রকৃতিবিরুদ্ধং ঈশ্বরকৃতমেব লোভাসত্তাদ্যাচরণাৎ এতৎ প্রমাণং অদ্ভুতসাগরে প্রকৃতিবিরুদ্ধাপদঃ প্রাক্প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তীতি ॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নিরাকার পুরুষ ও নিরাকার প্রকৃতি মিলিত হইয়া স্বভাব দ্বারা ইত্যাদি ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে। (১০)

[১১] প্রশ্ন। স্থূল স্থূল বিষয় ঈশ্বরের কৃত, কিন্তু স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উৎপন্ন হয়, ইহাও ঈশ্বরের কৃত কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় হইতেছে, ইহা ঈশ্বরের কৃত নয়। তাড়িৎবার্ত্তাবহ যন্ত্র, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ্। ইহাতে যে যে বস্তু আছে এবং সেই সেই বস্তুর যে যে গুণ এ সমুদয় ঈশ্বর কৃত, কিন্তু তাহাদের পরস্পর মিশ্রণাদির প্রকার মনুষ্য-বুদ্ধি দ্বারা কৃত। ইত্যাদি বহুতর নিদর্শন আছে।

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তম ও নবম প্রশ্নোত্তরানুসারে ইহাও ঈশ্বর কৃত সন্দেহ নাই।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব তত্তৎ স্থূল বিষয়েভ্যঃ তত্তৎ সূক্ষ্ম বিষয়া উৎপদ্যন্তে তত্তৎ স্থূলবিষয়েষু তত্তৎ সূক্ষ্ম বিষয়োৎপাদিকা শক্তিরীশ্বরেণৈব নিহিতা ইতি ভাবঃ।

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

লোকতঃ শাস্ত্রতঃ দৃষ্ট হইতেছে, স্থূল বিষয় হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিষয় হইতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বিষয়োৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন স্থূল দেহ হইতে স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম চৈতন্য হইতে সূক্ষ্ম জীব চৈতন্য, সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ জন্য স্থূল দেহ উৎপন্ন হই-তেছে, কিন্তু স্থূলভূতাদি হইতে জীব চৈতন্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যমতাবলম্বীরা

বলেন, সর্ব্বত্র সাজাত্য-প্রযুক্ত কার্য্যকারণভাব হয়। অতএব "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মচৈতন্য, স্থূলজড়ময় জগতের কারণ হইতে পারে না। বেদান্তবাদীরা উত্তর দেন, এমতে ব্যভিচার আছে। যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখলোমাদি ও অচেতন গোময়-পিণ্ড হইতে চেতন কীট জন্মিতেছে। সাংখ্য পুনরুত্তর করেন, আমার মতে ব্যভিচার নাই; কেন না চেতন পুরুষের অচেতন শরীর হইতে অচেতন নখলোমাদি জন্মে এবং অচেতন গোময়পিণ্ড হইতে কীটের অচেতন শরীর উৎপন্ন হয়, পুনর্ব্বার বেদান্তবাদী বলেন, যদি অচেতন শরীর হইতে নখলোমাদি জন্মে, মৃতদেহে জন্মে না কেন? অতএব চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন হইতে অচেতন উৎপত্তি, ইহা আমার অসম্মত নহে। নৈয়ায়িক বৈশেষিক বেদান্তমতে দোষ দিয়া বলেন, সর্ব্বত্র কারণগুণ কার্য্যে অনুস্যূত হয়, অতএব পরমাণুই জড় জগতের কারণ, ব্রহ্ম কারণ নহেন। যদি ব্রহ্ম কারণ হইতেন, সমস্ত জগৎ চেতন-ময় হইত, কিন্তু তাহা অনুভব বিরুদ্ধ। বেদান্তী বলেন, কারণ গুণ কার্য্যে বর্ত্তে ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু যাবৎ ধর্ম্মানুবৃত্তি হয় না। তোমরাও কোন কার্য্যে, কারণের সমস্ত ধর্ম্ম দেখাইতে পারিবে না। বরঞ্চ চেতন হইতে জড়াদির উৎপত্তির প্রমাণ আছে। শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদালোচনা শ্রুত হইতেছে, আলোচনা চেতনধর্ম্ম। অচেতন পরমাণু প্রভৃতির জগদালোচনা সম্ভবে না। অতএব, সচেতন ঈশ্বরই জগৎ কারণ। ইত্যাদি বিচার দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলোৎপত্তি শাস্ত্র সিদ্ধ ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

স্থূল স্থূল বিষয়াৎ যৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরোৎপন্নং তদীশ্বরকৃতং নচাত্র সন্দেহঃ।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় উৎপত্তির নিয়ম প্রবর্ত্তকমাত্র পরমেশ্বর, ফলতঃ জীব সাক্ষাৎ কর্ত্তা যথা ভূমি হইতে ঘট নির্ম্মাণে কুলালই কর্ত্তা।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয়েভ্যোযোযো বিষয়ঃ সূক্ষ্মরূপেণ সম্পদ্যতে স স ব্যবহারার্থো লোককৃতঃ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

একাদশ প্রশ্নোত্তর সপ্তম প্রশ্নোত্তরবৎ।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলবিষয়াদপীদানীন্তনকারুকৌশল্যাদিনা যদ্যৎ সূক্ষ্মবস্ত্রাদিকমুৎপদ্যতে। তত্তগবৎসৃষ্টবস্তুনা তদন্ত শক্ত্যা তৎসৃষ্টকর্ত্তৃতৈব ভবতি ন তু তদ্ভিন্ন বস্তুনা॥ যতস্তদ্বিনা ত্রিজগতি দৃশ্যাদৃশ্যং কিঞ্চিন্নাস্তি। অতো যস্মাদ্ধেতো র্যস্মিন্নধিকরণে যেনকরণেন যৎ সম্প্রদানকং যঃ কর্ত্তা যমকরোৎ করোতি করিষ্যতি বা

তৎ সর্ব্বমেব পরমেশ্বরকৃতং। তদন্যদস্তু কীদৃক্ কুতঃ কেনবোদ্ভূতং কস্মাৎ দেশাদায়াস্ততীত্যাকাশ-কুসুমবন্ধ্যাসমিহ ইতি॥

প্রমাণং। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি সদসচ্চাহমর্জ্জুন ইতি সৎ স্থূলং দৃশ্যং অসৎ সূক্ষ্মমদৃশ্যমেতৎ সর্ব্বমহমেবেতি সটীক ভগবদ্গীতা তস্যাং স্বামিকৃতশ্লোকো যথা, তেনৈব দত্তয়া শক্ত্যা গীতার্থবিবৃতিঃ কৃতা। স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধব ইতি। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতেতি ভগবদ্গীতা॥ সর্ব্বমূর্ত্তিধরস্যৈতে বপুর্ব্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। যান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা ক্বচিৎ। সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুরিতি বিষ্ণুপুরাণং ২২ অং। মমানুরূপৈর্ব্বহুধা নভস্থলং পাতালমম্ভোনিচয়ং দিবঞ্চ। দিশঃ সমস্তাগিরয়োঽম্বুদাশ্চ ব্যাপ্তা ভরদ্বাজমমানুরূপৈঃ॥ ইতি বামনপুরাণং ৮৫ অং।

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল সূক্ষ্মোভয়বিধমেতৎ সর্ব্বমেব ঈশ্বর কৃতং সর্ব্বস্যৈব ঈশ্বরাধীনপ্রকৃতিপুরুষকৃতত্ত্বাৎ। প্রমাণং শ্রীভাগবতে একাদশে অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলোযোযোভাবঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥ সর্ব্বোহ্যুভয়সংযুক্তাঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ইতি। তত্রৈব প্রকৃতির্যস্যোপাদান মাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালোব্রহ্ম-তত্ত্রিতয়ং ত্বহমিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিভিঃ প্রকৃতেঃ শক্তিরূপত্বাৎ পুরুষকালয়োরবস্থারূপত্বাৎ ইতি। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ইতি গীতাসু॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম বিষয়ে ঈশ্বর কৃতত্বমস্তি। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-মিতি মন্যতে॥ ইতি ভগবদ্গীতায়ামুক্তং। ঈশ্বরগুণ এব প্রকৃতিপদবাচ্যঃ এবং স্বভাব বৈচিত্র্যাচ্চ স্থূলা দপি সূক্ষ্মং ভবতি॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর স্থূল স্থূল বিষয় দ্বারা পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন, সেই স্থূল হইতে যে নানাবিধ বস্তু রচিত হইতেছে তাহা ঈশ্বরের কৃত নহে কিন্তু, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি কৌশল দ্বারা বিবিধ সূক্ষ্ম বস্তু কল্পিত হইয়া থাকে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল সূক্ষ্ম সকলই ঈশ্বরের কৃত। "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং"॥ তবে অবান্তর জনকত্ব অনেক থাকিতে পারে কিন্তু, মূলে সকলই ঈশ্বরের সৃষ্টি। শাস্ত্রানুসারে সূক্ষ্ম সৃষ্টিই প্রথম। স্থূল প্রথম নহে, সূক্ষ্মের পরিণাম স্থূল। লয়কালে আবার স্থূল সৃষ্টি সূক্ষ্মত্ব লাভ করিবে॥ যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভাবে লয় হইবে। বেদান্তসারে "এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে" এই সকল

অপঞ্চীকৃত তন্মাত্র পঞ্চবায়ু সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হয়। আবার লয়-কালে অধ্যারোপন্যায়ে উহারই বিপরীতক্রম অনুসরণ করে। মূলে সকলই ঈশ্বরের কৃত॥ আজ কাল জল উত্তপ্ত পূর্ব্বক বাষ্প উৎপন্ন করিয়া তাহার শক্তি দ্বারা রথ পোতাদি চালিত হইতেছে, অঙ্গার হইতে গ্যাস্ বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নগর আলোময় হইতেছে। ধাতুযোগে কৃত্রিম বিদ্যুৎ প্রস্তুত পূর্ব্বক এক মাসের পথে এক মিনিটে সমাচার যাইতেছে। জল হইতে বাষ্প, অঙ্গার হইতে গ্যাস্— ধাতু সঙ্কর হইতে বিদ্যুৎ— এই সকল স্থূল স্থূল বিষয় হইতে— এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের উৎপত্তি নর বুদ্ধি দ্বারা হইলেও নর তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কেবল প্রকাশক, ব্যবহারক ও প্রয়োগকারকমাত্র॥ শাস্ত্রে বলেন সকলই প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ছিল, এখন স্থূল হইয়াছে। আবার সূক্ষ্ম হওয়া লয়ের প্রণালীমাত্র॥ যে জল হইতে বাষ্প করা যাইতেছে, উহা আদিতে বাষ্পময় ছিল, তাহার পূর্ব্বে উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি-ময় ছিল, তাহার পূর্ব্বে বায়ু ছিল, তাহার পূর্ব্বে উহা সূক্ষ্ম আকাশমাত্র অবস্থায় ছিল, তাহার পূর্ব্বে অব্যক্ত শক্তিমাত্র ছিল। ঐ শক্তি বিবিধ গুণের আধার॥ তিনি বিকশিত হইয়াই নানাদিক্ দিয়া নানা রূপ হইয়াছেন। আবার সকল রূপ ঘুচিয়া গিয়া তিনিই অসীম সূক্ষ্মভাবে থাকিবেন। শাস্ত্রীয় এই সিদ্ধান্ত গৌণমাত্র, কিন্তু ঐ শক্তির প্রেরয়িতা যে ঈশ্বর, সুতরাং সকলই ঈশ্বর কৃত ইহাই শাস্ত্রের মুখ্য মীমাংসা। আজ্ কাল যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে ইংরাজি যুক্তি সঙ্গত না হইলে কেহ কোন সিদ্ধা-ন্তকে যুক্তি সিদ্ধ বলে না, এজন্য নিবেদন করি যে বিশেষ চিন্তা করিলে ঐ সৃষ্টি প্রলয়ের ক্রম ইংরাজি দর্শন সমূহের সহিত ঐক্য হইবে। অথচ তদ্দ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের বিরোধ হইবে না।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলবস্তুসদ্ভূতসূক্ষ্মবস্ত্বপি পরমেশ্বরেণ কৃতম্। সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ম্ ইত্যাদি মনুবাক্যেন সর্ব্বজগতঃ সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধেন কার্য্যত্বাৎ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশসৃষ্টত্বেন জীবসৃষ্টত্বেন চ দ্বিবিধা সৃষ্টিরিতি সপ্তান্ন ব্রাহ্মণে নির্ণীতং তথাচ ভূতসৃষ্টকার্পাসাদি স্থূল-সৃষ্টিরীশবিহিতা সূত্রাদিনা নির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্রাদি জীবকৃতঃ অতঃ স্থূলভূতাদিকং ঈশসৃষ্টং সূক্ষ্মভৌতিকা-দিকং জীবসৃষ্টমিতি॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

বেদে সপ্তান্ন ব্রাহ্মণে ঈশ্বরসৃষ্ট ও জীবসৃষ্ট বলিয়া দুই প্রকার সৃষ্টি লিখিত আছে, যথা, ভূতসৃষ্টির মধ্যে কার্পাস প্রভৃতি স্থূলসৃষ্টি ঈশ্বরকৃত সূত্রাদি নির্ম্মাণ দ্বারা সূক্ষ্মবস্ত্রাদি যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই জীবকৃত, অতএব স্থূলভূতাদি ঈশ্বরসৃষ্ট, সূক্ষ্মভৌতিকাদি জীবসৃষ্ট।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরঃ প্রথমং স্থূলং স্থূলং বস্তু নির্ম্মায় সূক্ষ্মমপি বস্তুন্যেন নির্ম্মাপয়তি তত্রাপি ভগবদভিপ্রেতত্ত্বং প্রযোজকত্বেন কর্ত্তৃত্বঞ্চাস্তি। যথা জলপ্রণাল্যা স্বকৃত ক্ষুদ্রবিবরমধ্যে মৎস্যানাং পতনং জলপ্রণালীকর্ত্তুরভিপ্রেতং ন ভবতি কিং॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অপঞ্চী সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ স্থূলভূতানি সূক্ষ্মশরীরাণি চ সপ্তদশলিঙ্গাত্মকানি এতেষাং জননে পরম্পরয়া ঈশ্বরকারণত্বমস্ত্যেব যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা ইতি শ্রুতেঃ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মপদার্থে যদি পরমেশ্বরস্য কৃতির্নাস্তি তদা তদপ্যলীকং স্যাৎ পূর্ব্বোক্তযুক্তেঃ।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েরই কারণ ঈশ্বর, ঈশ্বর প্রথম আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি করিয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতকে স্থূল করিতে পঞ্চীকরণ করিয়াছেন। পঞ্চীকরণ ভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্ব্বর্গ প্রাণির সৃষ্টি করিয়াছেন, পশ্চাৎ প্রাণিদিগের শক্তিগ্রহের নিমিত্ত প্রযোজ্য প্রযোজক দুই রূপ ধারণ করিয়া যাবৎ পদার্থের শক্তিগ্রহ করাইলেন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উপদেশ দ্বারা জীবেরা জীবসৃষ্টি করিয়াছেন। ইক্ষুদণ্ড হইতে নানাবিধ মিষ্টান্নের সৃষ্টি হইতেছে। বেদে লিখিত আছে পরমেশ্বর এক প্রকার সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অগ্নিযুক্ত স্থূল কাষ্ঠে আঘাত করিলে নানা বিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়,। যথা, " বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়তে অক্ষরতস্তথা। বিবুধাশ্চিজ্জড়াভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকী শ্রুতিঃ॥" ইত্যাদি।

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

দশম প্রশ্নের ন্যায়।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ইহা ঈশ্বরের কৃত নয়, গন্ধর্ব্ববাদী দিগের বুদ্ধিকৌশলে নানাবিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় উৎপন্ন হইতেছে।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর যে গুণকর্ম্মের সহিত জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহাতে নানাবিধ স্থূল সূক্ষ্ম সময় সময় যে সকল গুণকর্ম্মের সৃষ্টি দেখা যাইতেছে, সে সকল ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব দ্বারায়। অত্র প্রমাণং। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যাদি ভগবদ্গীতা॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলবিষয়াৎ স্থূলঃ সূক্ষ্ম বিষয়োদ্ভবতি স ঈশ্বরেণ ন কৃতঃ কিন্তু জীবেনাপি তথাহি। ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা। জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারোজীবকল্পিত ইতি চিত্রদীপে উক্তং॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টিকালে জগৎ স্রষ্টা গুণ কর্ম্মাদিভিঃ সহ। জগৎ সৃষ্টং যতস্তস্মাৎ স্থূল সূক্ষ্মাদিকং ততঃ। প্রমাণং। অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি ভগবদ্গীতা॥
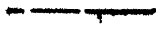
(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল বস্তুনোয়ৎ সূক্ষ্মোৎপন্নং সূক্ষ্মাদপি যৎস্থূলোৎপন্নং তদপ্যদৃষ্ট সহকারেণ ঈশ্বরাভিপ্রেতমিতি। প্রমাণং। তেষান্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্নামপ্যমিতৌজসাং। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥ যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাঃ তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণ ইতি মনুবচনং॥
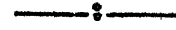
(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ পঞ্চভূতানি নির্ম্মায় পঞ্চীকরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমকরোৎ সুতরাং তদন্তর্গত স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বা যাবন্তস্তুনি সন্তি তাবৎ পঞ্চভূতনির্ম্মিত বস্তুনি সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা ঈশ্বর কৃতান্যেব অত্র প্রমাণং তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য ভোগ্যায়তনজন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকং দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥ তৈরণ্ডস্তত্র ভুবন ভোগ্য ভোগাশ্রয়োদ্ভব ইতি পঞ্চদশীকারিকাদ্বয়ং॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল বিষয় ঈশ্বরের কৃত স্থূল হইতে যে সূক্ষ্ম বিষয় সকল উৎপন্ন হয় তাহা ঈশ্বরের কৃত নয় এরূপ বিনিগমনা কিছুই নাই জগদন্তর্গত স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয় সকলেরি ঈশ্বর কর্ত্তা। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয় কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই, ঈশ্বরের যাহাতে ইচ্ছা নাই সে বিষয়ও উৎপন্ন হয় না।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় ঈশ্বরের কৃত, তাহা হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল হয় উহা তাঁহার কৃত নয়। যথা প্রধান জীব মানবগণের সূক্ষ্মতম বুদ্ধি বৃত্তিও স্বাধীন ক্রিয়া শক্তি দান করিয়া তিনি সদসৎ পথ বিবেচনা নিমিত্ত বেদ দ্বারা নিয়মাবলী সৎকার্য্যের ফল পুরস্কার ও অসৎ কার্য্যের ফল শাস্তি বিধান করিয়াছেন, মনুষ্যগণ আপন আপন অভিলাষানুসারে সৎপথাবলম্বনে উন্নতি ও অসৎপথে বিচরণ বশতঃ অবনতি লাভ করিতেছে, উহাও ঈশ্বরের কৃত বলিলে তাঁহার অপক্ষপাতিতা থাকে না, কাযেই কাহারও স্বর্গ, কাহারও নরক, দানবকুলের বিনাশ, দেবতাগণের পালনাদি ঈশ্বরের অনুচিত হইতে পারে এবং সুবর্ণ

রজত, তাম্র প্রভৃতি খনিজ ধাতু তাঁহার কৃত, রাসায়নিক যোগ বশতঃ জনিত কাঁসা পিত্তল, কৃত্রিমচুম্বকাদি ও স্বর্ণাদি উপাদানে যে সমুদয় আভরণাদি, বা ঔষধ ও চুম্বক দ্বারা দিঙ্নির্ণয় যন্ত্র এবং বাষ্পযোগে ব্যোমযানাদি হয়, উহাও তাঁহার সাক্ষাৎ প্রণীত কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সকলের যে সমষ্টি তাহাকে স্থূল বলা যায়, সেই স্থূল স্থূল বিষয় যদ্যপি ঈশ্বর কৃত হইতেছে তবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকলই জগদীশ্বরের কৃত হইবার কোন অসম্ভাবিত হইতেছে না, এহেতু। স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইতে যে স্থূল স্থূল বিষয় উৎপন্ন হয় তাহার প্রতি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থাকার কোন সন্দেহ রহিতেছে না ইতি।

প্রমাণং যথা, তেষামবয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাং। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে যন্মূর্ত্ত্যবয়বা সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীর মিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ইতি মনুবচনং।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর

স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উৎপন্ন হয় ইহাও ঈশ্বরের কৃত। বেদান্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; আকাশ বায়াদি হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়াদির সত্তা উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা আকাশ বায়াদি হইতে সূক্ষ্ম যথা;

তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎ পবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥ সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চকং। শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥ ইতি পঞ্চদশী।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবাদ্ধেতোরভবৎ।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইতেছে অর্থাৎ স্থূল বিষয় মৃত্তিকাদি তাহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যে ঘটাদি হইতেছে ইহাও পরমেশ্বরের কৃত অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ঈশ্বর নিয়োক্তা। যথা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায় প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলা ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলাৎ যৎ সূক্ষ্মং জায়তে তৎপরমেশ্বরকৃতমেব। যদা স দেবোজাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি ইতি মনুবচনেন পরমেশ্বরস্য নিদ্রা জাগরণাবস্থায়াঃ প্রলয়োৎপত্ত্যোর ভিধানত্বেন স্থূলাৎ সূক্ষ্মং পরমেশ্বরকৃতমিতি প্রতীতেঃ।

প্রলয়কালে জগতঃ সূক্ষ্মরূপেণাবস্থিতিস্তু আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবি-

জ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ইতি মনুবচনাৎ তদ্বেদন্তর্হ্যব্যাকৃত আসীৎ ইতি শ্রুতেঃ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি শ্রুতেশ্চাবগন্তব্যা ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণ তর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উৎপন্ন হয় তাহাও পরমেশ্বরের কৃত, পঞ্চভূত হইতে ইন্দ্রিয় সকল যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ভূত হইতে সূক্ষ্ম তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞায় হইয়াছে। প্রমাণ পঞ্চদশীতে। তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া বিয়ৎপবনতেজোঽম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে। সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদিন্দ্রিয় পঞ্চকং শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনাঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে তত্ত্ববিবেকে।

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ইহাও ঈশ্বরের কৃত। যেহেতুক ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা ॥ এতৎ প্রমাণ শ্রুতিঃ। অথ সর্ব্বস্য কর্ত্তা ইত্যাদি যদিচ শ্রুতি ঘটক সর্ব্বপদস্য সংকোচঃ সংকোচে মানাভাবঃ ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টিং বিস্তিতীর্ষুণা জগদীশেন আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিরিত্যেবং বিস্তারাভিলাষিণী স্থূলাৎ সূক্ষ্মোদ্ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণৈব স্থূলং নির্ম্মিতং তথাচ যদ্যৎ সূক্ষ্মাদিকং দৃষ্টং তৎসর্ব্বমেবেশ্বরকৃতমিতি মন্তব্যং ॥

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

সূক্ষ্ম বিষয়াঃ স্বয়মেব সম্পাদ্যন্তে।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় সকল ঈশ্বরের কৃত বলিয়া অপরাপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল পরম্পরা সম্বন্ধে ঈশ্বরের কৃত হইতেছে। যথা সাংখ্যমতং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ॥ পুরুষ আত্মা পঞ্চতন্মাত্রাশ্চ রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ। প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রা ইতি সৃষ্টিক্রমঃ ॥ অপিচ ঈশ্বরেণ কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে। ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণং আর পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে জ্ঞান ক্রিয়া ও স্বাভাবিকী ক্রিয়া উক্ত করাতে তাঁহার করার অবশেষ থাকিতেছে না ॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় ঈশ্বরের কৃত স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় উৎপন্ন হয় ইহাও ঈশ্বরের কৃত স্থূল স্থূল বিষয়েষু ঘট বৃক্ষ বায্বাদিষু যে যে সূক্ষ্ম বিষয় সকল রূপ রস স্পর্শাদি উৎপন্ন হয় তাহা

পরমেশ্বরের কৃত, কারণ চক্ষুঃ সংযুক্ত সমবায়াধীন রূপের প্রত্যক্ষ হয় এবং রসনা সংযুক্তাধীন মধুর অম্লাদি রসের প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক্‌সংযুক্তাধীন বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় এই সকল বিষয়ে যে যে ইন্দ্রিয়ের স্বসংযুক্তাদি সম্বন্ধাধীন যে যে সত্তা প্রত্যেকে আছেন তাহা সত্তানুমানের জনক পরমেশ্বর অতএব উৎপন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল পরমেশ্বরের কৃত।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে পদার্থ তাহার নাম বিষয়। ঈশ্বর কৃত ইন্দ্রিয়ার্থ স্থূল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সূক্ষ্ম বিষয় তাহা তিনি স্বয়ং করেন না। বিষয়াদির পরিগ্রহ জন্য তিনি জীবকে ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক নিজে দেহীরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। স্থূল বিষয় হইতে যে নানাবিধ সূক্ষ্ম বিষয়োদ্ভাবন হইতেছে সে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির পরিচালনার ফল। দৃষ্ট হইতেছে যে, আমরা বিজ্ঞান দ্বারা লৌহ কাচ রৌপ্যাদি স্থূল বস্তু হইতে ঘটিকা যন্ত্র এবং রেশমাদি দ্রব্য হইতে বিদ্যুতাগ্নি নিঃসারিত করত তদ্দ্বারা বহুতর কল কৌশলাদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ভূত করিতেছি, এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের আবিষ্কার ঈশ্বর হইতে হইতেছে না। তিনি কেবল স্থূল উপকরণ সৃষ্টি করত তাহাতে নানাপ্রকার গুণ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ঐ গুণ সকল আবিষ্করণোপযোগী ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞান শক্তি মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্থূল পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে। তাহা ঈশ্বর কৃত হইলে স্থূলপদার্থের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থও এককালীন প্রকাশ পাইত তাহা লোক বুদ্ধি ও যত্নের অপেক্ষা করিত না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কি মনুষ্য প্রভৃতির অবোধ্য কিছু থাকিত না, আর বালক, যুবক, বৃদ্ধ লোকের মধ্যে কোন বৈষয়িক বুদ্ধির যে তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে তাহাও রহিত না। অতএব উক্ত সূক্ষ্ম বস্তুচয় স্বভাব ধর্ম্মে যৎকালীন স্বতঃ প্রকাশ পায় না॥ যুগ সহস্রেও যখন মনুষ্যের উদ্যোগ ব্যতীত ধাতু দ্রব্য ও রেশম ইত্যাদি হইতে তাড়িত গুণ কিম্বা ঘটি যন্ত্র কি অন্য কৌশলাদি আপনা হইতে বিকশিত হইতেছে না, তৎকালীন ইহাই মীমাংসা যে সূক্ষ্ম বিষয় বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সাধ্য, ঈশ্বর কৃত নহে। যথা খনিস্থ স্বর্ণ প্রথমতঃ প্রাকৃতাবস্থায় অতি স্থূল থাকে, পরে লৌকিক যত্নে তাহা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অলঙ্কারাদি আবিষ্কৃত হয়। তদ্বৎ অপর স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ের সৃষ্টি। ইহা কেবল জীবাধিষ্ঠিত পাঞ্চভৌতিক শরীর বিশিষ্ট লোকের বিদ্যাসাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরিচালনা যত বিস্তীর্ণ হইবে, সূক্ষ্ম বিষয়ের আবিষ্কারও তত হইতে থাকিবে॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল স্থূল বিষয় ঈশ্বরের কৃত কিন্তু, স্থূল স্থূল বিষয় হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উৎপন্ন হয় ইহাও পরমেশ্বরের কৃত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

“অণোরণুর্যথা ব্রহ্মন্ স্থূলাৎ স্থূলতরস্তথা। স্থূলাৎ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোহনীয়সোহপি যো ভবেৎ।

স সর্ব্বঃ সর্ব্বভূতস্থবিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভবঃ। ন কশ্চিৎ কদাচিৎ কর্ত্তা তস্মুত্তে পরমেশ্বরং। ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনেন স্থূলাদেঃ সূক্ষ্মোৎপত্ত্যাদিকমীশ্বরকর্ত্তৃকমেব। যথা চ বিষ্ণু পুরাণে।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে। তে সর্ব্বে সর্ব্বভূতস্থবিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ। বি ১ অং ২২ অধ্যায়।

অন্যচ্চ তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণে। যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন বস্তুজাতেন বৈ দ্বিজ। তস্য সর্ব্বস্য সম্ভূতৌ তৎসর্ব্বং বৈ হরেস্তনু।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অপঞ্চী সূক্ষ্মভূতেভ্য স্থূলভূতানি সূক্ষ্ম শরীরাণি চ সপ্তদশ লিঙ্গাত্মকানি এতেষাং জননে পরম্পরয়া ঈশ্বরকারণত্বমস্ত্যেব। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স বিশ্বকৃৎ সহি সর্ব্বস্য কর্ত্তা ইতি শ্রুতেঃ॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত-স্বভাব-সম্পন্ন।

---

[১২] প্রশ্ন। জগদীশ্বর-কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় কি না? যদি হয় তবে কেন হয়?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বরের কৃত কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হইতে পারে না। তবে যে কোন কোন স্থলে বিপরীত বলিয়া বোধ করি, তাহা ভ্রম, পরমেশ্বর সত্যসংকল্প, কারারূপে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা শাস্ত্রকারেরা বলেন না, যদি বা বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে, তাহাও তদীয় ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে, আর কাহারও ঐ বিপরীত ঘটনা করিবার স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই, পঞ্চদশীতে ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা, অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্। ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতীরিতঃ ইতি॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরকৃতকর্ম্মণো যদ্বৈপরীত্যং ঘটতে তত্তু কালরূপিণা তেনৈব কৃতমিতি বোধ্যতে এবং স্বভাবকৃত কর্ম্মণোপি॥

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

জগদীশ্বর কৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা দূরে থাকুক, তাঁহার সৃষ্টানুসৃষ্ট বস্তু যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অণুমাত্র অন্যথা করা কাহার সাধ্য? যদি তাঁহার প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তা থাকিত, তবে এ কথা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহাই নাই। প্রকৃতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী কিঙ্করী-স্বরূপা, তিনি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থা নহেন। তখন প্রকৃতির অধিগত জীবাদি হইতে তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ঘটনা ঘটিতে পারে না। আপাততঃ বোধ হয়, পাপীরা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী, কিন্তু দ্রোহী হইলেও ঈশ্বর তাহাদিগকে দণ্ডবিধান করিয়া পুনর্ব্বার শান্ত করিয়া লন। কোন পাপেই তাঁহার পুণ্যসৈন্যের সম্মুখে অধিক ক্ষণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

জগদীশ্বরকৃতকর্ম্মণো বিপরীত ঘটনা নাস্ত্যেব।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

জগদীশ্বর যিনি তাঁহার কৃত কর্ম্মের বিপরীত হইতে পারে না, বিপরীত যাহা দেখা যায়, তাহা আমা-দিগের ভ্রান্তিমাত্র।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মার উত্তর।

ঈশ্বর কৃত কর্ম্মণাং বিপরীতাচরণং নাস্তি। কিন্তু কুত্রচিৎ কেষাং তপোবলেন কুত্রচিৎ কেষাং ছলেন বিপরীতাচরণং ভূতং॥ মহাভারতীয় পতিব্রতোপাখ্যান সুধম্বোপাখ্যানাদিভ্যঃ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

স্বভাব কৃত কার্য্য দ্বারা জগদীশ্বর কৃতকার্য্যের বিপরীততা ঘটনা হয়। ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ॥ ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ইতি ভগবদ্গীতাবচনাৎ স্বভাব মন্যথাকর্ত্তুং ন চালমীশ্বরোঽপি চেতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণবচনাচ্চ।

জগদীশ্বর কৃত নানাদেশকাল বশত সমুদ্র সলিলাদি দ্বারা প্লাবিত হইয়া সলিলময় হইতেছে এবং সমুদ্র মধ্যে কোন কোন স্থান হইতে সলিল রাশি অপসারিত হইয়া নূতন নূতন দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে কোন কোন উর্ব্বরাভূমি উষর হইতেছে কোন কোন উষরভূমি উর্ব্বরা হইতেছে এবং জল বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়া মহামারী উৎপন্ন হইতেছে এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত শস্য হানি হওয়াতে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইতেছে এবং জগদীশ্বর প্রথমতঃ যখন মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তাহাকে সত্যতাদিগুণে অলঙ্কৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন সম্প্রতি কাল স্বভাব বশতঃ সমস্তই বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হই-য়াছে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নাচ্যুতং বিনা তৎকৃতকর্ম্মণামন্যথা কর্ত্তুং কস্যাপি শক্তির্নাস্তীতি॥

প্রমাণং ঈশ্বরস্য বিধিং কোনু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্। আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজমিতি॥ শ্রীভাগবতং। অন্যথা করণে তস্য শক্তির্যথা তত্রৈব শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্ন সঙ্ঘ ইতি। ভোজনেন তৃপ্তিরিতি নিয়মে যত্র সশিষ্যস্য দুর্ব্বাসসো ভোজনং॥ বিনাপি ভোজনতৃপ্তির্জাতা অপিচ যদ্যপাস্ত্রং ব্রহ্মশিরো হ্যমোঘপ্রাপ্রতিক্রিয়ং বৈষ্ণবং তেজআসাদ্য সমশাম্যদ্ভৃগূদ্বহ ইতি মামংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যময়েচ্যুতে। য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্ত্যজ ইত্যাদি ভাগবতং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃতকর্ম্মণোঽন্যথাকরণে কস্যাপি নক্ষমতাস্তি। সর্ব্বস্যৈব ঈশ্বরাধীনত্বাৎ এতত্তু দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ ইত্যাদিনা পূর্ব্বমুক্তমেব ঈশ্বরঃ স্বয়ঞ্চেদিচ্ছেৎ তদান্যথা ভবত্যেব॥ প্রমাণং শ্রীভাগবতে স্বনিগমমপহায় মৎ প্রতিজ্ঞা মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থ ইতি প্রথমে ভীষ্ম বাক্যং।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মণো বিপরীত ঘটনা বস্তুসংযোগাৎ ভবতি। যথা বহ্নের্দাহিকাশক্তির্মণিসমবধানেন নশ্যতি চুর্ণোপি হরিদ্রাযোগেন রক্তোভবতি॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত প্রধান প্রধান স্থূল স্থূল কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয় না, অর্থাৎ দিবা, রাত্রি গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি ও অয়নাদি কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয় না। কথঞ্চিৎ পরমেশ্বর কৃত সামান্য দুই এক কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয়, যথা জগদীশ্বর মনুষ্যদিগের দুই হস্ত দুই পদ ও দুই চক্ষু ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তির কোন কারণ বশত এক হস্ত, এক পাদ, অথবা এক চক্ষুর উচ্ছেদ হয়। এইরূপ যে বিপরীত ঘটনা হয় তাহা কেবল ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অথবা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, ব্যক্তি বিশেষে কোন কারণ বশত পূর্ব্বকৃত নিয়মের বিপরীত ঘটনা হয় তাহা সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম্মই বলিতে হইবে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

১০ ম উত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর কৃতকর্ম্মের বিপরীত হয় না॥

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মণঃ বিপরীত ঘটনা ন ভবতি। যাহি ঔষধি মন্ত্রোপায়াদিনা বিপরীত ঘটনা দৃশ্যতে পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা তস্যা অপি জগদীশ্বর কার্য্যত্বাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশকৃতকর্ম্মণো বৈপরীত্যং ন সম্ভবতি সূর্য্যস্য উদয়াভাবঃ বহ্নিনা সেকঃ সলিলেন দাহঃ ইত্যাদয়ো ন সম্ভবন্তি ভবতিচেৎ তদা দ্রব্যান্তর সংযোগস্তত্রকারণং স চ পদার্থধর্ম্মঃ। ঈশ্বরঃ স্বয়মেব সর্ব্বং বিধৃত্য তিষ্ঠতি অতো বৈপরীত্যং ন সংঘটতে তথাচ শ্রুতিঃ এষ সেতুর্বিধরণ ইতি। বস্তুতস্তু ঈশকৃতকর্ম্মণো বৈপরীত্যং ন সম্ভবতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, সূর্য্যের অনুদয় বহ্নি দ্বারা সেচন বা জল দ্বারা দাহ এরূপ ঘটনা হয় না যদ্যপি হয় তবে দ্রব্যান্তর সংযোগে হইয়া থাকে তাহা পদার্থের ধর্ম্ম ঈশ্বর স্বয়ং সমুদয় ধারণ করিয়াছেন এনিমিত্ত বিপরীত ঘটনা হয় না তথাচ শ্রুতি। এষ সেতুর্বিধরণ ইতি বাস্তবিক ঈশ্বর কৃত কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয় না, বিপরীত বলিয়া যাহা বোধ হয় তাহা মনুষ্য মনের ধর্ম্ম।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

যদি কৃতস্য কৃত্যানিষ্পাদিতস্য বিঘটনং অন্যথাভবনং কৃতবিপরীতঘটনশব্দার্থস্তদা আধুনিকপুরুষাণামপি তন্ন সম্ভবতি কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথেতি প্রবাদাৎ কৃতস্য কর্ত্তুমভিপ্রেতস্য বিঘটনমিতি প্রশ্নার্থত্বে তদপি ন সম্ভবতি তস্য প্রতিহতেচ্ছত্বাৎ॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর কৃতকার্য্যস্য যাবিপরীতঘটনা সাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতা এতৎ প্রমাণং দশম প্রস্তাবোত্তরে অনুসন্ধেয়ং।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্ববস্তূনি পরমেশ্বরস্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়া কৃতানি তদ্বিপরীতং নাস্তি, অন্যথা তস্য সর্ব্বকারণত্বানুপপত্তেঃ বিপরীতত্বেন কেনচিজ্জ্ঞায়তে পরমেশ্বরস্য সর্ব্ববিষয়ক কৃতিমত্ত্বমুক্তং দ্বিতীয় স্তবকার্থ সংগ্রহ শ্লোকে কুসুমাঞ্জলৌ যথা কারংকারমলৌকিকাদ্ভুতময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্ হারংহারমপীন্দ্রজালমিব য়ঃ কুর্ব্বন্ জগৎ ক্রীড়তি। তং দেবমিত্যাদি অত্র জগতঃ প্রবাহাবিচ্ছেদরূপনিত্যত্বং বাক্যমনাদিত্বঞ্চ॥ সর্ব্ববিষয়কেচ্ছাবত্ত্বমুক্তং কুসুমাঞ্জলৌ পঞ্চমস্তবকে যথা ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সর্ব্ববিষয়কত্বাদিতি। সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবত্ত্বমুক্তং তত্রৈব চতুর্থস্তবকে যথা অনুভববিষয়সকল বিশ্বক ইতি॥ সর্ব্বকারণত্বং বাক্যমুক্তং শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে। সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ॥ জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকমিতি। অস্য টীকা, ননু পিত্রাদিঃ সৃজতি হন্তি চৌরাদি নহীশ্বর স্তত্রাহস ইতি জনেন পিত্রাদিনা জনং পুত্রাদিং জনয়ন্নাদি কৃৎ অন্তকং চৌরাদিকং তন্মৃত্যুহেতুনা মারয়ন্নন্তকরঃ স্বয়ং তু অনন্তোঽনাদি

রবায়োঽক্ষীণশক্তিঃ। অয়ং ভাবঃ পিত্রাদয়োঽন্যজ্জ্যোৎপত্তিমন্তো ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্ত্বীশ্বর এব সর্ব্বকারণ-ইতি।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্ম স্বতন্ত্র নাই, কিন্তু জীবের অদৃষ্ট সহকারে যাবৎ কার্য্য হইয়াছে। যে জীবের অদৃষ্ট সহকারে যে কার্য্যোৎপন্ন হয়, সে জীবের অদৃষ্ট ভোগ হইলে, সে কার্য্য ক্ষয় হইয়া যায় এই বিপরীত হইবার কারণ। পরমেশ্বর কৃত কার্য্যকে অন্যথা করণে জীবের সাধ্য নাই। যেমন রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিষয় অন্যথা করণে প্রজারা সমর্থ হয় না তদ্রূপ। মৃত্যু যাঁহার ভয়ে ভীত হইতেছে, তাঁহার কার্য্য অন্যথা করণে কাহার শক্তি আছে? যথা (মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতিঃ॥

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

হয় না। তবে সংশয়াত্মক বুদ্ধিতেই যত গোল।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ইহা ঈশ্বরের কৃত কর্ম্ম জগতে যাহা ব্যক্ত আছে; দেশ, কাল, ব্যক্তি ও চরাচর, তন্মধ্যে দেশ ও কালের বিপরীত ঘটনা দেখা যায় না। তবে ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সকল বিপরীত ঘটনা দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ চক্ষুস্বত্ত্বে দর্শনহীন, কর্ণস্বত্ত্বে শ্রবণশক্তি বিহীন; ইহা তাহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ-মাত্র ইতি।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর

জগদীশ্বরকৃত কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয় না। অত্র প্রমাণং। যদ্যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্নকোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বজ্ঞ ইতীরিতং। বিপরীত বোধে জীবের ভ্রমমাত্র বস্তুতো বিপরীত নহে।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

ত্রয়োদশ প্রস্তাবস্থ যদুত্তরমুক্তং তদুত্তরমস্যাপি ইত্যবগন্তব্যং।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

নিয়মোল্লঙ্ঘনে কশ্চিৎ ন শক্তোঽস্তি জগৎপতেঃ। বিপরীতং দৃশ্যতে যৎ নিয়মাদেব তৎ প্রভোঃ। অত্র প্রমাণং। যৎ যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্নকোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বজ্ঞ ইতীরিতং।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অবশ্যম্ভবনীয় কার্য্যেঽনবগ্রহ গ্রহয়েশ্বরেচ্ছয়োৎপন্ন কার্য্যাণাং বৈপরীত্যং নাস্তীতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মণঃ বিপরীত ঘটনা নাস্তি।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত হয় না যে হেতুক জগদন্তর্গত যেসকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার বিপরীত অর্থাৎ ছাগের গর্ব্ভে গো, গো গর্ব্ভে ছাগ এমন দেখা যায় না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধই হইতেছে অপর প্রমাণ অপেক্ষা নাই ইতি।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর নিজেই যে অশেষ বিধ কার্য্য করেন এরূপ নয় তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে অপরাপর দ্বারাও সাধিত হইয়া থাকে, তবে এইমাত্র বলা যায়, যে তাঁহার কৃত নিয়মের বিপরীত ঘটনা হয় না, যেরূপ লৌহে অঙ্কুর জন্মায় না। যদিচ অণিমাদি অষ্টধা ঐশ্বর্য্য কাহারও (তপোবলে) থাকিলে তিনি লৌহেও অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারেন কিন্তু, তাদৃশ স্থলে উহাও ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তিনি অচিন্তনীয় শক্তি বলে সময়ে সময়ে অসম্ভাবিতকেও সম্ভাবিত করিয়া থাকেন, যেরূপ মৎস্যাবতারে নিযুত (দশ লক্ষ) যোজন পরিমিত মীন দেহ, সভা মধ্যে সূত্র, তুরী, বেমাদি ব্যতিরেকেই দ্রৌপদীর রাশি রাশি বসন ঘটনা, শিলা ভাসাইয়া সাগরে সেতুবন্ধ, ইত্যাদি, সেইরূপ তাঁহার কৃপায় অন্যেও যে প্রকৃতি বিপরীত ঘটনা করিবেন, তাহাতে সংশয় কি? তদ্ভিন্ন অস্মদাদির অভিলাষানুসারে কখনও লৌহে অঙ্কুরাদি হইবার নয়। সময়ে সময়ে যে সকল প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটনা হয় যথা " যঃ প্রকৃতি বিপর্য্যাসঃ প্রায়ঃ সংক্ষেপতঃ স উৎপাতঃ। ক্ষিতিব্যোমদিব্যজাতা যথোত্তরং গুরুতরো ভবতি॥ বজ্রাশনি মহীকম্প" ইত্যাদি মলমাসতত্ত্ব ধৃত; উহাও লৌকিক দুরদৃষ্টাদি জন্য বিধায় তাহার নিয়মানুগত বটে। সুতরাং পরমেশ্বর কৃতকর্ম্মের (বস্তুতঃ নিয়মের) বিপরীত ঘটনা হয় না॥

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর বিবিধ বৃক্ষাদিতে শীত পীত নীল রক্তাদি বর্ণভেদে পুষ্পাদি উৎপন্ন করাইয়াছেন এক্ষণে ঐ সকল বৃক্ষাদিতে কোন বিশেষ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসন্ধান দ্বারা তত্তৎ কৌশল প্রণালিতে কোন কোন ব্যক্তি শিতের বৈপরীত্যে নীল এবং নীলের পরিবর্ত্তে রক্তাদি বর্ণ করাইয়াও পুষ্পের লঘু অবস্থাকে গুরুতর অবস্থা করাইয়া উৎপন্ন করাইতেছে এবং ঈশ্বর সৃজিত তুষার সমস্ত পৃথিবীর কোন প্রদেশে পতিত হইয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও একরূপ নিয়ম আছে তাহাও এক্ষণে কোন যন্ত্র বিশেষে উদ্ধৃত জল দ্বারা হিমের বিকৃত অবস্থা অর্থাৎ হিমসিলা করাইতেছে। ইত্যাদিরূপ ঈশ্বরকৃত কার্য্যের বিপরীত ঘটনা বলিয়া প্রত্যক্ষ যদিও হইতেছে তাহা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম নিয়ম কৌশল বোধ না হওয়াই কারণ বলিতে হইবে নচেৎ ঈশ্বর কৃত কার্য্যের বিপরীত কদাচ ঘটিতে পারে না ইতি।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মানবীয় দেহে ইন্দ্রিয়ের সত্তাহেতু চক্ষুরাদি জড় পদার্থ নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং মনঃ সংযোগ দ্বারা বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়সত্তার সৃষ্টি জগদীশ্বর কৃত ইহা একাদশ প্রশ্নোত্তরে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যোগজসন্নিকর্ষ-বশতঃ যুক্ত যোগিদিগের মানস বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযোগ এবং ইচ্ছা ব্যতিরেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই ঈশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা বলা যায়। তাহা কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যোগজসন্নিকর্ষ, তপস্যা দ্বারা উৎপন্ন হয়, ঐ তপস্যা ব্রহ্মের স্বরূপ, তপো ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। মানবীয় শরীরে ঐ ব্রহ্মবলের সংক্রমণহেতু ঈশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয়, ফলতঃ তাহা ব্রহ্মবলের কার্য্য ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে প্রতিজ্ঞা বাক্যং অহং শস্ত্রধারণং ন করিষ্যামি। পুনরেবশস্ত্রধারণং কৃতবান্ অতএব বিপরীত ঘটনা অভবৎ॥ ভক্তস্নেহবসাৎ। প্রমাণং স্বনিগমমপহায় মৎ প্রতিজ্ঞা মৃতধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথেত্যাদি॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, ইহা দশম প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ হইয়াছে।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরকৃতকর্ম্মণঃ বৈপরীত্যং ন ঘটতে যথা অহরহঃ সূর্য্য বায়্বাদিগমনাদের্বৈপরীত্যাদর্শনাভাবাৎ

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক অপবাদ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জগদীশ্বরকৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে। প্রমাণ গীতা চতুর্থাধ্যায়ে। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তিসংযমী॥ যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥ ৬৭॥ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতিনিস্পৃহঃ নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অভ্রান্ত ঈশ্বরের তাদৃশ ঘটনা কদাচিৎ হয় না। কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা ভ্রান্ত পুরুষের হইয়া থাকে॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরকৃতকর্ম্মণাং কেনাপি প্রকারেণ নান্যথা ভবিতুমর্হতি তথাচ মহানাটকং। যো দাতা জনকঃ প্রদান সময়ে চৈকাদশস্থাঃ গ্রহাঃ কিং ক্রমো ভবিতব্যতাং হতবিধে রামোহপিযাতোবনং॥

মহাভারতঞ্চ। মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ। সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন-বাধ্যতে॥ মহাজন পরিগৃহীত বাক্যঞ্চ। লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর

যদা তু ঈশ্বর এব বৈপরীত্যমিচ্ছতি তদৈবতৎ ঘটতে নান্যথা।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বরকৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয়। মহাভারতে প্রমাণং যথা। পুরা হি ব্রহ্মাপি পঞ্চশিরা আসীৎ তস্য একং শিরো মহেশ্বরেণ ছিন্নং ইতি পৌরাণিকী কথা। পুরা শশধরঃ ষোড়শকলাযুক্তঃ সম্পূর্ণদেহী অভূৎ অধুনা পক্ষভেদেন কলাক্ষয়ঃ স্যাৎ অপরঞ্চ পুরা তুরগোহি পক্ষধরো বভূব সাম্প্রতম্ পক্ষো নাস্তি॥ সাগরামিষ্টান্বিতা আসন্ অধুনা লবণাম্বুযুক্তাঃ স্থিতা ইত্যাদি॥ এ সকল ঘটনা স্ব স্ব কার্য্যানুসারে হইয়াছে।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বরকৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, যদ্যপি জগদীশ্বরকৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হইত, তবে পরমেশ্বর রীতঘটিত কর্ম্ম করিতেন না, যে জগদীশ্বর নির্ব্বিকারী নির্ব্বিকল্পিক তিনি যে সকল রীতিমত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা বিপরীত হইলেই জগদীশ্বরের বিকারিত্ব এবং বিকল্পিত্ব হয়, অতএব জগদীশ্বরের কৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, যদি হয়, তবে কেন হয়? যদ্যপি কোন জীব স্বভাবত বিপরীত ঘটক কোন কর্ম্ম প্রার্থনা করে, তবে সেই জীব স্বভাব দ্বারা বিপরীত কর্ম্ম ভোগ করে, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না ইতি যুক্তি।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

ঐশ্বর্য্য কার্য্যের বিপর্য্যয় না হইয়াছে না হইবে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। যাঁহার শশধর, তপন, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতি নিরন্তর অটলভাবে ভ্রমণ করিতেছে এবং কখন কোন কারণে সেই আজ্ঞার অণুমাত্র লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না। যাঁহার আজ্ঞায় বা ইঙ্গিতমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশোদ্ভব হইতেছে, অথবা যাঁহার অনুজ্ঞাহেলন পূর্ব্বক ঋতু সকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালাতিক্রম করিয়া প্রবৃত্ত হইতে অক্ষম, অর্থাৎ আশ্বিনে গ্রীষ্মের এবং শ্রাবণে বসন্তের উদয় হইতেছে না এবং যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টিকাল হইতে অমৃত অমৃত, হলাহল হলাহল, কটু কটু, তিক্ত তিক্তই রহিয়াছে, লেশমাত্রও তাহার স্বাদব্যতিক্রম ঘটিতেছে না, তাঁহার কৃত কি ইষ্ট কোন কার্য্যের বিরুদ্ধ ঘটনা হইতে পারে? এমৎ বাণী প্রমাদিনী হয়। সংসারের বিশেষ ভার হরণার্থ অথবা ভজনাদি কার্য্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ তিনি যৎকালীন আবির্ভূত হন, সেই কালে লোকবুদ্ধিরঅবোধ্য অদ্ভুত কতিপয় ঘটনা দেখিয়া আমাদের জ্ঞান হইতে পারে যে, ঐ সকল ঈশ্বরের কৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তাদৃশ জ্ঞান অস্মদাদির ঐশ্বরিক কৌশ-

লানভিজ্ঞতা হেতুক হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীহরির পরম ভক্ত প্রহ্লাদ ও মহামায়া ভগবতীর ভক্ত সুরথ রাজা বিষপানে ও অগ্নিতে ও সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অস্ত্রাঘাতে বিপদ্গ্রস্ত হন নাই। এই ঘটনাকে অনেকে ঈশ্বরকৃত কার্য্যের বিপরীত বোধ করিতে পারেন, কারণ অন্যস্থলে যৎকালে তাদৃশ ঘটনায় প্রাণ হানি হয়, তৎকালে উক্ত দুই স্থলে গরল ও অগ্নি ইত্যাদি স্ব স্ব স্বভাব ত্যাগ করিয়াছিল ইহা সম্ভাব্য নহে, ইহার উত্তর এই যে, কুম্ভকাদিযোগবলে লোকবিশেষে কখন কখন আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে পারে, উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রমণ্ডলে সংস্পৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তাহা সুশীতল বোধ হয় ভেকবসা হস্তে মৃক্ষিত করিয়া অগ্নি গ্রহণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, এরূপ অনেক প্রকার আমাদের জ্ঞানের অগম্য, প্রাকৃত কর্ম্ম আছে, যাহা আশু ঈশ্বর কার্য্যের বহির্ভূত অনুমিত হয় ফলত তাহা তাঁহার বিপরীত নহে। অতএব প্রহ্লাদপ্রভৃতির রক্ষাও তাদৃক কোন স্বভাবসিদ্ধ ঘটনাতেই হইয়াছে, আমরা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া রূপান্তর ভাণ করি, অতএব "জলস্থলবিয়ৎস্বেব ঐশ্বর্য্যকার্য্যমন্যথা ন ভূতং ন ভবিতব্যমিতি।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বরকৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বজ্ঞেনাস্তশক্তিমতা জগদীশ্বরেণ স্বেচ্ছয়াকৃতানাং কার্য্যাণাং ন কদাচিৎ বৈপরীত্যং ঘটতে। তত্ত্বঽল্প শক্তিমদসর্ব্বজ্ঞজনকৃত কার্য্যাণামেব সম্ভবতীতি শাস্ত্রানুসারিণীযুক্তির্বিদুষাং তর্হি যস্য সংকল্পমাত্রতএ বোদ্ভূতমেতদখিলং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ সোঽজ্ঞাতশক্তি র্জগদীশ্বর ইচ্ছয়া স্বকার্য্য বৈপরীত্যমপি কর্ত্তুং সমর্থঃ। তথাচ কোবিদাবদন্তি॥ "বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতম্বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া। অর্থাৎ যেন বিষং প্রাণিনাশকগুণযুক্তং কৃতং তদিচ্ছয়া তদ্বিষং জীবনপ্রদায়িপীযূষমপি ভবতি। অত্র প্রমাণান্তরপ্রদর্শন মনাবশ্যকং সর্ব্বজনসম্মতত্বাৎ তথাপি কিঞ্চিদ্দর্শয়ামঃ। অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যায়িতুং পুমান্॥ ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ।" পঞ্চদশী চিত্রদীপে॥ অত্র পুংশব্দ উপলক্ষণপরঃ॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরকৃতকার্য্যস্য যা বিপরীত ঘটনা সাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতা এতৎ প্রমাণং দশমপ্রস্তাবোত্তরে অনুসন্ধেয়ং॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিতস্বভাব-দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অন্যথা হওয়া ঐ স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হইলেই হইতে পারে।

---

[১৩] প্রশ্ন। স্বভাব-কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় কি না? যদি হয় তবে কেন হয়?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের বিপরীত ঘটনা হয় না। ভাগবতে দশম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে কালিয় স্তবে॥ বযং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ। স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ ভূতানাং যদসদ্‌গ্রহঃ।

যদি চ কোন ২ স্থানে স্বভাবকৃত কার্য্যের বিপরীত দেখা যায় তাহা অন্যের সহযোগে ঘটিয়া থাকে যেমন ভৈষজ্যে দ্রব্যান্তরের সহযোগ-দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গুণ উৎপন্ন হয়।

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃত কোন কর্ম্মই নাই সমুদায় ঈশ্বরকৃত, ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাই স্বাভাবিক তিনি যাহা করেন নাই বা করিতেছেন না তাহাই আমরা অস্বাভাবিক বলিয়া থাকি সপ্তম প্রশ্নোত্তরানুসারে নির্ণেতব্য॥

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

ঈশ্বরকৃত কর্ম্মণো যদ্বৈপরীত্যং ঘটতে তত্তু কালরূপিণা তেনৈব কৃতমিতি বোধ্যতে এবং স্বভাবকৃত-কর্ম্মণোপি॥ ১২॥ ১৩॥

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

১৩। ১৪। ১৫। প্রশ্নোত্তর। ঈশ্বর বা, প্রকৃতি কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা তদধীন কোন বস্তুর করিবার শক্তি নাই, প্রকৃতি আপন আবরণ বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহাভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতির ক্ষমতা কত দুর তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে মায়িক মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ণেয় নহে। ভগবান্ নারদকে মায়ার একাংশ মাত্র দেখাইয়া তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করাইয়াছেন। তবে সাধন বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভানন্তর প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান হইতে পারে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির অন্যথা করিলে করিতে পারেন। তবে করেন না কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করেন না বলিয়াই করেন না। আর করিতেছেন নাই বা কৈ? জীব যখন একান্ত ভক্তি সহ কারে উপাসনা করত নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইতেছে তখন তাহাকে মুক্তি পদ প্রদান করিতেছেন, প্রকৃতি তাহাকে আপন অধিগত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, প্রলয়েও যখন সর্ব্বসংহার হয় প্রকৃতি কারণে লীন হন তখন তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। অতএব প্রকৃতির শক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রতিহত ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

জীবস্য স্বভাবকৃতকর্ম্মণো বিপরীতঘটনা ন ভবতি নহি স্বভাবোহেত্বন্তরমপেক্ষতে।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

স্বভাব এবং ঈশ্বর কৃত নিয়ম উভয়ই এক কেবল সংজ্ঞামাত্র ভেদ ইহার বিপর্য্যয় বাস্তবিক হয় না।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মনঃ।

স্বভাব কৃতকর্ম্মণাং বিপরীতাচরণং নাস্তি। কুত্রচিৎ কারণবশাদ্ভবত্যেব॥ ভারতাদিষু বহুধা প্রমাণং বিদ্যতে।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

অপর স্বভাব কৃত কর্ম্মের অপর স্বভাব কৃত কর্ম্ম দ্বারা বিপর্য্যাস ঘটনা হয়। মীমাংসকাস্তু উত্তেজকাভাব কূটবিশিষ্টমন্যাভাবত্বেন হেতুত্বে গৌরবাৎ লাঘবাৎ শক্তির্নিত্যা বহ্ন্যাদৌ কল্পতে প্রতিবন্ধকে সতি শক্তিকুণ্ঠনমিতি কুসুমাঞ্জলি ধৃত মীমাংসকমতে প্রতিবন্ধকবশাৎ বস্তুস্বভাবকুণ্ঠনদর্শনাৎ যদি তু অনন্ত শক্তিকল্পনাপত্তিস্তথাপি দৃষ্টানন্তশক্তি স্বীকারস্য যুক্তত্বাৎ ফলোমুখগৌরবং ন দূষণাবহং॥

বহ্নির দাহকত্ব স্বভাব এবং মণি বিশেষাদির দাহক শক্তির কুণ্ঠকত্ব স্বভাব অতএব বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন বস্তুদ্বয় মিলিত হইলে যে বস্তুর স্বভাব প্রবল হয় সে বস্তু বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন বস্তুর স্বভাব কৃত-কার্য্যের বৈপরীত্য সম্পাদন করে। অতএব দুর্ব্বল স্বভাব সম্পন্ন বস্তু স্বীয় স্বভাবকৃত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। প্রবল স্বভাব সম্পন্ন বস্তুই স্বকীয় স্বভাব কৃত কর্ম্মের সম্পাদন করে॥

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উৎকটসঙ্গেন সাধনাদি বলেন চ স্থানমহিম্না গুণান্তরাধিক্যেন চ স্বভাবস্যান্যথা ভবতি ততস্তৎকৃতকর্ম্ম-ণামপ্যন্যথাত্বং জায়ত ইতি। প্রমাণং। সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ইতি শ্রীভাগবতং। তত্রৈব, যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ মৃগাদয় ইতি স্থানমাহাত্ম্যং তত্রৈব চ যেন্যে মূঢ়ধিযোনাগাঃ সিদ্ধামা-মীযুরঞ্জসা। বহবস্তদ্গতিং প্রাপ্তা স্তস্টে কায়াধবাদয়ঃ॥ কায়াধবস্যাসুরস্বভাবতা শ্রীনারদসঙ্গাদ্দূরং গতা। এবং বিভীষণস্য রাক্ষসস্বভাবতা ব্যাধস্য চ হিংস্রস্বভাবতা ইত্যাদি তত্রৈবাপি যদৈকতরোহন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যাত ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধঃ॥ যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণ ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধো-দয়ঃ। সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি চ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিতশ্রী কশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য তদনন্যত্বাৎ অন্যত্বেপি ঈশ্বর দত্ত শক্ত্যেব কার্য্য ক্ষমত্বাত্তৎকৃতস্যাপীশ্বরকৃতত্বেনান্যথাকর্ত্তু-মন্যে ন ক্ষমন্তে। প্রমাণং শ্রীভাগবতে একাদশে, ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোপি তদন্যথা॥ কর্ত্তুং

নৈচ্ছেদ্বিপ্রলাপং কালরূপঃস্বমোদত ইতি। বিপ্রলাপং সমর্থোপি প্রত্যাহময়দীশ্বর ইতি তত্রৈব। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোপি হন্তুং নেচ্ছে মতঙ্গ মে ইতি তৃতীয়ে চ। যদাহ প্রকৃতির্ব্রহ্মণোঽনন্যেতি মনোঃ স্বয়সঃ যবক্ষ্যাতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥ প্রকৃতির্যাস্যোপাদান মিত্যাদি চ। প্রকৃতি স্বভাবয়োরেক পর্য্যায়ত্বং, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ইত্যত্র তথা দর্শনাৎ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য নাশাৎ বিপরীতং ভবতি।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না। কদাচিৎ কাল ও সংসর্গ বশত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইলেও পূর্ব্ব স্বভাবটি বিনষ্ট হইয়া, যে স্বভাবটি উৎপন্ন হয় তৎকৃতকার্য্যের বিপরীত ঘটনা দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইহাই স্থির করিতে হইবে যে স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্বভাব ঈশ্বরেরই সৃষ্টি শক্তি স্বরূপিণী মায়া, অবিদ্যা, বা প্রকৃতি। অন্যথা স্বভাব অসিদ্ধ। সুতরাং ১০ ম উত্তরে এপ্রশ্নের উত্তর হইয়াছে।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকর্ম্মণো বিপরীতঘটনা ভবতি। দ্রব্যগুণ মন্ত্রগুণাদিভিঃ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রকৃত্যা যৎ সম্ভূয়তে তদীশ্বর-সন্নিধানাৎ প্রকৃত্যৈব ক্রিয়তে। মানবানাস্তু মনসি তদ্বিপরীতমিব বিভাতি অতঃ অঘটনঘটনা পটীয়সী মায়েতি শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ প্রকৃতিনাম নির্দ্দিষ্টং। সুতরাং যৎঘটতে স এব স্বভাবঃ॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব দ্বারা যাহা ঘটনা হয় তাহা ঈশ্বর সন্নিধানে স্বভাব কার্য্য। মনুষ্য বুদ্ধিতে বিপরীত বোধ হয়মাত্র, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা স্বভাবের একটী নাম রাখিয়াছেন অঘটন ঘটনা পটীয়সী মায়া, অতএব যাহা ঘটনা হয় তাহাই মায়া অর্থাৎ স্বভাব॥

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ প্রশ্নানামুত্তরং।

এতৎ প্রশ্নত্রয় মধ্যগত স্বভাব শব্দস্য বস্তুশক্তিরেবার্থঃ সা চ কস্যচিন্মতসিদ্ধা ন তু সিদ্ধান্তসঙ্গতা। যত

একস্মিন্নেব বহ্নৌ মণ্যাদি সমবধানে দাহজনিকা শক্তির্নশ্যতি মণ্যপসারণে চ পুনর্জায়ত ইতি শক্তি তৎ-প্রাগভাবধ্বংসানামকৃপ্তানাং কল্পনে মহাগৌরবং স্যাৎ। সিদ্ধান্তরাদিভিস্তু বহ্নেঃ প্রতিবন্ধকাভাবতয়া মণ্যাদ্যভাবস্য চ দাহজনকত্বং কল্প্যতে বহ্ন্যাদীনাং কৃপ্তত্বাৎ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকার্য্যস্য বিপরীতঘটনা নাস্তি যথা বিষনিষ্ঠ স্বভাবসিদ্ধ শরীরদাহাদিকার্য্যাণাং শীতলাদিরূপ বিরুদ্ধতা ন জায়তে তথা যদিস্যাত্তত্রায়ং হেতুর্বিবিচ্যতে যথা যদি স্বভাবকৃতকার্য্যকালীন তৎস্বভাব বৈপরীত্যকারক বিরুদ্ধধর্ম্মি দ্রব্যাদি সম্বন্ধঃ স্যাৎ তদা তৎস্বভাব বৈপরীত্যা তৎকৃতকার্য্যস্য বিপরীতঘটনা সম্ভবত্যেব। যথা বিষাক্তজনস্য তৎস্বভাবকৃতকার্য্যস্য বিরুদ্ধতাঘটকতদৌষধাদিপানং তথা॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য মহাকালাদেরিব সামান্যকারণত্বং যদ্যত্র জায়তে তৎ তৎস্বভাবকৃতমিতি ব্যাপ্তেঃ।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব শব্দের অর্থ চিত্ত, চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, মানসিক সৃষ্টি জীবাদৃষ্টানুসারে অদৃষ্ট ভোগ হইলে সৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায়। যথা (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং পতন্তি) (পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে) ইত্যাদি॥

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না। যাহা হয় তাহাও স্বাভাবিক অঘটন ঘটন পটীয়সী স্বভাব।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, তবে যে কোন কালে বা দ্রব্যের বিপরীত ঘটনা দেখা যাইতেছে? তাহা অদৃষ্ট, কাল, ও রাজাদের অত্যাচারবশতঃ।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বাভাব কৃত কার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয়, কারণ বহ্নির দাহিকা শক্তি দ্রব্য বিশেষ দ্বারা নাশ হই-তেছে এবং ভূম্যাদির শস্যোৎপাদক স্বভাব কাল বিশেষে নাশ হইতেছে।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃত কর্ম্মণো বিপরীত ঘটনা জায়তে কেন হেতুনা জায়তে তদুক্তং চিত্রদীপে তথাহি। দেহেন্দ্রি-য়াদয়ো ভাবা বীর্য্যেণোৎপাদিতাঃ কথং। কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরং॥ বীর্য্যস্যৈব স্বভা-

রশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া। অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ ব্যর্থ বীর্য্যতঃ। ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যা-স্তে শরণং তব॥ অতএব মহাস্তোহন্যাঃ প্রবদন্তীন্দ্রজালতাং ইত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কার্য্যানুবন্ধি সদসৎ স্বভাব পরিবর্ত্তনং। ভূতানাং দৃশ্যতে যত্তৎভাগ্য দৌর্ভাগ্যতঃ ক্রমাৎ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তন্নিয়মিত কারণং বিনা স্বভাবনাম্নোঽপরস্থ কারণত্বং নাস্তি। কিন্তু ভগবতা জগদীশ্বরেণ যো যো নিয়মোঽবধাবিতঃ তেন তেনৈব স্বভাব নামকেন কার্য্যাণাং বৈচিত্র্যমিতি তস্থান্যথাভবনন্ত কদাচিৎ তত্তৎ কারণানাং দোষবশাত্তত্তৎ কার্য্যাজনকত্বেনেতি।

প্রমাণং একস্থ ন ক্রমঃ ক্কাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্থ ন। শক্তিভেদোনচাভিন্নঃ স্বভাবোদুরতিক্রম ইতি॥ অস্থার্থঃ। একস্থ কারণস্থ নিয়মোনকার্য্যানাং ক্রমঃ সমস্থ একজাতীয় কারণস্য প্রয়োজ্যঞ্চ ন কার্য্যাণাং বৈচিত্র্যং বৈজাত্যং তথাচ ক্রমিক কার্য্য নির্ব্বাহকতয়া ক্রমিক কারণসিদ্ধিঃ বিজাতীয় কার্য্যজনকতয়াচ বিচিত্রহেতুসিদ্ধিরিত্যর্থঃ শক্তিভেদাদেব সজাতীয়াদেকস্মাৎ কার্য্যবৈজাত্যমিতি শঙ্কাং নিরাকুরুতে শক্তি-ভেদো ন চাভিন্ন ইতি চো হেতৌ ন শক্তিভেদো অভিন্নঃ যতঃ শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ ভেদে চ তস্যৈব কারণত্ব স্বীকারে একমাত্র কারণত্ব ভঙ্গপ্রসঙ্গোদ্বৈতাপত্তিশ্চেত্যর্থঃ ননু স্বভাবাদেব একস্য কারণস্য বিচিত্র কার্য্য নির্ব্বাহকত্বং ইত্যত্রাহ স্বভাবো দুরতিক্রম ইতি একস্মিন্ কার্য্যে জনয়িতব্যে যঃ স্বভাবঃ কার্য্যান্তর জননকালে তস্যানুবৃত্তৌ দহনস্যাপি জলাদিত্বং স্যাৎ স্বভাবস্য দুরপহ্নবত্বাদিত্যর্থঃ প্রদীপস্থলে তুতত্তৎ কার্য্যসামগ্রীভেদ কল্পনাদিতিভাব ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ। স্বভাব এব বিলক্ষণানেক কার্য্যোৎপত্তৌ কারণং তার্কিকঃ সত্যং সত্যং স্বভাব এবায়ং পরন্তু স মালিকঃ কেলিমহী মহীরুহাং প্রসেচনার্থং ঘটকো যথাম্বুনঃ। তথাস্তি কোঽরণ। কুতে পয়োমুচামচেতনানাং ঘটকঃ সচেতনঃ কিঞ্চাসৌ স্বভাবঃ স্বস্বরূপঃ কশ্চিদপরোবা স্বপদবাচ্যোপি দেহস্তদন্যোবা নাদ্যঃ তত্রাদ্যমাদায় স্বস্য স্বং প্রতিকারণত্বপ্রসঙ্গাৎ নাপ্যন্ত্যৌ দ্বৌ দ্বিতীয়-মাদায় ভবন্মতে দেহভিন্নাভাবাৎ যদি দেহভিন্নোপি কশ্চিদ্বিলক্ষণ সকল কার্য্যকারী স্বীক্রিয়তে তর্হি স্বএবাস্মাকমীশ্বর ইতি অতএব ন দ্বিতীয়পক্ষোপি ইতি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিন্যাং মহামহোপাধ্যায় চিরঞ্জীব-লিখনং।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকর্ম্মণঃ বিপরীতঘটনা জায়তে যথা বসন্তর্ত্তুস্বভাবেন বসন্তকালে বজ্রভূকম্পাদয় উৎপন্নাঃ তেচ গ্রীষ্মাদিঋতৌচেৎ উৎপাতা অমঙ্গলজনকাঃ স্যুঃ বজ্রাদীনাং গ্রীষ্মাদ্যৃতৌ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বমস্তি।

অত্র প্রমাণং বটকলিকায়াং বরাহেনোৎপাত প্রকরণে প্রায়পদমভিহিতং। তথাচ যঃ প্রকৃতিবিপ-র্য্যাসঃ প্রায়ঃ সংক্ষেপতঃ স উৎপাতঃ॥ ক্ষিতিব্যোম দিব্যজাতো যথোত্তরং গুরুতরোভবতি। প্রায় ইতি ঋত্বাদি প্রযুক্ত বিপর্য্যাস ব্যাবৃত্ত্যর্থং। যদাহ যেচ জনয়ন্ত্যুৎপাতান্তানৃতুস্বভাবকৃতান্॥ ঋষিপুত্রকৃতৈঃ

শ্লোকৈর্বিদ্যাদেবৈতৈঃ সমাসোক্তৈঃ। বজ্রাশনি মহীকম্প সন্ধ্যানির্ঘাতনিঃস্বনাঃ। পরিবেশরজোধূমরক্তা-র্কাস্তময়োদয়াঃ। দ্রুমেভ্যোঽন্নরসস্নেহ মধুপুষ্প ফলোদ্গমাঃ॥ গোপক্ষিমদবৃদ্ধিশ্চ শিবায় মধুমাধবে। ইত্যাদি মলমাসতত্ত্বীয় স্মার্ত্তসন্দর্ভঃ॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মেরও বিপরীত হয় না, যেহেতুক দুষ্ট স্বভাব কৃত কর্ম্ম দুর্য্যোধনাদির জীবন থাকিতে যায় নাই যুধিষ্ঠিরাদির সুস্বভাব কৃত কর্ম্ম নানাক্লেশ পাইলেও পরিত্যক্ত হয় নাই ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে স্বভাবকৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, প্রতিবন্ধক থাকিলে বিপরীতও সাধিত হয়; যেরূপ আমদুগ্ধ যত লঘুকাল-মধ্যে দধি হইয়া থাকে, প্রতিবন্ধক লঙ্কা, বংশপত্রাদি যোগ করিলে তাদৃশ কালে হইতে পারে না ইত্যাদি।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর যেরূপ নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাকেই স্বভাব বলিতে হইবে। স্বভাবত নিয়মিত কার্য্য সকল জন্মিয়া থাকে, স্বভাব সকলের মূল কারণ. স্বভাব অন্যান্য কারণ সহকারে কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন, তবে যে নিয়মিত কার্য্যের অন্যথা ঘটনা হওয়া সে কেবল কারণ সকলের দোষ বশত ভিন্ন নহে, যেমন ঋতু স্বভাবত বিবিধ ফলপুষ্প ও মুকুলাদি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষাদির ফলপুষ্প ও মুকুলাদি জন্মে. ঋতু সাধারণে জন্মে না, কিন্তু তাঁহার বৈপরীত্যেও ফলপুষ্পাদির উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি রূপ স্বভাবকৃতকার্য্যের বিপরীত ঘটনা হয়, সে কেবল কারণ সকলের দোষ বশত ভিন্ন নহে ইতি।

প্রমাণং যথা, " দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীবএব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ অস্যার্থঃ॥ দ্রব্যং উপাদানং কর্ম্মাদীনি নিমিত্তানি জীবো ভোক্তা যস্যানুগ্রহাৎ সন্তি কার্য্যক্ষমা ভবন্তী-ত্যর্থঃ॥ একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। শক্তিভেদো ন চাভিন্নঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ অস্যার্থঃ। একস্য কারণস্য নিয়ম্যো ন কার্য্যাণাং ক্রমঃ সমস্য একজাতীয় কারণস্য প্রযোজ্যঞ্চ ন কা-র্য্যাণাং বৈচিত্র্যং বৈজাত্যং তথাচ ক্রমিক কার্য্যনির্ব্বাহকতয়া ক্রমিক কারণসিদ্ধিঃ বিজাতীয় কার্য্যজনক-তয়া চ বিচিত্রহেতুসিদ্ধিরিত্যর্থঃ॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয়, ইহার উদাহরণ পুরাণ, ভারত ও রামায়ণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগ দ্বারা শুক্রশোণিতের সম্পাতে স্ত্রীগর্ভে সন্ততির উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বভা-বের কার্য্য, কিন্তু দ্রোণের দ্রোণিমধ্যে কেবল বীর্য্য দ্বারা জন্ম হয়। যযাতি রাজা যৎকালে স্বর্গ হইতে

পতিত হন, তখন মুনিগণের 'তিষ্ঠ' এই বাক্য দ্বারাই শূন্যমার্গে স্থির ছিলেন. ইত্যাদি স্থলে স্বভাবের বিপরীত ঘটনা লক্ষিত হয়, ঐ ঘটনা মুনিগণের বাক্যমাত্রেই সংঘটিত হয়, উক্তঞ্চ।

"লৌকিকানাং হি সাধূনাং বাগর্থমনুগমাতে। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ইতি।" লৌকিক সাধুদিগের বাক্য অর্থের অর্থাৎ স্বভাবাদৃষ্টাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, কিন্তু অর্থ আদ্যঋষিদিগের বাক্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় অর্থাৎ তাঁহারা যাহা বলিতেন, স্বভাবাদির বিপর্যায় ঘটাইয়াও তাহা সম্পন্ন হইত।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, স্বভাবকৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয়। কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, তপস্যার প্রভাব দ্বারা ঐরূপ বিপরীত ঘটনা হয়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর সৃষ্ট স্বভাবের অন্যথা তপো দ্বারা কেন হইবে? উত্তর এই যে, তপস্যাই ব্রহ্ম, তপো ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ॥ তপস্বীদিগের তপোরূপ ব্রহ্মবল থাকে, মানবে সংক্রামিত ঐ ব্রহ্মবল তাঁহাদের ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং ঐ ব্রহ্মবল দ্বারাই ঐ বিপরীত ঘটনা হয়। ঐ ব্রহ্মবল দ্বারা তপস্বিরা নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ হয়।

যথোক্তং পঞ্চদশ্যাং। "শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্যদি। ন তৎ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাৎ তপসো যতঃ॥ ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ॥" ইতি।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তপো দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বভাবকৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় এবং তাহা তপোরূপ ব্রহ্মবল দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উগ্রস্বভাবহেতুনা নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুং অবধীৎতেন বধেনোত্তমগতিমভবৎ। প্রমাণং উগ্রপ্যনুগ্রএবায়ং সভক্তানাং নৃকেশরী কেশাবসপোতানামিত্যাদি পূর্ব্বকর্ম্মসূত্রত্বাৎ॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় যথা বহ্নির দাহিকাশক্তি মণিসন্নিধানে যথা দাহনিবৃত্তি হয়।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎক্রূরতরঃ খলঃ। মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন ন বার্য্যতে ইতি মহাজন পরিগৃহীত বচনেন স্বভাবস্যানির্বার্য্যত্বেন তৎকৃতকর্ম্মণো বৈপরীত্যং ন ঘটতে এবং অতীত্যাহি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে ইত্যাদিনা স্বভাবস্য প্রাধান্যং সূচিতং॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

রাগ অর্থাৎ অভিলাষ দ্বেষ অর্থাৎ ক্রোধ এই উভয়ের বশীভূত না হইলে স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত

ঘটনা হইয়া থাকে। যেহেতু রাগ দ্বেষ মুমুক্ষুর সম্বন্ধে এই উভয় প্রতিপক্ষ। প্রমাণ গীতা তৃতীয়াধ্যায়ে॥ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা বিশেষ কারণাধীন হয়। যথা অতিশয় চপল পারদ পদার্থের স্বভাব দ্রব্য বিশেষ সংযোগাধীন অন্যথা কৃত হয়। কাঠিন্য স্বভাব লৌহ স্বর্ণাদি ধাতুর কাঠিন্য ও দ্রব্য সংযোগাধীন অন্যথা হয় এইরূপ দ্রব্যান্তর সংযোগে স্বভাব কৃত কার্য্যের অন্যথাকরণ দৃষ্ট হইতেছে।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যস্য কর্ম্মণো বস্তুনো বা যাদৃক স্বভাবঃ স চ নান্যথা ভবতি তথাচ মহানাটকং যাসৌ প্রকৃতিরস্মাকং বানরাণাং নরেশ্বর। তামহং ত্যক্তুমিচ্ছামি ন সা মাং ত্যক্তুমিচ্ছতি॥ অপিচ মহাজন বাক্যং। ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং। দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতির্জ্জায়তে নোত্তমানাং॥

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বৈপরীত্যং ঘটতে যথা শীতাদি প্রধানে দেশে বহ্নেঃ কালাৎ শীতাল্পত্বাদিঃ দৃশ্যতে। কারণান্তরোৎপত্তেঃ॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা সংসর্গানুসারে ঘটিয়া থাকে তিথি তত্ত্বে কথিত আছে সদ্বৃত্তঃ সন্নিকর্ষোহি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না, রীতমত স্বভাব কৃত কর্ম্ম হইলেই রীতমত ঘটনা হয় বিপরীত কৃত কর্ম্ম হইলেই বিপরীত ঘটনা হয়। যদি হয় তবে কোন কোন বায়ু স্বভাব দ্বারা হয়॥ যথা। বাতুলৈশ্চ ভবেৎ গর্ভ কুব্জান্ধজড়বামন॥ ইতি নিদান শাস্ত্রে উক্ত। যঃ স্বভাবতঃ ফল নিরপেক্ষ্য তত্র কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে সতচ্ছীলঃ স্বভাবঃ ফলকে অপেক্ষা না করে যে কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হয় সেই তার শীল সেই স্বভাব। অতএব স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না যথা। যন্মোশ্বরেণ যদলেখি ললাটপট্টে তৎস্যাৎ অযোগ্যামপি যোগ্যত্তমং বিহায় ইত্যাদি॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকার্য্যের যে আদি গতি তাহা অপর দ্রব্যে সংযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত অনিবার্য্য। তাহা

কোনরূপে অন্যথা হইবার নহে॥ কিন্তু দুই কি ততোধিক পদার্থকে সম্মিলিত করিলে তাহাদের স্ব স্ব নৈসর্গিক ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া ভিন্ন আর একটি গুণ উৎপন্ন হয় তৎকালীন নবোদ্ভূত গুণটি যৌগিক প্রকৃতি ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যথা চূর্ণ. হরিদ্রাযোগে লোহিতবর্ণ হয়। তখন তাহাদের অমিশ্রকালীয় ধবল ও পীতবর্ণ থাকে না॥ পারদ ও গন্ধক একত্রিত হইলে তাহাদের পূর্ব্ব স্বভাব সিদ্ধরঙ্গ (শুভ্র ও পীত) লোপ পাইয়া কজ্জল বর্ণোৎপত্তি হয়॥ এইরূপ শত সহস্র স্থলে সংযোগধর্ম্মে বস্তুর আদি নিসর্গ গুণ ধ্বংস হইয়া অপর স্বভাবকে উদ্ভাবন করে। তৎকালীন তাহাদের সেই যৌগিক গুণকেই পুনর্ব্বার প্রাকৃতিক গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয়। অতএব মিশ্রোৎপন্ন ভিন্ন গুণ পুনর্ব্বার নূতন স্বভাব প্রাপ্ত হইলে তৎশক্তিতে কৃত হয় যে কর্ম্ম তাহা স্বভাব কৃত কার্য্যই বলিতে হইবে। এতাবতা স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটনা হওয়া অপ্রসিদ্ধ॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব কৃত কর্ম্মের বিপরীত ঘটনা হয় না।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরমিত্যাদি বচনেন মায়ৈব প্রকৃতিরিতি জ্ঞায়তে তাং স্বভাব ইত্যপরে বদন্তি তস্যাস্তু প্রকৃতেঃ কার্য্যজাতমবেক্ষ্যাস্মাকমেষা পুরাণানুযায়িনী যুক্তির্যৎ প্রকৃতিকৃতসৃষ্টেঃ স্থৈর্য্যাভাবাৎ সর্ব্বদৈব বৈপরীত্যং ঘটতে। পঞ্চদশী কারেণাপি প্রকৃতকৃতানৃত সৃষ্টিরুক্তা॥ তথাহি। " মৃচ্ছক্তিবৎ ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্সৃজেৎ। যদ্বা জীবগতানিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্রনিদর্শনং "। অতএবানৃতকারিণ্যা জীব প্রারব্ধ কর্ম্মরূপাতিবাত সঞ্জাতক্ষোভায়াঃ প্রকৃতেঃ স্রোতস্বত্যাঃ প্রলয়পথেন শুদ্ধচৈতন্যে বিশ্বব্যাপি ন্যমৃতাকরে ব্রহ্মণি মিলিতুং মৃত্যুগমনাদি কার্য্যাস্য সততমেব বৈপরীত্যং ঘটতে। পঞ্চদশ্যামপি " প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বা " দিত্যাদিনা মায়াশক্তি প্রতিবন্ধঃ সুস্পষ্টমুপলক্ষিতঃ অতঃ প্রমাণান্তরমকিঞ্চিৎকরমেব ইত্যলং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবকৃতকার্য্যাস্য বিপরীতঘটনা নাস্তি যথা বিষনিষ্ঠ স্বভাবসিদ্ধ শরীরদাহাদিকার্য্যাণাং শীতলাদিরূপ রিরুদ্ধতা ন জায়তে তথা যদিস্যাত্তত্রায়ং হেতুরুচ্যতে যথা যদি স্বভাব কৃতকার্য্যকালীন তৎস্বভাব বৈপরীত্যাৎ তৎকৃতকার্য্যাস্য বিপরীত ঘটনা সম্ভবত্যেব যথা বিষাক্তজনস্য তৎস্বভাবকৃতকার্য্যস্য বিরুদ্ধতাঘটকতদৌষধাদিপানং তথা।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

হয়, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হইতে তত্তৎ বস্তুর অভাব হয়, বস্তুর অভাব হইলে সুতরাং বিপরীত ঘটনা হয়॥ ১৩॥

[১৪] প্রশ্ন। স্বভাবের ক্ষমতা কতদূর?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতার পরিমাণ নাই, সে আপনার শক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন জল আপনার শৈত্য গুণ পরিত্যাগ করে না।

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা কিছুই না স্বভাব এই শব্দ আমরা ভ্রান্ত হইয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি সপ্তম প্রশ্নোত্তরানুসারে স্বভাব অস্বীকার্য্য। ফলে স্ব শব্দার্থ বস্তু, বস্তু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ভ্রম প্রত্যক্ষ পরিকলিত ঘট-পটাদির বেদে নেতি নেতি করত অবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ভাব শব্দার্থ অভিপ্রায় সুতরাং স্বভাব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রায় ইহাই আস্তিকদিগের নির্ণয় করা বর্ত্তব্য ইক্ষুরস জাল করিলে গুড় জন্মে ঘৃত জন্মে না ঈশ্বরের অভিপ্রেত একারণ স্বভাবিক॥

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

স্বভাবোঽপরিহরণীয়ঃ স্বভাবাৎ অনিচ্ছয়া অবশোপি জনঃ কর্ম্মাণি করোতি যদুক্তং ভগবদ্গীতায়াং সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোপি তৎ ইত্যাদি অন্যচ্চ স্বভাব তন্ত্রোহি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষমিত্যাদিষু স্বভাবস্য দুর্ব্বারত্বং শ্রূয়তে॥

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

প্রকৃতির ক্ষমতা কত দূর, তাহা মহেশ্বর ব্যতিরেকে মায়িক মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ণেয় নহে।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

স্বভাবস্যাসীমক্ষমতা জ্ঞাতব্যা॥

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা অসীম, সকলই স্বভাবের বশীভূত।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

বাধমন্তরেণ কারণসত্তাপর্য্যান্তং স্বভাবক্ষমতা। লৌকিক ব্যবহারতোজ্ঞেয়ং॥ যথা জ্বলনস্বভাবস্য বহ্নে নির্ব্বাণকারণ জলাদিব্যতিরেকেন তৃণসত্তাপর্য্যান্তং স্থিতিঃ॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

নৈমিত্তকং প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ। সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবত ইতি ভাগবতবচনেন স্বভাবতশ্চতুর্ব্বিধ প্রলয়পর্য্যন্তমপি ভবিতুমর্হতি॥

যখন স্বভাব-দ্বারা দেশবিপ্লাবন আগ্নেয়পর্ব্বতপ্রভব বহ্ন্যুৎপাত প্রবল ঝটিকাদি দ্বারা দেশ ধ্বংস হইতেছে, তখন প্রলয় পর্য্যন্ত হওয়া স্বভাব দ্বারা অসম্ভব নহে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বেষাং গুণানামুপরি স্বভাবো বর্ত্ততে। প্রমাণং। অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মুর্দ্ধ্নি বর্ত্তত ইতি হিতোপদেশঃ। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন ইতি চ। স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ ইতি দশমস্কন্ধঃ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিতশ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধনে সর্ব্বত্রৈব ক্ষমতাস্তি। তদনভিপ্রেতসাধনে তু নাস্তীতি ক্ষমতা সীমা-নির্দ্দিষ্টা॥ তস্য ঈশ্বরাধীনত্বাৎ। তস্য তদধীনত্বন্তু দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাব ইত্যাদিনা পূর্ব্বমুক্তং॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর সদৃশী স্বভাবস্য শক্তিঃ। ভগবদ্গীতায়াং॥ ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্ম ফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ভাগবতে। স্বভাবতন্ত্রোহি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে॥ স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং ইত্যুক্তং॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা নিশ্চয়ে অস্মদাদির বুদ্ধির ক্ষমতা নাই। যদি স্বভাবের ক্ষমতার সীমা থাকিত তবে কথঞ্চিৎ নিশ্চয় হইলেও হইতে পারিত। অথবা অন্ত পর্য্যন্তই সীমা॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব যিনি তিনিই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া কেন না তিনি ঈশ্বরের শক্তি। সর্ব্বগুণের আধার, এই সৃষ্টি তাঁহারই বিকাশ। তিনি কতরূপে দেখা দিতে পারেন, আবির্ভূত হইতে পারেন তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং তিনি মায়া, তিনি আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞগণের পক্ষে মহামায়া, কিন্তু তিনি ভগবানের

অনুগত ছায়া সদৃশ। নাস্তিকদিগের স্বীকৃত ঈশ্বর বিহীন অচেতন স্বভাব, অথবা অন্যান্য বাদীগণের সম্মত ঈশ্বর কৃত স্বতন্ত্র অচেতন স্বভাব অসিদ্ধ। কেবল ঈশ্বরের স্বষ্টি শক্তি স্বরূপিণী নিত্য সদসদাত্মিকা অবিদ্যার নামান্তর যে স্বভাব তিনিই সিদ্ধ। তিনিই অশেষ জগতের কারণ। বিঃ পুঃ ২ অং ৭ অঃ। "হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে। অণ্ডানাং তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানিচ॥ ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানিচ॥

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যাবৎশাস্ত্রীয়জ্ঞানপ্রাবল্যং ন ভবতি তাবৎ স্বভাবস্য নিষিদ্ধকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ইতি ভগবদ্গীতা বাক্যাৎ। অস্যার্থঃ নন্নু সর্ব্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে লৌকিকবৈদিকপুরুষকারবিষয়াভাবাৎ বিধিনিষেধানর্থক্যং প্রাপ্তং ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি সম্প্রতি তদর্থবৎ স্যাৎ ইত্যত আহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াণাং অর্থে বিষয়ে শব্দস্পর্শাদৌ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয় বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেপি দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ আনুকূল্য প্রাতিকূল্য ব্যবস্থয়া স্থিতৌ নত্বনিয়মেন সর্ব্বত্র এতৌ ভবতঃ তত্র পুরুষকারস্য শাস্ত্রস্য চায়ং বিষয়ো যৎ তয়োর্বশং ন গচ্ছেৎ ইতি যাহি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাবসহকৃতেষ্টসাধনত্বজ্ঞাননিবন্ধনং রাগং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রনিষিদ্ধে কলঞ্জভক্ষণাদৌ প্রবর্ত্তয়তি তথা বলবদিষ্ট সাধনত্ব জ্ঞানাভাব সহকৃতানিষ্ট সাধনত্ব জ্ঞাননিবন্ধনং দ্বেষং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রবিহিতাদপি সন্ধ্যাবন্দনাদেৰ্নিবৰ্ত্তয়তি তত্র শাস্ত্রেণ প্রতিসিদ্ধস্য বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বে জ্ঞাপিতে সহকার্য্যাভাবাৎ কেবলদৃষ্টেষ্ট সাধনত্বজ্ঞানং মধুবিষপৃক্তান্ন ভোজন ইব তত্র ন রাগং জনয়িতুং শক্নোতি এবং বিহিতস্য শাস্ত্রেণ বলবদিষ্টানুবন্ধিত্বে জ্ঞাপিতে সহকার্য্যাভাবাৎ কেবল-মনিষ্ট সাধনত্বজ্ঞানং ভোজনাদাবিব তত্র ন দ্বেষং জনয়িতুং শক্নোতি ততশ্চাপ্রতিবন্ধঃ শাস্ত্রং বিহিতে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি নিষিদ্ধাচ্চ নিবর্ত্তয়তীতি শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রাবল্যেন প্রকৃতি বিপরীতমার্গে পুরুষং শাস্ত্র দৃষ্টিঃ প্রবর্ত্তয়িতুং শক্নোতি ইতি ন শাস্ত্রস্য পুরুষকারস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। ইতি মধুসূদন সরস্বতী টীকা দর্শনাৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রাবল্যস্য প্রকৃতের্বলবত্ত্বাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরসন্নিধানাৎ প্রকৃতিশক্তিরিয়ত্তয়া পরিচ্ছেত্তুং ন শক্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং। বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নুমাম ইত্যাদি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর সন্নিধানে স্বভাবের ক্ষমতার ইয়ত্তা হয় না, যথা শ্রুতি,—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নুনাম ইত্যাদি।"

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

ত্রয়োদশ প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইয়াছে।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য ক্ষমতা কিয়তীতি প্রস্তাবে উত্তরমিদং প্রথমং স্বভাবো নিরূপ্যতে স্বভাবো জাতি নিয়তধর্ম্ম-বিশেষঃ স চ কৃতিরদৃষ্টবিশেষোবা কৃতির্যত্নঃ যত্নস্ত্রিবিধঃ প্রবৃত্তিকারণং নিবৃত্তিকারণং জীবনকারণঞ্চ এতদ্রূপ স্বভাবঘটিত জরায়ুজাদিবহুতরপ্রাণিনাং সৃষ্টির্জায়তে স চ যত্নঃ সর্ব্বজীবেষু সমবায়সম্বন্ধেনাবতিষ্ঠতে। অতো যত্নস্বরূপ স্বভাবস্য ক্ষমতা অনির্ব্বচনীয়া দ্বিতীয়পক্ষে অদৃষ্টং দ্বিবিধং ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ যাগাদিজন্যস্ত্বে-সতি স্বর্গাদিরূপফলজনকো ধর্ম্মঃ ব্রহ্মহত্যাদি জন্য নরকসাধনোঽধর্ম্মঃ এবম্ভূত প্রাচীনাদৃষ্টবশাৎ ঈশ্বরেণ জগদুৎপত্ত্যাদি ক্রিয়তে এতেন স্বভাবস্যাসীমক্ষমতা প্রতীয়তে।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য ক্ষমতা অনির্ব্বচনীয়া। পুষ্পকলাদৌ যৎ শিল্পিনৈপুণ্যং দৃশ্যতে স শিল্পিস্বভাব এব স্বভাববিধেঃ সুরশিল্পিবিশ্বকর্ম্মণোঽপি শিক্ষস্থা বিদ্যতে॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাব শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত, যাবৎ কর্ম্মক্ষয় না হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সৎস্বরূপ আত্মাকে কীটাদি যোনি পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। জীবের স্বভাবকে মন বলে, ঈশ্বরের স্বভাবকে মায়া বলে। তাহার অনেক ক্ষমতা যথা (কূটস্থমসঙ্গমাত্মানং জগত্ত্বেন করোতি সা। চিদাভাস স্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্ম্মমে॥

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

ক্ষমতার সীমা নাই, কারণ স্বভাব ঈশ্বরের শক্তি। " বিচিত্র শক্তি পুরুষ পুরাণং স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ॥

যুক্তি। মনে যত দূর ভাবিতে পারা যায়।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবেরও ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা আছে। প্রমাণ যথা শ্রীভাগবতে ১০ ম, স্কন্ধ, ২৩ অধ্যায়।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের যে কিছু ক্ষমতা দৃষ্ট হইতেছে, সে ঈশ্বরাধীন। অত্র প্রমাণং। স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নি-য়তত্ত্বত ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

কার্য্যং দৃষ্টানুমীয়তেহত্র বিষয়ে যুক্তিমাহ হরিঃ দীপাদিগতপ্রকাশশক্তাবপি আলোকবিশেষস্য সম্বন্ধে সত্যেব বস্তুপ্রকাশকত্বং নান্যথেতি দৃষ্টত্বাৎ।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবযোগ্যতা নৈব কাচিদস্তীতি নিশ্চিতং। স্বভাবোপীশ্বরাধীনঃ স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যদিবা বিলক্ষণানেক কার্য্যকারী গৌরবাদন্যোঽস্বীক্রিয়তে তদা ঈশ্বর এব স্বভাবাপরনাম ইতি। তস্য ক্ষমতায়া ইয়ত্তা নাস্তীতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ব্যক্তিভেদেন স্বাভবস্য নানাত্বাৎ কথং তস্য ক্ষমতা নিরূপণার্হা। যদি স্বভাব শব্দেন নিয়ম উচ্যতে তদা যৎপর্য্যন্তং স্বভাবস্য বিষয়ঃ তৎপর্য্যন্তং স্বভাবস্য সমর্থঃ।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যে পুরুষের যতদূর কর্ম্মদক্ষতা স্বভাবের ক্ষমতা ততদূর যেমন সমুদ্র লংঘন কর্ম্মে অশক্ত পুরুষের স্বভাব দ্বারা সমুদ্র লংঘন হয় না ইতি।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা অনুভব বা যুক্তি পথাতীত, যথা হরিদ্রা ও চূর্ণে রক্তিমা জন্মায় ইত্যাদি। অথ বা আতপ সহকৃত মঘের যোগবিশেষ ভবিতব্য শক্রধনু রাত্রিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, " রাত্রৌ শক্রধনুশ্চৈব মলমাসতত্ত্বধৃত।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা অসীম ইয়ত্তা করা যায় না, স্বভাব ঈশ্বরানুগৃহীত হইলেই কার্য্যাদিতে ক্ষমবান হইতে পারেন ইহাও নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীবএব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়েতি॥ দ্রব্যং উপাদানং কর্ম্মাদীনি নিমিত্তানি জীবো ভোক্তা যস্যানুগ্রহাৎ সন্তি কার্য্যক্ষমা ভবন্তীত্যর্থঃ॥

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, ঐ স্বভাব ঈশ্বর বিহিত নিয়মের

অধীন হইয়া কার্য্য করে, অর্থাৎ ধান্যবীজ হইতে মৃজ্জলাদি সংযোগে ধান্য তৃণেরই উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ মানবীয় শুক্রশোণিত হইতে মনুষ্যোৎপত্তি করণে স্বভাবের ক্ষমতা আছে, বৃক্ষাদ্যুৎপত্তি করণে ক্ষমতা নাই। ইষ্টক পুতিলে আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু ঈশ্বর, ইষ্টকে আম্রবৃক্ষোৎপাদনের ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। যদি ঈশ্বর স্বভাবকে শক্তি দ্বারা নিয়মিত না করিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য হইয়া জগৎ বিপ্লাবিত হইত।

প্রমাণ যথা। বস্তুধর্ম্মানিয়মোরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা। অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥ ইতি পঞ্চদশী।

অতএব ঈশ্বরের নিয়মের অধীন হইয়া স্বভাবকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা না হইলে দহনাদির জলাদিত্ব হইতে পারিত।

তথাহি,—একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। শক্তিভেদো নচাভিন্নঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

একস্য কারণস্য নিয়ম্যো ন কার্য্যাণাং ক্রমঃ সমস্য একজাতীয়কারণস্য প্রয়োজাঞ্চ ন কার্য্যাণাং বৈচিত্র্যং বৈজাত্যং তথাচ ক্রমিক কার্য্যনির্ব্বাহতয়া ক্রমিককার্য্যকারণসিদ্ধিঃ, বিজাতীয় কার্য্যজনকতয়া চ বিচিত্রহেতুসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। শক্তিভেদাদেব সজাতীয়াদেকস্মাৎ কার্য্যবৈজাত্যমিতি শঙ্কাং নিরাকুরুতে, শক্তিভেদো ন চাভিন্ন ইতি চ হেতৌ ন শক্তিভেদো অভিন্নঃ যতঃ শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ, ভেদে চ তস্যৈব কারণত্বস্বীকারে একমাত্র কারণত্বভঙ্গো দ্বৈতাপত্তিশ্চেত্যর্থঃ। ননু স্বভাবাদেব এককারণস্য বিচিত্রকার্য্যনির্ব্বাহকত্বমিত্যত্রাহ স্বভাবোদুরতিক্রম ইতি একস্মিন্ কার্য্যে জনয়িতব্যে যঃ স্বভাবঃ কার্য্যান্তরজননকালে তস্যানুবৃত্তৌ দহনস্যাপি জলাদিত্বং স্যাৎ স্বভাবস্য দুরপহ্নবত্বাদিত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যা।

অতএব স্বভাব ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া জগতের উৎপত্ত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, স্বভাবের ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত। অতএব স্বভাব ঈশ্বর নিয়মকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, সেই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এই পর্য্যন্তই স্বভাবের ক্ষমতা ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যত্র স্যমন্তকমনিরস্তি তস্য মনেঃ স্বভাব ক্ষমতা প্রতিদিনং অষ্টাভাবং সুবর্ণং সুতে পরং দুর্ভিক্ষমারীভয়াদি ন ভবিষ্যতি।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা কিছুমাত্রই নাই, যথা, বহ্নির দাহস্বভাব জলের শীতস্বভাব ইহারও প্রযোজক পরমেশ্বর, স্বভাব সক্ষম হইলে তাহার কার্য্যের হানি কখন হইত না।

---

(৩৪) কলিকাতা সরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য ক্ষমতা অনির্ব্বচনীয়মাতিশয্যমেব। একং মত্তমতঙ্গজং তদুপরি ক্রোধাৎপতন্তং শিশুং,

সিংহীগর্ভবিনির্গতার্দ্ধরূপুং ইতি মহাজনপরিগৃহীতবচনেনার্দ্ধবিনির্গতসিংহশিশোঃ মত্তমাতঙ্গাক্রমণে স্বভাব ক্ষমতাবধের্ব্যক্তত্বাৎ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারাধীন যে স্বভাব তিনি আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত হন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম হইয়া সধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীন যে স্বভাব গুণ দোষ জ্ঞানবান্ হইয়াও সেই স্বভাবের চেষ্টা করেন, অতএব সকল প্রাণি স্বভাবের অনুবৃত্তি হন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তাহাদের কিছুই করিতে পারেন না। প্রমাণ গীতা তৃতীয়াধ্যায়ে। সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

যে পর্য্যন্ত স্বভাবের অন্যথা কারি সামগ্রী সম্বন্ধ না হয় ততদুর ক্ষমতা।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

১৪। ১৫। স্বভাবস্তু সর্ব্বাতিক্রামকস্তমতিক্রমিতুমীশ্বরোপি ন ক্ষমঃ। তথাচোক্তং সর্ব্বান্ গুণানতিক্রম্য স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ অপি চ মহাজন বাক্যং। ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং নচাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সাংখ্যমতে স্বভাবস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা অধিক বলিতে হইবে হিতোপদেশঃ অতীত্য গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে। অপিচ সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতা জীব কর্ম্ম বাসনা লইয়া অন্যান্য বিদ্যার বশ হইয়া স্বভাবাধীন অভিনিবেশ হইয়া থাকে সেই জীব যেক্ষণে সৃষ্টি হয়, সেই পুর্ব্ব কর্ম্ম বাসনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, উর্দ্ধাধোভ্রমতে ঘটিযন্ত্রমিব। যেমন ঘড়িযন্ত্র ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ করে তদ্রূপ, অতএব স্বভাবের ক্ষমতা মহাপ্রলয়স্য প্রাকৃক্ষণ পর্য্যন্ত॥ কিঞ্চ জীবের স্বভাব পুত্র পৌত্রাদীন লইয়া ভুরাদি সপ্ত পর্য্যন্ত ক্ষমতা। ইতঃ পরং ন বক্তুং শক্যতে।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের শক্তি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত। এই সীমার অতিক্রম করিতে স্বভাব ক্ষমতাপন্ন নহে॥ যথা কোন বস্তুর স্থিতি স্থাপকতা গুণ। কাহার দাহিকা শক্তি, কাহার বা শীতলত্ব, কোন পদার্থ বায়ু-নাশক, কোনটি বা অগ্নি নির্বাপক, মনুষ্য দ্বিহস্ত দ্বিপদবিশিষ্ট সার্দ্ধ ত্রিহস্ত বৃদ্ধিশীল, কোন তরু এক অঙ্গুলী উচ্চ, কোনটি বা শত হস্ত উচ্ছ্রিত, কোন দ্রব্য দ্রব্যান্তরে সংযোজিত হইলে গুণান্তর প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি প্রকারে দ্রব্যের যে শক্তি অবধারিত হইয়াছে তাহার অর্থাৎ অপরের সহিত অমিলিতাবস্থায়, স্বভাব ধর্ম্মের বহির্ভূত হইবার সাধ্য কোন পদার্থের নাহি॥ ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ॥ জীবজন্তুদিগের সত্ত্ব রজস্তমোগুণের আধিক্য বা স্বল্পতা জন্য যাহার যেরূপ স্বভাব কালবিশেষে সংস্থাপিত হইয়াছে, এ জগতের অন্ত দিন পর্য্যন্ত তদ্রূপেই চলিবে। বালক কাল হইতে ক্রমে আহার করিতে করিতে ভুক্তান্নের পরমাণু যোগে শরীর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভোজন ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন থাকিলেও যাহার যে উচ্চতা নির্ণীত আছে, সে তদপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে পারে না। যথা, মনুষ্য, গো, উৎকুণ, হস্তী, অশ্বত্থ বৃক্ষপ্রভৃতি। পদার্থবিদ্যার জ্ঞানাভাবে আমরা বহু পদার্থের স্বভাব অবগত নহি, সুতরাং তাহাদের শক্তির পরিসীমা করা দুঃসাধ্য। তথাপি দৃশ্যমান জীবজন্তু উদ্ভিদাদির দৃষ্টান্তে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ্বরকৃত সীমাই স্বভাবের সীমা। যদি তাহা না হইয়া স্বভাব শক্তি অনন্ত হইত, তবে সূক্ষ্মতম প্রাণিসকল কালে আহারাদি দ্বারা ক্রমে উন্নত হইয়া হস্তি অপেক্ষা বৃহৎকায় কিম্বা অশ্বত্থাদি তরুগণ উত্তরোত্তর পরমাণু যোগে সত্যলোক পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিত, তাহা না হইয়া এক এক শ্রেণীর জীব বা কীটপতঙ্গ কিম্বা ভূরুহ একরূপ তুঙ্গতা ও কলেবর প্রাপ্ত হয়। ভুক্তান্ন ও রসের যোগে যদি বালক কাল হইতে বাড়িতে পারে, তবে সেই দ্রব্যগুণ কেন চির কাল সমভাবে চলে না? ইহাতে বোধ হয় যে, স্বভাব স্বাধীন নহে। অতএব যিনি স্বভাবের নির্ম্মাতা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পর্য্যন্তই স্বভাবের ক্ষমতা।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের ক্ষমতার সীমা নাই।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যৎসঙ্গমুপেত্য স ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বস্থিতিসংহারপালনকর্তা সর্ব্বমেতদখিলমসৃজৎ। তস্যা অঘটনঘটনপটীয়স্যাঃ প্রকৃতেঃ ক্ষমতেযত্তয়াবচ্ছেত্তুমশক্যা॥ পঞ্চদশ্যামস্যা অসীমোমহিমা প্রদর্শিতঃ। যথা, শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ ব্রহ্মণ্যেবং নির্ব্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ। অতোঽস্যাঃ ক্ষমতায়াঃ সীমা নাস্তি। অন্যচ্চ "ঈদৃশোমহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতং। পঞ্চদশ্যাং॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্য ক্ষমতা কিয়তীতি প্রস্তাবে উত্তরমিদং প্রথমং স্বভাবোনিরূপ্যতে স্বভাবো জাতিনিয়তধর্ম্ম-বিশেষঃ স চ কৃতিরদৃষ্টবিশেষোবা কৃতির্যত্নঃ যত্নস্ত্রিবিধঃ প্রবৃত্তিকারণং নিবৃত্তিকারণং জীবনকারণং এতদ্রূপ স্বভাবঘটিতজরায়ুজাদিবহুতরপ্রাণিনাং সৃষ্টির্জায়তে স চ যত্নঃ সর্ব্বজীবেষু সমবায়সম্বন্ধেনাবতিষ্ঠতে অতো যত্নস্বরূপস্য ক্ষমতা অনির্ব্বচনীয়া। অদৃষ্টং দ্বিবিধং ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ যাগাদিজন্যত্বে সতি স্বর্গাদিরূপফল-সাধনকো ধর্ম্মঃ ব্রহ্মহত্যাদিজনক নরকসাধনোঽধর্ম্ম এবম্ভূত প্রাচীনাদৃষ্টবশাৎ ঈশ্বরেণ জগদুৎপত্ত্যাদি ক্রিয়তে এতেন স্বভাবস্যাসীমক্ষমতা প্রতীয়তে॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

স্বভাব অচেতন, তাহার সকল ক্ষমতাই আছে॥ ১৪॥

[০১৫] প্রশ্ন। স্বভাবের অন্যথা করণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর যে স্বভাবের অন্যথা করিতে পারেন না এমত বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু তিনি যাহাকে যে গুন দিয়াছেন তাহার তদনুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে॥ যথা মনুঃ॥ ১ অধ্যায়। যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুংক্ত প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তম ও চতুর্দ্দশ প্রশ্নোত্তরানুসারে আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবেন। অর্থাৎ স্বভাব একটি অভিনব পদার্থ অস্বীকার্য্য ঐ স্বভাব শব্দার্থে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সুতরাং তিনি স্বভাবানুসারেই সমুদায় করিয়া থাকেন কারণ ঐ ঈশ্বরের শাসন কর্ত্তা আর কেহই নাই সুতরাং তিনি অপ্রতিবন্ধক বশত স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজের অভিপ্রায় যাহা হয় তাহাই করেন যে হেতু সকলেই স্বাভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করিতে ভাল বাসে এবং অন্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে করিয়াও থাকে সুতরাং পরমেশ্বর স্বভাবের বিপরীত আচরণ করিতে পারেন কিন্তু, পারিলেও করেন না যাহা করেন সমুদায় স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বাভিপ্রেতরূপ ইহা বই মধ্যে কোন কার্য্য আশ্চর্য্যরূপ দেখিয়া সাধারণ লোকে অস্বভাবিক জ্ঞানে তর্ক করিয়া থাকে বস্তুত সে তর্ক মিথ্যা।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তর।

স্বভাবস্য দুর্ব্বারত্ববোধনায় তত্র ঈশ্বরস্যাপি অসামর্থ্যং পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতং ন চান্নৈতৎবারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে ইত্যাদিভিঃ।
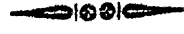
(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির উত্তর।

ত্রয়োদশ প্রশ্নোত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের উত্তর

যদ্যপি স্বভাবস্যান্যথাকরণে ঈশ্বরঃ সমর্থঃ তত্রাপি স্ববচো ব্যাঘাতাৎ স্বভাবস্য নান্যথা কৃতা॥
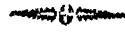
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের উত্তর।

স্বভাবের অন্যথা করণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে, স্বভাব ঈশ্বরকৃত, সুতরাং তদন্যথা করণে তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

স্বভাবান্যথাকরণে ঈশ্বরক্ষমতা বিদ্যতে। প্রমাণং ভারতীয় স্যমন্তোপাখ্যানং ভাগবতীয় প্রহ্লাদোপাখ্যানঞ্চ।
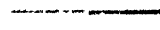
(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

পঞ্চদশ প্রশ্নের উত্তর দ্বাদশ প্রশ্নোত্তরবৎ।
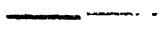
(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরানুগ্রহতঃ স্থিতস্য স্বভাবস্যান্যথা কর্ত্তুং স সমর্থৈব শক্ত ইত্যত্র কঃ সন্দেহ ইতি।

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীবএব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধঃ॥ অরির্ম্মিত্রং বিষং পথ্যং অধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয় ইতি মহাজনবাক্যং॥
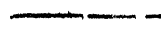
(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিতশ্রী কিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্যান্যথা করণে ঈশ্বরস্য ক্ষমতাস্তি। প্রমাণং, অরির্ম্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয় ইতি॥ এবং ন নরৈর্ন মৃগৈরপীত্যাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত নরসিংহরূপেণাবতারঃ। ন শুষ্কেন ন চার্দ্রেণ ইত্যাদি বাক্য বোধিত জলফেণাভিস্তাদৃশাতিবজ্রকঠিনশরীর নমুচিনামাসুরবধশ্চ॥ অগ্নিবিষজ্বালাতোপি প্রহ্লাদস্যামরণং ইত্যাদি বহুতর প্রকৃতিবিরুদ্ধকার্য্যাণি ঈশ্ব-

রস্ম সন্তি॥ অতএব কালিদাসোপি "বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া" ইত্যাহ রঘু-বংশে॥ ১৫॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুমীশ্বরোপি ন শক্নোতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে। স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুং নৈবালমীশ্বরোপি চ॥ ইত্যুক্তং॥ ১৫॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথা করণে ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) স্বভাব ঈশ্বরেরই শক্তি। সেই শক্তি বিচিত্র॥ মনুষ্য তাহার যতই অন্যথা মনে করুন, সে সমস্ত অন্যথাই ঐ বিচিত্রতার মধ্যগত। সে সমস্ত পরিবর্ত্তনমাত্র॥ অবস্থা বিশেষে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। নতুবা তাঁহার অভাবরূপ অন্যথা অসিদ্ধ॥ ঈশ্বর তাঁহার তাদৃশ অন্যথা করেন না। যদি অংশত অন্যথা করেন, স্বীকার করা যায়, তবে তাদৃশ অন্যথাকে পরিবর্ত্তন গণ্য করিতে হইবে। তাহা করিবার ক্ষমতাও ঐ শক্তির মধ্যগত, সুতরাং তাহাও তাঁহার স্বভাব হইল। সে থানে সেই পরিবর্ত্তই স্বভাবের প্রভাব। তাহা অত্যন্ত অভাবরূপ অন্যথা নহে॥ যদিও বলিয়াছেন "ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ" ঈশ্বর জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ। কিন্তু সে কথা কেবল সৃষ্টি প্রকাশ করা বা, লয় করা সম্বন্ধে প্রয়োগ হইবে॥ তাঁহার স্বভাবরূপি অনাদি শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা সম্বন্ধে নহে॥ কেন না স্বভাবকে ধ্বংসরূপ অন্যথা করা আর আপনাকে অন্যথা করা একই কথা। যেহেতু "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এতাবতা "তিনি স্বভাবকে অন্যথা করিতে পারেন কি না" এমত প্রশ্ন অচল॥

(২) স্বভাব যদি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র স্বভাব বিশিষ্ট হইতেন, তবে তাদৃশ স্বভাবকে ঈশ্বর অবশ্যই অন্যথা করিতে পারিতেন।

(৩) তবে মহাপ্রলয়কালে তিনি সদাত্মিকা প্রকৃতিকে অর্থাৎ ব্যক্ত স্বভাবকে যে পুনঃ অসদাত্মিকা অবস্থায় (অর্থাৎ অব্যক্ত বা সাম্যাবস্থায়) আকর্ষণ করিতে পারেন, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে স্বভাবের বীজান্ত ধ্বংস হয় না। তাদৃশ ধ্বংস বা অন্যথা বা অত্যন্তাভাব কেহ কখন মনে না করিতে পারে, এজন্য শাস্ত্রে স্বভাবকে "নিত্যং সদসদাত্মকং" প্রভৃতি বিশেষণ দিয়া রাখিয়াছেন। শাঃ সূঃ ২। ১। ১৬ ১৭ "সত্বাচ্চাবরস্য" কার্য্যরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বা অন্তে ব্রহ্মে লীন থাকে। "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন-ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ", সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, এমত উল্লেখ আছে বলিয়াই যে জগতের অভাব মনে করিতে হইবে এমত নহে। "অসৎ" শব্দে এখানে কারণাবস্থা, অব্যক্তাবস্থা, সাম্যাবস্থামাত্র॥ তখন জগৎ অব্যক্তরূপে ব্রহ্মশক্তিতে ছিল, এই বুঝিতে হইবে। "যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভি-ধানাভিপ্রায়ং। ন ত্বত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং॥ অভাবস্য কারণত্ব নিষেধাৎ।" (ঐ সূত্রে অধিকরণমালা) এতাবতা প্রলয়কালেও সৃষ্টিশক্তির অর্থাৎ স্বভাবের অন্যথা হয় না।

(৪) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ইত্যাদি রূপে স্বভাবের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব তিরোভাব সম্বন্ধই স্বভাবের নিত্যতা এবং অনন্যথাভাব, কিন্তু মুক্ত জীবের পক্ষে শাস্ত্রে তাহার অন্যথা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্যক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেতে নির্ম্মল বৈরাগ্য উপার্জ্জিত হইলে,—উত্তর পূর্ব্ব ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত, পাপলেপ নষ্ট হইলে শা, সূ, ৪।১।১৩, পাপবৎ পুণ্যের লেপও তিরোহিত হইলে—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুনঃ জন্মের বীজস্বরূপ স্বভাবের অন্যথা হইয়া থাকে। "অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে॥ বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতং॥" রামগীতা। অস্যার্থ—অস্য সংসারস্য অজ্ঞানমেব হি নিশ্চিতং মূলকারণং ভবতীতি শেষঃ। মূলকারণমিত্যুক্ত্যা কর্ম্মণোঽবান্তরকারণত্বং সুচিতমিতিভাবঃ। বিদ্যৈব তস্যাজ্ঞানস্য নাশবিধানবিষয়ে পটীয়সী সমর্থমিতি॥" অজ্ঞান অর্থাৎ ঐ ঐশীশক্তি যে স্বভাব তিনিই এই সংসারের মূলকারণ। তাঁহার মূলকারণতাতে কর্ম্মের অবান্তর কারণত্ব সমন্বিত। (মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে) ব্রহ্মজ্ঞানই কেবল ঐ অজ্ঞান বিনাশ করিতে সক্ষম। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ঐ স্বভাবরূপী মায়ার বন্ধন ছেদ হয়—সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপ কর্ম্ম সকল নির্জীব হয়, সুতরাং কেবল এতাদৃশ স্থলে ভগবান্ স্বভাবের অন্যথা করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় মুক্ত সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত—মায়াতীত—সুতরাং স্বভাবাতীত ব্রহ্মজ্ঞানে অক্ষয় আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু তাহাতে স্বভাবের সার্ব্বভৌমিক ও অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না, তাদৃশ অন্যথা কেবল মুক্তিনিষ্ঠ—ধ্বংসনিষ্ঠ নহে।

---
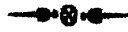
(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রীয়জ্ঞানপ্রাবল্যেন স্বভাবান্যথাকরণে ঈশ্বরস্য ক্ষমতা বিদ্যতে। যথা বহ্নিপ্রাবল্যেন অঙ্গারস্য মলিনত্বান্যথাকরণং॥ চতুর্দ্দশ প্রশ্নোত্তরোক্ত প্রমাণস্বরসাৎ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর সন্নিধানাৎ প্রকৃতিশক্ত্যা যৎক্রিয়তে তদন্যথয়িতুং ন কোপি সমর্থঃ। তথা চ পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে, অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্। ন কোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতিশ্রুত ইতি॥ অতঃ প্রকৃতি কার্য্যমন্যথাকর্ত্তুমীশোপি নেশ্বরঃ॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরের ঈক্ষণে স্বভাব দ্বারা যে কার্য্য হয়, তাহার অন্যথা হয় না। যথা পঞ্চদশী চিত্রদীপে, অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্। ন কোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতিশ্রুতঃ॥

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

এই প্রশ্নের উত্তর ত্রয়োদশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বশক্তিমত ঈশ্বরস্য স্বভাবখণ্ডনে ক্ষমতা অস্ত্যেব অন্যথা সর্ব্বশক্তিমত্তানুপপত্তেঃ স্বভাব খণ্ডনং যথা, প্রহ্লাদস্য বহ্নিপ্রক্ষেপণবিধৌ ঈশ্বরস্য ইচ্ছয়া বহ্নিনিষ্ঠস্বভাবসিদ্ধদাহাদিনিরাকরণপূর্ব্বিকাং শীতলতাং বহ্নিং প্রাপয়ৎ অতঃ প্রহ্লাদস্য বহ্নিপ্রক্ষেপণ বিধৌ মরণং ন ভবেৎ এতৎ প্রমাণং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধেঽনুসন্ধেয়ং ॥ ১৫ ॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্যান্যথাকরণে পরমেশ্বরস্য স্বরূপযোগ্যতাস্তি ন তু ফলোপধায়কত্বং তস্যানির্ব্বচনীয়শক্তিকত্বাৎ।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই। কিন্তু যোগাদি দ্বারা স্বভাব অন্যথা হয়, যথা (অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্ম কোটয়ঃ। অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধোধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে)। (বুদ্ধি পূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ)। (অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে) ইত্যাদি ॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পারেন না, তিনি আপনাকে আপনি অন্যথা করিতে অপারক। ইহা তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবের বিরুদ্ধ, তিনি ন্যায়বান্ রাজা, তাঁহার নিয়ম ক্ষণে ক্ষণে ফেরে না অন্যথাও হয় না।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

না, যেহেতুক স্বভাব বাদীরা স্বভাবকেই ঈশ্বর জ্ঞান করেন।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে। কারণ দেবাসুরের যুদ্ধাবসানে দেবতাগণ ঈশ্বরের নিকটে স্বীয় স্বীয় স্বভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অত্র প্রমাণং। তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি এতদ্যক্ষ ইতি তথেতি তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ জাতবেদা বা অহমস্মীতি তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেৎ যক্ষ ইত্যাদি উপনিষদ্ ॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বরঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থোভবতি তথাহি। আবির্ভাব তিরোভাব শক্তিমত্ত্বেন হেতুনা। আরম্ভ পরিণামাদি চাদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ইত্যাদি ॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্যান্যথা কর্ত্তুং যোগ্য এবেশ্বরঃ সদা। দেবাসুর যুধে যস্মাদগ্নেঃ শক্তিমপাহরৎ। প্রমাণং তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং ইতি শ্রুতিঃ।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যদিবা স্বভাব এবেশ্বরঃ তদা কথং তস্যান্যথাভবনমিতি যদিবা তত্তদ্বস্তুনাং তত্তৎ কার্য্যকারিত্বমেব তত্তদ্দ্রব্যানাং স্বভাবস্তদা তজ্জনিত কর্ম্মণাং বৈপরীত্যন্তু তত্তদ্বস্তূনাং দোষবশাৎ তত্তৎ কার্য্যাকারিত্বেনেতি কশ্চিৎ।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্যান্যথাকরণে কস্যাপি সামর্থ্যং ন ভবতি। অতএব মহাজনৈরুক্তং। সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ। মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন ন বার্য্যতে॥ খলঃ দুষ্টস্বভাবো জনঃ কেনাপি ন বার্য্যতে ইত্যর্থঃ॥ এবং বিষ্ণুশর্ম্মণাপি হিতোপদেশে অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ ইত্যুক্তঞ্চ। এবং স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥ ইত্যাদ্যপি মহাজনৈরুক্তং। এবং স্বভাবো দুরতিক্রম ইতি কুসুমাঞ্জলিশ্চ॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ক্ষমতা থাকিলেও নিজদত্ত স্বভাবের খণ্ডন না করিয়া স্বর্গ নরক ভোগ দেখাবার নিমিত্ত সেই স্বভাবের বশে রাখেন, পরে সকলকেই আত্মশরীরে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং থাকেন ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথা করণে (ঈশ্বরের কেন?) সাধারণেরও ক্ষমতা আছে। যথা, অশিক্ষিত বন্য করীর স্বভাব ধৃত ও শিক্ষিত হইলে পরিবর্ত্তিত হয় এবং "বিষং প্রাণহরং সাক্ষাদ্‌যুক্তিযুক্তং রসায়নং" বৈদ্যক, বৈদ্যশাস্ত্রে শোধনমারণাদি বশতঃ বস্তুগত স্বভাবের অন্যথা করণ সুপ্রতীত, সুরাসংযোগ দহনেরও দাহিকাশক্তিকে বিনাশ করে ইত্যাদি।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্টবশত স্বভাবের অন্যথাকরণে জগদীশ্বরের সংপূর্ণ ক্ষমতা দৃষ্ট হইতেছে, যেমন চৌর্য্য, লাম্পট্য পৈশুন্য কার্পণ্যাদি স্বভাববিশিষ্ট জনগণের প্রাক্তনকর্ম্মভোগের অবশেষ হইলেই তত্তৎ স্বভাবের পরিবর্ত্ত ঈশ্বর করাইয়া থাকেন, কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ হইতেছে না ইতি।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বর নিত্যেচ্ছাকৃত্যাদিমান্, অতএব ঐ অনাদ্যনন্ত ইচ্ছা ও কার্য্যাদির অন্যথা হয় না, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। তিনি যে যে পদার্থের যে যে স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে (তাঁহার ইচ্ছার নিত্যত্বহেতু) আর ইচ্ছা হয় না, সুতরাং স্বভাবের অন্যথাও করেন না, তবে যে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাদি সম্বলিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি সমাধানার্থ যে যে শক্তির প্রয়োজন তৎসমুদায়ই তাঁহাতে আছে। তিনি জলের অগ্নি নির্ব্বাণকারি স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করণের প্রয়োজন হয় না এবং ইচ্ছাও হয় না ও অন্যথাও করেন না। অন্যথা করণে ক্ষমতা আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি স্বয়ং আপনাতে সে ক্ষমতা রাখেন নাই, অতএব ঐ স্বভাবের অন্যথা করণে তাঁহার ক্ষমতা নাই। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ত্রয়োদশ প্রশ্নোত্তরে স্বভাবের বিপরীত ঘটনা হয়, এরূপ বলা হইয়াছে কেন? তাহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে, যে তপোরূপ ব্রহ্মবল মানবীয় ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করে, সে ইচ্ছার অনিত্যত্ব ও কাদাচিৎকত্ব আছে।

অন্যান্যমতে স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে প্রমাণ সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ ইত্যত্র ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুঞ্চ সমর্থ ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত বিষ্ণুপুরাণ টীকা।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবস্যান্যথাকরণে ঈশ্বরস্য ক্ষমতাস্তি। প্রমাণং দশমস্কন্ধে॥ ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকেত্যাদি। শরদা হেতুনা ফুল্লা মল্লিকা যাসু অনেন শরদোমল্লিকা ন চাপূর্ব্বত্বং ব্যঞ্জিতং তেন চ সর্ব্বাণ্যেব পুষ্পানি লক্ষ্যন্তে অতঃ হেতো শরদঃ স্বভাবং ত্যক্ত্বা বসন্তকালোৎপত্তির্ভবতি। নানাপুষ্প বিকসিতত্বাৎ॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে যথা, মণিসমবধান দ্বারা বহ্নির দাহকত্ব স্বভাবের অন্যথা ভাব দেখা যাইতেছে।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তদিতি ভগবদ্গীতা বচনাৎ পরমেশ্বরোঽপি স্বভাবস্যান্যথাকরণেঽক্ষমঃ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

রাগদ্বেষাদি বিমুক্ত পূর্ব্বক সধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরমেশ্বরের পরের অনুগ্রহের নিমিত্ত অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্মকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের স্বভাবের অন্যথাকরণে ক্ষমতা আছে। প্রমাণ

গীতা চতুর্থাধ্যায়ে ॥ জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নেতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ১০ ॥ বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আছে, স্বভাবের অন্যথাকারি যে শক্তি তাহাও ঈশ্বর শক্তিতে পরমেশ্বর সামর্থ্যের অসাধ্য যে বস্তু তাহা অলিক। যত ঈশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

চতুর্দ্দশ প্রশ্নোত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইয়াছে।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

শক্তিরস্তি, যথা সহি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই, তাহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোপি তৎ।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে কি না, কিন্তু স্বভাবশীল স্বভাবকৃত কর্ম্মের অন্যথা করণের ক্ষমতা নাই কেন না উষ্ণ-ভোজী ব্যক্তি তিনি কি শীতল দ্রব্য ভোজন করেন না অবশ্যই করেন উষ্ণ-ভোজীব্যক্তিকে যে শীতল দ্রব্য ভোজন করাণ সেই অন্যথাকরণে ঈশ্বরের ক্ষমতা। ইতঃ পরং ন বক্তুং ন শক্যতে।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথা করিতে ঈশ্বরের সংপূর্ণ ক্ষমতা আছে। নতুবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কেবল স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন হইত না, ঈশ্বর গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে অতীতান্যপ্যসংখ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া। প্রবৃত্তানি পদার্থানাং সহিতানি সমস্ততঃ।” শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত আছে যে “ জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে স্বভাব তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। কিন্তু তাহা হইলেও ঈশ্বর স্বভাব গুণ-দ্বারা এই জগতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে এই যে অমোঘ আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার ব্যত্যয় কখন হইবার সম্ভাবনা নহে কেননা তাহার অন্যথা হইলে তাঁহার ভগবত্ত্বে দোষ স্পর্শে। তিনি সমস্ত পদার্থের স্বভাব আদিতঃ নির্ণয়

করিয়াছেন পরে তদনুসারে সমুদয় ব্যাপার চলিতেছে। তাহার বৈপরীত্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেননা যুগান্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্বভাব বলবান্ থাকিবে। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে যৎকালীন পঞ্চভূত ছিলনা তৎকালীন তাহাদের কোন প্রকৃতিও ছিলনা এমতস্থলে সৃজনের পর যিনি নিজ ক্ষমতায় ঐ ভৌতিক পদার্থের নানাবিধ স্বভাব বিধান করিয়াছেন তিনি তাহার অন্যথা করিতে ক্ষমবান নহেন ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক তর্ক। অতএব আমার বিবেচনায় স্বভাবের অন্যথা করণে ঈশ্বরের শক্তি আছে তবে তিনি নিষ্প্রয়োজনে আপন আদেশের বিপরীত কিছু করেন না।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবের অন্যথা করণে অদৃষ্ট সহকারে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে।

---
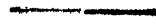
(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

"যন্নিয়োগেন প্রকৃতির্জগতাং পোষণক্ষমা তৎকার্য্যমন্যথাকর্ত্তুমীশঃ শক্তঃ কিমদ্ভুতং। পূর্ব্বে। বৈদান্তিকা অপি গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিরীশ্বরসঙ্গাৎ যদ্বৎ সূতে পুষ্ণাতি চ প্রলয়ে স ভগবান্ চিন্ত্যশক্তির্দেবোজগৎপতিস্তান্ সর্ব্বানেব প্রকৃতিসম্ভূতানতিদুদ্ধর্ষত্বাৎ স্বয়মেব সংহরন্তীতি বদন্তি তথাচ পূর্ব্বে। মায়াকৃতমিদং সর্ব্বং ভগবান্ মধুসূদনঃ। দুদ্ধর্ষত্বাৎ দুরাচারাৎ প্রলয়ে হন্তি সর্ব্বতঃ। অতোমায়াকৃত-কার্য্যজাতস্য সর্ব্বশক্তিমতো জগদীশ্বরস্যান্যথাকর্ত্তুং শক্তিরস্তীতি প্রমাণেন প্রমাণয়িতুমনাবশ্যকমেব ইত্যলং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বশক্তিমত ঈশ্বরস্য স্বভাবখণ্ডনে ক্ষমতা অস্ত্যেব অন্যথা সর্ব্বশক্তিমত্ত্বানুপপত্তেঃ স্বভাব খণ্ডনং যথা প্রহ্লাদস্য বহ্নি প্রক্ষেপণবিধৌ ঈশ্বর ইচ্ছয়া বহ্নিনিষ্ঠ স্বভাবসিদ্ধ দাহাদি নিরাকরণ পূর্ব্বিকাং শীতলতাং বহ্নিং প্রাপয়ৎ অতএব প্রহ্লাদস্য বহ্নি প্রক্ষেপণ বিধৌ মরণং ন ভবেৎ এতৎ প্রমাণং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধেঽনুসন্ধেয়ং।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নাই, কিন্তু তত্তৎ বস্তু অভাবে স্বয়ংই অন্যথা করণ ঘটিয়া থাকে॥ ১৫॥
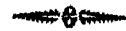
[১৬] প্রশ্ন। প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি এই সমস্ত একবারে সৃষ্ট হইয়াছিল অথবা ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে একবারে মনুষ্যাদি সৃষ্ট হয় নাই, ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। যথা ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে॥ নবম সৃষ্টিতে। অর্ব্বাক্ স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধোনৃণাং। রজোঽধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ॥ একাদশ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্ম শক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্। তৈস্তৈরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপদেব॥

তথাচ শ্রুতিঃ। পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা। তথা, তাভ্যোগামানয়ৎ তা অব্রুবন্নবৈনোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতং॥

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শ্বেত রক্ত নীল এই তিনটি বর্ণ আশ্রয় করিয়া যে প্রকার বহুবিধ বর্ণ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইতেছে তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রথমত এক একটি স্থূল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তৎসাহায্য লইয়া ক্রমশ জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এককালে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি হয় নাই, যেমন ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদয় সাহায্য লইয়া ভৌতিক বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা আমরা অনুভব করিলে বোধগম্য হইয়া থাকে মনুসংহিতাও ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যথা অপএব সসর্জ্জাদৌ ইত্যাদি জগদীশ্বর প্রথম জল সৃষ্টি করিয়াছেন অপিচ খবায়ুগ্নি জলোর্ব্ব্যোযথান্নদেহাঃ ক্রমাদমী সম্ভূতা ব্রহ্মণ ইত্যাদি। আকাশ, বায়ু, জল পৃথিবী, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গাদি ইহারা ঈশ্বর হইতে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথা শ্রুতি। বিবিধ শ্রুতি সদ্ভাবাদ্বিবিধ স্বপ্নদর্শনাৎ॥ অস্যার্থঃ তস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সংভূত আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদৌ ক্রমেণ সৃষ্টিশ্রবণাৎ ইদং সর্ব্বমসৃজত ইতি যুগপৎ শ্রবণাচ্চ কস্যোপাদেয়ত্বং কস্য বা হেয়ত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতিযুক্ত্যাপ্রেতত্বাদুভয়ং গ্রাহ্যমিত্যাহ ক্রমেণ যুগপদ্বেযেতি এষা জগৎ সৃষ্টিঃ ক্রমেণ যুগপদ্বা যথা শ্রুতি জ্ঞেয়েতি যোজনা অত্রোপপত্তির্ব্বিবিধস্বপ্ন পদার্থদর্শনাদিতি লোকে ক্রমযুক্তস্যাক্রমযুক্তস্য চ স্বপ্ন পদার্থস্য দর্শনাদিতি ভাবঃ কিঞ্চ পুরাণেষু চ ক্রমেণৈব সৃষ্টিরুক্তা তথা দর্শনাৎ।

(৪) চন্দননগর নিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি প্রকরণ সকল পুরাণেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপতঃ লেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির তমো রজঃ সত্ত্বগুণ, অদৃষ্ট অর্থাৎ অননুভবনীয় ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি দ্বারা ক্ষুভিত হইলে, ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপ ত্রিবিধ সৃষ্টির সমষ্টিভূত ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনিই প্রথম সৃষ্টি। তৎপরে ব্রহ্মার মনঃ কল্পিত ঋষিদিগের দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার নাম বিসর্গ। সেই বিসর্গকৃত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ সৃষ্ট হইতে আবার, মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতি বহুবিধ শ্রেণীভেদ হইয়াছে। আধুনিক প্রাকৃত ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা স্তরান্বেষণ করিয়া অস্থি প্রাপ্তে অনুমান করিয়াছেন, পূর্ব্বে এক প্রকার জীব ছিল, যাহা বর্ত্তমানকালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এক্ষণেও গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতির সহযোগে নূতনবিধ অশ্বতর প্রভৃতি সঙ্কর প্রাণী আবির্ভূত হইতেছে। ইহা অপ্রামাণিক নহে, আর শাস্ত্রে উক্ত আছে, সত্যযুগে সঙ্কর সৃষ্ট হয়নাই। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টির বিরাম নাই, আর ভগবানের অবতার হইবার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও বোধ হইবে, মৎস্য কূর্ম্ম বরহাদি পরপর অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টির পারম্পর্য্য দেখাইয়াছেন। প্রথমে অচেতন, তৎপরে উদ্ভিজ্জ, তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বান্‌. পরিশেষে বুদ্ধিমান্ মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ এই সৃষ্টি আদি সৃষ্টি নহে, পৃথিবীতে আবির্ভাবের ক্রম প্রদর্শিত হইল। ইতিপুর্ব্বে সমষ্টিভূত ব্রহ্মার অন্তর্নিবিষ্টভাবে কারণরূপে অবস্থিতি ছিল ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

এতস্মিন্ সময়ে যাবতীয় মনুষ্যাদি সৃষ্টিঃ কৃতা ন তু ক্রমেণ যদ্যপি ক্রমসৃষ্টিস্তদা তেষাং ভোগোপভোগঃ কুতোলভ্যতে॥ শ্রুতিঃ আকাশাৎ বায়ুরিত্যাদি যৎ তৎ বচনক্রমেণ॥
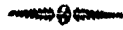
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য কীট পঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে ঈশ্বরো মানবাদীন্ ক্রমেণ সৃষ্টবান্। প্রমাণং ভাগবতীয় পঞ্চম স্কন্ধ ধৃতবচনং পদ্মপুরাণীয়সৃষ্টিখণ্ড প্রকরণীয়বচনঞ্চ। যথা পূর্ব্বস্তু পদ্মশয়নাদুত্থায় জগতঃ প্রভুঃ॥ গুণব্যঞ্জনসম্ভূত সর্গকালে নরাধিপ প্রকৃতৌ বীর্য্যমাধায় মহত্তত্ত্বমবাসৃজদিত্যাদি।
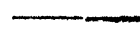
(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর

প্রথম সৃষ্টি সময়ে প্রথমতঃ বৃক্ষ লতা গুল্ম পশ্চাৎ পশু পক্ষি পশ্চাৎ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্। তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং

বিধায ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপদেব ইতি ভাগবত বচনাৎ। এবং ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা সৃষ্টবান্ পাদপাদিকান্ ততোস্মাযঃ সবিজ্ঞেযো যঃ সর্গো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ। অসাধকমিদং জ্ঞাত্বা তং ব্রহ্মা সৃষ্টবান্ পুনঃ। তির্য্যগ্যোনিগতান্ জন্তূন্ পশু-পক্ষিমৃগাদিকান্। তমপ্যসাধকং মত্বা দেবসর্গং সমাতনোৎ। ততো বৈ মানুষং সর্গং কল্পযামাস পদ্মজ ইতি বৃহন্নারদীয বচনাচ্চ।

প্রথমত খাদ্যের সৃষ্টি না করিয়া খাদকের সৃষ্টি করা সঙ্গত হইতে পারে না যেহেতু খাদ্যাভাবে খাদকের জীবন নাশ হইতে পারে অতএব প্রথমতঃ খাদ্যের সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ খাদকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বৃক্ষ পত্রাদি প্রাযশঃ পশুগণের খাদ্য অতএব বৃক্ষাদি সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ পশুগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যে যে পশু যে যে পশুর ভক্ষ্য তাহাদিগকে অগ্রে সৃষ্টি করিয়া ভক্ষক পশুকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পতঙ্গাদি সৃষ্টির উত্তর পক্ষিগণকে খাদ্য ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন পশ্চাৎ উদ্ভিজ্জাত ফলাদি পশুপক্ষি মাংস ভোজক মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন যদিও মনুষ্য মাংস ভোজি শ্বাপদ বর্গ নক্রাদি জলজন্তু বর্গের পশ্চাৎ সৃষ্টির সংশয় হইতে পারে তথাপি উক্ত শ্বাপদাদি বর্গের খাদ্য মনুষ্য ব্যতিরিক্ত অন্যান্য জন্তুও আছে অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি পশ্চাৎ হইবারই সম্ভব এবং প্রথমতঃ অচেতন পশ্চাৎ অপ্রকৃষ্ট চেতন পশ্চাৎ প্রকৃষ্ট চেতন সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, ক্রমশই উৎকৃষ্ট হয়, অতএব জগদীশ্বরও সমর্থ হইলে ও সৃষ্টি নিয়ম শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন॥

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য পশ্বাদীন্ ক্রমশ এবাসৃজদিতি। প্রমাণং। তত্তথা নোভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনীত্যাদি পশবশ্চ মৃগাশ্চেত্যাদি উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ইত্যাদ্যন্তং মনোঃ প্রথমাধ্যায়স্য শ্লোকচতুষ্টয়ং।

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিতশ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবানাং জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জক্রমেণৈবেতি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। ভগবতা মনুনা, তত্তথাসোভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনীত্যভিধায়, পবশবশ্চ মৃগাশ্চেতি, অণ্ডজাঃ পক্ষিণ ইতি, স্বেদজং দংশমশকমিতি, উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন ক্রমশঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ ইতি॥ ১৬॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ ক্রমিকত্বমস্তি ন ত্বৈককালীনত্বং। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ। পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমপ্রায়া হ্যবেদিনঃ। ততো দেবাসুর পিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ং। সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযূযুজৎ॥ যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ। সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ। উৎসসর্জ্জ ততস্তাস্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুং। সা তু ত্যক্তা তনুস্তেন মৈত্রেয়াভূৎ বিভাবরী॥ ইত্যনেন ক্রমিকত্ববোধনাৎ।

---

(১২) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষীপ্রভৃতি একবারে সৃষ্ট হয় নাই, ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

যথা,—' প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ। তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গো হি সঃ স্মৃতঃ। বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ। মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ॥ তির্য্যক্‌স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যক্‌যোন্যঃ স উচ্যতে॥ তদূর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ। ততোঽর্ব্বাক্‌ স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥ অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিক-তামসঃ স্মৃতঃ। পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥ প্রাকৃতোবৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ। ইত্যেতে বঃ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ॥ প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ। সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥'

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি একটি ধরিয়া লওয়ামাত্র। নতুবা পরমেশ্বরের নিত্য সৃষ্টি শক্তি দ্বারা কতবার প্রাকৃতিক সৃষ্টি হইয়াছে ও গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। শাঃ সূ "ন কর্ম্ম বিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" কর্ম্ম আর সৃষ্টি এ উভয়ের পরস্পর কার্য্য কারণত্বরূপে আদি নাই। কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয়। নতুবা সকলই অনাদি তথাপি শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে একটি আদি প্রাকৃতিক সৃষ্টি ধরা গিয়া থাকে। ঠিক সেই প্রকার যেমন দ্বাদশ মাসে বর্ষ হয় সেই দ্বাদশ মাস পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, কিন্তু কোন একটা মাসকে প্রথম মাস বলিয়া গণনা করা যায় *। তাদৃশ সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলিবার অভি-প্রায় এই যে তাহা প্রকৃতির বিকাশ দ্বারা আবির্ভূত হয়। তাহার পর কল্পে কল্পে যতবার তাহা লয় ও প্রকাশ পায় তাহাকে নৈমিত্তিক সৃষ্টি বলে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে নিম্নোল্লিখিত মতে মন্ত্র ব্রাহ্মণোক্ত ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়া থাকে যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে।

" তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ॥ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ॥ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ॥ ওষধিভ্যোঽন্নং। অন্নাদ্রেতঃ॥ রেতসঃ পুরুষঃ। সবা এষ পুরুষোঽন্নর-সময়ঃ॥

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ॥ অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ॥ অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে॥ (ব্রঃ বঃ ১। ৩ এবং ৪ ও ২। ১)

১৩৩। ঐরূপ, অথর্ব্ব বেদীয় প্রশ্নোপনিষদে আছে।— "অন্নবৈ প্রজাপতিস্ততোহ বৈ তদ্রেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" (১। ১৪)।

১৩৪। এই সকল বেদ-বচনে প্রকৃতির ক্রম পরিণাম নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে, ক্রম পরিণামানন্তর পৃথিবী হইতে ওষধি অর্থাৎ তৃণ সমূহ উৎপন্ন হইল। তৃণ হইতে অন্ন জন্মিল। অতএব সর্ব্ব পরিণামের পর প্রকৃতির শেষ পরিণামটি অন্নেতে গিয়া উপনীত হইল। আকাশাদি ক্রমে

---

* "যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণিপর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানিতান্যেব যথাভাব যুগাদিষু"। বিঃ পুঃ ১ অং ৫ অঃ।

পঞ্চভূত, সূক্ষ্মদেহ ও তদবচ্ছিন্ন জীব যে একেবারে প্রকট হয় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হইয়াছে, তাহার বিস্তর প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্রেও আছে, তাহা লেখা বাহুল্য। ঐ ক্রমরূপ নিয়মানুসারে মন বৃক্ষ লতা গুল্ম, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও মনুষ্য যে হিরণ্যগর্ব্ভরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক (মনু ১। ২১) ক্রমে ক্রমে প্রকটিত হইয়াছে তাহার প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে " বৃক্ষ গুল্ম লতা বিরুৎ সমস্তা স্তৃণ জায়তঃ"। " মুখ্যানগায়তশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্তুতস্তয়ং " ইত্যাদি বিঃ পুঃ ১। ৫ বচনে দৃষ্ট হইবে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে উদ্ভিজ্জজাতি প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল। " মুখোদেবাদিসর্গাদৌ জাতত্বাৎ মুখ্যাঃ প্রোক্তা-নিগমেনেতিশেষঃ " (উক্ত পুঃ টীকা ১। ৫) দেব মানব দানব ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ সৃষ্ট হওয়াতে উহাকে " মুখ্য " কিনা প্রথম সৃষ্টি বলে। বিষ্ণু পুরাণের ঐ অংশে ও অধ্যায়ে এবং ৩ অং ১০ অঃ প্রমাণ আছে যে, তাহার পর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সৃষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ দানব গন্ধর্ব্ব ও কতিপয় দেবতা সৃষ্টি হইয়াছে (ভাঃ ৩ স্কং ১১ অঃ ২৫ শ্লোক। ২০ অঃ ১৮—৪৮ শ্লোক। বিঃ পুঃ ১ অং ৫ অঃ। মনু ১। ২২—৩৭॥ সকলের শেষে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে বিঃ পুঃ ১ অং ৫ অঃ॥ অপিচ ভাঃ ৩ স্কং।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদীনাং ক্রমেণোৎপত্তিঃ। যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতা-নামিহ কীর্ত্তিতং॥ তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি। ইতি মনুবচনাৎ। অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ॥ যজ্ঞাদ্ভবতি পর্য্যন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ইতি গীতাবাক্যাৎ। অন্ন সৃষ্টি পূর্ব্বক ভূত সৃষ্ট্যাভিধানেন অন্নসাধনীভূত বৃক্ষাদীনাং মনুষ্যাদেঃ প্রাক্সৃষ্টত্ব প্রতীতেঃ॥

---
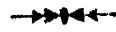
(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সর্গাদৌ মনুষ্যাদীনাং ক্রমেণৈব সৃষ্টিরভবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ ইতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা,—'বেদে ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণিবিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ।'

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ। আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ॥ তেন নারায়ণোনাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবা ইতি যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বত নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা-

বিশ্বস্‌জাং পতিরিতিশ্চ বেদব্যাসেনোক্তং তস্য ব্রহ্মণোমানসা দশ পুত্রামরীচ্যাদয়ঃ একাদশোদক্ষস্ততো-মরীচেঃ পুত্রঃ কশ্যপস্তেনবহ্ব্যঃ প্রজা অস্‌জত দক্ষেণ চ এবং ক্রমেণৈব সৃষ্টিঃ ন তু যুগপৎ ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য পশু পক্ষি কীটাদীনাং ক্রমেণ সর্জ্জনং নত্বেক কালীনং এতৎ প্রমাণং যথা মনুঃ যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতং তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া ক্রমশঃ সর্ব্বং সৃজতি ঘটাদিকং স্বয়ং কৃত্বা শিক্ষয়তীতি কুসুমাঞ্জল্যুক্তেঃ। অস্য টীকা মন্বন্তরবিশেষে খণ্ডপ্রলয়ানন্তরং পরমেশ্বরঃ সর্ব্বসামগ্রীভূত্বা সামগ্রীর্ভাবয়িত্বা বা কার্য্যমাত্রং সৃজতি তদনুসারেণাপরাণি লৌকিকালৌকিক কার্য্যাণি সর্ব্বাণি ভবন্তি সামগ্রীচাদৃষ্টঘটিতা অদৃষ্টং পূর্ব্বং স্থিতং জন্য দ্রব্যানধিকরণকালঃ খণ্ডপ্রলয়ঃ আচার্য্যোমায়াবিদ্যাদিকং ন স্বীকরোতি তেন তেষামদৃষ্ট-বিশেষত্বমুচ্যতে প্রথম স্তবকার্থসংগ্রহ শ্লোকে শ্লোকো যথা ইত্যেষা সহকারি শক্তিরসমেতি। অদৃষ্ট পরমাণ্বাদিভিঃ সর্ব্বং কার্য্যমুৎপন্নং ন প্রকৃতিমহদাদিভিরিতি ॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

দুই প্রকার জাগ্রতের দৃষ্টান্তে দুই প্রকার সৃষ্টি লিখিয়াছেন। যেমন সুসুপ্তি অবস্থা হইতে স্বপ্ন হইয়া জাগ্রত হয়। যথা শ্রুতিঃ। (এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ) ইতি ক্রমসৃষ্টিঃ। সুসুপ্তি হইতে স্বপ্ন না হইয়া একবারে জাগ্রত হয়, তেমনি একবার সৃষ্টি। যথা। (বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়তেঽক্ষরতস্ততঃ বিবুধাশ্চিৎ জড়া ভাবা) ইত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। "আকাশাদ্‌জায়ন্তে বায়ু ইত্যাদি।"

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ইহারা ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রমাণ, শ্রীভাগবত ৩ য়, স্কন্ধ ১০।১৪ অধ্যায় সমাপ্ত।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বর ক্রমেতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র প্রমাণং। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজদিতি মনুঃ। এবং ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ইতি সন্ধ্যা চ ॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমেণ সৃষ্টিরভূৎ। তথাহি, সৃষ্টাগ্রে মহদাদীনি সবিকারানানুক্রমাৎ। তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনুপ্রাবিশদ্বিভুঃ॥ আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ। দ্বিতীয়স্তু মহো যত্র দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়োদয়ঃ॥ ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমানিত্যাদি॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমাদেব জগৎ সর্ব্বং সৃষ্টবান্ পরমেশ্বরঃ। সৃষ্টিকালে প্রমাণন্তু মনুরত্র বিরাজতে॥ অত্র প্রমাণং। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ইত্যাদি মনুবচনং॥ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ইত্যাদি সন্ধ্যা চ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মণা ক্রমেণৈব সর্ব্বং সৃষ্টমিতি। প্রমাণং লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়দিত্যাদি॥ কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ যূকামক্ষিকমৎকুণং। সর্ব্বঞ্চ দংশ মশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধমিত্যান্তং মনুবচনং॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যাদীনাং সৃষ্টিঃ ক্রমশ এব ন ত্বেকদা। অত্র প্রমাণং। পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ॥ রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজা ইতি মনুবচনং॥ পশবশ্চেতি জরায়ুর্গর্ভাবরণং চর্ম্ম তত্র মনুষ্যাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি পশ্চান্মুক্তা জায়ন্তে এষামেব জন্মক্রমঃ প্রাগুক্তো বিবৃত ইত্যাদি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানং। অণ্বো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ॥ তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ ইতি মনুবচনং॥ অণ্বোমাত্রা ইতি দশার্দ্ধানাং পঞ্চানাং মহাভূতানাং যাঃ সূক্ষ্মাঃ পঞ্চতন্মাত্রা রূপা বিনাশিনাঃ পঞ্চমহাভূতরূপতয়া বিপরিণামিনাস্তাভিঃ সহ উক্তং বক্ষ্যমাণঞ্চ ইদং সর্ব্বং উৎপাদ্যন্তে অনুপূর্ব্বশঃ ক্রমেণ সূক্ষ্মাৎ স্থূলং স্থূলাৎ স্থূলতরং ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানঞ্চ। অর্থাৎ মনুনা সৃষ্টিপ্রকরণে জরায়ুজাদীনাং ক্রমেণোক্তত্বাৎ সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশ ইত্যত্র অনুপূর্ব্বশ ইতি ব্যক্তোক্তত্বাৎ এষামেব জন্মক্রম ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানাচ্চ মনুষ্যাদীনাং সৃষ্টিঃ ক্রমেণৈব প্রতীয়তে। এবং বৃহন্নারদীয়পুরাণে মনুষ্যাদীনাং সৃষ্টিক্রমঃ সুব্যক্ত এব উক্তঃ তদ্যথা আকাশবায়্বগ্নিজলভূমযোহজভবাত্মজ। যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যোপযাতি বৈ॥ ততো ব্রহ্মা জগদ্ধাতা সৃষ্টবান্ পাদপাদিকান্। ততো দক্ষাদিকান্ পুত্রানিত্যাদি বৃহন্নারদীয়পুরাণং॥ অর্থাৎ উক্ত পুরাণে যথাক্রমমিতি শ্রুতেঃ তত ইতি তত ইতি চ শ্রুতেশ্চ ক্রমস্য সুব্যক্তং। কিন্তু ক্তপুরাণে পঞ্চভূতসৃজনানন্তরং যৎ পাদপাদিক্রমেণ সৃজনমুক্তং তন্মনুবিরোধাৎ কল্পভেদাদবিরুদ্ধং॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেহেতুক ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ক্রম আছে এক স্থানে যদি ক্রম দর্শন হইল তবে অপর স্থানেও সেই ক্রম প্রতি-বদ্ধি দেখা যায় না ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রানুসারে প্রথমে ১। ২ করিয়া সৃষ্ট হয় পরে সৃষ্টির আধিক্য হওয়া জানা যায়, যথা " অপএব সসর্জ্জাদৌ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে " ইত্যাদি মনু। পুরাণাদিতেও ঐরূপই কথিত আছে। এখনও নদীপুলিনে প্রথমতঃ ২। ১ টি ঝাবুকের অঙ্কুর হয়, ক্রমেই নানাবিধ তরু লতাতে ভীষণ গহন কানন হওয়া দেখা যায়।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বেচ্ছাময় জগদীশ্বরের স্বীয় ইচ্ছাতে বিশ্ব অর্থাৎ ঋষি মনুষ্য কীট পতঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা নিম্নস্থিত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা পরমাত্মা নানাবিধ প্রজা সিসৃক্ষুরভিধ্যায় আপোজায়ন্তা মিত্যভিধানমাত্রেণ অপএব সসর্জ্জ অভিধ্যান পূর্ব্বিকাং সৃষ্টিং বদতোমনোঃ প্রকৃতিরেবাচেতনা অস্বতন্ত্রা পরিণামত ইত্যয়ং পক্ষোন সম্মতঃ কিন্তু ব্রহ্মৈবং ব্যাকৃতশক্ত্যা আত্মনা জগৎ কারণমিতি ত্রিদণ্ডিবেদান্ত সিদ্ধান্ত এবাভিমতঃ প্রতিভাতি তথাচ ছান্দগোপনিষৎ স তদৈক্ষত বহুস্যাং জায়েয়মিতি অতএব শারীরিকসূত্রকৃতা ব্যাসেন সিদ্ধান্তিতং ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি।

মরীচিমত্রাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ। এতে মনূশ্চ সপ্তা-ন্যান্ সৃজন্ সভূরিতেজসঃ॥ দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীং চামিতৌজসঃ। যক্ষরক্ষপিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বা-প্সরসোহসুরান্॥ নাগান্ সর্পান সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথকগণাম্ কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্ পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালান্ চোভয়তোদতঃ ক্রিমিকীট পতঙ্গাংশ্চ যূকামক্ষিকমৎকুণং সর্ব্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধমিত্যাদি মনুবচনং॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি একবারে সৃষ্ট না হইয়া, ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ক্রম এইরূপ, অগ্রে উদ্ভিদ, তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষাদি তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও তৎপরে মনুষ্য এই ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রমাণ খবায়ুগ্নি জলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী। সম্ভূতাঃ ইতি পঞ্চদশী।

প্রমাণ তেজোহবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ ইতি পঞ্চদশী। তেজ, জল, অন্ন ও তৎপরে অণ্ডজাদি জীবের সৃষ্টি হয়। তদ্ধেতু প্রথম কীট, তৎপরে পতঙ্গ, কারণ কীট হইতেও পতঙ্গের সৃষ্টি দৃষ্ট হয়,

যদি এইরূপ বলা যায় যে, অগ্রে পক্ষী তৎপরে কীট তাহা নহে, কীট ও পতঙ্গগণ পক্ষীর আহার তজ্জন্য অগ্রে কীট ও পতঙ্গ তৎপরে পক্ষী, কারণ অন্নের পর অণ্ডজ প্রমাণে উক্ত হইয়াছে। পক্ষীর পর পশু সৃষ্ট হয়; কারণ পশুরা তির্য্যক্ স্রোতের অন্তর্ভূত। উদ্ভিদ সৃষ্টির পর তির্য্যক্ স্রোত সৃষ্ট হয় এবং তৎপরে অর্ব্বাক্ স্রোত অর্থাৎ মনুষ্য।

প্রমাণ যথা প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তুসঃ। তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥ বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়ক স্মৃতঃ। মুখ্যসর্গ চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরা স্মৃতাঃ॥ তির্য্যক্‌স্রোতস্তুয়ঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যকযোন্যঃ স উচ্যতে। ঊর্দ্ধস্রোতস্ততঃ ষষ্ঠঃ দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥ ততোঽর্ব্বাক্ স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তির্য্যক্ স্রোত পঞ্চম, ঊর্দ্ধ স্রোত ষষ্ঠ তাহা দেবতা ও অর্ব্বাক্ স্রোত সপ্তম এবং তাহা মানুষ। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পশু সৃষ্টির পর, মনুষ্য সৃষ্টি। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণীকৃত হইল যে, তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্য ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, একবারে হয় নাই ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আদৌ ব্রহ্ম ততোদ্বিধাজাতং পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চতাভ্যাং সূত্রং ততোমহান্ তত অহংকারঃ স ত্রিবিধ-সাত্বিকা দেবাঃ রাজসাদিন্দ্রিয়ানি তামসাৎ শব্দং খং স্পর্শ বায়ুরূপ তেজোরসজলগন্ধপৃথিব্যঃ যথোত্তরং জাতাঃ।

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীঈশ্বরনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি এই সমস্ত একবারেই সৃষ্টি হইয়াছিল যথা শ্রুতিঃ আর্দ্রৈধাগ্নেরভিহিতাৎ পৃথক্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিনিশ্চরন্তি এবমেবাস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেব ইমে চত্বারোবেদা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো অথর্ব্ববেদ ইত্যাদি।

---

(৩৪) কলিকাতা পরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতং। তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি। পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ॥ রক্ষাংসিচ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজা ইতি মনুনা পূর্ব্ববচনে ক্রমযোগঞ্চ জন্মনীত্যুক্তা পশ্বাদীনাং যথাক্রমেণ উৎপত্তি কথনাৎ পশ্বাদয়ো যথাক্রমেণ সৃষ্টা ইতি।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি এই সমস্ত ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রমাণ পঞ্চদশীতে। খবায়্বগ্নিজ্জলোর্ব্ব্যোষধ্যন্ন দেহাঃ ক্রমাদমী। সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মা-দেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমশ হইয়াছিল। এতৎ প্রমাণং মনুসংহিতায়াং সৃষ্টি প্রকরণে॥ যথা এতে মনূং স্তু সপ্তান্যান সৃজন ভূরিতেজসঃ। দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥ যক্ষ রক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্। নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্গণান্॥ কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্। পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ॥ কৃমি কীট পতঙ্গাংশ্চ যূকামক্ষিকমৎকুণং সর্ব্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধং॥ উদ্ভিজ্জ স্থাবরাঃ সর্ব্বেঃ বীজকাণ্ড প্ররোহিণঃ। ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যাদীনাং সৃষ্টিস্তু ক্রমেণৈব সম্ভূতা। যদ্যপি তদ্বিষয়ে ক্রমবোধক বিশেষ বচনাভাব স্তথাপি সৃষ্টি প্রকরণীয় প্রণাল্যাং সর্ব্বত্র ক্রমদর্শনাৎ অর্থাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিরিত্যাদি ক্রমদর্শনাৎ স্থালী পুলাকন্যায়েন অর্থাৎ হস্তমর্দ্দনাদিনা একস্য তণ্ডুলস্য স্ফুটিতত্বেন জ্ঞাতে হস্তমর্দ্দনাদিকং বিনৈব অন্যেষামপি তথৈব প্রতীয়তে ইতি লোকপ্রসিদ্ধঃ তথাত্রাপি মনুষ্যাদীনামুৎপত্তিঃ ক্রমেণৈব সম্ভূতা ইতি নির্ণীয়তে॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ক্রমশ এব সৃষ্টং প্রথমে বৃক্ষলতাদয়ঃ ততঃ তির্য্যক্জাতয়ঃ ততোদেবাঃ ততো মনুষ্যা ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশে ৫ ম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকাৎ দ্রষ্টব্যং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকল ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মনুঃ। সর্ব্বাদৌ জল সৃষ্টিঃ অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণং। অনন্তর, মেঘাদি সৃষ্টিঃ। বিদ্যুতোশনি মেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষিচ উল্কা নির্ঘাত কেতূংশ্চ জ্যোতাংষ্যুচ্চাবচানিচ অনন্তর পশু পক্ষ্যাদির সৃষ্টিঃ। অনন্তর কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্ পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ। কৃমি কীটাদিঃ কৃমি কীট পতঙ্গাংশ্চ যূকামক্ষিকমৎকুণম্ সর্ব্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধং॥ যথাক্রমোক্ত হইয়াছে রামগীতায় যথা জরায়ুজা মনুষ্যাদ্যা অণ্ডজাভুজগাদয়ঃ। উদ্ভিজ্জাস্তরুগুল্মাদ্যাঃ স্বেদজামশকাদয়ঃ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়েঽভিদ্ধাত্তপসো অদৃষ্টবলাৎ অপোঽজায়ত অর্ণব জলময় জগদুৎপত্তিস্থানং ততঃ অর্ণবাৎ ধাতা অজায়ত বিশ্বস্য প্রকটীভূত প্রভুঃ স ধাতা যথাক্রমপূর্ব্বং ততঃ সূর্য্যা চন্দ্রমসো অজায়ত সূর্য্য দিবাং করোতি চন্দ্র রাত্রীং করোতি দিবারাত্রিবিভাগেন সংবৎসরো অজায়ত ততঃ দিবং স্বর্গং পৃথিবীং

মহীং অন্তরীক্ষং আকাশং স্বনক্ষত্রোপরিস্বর্লোক স এব ধাতা চরাচরাত্মকং সকল লোকং সৃষ্টা কিঞ্চ। ওঁ পুরুষে এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ইদং যদ্বর্ত্তমান-কালীনং যচ্চ ভূতং অতীতকালীনং যচ্চ ভাব্যং ভবিষ্যৎ কালীনং তৎ সর্ব্বং পুরুষ এব। এতেন কালত্রয়-গোচরো ভগবান্। অবিকৃতস্বরূপ দর্শিতং। যথা যদন্নেনঽতিরোহতি জন্ম লভতে স্থাবরজঙ্গমরূপং জল-সন্তর্পণাদিনা তদন্নেন সর্ব্বং পুরুষ এবেত্যর্থঃ মোক্ষস্য ঈশানঃ প্রভুঃ মোক্ষদাতা চ। অত্রাপ্যনেন মন্ত্রেণ অভিমুখীকৃতো ভগবান্ অস্মিন্ কুসুমাদিময়ে আসনে সান্নিধ্যং কল্পয়তু। ওঁ এতাবানস্য মহিমাতোজ্যা-য়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি অস্য পুরুষস্য এতাবান্ মহিমা মহত্বং সর্ব্বদেশ-কালব্যপিত্বং অতঃ পুরুষঃ জ্যায়ান শ্রেষ্ঠঃ অস্য পৃথিব্যাদীনি পঞ্চভূতানি পাদঃ তস্য পাদত্রয়ং ঋক্ যজু সা-মাত্মকং সূর্য্যস্বরূপং দিবি অমৃতং মোক্ষদ্বারং সূর্য্যমণ্ডলাভেদেন গচ্ছতাং অস্য ভগবতো বিশ্বং পাদস্তেন পাদ্যং দীয়তে। স ঊর্দ্ধঃ স্থাবরজঙ্গমানাং কর্ম্মনিবন্ধনামুপরিস্থিতঃ প্রথমতঃ সত্তামাত্রেণাত্মানমকরোৎ ভোক্তর্য্য ভোক্তরিচ যেষাং সুকৃত দুষ্কৃতেঽধিকারঃ তে ভোক্তার ব্রাহ্মণাদয়ঃ যেষামনধিকারঃ কীটপ্রভৃতয়ঃ প্রথমং সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠৎ। অহরহরভ্যুদেতি তিথিরূপ তয়া স্তুয়তে। ততো হিরণ্যগর্ভাৎ পুরুষাৎ বিরাট্ অজায়ত তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ ঽধি পুরুষো মনুরজায়ত সঃ মনু অত্র পুত্রপৌত্রাদি সমিদ্ধানপরাংশ্চাতি-ক্রামতি তদেবংভূতো ভগবানাচমনীয়ং গৃহ্নাতু ইত্যাদি পুরুষশূক্তানি পুরুষশূক্তেষু মন্ত্রেষু যানি দ্রব্যানি ভবন্তি তেন দ্রব্যেন ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ তস্য পুরুষস্য পূজাং চক্রুঃ। এতেন ক্রমেণ মনুষ্যাদীন সৃষ্টিঞ্চক্রুঃ চন্দ্রাস্তমসো জাতশ্চক্ষুঃ সূর্য্যো অজায়ত শ্রোত্রাৎ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়তা নিষ্পদোয়ং। চন্দ্র সূর্য্য বায়ুভ্যো মনশ্চক্ষুশ্রোত্রাণামুৎপত্তিরিতি সৃষ্টিক্রমঃ। মনুষ্যপশুরাদি ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরুষস্য যজ্ঞসাধনস্য পুরুষস্য পূজার্থং পৃথিব্যাদীন্ সৃষ্টিবান্ যজ্ঞার্থং ছাগ গো মেষাদীন সৃষ্টিবান্ ব্রহ্মা ত্রিপদুর্দ্ধ উদেৎ পুরুষ পাদোস্যেহা ভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ শাসনানশনে অভি। অস্য চতুষ্পাদলক্ষ-ণস্য যো সৌ ত্রিপাৎ পুরুষঃ ঋক্ যজুঃ সামলক্ষণো ভগবানাদিত্যঃ সঃ ঊর্দ্ধ স্থাবরজঙ্গমানাং কর্ম্মবন্ধনিব-ন্ধনামুপরিস্থিতোঽভ্যুদেৎ অভ্যুদিতবান্ কিঞ্চ চতুষ্পাদলক্ষণস্য পাদশ্চতুর্থাংশ ইহ জগতি হিরণ্যগর্ভ তয়াঽ ভবৎ প্রথমতঃ সত্তামাত্রেণাত্মানমকরোৎ। কিম্ভূতে জগতি শাসনানশনে ভোক্তর্য্যাভোক্তরিচ যেষাং সুকৃত দুষ্কৃতেঽধিকারঃ তে ভোক্তারঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ যেষামনধিকার কীটপ্রভৃতয়ঃ। তদেবং কর্ম্মবতি জগতি পাদো ব্যাপকতয়া অভবৎ প্রথমং সত্তামাত্রেণাতিষ্ঠৎ। অতোঽনন্তরং ব্যক্রামৎ ব্যাপ্তবান্ কর্ম্মিণামকর্ম্মিণাঞ্চ শরীরাণি ব্যাপ্যাবস্থানমকরোৎ। কীদৃশঃ সঃ বিস্টব্যং বিষু শব্দো নিপাতোঽয়ং সর্ব্ব-ত্যোভাবে অর্থে বর্ত্ততে। অত্র যোঽভ্যুতিতবান্ অহরহভ্যুদেতি নিত্যং তিথিরূপতয়া স্তুয়তে তস্মৈ অপ্যস্মৈ অনেনার্ঘো দীয়তে। ওঁ ততো বিরাড়্জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। সজাতোঽত্যরিচ্যৎ পশ্চাৎ ভূমিমথোপুরঃ। ততো হিরণ্যগর্ভাৎ পুরুষাৎ বিরাট্ঽজায়ত তস্মাৎ বিরাজো ব্রহ্মণোঽধিপুরুষোমনুর-জায়ত। সঃ মনুর্জ্জাতঃ সন্নত্যরিচ্যত অতিরিক্তো বভুব কুত্র পশ্চাৎ পুরঃ অথো ভূমিং অত্র পশ্চাৎ পুরঃ শব্দো ভূতভবিষ্যৎ কালোপলক্ষণো ভূমিশব্দো বর্ত্তমানকালোপলক্ষণ অযর্থ সমনুঃ অত্র পুত্রপৌত্রাদি সমৃদ্ধ্যা পূর্ব্বানপরাশ্চাতিক্রামতি তদেবংভূতো ভগবান্ আচমনীয়ং গৃহ্নাতু ইতি প্রার্থনা। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভূতং পুরুদাতুং পশূংস্তাংশ্চ যে। বায়ব্যানারণ্যাগ্রাম্যাশ্চয়ে। যেন চতুর্থপাদেন বিশ্ব-

মেতৎ ব্যাপ্তমিতি পাদোহস্তস্য ভবৎ পুনরিত্যনেন প্রতিপাদিতঃ তস্মাৎ পাদাৎ যস্মাৎ সর্ব্বহুতঃ সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ ন্যায়োপপঞ্চমী সর্ব্বৈর্হূয়মানং যজ্ঞমভিযজ্ঞমভিসক্কায় পৃশদাজ্যং সংভৃতং হবিরুৎপন্নং তত হবি যে আরণ্যা যে চ গ্রাম্যাঃ পশবঃ তান পশূন্ বায়ব্যান্ বায়ুদৈবতান্ চক্রেঽকরোৎ অনেন পুরুষমভিমুখীকৃত্য অস্মাভিঃ কার্য্যমানং স্নানং ভগবান্ গৃহ্নাতু ইত্যাশংসা। তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋক্ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাৎ অজায়ত। তস্মাৎ পুরুষাৎ যজ্ঞার্থং ঋগ্বেদঃ ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি যজুর্ব্বেদশ্চ জায়তে। এতেনৈব ব্রাহ্মণাদ্যাবরণভূতা ত্রয়ী ভগবত এব সমুৎপন্নাঃ। ব্রহ্মপুরাণে। সর্ব্বেষামেববর্ণানাং ত্রয়ী প্রাবরণং স্মৃতং তামুৎসৃজন্তি যে মোহাদগ্রাহ্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। যোগীযাজ্ঞবল্ক্যছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বাসসীবচাকৃতেরিতি স্বত্তএবোৎপন্নমাচ্ছাদনং তুভ্যং দদামি ইতি। ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ত যে কেচোভয়াদতঃ। গাবোহজ্জিরে যস্মাৎ তস্মাজ্জাতোজাবয়। তস্মাৎ পুরুষাৎ অশ্বাঃ যে কেচ উভয়াদতঃ উভয়তো দন্তা শ্বানো গাবো অজাবয়ঃ ছাগমেষাদ্যাঽজায়ন্তঽশব্দ সমুচ্চয়ে ইতি কিঞ্চিদপি ময়া বক্তব্যং।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

দৃষ্ট হইতেছে যে, ইহলোকে কোন কর্ম্ম যুগপৎ নিষ্পন্ন হয় না। ইহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও একদা সৃষ্ট হয় নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম পরমাণুযোগে অর্থাৎ দ্ব্যণু, ত্রিশরেণু, প্রকরণে ক্রমে ক্রমে স্থূল শরীর হইয়া উঠে, শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বিত সত্যরজস্তমো গুণ ত্রয়ের নাম প্রকৃতি। সৃষ্টির প্রথমে এই প্রকৃতি আবির্ভূতা হন, তদনন্তর মায়া এবং অবিদ্যা। তৎপর মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার, পশ্চাৎ পঞ্চভূত, তদনুবর্ত্তি সপ্তদশ কলাত্মক সূক্ষ্ম শরীর ও অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ। পরে হিরণ্যগর্ভ, তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড হইতে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ইত্যাদি ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মতেও এজগৎ একেবারে সৃষ্ট হয় নাই। সাত দিবসে সৃষ্টি কার্য্য সমাপ্ত হওয়া তাঁহারা বলেন, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে যদিচ দিনের পরিমাণ নাহি, তথাপি ক্রমে ক্রমে যে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম সৃষ্টি সময়ে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি এই সকল বস্তু কর্ম্ম বশত ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

“পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গোধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্ বহিরন্তঃ প্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ। মুখ্যানগাযতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ং তং দৃষ্ট্বাঽসাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১ অং ৪ অঃ ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় বচনৈস্তথা মনুসংহিতায়াঃ সৃষ্টি বিষয় বচনৈস্তথা “খবায়ুগ্নিজলোর্ব্ব্যোবধ্যান্নদেহাঃ ক্রমা-

দমী° ত্যাদি পঞ্চদশী বচনৈশ্চ স্ফুটৈঃ ক্রমোলক্ষ্যতে। অতঃ সদেবঃ সমস্তমিদং ক্রমশোঽসৃজৎ নত্বেকস্মিন্ সময় ইতি বিদ্বদ্ভির্মন্যতে ইত্যলং॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীটাদীনাং ক্রমেণ সর্জ্জনং ন ত্বেককালীনং এতৎ প্রমাণং যথামনুঃ। যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতং তত্তথাবোবিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

ক্রমে হইয়াছিল॥ ১৬॥

---

[১৭] প্রশ্ন। উচ্চারণ বশত অক্ষরের সৃষ্টি অথবা অক্ষর বশত উচ্চারণের সৃষ্টি ?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি কারণ যৎকালীন মানব দেহ রচিত হয় তাহার বাগিন্দ্রিয় অগ্রে হয় তৎপরে উচ্চারণ। জীব কোন মন্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে অক্ষরের উৎপত্তি হইল তৎপরে উচ্চারণ। যথা শ্রীভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে। স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বোমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং॥ ইত্যাদি বচনে অগ্রে অক্ষরের উৎপত্তি তৎপরে উচ্চারণ। যথা মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্ত তারঃ পরাখ্যঃ॥ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ। বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিসোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না বদ্ধাস্তস্মাৎ ভবতি পবনো প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ।

---

(২) পাবনা চাটমোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ষষ্ট প্রশ্নের উত্তর করিতে তর্কশাস্ত্রোক্ত যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে ঐ যুক্ত্যনুসারে শব্দের নিত্যত্ব প্রযুক্ত উচ্চারণ বশত ঐ শব্দ স্ফুটীকৃত হইয়া লোকগম্য হওয়ায় ঐ লোক কর্ত্তৃক তত্তৎশব্দের উদ্বোধক স্বরূপ সঙ্কেতিত অক্ষর সকল সৃষ্ট হইয়াছে ইহা সহজেই বোধগম্য বিশেষ অক্ষর বশতঃ যদি শব্দের উচারণ হইত তাহা হইলে যে সকল অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ প্রতিপাদক অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই ঐ সমুদয় অব্যক্ত গবাদি কোনরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না ইহা নিঃসন্দেহ॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণবশাদক্ষর সৃষ্টির্যথা। মহাকল্পে ব্রহ্মা শব্দরূপোঽভবৎ। স্পর্শস্তস্যা ভবজ্জীবঃ স্বরোদেহ উদাহৃতঃ। উষ্মাণমিন্দ্রিযাণ্যাহুরন্তস্থা যবলাত্মনঃ। স্বরাঃ সপ্তবিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেরিতি তস্মাৎ শব্দরূপিণঃ ব্রহ্মণ এব কাদযোবর্ণা বিভক্তা আসন্ ততস্তু অক্ষর বশাদুচ্চারণং মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তুবর্ণঃ পরাখ্য ইত্যাদ্যুক্ত প্রকারেণ জ্ঞেযং।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তদশ প্রশ্নের উত্তর ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞাতব্য। অতএব পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দগুণমাকাশং নাদ এবং পরংব্রহ্ম অত উচ্চারণ বশত ঈশ্বর সাঙ্কেতিকাক্ষরসৃষ্টিঃ।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণবশাদক্ষরানাং সৃষ্টিঃ। এতেষাং সংজ্ঞা বোধকত্বেন সৃষ্টত্বাৎ॥ আহ্নিকতত্ত্বে তন্ত্রেচ প্রমাণং বিদ্যতে।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

সপ্তদশ প্রশ্নোত্তর ত্রয়স্ত্রিংশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইবে।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর প্রকাশার্থমেবোচ্চারণশক্তিসৃষ্টিরিতি প্রমাণং। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং। তস্য হ্যাসং স্ত্রয়োবর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ॥ ধার্য্যন্তৈস্ত্রৈস্ত্রয়োভাবা গুণ নামার্থবৃত্তয় ইতি প্রাগুক্তং দ্বাদশ স্কন্ধীয়ং। ধার্য্যন্তে উচ্চারণেনেত্যর্থঃ॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণার্থমেবাক্ষর সৃজনং, উচ্চারণস্তু অক্ষরমনুসরতি নত্বক্ষরমুচ্চারণং, অক্ষরস্য উচ্চারণানুসারিত্বে প্রতি ব্যক্তি গতোচ্চারণস্য বহুভেদাদিতোপি অক্ষরস্য বহুত্বমাবশ্যকত্বপতি। বিধাতা প্রথমতোঽক্ষরাণি সৃষ্ট্বা বেদান্ বিরচয্য তালু চ্ছরণ বর্ত্মনি সসর্জ্জেতি পশ্চাদ্ব্যক্তং ভাবি॥ অক্ষরস্য স্থায়িত্বমপি উচ্চারণাৎ প্রাগেব; উচ্চারণস্য অক্ষররূপেণাবির্ভাবাদিতি। বস্তুতস্তু শরীরমেব অক্ষরাদীনাং মূলকারণং শরী-

য়াদেব নাদোৎপত্তেঃ যস্তহি শ্রবণেন্দ্রিয়নিরোধেন প্রতীতির্ভবতি॥ শরীর জননেন একদৈব সর্ব্বস্ত অক্ষরাদের্ম্মূলসৃষ্টিঃ। আবির্ভাবস্তু পশ্চাদুক্ত ক্রমেনৈব ইতি॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণানন্তরমেবাক্ষরস্য সৃষ্টিঃ। ষাণ্মাসিকেপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ॥ ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারুঢ়াণ্যতঃ পুরা ইতি বচনাৎ।
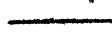
(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশত অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। অক্ষর সকলকে বর্ণ কহে॥ বর্ণ ও উচ্চারণ সমকালীন হইলেও যখন 'বন' আদি শব্দ উচ্চারণের পর 'ব' ও 'ন' ইত্যাদি বর্ণ বোধ হয় এবং 'বন' আদি শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে 'ব' ও 'ন' আদি বর্ণের অসদ্ভাব থাকে, তখন অক্ষর বশত উচ্চারণের সৃষ্টি কোনরূপেই অনুমিত হইতে পারে না। যুক্তি অনুসারে এইরূপ হয়, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রমতে বর্ণ সকল নিত্য; কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাত জন্য তাহাদের উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যুক্তি সঙ্গত মতই আমার অনুমত।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

এই প্রশ্নের উত্তর ষষ্ঠ উত্তরের ২ প্রকরণে সম্পূর্ণই আছে। সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণাধীনা অক্ষরসৃষ্টির্ভূতা নত্বক্ষরাধীনমুচ্চারণং। অক্ষরাধীনোচ্চারণ সৃষ্টৌ একদ্বি বর্ষাদি বয়স্কস্য বালকস্যাক্ষর পরিচয়াৎ প্রাক্ উচ্চারণরূপ-ফলোপধানাৎ অক্ষরস্যোচ্চারণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতস্তথা। ইতি বৃহস্পতি-বচনাৎ।

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মীমাংসকাস্তু অক্ষরাণাং নিত্যত্বমাহুঃ পরন্তু কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতেনৈষাং ব্যক্তির্ভবতি। অতএবাক্ষরাধীন-মুচ্চারণং। নৈয়ায়িকাস্তু অক্ষরাণামনিত্যত্বং কথয়ন্তি তন্মতে উচ্চারণেনৈবাক্ষরসৃষ্টিঃ বেদে পুনঃ অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং যথা ওমিত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম উপাসীত ইত্যনেনাক্ষর ব্রহ্মণোরভেদজ্ঞানপ্রতিপাদনাৎ অক্ষরা-ধীনমুচ্চারণমিত্যেব সিদ্ধং!

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

মীমাংসক মতে অক্ষর নিত্য কণ্ঠ তালুপ্রভৃতির অভিঘাতের দ্বারা ব্যক্ত হয় মাত্র ইহাতে অক্ষর বশত

উচ্চারণ। আর ন্যায় মতে অক্ষর অনিত্য ইহাতে উচ্চারণ বশত অক্ষর সৃষ্ট হয়। বেদে কোন কোন স্থলে অক্ষরকে ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি আছে যথা কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ওমিত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম উপাসীত ইহা অক্ষরে ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে অতএব অক্ষর বশত উচ্চারণ হয় এই শ্রুতি অনুসারে শব্দ ব্রহ্ম বাদির মত প্রচলিত আছে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

শব্দোধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবোধ্বনিঃ। কণ্ঠসংযোগাদি জন্যা বর্ণাস্তে কাদয়োমতাঃ॥ উৎপন্নঃ কোবিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা ইতি ন্যায় সিদ্ধান্তাৎ কাদীনাং বর্ণানামুচ্চারণাধীনত্বং ন তু বর্ণাধীন মুচ্চারণং॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণস্থানবশাৎ ক কারাদি বর্ণানাং সৃষ্টির্জ্জায়তে এতৎ প্রমাণং উত্তরগীতায়াং। দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বা নামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে অক্ষরত্বং কুতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণাক্ষরয়োরগ্রপশ্চাদ্ভাবোবীজাঙ্কুরবদনির্ব্বচনীয়ঃ। ন্যায়শ্চ পূর্ব্বমুক্তঃ॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অচিন্ত্য বস্তুতে তর্ক করিলে যথার্থ উত্তর হয় না, উচ্চারণ শব্দের অর্থ বর্ণাত্মক শব্দ, শব্দ নিত্য শব্দমীমাংসকের মতে নিত্য, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হৃদয়ে শব্দের স্মরণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা (অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ)। (নামরূপেচ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে সমহেশ্বরঃ) ইত্যাদি॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ এবং অক্ষর একবারেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। অগ্রে উচ্চারণ পরে অক্ষর বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। শাস্ত্রানুসারে বর্ণ এবং উচ্চারণ একবারেই নিত্য, ভাষা কল্প কল্পান্তর ব্যাপী, ঈশ্বর মুল।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি। যেহেতু ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে উৎপন্ন যে নাদ, তাহা হইতে অ, উ, ম, তিন বর্ণের সৃষ্টি হয়; আরও তালব্য দন্ত্য ওষ্ঠ্য ইত্যাদি যখন ইহাদের সংজ্ঞা হইয়াছে, তখন উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি বোধ হইতেছে।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর অগ্রে পশ্চাদ্ উচ্চারণ প্রমাণং সর্ব্বেষান্তু স্বনামানি কর্ম্মাণি বিবিধানি চ বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি মনুবচনং। বেদানিত্যং ইতও অক্ষরস্য নিত্যত্বমতে জন্যত্বমতেতু অগ্রে উচ্চারণং ততোঽক্ষরং। অত্র প্রমাণং। উচ্চারণং কণ্ঠ তালু সংযোগঃ তজ্জন্যঃ শব্দঃ উৎপন্নঃ খঃ বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা ইতি ন্যায়ভাষাধৃতং॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণস্থানবশাৎ ক কারাদি বর্ণানাং সৃষ্টির্জ্জায়তে। তথাহি উত্তরগীতায়াং। দন্তোষ্ঠতালুজিহ্বা নামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে ইত্যাদি।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমঞ্চাক্ষরং পশ্চাদুচ্চারণমুদীরিতং। যুক্তিরত্রবিনাবর্ণ মুচ্চারণমসম্ভবং। প্রমাণং। সর্ব্বেষান্তু স্বনামানি কর্ম্মাণি বিবিধানি চ। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি মনুবচনং॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর বশেনৈব উচ্চারণং জাতং ন তূচ্চারণ বশেনাক্ষরমিতি। অক্ষরস্য নিত্যত্বাদিতি প্রমাণং সর্ব্বেষান্তু স্বনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি মনুবচনং।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতোঽক্ষর সৃষ্টিঃ। অত্রেয়ং যুক্তিঃ—বালকাদেঃ ক খ প্রভৃত্যক্ষরজ্ঞানাভাবেঽপি বালকাদেঃ ক খ প্রভৃত্যক্ষরোচ্চারণস্য ব্যক্তং প্রতীয়মানত্বাৎ। এবং জন্মান্ধস্যাপি দর্শনাভাবেন অক্ষরজ্ঞানাভাবে অক্ষরোচ্চারণস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাচ্চ ন ত্বক্ষরবশাদুচ্চারণং। অতএব ব্রহ্মণা স্মরণার্থং অক্ষরসৃষ্টিঃ কৃতা তদন্যথা ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ। ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃপর মিত্যাহ্নিকতত্ত্বধৃতবচনং।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বেই নামাদির উচ্চারণ হইয়াছিল, বিস্মরণ বশত অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দত্ত হইয়াছে ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরবশতঃ উচ্চারণের সৃষ্টি অনুভবসিদ্ধ, কারণ, ককার কথন বিষয়ে প্রথমত ইচ্ছা তৎক্রমে পরে

কৃতি, চেষ্টা ও উচ্চারণ ক্রিয়া ঘটনা হয়। যথা, "আত্মজন্যাভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥" প্রথমেও এই নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশত অক্ষরসকলের সৃষ্টি ঘটিত হইতেছে না, কিন্তু অক্ষরবশত উচ্চারণের সৃষ্টি বলিতে হইবে; যেহেতু অক্ষর নিত্য ও ঈশ্বরাবয়ব ও ব্রহ্মার দেহাবয়ব, দন্ত ওষ্ঠ তালু আদিতে উচ্চারিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন, অক্ষরের ভেদেই উচ্চারণের ভেদ হইতেছে, তাহা হইলেই ফলত অক্ষরের বশত উচ্চারণের সৃষ্টি হইবার কোন সন্দেহ বলিতেছে না।

প্রমাণং। সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মানি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥ ইতি মনুবচনং। বেদশব্দ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ যস্য পূর্ব্বকল্পেয়ান্য ভুবন্ আদৌ সৃষ্টাদৌ বেদশব্দেভ্য এবাবগম্য নির্ম্মিতবান্ ইতি কুল্লূকভট্টলিখনং।

অকারস্তস্য মূর্দ্ধাণং ললাটং দীর্ঘমুচ্যতে। উকারং দক্ষিণশ্রোত্রং ঊকারং বাম উচ্যতে॥ ঋকারং দক্ষিণং তস্য কপোলং পরমেষ্ঠিনঃ। বামকপোল ঋকারঃ ৯৯ নাসাপুটে শুভে॥ একার মোষ্ঠমূর্দ্ধঞ্চ ঐকারমধরস্তথা। ওকারশ্চ তথৌকারৌ দন্তপঙ্ক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ॥ অং অশ্চ জানুনী তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ। কাদি পঞ্চাক্ষরাণ্যস্য পঞ্চহস্তানি দক্ষিণে॥ চাদি পঞ্চাক্ষরাণ্যেব পঞ্চহস্তানি বামতঃ। টাদি পঞ্চাক্ষরং পাদং তাদি পঞ্চাক্ষরস্তথা॥ পকারঞ্চগুদস্তস্য ফকারং পার্শ্বমুচ্যতে। বকারং বামপার্শ্বঞ্চ ভকারং স্কন্ধমস্য তৎ। মকারং হৃদয়ং তস্য দেবদেবস্য ব্রহ্মণঃ॥ যকারাদি সকারান্তং বিভোর্ব্বৈ সপ্তধাতবঃ॥ হকারমাত্যরূপং বৈ ক্ষকারং ক্রোধ উচ্যতে ইতি লিঙ্গপুরাণে॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মানবগণ বাল্যকালে কা, মা, দা, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে, পরে উপদেশ পাইয়া ঐ উচ্চারণের ব্যঞ্জক ক, ম, দ, ইত্যাদি বর্ণ শিক্ষা করে। অনেকে যাবজ্জীবন উচ্চারণের ব্যঞ্জক বর্ণ শিক্ষা করে না, উচ্চারণ দ্বারাই তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অনেক অসভ্য জাতির বর্ণাদি নাই এবং তাহা শিক্ষা না করিয়াই মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ॥ সৃষ্টির আদিম অবস্থা বিবেচনা করিলে বোধ হয় তৎকালের মানব ঐ রূপ অসভ্যাবস্থায় ছিল এবং তাহাদের কোন অক্ষরাদি ছিল না। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিত, ক্রমে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এক ব্যক্তির মনের ভাব অন্যে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে উচ্চারণের প্রকাশক চিহ্ন বা সঙ্কেত অর্থাৎ বর্ণ সকলের সৃষ্টি হইল। এরূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, উচ্চারণ বশত অক্ষরের সৃষ্টি। উচ্চারণ বশতই যে অক্ষরের সৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষ একটী প্রমাণ এই যে, যত প্রকার অক্ষর আছে, সে সকল গুলিরই স্পষ্ট উচ্চারণ আছে, কিন্তু যত প্রকার উচ্চারণ আছে, তত প্রকার অক্ষর নাই, ইহার উদাহরণ অক্ষর দ্বারা লিখিয়া কিরূপে প্রমাণ দিব? যেহেতু সেই সকল উচ্চারণের প্রকাশক অক্ষর নাই; কিন্তু দুই একটী স্থল প্রদর্শন করিতেছি, কোন ব্যক্তির শরীরে আঘাতাদি হইলে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া এই ধ্বনি গুলি উচ্চারণ

করে যথা আহা ! (তু, তু, তু,) এই অক্ষর গুলি ঐ উচ্চারণের ঈষদ্ব্যঞ্জক। কৃষকাদিরা গোরু তাড়াইবার সময়ে যে এক প্রকার শব্দ করে, তাহার ব্যঞ্জক বর্ণ নাই যথা (টু, টু, টু) এই বর্ণ গুলি সেই সেই উচ্চারণের ঈষদ্ব্যঞ্জক। পিণ্যাক বাচক "খোল" শব্দ ও মৃদঙ্গ বাচক "খোল" শব্দ এ উভয়ের উচ্চারণের প্রভেদ আছে; কিন্তু সেই প্রভেদ প্রকাশক বর্ণ নাই। যে গুলির উচ্চারণার্থ বর্ণ নাই, তন্মধ্যে অনেক শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় অনুকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইংরেজী ভাষায় রিমিশ্‌ন্‌ এই শব্দের উচ্চারণ ব্যঞ্জক বর্ণ লিখিতে দুইটী এস্ দিলেও হয়, একটী দিলেও উচ্চারণের অন্যথা হয় না। আর অনার্ এই শব্দে ইউ দিলেও হয়, না দিলেও হয়; এস্থলে এইচ্ এই বর্ণের বিদ্যমানতাতেও অনার এই উচ্চারণ হয়, এইচ্ এর প্রকৃত উচ্চারণ হইয়া হনার্ এই উচ্চারণ হয় না। অতএব উচ্চারণের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে বোধ হয় যে, অগ্রে উচ্চারণের সৃষ্টি। আর সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ, ক খ ইত্যাদি দেবনাগর অক্ষর দ্বারা যেরূপ সম্পন্ন হয়, বঙ্গ ভাষার অক্ষর ক, খ ইত্যাদি দ্বারাও সেইরূপ হয়, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় উচ্চারণ একই প্রকার, সেই উচ্চারণের প্রকাশ নিমিত্ত সাধারণের বোধ্য কোন প্রকার চিহ্ন (সঙ্কেত) অর্থাৎ অক্ষর ব্যবহার করিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। তাহাতেই এক সংস্কৃত উচ্চারণের নানাবিধ বর্ণ, দেবনাগর, বাঙ্গালা উড়িয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ উচ্চারণের ব্যঞ্জক আরও নানাবিধ অক্ষরের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, উচ্চারণ বশতই অক্ষরের সৃষ্টি।

আরও দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষায় ঠ ও ত ইত্যাদি উচ্চারণ নাই, তদ্ধেতু ঐ ঐ উচ্চারণের ব্যঞ্জক বর্ণও নাই, ইহাতে আপাত্ত হইতে পারে যে, ইংরেজী বর্ণমালায় ঠ ও ত আদি বর্ণ নাই বলিয়াই তাহাদের উচ্চারণও নাই উত্তরে বলা যায় যে, উচ্চারণের শক্তি জীবগণের স্বাভাবিক, তাহা জন্মকাল হইতেই হয়, ইহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু বর্ণ শিক্ষা তৎকালে হয় না। যদি ঈশ্বর উচ্চারণ শক্তি না দিতেন, তবে অক্ষরের অস্তিত্ব সত্ত্বেও ঐ সকল বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারিত না। আর অক্ষর না থাকিলে চলিতে পারে ইহা প্রত্যক্ষ। এইরূপ নানাবিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, উচ্চারণ বশতই অক্ষরের সৃষ্টি, অক্ষর বশত উচ্চারণের সৃষ্টি নহে ইতি।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরবশাৎ উচ্চারণস্য সৃষ্টির্ভবতি। যতো অক্ষরমেব প্রধানং

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

বর্ণোচ্চারণ কণ্ঠতাল্বভিঘাত দ্বারা বর্ণ প্রকাশন অগ্রে অক্ষর না থাকিলে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কণ্ঠতাল্বভিঘাত হইবে, অতএব অক্ষর অগ্রে সৃষ্ট। অথবা মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য সৃষ্টি নাই॥

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশেন অক্ষরস্য সৃষ্টিঃ যতঃ উচ্চারণং বিনা অক্ষরস্য জ্ঞানাভাবাৎ। অতএব ধাত্রা পশ্চাৎ

অক্ষরাণি সৃষ্টানি তদন্যথা ষাণ্মাসিকেতু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ॥ ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়া-ন্যতঃ পরমিতি ব্যবহার তত্ত্বধৃত বচনং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, শব্দাদি দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ দুগ্ধ ও মন বাক্য প্রাণ এই সপ্ত প্রকার অন্ন অগ্রে জীবের ভোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যথা অগ্রে বাক্য সৃজন হইল, তখন উচ্চা-রণেরও সৃষ্টি হইয়াছে, সেই উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিবার কারণ পরে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন বস্তুর সংখ্যার নিমিত্ত গণনাঙ্ক। প্রমাণ পঞ্চদশীতে॥ সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টপ্রপঞ্চিতং। অন্নানি সপ্তজ্ঞানেন কর্ম্মণা জনয়েৎ পিতা। মর্ত্ত্যান্নমেকং দেবান্নে দ্বে পশ্বন্ন চতুর্থকং॥ অন্নত্রয় মাত্মার্থ-মন্নানাং বিনিয়োজনং। বৃহ্যাদিকং দর্শপৌর্ণমাসৌক্ষীরন্তথামনঃ॥ বাক্ প্রাণশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানা মবগম্যতাং॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশত অক্ষরের সৃষ্টিঃ। যেহেতুক কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতাত্মক উচ্চারণ বশত অক্ষর সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে॥ এতৎ প্রমাণং। ন্যায়কারিকায়াং যথা কণ্ঠসংযোগাদিভবাবর্ণাস্তে কাদয়োমতা ইত্যাদি॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমতঃ স্মৃতি বাহুল্যাৎ অক্ষরং বিনাপি উচ্চারণাদি ব্যবহার ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্না অনন্তরং তদ্ভ্রংশ দো-ষেণ তত্র বিঘ্নো জাত ইত্যতএব অক্ষরসৃষ্টির্জাতা তথাচ উচ্চারণ বশত এবাক্ষর সৃষ্টিরিতি। তথাচোক্তং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ ষণ্মাসাত্তুত্তরং যাবৎ ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ। ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণাদেব অক্ষরাণাং সৃষ্টিঃ। যতঃ আদৌ উচ্চারণং ততঃ অক্ষরং বহবো দেশাঃ সন্তি যত্র উচ্চা-রণং অস্তি, কিন্তু অক্ষরং নাস্তি ক্রমশঃ অক্ষরং ব্যবহ্রিয়তে॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টিঃ তাহার কারণ পশু পক্ষীরা রব করিয়া থাকে, তাহাকে উচ্চারণ বলা যায়, কিন্তু স্বাভিমত বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না, বালকেরা সেইরূপ অস্পষ্ট বলে, আহ্নিকতত্ত্বে উদাহরণ আছে, যথা, ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংযায়তে যতঃ। ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পরং॥ এই বচনানুসারে উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি বোধ হইল।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিনীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরবশতঃ উচ্চারণের সৃষ্টি, যেহেতু অক্ষরময়োবেদ, অতএব অক্ষরাত্মক বেদ। বিধিবোধিত বাক্যোমন্ত্র সএব উচ্চারণ বাক্য, অতএব অক্ষরবেদ নিত্য ততঃ অক্ষরবশত উচ্চারণ সৃষ্টি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

"নক্ষরতি, নচলতি, প্রধানত্বাৎ অক্ষরঃ স্বর উচ্যতে"। উচ্চারণ অর্থাৎ ধ্বনি ও অক্ষর এই উভয় পরস্পর এত সূক্ষ্মরূপে সমবেত যে, তাহাদের ভেদানুভব করা দুঃসাধ্য পরং সেই ধ্বনির নামই অক্ষর, ইহা বলিলেও অযুক্ত হয় না; যেহেতু রবকে অক্ষর হইতে বিশ্লেষ করা যাইতে পারে না। শব্দমাত্রই বর্ণাত্মক, সেই শব্দ যত প্রকারে কণ্ঠ তাল্বাদির অভিঘাতে হইতে পারে, তাহাই অক্ষর নাম দ্বারা প্রকাশ করা গিয়া থাকে. পরে সেই অক্ষরের এক একটি আকৃতি কল্পনা করিয়া পরস্পরের বোধায়ত্ত করা হইয়াছে, ফলত পশু, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যপ্রভৃতির উচ্চারিত নাদ ও কোন বস্তুর পতন বা উদ্গমেন দ্বারা যে নিস্বন হয়, তাহা অবশ্য নির্ণীত অক্ষর সংখ্যার কোন একটির মধ্যে পড়িবেক. এস্থলে দ্রব্যে ও গুণে যেরূপ সম্বন্ধ উচ্চারণে ও অক্ষরেও তাদৃশ জ্ঞান হয়, আপাততঃ এই অক্ষরের এই উচ্চারণ. ইত্যাদি ব্যবহার হইতে ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, অক্ষর বশতঃ উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, কারণ উচ্চারণ ও অক্ষর একই পদার্থ। ধ্বনি রূঢ়রূপে যত প্রকার হইতে পারে, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত সপ্ত পঞ্চাশৎ সংখ্যায় পরিমিত হইয়াছে এবং সেই সকল ধ্বনি অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাগ্‌যন্ত্রের পরস্পর যোগ হইবার পূর্ব্বে যদি অবর্ণাত্মক কোন জ্ঞান জন্মিয়া পরে বর্ণাত্মক হইত, তবে তাহার পার্থক্য সম্ভব হেতুক ধ্বনি অর্থাৎ উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টি বলা যাইতে পারিত, কিন্তু যে স্থলে তাহা হয় না. সে স্থলে নিজেই নিজের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়. অতএব অক্ষরহেতুক উচ্চারণের সৃষ্টি যেমন বলা যায়, তেমনই উচ্চারণ বশতঃ অক্ষরের সৃষ্টিও বলা যাইতে পারে।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষর বশতঃ উচ্চারণের সৃষ্টি হয়।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বমস্মাভিরক্ষরস্য নিত্যত্বমাপাদিতং তথাপি দ্রঢ়য়িতুমেতন্মতমক্ষরতএবোচ্চারণসৃষ্টিরভূদিতি সমর্থয়ামঃ।" তথা চ মনুঃ। "ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়া। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।" ইত্যাদি বচনৈরক্ষরস্য নিতত্বাৎ তথা। "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে। ইত্যাদি বিষ্ণু পুরাণ বচনৈশ্চাক্ষরাত্মক নিত্যবেদ শব্দেভ্য এবোচ্চারণময়নামাদিসৃষ্টির্লক্ষ্যতে। সুতরামক্ষরত এবোচচারণসৃষ্টি জাতেতি ধীরা বিচারয়ন্তি। ইত্যলং।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উচ্চারণস্থানবশাৎ ককারাদি বর্ণানাং সৃষ্টির্জ্জায়তে এতৎপ্রমাণং উত্তরগীতায়াং দন্তোষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদংমত্র দৃশ্যতে। অক্ষরত্বং কৃতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

অগ্রে উচ্চারণ পশ্চাৎ স্মরণার্থে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে॥ ১৭॥

---

[১৮] প্রশ্ন। সৃষ্টির প্রথমে কি ছিল?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। সদেব সৌম্যমগ্র আসীৎ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথম একমাত্র পরমেশ্বর ছিলেন, কারণ তিনি নিত্য এবং তাঁহা হইতেই পরে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, একারণ ঐ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থ কিছুই ছিল না, কিন্তু তার্কিকের মতে নিত্যত্ব প্রযুক্তকাল গগণ আত্মা এবং পরমাণু সকল সৃষ্টির প্রথমেও ছিল, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এস্থানে এমত পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে যে, যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কালাদি পদার্থ নিত্য হইল, একারণ সৃষ্টির প্রথমেও থাকিল তাহা হইলে একমেবাদ্বিতীয়ং তৎসত্যং তেহনানাস্তি কিঞ্চিৎ এই শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হইল, কিন্তু তার্কিকের মতে বলেছি, ঈশ্বরানতিরিক্ত একারণ ঐ বিরোধ নিবারিত হইয়াছে। সৃষ্টি প্রথমে কি ছিল মনুতেও উক্ত হইয়াছে, আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব এই বচনটী সদুৎপত্তি বাদি মতানুসারে অর্থাৎ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ঐরূপ গূঢ়াবস্থায় ব্রহ্ম শরীরে লীন হইয়াছিল।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেরাদৌ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম এক এবাসীৎ যথোক্তং সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীৎ নির্ব্বিকল্পোহনুপাধিক ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যা।

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

১৮ শ, ১৯ শ, ২০ শ. ২১ শ. ২২ শ. প্রশ্নোত্তর। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে স্বজাতীয় বি-

জাতীয় স্বগত ভেদশূন্য একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন। ভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যো বশিষ্যেত সোস্ম্যহং।" অগ্রে আমি ছিলাম, মধ্যে আমি আছি, পরেও আমি থাকিব। আর ইহাও উক্ত আছে, "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ নানাৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ" হে সৌম্য! অগ্রে একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ কিছুই ছিল না, তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই ছিল না। পৃথিবী আকাশ বায়ুপ্রভৃতি বস্তু সকল পশ্চাৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ঊনবিংশ বিংশ একবিংশ দ্বাবিংশ প্রশ্নেরও সমাধান হইল। কেন না পৃথিবী পরে সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব সাদি হইল, অনাদি হইতে পারিল না। আর যাহা যাহা উৎপত্তিমান্ তাহা তাহা ধ্বংসবান্, সুতরাং আকাশ ও বায়ুর পৃথিবীর ন্যায় ধ্বংস আছে। "পশ্চাদহং" এই বাক্যেই জানা যাইতেছে নিরোধকালে আকাশাদির বিনাশ হইবে। তবে কথা হইতেছে, আকাশ সর্ব্বব্যাপী কি না? দেখা যাইতেছে সৃষ্ট বলিয়া আকাশ আদ্যন্তবান্, সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, এজন্য সর্ব্বকাল ব্যাপী হইতে পারিল না এবং সর্ব্বস্থান ব্যাপীও নহে। যেহেতু প্রকৃতি মহৎ অহংকারাদি আকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণভূত বস্তুতে আকাশের প্রবেশাধিকারি নাই, আর "আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" ইত্যাদি পঞ্চীকরণ প্রকরণে, পর পর ভূতে আকাশের অনুপ্রবেশ আছে, কিন্তু যেখানে বায়ুপ্রভৃতির অংশ আছে, সে অংশে আকাশ থাকিতে পারে না। ইহা যুক্তি অনুসারে স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রাকৃত আকাশ নাই, ইহা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া আকাশ সর্ব্বব্যাপী নহে ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ ন কিঞ্চিদস্তি একমেবাদ্বিতীয়ং কেষাঞ্চিন্মতে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং কালাদিস্তিষ্ঠতি তন্ন প্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ। ছান্দগ্যোপনিষদি আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রাসীৎ ইতি ঐতরেয়কোপনিষদি তত্রৈব নোসদাসীৎ নাসদাসীদিতি চ॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে জগৎ প্রকৃতি লীন ছিল।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং মূলপ্রকৃতিঃ দিক্‌কালৌ স্থিতৌ। কস্যচিন্মতে পরমানবঃ ধোধূয়মানাঃ প্রলয়ে তিষ্ঠন্তি পরমানবঃ ইতি নৈয়ায়িকানাং মতং॥ পূর্ব্বোক্তত্রয়ানাং স্থিতেরাবশ্যকত্বং নিত্যত্বাৎ। অনাদিনিধনঃ কালঃ রুদ্রঃ শঙ্কর্ষণঃ স্মৃত ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণাৎ॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

যে সকল বস্তুর উৎপত্তি নাই, সেই সকল বস্তু সৃষ্টির প্রথমে ছিল; আকাশ কাল পরমাণু প্রভৃতি।

সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীদিতি শ্রুতের্নিত্যবস্তুমাত্রস্যৈব পূর্ব্বং বর্ত্তমানত্বার্থকত্বাৎ এবং আকাশ শরীরং ব্রহ্মেতি শ্রুতেরাকাশস্য যথা নিত্যত্বং তথা ব্রহ্মণোপীত্যর্থকত্বাচ্চ যত্তু সচ্ছব্দেন ব্রহ্মমাত্রং পরা-মৃশ্যতে তত্র প্রমাণাভাবাৎ অনুমান বলেনাকাশস্য নিত্যত্বেসিদ্ধে শ্রুতেস্তাদৃশার্থস্য যুক্তত্বাচ্চ অন্যথা একঃ সৃজতি ভূতানি ভূতৈরেবাত্ম মায়য়েত্যাদি পুরাণবচনবিরোধাৎ এবং অনাদি নিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃত ইত্যাদি বচনবিরোধাচ্চ অতএব নিত্যদ্রব্যানি পরমাণ্বাকাশাদীনীতি নৈয়ায়িকাঃ ॥

কোন বস্তু না থাকিলে আকাশ (অর্থাৎ শূন্য) থাকে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন আকাশ (অর্থাৎ শূন্যও) ছিল না, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ; অতএব নৈয়ায়িকগণ নিরবয়ব দ্রব্যমাত্রেই অনাদি অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা যুক্তিযুক্ত, যেহেতু ক্রমশঃ অবয়ব বিখণ্ডিত হইলে বস্তুমাত্রের নাশ দৃষ্ট হয় এবং অবয়ব সমষ্টি সংযোগে বস্তুমাত্রের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, অতএব যাহার অবয়ব নাই, সে বস্তু কিরূপে উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবে ? জগদীশ্বর পরস্পর পদার্থের সংযোগে যৌগিক পদার্থ ভিন্ন অলীক বস্তু সৃষ্টি করেন নাই, তিনি পরমাণু সমষ্টি দ্বারা এই বিশ্বনির্ম্মাণ করিয়াছেন, যেহেতু এই বিশ্বে পরমাণু সমষ্টি ইহার শেষাবয়ব সকলেই দেখিতেছে শিল্পকার একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে মৃত্তিকা দেখিলে, যেমন মৃত্তিকা দ্বারাই নির্ম্মাণ উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর কার্য্যও উপলব্ধি হইতে পারে এবং মৃত্তিকা একটি বস্তু না থাকিলে, যেমন শিল্পকার গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তদ্রূপ পরমাণু সমষ্টি না থাকিলে জগদীশ্বর বিশ্বনির্ম্মাণ করিতে কিরূপে পারিবেন, যখন স্বভাব সম্পন্ন যৌগিক পদার্থময় জগৎ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন ইচ্ছা শক্তিমাত্র দ্বারা যে জগদুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা কেবল জগদীশ্বরের চাটুবাদমাত্র। আকাশ যদি সৃষ্ট বস্তুই হইবে, তাহা হইলে কোন উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। যদ্যপি (এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রি-য়ানিচ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিনী) ইত্যাদি শ্রুতি বচন দ্বারা আকাশের উৎপত্তি শুনা যাইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য (স ইমান্ লোকানসৃজতাম্ভোমরীচির্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরীক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ) ইত্যাদি শ্রুতি বচনে বোধ হইতেছে যে, তিনি ঊর্দ্ধে স্বর্গ অধঃ পৃথিবী তদধঃ জল সৃষ্টি করিয়া আকাশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই আকাশ ছিল, সৃষ্টির পর স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং ঊর্দ্ধাধঃস্থলে আকাশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন এইমাত্র এবং কাল শব্দটি সংজ্ঞা শব্দের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হওয়াতে সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টির পূর্ব্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু সূর্য্যাদির গতি প্রযুক্ত যে সকল দিবা রাত্রি মাস বৎসর ক্ষণ দণ্ডাদি খণ্ডকাল তাহা তখন ছিল না ইত্যাস্তাং বিস্তরঃ।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেরাদৌ তম এবাসীদিতি প্রমাণং। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণমিতি মনোঃ প্রথ-মাধ্যায়ঃ।

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্ট্যাদৌ জগদিদং তমসাবৃতমাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বদৈব বর্ত্তমানত্বং প্রমাণানি মনুঃ আসীদিদন্তমোভূতমিত্যাদি। শ্রুতিশ্চ,—তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্র ইতি॥ তমস্তদাসীদ্গহনং গভীরং যস্তস্য পারেভিবিরাজতে প্রভুরিতি শ্রীভাগবতে। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি গীতাসু॥ জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ইতি চ। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি শ্রুতিঃ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টিপ্রথমে শূন্যমেবাসীৎ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে॥ অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ। সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ইতি।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণ ছিলেন, অপর কিছুমাত্র ছিল না। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা, ‘ অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবিশেষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥’ অর্থ। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিতেছেন। ‘সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম কিছুমাত্র ছিল না এবং স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণ প্রকৃতিও ছিলেন না, তৎকালে প্রকৃতি আমাতে লীনা হইয়াছিলেন। প্রথমে আমিমাত্র ছিলাম, তৎকালে কিছু কার্য্য করি নাই। সৃষ্টির অনন্তর আমিই আছি, যে এই বিশ্ব দেখিতেছ, তাহাও আমি, যেহেতু আমা হইতে উৎপন্ন এই প্রপঞ্চ আমা ভিন্ন নহে। যেরূপ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটসরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন নহে এবং সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন কটককুণ্ডলাদি সুবর্ণ ভিন্ন নহে। অপিচ প্রলয়ে যে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) “সৃষ্টির প্রথম” এই বাক্য দ্বারা যদি প্রশ্নকর্ত্তা “প্রাকৃতিক সৃষ্টির” “পূর্ব্ব” মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার উত্তর নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

“আত্মা বা ইদমেকাগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন; অন্য কিছুই ছিল না। “মহাপ্রলয়সময়ে তু কেবলং ব্রহ্মৈবাসীদিত্যর্থঃ” তৎকালে প্রকৃতি অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মেতেই লীন ছিলেন। তখন পুনঃ সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে তখন প্রকৃতির বিকাশাভাব স্বরূপ ঘোরতর রাত্রি উৎপন্ন হইয়া যেন অন্ধকারের একার্ণব ছিল। “ততো মহাপ্রলয়াবস্থায়ামেব রাত্র্যজায়ত॥ রাত্রি সমুৎপন্না সকল অন্ধকারময়মাসীদিত্যর্থঃ” “আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমিতি।”

(২) “সৃষ্টির প্রথম” এই বাক্য দ্বারা যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রাকৃতিক সৃষ্টির “আরম্ভে” মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার উত্তর এই যে, সৃষ্টি আরম্ভে হিরণ্যগর্ভপদবাচ্য ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাকে শাস্ত্রান্তর মহত্তত্ত্ব বলেন, এই সকল কথার বিস্তর প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে দুই তিনটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। মুণ্ডকে " ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ স্বয়ম্ভুব বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। " জীবঘন ব্রহ্মা অর্থাৎ জীবের সমষ্টি কারণ ও সুক্ষ্মদেহোপহিত চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ব্ভপদবাচ্য পুরুষ " দেবানাং প্রথমঃ " ইন্দ্রিয়গণের প্রথমে উৎপন্ন হইলেন। ফলতঃ তিনি পরমাত্মাই। কেবল ঐশ্বর্য্য সন্নিধানে স্থিতিবিধায় ঈশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। " হিরণ্যগর্ব্ভসমবর্ত্ততাগ্রে। ভুতস্য জাত পতিরেক আসীৎ ॥" সকল ভুতগণের পতি হিরণ্যগর্ব্ভ প্রথমে জন্মিয়াছিলেন। কঠোপনিষদে " যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভুতেভির্ব্বপশ্যত ॥" ব্রহ্মের তপস্যাতে যিনি সর্ব্ব প্রথমে জন্মিয়াছিলেন এবং পঞ্চভুতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, এমন যে সেই হিরণ্যগর্ব্ভ আত্মা তাঁহাকে যিনি সকল ভুতের গুহাতে নিহিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। মুণ্ডকে " যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপ অন্নং চ জায়তে ॥ যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা সেই পরাৎপর ব্রহ্ম হইতে এই কার্য্যলক্ষণ ব্রহ্ম অর্থাৎ " ব্রহ্মা " ও নাম রূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে।

(৩) প্রশ্নকর্ত্তা যদি " নৈমিত্তিক " সৃষ্টির " পূর্ব্ব " মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার উত্তর এই যে তখন কেবল জলই নারায়ণের অয়ন ছিল। সেই নারায়ণ পশ্চাৎ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া পৃথিবীকে জল হইতে প্রকাশ করেন। " তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং " মনুঃ ১। ১০।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ সদ্বস্তু ব্রহ্ম আসীৎ। সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি শ্রুতেঃ ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্ট্যাদৌ কেবলমেকএব সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর আসীৎ। যথা সামবেদে নারদ সনৎকুমার সম্বাদে সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি ॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে কেবল একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ছিলেন, সামবেদে নারদ সনৎকুমারের প্রশ্নোত্তরে লিখিত আছে যথা সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং এই শ্রুতি বাক্যানুসারে সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন ইতি।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নিত্য পদার্থমাত্রমাসীৎ তথাহি সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীদিতি শ্রুতেরিদং নিত্যত্বেনানুভূয়মানং সদেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসীদিত্যর্থাদিতি।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ সূক্ষ্মরূপেণ জগদাসীৎ এতৎ প্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ইতি শ্রুতিঃ সত্বাচ্চাপরস্যেতি সূত্রং।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টিরনাদিঃ প্রাথম্যং তস্যা নাস্তি যদা সময়বিশেষে ভবতি তদা জন্যদ্রব্যভিন্নং সর্ব্বং তিষ্ঠতি জন্যদ্রব্যানধিকরণসময়ানন্তর এব সৃষ্টির্ভবতি।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বর ছিলেন। যথা (একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেঃ একমেবাদ্বিতীয়কম্ ইত্যাদি॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

হিরণ্যগর্ব্ভ পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র ঈশ্বরের অবস্থান ছিল, অন্য কিছুই ছিল না ; প্রমাণ শ্রীভাগবত ২য় স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় ৩৩ শ্লোক।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বরমাত্র ছিলেন, জগত্তমোরূপ প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে লীন ছিলেন। অত্র প্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ ইতি শ্রুতিঃ এবং আসীদিদং তমোভূতমিত্যাদি মনুবচনঞ্চ। তমঃ শব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতির্নির্দ্দিশ্যতে ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রথমে প্রকৃতিরাসীত্তথাহি। স্বর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী॥ সত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে॥ ইতি ভাগবতে ধ্রুবং প্রতি ভগবদ্বচনং॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জগদীশ্বর এবাসীৎ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সনাতনঃ। তমোরূপপ্রকৃত্যাস্তু জগল্লীনমিদং স্থিতং॥ অত্র প্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদিতি শ্রুতিঃ। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষকমিতি মনুবচনঞ্চ॥

---

(২৬) আড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিদং জগৎ তমঃ স্বরূপিণ্যাং প্রকৃতৌ লীনমাসীদিতি। প্রমাণং। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং॥ অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি মনুবচনং॥ অস্যার্থঃ ইদং জগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ তমঃ শব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতির্নির্দ্দিশ্যতে তম ইতি তমঃ যথা তমসি লীনাঃ পদার্থাঃ অধ্যক্ষেণ ন প্রকাশ্যন্তে এবং প্রকৃতিলীনা অপি ভাবা নাবগম্যন্তে ইতি গুণযোগঃ প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ লীনমাসীদিত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্র ইতি প্রকৃতিরপি ব্রহ্মাত্মনা অব্যাকৃতাসীৎ তথাচ শ্রুতিঃ তদ্বেদন্তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ ছান্দগ্যোপনিষদ্‌ সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদিতি॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টিপ্রথমে অদ্বিতীয় একমাত্রঃ পরমাত্মাসীৎ। অত্র প্রমাণং। সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং॥ ইতি শ্রুত্যা জগদুৎপত্তেঃ পুরা জগৎকারণং সদ্রূপং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মআসীদিতি, সদদ্বৈতমিত্যাদি পঞ্চদশীকারিকাব্যাখ্যায়াং তট্টীকাকৃল্লিখনং॥ ইতি বেদান্তমতং॥

মনুমতঞ্চ যথা,—আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি মনুবচনং॥ ইদং জগত্তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ তমঃ শব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতির্নির্দ্দিশ্যতে তমইব তমঃ যথা তমসি লীনাঃ পদার্থা অধ্যক্ষেণ ন প্রকাশন্তে এবং প্রকৃতিলীনাঃ অপি ভাবাঃ নাবগম্যন্তে ইতি গুণযোগঃ॥ প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ লীনমাসীদিতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানঞ্চ॥ সৃষ্টিপ্রথমে অর্থাৎ প্রলয়কালে ইদং জগৎ সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ ব্রহ্মাত্মনা লীনমাসীদিতি ভাবঃ অর্থাৎ মনুকুল্লূকভট্টয়োরয়ম্ভাবঃ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, যেহেতু ঋতঞ্চ সত্যঞ্চা এই মন্ত্র ব্যাখ্যায় গুণবিষ্ণুআদৌ ব্রহ্মমাত্র আসীৎ এই লিখিয়াছেন।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বর ছিলেন, ইহা অশেষানুমত, অন্যান্য কতিপয় পদার্থের সত্তাবিষয়ে দ্বিবিধ মত আছে "জগদিদমসদেবাগ্রআসীৎ" শ্রুতি। "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ" এইরূপ যে ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে উহা প্রাথমিক সৃষ্টি বিষয়ে নয়, প্রলয়কালে যাবৎ পদার্থ প্রকৃতিতে লীন হয়, পুনশ্চ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ সৃষ্টির পূর্ব্বেই যাবৎ পদার্থের সত্তা উক্ত উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মনু প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকের কুল্লূকভট্টে অনুসন্ধেয়। যুক্তিও প্রাথমিক সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য কাহারও সত্তাকে বিষয় করে না, কাল আকাশ ও দিক্‌ (একমাত্র বিভুবাদি শিরোমণির মতে) ঈশ্বরাতিরিক্ত নয়।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যাহত দৃষ্টিসামর্থ্য সম্পন্ন ও প্রকৃতিপ্রেরক জগদীশ্বর সূক্ষ্মরূপে ছিলেন বিশ্বও প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না। স্বেচ্ছাময় জগদীশ্বর স্বেচ্ছাকৃত দেহধারী হইয়া আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও মহদাদিতত্ত্ব যাহা প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে অব্যক্তাবস্থায় ছিল সেই সমুদয় স্থূলরূপে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হইলেন ইতি।

প্রমাণং যথা। আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ যোসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ ইতি মনুবচনং॥ অস্যার্থঃ। ইদং জগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ তমঃ শব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতির্নির্দ্দিশ্যতে॥ তম ইব তমঃ যথা তমসি লীনাঃ পদার্থাঃ অধ্যক্ষেণ ন প্রকাশন্তে এবং প্রকৃতিলীনা অপি ভাবা নাবগম্যন্তে ইতি গুণযোগঃ প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ লীনমাসীদিত্যর্থঃ॥ তথাচ শ্রুতিঃ। তমআসীৎ তমসা গূঢমগ্রে ইতি। প্রকৃতিরপি ব্রহ্মাত্মনা অব্যাকৃতাসীৎ॥ তথাচ শ্রুতিঃ। তদ্ধেদন্তর্হ্যব্যাকৃত আসীৎ। ছান্দগ্যোপনিষচ্চ সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদিতি॥ অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহমিতি শ্রীমদ্ভাগবতে॥ নাহোনরাত্রির্নভো ন ভূমির্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীদিতি বিষ্ণুপুরাণে॥

---
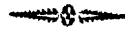
(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধবন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রবাহ অনাদি, " প্রবাহোনাদিমানেষঃ " ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রবাহের এক এক সৃষ্টির প্রথমে, নিত্যজ্ঞান নিত্যেচ্ছা নিত্যাকৃতি নিত্যপ্রযত্নবিশিষ্ট পরমেশ্বর, অসংখ্য আত্মা, এবং পরমাণুরূপ নিত্য ক্ষিতি জল তেজো বায়ু এবং নিত্য মহাকাশ ও নিত্য মহাকাল ও নিত্য মহাদিক্ এই সমস্ত ছিল। দ্ব্যনুকাদি ব্রহ্মাণ্ড ও পরমাণুপুঞ্জজন্য জল বায়ু ইত্যাদি কিছুই ছিল না। কারণ তন্মতে পরমেশ্বর, আত্মা ও পরমাণুরূপ পৃথিব্যাদি ও মহাকাশাদি নিত্যপদার্থ, নিত্য পদার্থের ধ্বংস ন্যই, এজন্য সমুদয়ের ধ্বংস আছে।

প্রমাণ। নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যস্যাদনুলক্ষণা। ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ॥ এইরূপ পরমাণুরূপ জল নিত্য। " নিত্যাদিতি চ পূর্ব্ববৎ " অর্থাৎ পরমাণুরূপ জল নিত্য এবং পরমাণুপুঞ্জজন্য জল অনিত্য।

" কালখাত্মপরমাত্মদিক্ পরমাণবো নিত্য দ্রব্যাণি " ইতি বৈশেশিকাঃ। সাংখ্য মতে প্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রথমে। নাহো ন রাত্রির্নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ। শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ। ইতি বিষ্ণুপুরাণং। সৃষ্টির প্রথমে দিবা, রাত্রি, অকাশ, ভূমি, জ্যোতি ও অন্ধকার ছিল না শ্রোত্রাদি বুদ্ধির অনুপলভ্য প্রকৃতি পুরুষ ও ব্রহ্ম ছিলেন এবং তৎকালে কালও ছিল। প্রমাণ যথা, বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোহি তেঽন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্রঃ। তস্যৈব তেন্যেন ধৃতেবিযুক্তে রূপেণ যৎ তদ্দ্বিজকালসজ্ঞং। ইতি বিষ্ণুপুরাণং। হে দ্বিজ! নিরুপাধি বিষ্ণুর যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটীরূপ উল্লিখিত হইল সেই প্রকার কাল নামেও তাঁহার আর একটী রূপ আছে ঐ

কালের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টি কালে যোজিত ও প্রলয় কালে বিযোজিত হয়।

অনাদির্ভগবান কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে। ইতি বিষ্ণুপুরাণং। কালিকসম্বন্ধেন জগদাধারত্বং কালত্বং ইতিনৈয়ায়িকাঃ।

অতএব সাংখ্যমতে সৃষ্টির সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্ম প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল বিদ্যমান ছিল। বৈদান্তিকদিগের মতে সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র সচ্চিদানন্দ রূপ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তন্মতে একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন সকল পদার্থই অনিত্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতং। সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে। ইতি পঞ্চদশীকার ধৃত ছান্দোগ্যোপনিষন্মতং। বেদান্ত মতে প্রলয় কালে এই জগৎ সেই সৎবস্তু পরমেশ্বরে লীন হয় আবার সৃষ্টির আরম্ভে তাঁহা হইতেই প্রকাশিত হয়। যথা যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ। যস্তন্তুনাথ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একস্তথা বৃণোৎ। ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

অতএব বেদান্তমতে একমাত্র সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর ভিন্ন সৃষ্টির প্রথমে আর কিছুই ছিল না ইতি।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রকৃত্যাসহ পরমেশ্বরোভূৎ। প্রমাণং। ভাগবতে অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যং যৎ সদসৎপরং তস্মাদহং তদেতচ্চয়োবশিষ্যেত সোস্ম্যহং॥

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণতর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বরমাত্র ছিলেন যথা অহমেবাসমেবাগ্রে ইত্যাদি।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণতর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ইতি মনুনা সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং তমোময়ং জগদাসীদিতি কথিতং প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপতয়া প্রকৃতৌ লীনমাসীদিত্যাদি কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যানঞ্চ এবং তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্র ইত্যাদি শ্রুতৌচ সৃষ্টেরগ্রে তমোভূতং জগৎস্থিতমিতি প্রতিপন্নঞ্চ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পরব্রহ্মের শক্তি যে মায়া তিনি চৈতন্যের আবেশবশতঃ সচেতনা হইয়া সৃষ্টির প্রথমে ছিলেন, তাহার আদ্যধিকার আকাশ। প্রমাণ পঞ্চদশীতে। চিচ্ছায়াবেশিতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা। তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥ যা শক্তি কল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাং। আপাদ্যধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ॥ ভূতবিবেকে॥৫৭॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সদ্বস্তুমাত্র ছিল। এতৎ প্রমাণং শ্রুতিঃ। যথা সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ ইদং সর্ব্বং পুরাসৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কমিত্যাদি॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জগদুৎপত্তেঃ পূর্ব্বং যজ্জগৎ কারণং সদ্রূপং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদেবাসীৎ তথাচ শ্রুতিঃ সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়মিতি।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ তমএব আসীৎ। যথা মনুসংহিতায়াং॥ ১ অধ্যায়ে॥ আসীদিদং তমোভূতং ইত্যাদি তমতমসীগূঢ়ামিত্যাদি শ্রুতিঃ।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে জগৎ অন্ধকার ছিল। যথা মনুঃ। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টির প্রথমে অপো অজায়ত ততঃ সমুদ্রোর্ণব সমুদ্রাৎ সংবৎসরোহজায়ত সূর্য্যা চন্দ্র মসোধাতা যথা পূর্ব্বং অকল্পয়ৎ অতএব সৃষ্টির প্রথমে জলময় ছিল তথাচ স্মৃতিঃ। অপএব সসর্জ্জাদাবিতি আদৌ অপএব সসর্জ্জ॥ সৃষ্টির প্রথমে জল ছিল ইতি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টি শব্দের অর্থ যদি স্থূল জগৎ ভাবিয়া, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে, তবে উত্তর এই যে সৃষ্টির আদিতে নার অর্থাৎ জল ছিল। যথা মনুঃ। সোভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ পরে সেই নীরে বীজ আরোপিত হইলে এক মহা অণ্ড উদ্ভব হয়। সেই ডিম্বে প্রজাপতির উৎপত্তি হওয়াতে তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে।

আর যদি উক্ত জলের উৎপাদন ইহার পূর্ব্বে কোন পদার্থ প্রথম হয়, তাহা লক্ষ করিয়া প্রশ্ন করা হইয়া থাকে, তবে উত্তর এই যে সৃষ্ট্যর্থ চৈতন্যরূপ পরব্রহ্মে ক্ষোভ জন্মিলে তাঁহার প্রতিবিম্ব সত্ত্বরজস্তমো গুণত্রয়ে পতিত অর্থাৎ যুক্ত হয় তৎকালে তাহা, প্রকৃতি এই খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে ক্রমে মায়া ও ঈশ্বর ও অবিদ্যা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির সোপান স্থাপন করেন॥ অতএব সৃষ্টির প্রথমে একরূপে প্রকৃতি অথবা অন্যরূপে স্থূল জগতের আদিতে বারি ছিল।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর

সৃষ্টির প্রথমে অন্ধকার ছিল।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণমিত্যাদি" মনুবচনৈস্তথা তমস্তমসি গূঢ়মিতিশ্রুত্যা চ সৃষ্টেঃ প্রথমং তমঃ স্থিতির্জ্ঞায়তে তথাপি তমঃ সৃষ্টেরপীশ্বরকর্ত্তৃকত্বাৎ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেকমেব বাত্মনোঽতীতপ্রভাবম্ব্রহ্মাসীৎ॥ অত্র প্রমাণং। বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাধ্যায়ে। "নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ॥ শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ॥" পঞ্চদশ্যামপি। "আত্মা বা ইদমগ্রেভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি" ঐতরেয়োপনিষদি চ। "আত্মা বা ইদমেকএবাগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চন স ঐক্ষত সৃজা ইতি॥" অন্যচ্চ পঞ্চদশ্যাং যোগানন্দে। "ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমাত্রিপুটী দ্বৈতবর্জ্জনাৎ। জ্ঞাতৃ জ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো" তমোরূপায়া অবিদ্যায়াঃ সম্ভূতির্ব্রহ্মণএব বভূবেতি স্পষ্টমেব বিষ্ণুপুরাণে দৃশ্যতে॥ যথা, "সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা॥ অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ॥" অতঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাসীদিতি সুসিদ্ধমেব॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ সূক্ষ্মরূপেণ জগদাসীৎ এতৎ প্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ ইতি শ্রুতিঃ সত্বাচ্চাবরস্যেতি সূত্র॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

আকাশ॥ ১৮॥

---

[১৯] প্রশ্ন। আকাশ সর্ব্বব্যাপী কি না?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না, কেন না তাহা জন্য পদার্থ। যথা পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকে॥ তমঃপ্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎপবনতেজোঽম্বু ভুবোভূতানি জজ্ঞিরে॥ তমঃ প্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রাজ্ঞ প্রভৃতি ভোগের জন্য প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়।

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহর শালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী ইহা অনুভব এবং শাস্ত্র প্রমাণসিদ্ধ শাস্ত্র প্রমাণ যথা আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ। ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ঐ উপমা প্রযুক্ত আকাশ সর্ব্বব্যাপী ইহা পঞ্চদশীতে উক্ত হইল। অপিচ নৈয়ায়িকেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং ইত্যাদি অর্থাৎ কাল আকাশ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ইতি।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশবত্বং সর্ব্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ ইত্যাদিষু আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বমুক্তং।

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

অষ্টাদশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশঃ সর্ব্বব্যাপী নিত্যত্বাৎ।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী নহে জগৎব্যাপী পঞ্চভৌতিকমাত্র ইহার বিষয়।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশঃ সর্ব্বব্যাপী অনন্তং সুরবর্ত্মখমিতি কোষাৎ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

আকাশ কঠিন লৌহ পিণ্ড পাষাণাদির বহির্ভাগমাত্রে আছে এবং অন্তঃ শূন্য কোন কোন বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তর দেশে আছে সকল বস্তুতেই বহির্ভাগ বা অন্তর্ভাগে আছে বলিয়া সর্ব্বব্যাপী।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তদিতি ভগবদ্গীতা বচনে এবং দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজ ইতি শ্রুতিবচনে চ পরমেশ্বরস্যৈব বাহ্যাভ্যন্তরত্বেন নির্দ্দেশাৎ অন্যেষামাকাশাদীনামনির্দ্দেশাৎ যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে ইত্যাদি বচনন্তু সকল বস্তু সম্বন্ধত্বমাত্রবোধকং অতএব সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতীত্যাদি শ্রুতি বচনমপি সঙ্গচ্ছতে॥

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কোন বস্তু না থাকিলে আকাশ (অর্থাৎ শূন্য থাকে) কঠিন বস্তু থাকিলে আকাশ বিভক্ত হইয়া বহির্ভাগমাত্রে অবস্থান করে॥ আকাশ অসঙ্গ পদার্থ কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হয় না, শূন্য পদার্থ অন্যের সহিত কিরূপে মিশ্রিত হইবে, অতএব জগদীশ্বরকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ইহা সঙ্গত যেহেতু তিনি সকল বস্তুর বহিরন্তর্দ্দেশে আছেন॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ভূতানামন্তর্ব্বহিঃ স্থিতত্ত্বাদাকাশঃ সর্ব্বব্যাপীতি প্রমাণং পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষমিত্যাদি যথা নভঃ সর্ব্বগতং বিভাসত ইত্যাদি শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধঃ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশঃ সর্ব্বব্যাপী, প্রমাণং। যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ইতি গীতাসু। যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে ইতি শ্রীভাগবতে। আকাশস্য পরমাণু ময়ত্বাভাবাৎ ন জড়ানামিব স্থানাবরোধকা ইতি॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বমস্তি। তথা মহারতে। যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী। তাহা কোন দার্শনিক লিখিয়াছেন ; যথা। কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ। অর্থাৎ, কাল, আকাশ, আত্মা, দিক্ ইহাদের সর্ব্বগতত্ব ও পরমমহত্ব আছে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ অন্যান্য ভূতগণের অপেক্ষা অধিক ব্যাপী বটে কিন্তু, সর্ব্বব্যাপী নহে। কেননা আকাশ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ " যেনাবৃতং খং দিবঞ্চ নাভ্য আসীদন্তরীক্ষং " আকাশাদি যে পরমাত্মা দ্বারা আবৃত কেবল তিনিই ধ্রুব সর্ব্বব্যাপী শব্দের বাচ্য " প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র " প্রাণ ও আকাশাদি সকল যাঁহাতে স্থিতি করে " স সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমেবাবিবেশ " কেবল তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্রে প্রকাশ করিয়া আছেন তিনি পর আকাশাৎ " (ব্রাঃ ধঃ ১। ৫৪) আকাশের অপেক্ষা সুক্ষ্ম সুতরাং আকাশের অতীত এবং সর্ব্বব্যাপী। এতাবতা আকাশ সর্ব্বব্যাপী নহে। পরমেশ্বরের ধ্রুব সর্ব্বব্যাপীত্ব দ্বারা আকাশের সর্ব্বব্যাপীত্ব বাধিত হইয়াছে।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশঃ সর্ব্বব্যাপী প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাদি শ্রুত্যা পরমেশ্বরস্যাকাশোপাদানত্বাৎ আকাশস্য ঈশ্বরাতিরিক্তসর্ব্বব্যাপিত্বমিতি।

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সৰ্ব্বব্যাপী, কিন্তু পরমেশ্বর আকাশবৎ ব্যাপক, যেহেতু পরমেশ্বর আকাশেরও কারণ, কাযেই কার্য্য অপেক্ষা কারণ ব্যাপক হইয়া থাকে, যেমন ঘট হইতে মৃত্তিকা ব্যাপক। "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি" শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আকাশ ঈশ্বর ভিন্ন সৰ্ব্বব্যাপী।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

আকাশস্য ন সৰ্ব্বব্যাপিত্বং দৃঢ়সংযুক্তাবয়বকে লৌহাভ্যন্তরে নিরবকাশত্বেন তদভাবাৎ।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য সৰ্ব্বব্যাপকত্বমস্ত্যেব এতৎ প্রমাণং উত্তরগীতায়াং ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ ইতি।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশং সৰ্ব্বব্যাপি কালখাত্মদিশাং সৰ্ব্বগতত্বং পরমং মহদিতি ন্যায়ভাষায়াঃ।

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অন্য ভূতাপেক্ষা আকাশ ব্যাপী, কিন্তু সৰ্ব্বব্যাপী নহে, মায়াপেক্ষা ক্ষুদ্র। যথা, (সত্বস্তুনোকদেশস্থা মায়া তত্রৈক দেশগং বিয়ৎ তত্রাপ্যেকদেশগতোবায়ুরিত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

হাঁ, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় নহে।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শৰ্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সৰ্ব্বব্যাপী, যেহেতু অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন পঞ্চতন্মাত্রা ; তাহা হইতে উৎপন্ন যে পঞ্চভূত ইহারা সৰ্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছে, ইহা সমস্ত দর্শনে ব্যক্ত আছে।
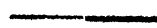
(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ন্যায়মতে সৰ্ব্বব্যাপী, যেহেতু নিত্য। বেদান্তমতে জন্য অতএব সৰ্ব্বব্যাপী নহে। ন্যায়মতে প্রমাণং। কালখাত্মদিশাং সৰ্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ ইতি ন্যায়ভাষা। বেদমতে তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নিৰ্ম্মমে। মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টৌ ইত্যাদি মনুবচনং॥ কিন্তু আকাশস্য নিত্যত্বং ন্যায়সম্মতং॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বং ঈশ্বরদৃষ্টান্তেন হেতুনা সুতরাং সিদ্ধমেব শ্রুতিরপি জ্ঞাতব্যা॥ তথাহি। আকাশস্তু সর্ব্বগতশ্চেত্যাদি শ্রুতেঃ॥ গীতায়ামপ্যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চ বেষ্টিতং জগদিতি॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশোজন্যএবেতি মতং বেদবিদাং পুনঃ। নৈয়ায়িকমতে নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী প্রমাণতঃ॥ প্রমাণং। ততঃ স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টাবপাংস্থানানি সর্ব্বশঃ ইতি মনুবচনং আসীদেকং পরং ব্রহ্মনিত্যমুক্তমবিক্রিয়ং॥ তৎ স্বমযাসমাবেশাৎ বীজমব্যাকৃতাত্মকং। তস্মাদাকাশ-উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপক ইত্যাদি বেদান্তীয়পঞ্চীকরণবার্ত্তিকং॥ ন্যায়মতে প্রমাণং॥ কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহদিতি ন্যায়ভাষা॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বং বিভুত্বাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগানুযোগিত্বাদিতার্থঃ ইতি ন্যায়মতং। আকাশস্য জন্যত্ববাদিমতে তু সর্ব্বব্যাপত্বং নাস্তি।

প্রমাণং। অস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরং স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা। তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে॥ মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতমিতি মনুবচনং॥ শকলং খণ্ডং তাভ্যাং অণ্ডশকলাভ্যাং উত্তরেণ দিবং স্বর্লোকং অধরেণ ভূর্লোকং উভয়োর্ম্মধ্যে আকাশং দিশশ্চ অন্তরালদিগ্‌ভিঃ সহ অষ্টৌ সমুদ্রাখ্যং অপাং স্থানং স্থিরং নির্ম্মিতবানিতি॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশং সর্ব্বব্যাপি। অত্র প্রমাণং,—'কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহদিতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ অর্থাদুক্তকারিকায়াং কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্ব শ্রুতেরাকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বং সর্ব্বমতসিদ্ধং॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ কাহাকেই ব্যাপে না যেমন ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছে, ঈশ্বর কেহ নাই তৎপ্রকার আকাশ সর্ব্বত্রে আছে আকাশে কেই নাই অতএব গগণাভাব কেবলান্বয়ি অর্থাৎ সর্ব্বত্রেই আছে ইতি।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী, ইহা অনুভব সিদ্ধ, নৈয়ায়িকাদিমতেও উহার বিভুত্ব (সর্ব্বব্যাপকতা) বর্ণিত আছে। যথা " সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলভ্যতে " গীতা॥

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে আকাশ সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তাহাতে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে না, জন্যত্ববাদিমতে আকাশ প্রভু ও সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা প্রমাণ অবলোকনে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা, তস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরং। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং ইতি মনু-বচনং॥ শকলং খণ্ডং তাভ্যাং অণ্ডশকলাভ্যাং অপাং স্থানং দিবং স্বর্লোকং অধরেণ ভূর্লোকং উভয়ো-র্ম্মধ্যে আকাশং দিশশ্চ অন্তরালদিগ্‌ভি সহ অষ্টৌ সমুদ্রাখ্যং অপাং স্থানং স্থিরং নির্ম্মিতবান্ ইতি কুল্লূকভট্টলিখনং॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী, এক মহাকাশ কর্ণশষ্কুলী, ক্রোঞ্চ রন্ধ্র, ঘটাকাশ, পটাকাশ, ইত্যাদি উপাধিভেদে সকল স্থানেই আছে।

প্রমাণ কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ। ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যা-দাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা ইতি ভগবদ্গীতা॥ খমিব ঘটাদিষ্বন্তর্ব্বহিংস্থিতং ব্রহ্ম সর্ব্বপিণ্ডেষ্বিতি বেদান্তিনঃ॥ অতএব, আকাশ, অণু হইতে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত বৃত্ত নিয়ামক সংযোগ সম্বন্ধে সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থ ব্যাপিয়া আছে। যে স্থলে মূর্ত্ত পদার্থ নাই, সে স্থলেও আকাশ আছে ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু চৈতন্য, আনন্দ, জ্ঞান, মনঃ, আত্মা বা মহাকাশ ইত্যাদি পদার্থে আকাশ নাই, ইহারা আকাশবৎ পদার্থ কিন্তু আকাশ নহে, যেমন পরমেশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি আকাশ নহেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চৈতন্যাদি পদার্থ ভিন্ন আকাশ সর্ব্বব্যাপী ইতি॥

---
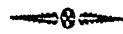
(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগতঃ সর্ব্বব্যাপীতি।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপি নহেন, আকাশ জন্য, যিনি যাহার জন্য তিনি তাহার ব্যাপ্য যথা মৃত্তিকা জন্য ঘট মৃত্তিকার ব্যাপ্য তথা আত্মজন্য আকাশ আত্ম ব্যাপ্য সুতরাং সর্ব্বব্যাপী নহে আকাশ জন্যত্বে প্রমাণ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনো আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি শ্রুতিঃ ন্যায়মতে আকাশ সর্ব্বব্যাপী বিভুর্নিত্য॥

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্প ইতি হস্তমলকে আকাশকল্প আকাশ-বৎ সর্ব্বব্যাপীতি ভাষ্যকার ব্যাখ্যানুসারাৎ আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বং সিদ্ধমস্তীতিভাবঃ এবং কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহদিতি ভাষা পরিচ্ছেদেনাপি তস্য সর্ব্বব্যাপিত্বঞ্চ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপি নহে যেহেতু সর্ব্ব শব্দের বাচ্য সৎ ও অসৎ সমুদয় বস্তু অসৎ বস্তুকে ব্যাপিতে পারেন সৎ বস্তুতে ব্যাপিতে পারেন না, তাহার কারণ এই আকাশের উৎপাদক মায়া তাহার দ্বারা পরব্রহ্মে আকাশ কল্পিত হইয়াছেন অতএব মায়াকে ও ব্রহ্মকে কদাচ আকাশ ব্যাপিতে পারেন না তাহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ও দেখাইয়াছিলেন। প্রমাণ গীতা দশমাধ্যায়ে। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ। একাদশাধ্যায়ে। দ্যাবা পৃথিব্যো বিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ॥ দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্। পঞ্চদশীতে। সত্ত্বস্তন্যেকদেশস্থা মায়াতত্রৈকদেশকং বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতোবায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭২॥ ভূতবিবেকে। আর শাস্ত্রমতে মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতিকে আকাশ ব্যাপিতে পারেন না, তাহার কারণ পঞ্চতন্মাত্র হইতেই আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণে অগস্ত্যস্তবে প্রকাশ আছে॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশের জন্যতাহেতুক সর্ব্বকাল ব্যাপিতা হয় না। এতৎ প্রমাণং তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎ পবনতেজোঽম্বুভুবোভূতানি জজ্ঞিরে ইতি তস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ ইতি শ্রুতিশ্চ। ন্যায় নয়ে বিভুত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ সর্ব্বদেশকালব্যাপকত্বং বর্ত্ততএব॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্তু সর্ব্বব্যাপকঃ তথাচ হস্তামলকে ঈশ্বরস্য সর্ব্বব্যাপিত্ব কথনে আকাশকল্প ইত্যুক্তং। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপীতিকথনে আকাশস্য সর্ব্বব্যাপিত্বং সিদ্ধমেব তথাচ নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদৌ প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্প ইত্যাদি।

---
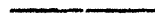
(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগতত্বং ভাষা পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্যং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী বলিতে হইবে তাহার যুক্তি এই সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ বেদান্তের টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ আকাশবৎ ব্যাপী ঐ ব্যাখ্যানুসারে আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইল॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপ্ত নহে কিন্তু সর্ব্ববস্তু সংযোগী সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে আকাশাভাব অতএব সর্ব্বব্যাপ্তাভাব।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

নশ্বর পদার্থের সর্ব্বব্যাপিত্বাভাব। যে স্থানে একবস্তু থাকে সে স্থানে অপর বস্তু পূর্ব্ববস্তুকে অপসরণ না করিয়া অধিষ্ঠান করিতে পারে না। এই নৈসর্গিক বিধান। দেখা যাইতেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভূধর সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, চতুর্দশ ভুবন গৃহ, তরু, পবন ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অধিষ্ঠিত স্থানে অবকাশাভাব প্রযুক্ত আকাশের বিদ্যমানতা স্বীকার করা যাইতে পারে না॥ সুতরাং আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্বের অসম্ভাব। যদি বলেন এয়ার পম্প নামক যন্ত্র দ্বারা বায়ুকে নিঃসারিত করিলে তাহার মধ্যে যেমন শূন্য থাকে সেইরূপ এই জগতের ভূমি, বাটী, বৃক্ষ, জলাদি দ্রব্য স্থান ভ্রষ্ট হইলে শুদ্ধাকাশই দৃষ্ট হয়। তবে আকাশের ব্যাপকতা নাই ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। উত্তর, এইটি আমাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞানের ফল॥ এয়ার পম্প হইতে যে বায়ু স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যায় না। বৃক্ষাদির অপায়ে তাহার অণুসকল কোন স্থানে অবস্থান করে এস্থলে আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব রহিতেছে না। যদি এই আপত্তি করা যায় যে, তেজঃ বা বায়ু সর্ব্বত্র আছে তবে আকাশ কুত্রাপি নাই ইহার উত্তর এই যে যৎকালীন মেঘাদির গর্জ্জন ও বায়ুর শব্দ শুনিতে পাওয়া-যাইতেছে তৎকালীন আকাশ একপদার্থ আছে অবশ্য মান্য করিতে হইবে, যেহেতু তদ্ব্যতীত শব্দোৎ-পত্তি সম্ভবে না॥ কিন্তু তাহাতেই যে তাহা সর্ব্বব্যাপী এমত প্রমাণ হয় না, যদি বলেন বায়ুমধ্যবর্ত্তী থা-কাতে আমাদের দৃষ্টি কার্য্যের ব্যাঘাত হয় না কেন। উত্তর বায়ু অতি তরল পদার্থ এবং তাহার পরমাণু অতি সূক্ষ্ম অতি ঘন নহে সুতরাং তাহার মধ্যে অবকাশ আছে। তজ্জন্য বায়ুর ব্যবধানে দৃষ্টি অবরোধ হয় না। বিশেষতঃ একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত কোন অনিত্য অদার্থই সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না। যেহেতুক আকাশ এক সৃষ্ট পদার্থ। ভূত সকলের লয় কালে তাহার নাশও অবধারিত আছে। অত-এব গগন মণ্ডল অতি বিস্তৃত হইলেও সর্ব্বব্যাপি নহে।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অনেন মহতান্তরীক্ষেণ ব্যাপ্তমিদমলিখং ব্রহ্মাণ্ডং নাস্ত্যেবং কিঞ্চিৎ যন্নব্যাপ্তং নভসা। তথা গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং॥ "যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে" শাঙ্করভাষ্যং "যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্মাদাকাশং খং নোপলিপ্যত ইত্যাদি"। পঞ্চদশ্যাং চিত্রদ্বীপেচ "তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ আকাশবৎ সর্ব্বগতোনিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ"॥ নৈয়ায়িকা অপি আকাশস্য সর্ব্বগতত্বং মন্যন্তে। যথা ভাষা পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথঃ "কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহদি"ত্যাদি ইত্যলং॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য সর্ব্বব্যাপকত্বমস্ত্যেব এতৎ প্রমাণং উত্তরগীতায়াং। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্নাচাবেষ্টিতং জগৎ ইতি।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

সর্ব্বব্যাপী বটে ॥ ১৯॥

---

[২০] প্রশ্ন। আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস আছে কি না ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্ট বস্তুমাত্রের ধ্বংস হয়। ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে। বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে। সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে॥ হৃতরূপস্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে। হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে॥ কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে॥

---

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

বায়ু পদার্থের নাশ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে ক্ষিতি তুল্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পৃথক্ লিখিলাম না একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি প্রশ্নোত্তর দৃষ্টি করিবেন, আকাশের ধ্বংস আছে কি না এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বেদান্তমতে ইহা জন্য সুতরাং ধ্বংস আছে ন্যায়মতে নিত্য একারণ ধ্বংস নাই ইত্যাদি দর্শন দ্বয়ের পরস্পর দ্বৈধ হওয়াতে অস্মদাদির একতর মত খণ্ডন করিয়া নির্ণয় করিতে উপহাসাস্পদ হইবার কারণ "করিভিঃ করিণাং যুদ্ধে মধ্যস্থা দুর্দ্দুরাইব ষড়দর্শনমত দ্বৈধো তত্ত্বনির্ণায়কা বয়ং" কিন্তু এস্থানে যার যে চিত্ত-প্রবৃত্তি তাই প্রমাণ, কারণ সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। ফলত বেদে ইহার জন্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষমিত্যাদি ইতি।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অন্তে আকাশ বায়্বোঃ ধ্বংসোঽস্তি যথোক্তং শ্রীভাগবতে জ্যোতির্বায়ৌ লয়ং যাতি য়াত্যাকাশে সমীরণঃ। আকাশঞ্চৈব ভূতাদির্গ্রসতে চ তথা ভবান্ ইত্যাদি॥

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর

অষ্টাদশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

বৈশেষিকমতে আকাশবায়্বোর্নাশস্ত্বাভাবঃ নিত্যত্বাৎ।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ু উভয়েরই ধ্বংস আছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

কস্য মতে আকাশোনিত্যঃ কস্যচিন্মতেহনিত্যঃ জন্যমতে অনিত্যঃ জন্যত্বাৎ সর্ব্বমতে বায়োর্ধ্বংসোস্তি।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

আকাশের ধ্বংস নাই বায়ুর ধ্বংস আছে। নাসতোবিদ্যতে ভাবো না ভাবোবিদ্যতে সত ইতি ভগবদ্গীতা বচনেন নিত্য বস্তুনোবিনাশাভাবদর্শনাৎ অতএবানন্তশব্দবাচ্যং নভ ইতি। স্বতস্পর্শোহবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ইতি ভাগবত বচনাৎ এবং বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি ইতি বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীধৃতবচনাচ্চ॥

আকাশের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বায়ুর ধ্বংস আছে যেহেতু যে সকল বস্তুর পরিমাণের বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় সেই সকল বস্তুই উৎপন্ন এবং বিনাশি। প্রবল ঝটিকার সময় বায়ু পরিমাণের যাদৃশ বৃদ্ধি হয় অন্য সময় তাদৃশ বৃদ্ধি থাকে না এবং গ্রীষ্মকালে কোন সময়ে বায়ু পরিমাণের এত হ্রাস হয় যে, মনুষ্যাদিগের অত্যন্ত কষ্টকর হয়, অন্য সময় আর তাদৃশ হ্রাস থাকেনা অবয়বের বৃদ্ধি বা হ্রাস না হইলে পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, বস্ত্রাদির যত অবয়ব বৃদ্ধি হয় ততই পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর্দ্বারা বায়ুর অবয়ব বৃদ্ধি বা হ্রাস আমরা দেখিতে পাই না, যেহেতু রূপ না থাকিলে চক্ষুর্দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, বায়ুতে রূপ নাই অতএব দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব সাবয়ব বস্তু বায়ুর ধ্বংস অবশ্যই হইতে পারে, জগতে সাবয়ব কোন বস্তুই নিত্য নাই, আকাশাদি নিরবয়ব বস্তু এবং আকাশাদির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই অতএব আকাশ নিত্য বস্তু। যেমন সলিল পদার্থ কোন সময় স্বল্পাবয়ব কোন সময় বৃহদবয়ব ধারণ করিয়া জগৎ রক্ষা বা প্লাবন করিতেছে তদ্রূপ বায়ুও কোন সময় স্বল্পাবয়ব এবং কোন সময় বৃহদবয়ব ধারণ করিয়া জগৎ রক্ষা বা উন্মূলন করে এবং সলিলাদি পদার্থের যেমন লয় হইবে তদ্রূপ বায়ু পদার্থের ধ্বংস হইবে ইহা নৈয়ায়িক বৈদান্তিক প্রভৃতি সকলেরই স্বীকৃত॥ কিন্তু বায়ুর পরমাণু সমষ্টির কখনই নাশ নাই।

বস্তুতঃ যুগপৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডের নাশ নাই এবং মহাপ্রলয়ও নাই সুতরাং বায়ুর ধ্বংস নাই। ইহা নৈয়ায়িক বিশেষের অনুমোদিত॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বায়্বাকাশযোর্জ্জন্যত্বাদ্ধ্বংসোহপ্যস্তীতি। প্রমাণং॥ জন্যত্বং তযোর্যথা, ভূঃ পাতালককুব্ব্যোম গ্রহ-

নক্ষত্রভূভৃতাং। সরিৎ সমুদ্রদ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসামিতি॥ জন্যস্য ধ্বংসো যথা। জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুরিতি ভগবদ্গীতা, নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইতি শ্রীভাগবতং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

বায়্বাকাশয়োর্ধ্বংসোঽস্তি জাতত্বাৎ। প্রমাণং হৃতস্পর্শোবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে। কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ইত্যেকাদশস্কন্ধে। জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ ইতি ভগবদ্গীতাসু মনুঃ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম ইতি। এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদি শ্রুতিঃ নৈয়ায়িকমতে আকাশোঽনিত্যঃ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি। পরমাণুভিন্নবায়োর্ধ্বংসোবর্ত্ততএব॥ তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যালোকমবৈক্ষত ইতি বচনং আকাশস্য নিত্যত্বে সাধকং। জন্যবায়ুর্ধ্বংসপ্রতিযোগী জন্যত্বে সতিভাবত্বাদিত্যনুমানাৎ বায়োর্ধ্বংসসিদ্ধিঃ॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে আকাশ নিত্য ধ্বংস নাই। বেদান্তমতে আকাশ অনিত্য ধ্বংস আছে অর্থাৎ শেষে নিজ কারণ শব্দ তন্মাত্রে আকাশের লয় হয়। দার্শনিকদের মত যাহা হউক অস্মদীয় যুক্তিতে আকাশের ধ্বংস আছে, যেহেতু যৎকালে জল শূন্য ঘট আছে তৎকালে ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সেই ঘটে জলপূরণ করিলে সে আকাশ কোথায় গেল, সুতরাং তাহার ধ্বংস মানিতে হইবে ইহা দ্বারা এই বোধ হয় ঘটাকাশ ও পটাকাশ আদি ঔপাধিক আকাশের ধ্বংস আছে মহাকাশের ধ্বংস নাই। পরমাণু স্বরূপ বায়ুর ধ্বংস নাই তদ্ভিন্ন সকল বায়ুর ধ্বংস আছে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ু সৃষ্ট পদার্থ। " এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ, খং বায়ুরিত্যাদি " ইহাঁ হইতে আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়। একবার প্রলয়ে ধ্বংস হইলেও আবার সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয়॥ সুতরাং তাহার প্রকট অবস্থায় তিরোভাবমাত্র আছে কিন্তু বীজান্ত, ধ্বংস নাই। ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি যে প্রকৃতি আকাশ তাঁহারই একটি আবির্ভাবমাত্র; কিন্তু সে প্রকৃতি নিত্য। সুতরাং আকাশও প্রবাহরূপে নিত্য বায়ুও তদ্রূপ। তদুভয় আবির্ভূত হওয়ার গুণ সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে নিত্য বর্ত্তমান॥

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশবায়োঃ স্থূলরূপযোর্ধ্বংসোঽস্তি সূক্ষ্মরূপযোস্তু ন ধ্বংসোঽস্তি। ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং মহাভূতাদি বৃত্তৌজা প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ। অস্যার্থঃ ততঃ প্রলয়ানন্তরং স্বয়ম্ভূঃ পরমাত্মা স্বয়ন্তবতি

স্বেচ্ছায়া শরীরপরিগ্রহং করোতি নত্বপরজীববৎ কর্ম্মায়ত্তদেহঃ ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিসম্পন্নঃ অব্যক্তো বাহ্য করণাগোচরঃ যোগাভ্যাসাবসেয ইতি যাবৎ ইদং মহাভূতাদি আকাশাদীনি মহাভূতানি আদি গ্রহণাৎ মহদাদীনি চ ব্যঞ্জযন্ অব্যক্তাবস্থং প্রথমং সূক্ষ্মরূপেণ ততঃ স্থূলরূপেণ প্রকাশযন্ বৃত্তৌজাঃ বৃত্তমপ্রতিহতং ওজঃ সৃষ্টিসামর্থ্যং যস্য স তথা তমোনুদঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ প্রাদুরাসীৎ প্রকাশিতো বভুব। ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যাদর্শনাৎ তথাপ্রতীতেঃ। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ইতি গভবদ্গীতা। অস্যার্থঃ আদৌ জন্মনঃ প্রাকৃ অব্যক্তানি সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতানি ব্যক্তমধ্যানি স্থূলরূপেণ স্থিতানি নিধনে পুনরব্যক্তানি সূক্ষ্মাণি তত্র কা পরিদেবনা কঃ শোকঃ বিলাপঃ সর্ব্বদা তেষাং আকাশাদীনাং অব্যক্তরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ বিচ্ছেদাভাবেন তন্নিমিত্তঃ প্রলাপোনোচিত ইত্যর্থঃ ইতি মধুসূদনসরস্বতী। ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। সূক্ষ্ম ভূতস্য পরমাণুরূপস্য নিত্যত্বং স্থূলরূপস্য তু ধ্বংস প্রাগভাবাবচ্ছিন্নত্বং প্রতিপাদিতং!

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বায়ুাকাশয়োর্ধ্বংসোবিদ্যতে। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ॥ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ইত্যাদি শ্রুত্যা আকাশাদীনাং যদা জন্যত্বং দৃশ্যতে তদা তেষামবশ্যমেব বিনাশিত্বং সিধ্যতি। অপিচ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদি-দেবতাভূতজাতয়ঃ॥ সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রবচনেন যদা সর্ব্বেষামেব বিনাশঃ প্রতিপদ্যতে তদা আকাশাদীনাং সর্ব্বপদান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ বিনাশিত্বং সিধ্যত্যেব। যদ্‌যজ্জন্যং তত্তদ্বিনাশীতি ন্যায়েনচ বায়ুাকাশয়োর্ধ্বংসবত্তাপ্রতীয়ত-ইতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস আছে যথা এতস্মাৎ জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী এই শ্রুতি প্রমাণহেতুক আকাশ ও বায়ুর যখন জন্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে তখন উহাদিগের ধ্বংস অবশ্যই আছে, কারণ যাহারা জন্য তাহারই বিনাশী আর ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বেনাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃসমাচরেৎ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচন দ্বারা যখন সকলেরই ধ্বংস প্রতিপন্ন হইতেছে তখন আকাশ ও বায়ু ঐ সকলের অন্তর্গত অতএব উহাদিগের ধ্বংস আছে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

নিত্যত্বেন ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং জলপূর্ণ ঘটাদাবাকাশোনিবর্ত্ততে। জলাপসরণেচ সাবকাশত্বেন প্রবর্ত্ততে প্রলয়ে তু সর্ব্বথৈব সাবকাশত্বেন আকাশস্য স্থিতিরিতি যুক্ত্যা বিভুত্বাচ্চ নিত্যত্বং বায়োঃ পরমাণুরূপস্য নিত্যত্বেন ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং দ্ব্যণুকাদিরূপস্যতু অনিত্যত্বেন ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি যতঃ অবয়বাভাবাৎ অতএব নৈয়ায়িকাঃ আকাশস্য নিত্যতাং বদন্তি প্রলয়সময়ে জন্যবস্তূনাং ধ্বংসোজায়তে কিন্তু আকাশস্য জন্যত্বাভাবাৎ ধ্বংসত্বাসম্ভবঃ দ্বিবিধোবায়ুঃ নিত্যোঽনিত্যশ্চ পরমাণুস্বরূপোয়ঃ স নিত্যঃ তস্য ধ্বংসত্বাসম্ভবঃ অনিত্যস্ত্রিবিধঃ দেহবায়ুরিন্দ্রিয়বায়ুর্বিষয়বায়ুশ্চ এতেষাং ধ্বংসত্বমস্ত্যেব ॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি নিত্যত্বাৎ নিত্যত্বমুক্তং কণাদভট্টাচার্য্যেণ ভাষারত্নে কালখাত্ম পরমাত্ম দিক্ পরমাণবো নিত্যদ্রব্যাণীতি। জন্যবায়োর্ধ্বংসোঽস্তি স চ বায়ুর্নিত্যানিত্যভেদাদ্দ্বিবিধঃ ॥ নিত্যঃ পরমাণুরূপোঽনিত্যস্তদ্ভিন্ন ইতি নিরুক্তকণাদভট্টাচার্য্যেণোক্তত্বাৎ; বায়োশ্চরমধ্বংসোনাস্তি পৃথিবীবদিতি ॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

আছে। (ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ নাশমেবাবগচ্ছন্তি সলিলান্যেব বাড়বং) ইত্যাদি ॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর আবির্ভাবের ধ্বংস আছে, বীজের নাই।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস আছে। প্রমাণ, শ্রীভাগবত ১১ শ, স্কন্ধ জায়ন্তেয়োপাখ্যান ১১ শ অধ্যায়।

---
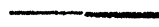
(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর জন্যতাপ্রযুক্ত ধ্বংস আছে, এই বেদান্তের মত। ন্যায়মতে বায়ুর পরমাণু নিত্য ও আকাশ নিত্য কারণ আকাশের ধ্বংস হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাক্যের অপ্রামাণ্য নিত্যঃ জন্য মহত্ত্বানধিকরণত্বে সতি দ্রব্যত্বাদিতি ন্যায়ধ্বতং ॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য বায়োরপি ধ্বংসোঽস্তি তথাহি। সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মিব্যোমস্তু ধর্ম্মতা ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকং। সদ্বস্তুব্রহ্ম শিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ বাসযিত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেদিত্যাদি ভূত বিবেকে ন্যায়নয়ে আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অবশ্যংমন্যতে নাশো বায়োর্জ্জন্যতয়া তথা। আকাশস্যাপি শ্রুতিভির্মন্বাদিশাস্ত্রবেত্তৃভিঃ ॥ অত্র প্রমাণং

দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টৌ ইতি মনুবচনং। তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দ তন্মাত্ররূপকঃ স্পর্শাত্মকস্ততোবায়ুস্তেজোরূপাত্মকং ততঃ॥ আপোরসাত্মিকাতস্মাৎ তস্মাৎ গন্ধাত্মিকামহীতি। পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকং॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি অন্যমতে তু আকাশস্য ধ্বংসোস্তীতি বায়োস্তু সর্ব্বমতেঽধ্বংসোস্তীতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি আকাশস্যাজন্যত্বেন ধ্বংসাসম্ভবাৎ পরমাণুরূপবায়োর্নিত্যত্বেন ধ্বংসোনাস্তি তদন্যরূপবায়োর্ধ্বংসোঽস্তীতি॥ অত্র প্রমাণং পূর্ব্ববদিতি বায়ুর্দ্বিবিধঃ নিত্যোঽনিত্যশ্চ পরমাণুরূপো-নিত্যঃ তদন্যোঽনিত্য ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ু প্রথমে জন্মিয়াছে চতুর্যুগ থাকিতে ধ্বংস হইবে না, দেববৎ ঈশ্বরে লয় যেহেতুক তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুরিত্যাদি শ্রুতি আছে।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রলয়কালে আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস হয়; কারণ (ধ্বংসভিন্ন) জন্যমাত্রেরই ধ্বংস আছে, যথা “জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু” গীতা (ধ্বংসের যে ধ্বংস নাই, উহা অনবস্থা দোষাপত্তি ভয়ে স্বীকার্য্য) “হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে। কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে” শ্রীভাগবতে। এইরূপ বহুশাস্ত্রের অনুমত বটে, কিন্তু নৈয়ায়িকাদিমতে আকাশ নিত্য এই মতটি যুক্ত বোধ হয়; কারণ, অবকাশ স্বরূপ আকাশ যখন জগৎ সত্তাকালেও সর্ব্বব্যাপী, তখন অন্যান্য যাবৎ পদার্থের অসত্তা-সময়ে উহার অবকাশ স্বরূপের ব্যাঘাতক কে হইতে পারে?

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস আছে কেননা, আকাশ ও বায়ুকে নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা জন্য বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে ইতি। প্রমাণং যথা। ভূতানি নাম পৃথিবী জলং তেজো মরুদ্বিয়ৎ। যদ্‌যতোজায়তে তাস্মিন্ প্রলয়োৎপাদনং পুনরিতি বৃহন্নারদীয়ে॥ মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া। আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং স্মৃতং॥ আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ। বলবান্ জায়তে বায়ুঃ সর্ব্বস্পর্শগুণোমতঃ ইতি মনুবচনম্॥

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ নিত্য প্রলয়ের পর ও সৃষ্টির সময়ে ও বিদ্যমান থাকে অতএব, আকাশের ধ্বংস নাই। প্রমাণ কালখাত্মদিক্ পরমাণবো নিত্য দ্রব্যাণি ইতি বৈশেষিক নৈয়ায়িকাঃ। অতএব আকাশের ধ্বংস নাই। বৈদান্তিকমতে আকাশের ধ্বংস আছে। অত্যন্তং নির্জ্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতং। তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিঃ। ইতি পঞ্চদশী। বায়ু দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য অর্থাৎ পরমাণুরূপ বায়ুর ধ্বংস নাই। অনিত্য অর্থাৎ পরমাণুরূপ পুঞ্জজন্য বায়ুর ধ্বংস আছে। প্রমাণ যথা। পূর্ব্ববন্নিত্যতাযুক্ত দেহ ব্যাপীতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ পূর্ব্ববদিতি বায়ুর্দ্বিবিধঃ নিত্যোঽনিত্যশ্চ, পরমাণুরূপো নিত্যঃ তদন্যোঽনিত্য ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে, আকাশেও পরমাণুরূপ নিত্য বায়ুর ধ্বংস নাই; পরমাণুপুঞ্জ জন্য বায়ুর ধ্বংস আছে। বেদান্ত মতে পূর্ব্বে একবারে বলা যাইয়াছে যে পরমেশ্বর ভিন্ন সকল পদার্থের ধ্বংস আছে।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বায়োরাকাশস্য ধ্বংসোঽস্তি। একাদশস্কন্ধে প্রমাণং ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তা সৃষ্টির্নারায়ণে লীনাভবেৎ স এক এব তিষ্ঠতি॥

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ বায়ুর ধ্বংস আছে যিনি জন্য হয়েন তিনি ধ্বস্ত হয়েন ঘটাদি জন্য ইহার ধ্বংস হইতেছে যথা যস্মাৎ সর্ব্বমিদং প্রোক্তং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং তস্মাদেব লযং যান্তি বুদ্বুদঃ সাগরে যথা ইতি।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশং জাযতে তস্মাৎ তস্য শব্দোগুণং স্মৃতং। বলবান জায়তে বায়ুঃ সবৈ স্পর্শো গুণোমত ইতি মান বীয়বচনদ্বযস্য প্রতীকদ্বয়েন আকাশস্য বাযোশ্চ জন্যত্ব কথনেন তযোর্ধ্বংসোস্তীতি বেদান্ত মতং ন্যাযমতে তু আকাশস্য ধ্বংসোনাস্তি অজন্যত্বেন ধ্বংসাসম্ভবাৎ।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস নাই লয় আছে। দশমস্কন্ধে প্রমাণ তৃতীয়েধ্যায়ে। নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধা-বসানে মহাভূতেষ্বাদি ভূতঙ্গতেষু। ব্যক্তে ব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসঙ্গঃ ॥২৩॥ গীতা একাদশেঽধ্যায়ে। ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং। মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৮॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

জন্যত্বেন আকাশস্য বায়োশ্চ নাশোঽস্তি। যদ্যজ্জন্যং তত্তন্নাশ্যং ইতি ব্যাপ্তেঃ॥ জন্যতায়াং প্রমাণং পূর্ব্বমুক্তং।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য বায়োরপি অনিত্যত্বং জন্যত্বাৎ তথাচ তৈত্তিরীয়োপনিষদি সৃষ্টিপ্রকরণে। তস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীত্যাদি॥ মনুসংহিতাপি, এবং সর্ব্বং স সৃষ্ট্বেদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ। আত্মন্যন্তর্দ্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্॥ এতদেব বহুপ্রকারং বিমৃষ্যোক্তং পঞ্চদশ্যাং ভুতবিবেকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে আকাশো নিত্যঃ বায়বীয়ঃ পরমাণুঃ নিত্যঃ তদন্যোঽনিত্যঃ। বেদান্তে (২ অধ্যায়ে) তয়োরনিত্যত্বং জন্যত্বঞ্চ স্থিরীকৃতং তদেব গ্রাহ্যং॥

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ বায়ুর ধ্বংস নাই, কারণ বায়ুর এক নাম সদাগতি, অপর আর এক নাম জগৎপ্রাণ, কিন্তু এই দুয়ের নাম যোগরূঢ়ার্থ দ্বারা নিত্যস্বরূপ হইতেছে, সুতরাং বায়ুর ধ্বংস নাই। সাংখ্যমতে আকাশের নিত্যত্ব আছে, অপর আর এক যুক্তি হইতেছে যে, পুষ্পদন্তকৃতস্তবে এই লেখা আছে। ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহস্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমপিচ। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু জল আকাশ পৃথিবী আত্মা এই সকল যখন ঈশ্বরের স্তবে নিহিত হইতেছে, তখন ঈশ্বরের উপর অচিরস্থায়ী পদার্থ আরোপ হয় নাই, সুতরাং নিত্যত্ব আছে, নিত্যত্ব থাকিলে ধ্বংস নাই, আর ঐ যুক্তিতে বোধ হইল পৃথিবী অনাদি। ন্যায়মতে জন্যবস্তু বলিয়া ধ্বংস স্বীকার করে। সাংখ্যমতে পরমাণুর নিত্যত্ব বলিয়া ধ্বংস স্বীকার নাই। ভাগবতে, নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাধিভূতং গতেষু। ব্যক্তে ব্যক্তং বালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ। অস্মিন্ ব্যাখ্যানে পরমেশ্বরমাত্রাবস্থিতিঃ পৃথিবীর ধ্বংস স্বীকারমাত্র অত্যন্তাভাব নাই॥ ২০॥ ২১॥ ২২॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংসো নাস্তি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি হয়। উৎপত্তিশীল গুণোপেত পদার্থমাত্রই বিনশ্বর ; অতএব বিনাশ্য ঐ পঞ্চভূত যাহার উপাদান কারণ হয়, তাহার ধ্বংস উক্ত ভূত বিনাশ সহকারে অবশ্য হইবে, এই অব্যর্থ যুক্তি। নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তকস্যাপ্যপায়, হেতুর নাশ হইলে কার্য্যও লোপ প্রাপ্ত হয়, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধহেতুক অবিরোধস্থল। আকাশ ও বায়ু সৃষ্টবস্তু এবং তাহার অভাব অবশ্যম্ভাবী। ইহার প্রমাণ অনেক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

" একমেবাসীৎ ব্রহ্ম ন দ্বিতীয়ং অতস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো নতমস্ততং। অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে " ইতি। বাহুল্য ভয়ে অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদাহৃত হইল না।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশ ও বায়ুর ধ্বংস নাই, কিন্তু আকাশ বায়ুর লয় আছে।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি ন্যায়মতে মহাকাশস্য ধ্বংসো নাস্তি তথাপি বৈদান্তিকাস্তদ্ধ্বংসং স্বীকুর্ব্বন্তি। বায়োস্তু ধ্বংসো বিষ্ণুপুরাণ বেদান্তাদি বিবিধশাস্ত্রসম্মতস্তথাচ পঞ্চদশ্যাং ভুতবিবেকে " সদ্বস্তু ব্রহ্মশিষ্টোহংশোবায়ুর্ম্মিথ্যা যথা বিয়ৎ। বাসয়িত্বা চিরং মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ।" পঞ্চদশ্যা অন্যত্র ব্রহ্মানন্দেহদ্বৈতানন্দে। " ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেবং ন পশ্চাচ্চ বিনাশতঃ। আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেহপি তত্তথা॥" ৬৬ শ্লোকে গীতায়ামপি॥ " অব্যক্তাদীনি ভুতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" বিষ্ণুপুরাণেহপি " নাহো ন রাত্রি " রিত্যাদিনা প্রলয়ে সর্ব্বভুতানামনস্তিত্বং সূচিতং। অতো বায়ুনভসোর্ধ্বংসোহস্তীতি বিদুষাং পরামর্শঃ। যদ্যপি ন্যায়ে নিত্যানিত্যভেদেন বায়োর্দ্বৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং তথাকাশস্যাপি নিত্যতা তথাপি বেদান্তে বায়্বাকাশয়োঃ স্পষ্টতএব ধ্বংসোনির্দ্দিষ্টঃ বিশেষতো ভগবদ্বচনস্য সর্ব্বজনপূজ্যত্বাৎ সর্ব্বৈরেব সুধীজনৈর্বায়্বাকাশয়োর্দ্বয়োর্ভূতয়োর্ধ্বংসঃ স্বীকরণীয়ঃ। ইত্যলং পল্লবিতেন।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশস্য ধ্বংসো নাস্তি যতোহবয়বাভাবাৎ অতএব নৈয়ায়িকাঃ আকাশস্য নিত্যত্বং। দ্বিবিধো হি বায়ুর্নিত্যোহনিত্যশ্চ পরমাণুস্বরূপো যঃ স নিত্যঃ তস্য ধ্বংসত্বাসম্ভবঃ অনিত্যস্ত্রিবিধঃ। দেহবায়ুরিন্দ্রিয়বায়ুর্ব্বিষয়বায়ুশ্চ এতেষাং ধ্বংসত্বমস্ত্যেব॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

আকাশের ধ্বংস নাই, প্রবল বায়ুর উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপ বায়ুর ধ্বংস নাই॥ ২০॥

---

[২১] প্রশ্ন। পৃথিবী সাদি কি অনাদি ?

---

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি যেহেতু ইহার উৎপত্তি আছে। যথা। প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোহহঙ্কার অহঙ্কারাৎ পঞ্চত

মাত্রাণি। যথা পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে। তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎপবন তেজোহম্বু ভুবোভূতানি জজ্ঞিরে॥ ইত্যাদি বচনে পৃথিবীর সাদি প্রমাণ হইয়াছে।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়দর্শনের মতানুসারে পরমাণ্বাত্মক নিত্যক্ষিতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং ঐ সকল পরমাণু সহযোগে অনিত্য স্থূল ক্ষিতির সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং পরমাণ্বাত্মক নিত্যক্ষিতি অনাদি অনন্ত তদন্যদ্ব্যণুকাদি পৃথিবী সাদি এবং সান্ত যথা নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যাস্যাদনুলক্ষণা অনিত্যা চ তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়ব-যোগিনী ইত্যাদি কিন্তু বেদান্তমতে সমুদয় ভ্রম কল্পিত একারণ পৃথিবীমাত্রই সাদি ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিঃ ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ শ্রুতিশ্চ তস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সংভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীত্যাদ্যা।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

অষ্টাদশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী অনাদিঃ ধ্বংস রহিতা লয়েপি পরমাণুরূপেণ স্থিতা।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

কস্যচিন্মতে পৃথিবী আদিভূতা। পরমাণূনাং নিত্যত্বাৎ॥ কস্যচিন্মতে জন্যা পৃথিব্যাপস্তথাতেজ ইত্যাদি বচনেভ্যঃ॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

একবিংশ এবং দ্বাবিংশ প্রশ্নোত্তরং॥

পৃথিবী সাদি এবং পৃথিবীর ধ্বংস আছে কিন্তু তৎপরমাণুর উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। স ইমান্ লোকান-সৃজতেত্যাদি শ্রুতেঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ॥ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীতি শ্রুতেশ্চ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতেচ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি॥ যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি শ্রুতেশ্চ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন

জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তীত্যাদি শ্রুতেশ্চ ক্ষিত্যাদি সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিতি নৈয়ায়িকাঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথ্বীচোৎপদ্যতে ইতি বৈদান্তিকাঃ। প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারঃ অহঙ্কারাত্তন্মাত্রাণি ততঃ ক্ষিত্যপ্‌তেজো বায়্বাকাশানি জায়ন্তে ইতি সাংখ্যাঃ। এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজঃ। সসর্জ্জোচ্চাবচানীত্যাদি পৌরাণিকাঃ। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে॥ যস্মিংশ্চ বিলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইতি স্মৃতিঃ॥

যে সকল বস্তু সাবয়ব সেই সকল বস্তুই উৎপন্ন এবং বিনাশি। যেমন বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষি প্রভৃতি। পৃথিবী যেহেতু সাবয়ব অতএব পৃথিবীর উৎপত্তি বা ধ্বংস আমরা দেখিতে না পাইলেও কোন সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে এবং কোন সময়ে ধ্বংস হইবে যেমন শিল্পকার নির্ম্মিত কোন পাষাণময় মন্দিরাদির উৎপত্তি বা ধ্বংস আমরা দেখিতে না পাইলেও তৎসজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি বা ধ্বংস দেখিয়া উক্ত মন্দিরাদির উৎপত্তি বা ধ্বংস অনুভব হয় তদ্রূপ পরমাণু সমষ্টিরূপ পৃথিবীর সজাতীয় বালুকা সমষ্টি রূপ দ্বীপাদির উৎপত্তি বা ধ্বংস দেখিয়া পৃথিবীরও উৎপত্তি এবং ধ্বংস অনুভব হয় এবং পৃথিবীর কোন কোন দেশ সমুদ্র জল বৃদ্ধ্যাদি দ্বারা নষ্ট হইতেছে এবং কোন কোন দেশ সমুদ্র জলাপসরণহেতু উৎপন্ন হইতেছে, ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবীর উৎপত্তি বা ধ্বংস অনুভব হয়। যাহার অংশের উৎপত্তি বা নাশ আছে তাহার সমুদায়ের সময় বিশেষে উৎপত্তি বা নাশ হইতে পারে। যেমন বৃক্ষ লতা ঘট পটাদির অংশের নাশ হয় এবং সমুদায়েরও নাশ হয় আকাশাদির অংশের নাশ হয় না, সুতরাং সমুদায়েরও নাশ হয় না এবং সময়ে সময়ে জল প্লাবন দ্বারা কোন কোন মহাদ্বীপ নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন কোন সময়ে জল প্লাবনাদি দ্বারা সমস্ত মহাদ্বীপ নিমগ্ন হইবে। এই সমস্ত স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমাণু সমষ্টির যোগবশতঃ সৃষ্টি হয় এবং পরমাণু সমষ্টির বিশ্লেষ বশতঃ প্রলয় হয়, যেমন জল বেগ সঞ্চালিত বালুকা রাশি দ্বারা দ্বীপের উৎপত্তি এবং তরঙ্গ প্রতিঘাতাদি দ্বারা বালুকা রাশির পরস্পর বিশ্লেষ বশতঃ দ্বীপ নাশ হয় তদ্রূপ সৃষ্টি এবং প্রলয় হয় অতএব পরমাণু সমষ্টিমাত্রই অনাদি এবং অনন্ত।

বস্তুতঃ যুগপৎ অনন্ত পৃথিবীর নাশ হয় না সুতরাং অনন্ত, ইহার ধ্বংস নাই॥

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিরেবোৎপত্তিমত্ত্বাৎ ভূঃ পাতাল ইত্যাদি প্রাগুক্তং। পৃথিবীং গন্ধগুণামাধাদিতি শ্রীভাগবতং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীচাদিমতী, প্রমাণানি এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীবিশ্বধারিণীতি শ্রুতিঃ॥ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি তৈত্তিরীয়ে। মন্ত্রশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎদিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষসথোস্বরিতি। তাভ্যামিত্যাদি পূর্ব্বোক্তমনুবচনঞ্চ॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে পৃথিব্যাঃ সাদিত্বং পৌরাণিকমতে তস্যাঃ অনাদিত্বং॥ বিষ্ণুপুরাণে তোযান্তঃ সমহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ॥ ইত্যুক্তং।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি ইহা মনুসংহিতাতে সুব্যক্ত লিখিত আছে। যথা। ‘ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু-র্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং। তস্মিন্ জজ্ঞেস্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ॥ তাযদস্যাযনং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ। যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ সপুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে তস্মিন্নণ্ডে সভগবানুষিত্বা পরিবৎসরান্। স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধাঃ॥ তাভ্যাং স-শকলভ্যাং চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে॥ মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাংস্থানঞ্চ শাশ্বতং॥ ইত্যাদি॥

অর্থ। ‘ নানাবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত সেই পরম পুরুষ ধ্যান করিয়া নিজ শরীর হইতে প্রথমে জল-সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে তাহাতে বীজ অর্পণ করিলেন, সেই বীজ সূর্য্যতুল্য প্রভাযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ডস্বরূপ হইল, সেই অণ্ডমধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মা জাত হইলেন। জলকে নার কহে এবং নরপুত্র কহে যেহেতু ঐ নার উক্ত পরম পুরুষের প্রথম স্থান হইয়াছিল, সেই কারণ বশত উক্ত পরম পুরুষকে নারায়ণ কহে, সৎ অসৎ নিত্য অব্যক্ত যে সেই কারণ তাহা হইতে সৃষ্ট পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তন করে॥ সেই ভগবান্ সেই অণ্ডমধ্যে পরিবৎসর কালপর্য্যন্ত বাস করিয়া নিজ চিন্তা বশত সেই অণ্ডকে দুই ভাগ করিলেন, অনন্তর সেই অণ্ড-দ্বয়দ্বারা সর্গ ও ভুমি মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এই অণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আকাশ, অষ্টদিক ও জল থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ অপরাপর পুরাণাদি শাস্ত্রে ও এইরূপ পৃথিবী আদির উৎপত্তি লিখিত আছে॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীও উপরি উক্ত প্রকৃতির অন্তর্গত। সুতরাং তাহার প্রকট অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে তাহাকে সাদি বলা যায় এবং পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও প্রলয়শীল বিধায় তাহাকে অনিত্য অথচ প্রবাহরূপে নিত্য বলা যায়। এই প্রবাহরূপ নিত্যত্ব পরমেশ্বরেরই নিয়মাধীন ; সুতরাং তিনিই মুলকারণ সে দৃষ্টিতে তাহাকে সাদি বলিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু সে নিয়মের আরম্ভকাল ধারণ করা অসাধ্য এজন্য জগৎকে অনাদি বলা গিয়া থাকে। “ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” (শাঃ সূঃ) কর্ম্ম আর সৃষ্টি এউভয়ের কার্য্য কারণত্বরূপে আদি নাই। কর্ম্ম প্রকৃতিরই বিকার এবং জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের নির্ব্বাহক। সেই অদৃষ্ট বলে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির তপস্যা হয়॥ “ ততো মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে তপসোঽদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোঽজায়ত” মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে পরমেশ্বরের তপস্যা দ্বারা অদৃষ্টবলে অর্থাৎ প্রলয়লীন ভুতগণের নিরুদ্ধবৃত্তি স্বরূপ অদৃষ্টবলে মহদাদি ক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত জন্মিল। অপিচ “ যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ” (মন্ত্রবর্ণে) ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত

অদৃষ্টরূপ মায়াতেই ভগবানের মায়া বা সৃষ্টি শক্তি সমন্বিত ; সুতরাং সেই সৃষ্টি শক্তির অনাদিত্ব, নিত্যত্ব ও বিশ্ববৃত্তিত্বেই জগতের কল্প কল্পান্তরব্যাপী নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ভগবানের সৃষ্টি শক্তি অনিত্য হইতে পারে না, সৃষ্টি সহস্র অনিত্য হইলেও সেই বীজের গুণে তাহা প্রবাহরূপে নিত্য হইতেছে। এইরূপে সাদিত্ব ও অনাদিত্বের সামঞ্জস্য করিতে হইবে, নচেৎ সৃষ্টিকে সাদি বলিলেও হইবে না এবং অনাদি বলিলেও চলিবে না। ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা সাদি হয়, কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা অনাদি হয়, ইহা ভগবানেরই অনির্ব্বচনীয় মায়া। গীতা স্মৃতিতে কহিয়াছেন, " সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তিমামিকাং " কল্পক্ষয়েপুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং " হে কৌন্তেয় ! প্রাকৃতিক প্রলয়-কালে সকল ভূত আমার প্রকৃতিতে লীন হয়। পুনঃ প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে পুনঃ সৃষ্টি করি। এতাবতা " জন্মাদ্যস্য যতঃ " এবং উপরি উক্ত " ন কর্ম্মবিভাগাদিতি " এই উভয় ব্যাসসূত্রের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসা দ্বারা জগজ্জন্মাদি বাদী ও জগদনাদিবাদী এ উভয় পক্ষের বিরোধ রহিত হইল।*

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সূক্ষ্মরূপা অনাদিঃ স্থূলরূপা সাদিঃ। বিংশতি প্রশ্নোত্তরোক্ত প্রমাণাৎ !
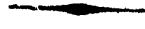
(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিঃ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ ইতি এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণীত্যাদি শ্রুত্যা সাবযবত্বে সতি জন্যত্বং সাদিত্বং ইত্যনুমানেন চ পৃথিব্যাঃ সাদিত্বং প্রতীযত ইতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিঃ। "এতস্মাজ্জয়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥" এই শ্রুতি এবং সাবযবত্ব থাকিয়া জন্যত্ব থাকিলেই সাদি এই অনুমান পৃথিবীর সাদিত্বের প্রমাণ।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

পৃথিবী সাদির্নশ্বরী চ তথাহি জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণাং। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তামিত্যুদয়নাচার্য্য-কারিকায়াং সম্প্রদায়পদস্য কার্য্যসমুদায় পরত্বাৎ তথাচ জন্যভাবত্বং স্বাশ্রয় স্ব সজাতীয়ানধিকরণ ক্ষণবৃত্তিধ্বংস প্রতিযোগিবৃত্তি স্বাশ্রয় সজাতীয়াধিকরণ উত্তরোত্তরকালবৃত্তি-ধ্বংসপ্রতিযোগিবৃত্তিত্বাৎ এতৎ প্রদীপত্ববৎ॥ যথা এব দীপঃ হ্রসমানতয়া সজাতীয়ানধিকরণ ক্ষণবৃত্তিধ্বংস-

* বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মেরা শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে পাছে জন্মান্তর মানিতে হয়, এই বিজাতীয় বুদ্ধিতে অমান্য করেন কিন্তু শকাব্দা ১৭৫০ শকের ১ অগ্রহায়ণের কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতায় এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রতিযোগী তথাকার্য্যসমুদায়োপি ইত্যনুমানেন প্রলয়সিদ্ধৌ ভাবিসর্গে পৃথিব্যুৎপত্তেঃ সাদিত্বং ধ্বংসবত্ত্বঞ্চ সিদ্ধমিতি ॥ ২১॥২২ ॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাণুস্বরূপা যা পৃথ্বী সা অনাদির্দেহাদিস্বরূপা যা সা সাদিঃ অস্যা জন্যত্বং প্রতীয়তে ইতি নৈয়ায়িক-মতং অপর মতে অন্ত্যঃ পৃথ্বীতি প্রমাণানুসারেণ জন্যত্বং প্রতীয়তে অতঃ সাদিঃ ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী অনাদিঃ প্রবাহোঽনাদিমানেষ ইতি কুসুমাঞ্জলেঃ। তত্র ব্যাখ্যা অনাদিমাননাদিরিতি অনা-দিত্বঞ্চ কালনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপমনাদিত্বং পৃথিব্যাং বিদ্যত এব ॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

সাদিঃ । (অন্ত্যঃ পৃথিবী) ইতি শ্রুতিঃ।

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা সাদি, কিন্তু বীজ অনাদি। প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিকভেদে সৃষ্টির ইয়ত্তা নাই, সুতরাং ঈশ্বরই অনাদি, মূল।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি, যেহেতু ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত যে ব্রহ্মা ধ্যানপরায়ণ হইয়া স্ব সৃষ্ট অণ্ড দ্বিধা করত ভূমি ও স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রমাণ মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ১৩ শ শ্লোক।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি, কিন্তু পৃথিবীর পরমাণু অনাদি। অত্র প্রমাণং, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রি-য়াণি চ। খং বায়ুরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীত্যাদি শ্রুতিঃ॥ কিন্তু পৃথিবী সাদি হইলেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীর উৎপাদন বিনাশ ধারাবাহি হইয়া আসিতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। অত্র প্রমাণং, প্রবাহো-নাদিমানেষ ন বিজাত্যেক শক্তিমান্। তত্ত্বে যত্নবতা ভাব্যমন্বয়ব্যতিরেকয়োঃ॥ ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যাঃ সাদিত্বমেবাস্তি তথাহি ভাগবতে, মৎস্যোযুগান্তসময়েমনুনোপলব্ধঃ ক্ষৌণীময়োনিখিলজীব-নিকায়কেতঃ। বিস্রংস্য সিতামুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে আদায়তত্রবিজহারহরেদমার্গান্ ইতি॥ অস্যার্থঃ ক্ষৌণীময়ঃ পৃথ্বী প্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ এতেন কথনেন পৃথিব্যাঃ স্বাদিত্বং সম্ভব্যং।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিরেবাস্তি কিন্ত্বস্যা ঈশ্বরেচ্ছয়া ধারাবাহি সমুৎপত্তি বিনাশৌ শাস্ত্রসম্মতৌ॥ প্রমাণং এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী তথা ইতি শ্রুতি। দিবং ভুমিঞ্চ নির্ম্মমে ইতি প্রগুক্ত মনুবচনঞ্চ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম পৃথিবীত্বনাদী স্থূল পৃথিবী সাদীতি সূক্ষ্ম পৃথিবী প্রলয়কালে তমঃ স্বরূপিণ্যাং প্রকৃতৌ লীনাসীৎ স্থূল পৃথিবীও ব্রহ্মারোপিত বীজাণ্ডজাতেতি॥ প্রমাণং। আসীদিদং তমোভুতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ তস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরং। স্বয়মেবাত্মনো-ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবো ভুমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টা-বপাংস্থানঞ্চ শাশ্বতমিতি মনুবচনং॥

* (২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাণুরূপা পৃথিবী অনাদ্যা প্রবাহোঽনাদিমানেষ ন বিজাত্যেক শক্তিমানিতি কুসুমাঞ্জলেঃ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদী, যেহেতু অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী এই শ্রুতি আছে।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি; প্রমাণ, " ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ " ইত্যাদি অনুমান॥ তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী " ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ " দিবং ভুমিঞ্চ নির্ম্মমে॥
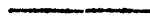
(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

২১। ২২। ন্যায়বাদী পৃথিবীকে সূক্ষ্মা ও স্থূলা এই দুই প্রকার বলিয়া থাকেন তন্মধ্যে সূক্ষ্মা অনাদি তাহার ধ্বংসাদি হয় না এবং প্রলয়কালে তমঃ স্বরূপিণী প্রকৃতিতে লীনা থাকেন এইরূপ ঘটনা করিয়া পৃথিবীকে অনাদি বলেন ইহা অপ্রমাণিক বলিতে পারা যায় না কিন্তু পৃথিবীসাদি তাহার ধ্বংস আছে ইহা নিম্নস্থিত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা। অজ্ঞানোপহিত-চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথি-বীতি শ্রুতিঃ। তস্মিন্নণ্ডে সভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরং স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভুমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যেব্যোম দিশশ্চাষ্টৌ অপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ইতি মনুবচনং॥

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য; পরমাণুলক্ষণা পৃথিবী নিত্য, এবং তদ্ভিন্ন দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পৃথিবী অনিত্য। প্রমাণ যথা। নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যাস্যাদনুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবযব যোগিনী॥ সাচ ত্রিধা ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা। যোনিজাদির্ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণং বিষযোদ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ। ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ॥ অতএব পর্ব্বতারামাদি পরিবৃত আমাদিগের অধিষ্ঠান ভূতা পৃথিবী অনিত্য; তদ্ধেতু প্রলয় কালে তাহার বিনাশ হয় এবং পুনঃ সৃষ্টি কালে আবারও উৎপত্তি হয়। ইহাদ্বারা অবগতি হইতেছে যে, পৃথিবী সাদি। প্রলয়ের পর ও সৃষ্টির প্রাক্কালে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর অবিদ্যমানত্ব আছে। নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমিঃ। ইতি বিষ্ণুপুরাণং। অতএব এক এক কল্প সম্বন্ধে পৃথিবী সাদি। আর সৃষ্টির প্রবাহের অনাদিত্ব হেতু পৃথিবী অনাদি। প্রমাণ। প্রবাহো নাদিমানেষ ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ। এষঃ কার্য্যকারণ প্রবাহঃ নাদিমান্ অনাদিঃ। ইতি ব্যাখ্যা। পৃথিবী কার্য্য সুতরাং তাহার প্রবাহ অনাদি অতএব এক এক কল্প সম্বন্ধে পৃথিবী সাদি আর কল্প প্রবাহের অনাদিত্ব হেতু পৃথিবী অনাদি। আর অণুলক্ষণা পৃথিবী নিত্য ও অনাদি। ইতি

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আদিনা সহ বর্ত্তমানাপৃথিবী তস্যাএব প্রমাণং অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যং যৎ সদসৎপরমিত্যাদি।

---
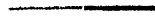
(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি, যখন পঞ্চভূতাদির উৎপত্তি দেখা যাইতেছে সুতরাং সাদি.।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ। অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধ ধর্ম্মাবিবর্দ্ধতে ইতি পঞ্চদশীধৃত বচনে অনাদাবিত্যুক্তত্বাৎ পৃথিব্যা অনাদিত্বং স্পষ্টমভিহিতং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদি। প্রমাণ বেদান্তসারে তমঃ প্রধান বিক্ষেপশক্তিমৎ চৈতন্যাদাকাশ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীত্যাদি। পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে। তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া॥ বিয়ৎপবন তেজোম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে।

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিঃ জন্যত্বাৎ। প্রমাণং জন্যত্বে পূর্ব্বমুক্তং॥ অপিচ ভাগবতে গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ইতি॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

২১।২২। পৃথিবী অনাদিরেব অন্যথা তস্যা অনন্তধ্বংসোৎপত্তিকল্পনারূপ গৌরবাপত্তিঃ এবং আদিকালে তৎকারণীভূতাদৃষ্টরূপ পদার্থান্তর কল্পনাপত্তিশ্চ জন্যমাত্রং প্রতি অদৃষ্ট বিশেষস্য কারণত্বাৎ মন্মতে তু প্রাচীনাদৃষ্ট সত্বাৎ ন তু সাতন্ত্রেণ কল্পনেতিভাবঃ। অপিচ প্রাচীনাদৃষ্টং বিনা সৃষ্টি বিষয়ে উৎকর্ষানুৎকর্ষরূপ নিয়মো নসংগচ্ছতে॥ তথাত্বে জগৎকর্ত্তুঃ পক্ষপাতাদি দোষাপত্তেরিতি বিবেচনীয়ং এবং তদ্ধ্বংসোপি নাস্তি কিন্তু প্রলয়কালে কেবলং তিরোভাবমাত্রং। তথাচ শ্রুতিঃ যথা উর্ণনাভস্তন্তুং সৃজতে গৃহ্নতেচ যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি জায়ন্তে তথাক্ষরাৎ পুরুষাৎ সম্ভবতীহবিশ্বং॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সাদিঃ যথা মনুসংহিতায়াং ১ অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

বিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জন্যা পৃথিবী সাদি পরমাণুরূপা পৃথিবী অনাদি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সৃষ্ট বস্তু, সুতরাং সাদি। ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্ব্বে এই অবনীর চিহ্নমাত্রও ছিল না॥ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইলে তাহার মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রকাশ হয়। যথা মনুঃ। তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে॥ মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং। ঈশ্বর গীতায়াঞ্চ। অতীতান্যপ্যসংখ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া। প্রবৃত্তানি পদার্থানাং সহিতানি সমস্ততঃ॥ প্রলয়কালে এই জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার যথাপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, খ্রীষ্টানেরাও কহে যে, প্রথমতঃ ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃজন করেন। মুসলমানদিগেরও তাদৃশ মত, অতএব পৃথিবী সাদি অনাদি নহে॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

মন্বাদিমতে পৃথিবী সাদি তন্মতে ধ্বংস আছে।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যদ্যপি নৈয়ায়িকা "নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনীত্যাদিনা" পৃথিব্যা দ্বৈবিধ্যং স্বীকুর্ব্বন্তি তথাপি "নাহো নরাত্রিরিত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় বচনেন তথা "আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচা। খবায়ুগ্নি-

জলোর্ব্ব্যোবধান্নদেহাঃ ক্রমাদমী সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥ ইত্যাদি বেদান্তীয় বচনৈ-রেবং “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদ্বচনেন তথা সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ ইত্যাদি সাবিত্র্যুপাসন বচনেন মানবীয় বচনানুসারাচ্চ বিশ্বস্য ধারিণীয়ং ধরিত্রী সাদির্জ্জনোতি বাংৎ জ্জায়তেঽস্মাভিঃ কর্ত্তুর্হ্যাস্যাদিরিতি জিজ্ঞাসায়াং ঈশ্বর এবেতিব্রূম ইত্যলং।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমাণু স্বরূপা যা পৃথিবী সা অনাদির্দেহাদিস্বরূপা যা পৃথ্বী সা সাদি অস্যাঃ জন্যত্বং প্রতীয়তে ইতি নৈয়ায়িকমতং অপরমতে অস্যাঃ পৃথ্যাতি প্রমাণানুসারেণ জন্যত্বং প্রতীয়তে ততঃ সাদিঃ।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

পৃথিবী অনাদি ॥ ২১ ॥

[২২] প্রশ্ন। পৃথিবীর ধ্বংস আছে কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যাদি ভূত সকল পরিণামশীল, জন্য পদার্থমাত্রেরই ধ্বংস আছে। যথা ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে। তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ড বিবরান্তরং। তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উপপ্লবে॥ গ্রস্তগন্ধাতু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ইত্যাদি॥

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

একবিংশতি প্রশ্নোত্তরানুসারে বেদান্তনয়ে পৃথিবীমাত্রই ধ্বংসিন্যায়নয়ে পরমাণু ভিন্ন ধ্বংসি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যা ধ্বংসোস্তি যথোক্তং হৃতগন্ধা তদা পৃথ্বী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ইত্যাদি।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

অষ্টাদশ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী ধ্বংস রহিতা সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতা।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জন্যত্বেন পৃথিব্যা ধ্বংসোস্তি। যোযোজন্যঃ সএব ধ্বংসপ্রতিযোগীতি নিয়মাৎ পৃথিব্যা জন্যত্বং বহুশাস্ত্রাবগতং॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

একবিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইল।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উৎপত্তিমতো নাশস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ পৃথিব্যা অপি ধ্বংসোঽস্তীতি প্রমাণং। গ্রস্তগন্ধাতু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ইতি শ্রীভাগবতং দ্বাদশস্কন্ধঃ নাশোভুবঃ প্রাকৃতিকেঽখিলায়া ইতি সিদ্ধান্ত শিরোমণিঃ।

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যা নাশোস্তি, প্রমাণং বায়ুনা হৃতগন্ধাভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে ইত্যাদি শ্রীভাগবতে। জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুরিত্যাদি॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায় মতে পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তি। জন্য পৃথিবী ধ্বংস প্রতিযোগিনী জন্যত্বে সতি ভাবত্বাদিত্যনুমানাৎ পৃথিব্যা ধ্বংসসিদ্ধিঃ।

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে পৃথিবীর ধ্বংস উক্ত হইয়াছে। যে যে শাস্ত্রে পৃথিবীকে সাদি কহিয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে পৃথিবীর বিনাশও কহিয়াছে। উৎপত্তি থাকিলেই বিনাশ আছে।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

উপরি উক্ত উত্তর দ্বারা এপ্রশ্নের উত্তর হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রকট অবস্থার ধ্বংস আছে। অব্যাকৃত বীজের ধ্বংস নাই। সমস্ত নাম রূপাদি স্থূলত্ব লয় কালে কেবল শক্তিতেই প্রবেশ করিয়া থাকে এবং শক্তি ব্রহ্মেতে সাম্যতা লাভ করেন। তিনি কালেতে আবার বিক্ষিপ্ত হইলে, অর্থাৎ স্বীয় বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা জগৎ রূপে পরিণত হন। তাঁহার নাশ নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই, তিনি অজা সূক্ষ্মা নিত্যা।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যাঃ সূক্ষ্মরূপায়াঃ ন ধ্বংসঃ স্থূলরূপায়াস্তু ধ্বংসোভবেৎ। বিংশতি প্রশ্নোত্তরোক্তপ্রমাণাৎ॥ মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ। ক্রীড়ন্নিবৈতৎকুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনরিতি মনুবচনাৎ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তি। অস্য প্রমাণং বিংশ প্রশ্নোত্তরে লিখিতং॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে ইহার প্রমাণ ২০ প্রশ্নোত্তরে লেখা হইয়াছে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

একবিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইল।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

উভয়মতমাশ্রিত্য পৃথিব্যা ধ্বংসত্বা ধ্বংসত্বে স্তঃ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জন্য পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তি। প্রবাহাবিচ্ছেদরূপনিত্যতয়া চরমধ্বংসো নাস্তি মহাপ্রলয়াভাবাৎ পৃথিবী দ্বিধা নিত্যাঽনিত্যা চ পরমাণুরূপা নিত্যা দ্ব্যণুকাদ্যন্ত্যাবয়বিপর্য্যন্তাঽনিত্যা নিরুক্তভট্টাচার্য্যেণোক্তত্বাদিতি।

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

আছে, (সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ) ইত্যাদি॥ ২২॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

রূপের ধ্বংস আছে, বীজের নাই।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে। প্রমাণ শ্রীভাগবত ১১ শ স্কন্ধ জয়ন্তোপাখ্যান ॥

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে, যেহেতু জন্য, কিন্তু পার্থিব পরমাণুর ধ্বংস নাই। প্রমাণং, পূর্ব্বমুক্তং প্রবাহেত্ত্যাদি পরলাণু নিত্য ইত্যাদি।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

বেদান্তবাদীনাং মতে পৃথিব্যাঃ মিথ্যাত্বমস্তি। ন্যায়নয়ে পরমাণুরূপায়াঃ পৃথিব্যাশ্চ ধ্বংসো নাস্তি দ্ব্যণুকাদিরূপায়াস্তু ধ্বংসোঽস্তি তথাহি ভূতবিবেকে॥ পৃথক্ কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যাবশিষ্যতে। ভূমের্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগং ইতি।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যা অপি নাশোঽস্তি জন্যত্বেন মনুস্মৃতেঃ। নিত্যোঽস্যাঃ পরমাণুস্তু কুসুমাঞ্জলি সম্মতঃ।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম পৃথিব্যা ধ্বংসো নাস্তি স্থূল পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তীতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথ্বী তু দ্বিধা একা পরমাণুরূপা অপরা দ্ব্যণুকাদিরূপা, তত্র পরমাণোর্নিত্যত্বেন পূর্ব্বায়া নিত্যত্বাৎ ধ্বংসোনাস্তি, অপরায়া অনিত্যত্বেন ধ্বংসোঽস্তি। অত্র প্রমাণং।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ নিত্যেতি সা পৃথিবী দ্বিবিধা নিত্যা অনিত্যাচেত্যর্থঃ। অণুলক্ষণা পরমাণুলক্ষণা পৃথিবী নিত্যা, তদন্যা পরমাণুভিন্না পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি সর্ব্বোঽনিত্যা ইত্যর্থ ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস আছে, যেহেতু গঙ্গা বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ ইত্যাদি শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত প্রমাণ আছে।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস মহাপ্রলয়ে হয়, তদ্ভিন্ন প্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে লীনা হয়েন, উহাও একরূপ ধ্বংস বটে। যথা, "আসীদিদং তমোভূতং" মনু॥ "ইদমিত্যধ্যক্ষেণ সর্ব্বস্য প্রতিভাসমানত্বাৎ জগন্নির্দ্দিশ্য-

তে ইদং জগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ তমঃ শব্দেন গুণবৃত্ত্যা প্রকৃতি র্নির্দ্দিশ্যতে " ইত্যাদি মন্বর্থমুক্তাবলী। মহাপ্রলয় কোন কোন নৈয়ায়িকমতে অস্বীকৃত হইয়াছে, যথা " মহাপ্রলয়ে মানাভাবাৎ " সিদ্ধান্তলক্ষণের জগদীশ।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

একবিংশতি প্রশ্নে এই প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইয়াছে।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পর্ব্বতারাম পরিবৃত এই পৃথিবীর ধ্বংস আছে; অণুলক্ষণা পৃথিবীর ধ্বংস নাই। যেমন ঘটীয় পরমাণু সকলের সংযোগ সম্বন্ধের অভাব হইলে ঘটের ধ্বংস হয়, পৃথিবীরও তদ্রূপ॥ পরমাণুরূপা নিত্যা।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যাস্যাদনুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥ ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ।

অতএব অণুলক্ষণা পৃথিবীর ধ্বংস নাই, পরমাণুপুঞ্জ জনিতা এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর ধ্বংস আছে ইতি বেদান্তমত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তি অস্য প্রমাণং। মহাপ্রলয়ে পৃথিবীজলে লীনাঽভবৎ। যদা ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তাঃ সৃষ্টির্নারায়ণে লীনা ভবেৎ॥ সএকএব তিষ্ঠতি।

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী উৎপন্না ইহার ধ্বংস আছে যিনি উৎপন্ন তিনি অবশ্যই ধ্বংস হয়েন।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু। ব্যক্তে ব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইতি ভাগবতীয় বচনে কেবলং পরমেশ্বরস্য স্থিতিকথনেন পৃথিব্যাস্তাদতরস্ত্রেন ধ্বংসোঽস্তীতি-প্রতীয়তে। কিঞ্চ পরমাণুরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ ধ্বংসোনাস্তি পরমাণোর্নিত্যত্বাৎ ইতিতু ন্যায়মতং॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর ধ্বংস নাই লয় আছে। প্রমাণ। ২০ প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আছে, যেহেতুক জন্যা জন্যত্বে প্রমাণং পূর্ব্বমুক্তং যদ্যজ্জন্যমিত্যপি পূর্ব্বমুক্তং ন্যায়মতে পরমাণুরূপায়াঃ ক্ষিতেঃ ধ্বংসোনাস্তি নিত্যত্বাৎ তথাচ নিত্যানিত্যাচ সা দ্বেধা নিত্যাস্যাদনুলক্ষণা ইতি।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।
একবিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইল।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।
ধ্বংসোঽস্তি যথা বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য ইত্যাদিনা ধ্বংসঃ সূচিতঃ

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।
বিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।
সা পৃথিবী দেধা নিত্যা অনিত্যা নিত্যা অনুরূপা পরমাণুরূপা অনিত্যা অবয়ব যোগিণী। পরমাণুরূপায়া ধ্বংসোনাস্তি অবয়ব যোগিণ্যা ধ্বংসোঽস্তি॥

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।
জন্য বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল। ইহা এই পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডলে এমন দেদীপ্যমান যে ইহা প্রমাণ করিতে কূটযুক্তি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন; ন্যায়শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কারণগুণাঃ কার্য্যমারভন্তে। কারণের গুণ কার্য্যে উপাহিত হয়। এতৎ চরাচরের উপাদান কারণ যে পঞ্চভূত তাহা যৎকালে অবিনাশী নহে তৎকালে তৎসমষ্টির বৈকারিক মূর্ত্তি যে পৃথিবী তাহার বিধ্বংস অবধারিতই রহিয়াছে অতএব "ভবো হি বিদ্যতে যস্য অভাবস্তস্য নিশ্চিতঃ"।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।
কেচিন্মতে পৃথিবী অনাদি তন্মতে ধ্বংস নাই।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।
যদ্যপি ন্যায়মতে "নিত্যা স্যাদনুলক্ষণা অনিত্যাতু তদন্যা স্যাদিত্যাদি নানুরূপায়া ন ধ্বংসোঽনাস্যাধ্বংসঃ স্বীকৃতস্তথাপি "নাহো নরাত্রির্গরিত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ বচনেন তথা "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনেত্যাদি" গীতোক্ত ভগবদ্বচনেনৈবং "ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটী দ্বৈতবর্জ্জনাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হিনো"। ইত্যাদি পঞ্চদশীয় বচনৈশ্চ প্রলয়ে সর্ব্বেষাং ভূতানাং ধ্বংস দর্শনাদনুরূপায়া পৃথিব্যা ধ্বংসো বেদান্তমতানুযায়িভির্ধীরৈঃ স্বীকৃতঃ। বিশেষতো ভগবদ্বচনস্য শিরোধার্য্যত্বাদতঃ পৃথিব্যা ধ্বংসোঽস্তীতি বিদুষাং পরামর্শঃ ইত্যলং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।
উভয়মতমাশ্রিত্য পৃথিব্যাঃ ধ্বংসত্বাধ্বংসত্বে স্তঃ।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।
পৃথিবীর ধ্বংস নাই, কিন্তু দৈব বশত কোন কোন স্থান লয় প্রাপ্ত হয়। ২২ ॥

[২৩] প্রশ্ন। দেহের মধ্যে যত বস্তু আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ-প্রভৃতি এই সকলকে আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ কে করে?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।
জীব অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমান করে। যথা গীতাযাং। যথা। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। জীব দেহে অধিষ্ঠিত হইলেই অভিমানী হয়, সুতরাং সে হস্তপদাদিকে আমার আমার বলিয়া থাকে।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।
অন্যোন্য প্রশ্নের উত্তর করিতেই এতৎসম্বন্ধে অনেক উক্ত হইয়াছে তথাপি এস্থলে কিঞ্চিৎ লিখি, ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে অহঙ্কারস্যাশ্রযোযং আমার পুত্র আমার চক্ষু ইত্যাদি অস্মদ্ শব্দের প্রয়োগ আত্মা করিয়া থাকে ॥ আত্মা এ স্থানে জীব, কারণ, পরম পদার্থ বিষয় জ্ঞানাদি নির্লিপ্ত একারণ তিনি এই জ্ঞানের জ্ঞানী নহেন ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।
চক্ষুরাদিষু অবিদ্যা বশগো মলিনসত্ত্বাবছিন্নো জীবঃ মাযয়া মমত্বং করোতি। যথোক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ অবিদ্যা বশগো জীব দেহাদিষ্বভিমানবান্ অহন্তাং মমতাং দেহ গেহাদিষু করোতি চ ॥

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।
অবিদ্যোপহিত জীবের “ অভিমানাত্মিকান্তঃ করণবৃত্তির অহঙ্কারঃ সেই অহঙ্কার দ্বারা জীব, আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমানী হইলেই ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির সহিত আমার আমার সম্বন্ধ হয়। অতএব মমতা সম্বন্ধ, মূলতঃ অবিদ্যারই কার্য্য ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

দেহমধ্যে মায়াবৃতো যোজীব তস্য ইন্দ্রিয়াদিষু তন্মায়যা মমতা বুদ্ধির্জাতা

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

দেহাবয়বকে আমার আমার এই শব্দ জীবাত্মা অর্থাৎ দেহী কহে।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ইদমাত্মন ইত্যাকারঃ শব্দো জীবাত্মনা ক্রিয়তে, তস্য চৈতন্যরূপত্বাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাচ্চ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

দেহের মধ্যে যত ইন্দ্রিয় আছে, এই সকলকে আমার আমার সম্বন্ধ বোধ আত্মা করে। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণ ইতি শ্রুতি বচনেন যথা রথহয়াদৌরথিন এব মমেদমিতি সম্বন্ধবোধস্তথা দেহেন্দ্রিয়াদৌ আত্মন এব মমেদমিতি সম্বন্ধ বোধঃ, এবং এষ হি দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি শ্রুতেশ্চ ভুতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ॥ অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতি র্মতিমিতি ভাগবদ্বচনাচ্চ অহঙ্কার বিমূঢাত্মা-কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ইতি ভগবদ্গীতা বচনাচ্চ অহং মত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথেতি বচনাচ্চ অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়মিতি নৈয়ায়িকাশ্চ॥"

এই দেহমধ্যে ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ প্রভৃতি যত বস্তু আছে, সকলেই অচেতন, কেবল আত্মামাত্র চেতন, চেতন পদার্থ ভিন্ন জ্ঞান থাকে না, অতএব মনঃ বা প্রাণাদি পদার্থে জ্ঞান থাকিবার সম্ভব নাই, জ্ঞান-পদার্থ কেবল আত্মাতেই আছে, অতএব জ্ঞান না থাকিলে আমার আমার এই সম্বন্ধ বোধ অন্যে করিতে পারে না, কেবল আত্মাই পারেন, অতএব (বিভুর্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্) ইত্যাদি নৈয়ায়িকগণ কহেন, জ্ঞান থাকিতে পরমেশ্বরে আছে আর তাঁহার অংশ আত্মাতে আছে, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও শরীরাবচ্ছিন্ন হওয়াতে জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার দেহ আমার ইন্দ্রিয় আমার গৃহাদি এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনাবদ্ধ হইয়া পুনঃপুন ভ্রমণ করিতেছে বস্তুতঃ আত্মার সহিত কোন বস্তুর সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মা যখন আপনাকে আপনি জানিবে তখন মুক্ত হইবে অতএব স্বাত্ম সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরমায়য়া দেহিনাং দেহেন্দ্রিয়াদৌ মমাহমিত্যাদি সম্বন্ধো জায়ত ইতি।

প্রমাণং। বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধঃ॥ ভুতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ। অহং মমেত্য সদ্গ্রাহঃ করো-

তি কুর্মতির্মতিং। ভগবন্ সর্ব্বলোকোহয়ং মোহিতং ত্বস্য মায়য়া॥ অহং মমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রামাতে কর্ম্মবর্ত্মসু ইতি দশম স্কন্ধঃ॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অজ্ঞানেন জীবস্য দেহে আত্মবুদ্ধিরিন্দ্রিয়াদৌ চ আত্মীয়ত্বং জায়তে। প্রমাণং, এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চ ধাতুভিঃ। একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণানিতি। গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্ম-প্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ। মন্যমান ইদং বিশ্বং আত্মানমিহ সজ্জতে ইত্যেকাদশে, একধা মনোরূপেন দশধা ইন্দ্রিয়রূপেণ ইতি স্বামিচরণাঃ॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সংসারস্য মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনারূপত্বেন মিথ্যাজ্ঞানঞ্চ আত্মধর্ম্মিকদেহাদ্যভেদজ্ঞানং অহং কণ্টক-বিদ্ধোহস্মীতি প্রতীতেঃ। তথাচ মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জীবস্যৈব দেহাবয়বে মদীয়ত্ব বুদ্ধিঃ।

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

জীব অজ্ঞানবশত দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমার চক্ষু আমার কর্ণ ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞান সম্পন্ন হইতে-ছেন, বস্তুত চিদাভাস যে জীব, তাঁহার সহিত চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির কোন সম্বন্ধ নাই। আমি ও আমার ইত্যাদি যে বুদ্ধি হইতেছে, তাহা অজ্ঞানকার্য্য। গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—'অজ্ঞানে-নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ' ইত্যাদি॥ অর্থাৎ 'অজ্ঞান-দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়, সেই হেতু জন্তু-সমূহ মোহাচ্ছন্ন হয়, অর্থাৎ সেই মোহবশত দেহে আত্মবুদ্ধি ও চক্ষুকর্ণাদিতে আমার এই বুদ্ধি হয়।
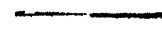
(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ ব্যবহারিক জীবাত্মা করেন এবং মন তাঁহার তদ্রূপ অভিমান কার্য্যের করণ হয়েন। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইন্দ্রিয় মনাদিকরণ সহকারিতায় জীবা-ত্মাই ভোক্তা, সুতরাং সমস্ত আচরণের কর্ত্তা। "এব হি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা" ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদবচনে জীবাত্মারই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এ সমস্তই ব্যবহারিকাবস্থায়, মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মেতেই সমতা-বুদ্ধি জন্মে, মনাদি বৃত্তি নিরোধ হয়।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহ মধ্যস্থিত চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ প্রভৃতীনি প্রতিমদীয়ানি মদীয়ানি বাক্যানি অবিদ্যাবশগো-জীবঃ তাদাত্ম্যাধ্যাসেন অভিমান পুরঃসরং কুরুতে। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ সা কারণ শরীরংস্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্। অস্যার্থঃ অবিদ্যাবশগঃ অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ তৎপরতন্ত্রস্তু চিদাত্মা অন্যোজীবঃস্যাৎ তদ্বৈচিত্র্যাৎ তস্যা অবিদ্যায়া উপাধিভূতায়াঃ বৈচিত্র্যাৎ অবিশুদ্ধিতারতম্যাৎ

অনেকধা অনেক প্রকারো দেবতির্য্যগাদিভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ॥ সা অবিদ্যাকারণ শরীরং স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদিকারণীভূত প্রকৃত্যবস্থা বিশেষত্বাৎ তত্র কারণ শরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসেন অহমিদং মমেদং ইত্যভিমানবান্ জীবঃ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞা অনুভবরূপা যস্য সঃ। ইতি পঞ্চদশ্যর্থদর্শনাৎ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বিজ্ঞানাত্মা ব্যবহারিকোজীবঃ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যমেব স চ অহংমমেতি ব্যবহরতি। যথা. অহন্ত্বাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি যঃ॥ ইতি পঞ্চদশীধৃত বেদান্তদর্শনবচনং। অপিচ চৈতন্যস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সুতরামন্তঃকরণেপি তৎসত্তা বর্ত্ততে তত্র চৈতন্যে অধ্যাসেন অহংমমেতি বুদ্ধির্জ্জায়তে সৈবাহং বুদ্ধির্মম চক্ষুঃ মম নাসিকেত্যাদিকং জানাতি অয়মেব শারীরিকো জীবঃ অহং মমেতি ব্যবহরতীতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

বিজ্ঞানাত্মা ব্যবহারিক জীব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনিই আমার ও আমি এইরূপ ব্যবহার করেন যথা বেদান্তদর্শন পঞ্চদশী গ্রন্থে অহন্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি য ইতি। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী সুতরাং অন্তঃকরণেও আছেন সেই চৈতন্যে অধ্যাস দ্বারা আমিও আমার এই বুদ্ধি হয় সেই অহং বুদ্ধি আমার চক্ষু আমার নাসিকা ইত্যাদি জ্ঞান করে ইহার নাম শারীরিক জীব এই জীবই আমি ও আমার ব্যবহার করে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

তত্ত্বজ্ঞান বিরোধ্যদৃষ্টরূপয়াঽবিদ্যয়া আত্মন্যেব করচরণাদিমত্ত্বমারোপ্যতে। তথাহি যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা অবিদ্যয়াত্মনিকৃতে ইতি তদব্রহ্মদর্শনং ইতি ব্যাসবচনস্য যত্র যদা সদসদ্রূপে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরে ইমে স্বসংবিদা সম্যগ্জ্ঞানেন প্রতিষিদ্ধে পৃথগ্ভূতে ভবতস্তদা জীবোব্রহ্মস্বরূপোভবতি কস্মাৎ যতঃ অবিদ্যয়া আত্মনিকৃতে আত্মন্যারোপিতে ইত্যর্থাৎ॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

দেহস্থিত চক্ষুরাদীনি মদীয়ানি ইত্যনোপহিত চৈতন্য জীবেনোচ্যতে। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং। অহংকারাদি সম্বন্ধোযাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ সংসারস্তাবদেবস্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥

---

(১৯) পাত্রসায়েরে নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

চক্ষুঃ কর্ণনাসিকাদয়ো মমৈতে ইতি জীবঃ করোতি তস্মিন্মস্য কৃতিজ্ঞানাদ্যভাবাদিতি।

---

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অজ্ঞান। অন্যথাখ্যাতি বাদীরমতে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্প তজ্জন্য সংস্কার ও অগ্রবর্ত্তি রজ্জুদর্শন জন্য সর্প সংস্কারোদ্বুদ্ধ দ্বারা সর্প স্মরণ। রজ্জু ও সর্প উভয়ের ভেদজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে তেমনি অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদীরমতে মায়ার অবর্ণ শক্তি দ্বারা চৈতন্যের অখণ্ড ও আনন্দ অংশু আচ্ছাদিত হইয়া ইদমহম্ এই প্রকার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ভ্রমোৎপত্তি হয়। এই প্রকার অবর্ণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা চৈতন্যতে সমস্ত সংসার কল্পিত হইয়াছে। মায়া কার্য্যের সহিত চৈতন্যের ও তাদাত্মভাব প্রযুক্ত মায়ার গুণ চৈতন্যে আরোপ ও চৈতন্যের গুণ মায়াতে আরোপমাত্র (অয়ো দহতি ইতি বৎ) লৌহপিণ্ডের সহিত অগ্নির দাহ শক্তি লোষ্ট্রে আরোপিত হয়। লোষ্ট্রের পরিমাণ ও গুরুত্বাদি অগ্নিতে আরোপিত হয় বাস্তবিক নয়। এই প্রকার শরীর ইন্দ্রিয়ের সহিত চৈতন্যের তাদাত্ম্য অধ্যাশ প্রযুক্ত শরীর ইন্দ্রিয়াদিতে মমভাব ও অহম্ভাব হয়। যথা। (নৈবস্ত্রী ন পুমানেষ নৈবায়ং নপুংসকঃ যৎ যৎ শরীর মাদত্তে তেন তেন সরক্ষতে) অস্যার্থঃ। রক্ষ্যতে তত্তদ্ধর্ম্মান্ আত্মন্যধ্যস্য অভিমন্যতে স্থূলোঽহং পুমানহং অহংস্ত্রী নপুংসকোঽহম্ মমচক্ষু) ইত্যাদি। সূত্রভাষ্যে সংকরাচার্য্য বিস্তাররূপে লিখিয়াছেন, এস্থলে সমস্ত লিখিতে হইলে অতি বিস্তার হয়।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অহঙ্কারতত্ত্বে অজ্ঞান বশতঃ জীব এই পাঞ্চভৌতিক দেহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুকে আমার আমার ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে। প্রমাণ শ্রীভাগবত ৩ য় স্কন্ধ কপিল উপাখ্যান ২৬ অধ্যায় ১৬ শ শ্লোক।

(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপদবাচ্য যিনি তিনিই করেন অত্র প্রমাণং। আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি স কর্ত্তৃকং শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারত ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

জীব ঈশ্বর মায়য়া মনুষ্য দেহাদি সম্বন্ধঃ সন্ মমাহমিতি মন্যতে। তথাহি ভাগবতে। বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া রমমানোগুণেম্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে॥
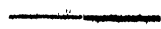
(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জন্যত্বে প্রমাণং। দিবং ভূমিঞ্চনির্ম্মমে মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টৌ ইতি প্রাগুক্ত মনুবচনং। নিত্যত্বে প্রমাণং। জন্য মহত্ত্বা নধিকরণত্বে সতি দ্রব্যত্বাদিতি মথুরানাথঃ। ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতা জীবাত্মা দেহ-

সংস্থিতঃ। এতস্মৈমেতস্মমেতি কুরুতে সূক্ষ্মদেহধৃক্‌। প্রমাণং। আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা কারণং হিস কর্ত্তৃকং। শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ।

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনাবশেনৈব দেহাভিমানিনো জীবাত্মনএব অহং স্থূলঃ অহং গৌরঃ মদীযোহস্তঃ মদীয়ং চক্ষুঃ কর্ণনাসিকমিত্যাদি জন্যজ্ঞানং জায়তে ইতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহস্থিতমহঙ্কারতত্ত্বং অহমিত্যাদিসম্বন্ধং ইন্দ্রিয়দ্বারা কুরুতে। অত্র প্রমাণং " উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকং। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরং " ইতি মনুবচনং। মনসঃ পূর্ব্বং অহঙ্কারতত্ত্বং অহমিত্যভিমানাখ্য কার্য্যযুক্তমিতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানঞ্চ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহের মধ্যে চক্ষু কর্ণ হস্ত প্রভৃতিকে আমার আমার এই সম্বন্ধ জীব করেন, যেহেতু জীব যিনি স্ত্রীলোকের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পুরুষের রেতঃ কণাকে আশ্রয় করেন, পরে হস্তাদি প্রাপ্ত হন, অতএব তাহারি ঐ সম্বন্ধ নির্ণয় এবং সেই স্থলেই জীব উবাচ এই বলিয়া জীব কর্ত্তৃক পরমেশ্বরের স্তুতি লিখিয়াছেন, শ্রীভাগবতে ইতি।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহের অন্তঃর্গত চক্ষুঃ প্রভৃতিকে " আমার আমার " এরূপ সম্বন্ধ আত্মা করেন; " দেহোহং কর্ম্মকর্ত্তাহমিতি সংকল্প্য সর্ব্বদা। জীবঃ করোতি কর্ম্মাণি তৎফলৈর্ব্বধ্যতেহবশঃ॥ তিনি, " দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণবুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ। আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ " অধ্যাত্মরামায়ণ। " শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ " (ভাষাপরিচ্ছেদ) ইত্যাদি প্রমাণ সিদ্ধ; আত্মাই যে তাদৃশ সম্বন্ধ করেন, তাহাতে প্রমাণ অনুভব এবং " অহঙ্কারাদি সম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ। সংসারস্তাবদেবস্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥ অধ্যাত্মরামায়ণ।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

দুর্ঘটনঘটনাপটীয়সী মায়ার কবলে কবলিত হইয়া জীব আত্মাতে অভিমান করত দেহাদিতে আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই সংসারে গতায়াত দ্বারা কেবল যাতনা মাত্র লভ্য করত কাল যাপন করিয়া থাকেন।

প্রমাণং যথা। যাবদ্দেহে মনঃ প্রাণ বুদ্ধ্যাদিষ্বভিমানবান্‌। তাবৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদি ভাগ্‌-ভবেৎ॥ ইতি রামায়ণে। অহং সুখীহহং দুঃখীমন্যতেহজ্ঞান মোহিতঃ। মমেয়ং স্ত্রী মম ধনং মম বন্ধু-

সুতাদয়ঃ॥ ইতি মহাভারতে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং। বহুরূপইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া। রমমানগুণেম্বস্যা মমাহমিতি মন্যত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যার তমোনামক প্রথম পর্ব্ব, দেহমধ্যস্থ বস্তু অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদিকে আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ করে। প্রমাণ, তমোমোহমহামোহস্তামিস্রোহন্ধসংজ্ঞিত। অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

তম ইতি অন্ধসংজ্ঞিতঃ অন্ধতামিস্রঃ, পঞ্চপর্ব্বা বৃত্তিবিশেষাঃ যস্যাঃ সা তত্র তমো দেহাদৌ অনাত্মনি আত্মাভিমানঃ ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পাতঞ্জলে, ঐ তমোনামক পর্ব্বের নাম অবিদ্যা; "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ" ইতি পাতঞ্জলাঃ।

অতএব দেহাদিতে অবিদ্যার তমোনামক পর্ব্ব (পাতঞ্জলদর্শনশাস্ত্রোক্তনামিকা অবিদ্যা) ঐরূপ সম্বন্ধ করে ইতি।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মায়াবচ্ছিন্নো জীবোহংকরোৎ। অস্য প্রমাণং, বহুরূপইবাভাতি মাযযা বহুরূপয়া। রমমাণোগুণেম্বস্যা মমাহমিতি মন্যসে মনুষ্যাদি সকল জীব করেন॥

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অর্থাৎ জীব আমার আমার সম্বন্ধ করেন যথা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ইতি।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকং। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরমিতি মনুবচনেন মনঃ পূর্ব্বং অহঙ্কারতত্ত্বং অহমিত্যভিমানাখ্যকার্য্য যুক্তমিতি কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যানেন অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কার ইতি বেদান্তসার লিখনেন চ চক্ষুঃ কর্ণনাসিকাদিভিরহঙ্কারঃ আত্মসম্বন্ধং করোতীতি।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

মনোময়কোষ চিচ্ছায়াবেশিত হইয়া আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপণ করিয়া দেহের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আমার আমার করেন। প্রমাণ পঞ্চদশীতত্ত্ববিবেকে অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ। কামনাবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মামনোময়ঃ॥ ৬॥ শঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধে। অজ্ঞানাত্মনসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি। কল্পতেম্বুগতেচন্দ্রে চলনাদি যথাম্ভসঃ॥ ২১॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অবিদ্যোপাধি চৈতন্য স্বরূপ যে জীব তিনি পঞ্চকোষাচ্ছাদিত হইয়া অবিবেকত অহং তত্ত্ব দ্বারা অভিমানী হইয়া আমার আমার এই সম্বন্ধ করেন। এতৎ প্রমাণং শঙ্করাচার্য্য প্রণীতাত্মবোধে যথা অজ্ঞান মানসোপাধি কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি কল্পন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদি যথাম্ভসঃ। ইতি ভাগবতেপি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ইতি চ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ভ্রমাংশযুক্ত জীবাত্মন এব অহমিত্যাদ্যভিমানং তথাচ তৃপ্তিদীপ প্রকরণে সপ্তম পরিচ্ছেদে। অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে। যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোভিমন্যতে॥ জীবোযদাধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং কূটস্থহিতং ভ্রমাংশং চিদাভাসোপেতং শরীরদ্বয়মবলম্বতে স্ব স্বরূপেন স্বীকরোতি তদাহং সংসারীত্যভিমন্যতে॥
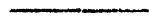
(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবএব অহমহমিতি করোতি। যথা বেদান্তে। চক্ষুরাদীনি রাজপ্রকৃতিবৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রত্যুপকরণানি ন স্বতন্ত্রাণি॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

দেহের মধ্যে যত বস্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ জীবাত্মার চেষ্টায় হয়। মনস উৎপত্তৌ মায়াসহিতমনঃ প্রভবএব সংসার ইতি উপনিষৎ সিদ্ধান্তানুবাদরূপমুক্তং। মনের সহ জীবাত্মার সম্বন্ধ থাকায় মনএব মমায়ং হস্ত মমায়ং কর্ণ ইত্যেবং রূপমুক্তবান্॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জীব মহত্ত্ব প্রাপ্ত দেহে অবস্থিতি পূর্ব্বক অবিদ্যা মায়াতে বস হইয়া তমগুণেঽহংকারযুক্ত হইয়া মমতাবর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া আমার আমার করে কেবল মায়া দ্বারা মমতা হয় দেহমূলমিদং দুঃখং দেহকর্ম্ম সমুদ্ভবঃ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততেদেহেঽহংবুদ্ধ্যা পুরুষস্যহি। অহংকারস্তনাদিস্যাদবিদ্যা সংভবোজড়ঃ চিচ্ছায়য়া সদাযুক্তস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ সদা। তেন দেবস্ততাদাত্ম্যাদেহশ্চেত ন সংভবেৎ দেহোঽহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোঽহক্তে বলাৎ॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

অবিদ্যার প্রভাবে এই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিশিষ্ট শরীরে যে জীব দ্বারা আত্মাভিমান জন্মে তাহা হইতে দৈহিক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ও প্রাণে মমত্বরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশী আত্ম বুদ্ধি তত্ত্ব জ্ঞান বিহীন মানবমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে, কেবল প্রাণ বায়ুকে যে মহাত্মা যোগীবর যোগসাধনক্রমে উন্নয়ন

পূর্ব্বক সহস্রারে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন, সেই তত্ত্ব-পরায়ণ বিদাম্বর মহাপুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে স্বধীস্বভাব বিরহ হয়॥ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ তাহাতে প্রভেদ এই যে, আত্মা নিরুপাধিক ও জীব সোপাধিক। ব্রহ্মশক্তিমায়া হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি। ভৌতিকদেহের বাহ্যাবরণ অন্নময়কোষ, তদধস্থ দ্বিতীয়াবরণ প্রাণময়কোষ, তাহার নিচে তৃতীয়াবরণ মনোময়কোষ, তাহার অধোভাগে চতুর্থাবরণ বিজ্ঞানময়কোষ এবং তন্নীচে পঞ্চমাবরণ জ্ঞানময়কোষ, এই পঞ্চকোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার যে সত্তা আছে তাহার সমষ্টি জীব সংজ্ঞা হয়, এই জীব অর্থাৎ ভূতাত্মা শরীরে আত্মাভিমান জন্মায় অতএব জীবই মমত্ব জ্ঞানের হেতু ইতি।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

দেহের-মধ্যে যত বস্তু আছে অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা হস্ত পাদাদি এই সকলকে আমার আমার এইরূপ সম্বন্ধ পরমেশ্বরের মহামায়া করেন।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

"অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছা কামশব্দিতাঃ"। ইতি পঞ্চদশীবচনেন তথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"॥ ইত্যাদি ভগবদ্গীতোক্তবচনেন চ যদয়মহমিদং মে স্যাদিত্যাদ্যহঙ্কারবানাত্মা ভবতি। তৎ সর্ব্বং প্রকৃতি বিলসিতমেব মায়াকার্য্যমিত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু আত্মা নিরবচ্ছিন্নএবেতি সতাম্মতং॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

দেহস্থিত চক্ষুরাদীনি মদীয়ানি হীতাজ্ঞানোপহিত চৈতন্য জীবেনোচ্যতে তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং অহংকারাদি সম্বন্ধোযাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

যাহা দ্বারা দেহ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে তিনিই॥ ২৩॥

[২৪] প্রশ্ন। শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা, ক্রোধ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি হয় কি না এবং শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকা সম্ভব কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীর ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্যের বাসনা ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, জীব যখন দেহ আশ্রয় করে, তখনই তাহার সেই দেহযোগে বাসনা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, বাসনা ক্রোধ ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম, মন যাহাতে থাকিতে পারে তাহাতেই বাসনা প্রভৃতির সম্ভব হয়, সুতরাং দেহ ভিন্ন মন থাকে না মন না থাকিলে দেহেতেও বাসনা সম্ভবে না, যেমন মৃতদেহে মনের অভাবহেতু বাসনা প্রভৃতিরও অভাব। অতএব লিঙ্গদেহে জ্ঞানাদি সমুদায় অবস্থিতি করে, দেহের সহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখনই জ্ঞান ও বাসনাদির উৎপত্তি হয়॥

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি পদবাচ্য আত্মা তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য শরীরাদিতে বাসনাদি তার্কিকেরা স্বীকার করে নাই, যথা বুদ্ধ্যাদি ষট্‌কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণাএতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ইতি শরীরে কদাচ জ্ঞান থাকেনা, উহা আত্মাতে থাকে, তার্কিকেরা বিচার করিয়াছেন, শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারত ইতি সুতরাং শরীরেই জ্ঞান থাকা সম্ভব হইল না, তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মাতেই ঐ জ্ঞান থাকা সম্ভব হইল ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিব্যতীতান্যবস্তুষু বাসনাক্রোধয়োরভাবঃ তয়োঃ শরীরধর্ম্মত্বাৎ এবং অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদি-রূপেণ সুখ দুঃখাদ্যনুভবোপি তেষাং নাস্তি জ্ঞানসাধনাভাবাৎ জ্ঞানমপি নাস্তি।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা সুখ দুঃখাদি হয় না। যেমন অশরীরী আত্মার পরমার্থতঃ ওসকল কিছুই নাই। বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখাদি অবিদ্যাযুক্ত জীবাদির ধর্ম্ম। কিন্তু, আত্মা জ্ঞানময়, সুতরাং শরীর ব্যতীত জ্ঞান স্বয়ং সত্ত্ববান্। শরীর সত্ত্বে যে, জ্ঞান তাহা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হইয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করে, পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে পারে না। পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান, কেবল পর-মাত্মারই আছে। সেই জ্ঞানময় আত্মার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ শারীরিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্রতা প্রযুক্ত সুখ দুঃখাদি নাই। ইহা পঞ্চদশী গ্রন্থে বিস্তারিত আছে ইতি॥

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিব্যতিরিক্তান্যবস্তুনঃ বাসনাদির্নাস্তি জ্ঞানমপি আধারাভাবাৎ।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিভিন্ন অন্য কাহার বাসনাদি হয় না।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরিনাং বস্তুজ্ঞানং নাস্তি। ইন্দ্রিয়াভাবাৎ বস্তুজ্ঞানস্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বাচ্চেতি ধ্যেয়ং॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখপ্রভৃতি থাকে না এবং শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকে না।

কর্ত্তৃধর্ম্মানিয়ন্তারশ্চেতিতাচ স এব নঃ। অন্যথানপবর্গঃস্যাদসংসারোঽথবা ধ্রুব ইতি কুসুমাঞ্জলি কারিকায়াঃ কৃতি সমানাধিকরণাস্তাবদ্ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বেষাচ্ছাদয়ঃ ভোগস্য কৃতি সামানাধিকরণ্যাৎ এবং চেতিতা সএব কৃতিমানেব নোঽস্মাকং মতঃ চেতনোঽহং করোমীতি প্রত্যয়বলাদিতি ব্যাখ্যানাৎ। এবং বুদ্ধ্যাদি ষটকং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা॥ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দশেতি। শরীরাসত্ত্বে ত্বাত্মনঃ॥ যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষনং। সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিন ইতি ভাগবতবচনেন অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি শ্রুতিবচনেন চ বাসনাসুখদুঃখাদেন সম্ভবঃ। ইন্দ্রিয়ং বিনা জ্ঞানস্যাপি ন সম্ভবঃ॥ সংসারো মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনেত্যর্থঃ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুই অচেতন, অতএব বস্তুতে বাসনাক্রোধাদির সম্ভব হয় না, অচেতন বস্তু ঘট পটাদি কখনই ক্রোধ লোভাদি কিছুই করিতে পারে না এবং সুখদুঃখাদি বোধও করিতে পারে না, (তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো মম মায়য়া, সুখ্যহং দুঃখ্যহং চেতি স্বয়মেবাভিমন্যতে) ইত্যাদি বচন দ্বারা আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি বোধ আত্মাই করেন এবং অপকার শ্রবণাদি দ্বারা ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাহা অচেতন বস্তুর সম্ভব নাই, আর শরীরে জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান থাকিতে শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই থাকে, যেহেতু আত্মা যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখন শরীরে জ্ঞান থাকে না, যদি শরীরমাত্রে জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তখনও জ্ঞান থাকিত, অতএব (শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ) ইত্যাদি নৈয়ায়িকগণ কহেন, ফলতঃ জ্ঞানপদার্থ পরমেশ্বরে আর তাঁহার অংশ আত্মাতে থাকে, অন্য আর কোন পদার্থে থাকে না, অতএব আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে আর দেহে চৈতন্যাদি থাকে না এবং আত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করে, তখনও সেই অশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতে বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখাদি বা জ্ঞান কিছুই থাকে না, যেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা বা শরীরচেষ্টা দ্বারা কৃতকার্য্যের ফল সুখ দুঃখাদি তখন ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, সুতরাং সুখদুঃখাদি জন্মাইতে পারে না এবং অপকার শ্রবণাদি জন্য বা দর্শনাদি জন্য ক্রোধ জন্মে তখন শ্রবণ দর্শনাদির অভাব হেতু তাহাও জন্মাইতে পারে না এবং

জ্ঞানও জন্মে না, যেহেতু জ্ঞান দুই প্রকার অনুভব আর স্মরণ, অনুভব চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি শাব্দ, ইহার মধ্যে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ চক্ষু প্রভৃতি না থাকিলে হয় না সুতরাং তৎকালে সম্ভব নাই এবং কোন চিহ্ন দর্শন না হইলে অনুমিতি হইতে পারে না, সদৃশ বস্তু দর্শন ব্যতিরেকে উপমিতি হয় না এবং শাব্দ বোধের প্রতি পদজ্ঞান কারণ, পদজ্ঞানের প্রতি শ্রবণেন্দ্রিয় কারণ অতএব শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে শাব্দ বোধ হইতে পারে না এবং স্মরণ হইতে পারে না যেহেতু জ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্বঙ্মনঃ সংযোগ কারণ ত্বঙ্মনঃ সংযোগ সংযোগ ব্যতিরেকে স্মরণ বা মানস প্রত্যক্ষের সম্ভব নাই, তখন ত্বগিন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই সুতরাং স্মরণ জন্মে না অতএব (ত্বচো যোগো মনসাজ্ঞানকারণং) ইতি। অতএব (মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ) এই বাক্য সুসঙ্গত হইল। যদ্যপি (গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ) ইত্যাদি বচন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মার গমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তথাপি ইন্দ্রিয় দেবতা বা ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত আত্মার গতি হয়, নচেৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দর্শনাদি শক্তির আশ্রয় স্থান যায় না এবং চক্ষুরাদি উপহত হইলে যখন তাহার শক্তি আত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকিলেও দর্শনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, তখন কেবলমাত্র শক্তিসত্ত্বে ইন্দ্রিয়াদিরূপ আধার স্থান ব্যতিরেকে মরণের উত্তর কিরূপে হইবে ?

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বাসনাদের্ম্মনোধর্ম্মত্বান্মনসঃ শরীরস্থত্বাচ্ছরীরিণং বিনা নাস্তি ক্রোধাদেজ্জ্ঞানস্য চাবসরঃ। প্রমাণং। বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মন ইত্যাদি শ্রীভাগবতোক্ত্যা। মনসঃ শরীরস্থত্বং। যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ॥ অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতমিতি। ভাগবতেন বাসনায়ামনোধর্ম্মত্বং॥ সদুক্তির্ব্বা কটুক্তির্ব্বা কোপঃ সন্তোষ এব চ। লোভমোহশ্চ কামশ্চ ক্ষুৎপিপাসাদিকঞ্চ যৎ। স্থৌল্যং কার্শ্যঞ্চ নাশশ্চ দৃশ্যাদৃশ্যং সমুদ্ভবং॥ সর্ব্বং শরীরধর্ম্মঞ্চেতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তজন্মখণ্ড ২২৪ অধ্যায়, নিদ্রা তন্দ্রা দয়া লজ্জা স্বেচ্ছাশ্রদ্ধেত্যাদি, যাতে স্বামিনি যান্ত্যেতে নরদেবমিবানুগা ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

শরীরমন্তরেণ জন্যজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাবাৎ। অহঙ্কারাত্মক মনোবৃত্তয়ো বাসনাদয়োপি শরীরিনং বিনা নাবতিষ্ঠন্তে, তেষাং মনোনিয়মাত্বাৎ। মনসোপি আত্মনোহংশত্বং একধেতি পূর্ব্বোক্তবচনাৎ॥ প্রমাণং মনুঃ তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ। দশলক্ষণযুক্তস্য মনোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকমিতি॥ তস্মাৎ যৎপুরুষোমনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি তৎকর্ম্মণা চোপপাদয়তীতি তৈত্তিরীয়ে। মনোবশে সর্ব্বমিদং বভুব, নান্যস্য মনোবশমিযায়, ভীষ্মোহি দেবঃ সদৃশঃ সহীয়ানিতি শ্রুতিঃ॥ মনোবশেনোহভবন্ স্ম দেবা ইতি চ শ্রুতিঃ। মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতং॥ লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ইতি একাদশে। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে ইতি গীতাসু॥ মনঃ সংযমাভাবে দোষমাহ " ধ্যায়ত ইতি " ইতি স্বামি চরণাঃ। সংকল্প প্রভবান্ কামানিতি চ তত্রৈব॥ অসংকল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাদিতি

সপ্তমস্কন্ধে। রজোযুক্তস্য মনসঃ সংকল্পঃ সবিকল্পকঃ ॥ ততঃ কামোগুণধ্যানাদিত্যেকাদশে অতএ-বামরসিংহোপি সংকল্পঃ কর্ম্মমানসমিত্যাহ। শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ ॥ অহঙ্কারস্য দুঃখস্তে জন্মমৃত্যুর্মচাত্মন ইত্যেকাদশে। সুষুপ্ত্যাদৌ তেষামদর্শনাদিত্যাদি স্বামিপ্রদর্শিতা যুক্তয়শ্চ ॥ মনুঃ মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়মিতি। অহঙ্কারাত্মনাবস্থিতং ব্রহ্ম মন আবিশতি অহঙ্কারা-দুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ ইতি কুল্লূকভট্টঃ ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বাসনা শব্দেন ইচ্ছা সা চ দ্বিবিধা ফলেচ্ছা উপায়েচ্ছা চ ফলেচ্ছাং প্রতি ফলজ্ঞানং কারণং উপায়েচ্ছাং প্রতি ফলেচ্ছা জ্ঞানস্য আত্মধর্ম্মতয়া শরীরিভিন্নে বাসনাভাবঃ এবং ক্রোধং প্রতি দ্বেষস্য কারণত্বং সুখদুঃখং প্রতি চ অদৃষ্টস্য কারণত্বং অদৃষ্ট দ্বেষয়োশ্চ আত্মধর্ম্মতয়া আত্মভিন্নে ক্রোধাদ্যভাবঃ। শরীরিভিন্নে জন্য-জ্ঞানং নাস্তি শরীরিভিন্নে পরমাত্মনি নিত্যজ্ঞানং নাস্তি।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ভিন্ন অপর কোন বস্তুর বাসনা, ক্রোধ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সম্ভবে না এবং শরীর না থাকিলে জ্ঞানও সম্ভবেনা ঈশ্বর পক্ষে পুরণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম কহিয়া শরীর স্বীকার করত তাঁহার বাসনাদি ও জ্ঞান স্বীকার করিতেছে। বেদ শাস্ত্রে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া শরীর শূন্য কহিতেছে। যথা ' অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ' ইত্যাদি কিন্তু নির্গুণ কহিয়াও যে ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি স্বীকার করে তাহা শক্তি ও শক্তিমতের ঐক্য স্বীকার করিয়া কহে। অস্মদীয় যুক্তিতে শরীর না থাকিলে বাস-নাদি সম্ভবে না।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) ব্রহ্ম অশরীরি, জ্ঞানস্বরূপ। তিনি বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত, সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম শরীর ব্যতীত সর্ব্বত্রেই আছেন।

(২) যদি লৌকিক জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাহার উত্তর এই যে, শরীরধারী জীবেতে সেরূপ জ্ঞান আছে, কিন্তু শরীরমাত্রেই যে তাহা থাকিবে এমত নহে ; কেন না জড়ের শরীর আছে অথচ জ্ঞান নাই।

(৩) যদি আরো প্রশ্ন হয় যে, জীবাত্মা বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিলে তাহার সেই অশরীরি অবস্থায় রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ জ্ঞান থাকিবে কি না ? তাহার উত্তর এই, যে স্থলে দেহ ত্যাগ হইলেও জীবের সূক্ষ্ম দেহ থাকে, সেই সূক্ষ্মদেহরূপ বীজ হইতে আবার কোন রূপ স্থূলদেহ হয়, সুতরাং দেহের অভাব থাকে না, অতএব শরীর ব্যতীত—একটি আধার ব্যতীত—উপাধি ব্যতীত জীবত্ব ব্যবহার অসম্ভব। তাহার আনুষঙ্গিক রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ ভোগও অসম্ভব, তাহাতে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকাও অসম্ভব।

(৪) তবে যদি জীবের বিদেহ মুক্তি হয়, তবে ত তাঁহার আর জীবত্ব ব্যবহার থাকে না। সে অব-

স্থায় তাঁহার শরীর থাকে না, ব্রহ্মেতে একনিষ্ঠা মতি ও মমতাবুদ্ধি স্থির হওয়ায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন শরীরে তাঁহার আত্মবুদ্ধি থাকে না। সে অবস্থায় তাঁহার আর স্থূল শরীর পরিগ্রহ হয় না এবং সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, "লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমুচ্যতে॥" ব্রহ্মাত্মরূপ যে লয় তৎ প্রাপ্তিজন্য সূক্ষ্মদেহস্থ সপ্তদশ লিঙ্গ লিঙ্গদেহ শব্দ বাচ্য হয়। আর "ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানেন শীর্য্যতে" ব্রহ্মেতে জীবের একাত্মজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তি বলে "শরীর" শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞানের অবস্থায় জীবের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ লয় প্রাপ্ত হয়, অথচ দেহ অভাবে ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহা স্বরূপাবস্থানমাত্র। (৩৮ প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরব্যতীতস্য সুখ-দুঃখজ্ঞানক্রোধাদযো ন বিদ্যন্তে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাবাৎ। উত্তমাঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুণ্ডলা। ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুমোক্ত শরীর লক্ষণানাক্রান্তস্য বৃক্ষাদেঃ সুখদুঃখাদি অন্তঃ সংজ্ঞা চ বিদ্যতে অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতা। ইতি মনূক্তেঃ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিণং বিনা অন্যত্র কস্মিন্নপি বস্তুনি বাসনাক্রোধসুখদুঃখাদয়ো ন বর্ত্তন্তে এতেষাং মনোধর্ম্মত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনএব॥ জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং নিত্যং বৃত্ত্যাত্মকঞ্চ নিত্যজ্ঞানং সর্ব্বব্যাপকং কিন্তু স্বচ্ছোপাধৌ অন্তঃকরণে তস্য স্ফূর্ত্তির্জায়তে ন চ অস্বচ্ছে ভিত্ত্যাদৌ। বৃত্ত্যাত্মকজ্ঞানন্তু চক্ষুরাদিসংযোগেন জায়তে। যথা, অয়ং ঘটঃ অয়ং পট ইত্যাদি। ইদমেব বৃত্ত্যাত্মকং জ্ঞানং অন্তঃকরণধর্ম্মতয়া প্রাগুক্ত শ্রুতৌ ধীশব্দেন প্রকটিতং সুতরামিদং শরীরাদন্যত্র নাবতিষ্ঠতে ইতি।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বাসনা, ক্রোধ ও সুখ দুঃখাদি হয় না, কারণ বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখ-প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, যথা শ্রুতি। "কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব॥

জ্ঞান দুই প্রকার, নিত্য ও বৃত্ত্যাত্মক নিত্যজ্ঞান সর্ব্বব্যাপি কিন্তু স্বচ্ছ উপাধি অন্তঃকরণে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়, যেমন দর্পণে মুখ দেখা যায়, ঐ জ্ঞান অস্বচ্ছ পদার্থ বৃক্ষাদিতে আছে, কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি হয় না। যেমন ভিত্তিতে মুখের প্রতিবিম্ব হয় না, আর বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান চক্ষুরাদি সংযোগ হইলে জন্মে, যেমন এই ঘট এই পট ইত্যাদি ঐ বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম তাহা উক্ত শ্রুতিতে ধীশব্দে লিখিত হইয়াছে, ইহা দেহ ব্যতিরেকে অন্যত্র থাকে না, সুতরাং ঐ বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান শরীর ভিন্ন অন্য বস্তুতে অবস্থান করে না।
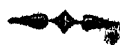
(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

অশরীরাবস্থায়াং জীবস্যাপি বুদ্ধিসুখদুঃখাদয়ো ন সন্তি তেষাং স্থূলশরীরাবচ্ছেদেনৈবোৎপত্তেঃ।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য শরীরিভিন্ন শরীরাণাং অশরীরিণাঞ্চ বাসনা ন জায়তে। বাসনালক্ষণন্তু বশিষ্ঠেনোক্তং। যথা, দৃঢ়ভাবনয়াত্যক্তপুর্ব্বাপরবিচারণং যদা দানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা। এতদ্রূপ বাসনা কেবলং মনুষ্যাণামেব ক্রোধাদয়স্তু উদ্ভিজ্জাতিরিক্ত ত্রিবিধ শরীরাণাং জায়ন্তে॥ জ্ঞানন্তু প্রমাজন্যা[illegible]ণবিশেষো যজ্জ্ঞানং তজ্জন্তুমাত্রস্যৈব নত্বন্যবস্তূনাং জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়পুরাণং॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিভিন্নে জ্ঞানবাসনাদয়ো ন সন্তি। কণাদভট্টাচার্য্যেণ বাসনাদয় আত্মনো বিশেষগুণা ইত্যুক্তং শরীরিশব্দেন শরীরাবচ্ছিন্নজীব উচ্যতে॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

সুখদুঃখাদি মনের ধর্ম্ম, বাসনা শব্দের অর্থ সংস্কার, সংস্কার মনের ধর্ম্ম শরীরের ধর্ম্ম নহে, কারণ সুসুপ্তিকালে মন কারণ শরীরে লীন হইলে, অতি পীড়াযুক্ত ব্যক্তিরও কোনই সুখদুঃখাদি থাকে না, জাগ্রতে মনের ধর্ম্ম শরীরাদিতে আরোপিতমাত্র। যথা, (কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা, অশ্রদ্ধা, ধৃতিঃ, অধৃতিঃ, ধীঃ, হ্রীঃ, ভীঃ, এতৎসর্ব্বং মন এব) এই শ্রুতিতে বাসনাদি সমস্ত অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া লিখিত আছে। জ্ঞান শব্দের অর্থ চৈতন্য, চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী পরন্তু জড় বস্তুতে তাহার প্রকাশ নাই, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীরেই তাহার প্রকাশ হয়। যথা, (চিত্রস্থ পর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে। সৃষ্টিস্থ মৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসস্তথা ন হি) ইত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

থাকিতে পারে না, তবে ঈশ্বর অশরীরী হইয়াও জ্ঞান স্বরূপ সে স্বতন্ত্র কথা।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ভিন্ন অন্য বস্তুতে সুখ দুঃখ বাসনা ক্রোধ থাকা সম্ভবে না; যেহেতু ইহারা অনুভবমাত্র; সেই অনুভব অহঙ্কার তত্ত্বের দ্বারা জীবাত্মাই বিবেচনা করেন। দেহাত্মবাদীদিগের এই মত, শরীরী ভিন্ন অন্যত্রে এ সকল থাকা সম্ভবে না যেহেতু মন ও বুদ্ধি এবং জ্ঞান ইহারা একস্থলেই বাস করেন।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ভিন্ন বস্তুর বাসনাদি হয় না কারণ বাসনাদি ইন্দ্রিয়াদি মনের কার্য্য তাহাদিগের মন নাই এবং

শরীরি ভিন্নের জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে, জ্ঞান সামান্যের প্রতি আত্ম মনঃ সংযোগের কারণতা তাহা তাহাদিগের নাই প্রমাণং। আত্মা মনসাযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েন তদাজ্ঞানং ইতি॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীতস্য বস্তুনঃ বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখ প্রভৃতয়ো ন ভবন্তি কিন্তু জ্ঞানস্তু সম্ভবতি। তথাহি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইত্যাদি শ্রুতেঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মে-ত্যাদি শ্রুতেশ্চ। ন্যায়নয়ে সম্ভবতি তথাহি। সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোঽপিশ্বরে ইত্যাদি॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ভিন্ন বস্তুনাং জ্ঞানাভাবান্ন বাসনা। আত্মন্যেব মনোযোগাৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে যতঃ। ন চান্তি মন এতেষাং নেন্দ্রিয়াণি তথৈবচ॥ অতক্রোধাদিকং সর্ব্বমেতেষাং নাস্তি যুক্তিতঃ। অত্র প্রমাণং॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়ন্তু পায্বাদি মনোনেত্রাদিধীন্দ্রিয়মিত্যমরকোষঃ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মন্যেব বাসনাক্রোধসুখদুঃখজ্ঞানাদীনি সন্তি ন তু শরীরে ইতি। প্রমাণং বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণাএতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥ শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচা-রতঃ। ইতি ভাষা পরিচ্ছেদ লিখনং॥

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরিণাং বস্তুনাং বাসনাদির্নাস্তি বাসনাদেরিন্দ্রিয়জন্যত্বেন অশরীরাদেস্তদভাবাৎ বাসনাদেরনুৎপন্ন-ত্বাৎ। কিন্তু নিত্যসুখন্তু অশরীরিণোঽস্তি ভট্টমতে নিত্যসুখ তৎ সাক্ষাৎকারস্যৈব মোক্ষপদার্থাভিধান-ত্বাৎ। যতোঽশরীরং বিনা নিত্যসুখাসম্ভবঃ। জ্ঞানন্তু অশরীরিণোঽস্ত অদ্বয়ং জ্ঞানং ব্রহ্ম তস্যৈব নিরা-কারত্বেনাশরীরিণঃ জ্ঞানসত্ত্বাৎ। অদ্বয়জ্ঞানস্য ব্রহ্মত্বে প্রমাণং, বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি ভাগবতবচনং।

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত অন্যের বাসনা ক্রোধাদি হয় না এবং শরীর ব্যতিরেকে জ্ঞানও থাকে না, কাষ্ঠাদিতে জ্ঞান বাসনাদির অনুভব হয় না বাসনাদি যাহা হইতে হয় যে সকল শরীরি সম্বন্ধে হয় কপিলযোগে শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হইয়াছে।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরাতিরিক্ত অশরীরি আকাশাদিতে বাসনা, ক্রোধাদি বা জ্ঞান থাকিতে পারে না, প্রমাণং মনো-

গ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষৌ মৃতিঃ কৃতিঃ" ভাষা পরিচ্ছেদ। মন দেহিতে থাকে, যথা " তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ ॥ দশলক্ষণযুক্তস্য মনোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্" মনু।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

ভূতেন্দ্রিয়মনোময়বিকারাপন্ন স্থূলদেহের কারণভূত জীবোপাধিধারী যে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম শরীর তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার পরিমাণাদি ও কোন আকারাদি নাই, অব্যক্তরূপী উৎপত্তি স্থিতি লয়শূন্য গুণ দ্বারা রচিত হইয়া আকার দৃষ্ট বা শ্রুতযোগ্য হইতেছে না। ঐ জীবোপাধি লিঙ্গদেহ মৃত্যুর পর ইহলোক হইতে লোকান্তর গমন করিয়া সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ভোগ করিয়া কর্ম্মাধীন পুনঃপুন দেহান্তর প্রাপ্তপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ইতি।

প্রমাণ যথা, দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্। ভুঞ্জানএব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমানিতি ॥ অস্যার্থঃ জীবোপাধিতয়া ভূতেন জাতেন লিঙ্গদেহেন লোকান্তরমনুব্রজন্ অবিরতং কর্ম্মাণি করোতি ইতি কর্ম্মণোঽসমাপ্তিরুক্তা॥ জীবোজীবেন নির্ম্মুক্তঃ জীবোজীবং বিহায় চ ইত্যাদি। অতঃপরং যদব্যক্তং অব্যূঢং গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টশ্রুতবস্তুত্বাৎ সজীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥ ইত্যস্য টীকা। স্থূলমুক্ত্বা সুক্ষ্মং বিশিনষ্টি অব্যক্তং সুক্ষ্মং অত্রহেতুঃ অব্যূঢগুণবৃংহিতং॥ ব্যূঢঃ করচরণাদিপরিণামঃ তথাপি অপরিণতা অব্যূঢ়াঃ তৈ গুণৈ বৃংহিতং রচিতং আকারবিশেষ রহিতত্বাৎ। যত্তু আকারবদ্বিশেষবস্তু তদস্মদাদিবৎ দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ ইন্দ্রাদিবৎ ইদন্তু ন তথা তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ স জীবো জীবোপাধির্লিঙ্গদেহঃ লিঙ্গদেহে জীবশব্দ প্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ॥ ননু স্থূলমেব ভোগায়তনত্বাৎ কিমন্যৎ কল্পনয়া ইত্যতআহ যদযস্মাৎ সুক্ষ্মং পুনর্ভবঃ পুনর্জ্জন্ম। উৎক্রান্তিগত্যা গতীনাং তেন বিনা অসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অতঃপরং সুক্ষ্মতমং অব্যক্তং নির্ব্বিশেষণং অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরমিতি॥ অস্য টীকা। স্থূলমুক্তা সুক্ষ্মশরীরমাহ। অতঃপরং অস্য কারণভূতং সুক্ষ্মতমং অতীন্দ্রিয়ং যতোঽব্যক্তং তৎ কুতঃ যতো নির্ব্বিশেষণং তৎ কুতঃ অনাদিমধ্যনিধনং উৎপত্তিস্থিতিলয়শূন্যং নিত্যং সদৈকরূপং অপক্ষয়াদি শূন্যমিত্যর্থঃ॥ ইতি শ্রীভাগবতে।

মতান্তরে। প্রাণাদি পঞ্চ ও মন বুদ্ধি এবং ত্বগাদি দশেন্দ্রিয় এই সপ্তদশাবয়ব দ্বারা সুক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয় তাহাতে অবিদ্যা নামক কারণ শরীরাভিমানী জীব থাকেন, তিনি প্রাজ্ঞ নামক হয়েন ঐ জীব ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে প্রাজ্ঞাদির ভোগ নিমিত্ত তমঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ আকাশাদি পঞ্চ উৎপন্ন হয় ঐ আকাশাদির সত্ত্বগুণাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্রাদি এবং মন জন্মিয়া থাকে, উক্ত মন বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্মনঃ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তির্বুদ্ধিরিতি পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পঞ্চভূত সকলের রজোগুণাংশ হইতে ক্রমে ক্রমে বাক্‌পাণীত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত রজোগুণসমষ্টি হইতে প্রাণ জন্মিয়া থাকে, প্রাণ বৃত্তিভেদে প্রাণ অপান ইত্যাদি পঞ্চপ্রকার হয়েন। মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যোপহিত প্রাজ্ঞপদবাচ্য অন্তঃকরণোপলক্ষিত লিঙ্গশরীরে তাদাত্ম্য অভিমান দ্বারা তৈজস নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরাদেশে উপাদান কারণভূত পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত উপর্য্যধোবিভাগে সপ্ত ভুবন অর্থাৎ ভূর্লোকাদি সপ্ত এবং তদধঃস্থিত অতলাদি সপ্ত লোক স্থিত আছেন, তত্র

স্থিত প্রাণিগণের ভোগযোগ্য অন্নাদি ও তত্তল্লোকে আচরিত দেহ সকল পঞ্চভূত দ্বারা ঈশ্বরাদেশে জন্মিয়া থাকে, সেই এক এক স্থূলশরীরাভিমানী তৈজস পদবাচ্য জীবসকলের নামই বিশ্ব, কিন্তু প্রকারভেদে দেবতীর্য্যক্‌নরাদি দেহধারী হইয়া সুখ দুঃখাদির ভোগ করিয়া থাকেন ইতি।

প্রমাণং যথা। পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধির্দ্দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ অবিদ্যাকামগস্তুন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা। সাকারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্‌॥ তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে। হিরণ্যগর্ব্ভঃ স্থূলেস্মিন্‌ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ। তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতীর্য্যঙনরাদয়॥ ইতি পঞ্চদশী লিখনং।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা, ক্রোধ, সুখ দুঃখাদি হয় না। শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তু অর্থাৎ শরীরাদি সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না, কারণ তাহাদের চৈতন্য নাই।

প্রমাণ যথা। শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ। ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ অতএব শরীরি আত্মারই সুখ দুঃখাদি হয়। বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম শরীর রূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ব্ভ বা প্রাণ বলা যায়; যেহেতু তিনি সূত্রের ন্যায় সকলে অনুস্যূত এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ক্রিয়া শক্তিবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাভিমানী। বাসনা হইতে ইচ্ছা হয়, অতএব বাসনা আত্মারই হয়। প্রমাণ যথা বেদান্তসারে। এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ব্ভঃ প্রাণ ইতি চোচ্যতে সর্ব্বানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াশক্তিমদপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতাভিমানিত্বাচ্চ ইতি।

ইহাতে অবগতি হয় যে, শরীরি আত্মারই সূক্ষ্ম শরীরে বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখাদি হয়, এতদ্ভিন্নের হয় না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শরীরি আত্মায় মন অবস্থিত, যেহেতু মন সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়বের এক অবয়ব সুখ দুঃখাদি মনোগ্রাহ্য। "মনোগ্রাহ্যং সুখদুঃখমিচ্ছা" ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

অতএব শরীরি ভিন্নের ঐ সকল হয় না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কেহও আপত্তি করিতে পারেন যে, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে সুখ দুঃখাদি হউক। কিন্তু তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি হয় না, কারণ নৈয়ায়িক মতে পরমেশ্বরে আটটা গুণ ব্যতীত সুখ দুঃখাদি নাই। "সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপি চেশ্বরে" অতএব তাহাতে সুখ দুঃখ দ্বেষ নাই কিন্তু ইচ্ছা আছে।

শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকা সম্ভব, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ঐতরোপনিষৎ॥

ব্রহ্মপদার্থ জ্ঞানময়, অতএব তাঁহাতে জ্ঞান আছে, অথচ তিনি শরীর নহেন, অতএব শরীরপদার্থ ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর পদার্থে জ্ঞান থাকা শাস্ত্রানুসারে সম্ভব; তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থে নাই। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদিগের বুদ্ধি অনুসারে সম্ভব কি না? তবে সকলকেই নাস্তিক হইয়া উঠিতে হয় ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণময় বিজ্ঞানময় মনোময় কোষত্রয়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ সূক্ষ্ম শরীরো ভবতি। তস্য শরীরস্য ভোগো ভবেৎ কেন রূপেণ ভবেৎ॥ স্থাল্যগ্নিপাতপয়সোভিতাপঃ তত্তাপযঃ তণ্ডুলগর্ভ বহ্নি ভূতেন্দ্রিয ইত্যাদি স্থাল্যা অগ্নিনাতাপা তমধ্যবর্ত্তিনঃ ক্ষীরস্য তাপঃ তস্য তাপা তণ্ডুলাং বহির্ভাগস্য তাপ তদ্গর্ভস্য রন্ধিঃ পাকঃ তথাহি নিদাঘানা দেহে তপ্তঃ ইন্দ্রিযানাং তাপঃ ততঃ প্রাণস্য ততো মনসঃ ইত্যেবং যথাযথং উহ্যং।

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

শরীর ব্যতীত অর্থাৎ জাব ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা সুখ দুঃখাদি হয় না এবং শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতেই জ্ঞান থাকে বেদান্ত মতে জ্ঞান মনের ধর্ম্ম নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান আত্মগুণ।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ন্যায়মতে তু শরীরিণং বিনা অন্যস্য বাসনা সুখ দুঃখাদযো ন ভবন্তি সুখদুঃখাদিরাত্মধর্ম্মত্বাৎ॥ বেদান্ত মতে তু সুখদুঃখাদযো মনো ধর্ম্মত্বেন মনোমাত্রস্থ ভবন্তি। নৈয়ায়িক মতে জ্ঞানস্থ ইন্দ্রিযাদি জন্যত্বেন বিষয়তাসম্বন্ধমাত্রে শরীরে তদতিরিক্তে চ জ্ঞানস্যাবস্থিতত্বং সম্ভবতীতি।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে শরীরি ভিন্ন যে মনোময কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ ইহাদের বাসনাদি হইয়া থকে। প্রমাণ পঞ্চদশী পঞ্চকোষ বিবেক। অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ। কামাদ্যবস্থযা ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ। ৬। লীনাসুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুযাদানখাগ্রগা। চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়-শব্দভাক্। রাগেচ্ছা সুখ দুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে। সুসুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাৎ বন্ধোস্তিনাত্মনঃ। আত্ম বোধে। আর শরীর ব্যতীত অন্য বস্তু যে শরীরি অর্থাৎ দেহী তাহাতে জ্ঞান থাকা সম্ভব। প্রমাণ গীতা তৃতীয় অধ্যায়। আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনোনিত্য বৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীতমুক্তাত্মার সুখদুঃখাদি হয় না। এতৎ প্রমাণং শ্রুতির্যথা। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি॥ শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকা সম্ভবে। অশরীরি পরমাত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপত্বেন অভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানং তত্রাস্তি॥ এতৎ প্রমাণং শ্রুতিঃ। যথা নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি। ন্যায়মতে পরমাত্মনি সমবায়াদি সম্বন্ধেন জ্ঞানং তিষ্ঠতি॥ পরমাত্মা অভিমানশূন্যতা-হেতুক অশরীরি এতৎ প্রমাণং সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছাযত্নোপি চেশ্বরে ইতি।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিনমন্তরেণ বাসনাদিকং নাস্ত্যেব জ্ঞানমপি ন সম্ভবতি, মনসোধর্ম্মত্বাৎ মনস্ত শরীরবৃত্তমেব নান্যত্রেতি মন্তব্যং ॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরং বিনা নান্যাশরীরিণি সুখজ্ঞানাদয়ঃ সম্ভবন্তি।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা ক্রোধ সুখ দুঃখ হয় না, কারণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত কখন সম্ভব হয় না তিথিতত্বে প্রমাণানুসারে যুক্তি দেখা যাইতেছে যে, নরঃ সম্বৎসরাৎ পরং, প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগ, দেহং প্রপদ্যতে ॥ এই বচনানুসারে ভোগদেহে সুখ দুঃখ জ্ঞান থাকে, কিন্তু ক্রোধ ইন্দ্রিয় ব্যতীত হয় না শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকিতে পারে, কারণ বেদান্তসারে আছে যে, সুক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং। সেই সুক্ষ্মাঙ্গ জীব সহ ভোগ করেন, তখন জ্ঞান থাকা সম্ভব।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতীত যেসকল বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের বাসনা ক্রোধ ও সুখ দুঃখ হয় না। এবং এবং শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে ঐ সৃষ্টি বস্তুনাং ভবতি এতদন্যাস্মিন্ বস্তৌ শরীর ব্যতীত ব্রহ্ম নিরাকার নাস্তিক মতে তস্মিন্ কস্যচিদপি ন।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

১ ক্ষিতি, ২ অপ্, ৩ তেজ, ৪ মরুৎ, ৫ ব্যোম, ৬ গন্ধ, ৭ রস, ৮ রূপ, ৯ স্পর্শ, ১০ শব্দ, ১১ নাসিকা, ১২ রসনা, ১৩ চক্ষু, ১৪ ত্বক্, ১৫ কর্ণ, ১৬ হস্ত, ১৭ পদ, ১৮ বাক্, ১৯ পায়ু, ২০ উপস্থ, ২১ প্রকৃতি, ২২ অহঙ্কার, ২৩ বুদ্ধি, ২৪ মনঃ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে যে যে শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে কেবল তাহাদের অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এই ত্রিবিধ, ষড়রিপু বিশিষ্ট জীব ভিন্ন অন্য পদার্থের বাসনাদি বৃত্তি নাহি, কেননা তাহা মনোধর্ম্ম, মনোহীন বস্তুতে সুতরাং তাহার অবস্থান সম্ভাব্য নহে। তবে বহুল তমোগুণাচ্ছন্ন বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জের যে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা কখন কখন প্রফুল্লতা দৃষ্ট হয় তাহা কেবল তাহাদের অভ্যন্তরে যে স্তোকমাত্র সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান আছে তাহার ধর্ম্মে ঘটিয়া থাকে যথাহ মনুঃ তমসাবহুরূপেন বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ। তদা বিশন্তিভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ মনশ্চাবয়বৈঃ সুক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যয়ং ॥ এস্থলে শুভাশুভ সংকল্প ও সুখাদি বোধ মনের কার্য্য কথিত হইয়াছে অতএব শরীরী জীব ব্যতীত অপর বস্তুতে বাসনার সম্ভব হয় না। কিন্তু

কিঞ্চিন্মাত্র সত্যগুণাংশ তরুগুল্মাদিতে থাকাতে তাহাদের কিছু সুখ দুঃখ বোধ থাকা প্রতীয়মান হইলেও বাসনা ক্রোধাদি না থাকা অব্যর্থানুমানসিদ্ধ। আমরা সতত দেখিতেছি যে, জীবগণ ভয়কালে বা অত্যুগ্র কোপ প্রাপ্তি সময়ে ভীতু অথবা ভীম হইলে তাহাদের নিত্য বাহ্যমূর্ত্তির কিছু বৈষম্য তৎকালে ঘটিয়া থাকে। তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ইনি ত্রস্ত বা কুপ্ত হইয়াছেন। বৃক্ষাদির তাদৃশ বৃত্তি থাকিলে তাহাদেরও তাদৃশী অবস্থা কখন দেখা যাইত। তাহা যৎকালে হইতেছে না, তৎকালে তাহাদের বাসনা কি ক্রোধাদি নাহি ইহাই যথার্থ।

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরি ব্যতিত অন্য বস্তুতে বাসনা ও ক্রোধ সুখ দুঃখাদি হয় না।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

" স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতং অবশ্যং ত্রিবিধোঽস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতঃ জ্বরঃ "। ইত্যাদি পঞ্চদশীয় বচনৈঃ শরীরস্য ত্রৈবিধ্যং তথা ত্রিবিধানাং শরীরাণাং ত্রিবিধোজ্বরোঽস্তীতি জ্ঞায়তে॥ যথা স্থূলশরীরজ্বরঃ " বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যা ব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ দুর্গন্ধত্বং কুরূপত্বং দাহভঙ্গাদয়স্তথা "। পঞ্চদশী লিঙ্গ শরীরজ্বরো যথা " কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যালিঙ্গদেহগাঃ জ্বরাদ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ "॥ পঞ্চদশ্যা কারণশরীরজ্বরো যথা। " স্বং পরঞ্চ নবেত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে আগামি দুঃখবীজঞ্চেত্যাদীন্দ্রেণ দর্শিতঃ "॥ পঞ্চদশী ইত্যাদি পঞ্চদশীয় বচনৈর্জ্বরাণাং ত্রযাণামেব শরীরাণাং স্বাভাবিকত্বাৎ সহোৎপন্নত্বাদিতি যাবৎ সুখ দুঃখকামক্রোধাদয়ঃ সর্ব্বে লিঙ্গ শরীরস্যৈব স্বাভাবিকা জ্ঞায়ন্তে অতঃ শরীরিণোঽন্যস্য তেক্রোধাদয় নৈব ভবন্তি। তর্হিমায়িনি পরমেশ্বরে যদিচ্ছাদয়োদৃশ্যন্তে তত্তস্যানন্তশক্তিত্বাৎ মায়াকার্য্যাদ্বা " আসীনোদূরম্ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত ইত্যাদি কঠোপনিষদ্বনং দ্রষ্টব্যং বস্তুতস্তু চিদাভাসেঽশরীরিণি ব্রহ্মণি স্বতঃ কোপিজ্বরো নদৃশ্যতে॥ যথা " চিদাভাসে স্বতঃ কোপি জ্বরোনাস্তি যতশ্চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেবদৃষ্টং ন চেতরৎ "। পঞ্চদশী ইত্যাদিনা চিদাভাসে শুদ্ধবুদ্ধ স্বভাবেঽশরীরিণি ব্রহ্মণি স্পষ্টমেব তেষাং জ্বরাণামসম্ভাবোদৃশ্যতে এবং শরীরিষু প্রায়শো জ্ঞানাদি ধর্ম্মিবুদ্ধি সম্ভাবাৎ পরম্পরাসম্বন্ধেন শরীরমপিজ্ঞানাধিকরণং দৃশ্যতে তথাপি " নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম " ইত্যাদৌ বিজ্ঞানপদেন জ্ঞানাশ্রয় এবোক্ত ঈশ্বরঃ সতু শরীরহীনঃ সুতরাং ন কেবলং শরীরমেব পরম্পরা সম্বন্ধেন জ্ঞানাধিকরণমীশ্বরেঽপিতদ্দর্শনাৎ ইত্যলং।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য শরীরিভিন্ন শরীরিণাং অশরীরিণাঞ্চ বাসনা ন জায়তে। বাসনালক্ষণন্তু বশিষ্ঠেনোক্তং যথা দৃঢ়ভাবনযাত্যক্ত পূর্ব্বাপর বিচারণং যদা দানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা এতদ্রূপ বাসনা কেবলং

মনুষ্যাণামেব ক্রো৷ উদ্ভিজ্জাতিরিক্ত ত্রিবিধ শরীরিণাং জায়ন্তে জ্ঞানন্ত প্রমাজন্য আত্মগুণ বিশেষোজ্ঞানং তজ্জন্তুমাত্রস্যৈব ভবতি নত্বন্যবস্তুনাং জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য ইত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

শরীরি ব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনাদি হয় না এবং শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতেই পারে না ॥২৪॥

[২৫] প্রশ্ন। সূক্ষ্ম-শরীর অস্থি মাংস রক্ত দ্বারা নির্ম্মিত কি অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং তাহার পরিমাণ কত? তাহাতে প্রাণ থাকে কি না? সূক্ষ্ম-শরীর মৃত্যুর পরে কোথা হইতে কিং কি উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়? যদি তাহাতে জীব থাকে তবে সে জীব কোথা হইতে আসিয়া মিলিত হয় এবং কিরূপেই বা পাপ পুণ্য ভোগ করে?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর অস্থি মাংস রক্ত দ্বারা নির্ম্মিত হয় না, অপঞ্চীকৃত ভূত দ্বারা প্রস্তুত হয়। যথা শঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধে।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ লিঙ্গশরীরের পরিমাণ অতিসূক্ষ্ম, তাহার নিশ্চয় হয় না, কেশাগ্রের শতভাগের এক ভাগও বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন যে শরীরে প্রবেশ করে, তখন তদাকার হয়। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ইত্যাদি॥

আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোপি দৃষ্ট ইতি শ্রুতেঃ। ইতি শ্রীধরস্বামী দশমে শ্রুত্যধ্যায়ে॥ স্বকৃতযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া তরতমতশ্চকাস্যানলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ ইতি॥ সূক্ষ্মদেহের মৃত্যু নাই, স্থূলদেহের সহিত সংযোগ বিচ্ছেদ হইলে তাহাকে মৃত্যু বলে।

যথা মনুঃ ১ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে, তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ। ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥ যদাণুমাত্রিকোভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥

যখন জীব অজ্ঞান দশায় ইন্দ্রিয় সহিত বহুকাল অবস্থিতি করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কোন কর্ম্ম করে না, তখন পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা

কর্ম্ম বায়ু ইহাদিগকে পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বলে, যখন জীব এই লিঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া স্থাবর বীজে প্রবেশ করে, তখন বৃক্ষাদি রূপ ধারণ করে, আর যখন জঙ্গম জীবে প্রবেশ করে, তখন মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করে, লিঙ্গদেহের নির্ম্মাণ ২৩ প্রশ্নে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গদেহাভিমানী জীব স্থূলদেহ নাশের সমকালীন কর্ম্মোপস্থিত অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই পাপ পুণ্য ভোগ হয়। যথা শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে ॥

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবিৎ ষোড়শ বিস্তৃতং। এষ চেতনয়াযুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥ অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি। হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি॥ যথা তৃণজলোকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ। ন ত্যজেৎ ম্রিয়মাণোপি প্রাগ্‌দেহাভিমতিং জনঃ। যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাং॥

রাজন্! পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ এবং ত্রিগুণ ও ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই প্রকারে চেতনার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকেই জীব বলা যায়। লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ স্থূলদেহ সকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে, আর ইহা দ্বারাই শোক, হর্ষ, দুঃখ, সুখ ও ভয় প্রাপ্ত হয়। যেমন তৃণ জলৌকা পূর্ব্ব তৃণ একেবারে ত্যাগ করে না, তৃণান্তর ধরিয়া ত্যাগ করে তাহার ন্যায় পুরুষ ম্রিয়মাণ হইলেও পূর্ব্ব দেহের আরম্ভক কর্ম্ম সকলের সমাপন দ্বারা যাবৎ অন্য দেহ অবলম্বন না হয়, তাবৎ পূর্ব্ব দেহাভিমান পরিত্যাগ করে না।

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর অস্থিমাংস রক্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত নহে কারণ উহা কেবল পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি বায়ু পাঁচটী মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ ঘটিত। পঞ্চদশ প্রকরণীতে ইহা প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। এই বচন দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ঘটিতত্বহেতু ইহাতে প্রাণ আছে এটা সহজেই বোধগম্য॥ আর দেখুন শরীর শব্দ ব্যাখ্যা উপলক্ষে ইহার তত্ত্বজ্ঞান নাশ্যত্ব উক্ত হইয়াছে যথা শীর্য্যতি তত্ত্ব বুদ্ধ্যানশ্যতীতি শরীরং অর্থাৎ এই সূক্ষ্ম শরীর জীবের আতত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত স্থায়ি সুতরাং ভৌতিক স্থূল রক্তমাংসাদি ঘটিত হইলে এতদূর স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইত না এই যুক্তিও এস্থলে চিন্তনীয়॥ এই সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ নির্ণয় করিতে যে সকল পদার্থ দ্বারা এই শরীর নির্ম্মিত সেই সকল পদার্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক কারণ সমবায়ি কারণস্থগুণাবলী কার্য্যে পরিণত হয় ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, সূক্ষ্ম শরীরের ঘটক যে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ধীন্দ্রিয় উহাদের সাবচ্ছিন্ন পরিমাণ তার্কিকেরা বলেন নাই এই নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীর কিম্পরিমাণ ইহা বিবেচনায় অগম্য, বিবেচনা করুন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিমাণ কত ইহার উত্তর পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম ইহা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে, অঙ্গুল্যাদি দ্বারা পরিমাণ করা সম্ভব হয় না। কেহ বলেন ঐ দেহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ যথা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গ ও অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষযম ইত্যাদি মহাভারত ইহার প্রমাণ ফলে ঐ সমুদায় শাস্ত্রে সূক্ষ্মশরীরের যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণতা উক্ত হইয়াছে ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতে পারে না কিন্তু তাহা হইলে ও অস্বীকারও করিতে পারিনা

কারণ অনির্ব্বাচ্যস্থলে শাস্ত্রার্থসিদ্ধ বা তদীয় কিঞ্চিদাভাষসিদ্ধও স্বীকার করাই উচিত। কেহ বলেন ঐ সূক্ষ্ম শরীর যদি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইল তাহা হইলে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে দুই একটা অবশ্যই দেখা যাইত, এসমুদায় তর্ক কর্ত্তব্য নহে, কারণ বায়ুবংশাধিক্য প্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ঐ শরীর অপ্রত্যক্ষ ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু উক্তরূপ মীমাংসানুসারে ঐ সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর পরেই নির্ম্মিত হয় এমত্বলা যায় না কিন্তু এই স্থূল শরীরের মধ্যে ঐ সূক্ষ্ম শরীর থাকে ইহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঐ সূক্ষ্ম শরীর অপ্রত্যক্ষ ইহা পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যথা স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে ইতি ভৌতিক স্থূলদেহের বিনাশ হইলে ঐ সূক্ষ্ম শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় না মুক্তি হইলে ইহার নাশ হয় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই অবিদ্যা পরিকল্পিত সূক্ষ্ম শরীরে জীবতাদাত্ম মোহ প্রযুক্ত নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ নিমিত্ত ঐ মায়া বিড়ম্বিত হইয়া ভৌতিক স্থূলাখ্য ভোগদেহ বারম্বার ধারণ করিতেছে যথা পঞ্চদশী, কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে নদ্যাং কীটাইবাবর্ত্তা-দাবর্ত্তান্তরমাশু তে মায়াবচ্ছিন্ন পরমাত্মা জীবনামে খ্যাত হইয়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত নদীতে কীট যেমন একটী আবর্ত্ত হইতে আর একটীতে পতিত হইয়া থাকে তদ্রূপ স্থূলাখ্য ভোগদেহ নাশান্তর আর একটী ভোগদেহ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ আমোক্ষ পর্য্যন্ত জীব নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে যথা ব্রজন্তোজন্মনোজন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃতিং জীব এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়া মায়া প্রযুক্ত ঘূর্ণিত হইতেছে কোনরূপেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে না। জীব যে মায়াবচ্ছিন্নত্ব হেতুক সূক্ষ্ম শরীরে অহঙ্কার ভ্রান্ত হইয়া নিরন্তর বাস করিতেছেন পঞ্চদশীতে ইহার প্রামাণ্য প্রতি-পাদিত হইতেছে, প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে ইতি মায়োপাধিক পরমেশ্বরস্তত্র শরীরে অহমিত্যভিমানেন তাদাত্ম্যাভিমানেন তৈজসত্বং হিরণ্যগর্ব্ভসংজ্ঞাং প্রপদ্যতে ইতি তট্টীকা॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবস্য তাবৎ শরীরত্রয়মস্তি স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতোত্থং ভোগায়তনং স্থূল শরীরং কারণশরীরস্তু সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবানিতি। অস্যার্থঃ সা অবিদ্যা কারণশরীরং স্যাৎ স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকারণভূত প্রকৃত্যবস্থাবিশেষত্বাৎ কারণমুপচারাৎ শীর্য্যতে জ্ঞানেন নশ্যতি চেতি শরীরং তত্র কারণশরীরে প্রাজ্ঞো জীবঃ অভিমানবান্ তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাহমিত্যভিমানবান্ সূক্ষ্মশরীরং যথা সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্য্যুতং প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূত সম্ভবং। ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবেচ্ছরীরমন্যদ্বিদু-রাত্মনোবুধাঃ॥ অস্যার্থঃ সূক্ষ্মশরীরভূতমুপাধিমাহ সূক্ষ্মমিতি॥ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ দশেন্দ্রিয়াণি চ তৈ র্মনো-বুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ পঞ্চভির্য্যুতং তত্র আকাশ বায়্বগ্ন্যপ পৃথিবীতি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতগত সাত্ত্বিকাংশে-ভ্যো মিলিতেভ্য উৎপন্নং সংকল্পবিকল্পাত্মকান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো মনস্তেভ্যঃ সাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলি-তেভ্য উৎপন্না নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্বুদ্ধিঃ অনয়োরেবানুসন্ধানাভিমানাত্মকযোশ্চিত্তাহঙ্কারযোরন্ত-র্ভাবঃ আকাশাদি পঞ্চসূক্ষ্মভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যোব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ উৎপদ্যমানানি শ্রোত্র ত্বক চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি আকাশাদি সূক্ষ্মভূতপঞ্চকানাং রজোংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ জায়মানানি বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাখ্যানি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি আকাশাদিপঞ্চসূক্ষ্মভূত-

গত রজোংশেভ্যো মিলিতেভ্যো জায়মানাঃ প্রাণোপানব্যানোদানসমানাখ্যাঃ পঞ্চপ্রাণা এতৈঃ সপ্তদশাবয়বৈর্যুতং অপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং অপঞ্চীকৃতেভ্য আকাশাদিপঞ্চভূতেভ্য উৎপন্নং যদন্যৎ পূর্ব্বোক্ত স্থূল শরীরাদ্বিলক্ষণং লিঙ্গদেহাখ্যং ভোক্তুঃ সাধিষ্ঠান চিদাভাসস্য ইহপরলোকগমনাদিনা সুখাদেঃ সুখদুঃখাদ্যনুভবস্য সাধনমপি ভবেৎ ভবতি তদাত্মনঃ সূক্ষ্মং শরীরমিতি বুধাস্তত্ত্বজ্ঞা বিদুর্জ্জানন্তীতার্থঃ। মরণানন্তরং জীবঃ এবমুক্তপ্রকারেণ সূক্ষ্মশরীরেণ সহৈব পাপাধিক্যাৎ যাতনাদেহে প্রবিশ্য তদ্দেহে পূর্ব্ববদভিমানবান্ ভূত্বা যমযাতনা ভুঙ্ক্তে তদ্বিশেষো যথা শ্রীভাগবতে কর্ম্মবিপাককথনে॥ এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনযাঽস্তধীঃ॥ যমদূতৌ তদাপ্রাপ্তৌ ভীমৌসরভসেক্ষণৌ। স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ সকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥ যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্ব্বদ্ধাগলে বলাৎ। নয়তোদীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটাযথা॥ তযোর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ॥ পথি শ্বভির্ভক্ষমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্। ক্ষুন্নলটতৃপরীতোঽর্কদবানিলৈঃ সন্তপ্যমানঃ পথিতপ্তবালুকৈঃ॥ কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতশ্চলত্যশক্তোপি নিরাশ্রমোদকে। তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ॥ পথাপাপীয়সানীতস্তমসা যমসাদনং। যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নবচাধ্বনঃ॥ ত্রিভির্ম্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥ অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ। কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দ্দেহোপপত্তয়ে॥ স্ত্রিয়াঃ প্রবিশ্য উদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রিত ইতি। পুণ্যাধিক্যাৎ সূক্ষ্মশরীরেণ সহৈবোত্তমদেহং প্রাপ্য স্বর্গলোকে সুখানি ভুঙ্ক্তে॥ অতঃ সূক্ষ্মশরীরমেব উর্দ্ধাধো গমনদ্বারা পাপপুণ্যভোগসাধনমিতি॥

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

অস্থি মাংস রক্ত প্রভৃতি সপ্তধাতু হইতে স্থূল দেহ উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন প্রকার। সূক্ষ্ম শরীর যথা " পঞ্চ প্রাণ মনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং।" অপঞ্চীকৃত খপঞ্চ মহাভূত হইতে উত্থিত প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনোবুদ্ধি, দর্শনাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত দেহই সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহের অন্তর্গত পরিমাণ ষোড়ষ। কিন্তু বাহ্য গণনা করিতে গেলে যত জীব তত সূক্ষ্ম দেহ। শাস্ত্রে কহে যোনি, অশীতি লক্ষ কিন্তু প্রত্যেক প্রকার যোনিতে অসংখ্য অসংখ্য জীব সকল আছে। সুতরাং তাহার স্থির গণনা হয় না। সেই জীবের পরিমাণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বালাগ্র শত ভাগ, অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বের পরাকাষ্ঠা। শাস্ত্রে বলে পাপপুণ্য জীবের স্বতঃসিদ্ধধর্ম্ম নহে উহা শরীর কৃত সঞ্চিত হইয়া অভিমান বশতঃ জীবে অধ্যাস হয়, এবং সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ হয়। যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ সূক্ষ্ম দেহ ঘুচিবে না॥ সুতরাং দেহাভিমান প্রযুক্ত সূক্ষ্ম দেহের ভোগেই আত্মা পাপ পুণ্য ভোগ করে। জীবদ্দশাতে স্থূল দেহের অন্তরেও সূক্ষ্ম দেহ থাকে এবং স্থূল দেহ বিগমে পরলোক গামী আত্মার সঙ্গেও সূক্ষ্মদেহ থাকে অতএব মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয় তাহা নহে। উহাই জীবত্বের মূল। উহার ধ্বংসে যে ব্রহ্ম কারণ হইতে জীব জন্মে তাহাতেই লীন হয়। ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরং ন মাংসাদি নির্ম্মিতং সপ্তদশ লিঙ্গাত্মকং আগম মতে তু দীপকলিকাকারং তস্মিন্ প্রাণ সম্বন্ধোক্তি প্রমাণং সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈর্যুতমিত্যাদি রাম গীতাযাং মৃত্যোরনন্তরং জীবঃ দেহান্তরং প্রাপ্য ভোগং কুরুতে। প্রমাণং। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখাযা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তযোরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকসীতি মুণ্ডকোপনিষদি।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর অস্থি মাংসাদিনির্ম্মিত নহে, অহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ তন্মাত্র ঘটিত। সাংখ্য মতে মহদহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয পঞ্চতন্মাত্র ঘটিত। লিঙ্গ শরীরের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র তাহাতে প্রাণ থাকে মৃত্যুর পরে মনুষ্যের অন্য যে এক আতিবাহিক বায়ু প্রধান শরীর হয় অন্য প্রাণীর তাহা হয় না পূর্ব্বোক্তোপকরণ ঘটিত সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন মনুষ্যের জীব তাহাতে মিলিত হয় পরে যদি জীব অধিক দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে তবে পঞ্চ ভুত ভাগ হইতে যামি যাতনানুভবোচিত কঠিন স্থূল দেহ ধারণ করিয়া নরক ভোগ করেন এবং যদি পুণ্য অধিক করিয়া থাকেন তবে পৃথিব্যাদি ভুতযুক্ত স্থূল দেহ ধারণ করিয়া সুখানুভব করেন।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বায্বাকাশ তেজোভিস্ত্রিভিরেবসূক্ষ্ম শরীরোনির্ম্মিতঃ॥ তস্য পরিমানাভাবঃ। শরীরমেব গৃহ্নাতি তৎক্ষণাৎ আতিবাহিকমিতি সামান্যাভিধানাৎ॥ তত্র জীবো বিদ্যতে। তৃণজলৌকন্যায়েনাতিবাহিকদেহমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহং বিসৃজ্যতে॥ এতদ্রূপেণ জীবঃ ক্ষণমপি বিদেহোনাস্তি। ভোগদেহমাশ্রিত্য পুণ্যপাপেভুনক্তি চ॥ শুদ্ধিতত্ত্বে প্রমাণং বিদ্যতে বাহুল্যান্নোক্তং॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধি মনসী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি বেদান্তসারঃ। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভুতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি তট্টীকাকারঃ॥ এতেন সূক্ষ্মশরীরস্য সপ্তদশ পদার্থঘটিতত্বাৎ মাংসরক্তাদেরাশঙ্কা নাস্ত্যেব প্রাণঘটিতত্বেন তদধিকরণকপ্রাণসত্ত্বাশংকা নাস্তি তেষাং পরিমাণেনৈব তৎপরিমাণং তত্তু মৃত্যুত্তরং নোৎপদ্যতে স্থূলশরীরে বর্ত্তমানতয়া তেন সহৈবোৎপত্তি জীবস্তু ব্রহ্মাংশত্বেন পূর্ব্বমেব স্থূলশরীরেণান্বেতি॥ জীবস্য তু ব্রহ্মাংশত্বে প্রমাণং। একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদি র্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ ইতি ভাগবতবচনং। এবং মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি ভগবদ্গীতাবচনং। এবং তদেতৎ সুদীপ্তাৎপাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি। ইতি শ্রুতিবচনং॥ ভাবা জীবা ইতি ভাষ্যব্যাখ্যানঞ্চ। আত্মনস্তু মৃত্যোঃ পরং শরীর পরিগ্রহো ভবতি॥ তৎক্ষণাদেবগৃহ্নাতি শরীর-

মাতি বাহিকং। উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ। এবং আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥ এবং প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব। ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥ প্রেতপিণ্ডা নদীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং শ্মাশানিকেভ্যোদেবেভ্যো আকল্পাং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনাঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ ইত্যাদি শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ। আতিবাহিকদেহস্তু বায়ুময়ঃ শ্মশানস্থোনিরালম্বো বায়ুভূতোনিরাশ্রয় ইতি বচনাৎ অতএব জলীয়দেহোবরুণলোকে প্রসিদ্ধঃ তৈজসদেহঃ সূর্য্যলোকাদৌ প্রসিদ্ধঃ বায়বীয়দেহো বায়ুলোকাদৌ প্রসিদ্ধ ইত্যাদি নৈয়ায়িকবচনমপি সঙ্গচ্ছতে এবং কিন্তু দেহমযোনিজমিত্যপি সঙ্গচ্ছতে তদ্দেহস্তু মরণাদেব জায়তে ইত্যতঃ। ততঃ পূরকপিণ্ডদানেন (শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা) দ্বিতীয়েনতু কর্ণাক্ষিনাসিকঞ্চ সমাসতঃ। গলাংশভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তথাক্রমাৎ॥ চতুর্থেনতু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ। জানুজঙ্ঘে তথাপাদৌ পঞ্চমেনতু সর্ব্বদা॥ সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তুনাড়য়ঃ। দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেনতু॥ দশমেনতু পূর্ণত্বং তৃপ্ততাক্ষুদ্বিপর্য্যয় ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতব্রহ্ম পুরাণবচনাৎ) প্রেতদেহোৎপত্তিঃ ততঃ সপিণ্ডনাৎ ভোগদেহোৎপত্তিরিতি॥ এতৎ সর্ব্বং শরীরং হস্তপাদাদি যুক্তমযোনিজমেবৌর্দ্ধদৈহিকক্রিয়াজনাং প্রাগুক্তবচনসমূহাৎ প্রতীয়তে॥ যথা বৃশ্চিকাদের্গোময়াদ্যুৎপত্তিরেবং পেশস্কৃৎকৃতস্য কীট বিশেষস্য তদ্রূপ চিন্তনেনৈব জরায়ু প্রভৃতিং বিনোৎপত্তিস্তথাতেষাং দেহানামুৎপত্তিরৌর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদিভিরেব। আত্মনস্তু দেহপরিগ্রহে প্রমাণং॥ দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথাদেহান্তর প্রাপ্তিরিতি ভগবদ্গীতাবচনং॥ মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানি বাশয়াদিতি তদ্বচনং॥ একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈবেতি প্রাগুক্তবচনঞ্চ। জীবোহ্যস্যানুগোদেহোভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ। তন্নিরোধোঽস্যমরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভব ইতি ভাগবত বচনঞ্চ দেহিনস্তু পুণ্যেন স্বর্গাবাপ্তিঃ পাপেন নরকাবাপ্তিঃ পাপপুণ্যাভ্যাং মনুষ্যলোকে দেহধারণং॥ তত্র প্রমাণং। অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেনপাপং উভাভ্যাং মনুষ্যলোকমিতিশ্রুতিঃ এবং ইষ্টেহদেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতিযাজ্ঞিকাঃ॥ ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ স্বনির্জ্জিতান্। স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে॥ গন্ধর্ব্বৈর্ব্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশ ধৃক্। তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে॥ ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিত ইতি ভাগবতবচনং। নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তম ইতি তদ্বচনঞ্চ। ইহতু পুনর্ভবেতে উভয়শেষাভ্যামিতি তদ্বচনাচ্চ স্বর্গনরকভোগানন্তরং পুনরিহদেহধারণং আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি ভগবদ্গীতাবচনাচ্চ সমোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥ নাস্য ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতীতি শ্রুতিবচনে ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা জীবস্যমোক্ষাদর্শনাচ্চ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, পায়ু, উপস্থ, পাণি, পাদ, বাক্য, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,

বুদ্ধি, মনঃ, সূক্ষ্মরূপে স্থূল শরীর মধ্যে এই সপ্তদশটি যে বস্তু আছে ইহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর ইহা বেদান্তশাস্ত্রে কহে নচেৎ মুখ সপ্তম হস্তপাদাদি বিশিষ্ট আর একটি সূক্ষ্ম শরীর যে মরণোত্তর নির্ম্মিত হয় তাহার প্রমাণ নাই এবং ইহা অস্থি মাংসাদি দ্বারা নির্ম্মিত নহে এবং ইহার পরিমাণেরও প্রমাণ নাই ইহা মৃত্যুর পরেও নির্ম্মিত হয় না স্থূল শরীরের সহিত মিলিত হয় ইহা প্রাণাদি পঞ্চকময় ইহাতে আর প্রাণ থাকে না। কিন্তু মৃত্যুর পর মনুষ্যগণের বায়ুময় আতিবাহিকদেহ শ্মশান স্থানে উৎপন্ন হয় পশ্চাৎ পূরক পিণ্ডদান বশতঃ প্রেতলোকে প্রেতদেহ ধারণ হয় তাহা হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট পশ্চাৎ সপিণ্ডন কার্য্য বশতঃ দিব্যদেহ বা নারকদেহ স্বীয় পুণ্য পাপানুসারে উৎপন্ন হয় আর যদি পাপ পুণ্য উভয় থাকে তাহা হইলে এই মনুষ্যলোকে মাতৃ গর্ব্ভাদিতে দেহ ধারণ করে এবং স্বর্গ বা নরক ভোগাবসানেও পুণ্যবান্ বা পাপী ইহলোকে দেহ ধারণ করে এইরূপ পুনঃ পুনঃ জীবগণ গতায়াত করে মুক্ত হইতে পারে না যখন তত্ত্বজ্ঞান জীবের উদয় হইবে তখন জীব বিমুক্ত হইবে ইহা শাস্ত্রকারগণ কহেন। নরক স্থানে মাংস ছেদনাদি উক্ত থাকাতে নারকদেহ মাংসাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং সূর্য্যালোকাদিতে তৈজসদেহ ধারণাদি উক্ত হওয়াতে তাহা বিজাতীয়দেহ তাহাতে প্রাণাদি সকলই থাকে এই সকলদেহ ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া এবং স্বীয় কর্ম্ম জন্য হয় এবং সকলদেহই পঞ্চভূতান্যতম দ্বারা নির্ম্মিত হয় কিন্তু জরায়ু প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন হয় না, জীবই এই সকলদেহ ধারণ বা ত্যাগ করে, জীবের সহিত মনঃ এবং ইন্দ্রিয় শক্তি সকল গমন করে শরীরান্তরে এই সকলের সহিত জীব সম্বন্ধ হয় ইহা শাস্ত্রকারগণ কহেন। এই সকল প্রমাণানুসারে ব্যক্ত হইতেছে যবন ম্লেচ্ছাদির মরণোত্তর শ্মশান স্থানে (কবর স্থানে) যে আতিবাহিকদেহ হয় তাহা আকল্প থাকে, তাহাদের যেহেতু পূরক পিণ্ডাদি দান কিছুই নাই অতএব তাহারা যে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে না তাহাও সঙ্গত এবং যবনেরা কহে যে শ্মশান স্থানে (কবর স্থানে) মৃত ব্যক্তি থাকে কল্পান্ত সময়ে বিচার দিনে পরমেশ্বর আসিয়া বিচার করিবেন তাহাও সঙ্গত, সেই দিন যাহা হয় হইবে অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে পর সৃষ্টিতে পুনর্জ্জন্ম ধারণ করিতে হইবে॥

বস্তুতঃ কেবল যুক্ত্যনুসারে ইহা সঙ্গত হয় না, জরায়ু প্রভৃতি ব্যতিরেকে হস্তপাদাদি বিশিষ্ট শরীর হওয়া কার্ মনে বিশ্বাস হইবে। যখন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পরলোক স্বীকার করিতেছে তখন অবশ্যই বিশ্বাস হয় এবং (অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ) ইত্যাদি শ্রুতি বচন দ্বারা এবং যুক্তি দ্বারা শরীর না থাকিলে আত্মার যখন সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভব হয় না তখন শাস্ত্র লিখিত শরীর ধারণ দ্বারা সুখদুঃখানুভবই যুক্তিযুক্ত। ইহলোকে যখন (দুঃখাসম্ভিন্নসুখ) অর্থাৎ দুঃখ রহিত সুখ অথবা (সুখাসম্ভিন্ন দুঃখ) অর্থাৎ সুখ শূন্য দেহ জন্য দুঃখ নাই তখন কেবল পুণ্যমাত্রকারি ব্যক্তির ইহলোকে ভোগ হইবার অসম্ভবহেতু স্বর্গ স্বীকার করিয়াছেন এবং কেবল পাপমাত্রকারির ভোগার্থ নরক স্বীকার করিয়াছেন, ইহলোকে সুখ দুঃখ উভয়েই যখন সময় বিশেষে মনুষ্যগণের উদয় হয় তখন মিশ্রিত পাপ পুণ্য উভয়ের ভোগ এই মনুষ্যলোকে হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করিতেছে, কেহ কেহ পরোপকারাদি ধর্ম্মকার্য্যপ্রভৃতি করিয়া ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করিতেছে, অতএব যদি পরলোকে স্বর্গীয় সুখ বা নরক যন্ত্রণা লাভ না করে, তাহা হইলে জগদীশ্বর রাজ্যে যাদৃশ অবিচার তাদৃশ অবিচার পৃথিবীতেও

দৃষ্ট হয় না, অতএব বেদে লিখিত হইয়াছে, (অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃপুন র্বশমাপদ্যতে মে) যাহারা পরলোক স্বীকার না করে, তাহারা যমযন্ত্রণা ভোগ করে।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং নাস্থ্যাদিময়ং তদতিরিক্তবস্তুজাতং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতং তত্র প্রাণোঽস্তি পঞ্চমাত্রাভিরুৎপন্নং স্থূলশরীরান্তর্ব্বর্ত্তি জীবস্তত্রৈব তিষ্ঠতি। এতত্তু যাতনাশরীরং পাপিনামেব স্বর্গিণামন্যত্তত্তু ভূতনির্ম্মিতমিতি॥

প্রমাণং। পঞ্চভ্যএব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাং। শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবমিতি মনু দ্বাদশাধ্যায় অস্য টীকা॥ জরায়ুজদেহব্যতিরিক্তং দুঃখসহিষ্ণু পীড়ানুভবপ্রযোজকং শরীরং পরলোকে জায়ত ইতি কুল্লুকভট্টঃ॥ বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলমিতি শ্রীভাগবতং॥ সাবিত্র্যুবাচ। স্বদেহে ভস্মসাদ্ভূতে যান্তি লোকান্তরং নরাঃ। কেন দেহেন বা ভোগং ভুঞ্জতে চ শুভাশুভং। সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহোন নশ্যতি॥ দেহোবা কিম্বিধো ব্রহ্মন্ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হতি॥ যম উবাচ। শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমং॥ পৃথিবীবায়ুরাকাশস্তেজস্তোয়মিতি স্ফুটং। দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরং॥ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণস্তু যোজীবপুরুষঃ কৃতঃ। বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহন্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে॥ স দেহোনভবেদ্ভস্ম জলদগ্ধৌ যমালয়ে ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং। তৈরেব চারভোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনা ইতি মনোর্দ্বাদশাধ্যায় বচনদ্বয়েন পুণ্যপাপভোগার্থং শরীরদ্বয়মিতি স্ফুটিতং॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরং নাস্থিমাংসাদিনা নির্ম্মিতং, অপিতু পঞ্চতন্মাত্রেণৈব। তস্য পরিমাণমঙ্গুষ্ঠমাত্রং তস্মিন্ প্রাণাস্তিষ্ঠন্তি, তেন সহৈব স্থূলশরীরে জীবো বসতি বিযুজ্যতেচ, প্রমাণানি পঞ্চভ্যএব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাং॥ শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবমিতিমনুঃ। ভূতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বাসনা কর্ম্মবায়বঃ॥ অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্টমৃষিসত্তমৈরিতি সনন্দঃ। ব্রহ্মপুরাণে পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যোজ্যতে ইতি কুল্লুকভট্টধৃতমেতদ্বচনদ্বয়ং এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎষোড়শবিস্তরং॥ এষ-চেতনয়াযুক্তোজীব ইত্যভিধীয়তে। অনেন পুরুষোদেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি ইতি॥ তদেতৎষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎধত্তে ইতি শ্রীভাগবতে। এতেন লিঙ্গশরীরমেব জীবত্বমিতি প্রতিভাতি॥ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়েৎ॥ শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাদি গীতাসু। পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং॥ অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি বেদান্তসার সুবোধিন্যাং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহাহাকুর্ব্বন্ কলেবরাৎ যদৈব নীয়তেদূতৈর্যামৈর্বীক্ষ্য স্বকং গৃহমিতি গারুড়ে পঞ্চমাধ্যায়ে॥ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণঞ্চ যোজীবপুরুষঃ কৃতঃ। বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহং তং তদ্রূপং ভোগহেতবে॥ সদেহো ন ভবেদ্ভস্ম জলদগ্ধৌ যমালয়ে ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ

পুরুষইমাং পদ্ধতিতে মহীমিতিমন্ত্রশ্চ। যদাণুমাত্রিকোভূত্বা ইত্যাদি মনুবচনাৎ তস্য যাতনাভোগ সময়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং অন্যত্রাণুত্বমিতি ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরং নাস্থিমাংসনির্ম্মিতং স্থূল শরীরীয়মনোবুদ্ধ্যাহংকারপ্রাণবায়ু দশেন্দ্রিয়অপঞ্চীকৃত ভূতাদিকমেবং পরিমাণশূন্যং তত্র প্রাণাঃ সন্তি জীবোপ্যস্তি এতচ্ছরীরং ন সর্ব্বসম্মতং ত্রিদণ্ডিনো বেদান্তিনঃ সম্মতমেব। স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন ভোগএব সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্নভোগঃ স্থূলশরীরে যদা আত্মা প্রবিশতি তদৈব তত্র প্রবিশতি। সূক্ষ্মশরীরস্য স্থূলশরীরাবয়বত্বং ন তু স্বাতন্ত্র্যং রামগীতায়াং। সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিরহংক্রিয়েন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং॥ ভোক্তুং সুখাদেরপি সাধনং ভবেৎ শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনোবুধাঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেচ॥ ঋতুকালে যদা শুক্রং নির্দ্দোষং যোনিসংস্থিতং। তদা তদ্বায়ুনাস্পৃষ্টং স্ত্রীরক্তেনৈকতাং ব্রজেৎ। বিসর্গকালে শুক্রস্য জীবঃ করণসংবৃতঃ॥ ধ্রুত্যাপ্রবিশতে যোনিং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্নিযোজিতঃ ইত্যুক্তং॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু। মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্॥ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া, সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর হয়॥ এই শরীরে অস্থি, মাংস ও রক্তাদির সহিত সম্বন্ধ নাই। যথা ‘পঞ্চ প্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং’॥ সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ উক্ত হয় নাই। তাহাতে প্রাণবায়ু থাকে না, প্রাণবায়ু স্থূল শরীরে থাকে॥ প্রথম মনুষ্যাদি সৃষ্টি সময়ে ভগবানের ইচ্ছানুসারে পূর্ব্বোক্ত উপকরণ দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয় ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে জীব অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহাদি ধারণ করেন। জীবের মুক্তি না হইলে ঐ সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস হয় না। জীবাত্মা উক্ত লিঙ্গশরীর অবলম্বন করত ইহলোক ও পরলোকে গতায়াত করেন॥ ইহলোকে অপর পাঞ্চভৌতিকদেহ ধারণ করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। মৃত্যুর পর অপর আতিবাহিকাদিদেহ আশ্রয় করত পাপ পুণ্যে ফলভোগ করেন॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর অস্থি মাংস রক্ত-দ্বারা নির্ম্মিত নহে। উহা সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সত্ত্ব ও রজ অংশ দ্বারা নির্ম্মিত * (বেদান্তসারে বরাত দিলাম) তাহা সূক্ষ্ম সুতরাং সূক্ষ্মরূপই তাহার পরিমাণ। পার্থিব কোন তুলনা দ্বারা তাহার পরিমাণ ব্যক্ত অসম্ভব। শাঃ সূঃ ৪, ২, ৯। “সূক্ষ্মং প্রমাণঞ্চ তথোপলব্ধে” সূক্ষ্মশরীর অতিসূক্ষ্ম তাহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। সাংখ্যসূত্র ৩.১২ “অণুপরিমাণং তৎকৃতি শ্রুতেঃ” তাহার আকৃতি অণুপরিমিত অর্থাৎ যত দূর সূক্ষ্ম হইতে পারে; ইহা শ্রুতিতে আছে। তাহা জীবের ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সূক্ষ্ম শক্তির সমষ্টিমাত্র, সুতরাং সূক্ষ্মের এক-

---

* পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতোদ্ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ (আত্মানাত্ম বিবেকে)

শেষ। "অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা" (শাঃ সূঃ) সূক্ষ্মশরীরের "উষ্মা" কি না, তেজ দ্বারা স্থূল শরীরে উষ্ম বা তেজ উপলব্ধি হয়। পঞ্চধা প্রাণ ঐ সূক্ষ্মদেহের সপ্তদশ অবয়বের পাঁচটি অবয়ব পূরণ করে, সুতরাং সূক্ষ্মদেহে প্রাণ থাকে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন "সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" প্রাণাদি পঞ্চ" প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কেবল মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণবৃত্তি ত্রয়ের সামান্য অর্থাৎ সংযোজিত বৃত্তিমাত্র। উহারা বায়ুর ন্যায় গতিশীল বলিয়া উহাদিগকে বায়ু কহে; কঃ সূঃ ২, ৩১, সাংখ্যমতেও সূক্ষ্মদেহ সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট, "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং" সূক্ষ্মদেহ সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টি। কঃ সূঃ ৩।৯, যথা (মন সহিত) ১১ ইন্দ্রিয় ৫ পঞ্চতন্মাত্র এবং বুদ্ধি, বেদান্তমতের সহিত সাংখ্যের প্রভেদ এই যে, বেদান্তে ৫ তন্মাত্র নাই এবং সাংখ্যে ৫ প্রাণ নাই। সমাধান এই যে, সাংখ্যমতে ৫ প্রাণ মনোবুদ্ধির অন্তর্গত আর ৫ তন্মাত্র গ্রহণের কারণ এই যে, সাংখ্য ইন্দ্রিয়গণ ও মনোবুদ্ধিকে অভৌতিক বলেন, কিন্তু অভৌতিক হইলে তাহারা পরলোকে যাইতে এবং ভাবি স্থূলদেহের বীজ হইতে পারে না বিধায় সাংখ্যকার পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতকে উহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত ইন্দ্রিয় মনাদিকে ভৌতিক বলায় সে যোগসিদ্ধই আছে, সুতরাং বিরোধ হইল না। এতাবতা প্রাণ যে সূক্ষ্মশরীরে থাকে, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। প্রত্যেক প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে ভগবানের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি হইতে তাহাতে লীন চিৎস্বরূপ জীব, অদৃষ্টবলে উৎপন্ন হয়, যথা গীতা "ভূমিরাপঃ ইত্যাদি" (৯ অধ্যায়) ঐ উৎকৃষ্ট প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে পরমাত্মার অংশ বলা গিয়া থাকে। জীবের ঐ সূক্ষ্মদেহ সৃষ্টিপরম্পরা প্রবাহরূপে জীবের সহিত যুক্তই থাকে এবং তাহাই জন্মজন্মান্তর ব্যাপী এক একটি স্থূল শরীর লাভ করে, সুতরাং তাহা এই স্থূলশরীরের মধ্যেই আছে মৃত্যুকালে তাহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয় না। জীব কেবল তদবচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ তাহা সঙ্গে লইয়া চলিয়া যানমাত্র। গীতা ১৫ ৮ "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" যে কালে জীব স্থূলদেহ ত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করেন, তৎকালে পরিত্যক্ত দেহের ইন্দ্রিয়শক্তি সমষ্টি স্বরূপ সূক্ষ্মদেহকে ও তদন্তর্গত সমুদয় সূক্ষ্ম শক্তিকে গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করেন। কিরূপে লইয়া যান? তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" "আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ" (ইতি স্বামী) বায়ু কুসুমাদির স্বস্থান হইতে গন্ধরূপী কুসুমাংশ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক যেরূপ গমন করে, জীব তদ্বৎ স্থূলদেহরূপ কুসুমের সূক্ষ্মাংশ স্বরূপ ইন্দ্রিয়শক্তিগণকে লইয়া পরলোকে যান। ফলে ঐ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন জীব স্থূলদেহ ধারণের প্রাক্কালে অন্নেতে অবস্থিতি করে। যথা, "অন্নাদ্বৈ প্রজা প্রজায়ন্তে" অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় (ব্রহ্মবল্লী ১।৩ এবং ৪ ও ২।১ "অন্নাদ্রেতঃ রেতসঃ পুরুষঃ" (ঐ ঐ) অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। "অন্নাদ্বৈ প্রজাপতিস্ততোহ বৈ তদ্রেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" অন্নই প্রজাপতি অন্ন হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়, সেই রেত হইতে প্রজা জন্মে। "অন্যাধিষ্ঠিতে" ইত্যাদি (৩।১।২৪।২৭) শারীরিক সূত্রে কহিয়াছেন যে, অন্নেতে জীবের অধিষ্ঠান হয় মাত্র, নতুবা জীব সাক্ষাৎ অন্ন হয় না, তাদৃশ জীবের কর্ম্মানুসারে সেই অন্ন অপর পুরুষে ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে রেত উৎপন্ন হয়। সেই রেত স্ত্রীগর্ভে সিঞ্চিত হইয়া ঐ সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীব স্থূলদেহ লাভ করিয়া থাকেন। উত্তমাধম জন্মের প্রতি

কর্ম্মই একমাত্র কারণ। সেই নরদেহে প্রারব্ধানুসারে পাপ পুণ্য ঐ জীবই ভোগ করেন। মনাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই ভোক্তা জীবের করণমাত্র থাকেন। যদি পুণ্য অধিক থাকে, তবে দেবতাদের সহিত স্বর্গ ভোগ হয়, পাপ অধিক থাকিলে উচিত মত নরক ভোগ হয়। ঐ উভয় প্রকার ভোগেরই ক্ষয় আছে। ভোগান্তে উপরিউক্ত প্রণালীতে আবার জন্ম হয়, ইহার সমাধান ৩০ ও ৩১ প্রশ্নের উত্তরে আছে। এই শাস্ত্র এবং ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। বাহুল্য ভয়ে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারিলাম না, ফলে একটু মনোযোগ করিলে উহারই মধ্যে যুক্তি দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্র কখনই অযুক্তিসিদ্ধ নহে, কেবল মিমাংসার প্রয়োজন।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ইতি পঞ্চদশীবচনোক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সপ্তদশভির্জনিতং ন রক্তমাংসাদিভিঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং সত্যবদ্দেহ-নিঃসৃতং ইতি মহাভারতবচনেন সূক্ষ্মশরীরস্য পরিমাণং জ্ঞেয়ম্॥ উক্ত পঞ্চদশীবচনাৎ তচ্ছরীরে প্রাণা বিদ্যন্তে॥ তৎক্ষণাদেব গৃহ্নন্তি শরীরমাতিবাহিকম্! ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥ আতিবাহিকসংজ্ঞোসৌ দেহো ভবতি ভার্গব॥ কেবলং তন্মনুষ্যানাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥ প্রেত-পিণ্ডৈস্ততোদত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব। ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥ প্রেতপিণ্ডা ন-দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোচনম্॥ শ্মাশানিকেভ্যো দেহেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনাঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ। পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে॥ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা। অস্যার্থঃ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ জীবঃ আতি-বাহিকং শরীরং গৃহ্নাতি তস্মাদ্ বিগ্রহাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী তং বায়ুসমবেতং দেহং প্রাপ্য পৃথিব্যপ্তে-জাংসি ত্রীণি ভূতানি ভূতলাৎ ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি বায়ুপ্রাধান্যেনোর্দ্ধবিক্ষেপাৎ ইত্যর্থঃ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনাৎ সপ্তদশবস্তুঘটিত সূক্ষ্মশরীরং মৃত্যানন্তরং বায়ুতিশয়েন নির্ম্মিতং পূরক পিণ্ডদানেন তু তস্য আতি-বাহিকদেহস্য অঙ্গপূরণং ক্রিয়তে। ততঃ ষোড়শ শ্রাদ্ধৈঃ ভোগদেহোনির্ম্মিতঃ॥ প্রেতশরীরঞ্চ পূর্ব্বদেহ-রূপং অত্যন্তগতিমৎ। বায়ুপ্রসারি তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে॥ তৎকর্ম্মজং যাতনার্থে ন মাতাপিতৃ-সম্ভবম্। ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণাৎ॥ তচ্ছরীরে পূর্ব্বদেহাৎ আগত্য জীবঃ মিলিতো ভবেৎ। যদাণুমা-ত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চারিষ্ণু চ॥ সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি। অস্যার্থঃ অনবোমাত্রা পুর্যষ্টকরূপা যস্য সোঽণুমাত্রিকঃ পুর্যাষ্টকশব্দেন ভূতাদীনাষ্টাবুচ্যতে॥ তদুক্তং সনন্দেন ভূতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিবাসনাকর্ম্মবায়বঃ। অবিদ্যাচাষ্টকং প্রোক্তং পুর্যাষ্টকমৃষিসত্তমৈঃ অনুমাত্রিকো ভূত্বা সম্পাদ্য স্থাস্নু বৃক্ষাদিহেতুং চরিষ্ণু মানুষাদিকারণং বীজং প্রবিশতি অধিতিষ্ঠতি তদা সংসৃষ্টঃ পুর্যাষ্টকযুক্তো মূর্ত্তিং স্থূলদেহান্তরং বিমুঞ্চতি গৃহ্নাতি॥ ইতি মনুবচনাৎ। বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে ইতি ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ ইত্যাদি॥ শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ ইত্যাদি মানসং মান-সৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাশুভং বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব তু কায়িকম্ ইত্যাদি মনুক্তরূপেণ যস্মিন্ বয়সি যঃ করোতি শুভাশুভানি তস্মিন্ বয়সি শারীরিক বাচিক মানসান্যাপ্নোতি ইতি হারীতোক্তরূপেণ চ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্নজীবঃ দেহান্তরং প্রাপ্য পাপপুণ্যান্যুপভুঙ্ক্তে॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং ন মাংসাস্থিভির্নির্ম্মিতং এতত্তু অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতেভ্যো জায়তে। যথা, পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি॥ প্রাণাপানসমানোদান-ব্যানাখ্যাঃ পঞ্চপ্রাণাঃ। মনোবুদ্ধিশ্চ. শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ু-পস্থাখ্যানি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥ ইতি সপ্তদশাবয়বাত্মকস্য সূক্ষ্মশরীরস্য সঙ্কোচবিকোচৌ বর্ত্তেতে। এতত্তু যদা যস্মিন্ শরীরে অনুপ্রবিশতে তদা তৎ শরীরস্য পরিমাণমাপ্নোতি॥ অস্মিন্ প্রাণাদিপঞ্চকা-নাং সদ্ভাবাৎ সুতরামেব প্রাণোবিদ্যতে। মরণানন্তরং জীবসমন্বিতং সূক্ষ্মশরীরং স্থূলদেহং পরিহায় স্বকৃতপুণ্যপাপভোগায় লোকান্তরং গচ্ছতি এতত্তু ন মরণান্তরং জায়তে অত্র যৎ জীব চৈতন্যং বর্ত্ততে তদেব আতিবাহিকং দেহমাশ্রিত্য স্বপ্নাবস্থায়াং সুখদুঃখাদিভোগবৎ পুণ্যাপাপযোঃ ফলমশ্নুতে॥ অনন্তরং পারলৌকিকভোগশান্তৌ সত্যাং পুরস্তাৎ পর্জ্জন্যে ততো বৃষ্টৌ ততঃ কেদারখণ্ডে ততঃ শস্য ভক্ষণাৎ শুক্ররূপেণ পুরুষে অনন্তরং তদ্রূপেণ পত্ন্যাং নিষিক্তং ভবতি ততঃ সঞ্চিতবাসনাকর্ম্মানুসারেণ অস্মিন্ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরতি কর্ম্মফলঞ্চ অশ্নাতি॥ যথা, বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মসূত্রং তদন্তরঃ প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপ-রিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি নারদসনৎকুমারয়োঃ প্রশ্নানুসারেণ জীবস্য ঐহিকপারলৌকিক পুণ্যপাপ-ফলভোগ উক্ত ইতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর মাংস অস্থি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত নহে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত হইতে নির্ম্মিত প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি শ্রোত্র ত্বক্ অক্ষি রসনা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়ব স্বরূপ উহার সংকোচ বিকোচ আছে অর্থাৎ উহা ছোট বড় হয়, যখন যে শরীরে প্রবিষ্ট হয় তখন সেই শরীরের পরিমাণ পায় উহাতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু থাকায় কাযেই প্রাণ আছে, মৃত্যুর পর ঐ জীবসমন্বিত সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লোকা-ন্তরে স্বকৃত পাপ পুণ্য ভোগ করিবার নিমিত্ত গমন করে, উহা মৃত্যুর পর নির্ম্মিত হয় না, উহাতে যে জীব চৈতন্য আছে, সেই জীব চৈতন্য আতিবাহিক দেহ অর্থাৎ বায়ুশরীব গ্রহণ করিয়া স্বপ্নকালে সুখ দুঃখ ভোগের ন্যায় পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে, পরে পারলৌকিক ভোগ শান্ত হইলে প্রথমে পর্জ্জন্যে অর্থাৎ সূক্ষ্ম মেঘে তদনন্তর বৃষ্টিতে পরে শস্যক্ষেত্রে পরে শস্য ভক্ষণ-দ্বারা শুক্ররূপে পুরুষে পরে স্ত্রীতে শুক্ররূপে নিষিক্ত হয়, অনন্তর সঞ্চিত বাসনা কর্ম্মানুসারে এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করে ও ভোগ করে, এই সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বেদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মসূত্রে লিখিত আছে। যথা, " তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তপ্রশ্ননিরূপণাভ্যাং "

নারদ সনৎকুমারের প্রশ্নানুসারে জীব ইহ পরলোকে কিরূপে যাতায়াত করে, এই প্রশ্নের উপরি লিখিত বৃত্তান্ত উত্তর রূপে কথিত হইয়াছে, অতএব জীবের পাপ পুণ্য ভোগ উক্ত প্রকারে হইয়া থাকে।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং সপ্তদশাবয়বং একাদশেন্দ্রিয়াণি মহাভূতানি পঞ্চ সূক্ষ্মতয়া স্থিতান্যেতানি। জীবশ্চেতি সপ্তদশাত্মকং দর্শনাযোগ্য সূক্ষ্মপরিমাণং তত্র প্রাণবায়ুর্নাস্তি স্থূলশরীরান্তর্গতোপকরণদ্বারা নির্ম্মিতং ভবতি অধিষ্ঠাতৃতয়া জীবস্তত্র বর্ত্ততে॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তদশাবয়বযুক্তঃ যদাত্মনঃ সূক্ষ্মশরীরং। কারণগুণাহি কার্য্যে বর্ত্তন্তে ইতি ন্যায়াৎ সপ্তদশাবয়বানাং মধ্যে যৎ পার্থিব সূক্ষ্মভাগস্তস্য গুণাঃ সূক্ষ্মাস্থিমাংসাদয়ঃ পঞ্চ॥ এবং জলীয়সূক্ষ্মভাগস্য গুণা রক্তাদয়শ্চ পঞ্চএতৈর্ঘটিতং যৎ সূক্ষ্মশরীরং তস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরিমাণমনির্ব্বচনীয়ং। সপ্তদশাবয়বত্বে প্রমাণং রামগীতায়াং যথা। সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং॥ ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবেচ্ছরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ তত্র প্রাণোহন্ত্যেব অন্যথা তস্য সপ্তদশাবয়বত্বানুপপত্তেঃ মরণানন্তরং পৃথিব্যাদিভূতভাগেভ্যঃ পাপকারিণাং নরাণাং পীড়ানুভব প্রযোজক জরায়ুজাদিদেহব্যতিরিক্তং দুঃখসহিষ্ণুশরীরং পরলোকে জায়তে যল্লিঙ্গশরীরং কথয়তি এতৎ প্রমাণং ভগবন্মনুনোক্তং পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাং শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং ইতি তত্র পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মনো দেহ বিনিঃসৃতঃ ক্ষেত্রজ্ঞনামকো জীবস্তত্র মিলিত্বাবতিষ্ঠতে। তে জীবাঃ পরলোকে দুষ্কৃতজন্য যমকারিতা যাতনা যাগাদিকৃত পুণ্যানি চ অনুভূয় অবশিষ্ট ভোগার্থং পুনঃ ষট্‌কভূতাবয়বে নিলীয়াবতিষ্ঠন্তে॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যাণামপুণ্যকর্ম্মণাং মৃত্যুক্ষণানন্তরং ক্রমেণ পূর্ব্বশরীরবদ্দেহত্রয়ং ভবতি আতিবাহিকশরীরং প্রেতশরীরং ভোগশরীরঞ্চ ভবতি। অত্রেদং বীজমিত্যাদিনা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ তট্টীকাকারেণ চ বিবৃত্য শুদ্ধিতত্ত্বে সুস্পষ্টং লিখিতং॥ শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ৈস্তট্টীকাকারেণ চ আতিবাহিকদেহং ভোগদেহঞ্চেতি শরীরদ্বয়ং লিখিতং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিবচনানাং শুদ্ধিতত্ত্বে ধৃতানাং প্রায়শ্চিত্তবিবেকে চ ধৃতানাং ব্যাখ্যাকৌশলেন মতদ্বয়মুত্থাপিতং তস্মাৎ পূর্ব্বসদৃশং শরীরং ভবতি বৈলক্ষণ্যন্তু পূর্ব্বদেহঃ পার্থিবঃ। জাতদেহস্তু বায়ু প্রধানক ইতি ন্যায়মতাবিরুদ্ধং ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রেণ বেদান্তপরিভাষায়াং পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়ি সূক্ষ্ম শরীরং মৃত্যুক্ষণানন্তরং ভবতীতি লিখিতং। শরীরন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকমিতি কেচিত্তু ন্যায়মত বিরুদ্ধং॥ নিরুক্ত শরীরে প্রাণবায়ুস্তিষ্ঠতি প্রথমশরীরং যমলোকং গত্বা পূরকপিণ্ডদানাবধি অশৌচান্ত দিনবৃত্তিবায়ায়ুধ স্পর্শপর্য্যন্তাদ্যাক্রিয়য়া নশ্যতি তদনন্তরং প্রেতশরীরং ভবতি তস্যাদ্যশ্রাদ্ধাবধি সপিণ্ডীকরণান্ত মধ্যক্রিয়য়া নাশো ভবতি ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি বচনাৎ। নরকভোগং করোতি অশুভকর্ম্ম কস্যাপ্যস্নশেষ পুণ্যসত্ত্বে দিব্যভোগ শরীরগ্রহণাৎ সুখানুভবঃ স্বর্গে স্যাৎ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি বচনং স্বর্গ নরকভোগে প্রমাণং। উক্ত শরীরদ্বয়ে শরীরত্রয়ে বা জীবমিলনং ভবতি॥ জীবস্য গমনাগমনং নাস্তি অপকর্ষণাশ্রয় পরিমাণবত্ত্বাৎ নিরুক্ত শরীরাবচ্ছিন্নতয়া স্বর্গ নরকভোগো ভবতি॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর মাংসাদি দ্বারা নির্ম্মিত নহে। কিন্তু সপ্তদশ কলাত্মক, উহাঁর পরিমাণ অতি সুক্ষ্ম যেহেতু তাঁহার নামই সুক্ষ্ম, তাঁহাতে প্রাণ থাকে। সূক্ষ্ম শরীর এ শরীরকে ত্যাগ করিয়া, অন্য শরীরে প্রবেশ করেন। জ্ঞান ব্যতিরিক্ত তাঁহার ধ্বংস নাই একই প্রকার, জীব তাঁহাতে সতত থাকে যেখানে সুক্ষ্ম শরীরের কর্ম্মানুসারে গমন সঙ্গে সঙ্গে জীব থাকে, যে প্রকার ভোগ করিয়া থাকে তাহা ২৯ শ প্রশ্নে ব্যক্ত হইবে।

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর আর কিছুই নহে, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রাণাদি এই সপ্তদশ অঙ্গকে সুক্ষ্মশরীর কহে। তাহাতে প্রাণ থাকে, জীব থাকে, তাহাই জীবের আভ্যন্তরিক দেহ তাহা চিরকালই জীবের সহিত থাকিবে।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরে অস্থি মাংস রক্তাদি থাকে না এবং প্রাণবায়ুও থাকে না, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি ও মহাভূত পঞ্চ এই সকলের দ্বারায় সূক্ষ্মাঙ্গ রচিত হয়। তথাচোক্তং পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি॥ তাহাতে বোধ হইতেছে যে লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই সূক্ষ্মাদি জীবাত্মা অবলম্বন করিয়া স্বর্গ বা নরকোচিত দেহধারী হইয়া স্বর্গ বা নরক ভোগ করেন। আতিবাহিক দেহ যাহা যম পুরুষেরা জীবাত্মাকে অয়স্কান্তমণীর ন্যায় আকর্ষণ করত যমালয়ে উপস্থিত করে, সেই দেহ ত্যাগ করিয়া ভোগদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গ বা নরক ভোগ করেন। ভারতান্তর্গত সাবিত্রী উপাখ্যান, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সূক্ষ্মাঙ্গের পরিমাণ নাই॥

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর পঞ্চ প্রাণাদি সপ্তদশাবয়বনির্ম্মিত হয়। প্রমাণং পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং ইতি পঞ্চদশী॥ সূক্ষ্মশরীর সুখ দুঃখভোগের কারণ এবং অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত ইনি যাতায়াত করেন, মুক্তিপর্য্যন্ত স্থায়ী। প্রমাণং, অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ ইতি ভবিষ্যপুরাণং॥ কিন্তু শরীরভেদে উক্ত শরীরের পরিমাণ ভেদ যুক্তিসিদ্ধ হয়। সূক্ষ্মশরীরে প্রাণ থাকে, যেহেতু প্রাণ অবয়ব, সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর পর অপর স্থূলশরীরে প্রবেশ করেন, নূতন সৃষ্ট হন না, জীব তাহাতে আছেন তাহার নাম তৈজস ইনি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট মুক্তিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, স্থূলশরীর আশ্রয় করিয়া পাপ পুণ্য ভোগ করেন ইতি।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং রক্তমাংসাস্থিভিনির্ম্মিতং কিন্তু ইন্দ্রিয়াদিভিনির্ম্মিতমিতি এবং পরিমাণাদয়োপি সূক্ষ্ম-শরীরস্য প্রমাণেন ব্যাখ্যাস্তে, তথাহি। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া॥ শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। অনুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ॥ ব্যোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাস্তু প্রচর-ত্যয়ং। বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ॥ ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ। তস্মা-দাত্মা মহানেব নৈবাত্মুর্নাপি মধ্যমঃ॥ আকাশবৎ সর্ব্বগতোনিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ চিত্রদ্বীপে ইত্যুক্তং॥ ক্ষীণপুণ্যঃপতত্যর্ব্বাক্ অনিচ্ছন্ কর্ম্মচোদিতঃ। পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততোনীহারসংযুতঃ॥ ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ। ভুক্তা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈহ্যতে ততঃ রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনিসিক্তিতঃ॥ যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতমিত্যাদি অধ্যাত্মরামায়ণে উক্তং॥ ভাগবতে, কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দ্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেতঃ কণাশ্রয়ঃ॥ কলন-স্ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদমিত্যাদি॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অস্তি সূক্ষ্মশরীরন্ত্বং স্থূলদেহেষু দেহিনাং। যত্তদ্দশেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাদিনির্ম্মিতং॥ অঙ্গুষ্ঠমা-মেতত্ত শরীরং জীবসংশ্রয়ং। শরীরাৎ কারণাদস্য সমুৎপত্তিঃ শ্রুতিশ্রুতা॥ এতৎ সূক্ষ্মশরীরস্তু তাবত্তি-ষ্ঠতি দেহিনাং। যাবন্ন জায়তে মুক্তির্দুঃখাদিভোগসাধনং॥ অত্র প্রমাণং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি পঞ্চীকরণবার্ত্তিকং॥ সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। বিমুক্তো জীব-নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ইতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকঃ॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ। ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত সাবিত্রীব্রতকথা॥ ভগবতি সংপ্রসন্নে সতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈর্ব্বিমুক্তঃ অত-এব তৎ কার্য্যেণ লিঙ্গশরীরেণ যুক্তঃ সন্ নির্ব্বাণং সুখাত্মকং ব্রহ্ম ঋচ্ছতি ইতি স্বামিটীকা॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ণ নেত্র রসনা ত্বক্ নাসিকা বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থ বুদ্ধি মনঃ প্রাণাপান সমানোদানব্যানস্বরূপ সপ্তদশাবয়বৈঃ সূক্ষ্মশরীরং ভবতি তস্যৈব লিঙ্গাপরনাম ইতি। তস্যোৎপাদপ্রকারো যথা, অবিদ্যানাম-কারণশরীরাভিমানী জীবএব প্রাজ্ঞপদেনাভিধীয়তে ঈশ্বরাজ্ঞানুসারেণ এতৎ প্রাজ্ঞদেহভোগার্থং তমঃ প্রধানপ্রকৃতেঃ ক্রমেণ আকাশবায়ুতেজোজলপৃথিব্যউৎপদ্যন্তে অত আকাশাদীনাং সত্ত্বগুণাংশাৎ যথা ক্রমেণ শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বাঘ্রাণং জায়তে। পূর্ব্বোক্তং পঞ্চভূতানাং সত্ত্বগুণৈঃ সম্ভূয় অন্তঃকরণং জায়-তে অন্তঃকরণন্ত বৃত্তিভেদেন দ্বিবিধং মনোবুদ্ধিশ্চ সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্মনঃ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি-র্বুদ্ধিরিতি ততঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকরজোগুণাংশাৎ ক্রমেণ বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে অতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতরজোগুণসমষ্টিতঃ প্রাণো জায়তে স চ বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চ-প্রকারঃ প্রাণাপানসমানোদানব্যানরূপা ইতি। মলিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যোপহিতপ্রাজ্ঞপদবাচ্যো জীবঃ তেজঃ শব্দবাচ্যান্তঃকরণোপলক্ষিতলিঙ্গশরীরে তাদাত্ম্যাভিমানেন তৈজসনামকত্বং প্রাপ্নোতি তত ঈশ্বরাজ্ঞয়া

উপাদানকারণভূতৈঃ পঞ্চীকৃতৈস্তৈঃ পঞ্চভূতৈর্ব্রহ্মাণ্ড উৎপদ্যতে তত্র ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ভুবনানি উপর্য্যুপরিস্থিতাবা-বর্ত্তমানা ভূম্যাদয়ঃ ভূমেরধঃ স্থিতানি অতলাদীনি সপ্তপাতালান্তানি তেষু চ ভুবনেষু তৈস্তৈঃ প্রাণিভি-র্ভোক্তুং যোগ্যান্নাদীনি তত্তল্লোকাচরিতশরীরাণি চ তৈরেব পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈরীশ্বরাজ্ঞয়া জায়ন্তে একৈক-স্থূলশরীরাভিমানবতাং ব্যষ্টিরূপাণাং তৈজসপদবাচ্যজীবানাং বিশ্বসংজ্ঞকত্বঞ্চ ভবতি অর্থাৎ স্থূলশরীরা-ভিমানিনো জীবা বিশ্বপদবাচ্যা ভবন্তি তেষাং প্রকারভেদাদেব তির্য্যঙ্নরাদয় ইতি তত্তৎ স্থূলশরীরাবচ্ছে-দেন জীবাঃ সুখদুঃখাদীনি ভুঞ্জতে ইতি।

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা। সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥ তমঃ প্রধান-প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎপবনতেজোম্বুভুবোভূতানি জজ্ঞিরে ইত্যাদি॥ হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽ-স্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ তৈজসাং বিশ্বতাং জাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ইত্যন্তং পঞ্চদশীলিখনং॥

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনো বুদ্ধি পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সপ্তদশাবয়বাত্মকং সূক্ষ্মশরীরং ন ত্বন্যবস্তু-নির্ম্মিতং, ইতি বেদান্তসম্মতং।

অত্র প্রমাণং। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ইতি পঞ্চদশী॥

পূর্ব্বোক্তৈরপঞ্চীকৃতভূতৈর্লিঙ্গশরীরং পরলোকযাত্রানির্ব্বাহকং মোক্ষপর্য্যন্তং স্থায়ি মনোবুদ্ধিভ্যামুপে-তং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চককর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকপ্রাণেন্দ্রিয়পঞ্চকসংযুক্তং জায়তে তদুক্তং পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়-সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি বেদান্তপরিভাষা চ॥

মনুমতঞ্চ। ভূতাদিপুর্য্যষ্টকসমেতং সূক্ষ্মশরীরং। অত্র প্রমাণং। যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি ইতি মনুবচনং॥

কদা দেহান্তরং গৃহ্নাতীত্যত আহ যদাণুমাত্রিক ইতি। অণবো মাত্রাঃ পুর্য্যষ্টকরূপা যস্য সোঽণুমা-ত্রিকাঃ॥ পুর্য্যষ্টকশব্দেন ভূতাদীনষ্টাবুচ্যন্তে। তদুক্তং সনন্দেন, ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবাসনাকর্ম্মবায়বঃ॥ অবিদ্যাচাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্টমৃষিসত্তমৈঃ। ব্রহ্মপুরাণেপ্যুক্তং, পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্য-তে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন তু॥ যদা অণুমাত্রিকো ভূত্বা সম্পদ্য স্থাস্নু বৃক্ষাদিহেতু-ভূতং চরিষ্ণু মানুষাদিকারণং বীজং প্রবিশত্যধিতিষ্ঠতি তদা সংসৃষ্টঃ পুর্য্যষ্টকযুক্তো মূর্ত্তিং স্থূলদেহান্তরং কর্ম্মানুরূপং বিমুঞ্চতি গৃহ্নাতি ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানং॥

সূক্ষ্মশরীরে প্রাণাঃ সন্তি, অত্র প্রমাণং, উক্ত বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়েত্যাদি কারিকা উক্ত পঞ্চপ্রাণেত্যাদি কারিকা চ পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো যুক্তোমুক্তস্য তেন তু॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনঞ্চ।

সূক্ষ্মশরীরং সপ্তদশোপকরণদ্বারা বা পুর্য্যষ্টকদ্বারা নির্ম্মিতং মরণাৎ পরং ভবতি তস্মিন্ দেহে জীবস্য যোগো ভবতি॥ অত্র প্রমাণং, বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়েত্যাদি কারিকা, পুর্য্যষ্টকেনেত্যাদি ব্রহ্মপুরাণ-বচনঞ্চ॥

সূক্ষ্মশরীরে জীবোঽস্তি। অত্র প্রমাণম্। পুর্য্যষ্টকেনেত্যাদি ব্রহ্মপুরাণবচনম্॥ অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভব ইতি ভাগবতীয়বচনম্॥ কিঞ্চ অতঃ স্থূলাৎ রূপাৎ পরং অন্যদপি রূপমারোপিতং ইত্যনুষঙ্গঃ কথম্ভূতং তৎ যদব্যক্তং সূক্ষ্মং অত্র হেতুঃ অব্যূঢ় গুণবৃংহিতং ব্যূঢ়ঃ করচরণাদি পরিণামঃ তথা অপরিণতা অব্যূঢ়া যে গুণাস্তৈর্স্তৈর্বৃংহিতং রচিতং আকার বিশেষরহিতত্বাদব্যক্তমিত্যর্থঃ॥ এতদেব কুতস্তত্রাহ অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ যত্তু আকারবিশেষবদস্তু তৎ অস্মদাদিবৎ দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ইন্দ্রিয়াদিবৎ ইদন্তু ন তথা তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং মানং তত্রাহ স জীবঃ জীবোপাধি জীবোজীবেন নির্ম্মুক্ত জীবোজীবং বিহায় ইত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দপ্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ ননু স্থূলমেব ভোগায়তনত্বাৎ জীবস্যোপাধিরস্তু কিমন্যকল্পনয়া ইত্যত আহ যৎ যস্মাৎ সূক্ষ্মাৎ পুনর্ভবঃ পুনর্জন্ম উৎক্রান্তিগত্যা গতীনাং তেন বিনা অসম্ভবাদিতি ভাবঃ শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যানঞ্চ॥

অর্থাৎ উপাধিতয়া সূক্ষ্মদেহেঽপি জীবোঽস্তি। ন চ সূক্ষ্মদেহোঽপি নাস্তীতি বাচ্যং উক্ত বচনে স জীব ইত্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। ন চ সূক্ষ্মদেহে জীবো নাস্তীতি বাচ্যং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ইত্যনেন সূক্ষ্মাঙ্গস্য ভোগসাধনতয়োক্তত্বাৎ। জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দস্য প্রয়োগাচ্চ॥ ন চ জীবস্য ভোগায়তনং স্থূলদেহমেবেতি বাচ্যং সূক্ষ্মদেহং বিনা স্থূলদেহোৎপত্তেরসম্ভবাৎ॥

জীবঃ পূর্ব্বদেহাদ্দেহান্তরং প্রাপ্নোতি। অত্র প্রমাণং। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ইতি ভগবদ্গীতাবচনম্॥ ব্রজন্ তিষ্ঠন্ পদৈকেন তথা চৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকেয়ং দেহিকর্ম্মগতিংগতঃ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনঞ্চ॥

অর্থাৎ জলৌকেতি দৃষ্টান্তেন বাসাংসি জীর্ণানি ইতি দৃষ্টান্তেন চ পূর্ব্বদেহাৎ দেহান্তরং জীবঃ প্রাপ্তবান্ ইতি প্রতীয়তে। এবং দেহিকর্ম্মগতিংগতঃ ইত্যনেন ভোগায়তনে সূক্ষ্মদেহেঽপি জীবোঽস্তীতি প্রতিপন্নঞ্চ॥

জীবঃ সূক্ষ্মাঙ্গমাশ্রিত্য পাপপুণ্যভোগঞ্চ করোতি ন তু দেহান্তরকল্পনং। অত্র প্রমাণম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি প্রাগুক্ত কারিকা॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চভূতের পঞ্চ উপাদান কারণ সত্ত্বাদি তিন গুণ ষোড়শ বিকার এই কয়ে নির্ম্মিত কপিলযোগে দৃশ্যমান হইয়াছে এবং সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ এই প্রমাণ সাবিত্রীর উপাখ্যানে আছে, সেই তার পরিমাণ এবং মৃত্যুর পর তেজোবায়ু আকাশ দ্বারা মনুষ্যেরি আতিবাহিক নামক শরীরের শ্মাশানিক দেবতার কষ্টভোগ করিতে হয় সুতরাং তাহাতেই জীব থাকাই সিদ্ধ স্থূলদেহ হইতেই মিলিত হয় ইহার প্রমাণ শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর অস্থি মাংসাদি ঘটিত নয়, উহা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অপঞ্চীকৃত ভূতযোগে

নির্ম্মিত, সুতরাং তাহাতে প্রাণ থাকে, ঐ শরীরের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, উহা জীব বিশিষ্ট ও স্থূল শরীরের মধ্যবর্ত্তী, নিধন সময়ে উহা স্থূল.শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানা-বিধ ভোগ শরীরে স্বর্গ নরকাদি ভোগ করে। প্রমাণ, " সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈরপঞ্চী-কৃতভুতসম্ভবম্ " রামগীতা। " ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধবশং গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ " বনপর্ব্ব। অন্য প্রমাণ ২৯ শ প্রশ্নোত্তরে অনুসন্ধেয়॥

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরির বাসনাদিও সুখ দুঃখ প্রভৃতি থাকা কদাচ সম্ভব হইতেছেতে না এবং শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুমাত্রেই জ্ঞান থাকা অত্যন্ত অসম্ভাবিত বিষয় বলিতে হইবে। যেহেতু শরীর বিশিষ্টেরই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ইতি॥

ইহা ২৪ প্রশ্নের উত্তর এস্থলেও ২৫ প্রশ্নের ২৪ প্রশ্নের স্থলে আদর্শের দোষে মুদ্রিত হইল।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

" বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসাধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গং মুচ্যতে॥ ইতি পঞ্চদশী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহাকেই লিঙ্গশরীর শব্দে কহে। তথাচ;——

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ইতি আত্ম-বোধং। পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ পঞ্চীক্রিয়া অপ্রাপ্ত তন্মাত্র নামক পদার্থ নির্ম্মিত সূক্ষ্মদেহ জীব সমূহের সুখ দুঃখাদি ভোগের কারণ হয়। অতএব, সূক্ষ্ম শরীর অস্থি মাংস রক্ত দ্বারা নির্ম্মিত ঐ সকল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। সূক্ষ্ম দেহের আকার কেশাগ্র শতভাগের শতভাগ। প্রমাণ;——

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোঽপি চিৎকণঃ॥ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহাতে জীবাত্মার আকার কথিত হইল, সূক্ষ্ম শরীরের আকার কথিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের আকারই কথিত হইয়াছে, কারণ লিঙ্গদেহও চৈতন্য পদার্থ এবং লিঙ্গদেহস্থ চিচ্ছায়া ইহাদের সমষ্টি জীবাত্মা। যথোক্তং পঞ্চদশ্যাং;——

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুমান্। চিচ্ছায়ালিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে ইতি॥ চৈতন্য এবং লিঙ্গদেহস্থ চিচ্ছায়া ইহারা, লিঙ্গদেহকে চৈতন্য বিশিষ্ট করিতেছেমাত্র, আকারের বর্দ্ধন করে নাই, অতএব, কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগই, সূক্ষ্মদেহের পরিমাণ। কোনওমতে জীবাত্মার আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, তদনুসারে সূক্ষ্মদেহের আকারও তদ্রূপ;——

অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো নির্ধূমদীপবৎ॥ ইতি কঠোপনিষৎ। সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ থাকে, যেহেতু প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব। বেদান্তসারে উহার অবয়বের সমষ্ট্যপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বলিয়াছেন। যথা " এতৎ সমষ্ট্যুপহিতচৈতন্যং সূত্রাত্মা

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইত্যাদি ” অতএব সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ থাকে। মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না, যেহেতু তাহাতে পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ইতি শঙ্করাচার্য্যাঃ॥ সূক্ষ্ম শরীর নিম্ন লিখিত উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যথাহ পঞ্চদশ্যাং ;——

তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া। বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবোভূতানি জজ্ঞিরে॥ সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্। শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥ তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তি-ভেদেন তদ্দ্বিধা। মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥ রজোংশৈ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু। বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥ তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা। প্রাণোঽপানসমানশ্চোদানব্যানৌচ তেপুনঃ॥

অতএব অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সত্ত্বাদি অংশ হইতে উৎপন্ন ঐ সপ্তদশ অবয়বরূপ উপকরণ দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয়। সূক্ষ্ম শরীর জীবের অংশ এবং তাহা জীবের সহিত সমবায় সম্বন্ধে বদ্ধ। কারণ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ও সূক্ষ্ম শরীর ও তৎস্থ চিচ্ছায়া ইহাদের সমষ্টিই জীব ;——

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহস্তু যঃ পুনঃ। চিচ্ছায়ালিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে॥ অতএব লিঙ্গ শরীরের জীবত্ব হয় না, যেমন পৃথক্ পৃথক্ কপাল দ্বয়ের ঘটত্ব হয় না। কিন্তু তাহাতে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যও চিচ্ছায়া সংযোগে তাহার জীবত্ব হয়॥ সর্ব্বব্যাপী জীব চৈতন্য অর্থাৎ সর্ব্বস্থানব্যাপী চৈতন্যং তাহার অংশ সূক্ষ্মাঙ্গে পতিত হয়। জীব চৈতন্য, লিঙ্গদেহ ও তৎস্থ চিচ্ছায়ার সমষ্টি জীব, মৃত্যুর পর প্রথমে আতিবাহিক শরীর তৎপরে ভোগ শরীর ধারণ করিয়া বায়বীয় আকারে পাপ পুণ্য ভোগ করে ;——

তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীর আতিবাহিকং। ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রিণ্যস্মাৎ তস্য বিগ্রহাৎ॥ তৎ-ক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। আতিবাহিকসংজ্ঞোসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। প্রেতপিণ্ডৈস্তথাদত্তৈর্দ্দেহং প্রাপ্নোতি ভার্গব॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সৎকৃতৈর্নরঃ॥ পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতি পদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ ইতি স্মৃতিঃ ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি বায়ু ও মনআদি স্বীয়কৃতকর্ম্ম অনুভবিতুং যথা উহ্যং সমর্থো ভবতি। যতঃ মনঃ সর্ব্বত্র গত-ত্বাৎ ইন্দ্রিয়প্রধানম্॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর পঞ্চপ্রাণাদি সপ্তদশাবয়ববিনির্ম্মিত হয়। প্রমাণম্। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সম-ন্বিতম্ ইতি পঞ্চদশী॥ তাহার পরিমাণ স্থূলশরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, প্রাণ তাহারই অবয়ব, সুতরাং তাহাতেই প্রাণ থাকে, স্থূলশরীরের ধ্বংস হয়, মুক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মশরীরের ধ্বংস হয়, স্থূলশরীরের ধ্বংস হইলে সূক্ষ্মশরীর অন্য স্থূলশরীরে প্রবেশ করে, স্থূলশরীরে তৈজস নামক জীব আছেন, সূক্ষ্মশরীরে

জীব সর্ব্বদাই আছেন, তিনি মুক্ত্যবস্থায় সূক্ষ্মশরীর ত্যাগ করেন, কিন্তু স্বকৃত পাপ পুণ্য ভোগ করিবার নিমিত্ত স্থূলশরীরে সূক্ষ্মশরীরের সহিত প্রবেশ করেন।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি পঞ্চদশীধৃত-কারিকায়া অপঞ্চীকৃতত্বাভিধানাৎ লিঙ্গশরীরং ন রক্তমাংসাদিনির্ম্মিতং তত্তু সপ্তদশাবয়বৈর্নির্ম্মিতং। অবয়বাশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি বেদান্তসারলিখনাৎ॥

তৎপরিমাণং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতং তথাচ ততঃ সত্যবতস্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাদিতি মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বীয়বচনাৎ॥

তত্র প্রাণাঃ সন্তি পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধীত্যাদি কারিকায়া পঞ্চপ্রাণঘটিত সূক্ষ্মশরীরশ্রুতেঃ॥ সূক্ষ্মশরীরং মরণানন্তরং সপ্তদশোপকরণদ্বারা পৃথক্ নির্ম্মিতং ইতি বেদান্তমতং।

অত্র প্রমাণং। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতমিত্যাদি কারিকা॥ মনুমতে তু মরণাৎ পরং পৃথিব্যাদিপঞ্চোপকরণঘটিতং অন্যং যাতনার্থীয়ং শরীরং ভবতি॥

অত্র প্রমাণং। পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্। শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥ ইতি মনুবচনম্। পঞ্চভ্য এব পৃথিব্যাদিভূতভাগেভ্যো দুষ্কৃতকারিণাং মনুষ্যাণাং পীড়ানুভব প্রযোজকং জরায়ুজাদিদেহব্যতিরিক্তং দুঃখসহিষ্ণুশরীরং পরলোকে জায়তে ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানঞ্চ॥

লিঙ্গদেহে জীবোঽস্তি। অত্র প্রমাণম্। পূর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষোমুক্তস্য তেন তু ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনম্॥

স জীবঃ পূর্ব্বদেহাৎ দেহান্তরং প্রাপ্নোতি। অত্র প্রমাণম্॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহীতি ভগবদ্গীতা॥

জীবঃ যাতনার্থীয়েন শরীরেণ স্বর্গনরকয়োঃ পাপপুণ্যভোগং করোতি। অত্র প্রমাণং। তেনানুভূয় তাঃ যামীঃ শরীরেণেহ যাতনাঃ॥ তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশ ইতি॥ সোঽনুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয়সঙ্গজান্। ব্যপেতকল্মসোঽভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌজসৌ ইতি। যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি। যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনা ইতি মনুবচনং।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর অস্থি মাংস রক্ত দ্বারা নির্ম্মিত নয়, পঞ্চ প্রাণ মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্ম্মিত। বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ প্রমাণ পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে। তাহার দীর্ঘ প্রস্থের পরিমাণ নাই, যেহেতু অদৃষ্ট বস্তু। তাহাতে প্রাণ থাকে, তাহা পূর্ব্ব প্রমাণে উল্লেখ করিয়াছি, সূক্ষ্মশরীর মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হয় না, পূর্ব্ব হইতে নির্ম্মিত আছে,

তাহাতেই সর্ব্বদা জীব থাকেন ! তাহার প্রমাণ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে। অতঃপরং যদব্যক্তমবুাঢ়গুণ-বৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুত বস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভব ॥ ঐ সূক্ষ্মশরীরকে জীব বলিয়াছেন।

প্রমাণ পঞ্চদশীতে। চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ। চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে॥ জীব সকল দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মানুসারে নরকে বা স্বর্গে পাপ পুণ্য ভোগ করেন।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর রক্ত মাংসাদি দ্বারায় নির্ম্মিত নয়, অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত, স্থূল-শরীরমত স্থূল নয়, সূক্ষ্ম, তাহাতে প্রাণ থাকে, স্থূলশরীর হইতে নির্গত মৃত্যুর পর লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া পাপ পুণ্য ভোগ করে, কিন্তু এতদ্বিষয়ে এই বিশেষ যাতনা সহিষ্ণু কঠিন লিঙ্গশরীরাবৃত হইয়া জীব পাপ ভোগ করে, পুনর্ভূতাবৃত শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া পুণ্য জন্য স্বর্গাদি ভোগ করে। এতৎ প্রমাণানি যথা আত্মানাত্মবিবেকে মনুসংহিতায়াঞ্চ। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ইতি মনুঃ॥ পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্য প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্। শরীরং যাতনার্থীয়মন্য-মুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥ তেনানুভূয় তা যামী শরীরেণেহ যাতনাঃ। তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ। যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ। তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরন্তু ন মাংসাদিনির্ম্মিতঃ কিন্তু মরুদ্ব্যোমাদিভিরেব ততঃ পরিমাণঞ্চ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং। তথাচ বনপর্ব্বণি। ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ॥ তত্র প্রাণবায়ুরস্ত্যেব তং বিনা সুখদুঃখাদেরনুপপত্তিঃ মৃতশরীরে তদভাবদর্শনাৎ তত্র সুখাদিকন্তু॥ তত্রাস্য যাতনাঘোরাশীতবাতাতপোদ্ভবা ইত্যাদি বচনাদবগন্তব্যং তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকমিতি বচনাৎ স চ মৃতশরীরে স্বর্গনরকাদিকং জায়তে ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরাণি, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকং বুদ্ধিমনসী। ইতি সপ্তদশাবয়বানি, বেদান্তসারে॥ তানি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণানি মহাভারতীয় সাবিত্র্যুপাখ্যানে দ্রষ্টব্যং॥ প্রাণঃ অস্তি। পূর্ব্বো-ক্তোপকরণৈঃ নির্ম্মিতানি॥ জীবঃ অস্তি শরীরাৎ নির্গত্য মিলিতঃ। স হি সূক্ষ্মাদি শরীরাবচ্ছিন্নো যম-লোক দুঃখাদি অনুভবতি॥ যথা, মনুসংহিতায়াং ১২ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকস্য কুল্লুকভট্টব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যং॥

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর অস্থিমাংসের দ্বারা নির্ম্মিত নহে, সুখদুখ ভোগসাধন পঞ্চপ্রাণদশেন্দ্রিয় সূক্ষ্মশরীর॥ যথা॥ সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিরহঙ্কৃত্যেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং ভোক্তুং সুখাদেরপি সাধনং ভবেচ্ছরীরমন্য-

দ্বিতুরাঅনো বুধাঃ। সূক্ষ্মাদেব প্রত্যক্ষতো নির্দ্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ॥ তাহাতে প্রাণ থাকে। যথা, পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ তাহার পরিমাণ যথা, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং, সূক্ষ্মশরীর মুক্তি ভিন্ন মরে না, যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দেহ দ্বয় রহিত হইলে মুক্তি হয় সূক্ষ্মশরীর ব্যতীত জীব থাকে না, সে জীব কোথা হইতে আইসে অর্থাৎ উভয় শেষাভ্যাং পুনর্নির্বিশন্তি সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয়, পাপ পুণ্য বিবেচনায় স্বর্গ ও নরকে "কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে" ইত্যাদি প্রমাণমস্তি, কিরূপে ভোগ করে। প্রমাণ রামগীতা, ক্রিয়াঃ শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতাঃ প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিনঃ। ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং পুনঃ ক্রিয়াশ্চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়াণিচ লিঙ্গমিত্যুচ্যতেপ্রাজ্ঞৈর্জন্মমৃত্যুসুখাদিমৎ সএব জীবসংজ্ঞস্তু লোকে ভাতি জগন্ময় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমাত্রং। তস্মাৎ বিনশ্বরজীবঃ সূক্ষ্মশরীর মৃত্যুর পরে ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাত্মকং স্বয়ং॥ কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিনিশ্চিতং স্বর্গং গত্বা সুখং ভোক্ষ্যে ইতি সংকল্পবান্ ভবেৎ। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কর্ম্মচোদিতঃ পতিত্বামণ্ডলে চেন্দোঃ ততোনীহারসংযুতঃ ভূমৌ পতিত্বাব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বাচিরং পুনঃ ততঃ রেতোভূত্বা পুনঃ তেন স্ত্রীয়োনিরক্ত সঞ্চিতৈ দিনেনৈকেন কলনং রূপং ভূত্বা পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদাকার সপ্তরাত্রেণ মাংসপেষত্বপক্ষমাত্রেণ রুধিরেণ পরিপ্লুত তস্য এবাঙ্কুরোৎপত্তি ইত্যাদি ক্রমেন ভবতি বহুনা কিমুক্তেন।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর, শোণিতাস্থিমাংস বর্জ্জিত। তাহা কেবল সপ্তদশ অবয়বে নির্ম্মিত, অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তোত্তর দশাঙ্গের নাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর॥ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বগুণাংশ হইতে নাসিকা, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও কর্ণ ক্রমে এবং ঐ পঞ্চের সত্যভাগের সমষ্টি দ্বারা অন্তঃকরণ যাহা বৃত্তিভেদে মনঃ ও বুদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে আর ঐ পঞ্চভূতের রজোগুণাংশ হইতে ক্রমে উপস্থ, পায়ু, পদ, হস্ত, বাক্য রচিত হইয়া তাহার সমষ্টি দ্বারা প্রাণ, যাহা বৃত্তিভেদে, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান নামে খ্যাত তাহার সংগঠন হওয়া কথিত আছে এতাবতা উক্ত সূক্ষ্ম শরীরে কেবল সত্ব ও রজোগুণের ধর্ম্ম প্রাধান্যভাবে ভাষমান হয়॥

সূক্ষ্ম শরীর অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। এই পরিমাণের বিষয়ে বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন করা দুঃসাধ্য॥ তবে মহাধীশক্তি সম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সমাদরণীয়। সূক্ষ্ম শরীরে যে প্রাণ বিদ্যমান থাকে তাহা উপরে উক্ত হইয়াছে॥ স্থূল শরীর বর্ত্তমানে লিঙ্গদেহ ও জীব তাহাতেই অবস্থান করে। স্থূল কলেবরের পতন অর্থাৎ মরণোত্তর জীব প্রাক্তন বপুঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদেহ অর্থাৎ আতিবাহিক লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করেন॥ সেই দেহ কেবল বায়ুভূত দ্বারা নির্ম্মিত, এবং আকাশে দীর্ঘকাল বাস করে। যৎকালে মৃত্যু হয় তৎকালে স্থূলদেহান্তর্গত উপরোক্ত সপ্তদশ অবয়বাত্মক সূক্ষ্ম

শরীর, দেহি সহকারে উৎক্রামণ করে অর্থাৎ আকাশস্থায়ী হয় যথাহ মনুঃ। তমোহয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরন্তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ। ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম, তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥ এই দেহে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেপ্যুক্তং যথা, দেহেপঞ্চত্বমাপন্নে, দেহী কর্ম্মানুগোবশঃ॥ দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ইত্যাদি মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবের আতিবাহিক শরীর প্রাপ্তি হয় না; আর, আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাঃ। এই প্রমাণে পুরুষের পুরুষরূপী ও স্ত্রী বা নপুংসকের স্ত্রী কি ক্লীবরূপী লিঙ্গদেহ জন্মে॥ পরে শ্মাশানিক ক্রিয়া অন্তে সেই আতিবাহিক জীব প্রেতদেহগত হয়েন, তদনন্তর সাপিণ্ডকরণাদি কার্য্য যথোক্তমতে হইলে সেই জীব ভোগদেহ ধারণ করতঃ প্রাক্তন জন্মের কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল কোন স্বর্গে বা নরকে ভোগ করেন পশ্চাৎ পারলৌকিক ভোগাবসানে ভোগদেহস্থ জীব পুর্য্যষ্টক শরীরে প্রবিষ্ট হন অতঃপর চন্দ্রমণ্ডলের অংশুমালাতে লীন হইয়া অদৃষ্টরূপ সংস্কারানুসঙ্গী জীব বীজ মধ্যে গমন করেন। সেই বীজ হইতে ভুক্ত অদৃষ্টানুবন্ধ স্থূলদেহোৎপন্ন হয়, পুর্য্যষ্টক শরীরে পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, সংস্কার, কর্ম্ম, প্রাণ, অবিদ্যা, এই অষ্ট পদার্থ থাকে॥ যথাহ সনন্দঃ, ভূতেন্দ্রিয় মনো-বুদ্ধি বাসনা কর্ম্মবায়বঃ। অবিদ্যাচাষ্টকং প্রোক্তং পুর্য্যষ্টমৃষিসত্তমৈঃ॥ মানবশাস্ত্রেচ যথা, যদাণু-মাত্রিকোভূত্বা বীজং স্থাস্নু চলিষ্ণুচ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥

দেহপাতে যাহাদের শ্মশানক্রিয়া না হয় তাহারা প্রেতদেহ কি ভোগদেহ অথবা পুর্য্যষ্টকদেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু শ্মাশানিকভূত হইয়া চিরকাল থাকে, ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত এই যে খ্রীষ্টান ও যবন জাতির শাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ও পূরক পিণ্ডাদির বিধান নাহি॥ তাঁহারা বলেন যে, রোজ কেয়ামত অথবা ডে আব্ রিজরেক্‌সন্ পর্য্যন্ত মৃতদেহের জীব হাজতে মুলতবি থাকে। শেষ দিনে অর্থাৎ মহাপ্রলয় সময়ে তাহাদের বিচার হইয়া দণ্ড বা পুরস্কার বিধান হইয়া থাকে, তাহাদেরকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না॥ অতএব ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যাহাদের না হয়, তাহারা শ্মাশানিক ভূত হইয়া থাকা যে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহা অসম্ভাব্য নহে ইতি॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শরীর ব্যতীত অন্য বস্তুতে জ্ঞান থাকে না সূক্ষ্ম শরীর অস্থিমাংস রক্ত দ্বারা নির্ম্মিত হয় না। পঞ্চ-প্রাণ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অপঞ্চীকৃত নির্ম্মিত হয় তাহাতে প্রাণ থাকে, সুব্যক্ত আছে সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর পরে প্রেত শরীর অবলম্বন করিয়া সম্বৎসর থাকেন। তচ্ছরীর দশপিণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত হয় কর্ম্মসূত্র দ্বারা জীব তাহাতে গ্রথিত আছেন, সম্বৎসরের পর বান্ধব কর্ত্তৃক সপিণ্ডীকরণ দ্বারা ঐ প্রেত শরীর ত্যাগ করিয়া ভোগ শরীর হয়, তদ্দ্বারা পুণ্য পাপ ভোগ করেন।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরং ন ত্বস্থিমাংসরক্তাদিভির্নির্ম্মিতং তত্তু বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া চ নির্ম্মিতং ভবতি। অত্র প্রমাণং যথা পঞ্চদশ্যাং ভূতবিবেকে॥

"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ২৩ শ্লোকঃ

অস্য সূক্ষ্মশরীরস্য পরিমাণমঙ্গুষ্ঠমাত্রং। অত্র প্রমাণং যথা, মহাভারতে সাবিত্র্যুপাখ্যানে। ততঃ সত্য-বতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়াকাশপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ তৎ প্রমাণং। পুর্য্যষ্টকবেষ্টিতং সূক্ষ্মশরীরবন্তমিতি ভারত-ব্যাখ্যানে নীলকণ্ঠ। অত্র সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্টস্যৈব জীবস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রং পরিমাণমন্যথাচেৎ সূক্ষ্মশরীরস্যাধিক পরিমাণং স্যাৎ তর্হি জীবস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠাধিকপরিমাণং স্যাৎ যথা স্থূলশরীরবতো মনুষ্যোঽয়ং সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত ইত্যাদি পরিমাণবৎ। বস্তুতস্তু দেহস্যৈব পরিমাণং ন তু মায়াবচ্ছিন্নাশরীরেশ্বরাংশস্য জীবস্য। এতচ্চ সূক্ষ্মশরীরং প্রাণপঞ্চকৈর্বিনা নৈব ভবতি সুতরামস্যৈব প্রাণাস্তিষ্ঠন্তি॥ অত্র প্রমাণং যথা বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈরিত্যাদি॥ মৃত্যোরনন্তরং নৈতৎ সূক্ষ্মশরীরং কৈশ্চিদপ্যুপকরণৈর্নির্ম্মিতং ভবতি কিন্তু, স্থূলদেহে জীবস্থিতেঃ প্রাগেব বিধাত্রা বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া চ নির্ম্মিতমভূৎ॥ অন্যথা, অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাদিত্যাদৌ পুরি শেতে পুরুষ ইতি বিশেষণস্য বৈষম্যাপত্তিঃ। এবং নীলকণ্ঠস্যাপি। সূক্ষ্মশরীরবন্তমিত্যাদিকং ব্যাখ্যানং বিফলমেব। তত্র চ সূক্ষ্মশরীরে সর্ব্বদৈব জীবস্থিতির্দৃশ্যতে॥ যথা "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষান্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইত্যাদি কঠোপ-নিষৎ ষষ্ঠবল্লী॥ নায়ং জীবঃ সূক্ষ্মশরীরে কুতশ্চিৎ সমেত্য মিলতি। কিন্তু সর্ব্বদৈব তত্রাবতিষ্ঠতে॥ চেদয়মন্যত্রাবস্থিতো ভবেৎ তর্হি "অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাদিত্যাদি॥ কস্যাপি ভার-তোক্ত শ্লোকস্য ব্যর্থতা ভবেৎ। এবং মৃত্যুসময়েঽসৌ জীবো যচ্চিত্তো ভবতি। তেনৈব যথা সঙ্কল্পিত-স্থানং পুণ্যলোকং পাপলোকম্বা ব্রজতি, অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুসময়েঽপি যে পুণ্যবুদ্ধয়স্তেষাং পুণ্যলোকপ্রাপ্তি-রেবং যে মৃত্যুযন্ত্রণোৎপীড়িতা অপি পাপবুদ্ধয়স্তেষাং পাপলোকপ্রাপ্তিরত্র প্রমাণং যথা, "যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসাযুক্তঃ সহাত্মনা, যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি। মুণ্ডকোপনিষৎ॥ "অথৈক-য়োর্দ্ধ উদান পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকং॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ইত্যলং শুভমস্তু আধিক্যং সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞবুধনেত্র শ্রীমহারাজসন্নিধৌ চাপল্যমেব॥ ওঁ তৎ সৎ শান্তি ২ ইতি॥

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সপ্তদশাবয়বযুক্তং যদাত্মনঃ সূক্ষ্মশরীরং কারণগুণা হি কার্য্যে বর্ত্তন্তে ইতি ন্যায়াৎ সপ্তদশাবয়বানাং মধ্যে যৎ পার্থিবসূক্ষ্মভাগস্য গুণাঃ সূক্ষ্মাস্থিমাংসাদয়ঃ পঞ্চ এবং জলীয়সূক্ষ্মভাগস্য গুণাঃ রক্তাদয়ঃ পঞ্চ এতৈ-র্ঘটিতং যৎ সূক্ষ্মশরীরং তস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরিমাণ অনির্ব্বচনীয়ং। সপ্তদশাবয়বত্বে প্রমাণং রামগীতায়াং। যথা সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় যুত প্রাণের পঞ্চীকৃত ভূতসম্ভবমিত্যাদি তত্র প্রাণোঽন্ত্যেব অন্যথা তস্য সপ্তদশাবয়বত্বানুপপত্তে। মরণানন্তরং পৃথিব্যাদি ভূতভাগেভ্যঃ পাপকারিণাং নরাণাং পীড়ানুভব প্রয়োজক জরায়ুআদি দেহব্যতিরিক্ত দুঃখ সহিষ্ণু শরীরং পরলোকে জায়তে যল্লিঙ্গ শরীরং কথয়তি এতৎ প্রমাণং মনুঃ। পঞ্চভ্যঃ এবমাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাং শরীরং যাতনার্থীয় মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং॥ তত্র পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মনোদেহ বিনিঃসৃতঃ ক্ষেত্রজ্ঞনামকোজীবস্তত্র মিলিত্বাবতিষ্ঠতে তে জীবাঃ পরলোকে দুষ্কৃত জন্য যমকারিতা যাতনা যাগাদিকৃতপুণ্যানি চ অনুভূয় অবশিষ্ট ভোগার্থং পুনঃ ষট্‌ক ভূতাবয়বে মিলীয়াবতিষ্ঠতে॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

সূক্ষ্ম শরীর অস্থিমাংসাদি দ্বারা নির্ম্মিত নহে, উহা কেবল পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরিমাণ শূন্য, কারণ পঞ্চভূত বায়ু প্রভৃতির পরিমাণ হইতেই পারে না। তাহাতে প্রাণ থাকে না, কারণ দেহ শূন্য, মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর পুনর্নির্ম্মিত বোধ হয় না, সুতরাং তাহাতে জীবও মিলিত হয় না এবং পাপ পুণ্য ভোগ শরীর ভিন্ন হইবার কোন সম্ভব নাই। ২৫ ॥

[২৬] প্রশ্ন। অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীর না থাকিলে স্বকৃতকর্ম্মের অনুভব হয় না, যথা অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ।
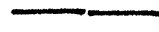
(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি অনেক পদার্থ হইতে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, যেমন বায়ুাদিকৃতবৃক্ষনিপাতনাদি অবিরতই দেখাযাইতেছে এবং দ্রব্যপদার্থমাত্রই কর্ম্মবৎ, ইহা ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ স্বকৃতকর্ম্ম অনুভব আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বায়ুাদি পদার্থ করিতে পারে না। আত্মা অবিরতই ঐ জ্ঞান করিতেছে, কিন্তু আত্মাও স্থূলশরীরী না হইলে স্বকৃত কর্ম্ম অনুভব করা দূরে থাকুক কর্ম্ম করিতেই অশক্ত, কারণ স্থূলশরীরানবচ্ছিন্ন আত্মা নিষ্ক্রিয় কিন্তু প্রকৃতিবলে শরীরাবচ্ছিন্ন হইলে কর্ম্ম তাহাতে জন্মিয়া থাকে। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে "কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্মকর্ত্তুঞ্চ" ইত্যাদি জীব কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত এবং কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। অপিচ লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্ত্য কর্ম্মাদ্য ভাবত ইতি পঞ্চদশী॥ স্থূলদেহের নাশ হইলে লিঙ্গদেহ অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর থাকিলেও জীব কর্ম্ম করিতে অশক্ত একারণ তদানীং জীবের জীবত্ব স্বীকার করি না ইত্যর্থঃ।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলশরীরপতনানন্তরং সকৃতকর্ম্মণামনুভবো ন জায়তে কর্ম্মোপস্থাপিত তত্তদ্দেহাত্যন্তাভিনিবেশাৎ আত্মানং পূর্ব্বদেহাদিকম্বা মনো ন স্মরেৎ যথোক্তং শ্রীভাগবত্তে বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ। জন্তো বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্ম্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিরিতি কিন্তু অহো ময়া কৃতং পাপং তেনৈতাদৃশং দুঃখং প্রাপ্তং অহো ময়া কৃতং পুণ্যং তেনৈতাদৃশং সুখং লভ্যতে এবং রূপেণ কেবলং পাপপুণ্যোপলব্ধির্ভবতি ন তু বিশেষরূপেণ॥

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী আত্মা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সকলই অনুভব করিতে পারেন। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি শ্রুতেঃ" তিনি সকলের অন্তর্যামী সাক্ষী। জীব যাহা করিতেছে, যাহা ভোগ করিতেছে, তিনি তৎসমুদায়ই জানিতেছেন। তিনি অকর্ত্তা তাঁহার কর্ম্ম নাই, সুতরাং কোন্ কর্ম্মের ফলভোগ করিবেন? "অকামিতং ফলং নস্যাৎ" ব্যষ্টিকৃত কর্ম্মাদি যেমন সমষ্টিতে আরোপ হয়, সমষ্টিকৃত কার্য্যাদি কিছু ব্যষ্টিতে হয় না, তদ্রূপ ব্যষ্টিভূত জীব অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সমষ্টিভূত ঈশ্বরের সর্ব্বানুভাবকতা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর স্ব স্বরূপানন্দ ও জীবানুভূত বিষয়ানন্দ উভয়ই অবগত আছেন ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম নানুভবং করোতি যতোনুভাবনা বুদ্ধিজা ভবতি।

---
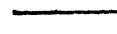
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যা জীবঃ ক্ষণমপি বিদেহো ন ভবতি। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরাবস্থিতিসময়ে পূর্ব্বকৃতকার্য্যং ন স্মর্ত্তুমর্হতি। কারণ সামগ্র্যভাবাৎ। পাঞ্চভৌতিকদেহ এব তত্তৎ সামগ্রিসত্ত্বাদিতি ভাবঃ॥

---
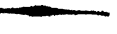
(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

ষড়্‌বিংশতিতম প্রশ্নোত্তর চতুর্ব্বিংশতিতম প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে

---
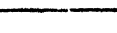
(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অনুভবস্য মনোধর্ম্মত্বাত্তস্য চ শরীরস্থায়িত্বাচ্ছরীরিণং বিনা কর্ম্মৈব ন ভবতি কুতস্তদনুভব ইতি। প্রমাণং। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণমিত্যাদি লোভোমোহশ্চেত্যাদি প্রাগুক্তং মনসঃ পরিণামোয়মিত্যাদি বিষ্ণুপুরাণং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ঋতেতু স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাভ্যাং জীবস্য ন স্বকৃতকর্ম্মানুভবো ভবতি। উভয়বিধশরীরশূন্যস্য মুক্তত্বাৎ প্রমাণঞ্চ ব্রহ্মপুরাণে পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈবন্ধো মোক্ষোমুক্তস্য তেন তু ইতি। কর্ম্মহি শরীরস্য মূলং সতি কর্ম্মণি ন শরীরাভাবশঙ্কাপি কর্ম্মণো বিনাশেনৈব শরীরস্য নাশাৎ উভয়বিধ শরীর নাশানন্তরং কর্ম্ম নাস্ত্যেব কুতস্তস্য ভোগ ইতি॥ কর্ম্মণা দৈবনেত্রেন জন্তুর্দ্দেহোপপত্তয়ে ইতি শ্রীভাগবতে। দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্ম্মসমুদ্ভব ইত্যধ্যাত্ম রামায়ণে॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অনুভব শব্দস্য জ্ঞানে শক্তিঃ। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চৈব অনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপ-মিতি শব্দজে ইতি তথাচ জন্যজ্ঞানং প্রতি শরীরত্বেন কারণত্বং অন্যথা পরমাত্মনি জন্যজ্ঞানাপত্তেঃ। তথাচ শরীর বিরহদশায়াং আত্মনা স্বকৃতকর্ম্মে নানুভূয়তে॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

না, ইহার উত্তর ২৪ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আছে।

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরিণঃ বৃক্ষাদয়ঃ স্বকৃতকর্ম্ম অনুভবন্তি অন্তঃ সংজ্ঞত্বাৎ অন্তঃ সংজ্ঞত্বঞ্চ অন্তঃ সংজ্ঞাভবন্ত্যেকে সুখ দুঃখসমন্বিতা ইতি মনূক্তেঃ। মরণানন্তরং অশরীরিণো জীবাঃ স্বর্গীয় নারকীয় শরীরান্তরং বিনা স্বীয় কৃতে পাপপুণ্যে উপভোক্তুং ন ক্ষমাঃ অসম্ভবাৎ॥ অশরীরিণঃ পাষাণাদয়স্তু স্বকৃত গৃহাদি কর্ম্ম নানুভবন্তি জ্ঞানাভাবাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল সূক্ষ্মকারণত্বেন শরীরং ত্রিবিধং যত্তু তৎত্রিবিধশরীরবিরহিতং তদশরীরি তদেব মুক্তং নাম মুক্তাবস্থায়াং স্বকৃতকর্ম্মণোনানুভবঃ সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ অতএবাশরীরিণঃ কর্ম্মভোগো নাস্তীতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ শরীর রহিত হইলে অশরীরী হয় তাহারি নাম মুক্ত তখন স্বকৃতকর্ম্ম অনুভব হয় না, তথাচ শ্রুতি অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ অতএব অশরীরীর কর্ম্মভোগ নাই।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

অশরীরী স্বীয়ং প্রাক্তন কর্ম্ম নানুভবিতুমর্হতি স্থূল শরীরাবচ্ছেদেনৈব জ্ঞানাদেরুৎপদ্যমানত্বাৎ ইতি॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

আকাশাদ্যশরীরিণা স্বীয় কৃতকর্ম্ম নানুভূয়তে তত্র অনুভবকরণ জ্ঞানেন্দ্রিয়স্যাভাবাৎ।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরকর্ম্মানুভবসামর্থ্যং নাস্তি। জ্ঞানাবচ্ছেদক শরীরাভাবাৎ জন্যজ্ঞানং প্রত্যবচ্ছেদকতা সম্বন্ধেন শরীরস্য হেতুত্বাৎ॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অশরীর কর্ম্ম নাই যেমন আকাশের কর্ম্ম নাই তদ্রূপ শরীর ভিন্ন অশরীরে অনুভব নাই। যথা। (অশরীরম্বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ) ইত্যাদি॥

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

পারে না।
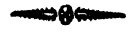
(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না; যেহেতু অনুভবোপকরণ মন ও বুদ্ধি দেহী ভিন্ন অন্যত্রে নাই।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্মানুভব করিতে পারেন না কারণ অনুভবের প্রতি মন আদি ইন্দ্রিয়ের করণ তাঁহাদের মন আদি নাই। অত্র প্রমাণং ইন্দ্রিয়ং জ্ঞানকরণমিতি পরিচ্ছেদধৃতং॥
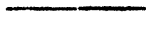
(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব কর্ত্তুং সমর্থোভবতি তথাহি। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি শ্রুতেঃ।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ইন্দ্রিয়াদি বিহীনত্বাৎ স্বকৃতং কর্ম্মসঞ্চয়ং। সক্তাভবন্তি ন জ্ঞাতু মজ্জানা অশরীরিণঃ॥ অত্র প্রমাণং কর্ম্মেন্দ্রিয়ন্তু পায্বাদি মনোনেত্রাদি ধীন্দ্রিয়মিত্যমরকোষঃ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরিণঃ কর্ম্মানুভবোনাস্তি শরীরাবচ্ছেদেনৈবজ্ঞান জননাদিতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অনুভবস্য মানসজন্যত্বেন অশরীরাদেস্তদভাবাৎ নিজদ্বারা কৃতকর্ম্মানুভবং কর্ত্তুং অশরীরী নক্ষমঃ প্রত্যুত অশরীরিকৃতকর্ম্মাপিনাস্তি অশরীরাদেঃ কার্য্য জননাযোগ্যত্বাৎ।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরির স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুভব হয় না। যেহেতু অনুভব বোধবিশেষ শরীরের ধর্ম্ম শরীর না থাকিলে কি প্রকারে অনুভব হয় ইতি।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বর ভিন্ন অশরীরী আকাশাদি স্বীয় কৃতকর্ম্ম (প্রতিশব্দাদি) অনুভব করিতে পারে না, কারণ, মন ব্যতিরেকে অনুভব শক্তি থাকে না এবং উহা ২৪ শ প্রশ্নোত্তর পর্য্যালোচনেও প্রতিপন্ন হইতে পারে।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরির আদৌ কর্ম্মাদি সম্ভব হইতেছে না সে কি প্রকারে স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুভব করণের পাত্র হইবে ইহাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না ইতি।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃত কর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না; যেহেতু অশরীরিতে ইন্দ্রিয়সত্তার অভাব থাকে। চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সাপেক্ষতা দ্বারা স্মরণ হয়, তৎ পরে অনুভব হয়। ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে কৃত কর্ম্মাদি স্মরণ হয় না। অশরীরিতে সুতরাং অনুভব হয় না, ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে স্মরণ হয় না, ইহার প্রমাণ কুসুমাঞ্জলিতে ব্যাখ্যা।

"ন চ পরমাণূনাং চৈতন্যং তেষাঞ্চ স্থিরত্বাৎ স্মরণং স্যাৎ ইতি বাচ্যং তথা সতি স্মরণস্যাতীন্দ্রিয়ত্ব-প্রসঙ্গাৎ ইতি।" তাহা হইলে স্মরণের অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ দোষ হয়, ইহাতে অবগতি হয় যে, স্মরণ ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ; অতএব ইন্দ্রিয়সত্তার অভাবহেতু অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না ইতি ২৬ উত্তর।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলশরীরেণ সহ সূক্ষ্মশরীরস্য ভোগমভবৎ যথা স্থাল্যগ্নিতাপাদিত্যাদি স্থাল্যা অগ্নিনা তাপাৎ তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ ক্ষীরস্য তাপঃ তস্য তাপাৎ তণ্ডুলানাং বহির্ভাগস্য তাপঃ যৎ স্তন্মার্ভস্য বহ্নিঃ পাকঃ ন চাত্র কিঞ্চিন্মিথ্যা এবং দেহাদিতি সন্নিকর্ষাৎ সম্বাৎ তন্নিমিত্তাসংস্থিতিঃ পুরুষস্য ভবতি অসবঃ প্রাণাঃ আত্মনো মনঃ অনুরোধাৎ উপাধি ধর্ম্মানুবৃত্তিঃ তথাহি নিদাঘাদিনা দেহেতপ্তে ইন্দ্রিয়াণাং তাপঃ ততঃ প্রাণস্য ততো মনসঃ ইত্যেবং যথাযথমূহ্যং॥ (ইহা এইরূপেই ভিন্ন প্রশ্নে উত্তর লিখিত আছে।)
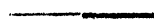
(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয়কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারেন না, শরীরাবচ্ছেদে ভোগ হয় তথাচ শ্রুতিঃ। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়েণ স্পৃশত ইতি।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী স্বীয় কৃতকর্ম্মানুভাবং কর্ত্তুং নার্হতি। অনুভবস্য মানসধর্ম্মত্বেন অশরীরিণস্তদভাবেন অনুভবস্যাসম্ভবাৎ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারেন, বিজ্ঞানময় কোষ অশরীরি তিনি স্বীয় কৃতকর্ম্ম যে বুদ্ধিকার্য্য তাহা অনুভব করেন, তাহার কারণ এই তাঁহার জ্ঞানশক্তি আছে। প্রমাণ আত্মবোধে, আত্ম চৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয় মনোধীয়ঃ। স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথজনাঃ॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরী মুক্তাত্মা স্বীয় কৃতকর্ম্মানুভব করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়াদেরভাবাৎ। সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত পরমাত্মা অনুভব করিতে পারেন।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বকৃতকর্ম্মফলভোগেপি নার্হতীতি। অত্র প্রমাণং। দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে। অতস্তদ্বিরহে দেহী ন দু খৈঃ পরিভূয়তে ইত্যাদি॥

---

(৩৮) ভাটপাড় নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বৈদান্তিকমতেন। নিত্যসুখাবাপ্তির্হি মুক্তিঃ। মার্কণ্ডীয়সমাস্যা পর্ব্বণি (২১১) অধ্যায়ে ১৭।১৮ শ্লোকে॥ মুক্তানামমূর্ত্তত্বং কথিতং॥ সুতরাং অশরীরী স্বকৃতং কর্ম্ম অনুভবতি॥

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না। যখন সূক্ষ্মশরীরে পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে ভোগসাধন হয় এইমাত্র, তখন ঐ প্রশ্নের আশঙ্কা থাকে না যে, অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম সকল অনুভব করিতে পারে।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি ব্যক্তির স্বীয় কৃতকর্ম্মনাস্তি অনুভবো নাস্তি অনুভব করিতে পারে নাই।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

জড়পদার্থানামশরীরিণামনুভবশক্তিঃ কর্ম্মাপি চ নাস্তি মনোবিহীনত্বাদিতি। অশরীরি জড়পদার্থের মনোহীনতাপ্রযুক্ত কর্ম্ম এবং অনুভবশক্তি নাহি। পাদ অর্থাৎ মূল দ্বারা রসাকর্ষণ ও ফলকুসুমাদি

উদ্ভাবন করা পাদপাদিতে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্রিয়াপদের মধ্যে গণনীয় নহে। কারণ ইন্দ্রিয়জন্য যে কর্ম্ম তাহারই ক্রিয়াসংজ্ঞা কথিত হইয়াছে সুতরাং উদ্ভিজ্জভূতগ্রামের কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকাতে কর্ম্ম নাহি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব নিমিত্ত অনুভব ক্ষমতাও বিরহ। তবে তাহাদের যে বসন্তকালে কিছু তেজস্বিতা আর শিশির ঋতুতে বিমর্ষভাব লক্ষিত হয়, তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না, তাহা কেবল তাহাদের অভ্যন্তরবর্ত্তি যে কিঞ্চিন্মাত্র সত্যগুণ আছে তাহার ধর্ম্মে হইয়া থাকে। ঘোরতমসাচ্ছন্ন হেতুক ইহারা নিশ্চল, যাহা নিশ্চল তাহাই ক্রিয়াবিবর্জ্জিত, যাহার কর্ম্ম নাহি, তাহার ক্রিয়াবিবেকও নাহি ইহাই ন্যায়ানুগত ইতি।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অশরীরি স্বীয় কৃতকর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আকাশাদ্য শরীরিণাং স্বীয় কৃতকর্ম্মনানুভূয়তে অত্র অনুভবকরণে জ্ঞানেন্দ্রিয়স্যাভাবাৎ।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

পারে না। ২৬।

[২৭] প্রশ্ন। সূক্ষ্ম শরীরে যে ভোগ হয়, তাহা কোন্ স্থানে হয়?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কেবল সূক্ষ্ম শরীরে কোন স্থানেও ভোগ হয় না, যাবৎ সূক্ষ্ম শরীর অন্য শরীর গ্রহণ না করে, তাবৎ ভোগের অসম্ভব। মৃত্যুর পর পাপ নিবন্ধন যাতনা দেহ লাভ হইলে তাহাতেই যামী যাতনা ভোগ হয়, কিম্বা পুণ্যোপস্থিত দেব দেহ লাভ হইলে তাহাতেই স্বর্গাদি ভোগ হয়। যথা ভাগবতে তৃতীয়ে ৩৫ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে। যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্ব্বদ্ধাগলেবলাৎ। নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা। যথা।

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম শরীরে জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় না, স্থূলদেহ সম্পর্কেই উহা হইয়া থাকে যেমন স্থূলদেহের নখাঙ্গুলী অগ্নি দগ্ধ হইলে সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীবের যন্ত্রণা হইয়া থাকে এই দেহ না থাকিলে ইহা সম্ভব হয় না এই নিমিত্ত পঞ্চীকৃত ভূত শরীরকে শাস্ত্রকর্ত্তারা ভোগদেহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কারণ এই দেহ সম্পর্কেই জীবের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল মীমাংসানুসারে স্থূলদেহ সম্পর্ক নিদান সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীবের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ইহা নির্ণীত হইয়াছে পঞ্চবিংশ প্রশ্নের উত্তর করিতে এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ অনেক উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই সূক্ষ্ম শরীরকে আতিবাহিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন যথা তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকং অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীব আতিবাহিক শরীরমাত্র অবলম্বনে গগণেচর হইয়া থাকে যথা আকাশস্থোনিরালম্ব ইত্যাদি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরকাদৌ সূক্ষ্ম শরীরেণৈব সহ তত্তৎ ভোগদেহং প্রাপ্য জীবঃ কর্ম্মফলভোগং করোতি।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলদেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব সূক্ষ্ম শরীরসহ, প্রথমে যমসদনে গমন করে, তথায় বিচার হইয়া কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ জন্য স্বোপার্জ্জিত লোকে গমন করে। অথবা পৃথিবীতেই পুনরাবর্ত্তিত হয় তথায় প্রাক্তন নির্ম্মিত, মাতা পিতার শুক্র শোণিত পরিণতিতে উৎপন্ন স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হয় এবং ভুমিষ্ঠ হইয়াও বাহ্য ওষধ্যাদি হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করতঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। জীব, স্বকৃতকর্ম্মের অধিকাংশ ফলই, ইহ জীবনে প্রাপ্ত হয় অবশিষ্টাংশ, যাহা সংসার বৃক্ষের বীজভূত তাহা, পর পর জীবনে অনুবৃত্ত হয়। এইরূপে সৃষ্টি প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে ৩১। ৩২ প্রশ্নে ইহার সম্বন্ধ আছে ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূল শরীরাদ্বিলক্ষণং লিঙ্গদেহাখ্যং ভোক্তুঃ স্বাধিষ্ঠান চিদাভাসস্য ইহ পরলোক গমনাদিনা সুখাদেঃ সুখ দুঃখানুভবস্য সাধনমপিভবেৎ ভবতি প্রমাণং রামগীতায়াং।
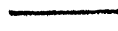
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ হয় না সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ।

(৭) গুড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত জীবস্য সর্ব্বত্রাবস্থান সম্ভবাৎ দাশাহিক পিণ্ডভোগার্থং স্থাননির্ণয়োনাস্তি। সামান্যতঃ দাশাহিক পিণ্ডভোগেন শরীর প্রতিপত্তি কথনাৎ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

ইহলোকে বা স্বর্গে বা নরকে ভোগ হয়। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্রত্বং ন জরয়া বিভেতি উভে তীর্ত্বাশনায়া পিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে ইতি শ্রুতি বচনাৎ ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ইতি শ্রুতৌ যমবচনাচ্চ॥ উভাভ্যাং মনুষ্যলোকমিতি প্রাগুক্তবচনাচ্চ॥

যেমন পৃথিবীপতির নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া তৎপ্রদত্ত পদোচিত কর্ম্মের নিপুণতা উৎকর্ষতা প্রভৃতি দেখাইতে পারিলে উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি হয় এবং নিয়মের বিপরীতাচরণ করিলে কারারোধাদি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং যৎকিঞ্চিৎ নৈপুণ্যাদি দেখাইতে পারিলে পারিতোষিক প্রাপ্ত হয় এবং যৎকিঞ্চিৎ নিয়মান্যথা করিলে কিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ডাদি হয় তদ্রূপ বিশ্বরাজ্যাধিপতির নিয়মাবলী যথাবিধি প্রতিপালন করিয়া উৎকর্ষতা দেখাইতে পারিলে স্বর্গীয় সুখ লাভের অধিকারি হয় এবং অন্যথাচরণ করিলে তাঁর কারাগার (অর্থাৎ নরস্থানে) দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে এবং যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা বা যৎকিঞ্চিৎ অন্যথাকরণ করিলে ইহলোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরেণ ভোগো যমালয়ে ভবতীতি প্রমাণং সন্দেহো ন ভবেদ্‌স্য জ্বলদগ্নৌ যমালয় ইতি প্রাগুক্তং তেনানুভূয় তা যামী শরীরেণেহ যাতনাঃ। অস্বেবেত্যাদি তৈর্ভূতৈঃ সপরিত্যক্তোযামী, প্রাপ্নোতি যাতনা ইতি মনুবচনং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরেণ ভোগস্তু যমালয়ে ভবতি। প্রমাণং যদি তু প্রায়শোহধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈর্ভূতৈঃ সপরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনা ইতি মনুঃ। তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেণেহযাতনা ইতি চ মনুঃ শ্রীভাগবতে চ পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনং ইতি॥ অবেক্ষেত গতির্নৃণাং কর্ম্মদোষসমুদ্ভবাঃ। নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে ইতি মনুঃ॥

---
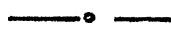
(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ভোগ ইহলোকে পরলোকে চ ভবতি। কেবলসূক্ষ্মশরীরে ভোগোনাস্তি॥ জীবস্য স্বর্গীয়শরীরাবচ্ছেদেন স্বর্গভোগো ভবতি। স্থূলশরীরাবচ্ছেদেন ঐহিকভোগো ভবতি॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরে যে ভোগ হয় তাহা ইহলোকে ও পরলোকে হইয়া থাকে। জীবাত্মা কেবল সূক্ষ্মশরীরে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না। জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট হইলেও অপর পাঞ্চভৌতিক শরীরে ও আতিবাহিক শরীরে ভোগ করেন। ইহলোকে পাঞ্চভৌতিক শরীরে ও পরলোকে আতিবাহিক শরীরে ভোগ হয়। তন্মধ্যে যমালয়ে দুঃখ ভোগ ও দেবলোকে সুখভোগ করেন।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলশরীর রূপ অবলম্বন ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয় না। পৃথিবীতে এই স্থূলদেহে যে ভোগ হইতেছে তাহাতেও সূক্ষ্মশরীরের সহকারিতা আছে। স্বর্গ ও নরকভোগ সূক্ষ্মশরীরেই হয় বটে, কিন্তু সেখানেও কোন রূপ দিব্য বা নরকসাধন কলেবর জন্মে। "নাম্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ। (কঃ সূ ৩ ১০)" যেমন আধার ব্যতীত প্রতিবিম্ব দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ স্থূলশরীর ব্যতীত সূক্ষ্মশরীর থাকে না। মনু ১২ ২০ যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ। তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥" মানব যদি অধিক ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন, তবে পৃথিবী আদি ভূত দ্বারা স্থূলশরীরী হইয়া স্বর্গে সুখভোগ করেন। আর (মনু ১২।২১) "যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ। তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনা॥" যদি অধিক অধর্ম্ম অল্প ধর্ম্ম করেন, তবে মৃত্যুর পর ঐ ভূত দ্বারা দুঃখসহিষ্ণু বিলক্ষণ একটি কঠিন দেহ প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে যম যাতনা ভোগ করে। স্বর্গ ও নরক অনেক, তদ্ভিন্ন পৃথিবীও ভোগস্থান। এই সর্ব্বত্রে স্থূলদেহের অবলম্বনে সূক্ষ্মদেহ দ্বারা ভোগ হয়।
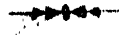
(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশারীরিক ভোগঃ ইহস্থানে পরত্রস্থানে চ ভবতি; বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচনাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ইহ পরত্র চ সর্ব্বত্রৈব সূক্ষ্মশরীরেণ কর্ম্মফলভোগো ভবতি। অতঃ সূক্ষ্মশরীরস্য ভোগসাধনত্বেন শাস্ত্রে নির্দ্দেশঃ কৃতঃ॥ তথাচ বেদান্তসারে পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ইতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরে ইহকাল ও পরকালে সকল স্থানেই ভোগ হয়, এই নিমিত্ত উহার নাম ভোগদেহ তথাচ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ইতি বেদান্তসার॥

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

সূক্ষ্মশরীরস্য ভোগায়তনত্বাভাবাদদৃষ্টবশগদেহান্তরং প্রাপ্যৈব জীবঃ স্বর্গাদিফলং ভুঙ্‌ক্তে কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সম্বৎসরাৎ পরং প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ইতি স্মার্ত্তধৃতবচনেন সপিণ্ডীকরণাধিকারিসত্বে সপিণ্ডীকরণেনৈব দেহান্তরপ্রাপ্তিরন্যত্র তু প্রাক্তনাদৃষ্টাদেব॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

এতদুত্তরং পঞ্চবিংশপ্রস্তাবেঽনুসন্ধেয়ং ॥ ২৭ ॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরোৎপন্নভোগশরীরে তিষ্ঠতো জীবস্য স্বর্গে নরকে চ ভোগো ভবতি।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অন্তঃকরণে। যাবৎ অন্তঃকরণ আত্মাতে লীন না হয় তাবৎ সুখদুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে, শরীর ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের সম্বন্ধে ভোগ হয়। যথা, (আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। ইত্যারভ্য। আত্মেন্দ্রিয়ো মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ॥ এই মন্ত্রে আত্মশব্দের অর্থ শরীর ॥

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বত্রেই হয় সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারায়।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরলোকে হয়, সৎকার্য্যের স্বর্গে ও অসৎকার্য্যের নরকে হয়।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়া সর্ব্বত্র ভোগ করেন।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে যত্রস্থানে ভোগোভবতি তদুক্তং বেদান্তসারে তথাহি। এতৌ সূত্রাত্মতৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভির্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্ম বিষয়াননুভবতঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্থূলদেহং সমাশ্রিত্য শরীরং সূক্ষ্মসংজ্ঞকং। ইহলোকে পরত্রাপি সুখাদিভোগকারণং॥ প্রমাণং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি পঞ্চীকরণবার্ত্তিকং। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতৈঃ কৃতং সূক্ষ্ম শরীরং সদসৎ কর্ম্মজন্য সুখ দুঃখ ভোগসাধনমিতি শঙ্করাচার্য্য চ ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশাবয়বক সূক্ষ্ম শরীরাভিমানিনোজীবা তত্তৎ কর্ম্মাধীন তত্তৎ স্থূলদেহাভিমানিনঃ সন্তঃ দেবনরপশ্বাদিস্বরূপেণ তত্তৎ স্থূলদেহাবচ্ছেদেনৈব স্বর্গাদৌ সুখ দুঃখাদীনি ভুঞ্জতে ইতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে পাপভোগো যমসদনে নরকেচ ভবতি। পুণ্যভোগশ্চ স্বর্গাদৌ ভবতি অত্র প্রমাণং; যেত্বিহ বৈ পুরুষাঃপুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়োনৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তাশ্চ তে পশবঃ ইহ নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তোরক্ষোগণাঃ সৌনিকাইব স্বধিতিনা অবদায় অসৃক্ পিবন্তীতি ভাগবতীয় পঞ্চমস্কন্ধগদ্যং, ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরবচনঞ্চ উক্ত ভাগবতীয় গদ্যে ইহ নিহতা যমসদনে ইত্যাদি শ্রুতেঃ বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর বচনে নরকে স্বর্গে বা ইতি শ্রুতেশ্চ সূক্ষ্ম শরীরে পাপভোগাদিকং নরকাদৌ ভবতীতি প্রতিপন্নং।

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর আতিবাহিক নামক সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক জীব যমালয়ে কর্ম্মভোগ করিয়া শুচি হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম বশতঃ শরীর ধারণ করে কপিলযোগে দৃশ্যমান।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ স্বর্গ নরকাদি বিবিধ স্থানে হয়, প্রমাণ ২৯ শ প্রশ্নোত্তরে অনুসন্ধেয়।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে যে ভোগ হয় তাহা সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীব প্রাক্তনীয় সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মাধীন হইয়া স্থূলদেহে অভিমান করতঃ দেব বা নরপশ্বাদিরূপে স্বর্গে অথবা নরকে ভোগ করেন ইহাও শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে ইতি।

শাস্ত্র যথা দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্। ভুঞ্জানএবকর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমানিতি॥ অস্যার্থঃ জীবোপাধিতয়া ভূতেন জাতেন লিঙ্গদেহেন লোকান্তরং অনুব্রজন্ অবিরতং কর্ম্ম করোতীত্যর্থঃ।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে যমপুরে কর্ম্মভোগ হয়, যমপুরে নরক ভোগের স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট আছে এবং স্বর্গ ভোগের স্থান যমপুরেও আছে এবং তদ্বহিঃস্থ ইন্দ্রপুরাদিতেও আছে। ইহার প্রমাণ পুরাণ ও ভারতাদিতে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরক ভোগ যমালয়ে যথা;——

অবেক্ষেত গতীর্নৃণাং কর্ম্মদোষ সমুদ্ভবাঃ। নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাঞ্চ যমক্ষয়ে॥ ইতি মনুঃ। কোনও মতে ইহৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি।

---

(৩২) মঙ্কড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যদি প্রাণ বায়ু পুনর্জ্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিয়া স্বকৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহার জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ হয় না কেন? যেমন নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্নাবস্থায় কৃতকার্য্য সকল জাগরিত ব্যক্তির স্মরণ

হয় তদ্রূপ নবদেহ প্রাপ্ত পূর্ব্বে প্রাণের বা মনের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল না হইবার কারণ কি। নবদেহ প্রাপ্তসৎ পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম নস্মর্ত্তব্যং। প্রমাণং একাদশ স্কন্ধে মৃত্যুরত্যান্তবিস্মৃতি॥

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

মন ইন্দ্রিয় শরীর এই তিনের যোগে ভোগ হয়। যথা আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনী-ষিণ ইতি॥

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সুক্ষ্ম শরীরে ভোগাদিকং পরলোকে ভবতি। অত্র প্রমাণং পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণামিত্যাদি মনুবচনং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

সুক্ষ্ম শরীরে যে ভোগ হয় তাহা স্থূল শরীরে হইয়া থাকে তাহার বিবরণ করিতেছি। সমষ্টি লিঙ্গ শরীরাভিমানী যে হিরণ্যগর্ভ তিনি সমষ্টি স্থূল শরীরে বৈশ্বানরাভিমানী হন এবং ব্যষ্টি লিঙ্গশরী-রাভিমানী যে তৈজস সকল তাঁহারা বিশ্বাভিমানী হইয়া তবে জ্ঞানে বিমুখ হইয়া স্থূল শরীরে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন, প্রমাণ পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে। তৈরগুপ্তত্রভুবন ভোগভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ। হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরোভবেৎ। তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ॥ তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যক্ তত্ত্ববোধ বিবর্জ্জিতাঃ। কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্মকর্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

যমলোকাদিতে হয়, অনুরূপাদৃষ্টবশতঃ। এতৎ প্রমাণং তেনানুভূয় তা যামীরিত্যাদি পূর্ব্বমুক্তং স্বর্গে সুখমবাপ্নুত ইত্যাদ্যপি পূর্ব্বমুক্তং॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রেতশরীরে, তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা ইত্যাদি বচনাৎ যাতনাদ্যনন্তরং স্বর্গ নরকা-খ্যস্থান বিশেষে তত্তদ্ভোগাবশেষে শেষপাতকাক্ষয়ায় ইহলোকে মনুষ্যাণাং স্থূল শরীরেপি লক্ষণানি ভবন্তি অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণোক্তং অথ নরকানুভূতানাং দুঃখানাং তির্য্যক্‌ত্বমুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি কুষ্ঠ্যাতিপাতকী ব্রহ্মহা যক্ষ্মী সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ সুবর্ণহারী কুনখী গুরুতল্পগো দুশ্চর্ম্মেত্যাদি।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

যমালয়ে, যথা সশরীরী (ইত্যাদি) (মনুঃ ১২ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকস্য কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যং)।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে যে ভোগ হয় তাহা পাপ পুণ্য বিবেচনায় স্বর্গ নরকাদিতে হয়, শাস্ত্রানুসারে এমন পাপ আছে যদ্দ্বারা কুম্ভীপাক নরক হয়, যথা কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে ইত্যাদি প্রমাণমস্তি।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ হয়. ক্ষেত্রে ভোগোঽস্তি দেহেঽপি সুখ দুঃখ ইত্যাদি অহঙ্কার বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়ানি তথা দশ চিদাভাসা মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব এতৎ ক্ষেত্রং দেহ ইত্যভিধীয়তে।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর, ভোগদেহ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রাক্তন জন্মের কর্ম্মফলানুসারে, ভূরাদি স্বর্লোকান্তর্গত কোন লোকে সুকৃতির শুভফল. অথবা পাতালস্থ তামস্রাদি সপ্তবিংশতি নিরয়ের কোন এক নরকে দুষ্কৃতির শাস্তিভোগ করে। যেমন ইহলোকে লোকদিগের নানাবিধ সদসৎ ক্রিয়া অর্থাৎ পুণ্য পাপের পুরস্কারও দণ্ডভোগার্থ, রাজা কর্তৃক বিবিধ রম্যারম্য স্থানের বিধান হইয়াছে তদ্রূপ পারত্রিকে ভোগযোগ্য যে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট কর্ম্মফল তাহার ভোগ নিমিত্ত ঈশ্বর দ্বারা প্রকারভেদে বহুল রমণীয় ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে স্থূলদেহী জীবের যাইবার উপায় নাহি। তাহা কেবল সূক্ষ্ম শরীরের গম্য স্থল॥ মনুষ্যদিগের দ্বারা যে সকল পাপ পুণ্য কৃত হয় তৎসমুদায়ের তারতম্য থাকাতে তাহার ভোগ এক স্থানে হয় না। যথা অশ্বমেদাদি কতিপয় যজ্ঞক্রম আছে যে এই সংসারের ভোগ্য সুখাদি দ্বারা তাহার প্রচুর পুরস্কার হইতে পারে না। কেন না পৃথিবীতে উদ্বেগ শূন্য সুখ অতি বিরল॥ সুতরাং তজ্জন্য উপদ্রব রহিত পরম রমণীয়াস্পদ যে স্বর্গলোক যাহাতে সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা জীবের সুকৃতির সুখ ভোগ উক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ যে পাপের প্রচুর শাস্তি ইহলোকে হইতে না পারে তাহার নিমিত্ত নরকাদি কঠিন ক্লেশদায়ক স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে॥ তথাতে পাপির শাসন হইয়া থাকে। যথা কোন অপরাধের জন্য দুই কি তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত কারাগারে দণ্ডভোগ উপযুক্ত হইলে তাহা শতবর্ষ জীবী লোকের প্রতি ইহজন্মে প্রযুজ্য হইতে পারে না। সূক্ষ্ম শরীরে আয়ুর পরিমাণ না থাকাতে ঐ শরীরে যত দীর্ঘকাল হউক, তাহা ভোগ করাণ যাইতে পারে অর্থাৎ ভোগের পরিমাণই ঐ দেহস্থিতির পরিমাণ এবং তদবসানেই তাহার ভঙ্গ॥ এই হেতুক তাহার সংজ্ঞান্তর ভোগদেহ, উক্ত হইয়াছে। যদি বলেন, সূক্ষ্ম শরীর অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ পদার্থ. অতএব তাহার অস্তিত্বের প্রতি কূট কল্পনা না করিয়া ইহ সংসারে রাজা যে দণ্ড বিধান করিতেছেন অথবা পারিতোষিক অপরমতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহাই উচিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা পুরস্কার বিবেচনা করিলেই সকল তত্ত্ব রক্ষা পাইতে পারে। তবে উত্তর যে তাহা হইতে পারে না। তদ্রূপানুমিতি যুক্তি বিরুদ্ধ হয়, মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ দিয়া পাপ পুণ্যের ফল ভোগ হওয়া আলস্য বাক্য মাত্র। কর্ম্মফল অবিচ্ছিন্নভাবে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে॥ আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে নৃপতি বিহিত শাস্তি সকলস্থলে তুল্যরূপা নহে, কাহার সম্বন্ধে এক দিন, কাহার বা ৬ মাস, কাহার কাহার ১০ বৎসর নিমিত্ত কারাবাস বিধান হইতেছে, কাহাকে

নির্ব্বাসিত করা যাইতেছে, কেহ বা দণ্ডভোগারম্ভ করিয়া তাহার শেষ হওয়ার বহু অগ্রে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে। এস্থলে দুষ্কৃতির ন্যুনাতিশয্যক্রমে যদি কারাদণ্ডের তারতম্য বিধেয় বিবেচনা করা যায় তবে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন অপরাধ বিশেষের দণ্ড কেন অযৌক্তিক বোধ হইবে॥ আর তাহা সম্ভবস্থলে এই শতবর্ষের অনূর্দ্ধস্থায়ি শরীরেই বা সেই দণ্ডভোগের পর্য্যবসান হওনের স্থল কোথায়, তবে কি তাহা অভুক্তই রহিবে। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের দণ্ডের অভুক্তাংশ বলিয়া কাহাকেও পরজন্মে কারারুদ্ধ হইতে দেখিতেছি না॥ যখনই যে কেহ কারাগারে প্রেরিত হয়, তখনই তাহার দ্বারা একটি অপরাধ ঘটনা হইবায় ঐরূপ দণ্ড হইল, ইহাই কথিত হয় এবং দেখা যায়। এই সকল অবস্থা ন্যায়তঃ বিচার করিয়া দেখিলে আর যাহারা পাপকার্য্য করিয়া কোন কৌশলে সমক্ষমাত্রদর্শিভ্রমশীল রাজার কি রাজপুরুষগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ জীবনাতিপাত করে তাহাদের কথা মনে করিলে কি উপলব্ধি হয়? স্বর্গাদির অভাববাদির মতে তাহারা সেই দণ্ডের দায় হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে বলিতে হয়, পরন্তু অভুক্ত দণ্ডের পরিবর্ত্তে ইহ জন্মে অন্নকষ্ট কি দৈহিক পীড়া, কি পুত্রকলত্রাদির বিয়োগাদি জন্য মনস্তাপ ইত্যাদি হইয়া থাকে এমত বিবেচনাও করা যাইতে পারে না। কেন না নানাকার্য্যের নানা নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অপালন জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাপও তাহার ভিন্ন ভিন্ন ফলোৎপন্ন হয়। ব্রহ্মহা ব্যক্তির গোবধ পাপ কি অপহরণ অপরাধ হয় না, মহাপাপী মনুষ্য যদি উত্তম পোতে সাগরে গমন করে ও যুধিষ্ঠির সদৃশ পুণ্যাত্মা কেহ যদি উড়ূপে সিন্ধুর পার হইবার উদ্যোগ করেন তবে আদ্য ব্যক্তি পাপীহেতুক জলমগ্ন হইয়া পার হইতে পারে ও শেষোক্ত মহাশয়ের সৎকার্য্য বল থাকাতেও তিনি জলমগ্ন অবশ্য হইবেন॥ এই প্রমাণে এক পাপের ভোগ, অপরাপরাধের ফলভোগ দ্বারা যে নিঃশেষিত হয় না ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অতএব এই সমস্তহেতু নিপুণ চিত্তে বিচার করিলে স্বর্গ ও নরক মানিতে হয় এবং তাহাতে সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাই সুযুক্তি এবং শাস্ত্রকার মহানুভব মহাত্মাদিগের অখণ্ডনীয়া ব্যবস্থা ইতি॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর

সূক্ষ্ম শরীরে যে ভোগ হয় সে আকাশে নিরবলম্বাবস্থায় হয়।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

এতদুত্তরং পঞ্চবিংশ প্রস্তাবোত্তরে অনুসন্ধেয়।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ হয় না, অতএব স্থানও নাই॥ ২৭

---

[২৮] প্রশ্ন। যদি প্রাণবায়ু পুনর্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে তাহার জন্মান্তরীয় কৃত কর্ম্ম সকল স্মরণ হয় না কেন? যেমন নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্নাবস্থায় কৃত কার্য্য সকল জাগরিত ব্যক্তির স্মরণ হয়, তদ্রূপ নবদেহ প্রাপ্ত পূর্ব্ব প্রাণের বা, মনের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল স্মরণ না হইবার কারণ কি?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুর কেবল পৃথক্ রূপে জন্ম হয় না, লিঙ্গশরীরের স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হওয়াই জন্ম, যখন গর্ব্ভ-মধ্যে জীব অবস্থিতি করে, তখন জন্মান্তরীয় কার্য্যসকল তাহার স্মরণ হয়, কিন্তু প্রসব হইলে পর তাহার জন্মান্তরীয় কার্য্যসকল স্মরণ হয় না, কারণ যোনির সূক্ষ্ম দ্বার দিয়া অতিকষ্টে নির্গত হওয়াতে তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি সমুদায় বিনষ্ট হয়।

যথা, শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে। শ্রীভগবানুবাচ। এবং কৃতমতির্গর্ব্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্ ঋষিঃ। সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ॥ তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাহবাক্-শিরআতুরঃ। বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো গতস্মৃতিঃ॥ পতিতো ভুব্যসৃঙ্মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে। রোরুয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ॥

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু কদাচ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে না, কারণ কর্ম্মফল সুখদুঃখ তর্কাদি দর্শন মতে আত্মার গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা বুদ্ধ্যাদি ষট্কং ইত্যাদি বলিয়া আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ইহাই উক্ত হইয়াছে বুদ্ধি আদি ছয়টীর মধ্যে সুখদুঃখ এই দুইটী উক্ত হইয়াছে। যথা, বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা ইত্যাদি কিন্তু জীবে ঐ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহা পঞ্চবিংশতি প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে দৃষ্টি করিবেন। অপিচ জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্ম প্রাণবায়ুর স্মরণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কারণ স্মরণ পদার্থ প্রাণ-বায়্বাদির গুণ নহে, তবে জীবের হইতে পারিত যদি মায়া ইহাকে সংসার প্রবর্ত্তনার্থ মুগ্ধ করিয়া নিযুক্ত না করিতেন, বিবেচনা করুন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম জীবের যদি স্মরণ হইত, তাহা হইলে সংসারের বহুতর বিশৃঙ্খলতা জন্মিত এই নিমিত্তই প্রকৃতি ঐ নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতা মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ জীব মায়া বশতা প্রযুক্ত আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার হাত আমার চরণ ইত্যাকার মমতা বর্ত্তে পতিত হইয়া সংসারী হইতেছে যদি জন্মান্তরীয় বিষয় স্মরণ হইত তাহা হইলে এরূপ সুশৃঙ্খল নিয়মের রক্ষা হইত না। কিন্তু বিশেষ তপস্যাগুণে লোকে জাতিস্মর হইতে পারে শাস্ত্রে এমত উক্ত আছে বটে কিন্তু সেটা প্রাকৃতিক নহে ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তস্য জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্মণাং স্মরণং ন ভবতি বর্ত্তমান দেহাত্যন্তাভিনিবেশাৎ জন্মনা স্মৃতিনাশাচ্চ যথোক্তং যথাজ্জন্তমসাযুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেবহি ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ঈশ্বরেণোপস্থাপিতং বর্ত্তমানদেহং পশ্যতি নতু পূর্ব্বমপরস্থাস্মৃতিনাশাৎ।

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু পুনর্জ্জন্মে (এখানে মহারাজের অভিপ্রায়মতে প্রাণবায়ু শব্দের অর্থ জীবন বা জীব বুঝিতে হইবে, নতুবা প্রাণবায়ুর ভোক্তৃত্ব সম্ভবে না) দেহধারণ করিলে, কেন যে, পূর্ব্বকৃতকর্ম্মের স্মরণ হয় না তাহা এই — জীব স্থূলদেহান্তর্বর্ত্তি থাকিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগবান্ হয়, স্বপ্নাদি ভঙ্গে অন্তঃকরণ তৎ তৎকোষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সমগ্র স্মরণ না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ হয় সত্য, কিন্তু যখন স্থূলদেহ বিগম হয় তখন তদ্দেহকৃতের স্মরণ কেন হইবে? তবে কথা হইতেছে যে, সূক্ষ্মদেহের বিগম না হওয়াতে অন্তঃকরণ বৃত্তি, কেন স্মরণ করিয়া রাখে না? তাহার উত্তর এই “ মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ” অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্মৃতির নামই মৃত্যু। মায়ার যে আবরণ শক্তি বলে জীবদ্দশাতেও এককালে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সমগ্র স্মরণ না হইয়া ক্ষণ স্মৃতি ক্ষণ বিস্মৃতি হয়, সেই আবরণ শক্তিবলেই পূর্ব্বজন্মকৃতের স্মরণ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে সাধন বিশেষ দ্বারা জাতিস্মরত্ব প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায় ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

জন্তোর্বৈকস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। জন্মত্বাত্মতয়াপুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ বিষয় স্বীকৃতং প্রাহুর্যথাস্বপ্নমনোরথঃ॥ স্বপ্নং মনোরথঞ্চোত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ। কিন্ত্বীশ্বরকৃপয়া কস্যচিৎ প্রাক্তনস্মরণং ভবতি॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বদেহ-কৃতকর্ম্ম দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে স্মরণ হয় না তাহার কারণ এই যে জ্ঞানের প্রতি ত্বঙ্মনঃ সংযোগের কারণতা অতএব দেহান্তরে ত্বক বিপর্য্যায় হওয়ায় নবদেহে পূর্ব্বদেহ-কৃতকর্ম্ম স্মরণ হয় না অর্থাৎ যে ত্বঙ্মনঃ সংযোগে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তৎত্বঙ্মনঃ সংযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না যেমন সুষুপ্তিকালেতে ত্বক সংযোগ না থাকাতে পূর্ব্বকৃতকর্ম্মের জ্ঞান হয় না। সুষুপ্তির পশ্চাৎ জাগ্রদবস্থাতে তৎপূর্ব্বকালীন কর্ম্ম সকল স্মরণ হয় তাহার কারণ পূর্ব্বত্বকের সদ্ভাব কিন্তু এস্থলে নবদেহধারণানন্তর পূর্ব্বত্বকের অসদ্ভাব।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবোনবদেহমাশ্রিত্য পূর্ব্বকৃতকার্য্যং ন স্মর্ত্তুমর্হতি। তত্তদিন্দ্রিয়াভাবাৎ॥ স্মরণস্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বাৎ

অয়ং ভাবঃ নবেন্দ্রিয়াণি ন পূর্ব্বদেহ-কৃতকার্য্য স্মরণ প্রবর্ত্তকানি। যেনেন্দ্রিয়েণ যৎকৃতং তৎস্মরণে তস্য ক্ষমতা নান্যস্য॥ অথবা কালস্য দৈর্ঘ্যত্বাৎ নিদ্রাভঙ্গে তত্তদ্দেহবর্ত্তি তত্তদিন্দ্রিয়াণাং বিদ্যমানত্বাৎ স্মরণস্যাবশ্যম্ভাবিত্বমিতি যুক্তঞ্চৈতৎ॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

পূর্ব্বসংস্কার সমস্ত ধ্বংস হয় এই জন্য আত্মার স্মরণ হয় না। মুখনাসিকাভ্যাং যো বায়ুর্নিঃসরতি সঃ প্রাণ ইতি নিয়মাদ্বায়ু বিশেষস্য প্রাণস্য (প্রাণসংক্ষয় ইতি প্রাণনাশ ইতি প্রাণান্তেপীত্যাদি বচনৈক-দেশাৎ) শরীরস্যৈব নাশোযুক্তঃ। কিন্তু জীবাত্মনঃ পূর্ব্বদেহ নিষ্পাদ্য কার্য্যাণাং স্মরণং ন জায়তে তত্র প্রমাণং ভাগবতে॥ ধ্যায়ন্মনোহনুবিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতান থ। উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু-শাম্যতীতি॥ বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎস্মরেৎ পুনঃ। জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্ম্ম‍ৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥ স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ। তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানং অপূর্ব্বং চানুপশ্যতীতি॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আত্মা শরীরানবচ্ছিন্ন হইলে তাহাতে সুখ দুঃখ ইচ্ছা জ্ঞান কিছুই থাকে না স্মরণ কারণ পর্য্যন্তও মৃত্যু সময়ে ধ্বংস হয় স্মরণের প্রতি সংস্কার কারণ সংস্কারের প্রতি চাক্ষুষাদি অনু-ভব কারণ সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হয় না যেমন কোন ব্যক্তি একটি বাক্য শ্রবণ করিলে তাহার যদি সংস্কার থাকে তাহা হইলেই স্মরণ হয় নচেৎ তার সংস্কার পর্য্যন্ত লোপ হইলে স্মরণ হয় না তদ্রূপ পূর্ব্ব দেহাবস্থায় যে সকল বাক্য শ্রবণ বা যে সকল বস্তু দর্শন করিয়াছে তাহার সংস্কার সমস্তই মৃত্যুর সময় বিনষ্ট হয় সুতরাং পরে আর স্মরণ হয় না নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্নাবস্থায় মনঃ কৃত সমস্ত কার্য্য স্মরণ হয় না যাহার সংস্কার থাকে সেই সকল স্মরণ হয় কোন কোন স্বপ্নাবস্থায় মনঃ কৃত কার্য্য বহুক্ষণ ভাবনা করিয়াও স্থির করিতে পারা যায় না যেহেতু তাহার সংস্কার লোপ হইয়াছে এবং নবদেহ প্রাপ্ত জীবের প্রথমতই জ্ঞানের উদয় হয় না দেহ যত বৃদ্ধি হয় দিন দিন চাক্ষুষ ত্বাচ শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষ করিতে থাকিয়া পদার্থ বোধ করে এবং নূতন চক্ষুরাদি প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় শক্তিগণ ক্রমশঃ পরিণত হয় বহুদিন বিলম্বে জীব বাক্যার্থ বোধ করিতে সমর্থ হয় যেহেতু নূতন ইন্দ্রিয় স্থানে ইন্দ্রিয় শক্তি সকল একেবারেই পরিণত হইতে পারে না সুতরাং মনেরও ধারণা শক্তি সহসা জন্মে না তাহাও ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় মনেরও পূর্ব্ব-ভাব সমস্ত পরিবর্ত্তন হয় যেহেতু নূতন দেহ এবং নূতন উপকরণ সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই অভি-নিবেশিত হয় এবং দৃষ্ট বা শ্রুত যে সকল নূতন নূতন বস্তু বা বাক্য তাহাতেই মুগ্ধ হয় এবং তিনি আপনাকেই নূতন বলিয়া বিশ্বাস করেন পশ্চাৎ ক্রমশঃ স্মরণ শক্তি জন্মে অর্থাৎ তদ্দেহাবস্থায় যাহা শ্রবণ বা দর্শনাদি করিয়াছে তাহার সংস্কার ক্রমশঃ দৃঢ় হয় সুতরাং পূর্ব্ব সংস্কার আর কিছুই থাকে না।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রাক্তনকর্ম্মণাং বিস্মৃতির্যোনিনিপীড়ন-ক্লেশেন বৈষ্ণবীমায়য়াচ জ্বরেণ মোহেন চ ভবতীতি।

প্রমাণং ক্লেশান্নিষ্ক্রান্তিমায়াতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ। ততস্তং বৈষ্ণবীমায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ॥ স্পৃষ্টমাত্রস্য ঘোরশ্চ জ্বরঃ সমুপজায়তে তেন জ্বরেণ মহতামহা-

মোহঃ প্রজায়তে ইতি সুখবোধঃ বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো গতস্মৃতিরিতি তৃতীয়স্কন্ধঃ। ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ইতি ষষ্ঠস্কন্ধঃ॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বদেহকৃতফলং ভুঞ্জতাপি জীবেনাবিদ্যাপ্রভাবেন কৃতকার্য্যকলাপোবিস্মর্য্যতে। এক শরীরেপি বাল্যকৃতকর্ম্মণো বার্দ্ধক্যে অতিশৈশবাবস্থাকৃতস্যাপি পঞ্চমবর্ষ সময়ে বিস্মৃতির্দ্দৃশ্যতে॥ লিঙ্গশরীর সমবেত স্থূল শরীরাশ্রিতস্য জীবস্য গর্ব্ভাবস্থানপর্য্যন্তং তাদৃশী স্মৃতির্ব্বিদ্যতে মন্যেহং জননক্লেশএব তাদৃশীং স্মৃতিমপহন্তি। প্রমাণং বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসোগতস্মৃতিরিতি॥ রোরুয়তি গতেজ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গত ইতি চ তৃতীয় স্কন্ধে। যথাজ্ঞস্তমসাযুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেবহি॥ ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে। অধোমুখো বৈক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ॥ ক্লেশান্নিষ্ক্রান্তি মায়াতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ। ততস্তং বৈষ্ণবীমায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী॥ তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন॥ তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ ইত্যত্র অর্জ্জুনস্যাজ্ঞানে অবিদ্যাবৃতত্বাদিতিহেতুঃ প্রদর্শিতঃ স্বামিপাদৈঃ। গর্ব্ভস্থস্যজ্ঞানবত্বং যথা অধ্যাত্ম রামায়ণে স্মৃত্বা জন্মানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রাক্তনানিচ॥ জঠরানলতপ্তোয়মিদং বচনমব্রবীৎ ইতি॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং আকাশে প্রাণবায়ুর্লীনোভবতি। ন তু জন্মান্তরীয়দেহে প্রবিশতি ভোগঃ সুকৃত দুষ্কৃত জনক ক্রিয়াচ জীবস্যৈব ন তু প্রাণস্য এবং প্রাণস্য স্মরণ জনক সংস্কারোপি নাস্তি॥ স্মরণং সংস্কারানুভবানাং আত্মধর্ম্মত্বাৎ ন তু প্রাণ মনসোঃ জীবোপি জন্মান্তরীয় কর্ম্মাদিকং অনুভবিতুং নশক্নোতি। যতো মায়য়া মুগ্ধঃ ভাগবতে॥ বায়ুর্নভসি লীয়তে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ। ততস্তং বৈষ্ণবীমায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী॥ তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞান ভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ॥ সৃষ্টমাত্রস্য ঘোরশ্চ জ্বরঃ সমুপজায়তে। তেন জ্বরেণ মহতা মহামোহঃ প্রজায়তে ইত্যুক্তং॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্মে অপর দেহ ধারণ করিয়া স্বকৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করত জন্মান্তরীয় কৃতকার্য্য স্মরণ করিতে জীবাত্মা সমর্থ হয়েন না। তাহার কারণ অনুভব জন্য সংস্কার জন্মে. উদ্বোধক সহকারে ঐ সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়। দীর্ঘকাল বশত জন্মান্তরীয় সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং জন্মান্তরীয় কৃতকার্য্যের স্মরণ হয় না। দীর্ঘকাল বশত যে সংস্কারের নাশ হয় তাহা শাস্ত্রকারেরা উক্ত করিয়াছেন। যথা 'কালাদ্রোগাদ্বা সংস্কার নাশঃ' অর্থাৎ কাল ও রোগ বশত সংস্কার নাশ হয় এবং জন্মান্তরের কথা দূরে থাকুক ইহলোকেই অতি দীর্ঘকালীন দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুর কাল বশত সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া স্মরণ হয় না। নিদ্রার পর জাগ্রদবস্থাতে অবশ্যই স্মরণ হইতে পারে কারণ অল্পকালে সংস্কার

নাশ হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে 'মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ' অর্থাৎ অতিশয় বিস্মৃতির নামই মৃত্যু॥ অপিচ যেহেতু জীবাত্মা অজ্ঞানাবৃত হইয়াছেন সেই হেতু জীবাত্মার জন্মান্তরানুভূত বস্তুর স্মরণ থাকে না, তাহা ভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ'॥ ইহাতে শ্রীধরস্বামি কৃত ব্যাখ্যা যথা 'রূপান্তরেণোপদিষ্টবান্ ইত্যভিপ্রায়েণোত্তরং ভগবানুবাচ বহূনীতি তান্যহং বেদ বেদ্মি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ ত্বন্তু নবেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ' স্বামি সম্মত মূল শ্লোক ব্যাখ্যা 'অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! হে শত্রুতাপকারিন্! তোমার এবং আমার বহু জন্ম গত হইয়াছে, তাহা আমি সকল জানি, যেহেতু আমার বিদ্যা শক্তির অর্থাৎ জ্ঞান শক্তির লোপ হয় না। তুমি তাহা জাননা কারণ তুমি অজ্ঞানে আবৃত, এই জন্যই তোমার তাদৃশ স্মরণ শক্তি নাই।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ধারণের কর্ত্তা নহে, জীবই কর্ত্তা। প্রাণাদি জীবের অধীন। "চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ" (শাঃ সূঃ ২।৪।১০) চক্ষুঃকর্ণাদির ন্যায় প্রাণও জীবের অধীন হয়, চক্ষুরাদির উপর জীবের সহকারে প্রাণের অধিকার আছে, পৃথক্ অধিকার নাই। তাহার কারণ এই যে, চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণো ভৌতিক ও অচেতন পদার্থ। "প্রাণবতা শব্দাৎ" (শাঃ সূঃ ২।৪।১৫) প্রাণবিশিষ্ট যে জীব তিনিই ভোক্তা, প্রাণের স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব নাই। প্রাণ কেবল জীবের সূক্ষ্মদেহের অঙ্গমাত্র। অতএব জীবই পুনর্জ্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করে। তাঁহার জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ না হওয়ার সাধারণ কারণ কর্ম্মই। কেবল কর্ম্ম বশতই সে সকল স্মরণ হয় না। উপাধিভেদও একটি বলবৎ কারণ, তথাপি যদি বিশেষ সুকৃতি থাকে, তবে স্মরণ হইবার বাধা নাই। ফলে স্মরণ না হওয়ার অনেক হেতু আছে, যুক্তিও শাস্ত্র দ্বারা সে সমস্ত বুঝাইতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। নিদ্রা ভঙ্গে স্থূলদেহরূপ উপাধি ভঙ্গ হয় না, কিন্তু নব দেহ লাভে উপাধির ভেদ হয় সুতরাং স্মরণ হয় না, ফলে সংস্কার থাকে। বাল্যকালে আমরা বানান করিয়া শব্দ পাঠ করিতাম, এখন অবলীলাক্রমে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারি। বানান করিতে হয় না। সে কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক স্মরণ ব্যতীত কেবল পূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা সহজে সম্পন্ন হয়। তদ্রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির যে অংশ ভোগার্থে প্রারব্ধ স্বরূপে জীবকে ইহ জন্মে আশ্রয় করে, জীব তাহার সংস্কার অনুসারে কার্য্য করেন, স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না এবং সেই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়মাণ সুকৃতি দুষ্কৃতিও উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যে অংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যে অংশ এখনও সঞ্চিত আছে এবং ভোগার্থে এ জন্মে জীবকে আশ্রয় করে নাই তাহা এবং প্রারব্ধ নামক অংশ এই সমস্ত যদি জীবের স্মরণ হইত এবং এক এক জীবের এইরূপ শত শত কল্পকল্পান্তর ব্যাপী জন্মের কথা সকল মনে পড়িত তাহা হইলে সংসার একদিনও চলিত না। সেই কারণে বিধাতা ভূত ভবিষ্যৎ জন্মের বিষয় আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। কিন্তু যদি কোন কারণ বশত জড়ভরতাদির ন্যায় মুক্ত পুরুষদিগের জন্মান্তর লাভ হয় তবে তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ হওয়ার বাধা নাই। কেন না, তাঁহারা জ্ঞানী কেবল দীর্ঘ প্রারব্ধ ভোগার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং

সেই সকল কল্পকল্পান্তর যুগযুগান্তর ব্যাপী জন্ম কর্ম্মের স্মরণ তাঁহাদিগের মনে বিক্ষেপ জন্মাইতে পারে না। তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হন না।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তাস্মরণং অজ্ঞানধর্ম্মাবরণবিক্ষেপজন্যং চিরতরকালানন্তরং পূর্ব্বসংস্কারলোপেন যথা বাল্যাবস্থাকৃতং সর্ব্বং কর্ম্ম ন স্মৃতিবিষয়ং তথা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ অত্যন্ত বৈলক্ষণ্যাৎ আবরণবিক্ষেপাভ্যাং পূর্ব্বসংস্কারলোপাৎ ন স্মৃতিরিতি। জাতীশ্বরজীবানাং বামদেবপ্রভৃতীনান্তু তত্ত্বজ্ঞানেন পূর্ব্বসংস্কারলোপকাবরণ বিক্ষেপাভাবাৎ পূর্ব্বজননকর্ম্মস্মরণং স্বপ্নেহি একশরীরত্বাৎ অত্যন্ত বৈলক্ষণ্যাভাবাৎ ন পূর্ব্বসংস্কারজন্যস্মৃতিবিলোপঃ।

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জন্মান্তরাৎ প্রাক্ সূক্ষ্মশরীরে স্থূলশরীরং প্রাপ্তে সংস্কারধ্বংসাদেব জন্মান্তরীণবৃত্তান্তস্মরণং ন সম্ভবতি। যতঃ অনুভবাদেব সংস্কারো জায়তে সংস্কারাচ্চ স্মৃতিরিতি॥ যেষাং সংস্কারো বিদ্যতে তেষামেব স্মৃতিঃ সম্ভবতি। যথা জাতিস্মর শুকনারদাদীনাং পূর্ব্বজন্মসংস্কারজন্যা স্মৃতির্জাতা॥ অস্মদাদীনান্তু সংস্কারধ্বংসাৎ স্মৃতি র্ন জায়তে। স্বপ্নদশায়াং দৃষ্টস্য কস্যাপি বস্তুনঃ স্মৃতির্জায়তে কস্যাপি চ ন জায়তে তত্র সংস্কারধ্বংস এব কারণং॥

যথা, সংস্কারোঽনুভবাজ্জাতঃ সংস্কারাজ্জায়তে স্মৃতিরিতি সাঙ্খ্যদর্শনং। তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টৌ প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনরিতি মনুঃ॥ গর্ভএব শয়ানো বামদেবোঽববুধ্যত অহমেবাভবং মনুরিতি শ্রুতিশ্চ। অপিচ সংস্কারাভাবস্য কারণং সুখবোধনামক বেদান্তগ্রন্থে লিখিতং॥ যথা, ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী। তয়া বিমোহিতাত্মাঽসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ। সৃষ্টমাত্রস্য ঘোরশ্চ জ্বরঃ সমুপজায়তে॥ তেন জ্বরেণ মহতা মহমোহঃ প্রজায়তে॥ বিমূত্রভক্ষণাদাশু গতজ্ঞানঃ সমাচরেৎ। কণ্ডুয়নেপি চাসক্তঃ পরিবর্ত্তেপ্যনীশ্বরঃ॥ স্নানপানাদিকাহারমপ্যাপ্নোতি পরেচ্ছয়া। সংমূঢস্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সংজায়তে পুনঃ॥ দেহী দেহং পরিত্যজ্য নেন্দ্রস্থানমপীচ্ছতি। তস্মাৎ কীটোপি জন্তূনাং সংমূঢ়ো জায়তে ভৃশং॥ ন চাত্মানং বিজানাতি ন পরং ন চ দৈবতং। ন শৃণোতি পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেক্ষতে॥ বুদ্ধৌ সত্যাং ন জানাতি বুধ্যমানো বুধৈরপি। সংসারে ক্লিশ্যতে তেন রাগলোভবশানুগ ইতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জন্মের পূর্ব্বে সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর প্রাপ্ত হইলে জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত স্মরণ না হইবার কারণ সংস্কার ধ্বংস অর্থাৎ অনুভব জন্য সংস্কার হয়, সেই সংস্কার জন্য স্মৃতি হয়। যাহাদিগের উক্ত সংস্কার থাকে তাহাদিগের স্মৃতি হইতে পারে; যেমন জাতিস্মর শুক নারদাদি, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার জন্য

স্মৃতি হইয়াছিল, অস্মদাদির পক্ষে সংস্কার ধ্বংস হওয়ায় স্মরণ হয় না, স্বপ্নে দৃষ্ট কোন কোন পদার্থের স্মরণ হয়, কোন কোন পদার্থের স্মরণ হয় না, ইহাতে ঐ সংস্কার ধ্বংসই কারণ।

যথা, "সংস্কারোনুভবাজ্জাতঃ সংস্কারাজ্জায়তে স্মৃতিরিতি সাঙ্খ্যদর্শনং। তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টৌ প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥" ইতি মনুঃ।

"গর্ভএব শয়ানো বামদেবো অববুধ্যত অহমেবাভবং মনুরিতি শ্রুতি" আর স্মরণ না হইবার হেতু সুখবোধ নামক বেদান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। "ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী। তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ॥ সৃষ্টমাত্রস্য ঘোরশ্চ জ্বরঃ সমুপজায়তে। তেন জ্বরেণ মহতা মহামোহঃ প্রজায়তে॥ বিণ্মূত্র ভক্ষণাদ্যঞ্চ গতজ্ঞানঃ সমাচরেৎ। কণ্ডূয়নেপি চাশক্তঃ পরিবর্ত্তেহপ্য-নীশ্বরঃ॥ স্নানপানাদিকাহারমপ্যাপ্নোতি পরেচ্ছয়া। সংমূঢ়স্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সংজায়তে পুনঃ॥ দেহী দেহং পরিত্যজ্য নেন্দ্রস্থানমপীচ্ছতি। তস্মাৎ কীটোপি জন্তূনাং সংমূঢ়ো জায়তে ভৃশং॥ ন চাত্মানং বিজানাতি ন পরং ন চ দৈবতং। ন শৃণোতি পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেক্ষতে॥ বুদ্ধৌ সত্যাং ন জা-নাতি বুধ্যমানো বুধৈরপি। সংসারে ক্লিশ্যতে তেন রাগলোভবশানুগঃ॥

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

এতৎ প্রশ্নোল্লিখিত প্রাণবায়ুর্জীবরূপেণ দেহেনোৎপদ্যতে অপিতু জীবএব পুনঃ শরীরান্তরং গৃহ্নাতি তথাহি কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দ্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়া প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রয়ঃ॥ কলল-স্ত্বেকরাত্রেণ ইত্যাদি ক্রমেণোপচীয়তে দেহস্তত্র সংস্কারস্য ফলেন কালবিশেষেণ শরীরনাশেন রোগাদিনা চ নাশান্নজন্মান্তরে স্মৃতিঃ অদৃষ্টস্য তু ফলৈকনাশ্যত্বান্ননাশঃ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুঃ পুনর্জ্জন্মনি নবদেহং প্রাপ্য পূর্ব্বদেহকৃত তত্তৎ কর্ম্মাণি ন স্মরন্তি প্রাণবায়োঃ স্মরণশক্তে-রভাবাৎ মনস্তু পুনর্জ্জন্মনি দেহান্তরমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহকৃতকর্ম্মাণি জীবস্য শুভকর্ম্মবশাৎ জাতি স্মৃতিপ্রভা-বেন ক্বচিদ্দেহে স্মরতি ক্বচিদ্দেহে ন স্মরতি তদভাবাৎ তথাচ ক্রিয়াযোগসারে এতৎ সর্ব্বং ময়া প্রোক্তং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেতয়োঃ জাতি স্মৃতিপ্রভাবেন নৃপব্রহ্মশিরোমণে ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে গৃধ্রবাক্যং॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং যৎ শরীরং ভবতি তত্রৈব প্রাণবায়ুস্তিষ্ঠতি জীবস্থিতির্ভোগঃ স্মরণঞ্চ প্রাণবায়াবসম্ভবি জীবত্বাভাবাৎ কৃতবিজাতীয়পুণ্যকজীবস্যৈব পূর্ব্বজন্মবৃত্তিপদার্থস্মৃতিরূপজাতিস্মরত্বং স্যাৎ যথা জড়-ভরতস্য॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্ট। যাহার উত্তমাদৃষ্ট থাকে, তাহাদের পূর্ব্ব জন্মকৃত কার্য্যের অনুভব হয়। আমাদের পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মের অনুভব দূরে থাকুক আমরা বাল্যকালে কোন্ স্থানে কোন্ বালকের সহিত কি ক্রীড়া

করিয়াছি তাহার অনুভব হয় না এবং সমস্ত বালকেরা অধ্যাপকের নিকট যাহা পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহা হয় ত তৎ ক্ষণেই বিস্মৃত হয়, কেহ বা মাস ২ মাস, বৎসর ২ বৎসর অন্তর ভুলিয়া যায়। যাঁহারা নিয়ত অভ্যাস রাখেন তাঁহারাও বৃদ্ধকালে রোগাদিগ্রস্ত হইয়া ভুলিয়া যান। যখন এ জন্মের কর্ম্মানুভব এই জন্মেই নষ্ট হয় আমরা পূর্ব্ব জন্মে রোগাদিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া কত দিন পরে জঠরাগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সমস্ত জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক সামান্য রূপে জন্মিয়াছি কি প্রকারে পূর্ব্ব কর্ম্মানুভব থাকে? যথা, (গর্ব্ভে শয়ানো বামদেবোঽবুদ্ধত মনুরহন্তবমিতি শ্রুতিঃ।) গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন। যথা, (বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি চ তবার্জ্জুনঃ তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপঃ ইত্যাদি॥ ২৮॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসি শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরান্তর ও অদৃষ্ট জন্য স্মরণ হয় না।

যুক্তি। বড় কঠিন ব্যাপার। শ্রৌতিকর উত্তর পাওয়া যায় না।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা অপর দেহ অবলম্বন করিয়া সুখ দুঃখভোগাবস্থায় পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের স্মরণ না হইবার কারণ এই যে, শ্রীভাগবতে জন্ম ও মৃত্যুর এই লক্ষণ কহিয়াছেন যে, আত্মতারূপে জীবের বিষয়কে জন্ম ও অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু। অতএব দেহ ত্যাগ বা অপর দেহাবলম্বন রূপ বহুতর ক্লেশ ভোগ করিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম বিস্মৃত হন।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যাদৃশ শরীরাবচ্ছেদে অনুভব হয়, তাদৃশ শরীর সংস্কারের প্রতি কারণ জন্মান্তরে তৎ শরীর না থাকায় স্মরণ হইতেছে না, স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ দশায়াং এক এব শরীর অতএব জাগরিত ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারে, স্মরণের প্রতিসংস্কার কারণ পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইতেছে, অনেকে জাতিস্মর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকতর পুণ্য দ্বারায় ঈশ্বর প্রযোজক এবং বানর নিজ জন্মকালীন শাখা ধারণাদি যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কারণ তাহাতেই তাহাদের স্মরণ হইয়া থাকে।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্মরণাভাবে কারণমাহ পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মণাং উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ। যথা, মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতং। লোকাল্লোকং প্রত্যয়ান্যআত্মা তদনুবর্ত্ততে॥ ধ্যায়ন্ মনোনুবিষযান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ। উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি। একাদশে। বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ। জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্ম্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতীত্যাদি॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাঃ স্মর্তুং ন শক্তাঃ স্যুর্বৃত্তান্তং পূর্ব্বজন্মনাং। যতঃ পুণ্যবিশেষেণ তত্তবেৎ ভারতে শ্রুতং॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তদ্দোষসমূহেন পূর্ব্বদেহাভাবেন চ অবিদ্যযা বা জীবাত্মনঃ প্রাক্তনকর্ম্মস্মরণং ন জায়তে অপি তু কেষাঞ্চিৎ তত্তদ্দোষাদিনাশক পুণ্যবতাং প্রাক্তনকর্ম্মস্মরণং জায়ত ইতি।

প্রমাণং। বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ। অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং॥ পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ। ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে॥ ইতি মনুবচনং।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শ্রীভাগবতীয়বচনে অত্যন্ত বিস্মৃতিরেব মৃত্যুরিত্যুক্তং তেন জন্মান্তরীয়কৃতকর্ম্মণঃ স্মরণং ন সম্ভবতি। যথা,—জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ॥ বিষয় স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথৌ। স্বপ্নং মনোরথং চেচ্ছন্ প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ॥ ইতি ভাগবতীয়েকাদশস্কন্ধীয়ং।

স্বপ্নাবস্থাকৃতকার্য্যস্য স্মরণবদিতি তু দৃষ্টান্তং ন সমানবিষয়ং স্বপ্নমরণয়ো র্নানাপ্রকারভেদাৎ। মরণাৎপরং দেহান্তরং ভবতি এবং পূর্ব্বদেহে জীবো ন তিষ্ঠতি মনোঽপি চ এবং পূর্ব্বদেহাশ্রিতেন্দ্রিয়াণাং তত্তৎ কার্য্যকরণানর্হত্বমিত্যাদি কিন্তু এতৎ সর্ব্বং স্বপ্নাৎপরং বৈপরীত্যং॥ কথঞ্চিৎ সুষুপ্ত্যবস্থামরণাবস্থয়োস্তুল্যত্বং ভবতি ইতি প্রসঙ্গাদুক্তং॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তস্মরণের পুণ্যবিশেষ না থাকাতে হতস্মৃতি হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যদি উক্ত বৃত্তান্ত স্মরণে পুণ্য বিশেষ কারণ না থাকিত তবে সকলেরই পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত অতএব তদ্বিষয়ে পুণ্যবিশেষই কারণ, প্রথম স্কন্ধে বেদব্যাস নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দীর্ঘকাল তোমার স্মৃতিকে নষ্ট করে না কেন? তাহাতে নারদ উত্তর দিলেন যে, ভগবান্ কহিলেন যে, আমার কৃপায় তোমার স্মরণ শক্তি থাকিবে।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উৎকট রোগাদি বশতঃ পূর্ব্বকালে কৃতকার্য্য ইহ জন্মেই স্মৃতিপথে উদিত হয় না, শৈশবে কৃত কর্ম্মকলাপ কৈশোরেও স্মৃত হইতে পারে না। স্বপ্ন তিন প্রকার, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্নস্বপ্ন ও সুষুপ্তিস্বপ্ন, উক্ত সুষুপ্তি স্বপ্নে কৃত কার্য্য জাগরণমাত্রেই বিস্মৃত হওয়া যায়, কেবল " সুপ্তোঽহং কিং বিললাপ " ইত্যাদি মাত্র মনে হয়, এবম্বিধ অনেক রূপেই বিস্মরণ হইয়া থাকে, সুতরাং অতিমাত্র অসহনীয় জন্ম যাতনাও একান্ত শৈশব বশতঃ পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যকলাপ বিস্মৃত হওয়া বিচিত্র কি? প্রমাণ " বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ

নিরুচ্ছ্বাসো গতস্মৃতিঃ” শ্রীভাগবত। বিশেষতঃ স্বর্গনরকাদি ভোগাবসানে যে যে রূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে, উহার বিবরণ ২৯ শ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইল, তাদৃশ নানাবিধ দশার অবসানেও মাতৃগর্ভে ৪ মাস যাবৎ চেতনাবিহীনভাবে থাকিতে হয়, যথা “পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্ব্বশঃ” অধ্যাত্মরামায়ণ।

এতাদৃশ অবস্থায় “পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ থাকে না কেন?” (বোধ হয়) এরূপ আপত্তি না হইয়া উদরে অবস্থান কালীনই বা স্মরণ হয় কেন? এতাদৃশ আপত্তিই সঙ্গত হইতে পারে, (তাহার উত্তর করা প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্প্রয়োজন) পরন্তু যোগীদিগের জন্ম পরেও স্মরণ থাকে, যথা নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বেদব্যাস সমীপে বর্ণন করিয়াছেন, (প্রথম স্কন্ধ)

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্মের স্মরণ না হইবার কারণ এই যে, দেহের পঞ্চত্ব সময়ে শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত রাজাদি দেহ কিম্বা শূকরাদি অপকৃষ্ট দেহ সহসা মনের স্মরণ হইয়া উঠে, তাহা হইলেই বিষয়াভিধ্যায়ী মন ঐ দেহের প্রতি ধাবমান হইয়া তত্র অভিনিবিষ্ট হওত ভয় বা শোক কিম্বা হর্ষতর্ষাদি প্রাপ্ত নিমিত্ত পূর্ব্বদেহে অত্যন্ত বিস্মৃতি হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই তত্তদ্দেহকৃত কর্ম্মাদিও কিছুমাত্র স্মরণ হয় না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধীয় অষ্টত্রিংশৎ ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে মহামুনি ব্যক্ত করিয়াছেন ইতি।

শ্লোক যথা, ধ্যায়ন্মনোনুবিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রবানথ। উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি॥ ১॥ বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ। জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিরিতি॥ ২॥ কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির ঈশ্বরআদির অনুগ্রহঃ জন্মান্তরীয় কর্ম্মের স্মরণ হইয়া থাকে। অত্র প্রমাণং। বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব হি। অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং॥ পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ। ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে ইতি মনুবচনং।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু (মতান্তরে জীবাত্মা) পুনর্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, ইহা যথার্থ, কিন্তু তাহার জন্মান্তরীয় কৃতকার্যসকল স্মরণ না হইবার কারণ উদ্বোধকের অভাব।

প্রমাণ যথা, জন্মান্তরানুভূতেষ্টসাধনত্বস্য তদানীং (বাল্যকালে) স্মরণাদেব প্রবৃত্তিঃ। ন চ জন্মান্তরানুভূতমন্যদপি স্মর্য্যতামিতি বাচ্যং উদ্বোধকাভাবাৎ ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী॥ ভাগবতে জন্মান্তরীয় কৃতকার্য্য স্মরণ না হইবার কারণ মৃত্যু, ইহা উক্ত হইয়াছে।

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশাং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ। দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসা ন চিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥

যেরূপ জীবসকল স্বপ্নকালে দৃষ্ট রাজাদি ও শ্রুত ইন্দ্রাদির আধিপত্য স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত সংস্কার

বশতঃ উক্ত অবস্থায় আপনি রাজা বা ইন্দ্র হইয়া তত্তদুপাধিনিষ্ঠ সুখদুঃখাদি ভোগ করে এবং উক্ত ভোগকালীন স্বকীয় পূর্ব্বদেহ ও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ মৃত্যুকালে তাহাদের কর্ম্মপ্রেরিত মন যে যে দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, সেই সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে সুতরাং পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হয়, পূর্ব্বদেহের ঐ বিস্মৃতিই মৃত্যু।

জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্ম্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে।

কোনও কারণ বশতঃ জন্তুদিগের পূর্ব্বদেহবিষয়ক যে অত্যন্ত বিস্মৃতি তাহাকেই মৃত্যু কহে, সুতরাং মৃত্যু হইলে পূর্ব্ব জন্মের কৃতকার্য্যাদির স্মরণ হয় না। মৃত্যুকেই কারণ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তৎকালে বা তাহার পর উদ্বোধকের অভাব থাকে। উদ্বোধকের সদ্ভাব থাকিলে স্মরণ হয়, যেমন বালকের জন্মান্তরানুভূতেষ্টসাধনত্বের স্মরণহেতু স্তনপানে প্রবৃত্তি হয়, তথায় জীবনাদৃষ্টই উদ্বোধক হয়। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে যথা, জন্মান্তরানুভূতেষ্টসাধনত্বস্য তদানীং স্মরণাদেব প্রবৃত্তিঃ। অত্র জীবনাদৃষ্টমেবোদ্বোধকং ইতি চ।

আর পূর্ব্বজন্মের ভূরি সংস্কারাদৃষ্টরূপ উদ্বোধক বশতঃ বামদেব ও ভরতঋষির পর জন্মে স্মরণ হইয়াছিল। স্বপ্নাবস্থার পর উদ্বোধকের সদ্ভাবহেতু স্মরণ হয়। অতএব জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্মসকল স্মরণ না হইবার কারণ, মৃত্যুহেতুক উদ্বোধকের অভাব ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দৃষ্টান্তরমাহ যথা তৃণজলোকেতি সাহি তৃণান্তরমবষ্টভ্য পূর্ব্বতৃণং ত্যজতি এবং কর্ম্মপথে বর্ত্তমানো জীবোহপি। কর্ম্মসূত্রত্বাৎ গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে।

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু অর্থাৎ জীবের পুনর্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিয়া জন্মান্তরীয় কর্ম্মসকল স্মরণ না হইবার কারণ দেহান্তরসম্বন্ধে সংস্কার লোপ যথা রোগাদি দ্বারা ইহ জন্মেই সংস্কার লোপ হইতেছে।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিরিতি ভাগবতীয়বচনেন অত্যন্তবিস্মৃতের্ম্মরণাভিধানাৎ দেহান্তরধারিণা জনেন পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম ন স্মর্য্যতে। অন্যথা মরণস্যাত্যন্তবিস্মৃতিত্বাভিধানস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। স্বপ্নাবস্থাকৃতকার্য্যস্যেবেতি দৃষ্টান্তস্তু বিষমশিষ্টত্বাৎ ন সঙ্গতঃ যতঃ নিদ্রাভঙ্গে জীবঃ মন ইন্দ্রিয়াদীনি চ তদ্দেহেঽবস্থানং করোতি ইহ তু ন এবং দেহোঽপি পৃথক্ এবং বহুকালব্যবধানঞ্চ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ এই কোষত্রয় পুনর্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করেন,

তাঁহার পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মসকল স্মরণ না হইবার কারণ এই নবদেহ প্রবেশ তাহাকেই মৃত্যুশব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার নাম অত্যন্ত বিস্মৃতি, এই কারণে পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মসকল স্মরণ হয় নাই।

প্রমাণ শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের টীকাতে শ্রীধরস্বামি তাহা লিখিয়াছেন। জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। জন্মতাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ॥ বিষয় স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ। স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ॥ তবে কোন কোন মহাত্মার যে স্মরণ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের ফলমাত্র অজ্ঞানির স্মরণ হয় নাই।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

এতদ্বিষয়ে বিশেষ কারণ আছে॥ যথা স্থূলদেহ পরিবর্ত্তনে ও তাহার নবতায় মনোবুদ্ধি অন্যেন্দ্রিয়গণ এবং মনের বেগ ও বৃত্তি জীবগত ভাবনা ইত্যাদি পদার্থের বিরাম হয়, অর্থাৎ বিষয়বোধিকাশক্তি বিরতা হয়। অতএব দেহের পরিবর্ত্তনে ও নবতায় তত্তৎ পদার্থসকল নূতনপ্রায় প্রতীয়মান হয়, অতএব দেহের পরিবর্ত্তনে মনের বেগাখ্য সংস্কার ও বৃত্তি ইহাও পরিবর্ত্তিত হয়, দেহের অপক্কতায় বুদ্ধ্যাদির অপক্কতা এবং দেহের প্রবীণতায় প্রবীণতা প্রত্যক্ষ হইতেছে উক্ত পদার্থ সকল দেহনিপুণতায় নৈপুণ্য লাভ করত হইয়া থাকিলেও মনের নিম্নগতি দ্বারা বেগ পরিবর্ত্তনহেতুক ঐহিকবিষয়ক স্মরণাদিতে মনের উপযোগিতা হয়, অতএব জন্মান্তরীয় সংস্কার থাকিলেও সহকারাভাবে স্মরণাদি হয় না, যেমন ঋতু পরিবর্ত্তনে বায়ুর বেগ পরিবর্ত্তন হয় তথা ইতি প্রত্যক্ষসিদ্ধং।

মতান্তরে তত্তদ্দেহীয়ত্বগ্মনঃসংযোগাভাবে অনুভবাভাবাৎ ন স্মরণং। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শরীরাধ্যায়ে গর্ব্ভস্থবালকের স্মরণ হয়, এই বর্ণিত আছে তন্মতে ভূতলশায়িতাহেতুক মায়ামুগ্ধ হইয়া বিস্মৃত হয়। অপিচ শ্রীশুকদেব জন্মবর্ণনে পুরাণেও ঐ রূপ বর্ণন আছে ইতি।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বকৃতকর্ম্মানুজীবস্য দেহিনো স্বকর্ম্মফলভোগেপি ঈশ্বরমায়য়া মুগ্ধস্য তৎ কর্ম্ম স্মরণং ন ভবতি। অত্র প্রমাণং শ্রীভগবদ্গীতায়াং। ইত্যেবং বহুধা ক্লেশমনুভূয় স্বকর্ম্মণা। অস্থিযন্ত্রবিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা॥ সূতিবাতবশাদ্যোনৌ নরকেষ্বিব পাতকী। মেদোঽসৃক্প্লুতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥ ততো মন্মায়য়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ। অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ডে হ্যবস্থিতঃ ইত্যাদি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রসূতিমারুতাহতঃ সর্ব্বং বিস্মরতি। যথা বিষ্ণুপুরাণে। যদা নিঃসর্য্যতে বালঃ প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ। পতিতোপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতশ্চ ততঃ ততঃ॥

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু পুনর্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, কিন্তু জন্মান্তরীয় কৃতকর্ম্ম

সকল স্মরণ হয় না, তাহার কারণ এই জগৎ সম্মোহিতং যত্তু ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া এই মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত প্রমাণে অবিদ্যামায়া দ্বারা জীবসকল মুগ্ধ হয় সেই হেতু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসকল পূর্ব্ব প্রাণের স্মরণ হয় না ও মনেরও হয় না। অপিচ জীবঃ কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা ভবেন্মোহান্ধধর্ষিতঃ। এতত্তু প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকেপ্যুক্তং॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

যদি প্রাণবায়ু পুনর্জন্মে অপর দেহকে আশ্রয় করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, তবে তাহার জন্মান্তরীয় কৃত কর্ম্মসকল স্মরণ হয় না কেন? নবদেহ প্রাপ্ত হইয়া জীবের পূর্ব্বজন্মকর্ম্মসকল স্মরণ হয়। যে ক্ষণে জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করে তখন স্মরণ হয়। যথা বহ্নিতে গর্ভগো পিণ্ডো ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ। স্মৃত্বা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পূর্ব্বকর্ম্মাণি যানি চ। জঠরানলতপ্তোহয়ং ইদং বচনমব্রবীৎ। নানাযোনিসহস্রেষু জায়মানোহভূতবান ইত্যাদি স্মরণ হয়, কিন্তু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই স্মরণের ধ্বংস হইয়া যায়, তথাচ জন্মোর্দ্ধে কস্যচিদ্ধেতো মৃত্যুর ভান্তিবস্মৃতিঃ। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই মায়াবৃত হইয়া মায়ারূপ মোহ মদিরা পান করিলেই স্মরণ হয় না, উদ্বোধকাভাবাৎ স্মরণাভাবঃ॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

২৫ পঞ্চবিংশতিতম প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুর্য্যষ্টক সূক্ষ্মশরীর লীন হইয়া চন্দ্ররশ্মিসহকারে বীজে প্রবিষ্ট হইলে যৎকালীন স্থূলকলেবর উৎপন্ন হয়, তৎকালীন সজীব প্রাণমাত্রের আবির্ভাব নবদেহে হইয়া থাকে। প্রাক্তন বপুর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রচালয়িতা যে মন তাহা নবদেহে প্রাণসহকারে আগমন করে না। এই হেতুক স্মৃতিধর্ম্মাবিশিষ্ট, পূর্ব্বদেহস্থ মনের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত তৎ কৃতকার্য্যসকল দ্বিতীয় জন্মে স্মৃতিপথে উদয় হয় না। স্বর্গাদিতে ফলভোক্তৃ যে সূক্ষ্মশরীর তাহার স্থায়িত্বপর্য্যন্তই পূর্ব্বদেহস্থ মনের স্থায়িত্ব, আর তাহার লয়েই মনের বিশ্লেষ হয়। নবদেহ, ভিন্ন পিতামাতার শুক্রশোণিতে জন্মে, তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ প্রভৃতি পৈতৃক গঠনানুরূপ প্রাপ্ত হইলে মনোবৃত্তিসকলও জনকের স্বভাবাপন্ন হইয়া উঠে। কেবল সজীবপ্রাণ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ব অদৃষ্টানুসারে কতকগুলিন কার্য্যে প্রবর্ত্তনা করে। যথা কর্ম্মফলে কোন মনুষ্যের যদি পশুযোনি প্রাপ্তি হয়, তবে তাহার শরীর ও মনঃ ও বুদ্ধি পাশবপ্রকৃতি ধারণ করে। পূর্ব্ব শরীরস্থ কোন ধর্ম্ম তাহাতে দৃষ্ট হয় না, বস্তুতঃ বিচারেও ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে, যাহার বীজে শরীর উৎপাদিত হয়, তাহার প্রকৃতি অবশ্য সেই দেহে অনুগমন করিবে, সুতরাং পূর্ব্বদেহের ইন্দ্রিয়াভাব জন্য মনের অবিদ্যমানতা, মনের অসদ্ভাব হইলেই জাতিস্মর হইতে পারে না।

মনের ধারণাবতীশক্তিরূপ এক ধর্ম্ম আছে, তাহা কাল বিশেষে দীর্ঘ বা অল্পকাল স্থায়ী থাকে। যেমন ১০ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট পদার্থের মূর্ত্তি আমাদের মনে স্থানান্তরে বাসকালীন উদয় হয়, লক্ষিত বস্তুর অদর্শনহেতুক তাহার স্মৃতির ব্যাঘাত জন্মে না, তদ্রূপ পূর্ব্বশ্রুত বা দৃষ্ট বিষয়ের দর্শন স্বপ্নে

ঘটিলে নিদ্রাভঙ্গে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, যেহেতুক যে মনের বর্ত্তমানে ঐ বস্তু জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থায় দেখা গিয়াছিল, স্বপ্নানন্তর জাগরণকালে সে মনের বিদ্যমানতা থাকে। কিন্তু দেহ ভঙ্গসহকারে ঐ মনের ভঙ্গ হইলে সুতরাং স্মৃতিশক্তিও তিরোহিত হইয়া পড়ে, আরো দৃষ্ট হইতেছে যে অতিশিশুকালে যে কার্য্য করা যায়, তাহা বৃদ্ধ-সময়ে স্মরণ হয় না। অতএব এক শরীরে ও একই মনের বিদ্যমানে স্মৃতিশক্তির ব্যত্যয় যে স্থলে ঘটনা হইতেছে, সে স্থলে বিগতদেহের কৃতকর্ম্মসকল যে বিস্মৃত হইবে তাহার অসম্ভাবনা কি আছে?

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু পুনর্জ্জন্মে অপর দেহ আশ্রয় করিলেও স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন, তাহার জন্মান্তরীয় কৃত কর্ম্মসকল স্মরণ না হইবার কারণ জাতিস্মরত্ব অদৃষ্টবিশেষাভাব। যাহার জাতীশ্বরত্বরূপ অদৃষ্ট আছে, তাহার জন্মান্তরীয় সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

০

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুঃ পুনর্জন্মনি নবদেহং প্রাপ্য পূর্ব্বদেহকৃত তত্তৎ কর্ম্মাণি ন স্মরন্তি প্রাণবায়োঃ স্মরণশক্তেরভাবাৎ। মনস্তু পূর্ব্বজন্মনি দেহান্তরমাশ্রিত্য পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মাণি জীবস্য শুভকর্ম্মবশাৎ জাতিস্মৃতিপ্রভাবেন ক্বচিদ্দেহে স্মরন্তি ক্বচিদ্দেহে ন স্মরন্তি তথাচ ক্রিয়াযোগসারে এতৎ সর্ব্বং ময়া প্রোক্তং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেতয়োঃ। জাতিস্মৃতিপ্রভাবেন নৃপব্রহ্মশিরোমণি ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে গৃধ্রবাক্যং॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

বেদে ও শাস্ত্রে নানা প্রকার লিখিত আছে, কিন্তু যুক্তিতে বোধ হয়, ইহার কারণ, পুনরাবৃত্তি নাই॥ ২৮॥

[২৯ প্রশ্ন] প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া কি অবস্থায় কিরূপ আকারে কোথায় অবস্থিতি করে এবং পুনর্ব্বার কিরূপে কি অবস্থায় কিরূপ আকারে অপর দেহে প্রবিষ্ট হয় ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কেবল প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করে না, যখন জীব অজ্ঞানদশায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বহুকাল অবস্থান করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কোন কর্ম্ম করে না, তখন পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়ু অজ্ঞান ইহাদিগকে পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বলে, যখন জীব এই লিঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া স্থাবর বীজে প্রবেশ করে, তখন বৃক্ষাদি রূপ ধারণ করে. আর যখন জঙ্গম বীজে প্রবেশ করে, তখন মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। যথা মনু ১ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে ৫৬ শ্লোকে তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ। ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ ॥৫৫॥ যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি ॥ ৫৬ ॥ শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে। দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্। ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥ ৪৪ ॥ জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ঃ ॥ তন্নিরোধস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥ দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষা যোগ্যতা যদা। তৎ পঞ্চত্বমহংমানাদুৎপত্তি-দ্রব্যদর্শনং ॥ ৪৬ ॥ যথাক্ষ্ণো দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা। তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥ ৪৭ ॥

কপিলদেব মাতাকে কহিলেন, দেবি ! জীবের কর্ম্মবশতঃ এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন এবং জন্ম মরণের কথা যাহা কহিয়াছি, তাহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে, জীব ব্যাপক, তাহার এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন এবং জন্ম মরণের কথা যাহা কহিয়াছি, তাহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে, জীব ব্যাপক, তাহার এক লোক হইতে লোকান্তর গমন কিরূপে সম্ভবিবে এবং তাহার নিত্যত্ব প্রযুক্ত জন্মই বা কি প্রকারে হইতে পারে ? মা ! জীবের উপাধিরূপে উৎপন্ন একটী লিঙ্গদেহ আছে, সেই দেহের সহিত জীব এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে এবং ফলভোগ করত অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে ॥ ৪৪ ॥

হে দেবি ! জীবের জন্ম মরণ কিরূপে হয়, তাহা বলি শ্রবণ করুন। জীবের উপাধি লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তি স্থূলভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই স্থূলদেহ এই দুইয়ের যে নিরোধ অর্থাৎ কার্য্যে অযোগ্যতা হওয়া তাহাই জীবের মরণ এবং এই দুইয়ের যে আবির্ভাব তাহাই জীবের জন্ম ॥৪৫॥

অপর দ্রব্যের উপলব্ধি স্থান যে এই স্থূলশরীর ইহার যখন দ্রব্য দর্শনে অযোগ্যতা হয়, তখন জীবের মরণ হইল এমত বলা যায়, আর " আমি " এরূপ অভিমানে যখন স্থূলশরীরের দর্শন হয় তখনই জীবের উৎপত্তি হইল, উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ফলতঃ যেমন দ্রব্যোপলব্ধি স্থান যে নেত্র-গোলকাদি তাহা যখন মলাদি দোষহেতু রূপাদি দর্শনে

অসমর্থ হয়, তখনই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং জীবের দ্রষ্টৃত্ব বিষয়ে অক্ষমতা হয়, এইরূপ স্থূল-শরীরের কৈবল্যই জীবের মরণ জানিবে ॥ ৪৭ ॥

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্মশরীর কি কি উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত, এই কথার উত্তর করিতে ঐ শরীর প্রাণাদি পঞ্চ বায়াদি ঘটিত ইহা প্রমাণীকৃত করিয়াছি, সুতরাং প্রাণবায়ু স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরের ঘটকীভূতরূপে গগণে অবস্থান করে। ইহার কারণ এই যে ঐ প্রাণবায়ু যাহাতে আবদ্ধ সেই সূক্ষ্মশরীর পাতলাপ্রযুক্ত গগণগামি, শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে আকাশস্থো নিরালম্ব ইত্যাদ এবং কর্ম্মবশতাপ্রযুক্ত জীব অপর দেহ ধারণ করিতেই ধান্যপলাল ন্যায়ে প্রাণবায়ুও ঐ দেহ ধারণ করে, এমত বলা যায়, কারণ সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট জীব স্থূলদেহ ধারণ করিলে ঐ সূক্ষ্মশরীরাবয়বীভূত প্রাণবায়ু কাযেই ঐ দেহে প্রবিষ্ট হয়।
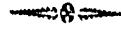
(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং ঈশ্বরেচ্ছয়া পুনরন্যস্মিন্ স্থূলদেহে পূর্ব্ববৎ প্রাণাদীনাং সঞ্চারো ভবতি দেহারম্ভে যথা দেহে চৈতন্য ঘটনা ভবেৎ প্রাণাদীনাস্তু সঞ্চারস্তথা ভবেদীশ্বরেচ্ছয়া কিঞ্চ তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য ভোগায়তন জন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিযদাদিকমিতি ॥

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু সূক্ষ্মশরীরের অংশবিশেষ সুতরাং সূক্ষ্মদেহেরও যে গতি, তৎসহকারে প্রাণবায়ুরও সেই গতি, ইহা ২৭ শ উত্তরে দ্রষ্টব্য ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথা বৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকৈবং দেহীকর্ম্মগতিং গতঃ ॥ অস্যার্থ পঞ্চত্বমাপন্নে কর্ম্মবশাৎ অযত্নতএব প্রথমং দেহান্তরং প্রাপ্য পশ্চাৎ পূর্ব্বং বপুস্ত্যজতি ॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ ॥

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহযোগ করিয়া অণুমাত্রিকরূপে সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে এবং পুনর্ব্বার সেইরূপেই স্থাস্নু এবং চরিষ্ণু বীজেতে প্রবেশ করে, তখন জীব কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করে।

(৭) পাড়াতলা নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুস্তৃণজলৌকন্যায়েন স্থূলদেহং ত্যক্ত্বাতিবাহিকদেহং প্রাপ্য দাশাহিকপিণ্ডভোগানন্তরং প্রেত দেহমাশ্রিত্য সপিণ্ডনান্তরং শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা প্রেতদেহং বিসৃজ্য ভোগদেহং প্রাপ্তবান্। ততঃ কর্ম্মফল-

বশাৎ স্বর্গনরকাদিকং ভুক্ত্বা কিয়ৎ কালং চন্দ্রলোকে স্থিত্বা ততঃ সুধারূপেণ ক্ষরিতঃ সন্ তৃণপর্ণাদিক মাশ্রিত্য সম্বৎসরং স্থিত্বা তত্তৎ তৃণপর্ণাদি ভোক্তুঃ পুংসোরেতঃকণামাশ্রিত্য স্ত্রিয়া উদরে প্রবিষ্টঃ। ভাগবতীয় তৃতীয়স্কন্ধধৃতবচনাৎ পঞ্চবিংশতি প্রশ্নধৃতবচনাচ্চ॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

সে প্রাণবায়ু আর অপর দেহে প্রবিষ্ট হয় না। প্রাণ সংক্ষয় ইত্যাদি বচনৈক দেশাৎ ইদং প্রাণাদিকং আকাশাদি গত রজোহংশেভ্যো মিলিতেভ্যো জায়তে ইতি বেদান্তসার বাক্যাৎ আত্মন এষ প্রাণো জায়তে ইতি শ্রুতিশ্চ দেহান্তরেঽপর প্রাণ বায়োরুৎপদ্যমানত্বাৎ।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং দুষ্কৃতিনোঽঙ্গুষ্ঠ পরিমিতসপ্রাণশরীরং যমদূতৈর্গলে বদ্ধা যমালয়ে নীয়তে তত্র ক্রমশো যাবতীর্যাতনা অনুভূয় পুনর্ম্মানুষাং প্রাণঘোষেণ প্রাপ্নোতি সুকৃতিনঃ প্রাণসহিতং শরীরং স্বর্গে গচ্ছতীতি। প্রমাণং। যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ। পথাপাপীয়সানীতস্তমসা যমসাদনং। অধস্তান্নর লোকস্য যাবতীর্যাতনাস্ততাঃ। ক্রমশঃ সমনুব্রজ্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিরিতি। শ্রীভাগত তৃতীয়স্কন্ধ ত্রিংশোধ্যায়ঃ। যমদূতৈর্ম্মহাপাশৈঃ পূর্ব্বজন্মকৃতৈর্নরা। নানাপ্রহরণৈশ্চৈব নানাযন্ত্রৈস্তথা পরৈঃ॥ পীড্যতে পাপকর্ম্মাণমিত্যাদি গরুড় পুরাণং প্রাণেন ঘোষেণ গুহা প্রবিষ্ট ইতি ভাগবতং। যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য সজীবোবীতকল্মসঃ। তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ। তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি মনু দ্বাদশ অধ্যায়।

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণাদি সম্বলিতো লিঙ্গ শরীরস্থায়ী জীবো যমালয়ে কর্ম্মফলমুপভুজ্য নবদেহং গ্রহীতুং পূর্ব্বকর্ম্ম প্রেরিতঃ পুরুষরেতঃ ফলমাশ্রিত্য স্ত্রিযা গর্ব্ভে প্রবিশতি। প্রমাণং। তেনানুভূয তা যামীঃ শারীরেণেহ যাতনাঃ। তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশ ইতি। যামীস্তা যাতনা প্রাপ্য সজীবো বীত কল্মসঃ। তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশ ইতি। যদানুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি ইতি চ মনুঃ। কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দ্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়া প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেত কলাশ্রয় ইতি তৃতীয়স্কন্ধে আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি ইতি গীতাসু। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কর্ম্ম চোদিতঃ। পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহার সংযুতঃ। ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ। ভূত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভুজ্যতে ততঃ। রেতোভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রী-যোনি সঙ্গতঃ। যোনিরক্তেন সম্মিশ্রং জরায়ু পরিবেষ্টিতং। দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা রূপত্বমাপ্নুয়াৎ ইতি অধ্যাত্মরামায়ণে। ন চ বক্তব্যং ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেনেত্যাদিনা দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুরিত্যাদি চ নূতন স্থূলদেহ প্রাপ্ত্যানন্তরমেব পূর্ব্বস্থূলদেহ ত্যাগাৎ সূক্ষ্মশরীরেণ যমালয়ে যাতনা ভোগাবকাশোনাস্তীতি। পূর্ব্বোক্তবচনযোঃ জীবস্য স্থূলদেহ

গ্রহণস্যাবশ্যস্তাবিত্বমেবতাৎপর্য্যং ন তু নূতন দেহ প্রাপ্ত্যনন্তর প্রাচীনদেহত্যাগঃ। তথাত্বে তেনানুভূযতা যামীরিত্যাদি বহুতর শাস্ত্রবৈযর্থ্যং স্যাৎ ইতি।

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুর্দেহং ত্যক্ত্বা আকাশে লীনো ভবতি ন তু দেহান্তরং প্রবিশতি। ভাগবতে, বায়ুর্নভসি লীয়তে ইত্যুক্তং॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু মৃত্যুকালে দেহ ত্যাগ করিয়া মহাবায়ুতে লীন হয়, পুনর্ব্বার জীবের স্থূলদেহ ধারণ সময়ে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হয়; প্রাণবায়ু স্থূলদেহের ধর্ম্ম। জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহের সহিত স্বীয় সুকৃত দুষ্কৃত ভোগের নিমিত্ত দেহান্তর ধারণ করেন, অর্থাৎ আতিবাহিক যাতনাদেহে যমালয়ে পাপফল যাতনা ভোগ করেন। পুণ্যভোগের নিমিত্ত দেবদেহ ধারণ করেন। ভোগাবসানে উক্ত দেহ ত্যাগ করত সূক্ষ্মশরীরে পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিত দ্বারা জাত স্থূলশরীর ধারণ করেন। ভোগাবসানে স্থূলদেহ ধারণ প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা 'কর্ম্মণা দৈবমাত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রয়ঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা দেহ ধারণের নিমিত্ত জীবাত্মা পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদর প্রবিষ্ট হয়েন।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

জীবই কর্ত্তা। প্রাণবায়ু তাঁহার সূক্ষ্মদেহের অঙ্গমাত্র ও অধীন, অতএব এ প্রশ্ন জীবের পক্ষে প্রয়োগ হইবে। কেন না জীবেরই সূক্ষ্মদেহ ভুক্ত হইয়া প্রাণবায়ুর জীবের সঙ্গে গমন হইয়া থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর ২৫ ও ২৭ উত্তরে আছে।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চবিংশতি প্রশ্নোত্তরোক্ত প্রমাণাৎ জ্ঞেয়ং।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণোনাম সূক্ষ্মশরীরং স্থূলদেহং পরিত্যজ্য আতিবাহিকং দেহমাশ্রিত্য পরত্র সুখদুঃখে ভুক্ত্বা পুনরাতিবাহিকং দেহং ত্যক্ত্বা আদৌ পর্জ্জন্যো ততঃ সলিলেন সহ শস্যক্ষেত্রে প্রবিশতি। অনন্তরং পুরুষেণ তস্মিন্ শস্যে ভক্ষিতে শুক্ররূপেণ পরিণতঃ সৎ তত্র তিষ্ঠতি॥ ততঃ শুক্রেণ সহ পঞ্চমাগ্নৌ যোষিতি নিষিক্তং ভবতি ইত্থং দশমমাসানন্তরং কন্যাপুত্ররূপেণ পৃথিব্যাং জায়তে॥ অস্য প্রমাণং অষ্টাবিংশতি প্রশ্নোত্তরে লিখিতং ইতি।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

২৮ প্রশ্নের উত্তরে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অর্থাৎ প্রাণ সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া বায়বীয় দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক লোকান্তরে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার বায়বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া প্রথম পর্জ্জন্যে পতিত হয়, তাহার পর বৃষ্টির সহিত মিলিত হয়, পরে শস্যক্ষেত্রে বৃষ্টির সহিত প্রবেশ করে. ক্রমে পুরুষ ঐ শস্য ভক্ষণ করে, তৎ পরে শুক্ররূপে পরিণত হয়, ঐ শুক্রের সহিত যোনিং রূপ পঞ্চমাগ্নিতে অভিষিক্ত হয়, এইরূপে দশম মাসের পর পুত্র ও কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হয়।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

সূক্ষ্মাংশ ষোড়শকমাদায় জীব আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে আকাশবৎ ততশ্চ স্থূলদেহপ্রাপ্তিরদৃষ্টবশাদেবেতি!

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে বিনষ্টে সতি যাবৎ কালং জীবস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিন্দতি তাবৎকালং পঞ্চেন্দ্রিয়াংশেন অবস্থিতাঃ পঞ্চ বায়বো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ তদ্দেবতাশ্চ সর্ব্বা নিত্যাভিমানতো জীবেন সহ গচ্ছন্তি অনন্তরং জীবস্য কর্ম্মবশাৎ তদনুগাঃ সন্তঃ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টদেহেষু লীয়ন্তে এতৎ প্রমাণদ্বয়েনাবগন্তব্যং তথাচ উত্তরগীতায়াং মনুক্তশাস্ত্রে চ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ। ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চদেবতাঃ॥ তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেণেহ যাতনা। তাস্বেব ভূতমাত্রে সু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাস শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুঃ পূর্ব্বদেহসদৃশদেহে পূর্ব্ববর্ত্তিষ্ঠতি প্রমাণমুক্তং।
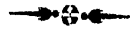
(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

সামবেদি ছন্দজ্ঞোপনিষদে প্রবাহণরাজা অরুণি ঋষিকে কহিয়াছেন। হে শিষ্য! ঐ স্বর্গরূপ অগ্নি. আদিত্যরূপ কাষ্ঠ, রশ্মিরূপ ধূম, দীপ্তিবিশিষ্ট চন্দ্রমারূপ অঙ্গার, নক্ষত্ররূপ বিস্ফুলিঙ্গ, ইত্যাদি বিশিষ্ট বেদ প্রসিদ্ধ স্বর্গরূপ অগ্নিতে স্থূলশরীর হইতে প্রাণসকল নির্গত হইলে দেবতারা শ্রদ্ধারূপ লিঙ্গশরীরকে আহুতি দেন, তাহা হইতে চন্দ্রসদৃশ তেজোবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হইয়া সুখভোগ করে. তদবসানে পর্জ্জন্য রূপ অগ্নিতে সোমরাজকে আহুতি দেন. তথায় বর্ষারূপ হইয়া কর্ম্মভোগ করে, তদবসানে পৃথিবীরূপ অগ্নিতে,বর্ষাকে আহুতি দেন। তথায় অন্নরূপে অবস্থান করে, তদবসানে পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্ন আহুত হইয়া রেতরূপে অবস্থিতি করে। তদবসানে যোষারূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া গর্ভরূপে অবস্থান করে. যথা কর্ম্মভোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে গমন করে। যথা " অসৌ বাবলোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ

শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমোবিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমরাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্ব্বর্ষং সম্ভবতি। পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সম্বৎসর এব সমিদাকাশো ধুমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তর দিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্ন সম্ভবতি। পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি॥ যোষাবাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তে অঙ্গরা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতে গর্ত্তঃ সম্ভবতি ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্লারতো গর্ত্তো দশ বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে। ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর বলে অপর দেহে প্রবিষ্ট হয়। প্রবেশের পূর্ব্বে অন্নেতে অবস্থান করে; "অন্নাদ্রেতঃ রেতস পুরুষঃ।"

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলে সেই দেহোপকরণ প্রাণবায়ু পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সময়ে মহাবায়ুতে লীন হন, তদনন্তর সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া জীবাত্মা স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগাবসানে যৎকালীন পুনর্ব্বার স্থূলদেহ প্রাপ্ত হন, তৎকালে ঐ প্রাণবায়ু মহাবায়ু হইতে পৃথিব্যাদির ন্যায় দেহে পুনর্ব্বার আবির্ভাব হন।

---

(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু এক স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া অপর স্থূলশরীরে প্রবেশ করেন। অত্র প্রমাণং। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহীতিগীতা॥

---

(২৪) বাঁকাটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

দেহে পঞ্চত্বপ্রাপ্তে সতি জীবঃ যাবৎকালং পরমার্থবোধং ন বিন্দতি তাবৎকালং পঞ্চেন্দ্রিয়াংশেন অবস্থিতাঃ পঞ্চাবয়বাবয়বঃ জীবেন সহ গচ্ছন্তি জীবস্য তদনন্তরং কর্ম্মবশাৎ তদনুগাঃ সন্তঃ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টদেহেষু লীয়ন্তে। তথাহি উত্তরগীতায়াং। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ। পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চদেবতাঃ॥ মনুরপি আহ, তথাচ। যেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেণেহ যাতনা। তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

একং স্থূলং পরিত্যজ্য দেহমন্যং প্রপদ্যতে। প্রাণবায়ুরিতি প্রোক্তং বেদব্যাসাদিভিঃ পুরা॥ অত্র প্রমাণং। বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায নবানি গৃহ্লাতি নরোপরাণি। তথাশরীরাণি বিহায জীর্ণা-ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ভগবদ্গীতা॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহে জীবাত্মনো বিজাতীয়সংযোগনাশকালীনপ্রাণবায়োর্নাশএব মরণমিতি জীবাত্মৈব তত্তৎ কর্ম্ম-বশেন পূর্ব্বদেহং ত্যক্ত্বা অবিচ্ছেদেনৈব পুনস্তত্তৎ কর্ম্মাধীন সুরনরতির্য্যগাদিদেহধারণং করোতি ন তু তত্তৎ প্রাণবায়বঃ পুনস্তত্তদ্দেহপ্রবিষ্টা ভবন্তি অপিচ পুনস্তত্তৎ কর্ম্মায়ত্ত তত্তদ্দেহধারণে সতি প্রাণবায়ূনাং তত্র সঞ্চার ইতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমতঃ অশুভকর্ম্মবশাৎ জীব আতিবাহিকসংজ্ঞং দেহমাশ্রিত্য শ্মশানাদৌ স্থিতঃ। দ্বিতীয়তঃ সঃ পূরকাদি পিণ্ড-দ্বারা প্রেতদেহং প্রাপ্তবান্। তৃতীয়তঃ স আদ্যাদি-সপিণ্ডীকরণে কৃতে ভোগদেহং প্রাপ্তবান্॥ চতুর্থতঃ জীবঃ স্বর্গাদিভোগাবসানে পুনঃ স্থূলদেহং প্রাপ্তবান্॥ অপরদেহপ্রবিষ্টকালীন প্রকারস্তু জলৌকাগতিবৎ বস্ত্রত্যাগকালীনবস্ত্রান্তরগ্রহণবচ্চ। এবং তৎকালীনাবস্থা তু কর্ম্মফলভোগ্যা, তৎকালীনাকারস্তু সূক্ষ্মএব॥

অত্র প্রমাণং। ব্রজন্ তিষ্ঠন্ পদৈকেন তথা চৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলৌকেয়ং দেহী কর্ম্ম গতিং গত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনং। দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমার যৌবনং জরা।. তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ইতি ভগবদ্গীতাবচনং, সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি কারিকা চ॥

মরণাৎপরং আতিবাহিকাদিদেহং প্রতি প্রমাণমাহ। তথাচ তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহি-কং॥ ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥ তথা আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। তথা প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। প্রেতপিণ্ডা ন দীযন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং॥ শ্মাশানি-কেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাততপোদ্ভবা॥ ততঃ সপিণ্ডী-করণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে॥ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ প্রেতশরীরঞ্চ পূর্ব্বদেহরূপমত্যন্তগতিমৎ। যথা মার্ক-ণ্ডেয়পুরাণং॥ বায়ুগ্রসারি তদ্রূপং দেহমন্যং প্রপদ্যতে। তৎ কর্ম্মজং যাতনার্থে ন মাতাপিতৃসম্ভবং॥ তৎ প্রমাণ বয়োঽবস্থাসংস্থানং প্রাগ্‌ভবং যথা। ইতি শূলপাণিসন্দর্ভঃ॥ অতিবহতীতি অতিবাহো বায়ু আতিবাহিকং বায়বীয়মিত্যর্থঃ অস্মাদ্বিগ্রহাদিতি ন্যপ্‌লোপে পঞ্চমী ইমং বায়ুসমেতং দেহং প্রাপ্য॥ পৃথিব্যপ্তেজাংসি ত্রীণি ভূতানি ভূতলাদূর্দ্ধং ব্রজন্তীত্যর্থঃ। বায়ুপ্রাধান্যেন ঊর্দ্ধং ক্ষিপেদিত্যর্থঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইতি॥ মরণানন্তরং পার্থিবদেহাদনাং আতিবাহিকাখ্যং প্রেতদেহং তদ্রূপং মনুষ্যদেহসদৃশং প্রপদ্যত ইত্যর্থঃ। তদ্রূপং স্পষ্টয়তি তৎ প্রমাণেতি প্রাগ্ভবং মনুষ্যশরীরং যথেত্যর্থঃ॥ ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকাকৃল্লিখনঞ্চ॥ অথ নরকানুভূত সুখদুঃখানাং তির্য্যক্‌ত্বমুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি কুষ্যতি পাতকীত্যাদি বিষ্ণুবচনঞ্চ॥ অর্থাদেতদুক্তসন্দর্ভে মরণাৎপরং পুনর্জ্জন্মপর্য্যন্তং ব্যক্তং বিবরণং অস্তি সর্ব্বং দ্রষ্টব্যমিতি॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীব যেমন পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া নবদেহ প্রাপ্ত হন প্রাণবায়ুও তদ্রূপ তাহার অনুগামী হন, যেহেতু বায়ু ব্যতিরেকে জীবের শরীরই হইতে পারে না।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যের প্রাণবায়ু নিধন সময়েই আতিবাহিক নামক অপর শরীর লাভ করিয়া যমপুরে নীত ও আকাশনিবাসী হয়, পরে প্রেতপিণ্ডসকল দত্ত হইলে প্রেতদেহ লাভ করে। অনন্তর, যথাকালে সপিণ্ডীকরণান্তে শ্রাদ্ধ কৃত হইলে ভোগদেহ লাভ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গ অথবা নরকাদিতে গত হয়; যাহার বিহিত পিণ্ডাদি দেওয়া না হয়, সে আতিবাহিকদেহেই শ্মাশানিক দেবগণ হইতে নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। যে মানবের মরণে সপিণ্ডীকরণ বিহিত নাই, তাহার দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধই প্রেতদেহ পরিহার করাইয়া ভোগদেহ লাভ করায়। যাহার নিধনে দাহাদিও বিহিত নয়, তাহার বিহিত ভূমিপ্রোথনাদিই ভোগদেহ সাধন হয়, মনুষ্য ভিন্ন প্রাণীর মরণমাত্র ভোগদেহ লাভ হইয়া থাকে।

তদনন্তর, আপন আপন কর্ম্মানুসারে স্বর্গ অথবা নরকভোগাবসানে চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হইয়া নীহারের সহিত ভূমিতে পতিত পুরঃসর ধান্যাদিতে বাস করিতে থাকে, কালক্রমে ঐ জীব সহিত ভোজ্য পুরুষের জঠরে রেতরূপে পরিণত হয় এবং ক্রমে নারীশোণিতে মিলিতরূপে গর্ব্ভভাবে পরিণত হইয়া থাকে।

প্রমাণ শুদ্ধিতত্ত্বে " বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং। ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥ ত্রীণি তেজোবায্বাকাশানি পৃথিবীজলে অধো গচ্ছতঃ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। তথা আতিবাহিকসংজ্ঞোহসৌ দেহো ভবতি ভার্গব॥ কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥ তথা প্রেতপিণ্ডৈস্তদা দত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব। ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥ (অত্র ভোগদেহং প্রেতদেহং " কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে " ইতি বচনান্তরস্বরসাৎ, অত্র সপিণ্ডীকরণপদং মৃতস্য সংবৎসরান্তকালকরণীয়বৈধকর্ম্মমাত্রোপলক্ষণমিতি ধ্যেয়ং) প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং। শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥ তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোন্যং প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলীয়ে পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনং। যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ॥ আকাশ-

স্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। জলং দুগ্ধং ময়া দত্তং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব ॥" (প্রেতপিণ্ডের জল দুগ্ধ নিবেদনমন্ত্র)

অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে "দেহোহহং কর্ম্মকর্ত্তাহমিতি সংকল্প্য সর্ব্বদা। জীবঃ করোতি কর্ম্মাণি তৎফলৈর্ব্বধ্যতেহবশঃ। ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে শশ্বৎ পাপপুণ্যাত্মকঃ স্বয়ং। তথৈবাধ্যাসতস্তত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ॥ ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কর্ম্ম চোদিতঃ। পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহারসংযুতঃ॥ ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ। ভুক্ত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভুজ্যতে ততঃ॥ রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনিসংগতঃ। যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতং॥ দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা রূপত্বমাপ্নুয়াৎ॥

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

দেহে জীবাত্মার বিজাতীয় সংযোগ নাশকালে প্রাণবায়ুর নাশকে মরণ বলা যায়, জীবাত্মা পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া যাতনাদি দেহাশ্রিত হওত সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ভোগানন্তর কর্ম্মবশত সুরনরতির্য্যগাদি দেহ ধারণ-পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ঐ কর্ম্মানুরূপ দেহে পুনর্ব্বার প্রাণবায়ু সকলের সঞ্চার হয় ইতি।

প্রমাণং। যাতনাদেহআশ্রিত্য পাশৈর্ব্বদ্ধা গলে বলাৎ। নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটাইব। ইতি শ্রীভাগবতে॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু (মতান্তরে জীবাত্মা) দেহ ত্যাগ করিয়া আতিবাহিক শরীর ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক সেই স্থানে আতিবাহিকশরীরে বায়বীয় মানবাকারে অবস্থান করে এবং প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত হইলে পুনর্ব্বার ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহার সপিণ্ডীকরণ হইলে সম্বৎসর পরে অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে, তদনন্তর বায়বীয় সূক্ষ্ম আকারে অপর দেহে প্রবিষ্ট হয়।

প্রমাণ যথা "তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং। ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাৎ তস্য বিগ্রহাৎ॥ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ॥ তথাতিবাহিকসংজ্ঞোহসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥ প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দেহং প্রাপ্নোতি ভার্গব। ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সংকৃতৈর্নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে॥ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ ইতি স্মৃতিঃ॥

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেবো যদি পিতাজাতঃ শুভকর্ম্মানুরূপতঃ তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেপ্যনুগচ্ছতি দৈবত্বেভোগরূপেণ পশুত্বে চ তৃণং লভেৎ শ্রাদ্ধন্তু বায়ুরূপেণ নাগত্বেপ্যনুতিষ্ঠতি॥" দনুজত্বে তথামদ্যং প্রেতত্বে রুধিরোদকং

মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি নানাভোগরসং ভবেৎ॥ ইতি মৎস্যপুরাণাচ্চ কর্ম্মসূত্রকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং জীবানাং পৃথক্ পৃথক্ দেহোঽভবৎ॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা কর্ম্মভোগের পর চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া নীহার আশ্রয় করিয়া ব্রীহি আদিতে নিবিষ্ট হয়েন, পরে সেই ব্রীহি আদি ভোজনোত্তর পুরুষের রেতঃকণাশ্রিত হইয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ বিস্তার হয়। যথা, কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তোর্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্টমুদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রিত ইতি॥

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সঞ্জীবপ্রাণবায়ুঃ স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা তৃণজলৌকাবৎ সূক্ষ্মদেহমাশ্রিত্য তাদৃশাবস্থায়াং পরলোকে স্থিতিং করোতি।

অত্র প্রমাণং। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণীত্যাদি ভগবদ্গীতাবচনং॥ যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গত ইতি ভাগবতবচনং॥ সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিত্যাদি পঞ্চদশী কারিকা চ। পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণামিত্যাদি মনুবচনঞ্চ॥

ততঃ স্বকর্ম্মজনিত কিয়ৎ ভোগাবশিষ্টসত্ত্বে সূক্ষ্মদেহং বিহায় আকাশং ততো বায়ুং ততো জলং ততো মেঘং ততো বৃষ্টিং ততঃ স্থানুং ততঃ পিত্রোরন্নমিত্যাদি যথাক্রমেণ পরপরোক্তং অবলম্ব্য পিত্রো-ভোজনেন তদন্নং শুক্ররজসী ভূত্বা স্বকর্ম্মানুসারেণ স্ত্রীপুং নপুংসকত্বরূপ স্থূলদেহং অবলম্বতে॥

অত্র প্রমাণং। ততোঽপি কর্ম্মশেষেণ যদিদং পুনরাব্রজেৎ। বপুর্বিহায় জীবত্বমাসাদ্যাকাশমেতি সঃ॥ আকাশাৎ বায়ুমাশ্রিত্য বায়োরম্ভোব্রজত্যথ। অম্ভোমেঘং সমাসাদ্য ততো বৃষ্টির্ভবত্যসৌ। স্থানুমন্যে প্রপদ্যন্তে যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥ ততোঽন্নত্বং সমাসাদ্য পিতৃণাং ভোজনং পরং। ততঃ শুক্রং রজশ্চৈব ভূত্বা গর্ভেঽভিজায়তে॥ ততঃ কর্ম্মানুসারেণ ভবেৎ স্ত্রীপুং নপুংসকং। এবং জীবগতিঃ প্রোক্তা মুক্তিস্তস্য বদামি তে॥ ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত শিবগীতাবচনং।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিবার সময় অপর দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করেন, অন্য কোন স্থানে থাকেন না, যেমন জলুকা অপর তৃণকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করেন।

প্রমাণ শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে। দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ২৮॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণজলুকং বৈ দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥ ২৯॥ প্রাণবায়ু অদৃশ্য অবস্থায় সূক্ষ্মাকারে অপর দেহে প্রবেশ করেন। প্রমাণ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে। অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুন-র্ভবঃ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মাকারে লিঙ্গশরীরাশ্রিত হইয়া ভোগার্থে যমলোকাদিতে অবস্থান করে, তদনন্তর ভোগাবসানে পুনঃ স্থূলদেহ প্রবিষ্ট হয়। এতৎ প্রমাণং মনুবচনং। পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্য ইত্যাদি শরীরং যাতনার্থীয়মিত্যাদি॥ তেনানুভূয তা যামীরিত্যাদি চ পূর্ব্বমুক্তং মনুঃ॥ যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীব বীতকল্মষঃ। তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ ইতি॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহ ত্যাগসময়ে প্রাণবায়ুস্তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মকমাতিবাহিকং শরীরং গৃহ্নন্ আকাশস্থো ভবতি তথা চ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং। তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকং ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাদিতি বচনাৎ। আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয় ইতি মন্ত্র লিঙ্গাচ্চ। মধ্যক্রিয়য়া তৎ শরীরনাশানন্তরং প্রেতদেহপ্রাপ্তিঃ। প্রেত-পিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব। প্রেতদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয় ইতি বচনাৎ। ততঃ পুত্রাদিনা আদ্যাদিসপিণ্ডনান্তশ্রাদ্ধে কৃতে তন্নাশানন্তরমপরদেহপ্রাপ্তিরিতি ততঃ সপিণ্ডীকরণৈর্ব্বান্ধবৈঃ সংকৃতে নরঃ। পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোহন্যৎ প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা। কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সম্বৎসরাৎ পরং। প্রেত দেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ইত্যাদি।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীব এব প্রাণঃ। যথা মার্কণ্ডীয় সমস্যা পর্ব্বণি (২১৩ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকঃ। স জন্তুঃ সর্ব্বভূতানামিত্যাদি (৩৭ প্রশ্নোত্তরে অন্যৎ দ্রষ্টব্যং জীবস্য প্রাণস্য চ অভেদাৎ তুল্যগতিত্বং।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহাবসানে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থিতি করিয়া তৃণজলৌকার ন্যায় অপর দেহে প্রবিষ্ট করেন ইহার প্রমাণ ভাগবতে ভগবদ্গীতাযাস্ত। জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া কি অবস্থায় কি আকারে কি অবস্থা থাকে, শুক্ল লোহিত কৃষ্ণাদি গতয়স্তৎসমানজা এবং কর্ম্মবশাৎ জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবং। সর্ব্বোপ সংহৃতো জীবো বাসনাভিঃ সকর্ম্মভিঃ॥ অনাদ্যবিদ্যাবশগা তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ। সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব বাসনা মানসৈঃ সহ॥ জাযতে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশঃ। ইতি যোগমতং। স্মার্ত্তমতে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রেতদেহে ভোগ করে, পুন ভোগ দেহে ভোগ করে প্রেত দেহং পরিত্যজ্য ভোগ দেহং প্রপদ্যতে ইতি ইতঃ পরং বক্তুং ন শক্যং॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রাণবায়ু স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লিঙ্গ শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিরালম্বনে কিয়ৎ কাল আকাশবাসী হইয়া থাকে। পরে পুর্য্যষ্টক দেহ প্রাপনানন্তর চন্দ্রাংশুতে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে বিধুকিরণকণাযোগে বীজে প্রবেশ করিয়া থাকে পশ্চাৎ সেই বীজ হইতে নবদেহ উদ্ভূত হয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ ২৫ প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে বিধায় পুনরুক্তি করা গেল না।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া লিঙ্গশরীর অবস্থায় নিরলম্বরূপ আকারে আকাশে অবস্থিতি করেন, পরে দশপিণ্ড দ্বারা প্রেতশরীর হইলে তচ্ছরীর আশ্রয় করেন।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে বিনষ্টে সতি যাবৎকালং জীবস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিন্দতি তাবৎকালং পঞ্চেন্দ্রিয়াংশেন অবস্থিতাঃ পঞ্চ বায়বো ধর্ম্মাধর্ম্মোমনশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ তদ্দেবতাশ্চ সর্ব্বে নিত্যাভিমানতো জীবেন সহ গচ্ছন্তি। অনন্তরং জীবস্তু কর্ম্মবশাৎ তদনুগাঃ সন্তঃ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টদেহেষু লীয়ন্তে এতৎ প্রমাণদ্বয়েনা-বগন্তব্যং॥ উত্তরগীতায়াং ধর্ম্মাধর্ম্মোমনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ ইত্যাদি মনূক্ত শাস্ত্রে চ। তেনানুভূয়-তা যামীঃ শরীরেণেহ যাতনাঃ। তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া বায়ুতে মিলিত হয়, পুনর্ব্বার দেহে প্রবিষ্ট হয় না, ইহাই যুক্তি-দ্বারা বোধগম্য, কিন্তু বেদে ও শাস্ত্রে নানাপ্রকার লিখিত আছে॥ ২৯॥

[৩০] প্রশ্ন। অহরহ অসংখ্য প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু ঐ সকল প্রাণবায়ু পৃথক্ পৃথক্ থাকে, একত্র মিশ্রিত হয় না কেন এবং ঐ সকল প্রাণের সুকৃত দুষ্কৃত ফল ভোগের জন্য পৃথক্ রূপে কোন্ স্থানে কি অবস্থায় কি আকারে অবস্থিতি হয়?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

একা প্রাণবায়ু পৃথক্ রূপে দেহ ত্যাগ করে না, স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গদেহের বিয়োগকেই প্রাণবায়ুর দেহ ত্যাগ বলে। লিঙ্গদেহ অসংখ্য, নৈয়ায়িকদিগের মতে জীবও অসংখ্য, কিন্তু বেদান্তমতে প্রতিবিম্ব লিঙ্গদেহ গত হইলে জীবপদবাচ্য হয়। যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা সমুচ্চরন্তি ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥ যখন স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তখনই লিঙ্গদেহ আর একটী দেহ গ্রহণ করে। যথা স্মৃতিঃ শুদ্ধিতত্ত্বে। তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরং আতিবাহিকং॥ ইতি। ইহার উত্তর ২৯ প্রশ্নে বিবৃত হইয়াছে।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মায়াবশতঃ জীবের ভ্রান্তি পরিকল্পিত পৃথক্ পৃথক্ রূপে সূক্ষ্মশরীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা পঞ্চবিংশতি প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সুতরাং মুক্তি হইয়া জীবের ঐ ভ্রান্তি দূরীকৃত না হইলে এক সূক্ষ্মশরীরাবয়ব প্রাণবায়ুর অপর তাদৃশ শরীরাবয়বীভূত প্রাণবায়ুর সঙ্গে কিরূপে যোগ হইবে? চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইয়া থাকে, অপিচ বর্ণিতরূপ ভ্রান্তি জীবে দূর হইয়া মুক্তি হইলে যোজ্য যোজকের অপ্রতীতি বশত ঐ রূপ যোগ হইতে পারে না, ইহাও সূক্ষ্ম বিবেচ্য ঐ প্রাণবায়ু যে কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করে, ইহা আম্রেড়িত প্রশ্ন।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব পুনরন্যস্মিন্ স্থূলদেহে পূর্ব্ববৎ প্রাণাদীনাং সঞ্চারো ভবতীতি পূর্ব্বপ্রশ্নোত্তরএবোক্তং বস্তুতস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিভাবানামশক্যনিরূপণত্বং পূর্ব্বাচার্য্যৈরেবাঙ্গীকৃতং যথা দেহেন্দ্রিয়াদযোভাবা বীর্য্যোৎপাদিতাঃ কথং। কথয়া তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে চ কিমুত্তরং॥ বীর্য্যস্যৈব স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া। অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ ব্যর্থ বীর্য্যতঃ॥ ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব। অতএব মহান্তোহস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাং। এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যৎ গর্ভবাসস্থিতং রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদ প্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরং॥ পর্য্যায়েন শিশুত্বযৌবনজরাবেশৈরনেকৈর্বৃতং পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥ দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাং। ক্ব ধানা ক্বচ বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু ইত্যাদিষু সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগস্তু কর্ম্মবশাৎ তত্তদ্দেশকালাদিষু ভবতি॥ যথোক্তং শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে। যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেন বা কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তত্তত্র নান্যথা ইতি॥

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু জীবদ্দশাতেও যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব ব্যাপারে রত থাকে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীরে সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ লীন থাকে, কিন্তু ব্যাপার হইতে বিরত থাকাতে একীভূত বলিয়া অনুমিত হয়।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

অসংখ্যপ্রাণবায়বো নৈকত্র মিলিতাঃ প্রাণ্যদৃষ্টবশাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতাঃ সন্তাস্তৎক্ষণমাত্রেণ সুকৃত দুষ্কৃত ভোগায় পুনর্দেহে প্রবিষ্টা ইতি প্রমাণং, ধর্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরং পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্যাতে ভবঃ॥

---
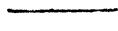
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুর আশ্রয় সূক্ষ্মশরীর তাহা ব্যক্তি বিশ্রান্ত এক একটি এবং অসক্ত সুতরাং কিছুতেই একত্র হয় না এবং সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ভোগের বিষয় সূক্ষ্মশরীরাশ্রিত প্রাণ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া ভোগ করে, তাহা পঞ্চবিংশতি প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বেণৈব সিদ্ধিঃ। বিশেষস্তু ভোগদেহিনাং স্বর্গাদি ফলভোগার্থং স্থানবিশেষৌ স্তঃ। ভাগবতীয় পঞ্চমস্কন্ধস্থ বচনং॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ইত্যাদি প্রাগুক্ত বচনাৎ এবং বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহীতি ভগবদ্গীতাবচনাচ্চ আত্মন এব শরীরান্তরসম্বন্ধো ন পুনঃ প্রাণাদীনাং আত্মনাং নিরাকারতয়া পরস্পর মিশ্রণাসম্ভবাৎ যথা আকাশস্য উচ্চাবচ দ্রব্যেণ ন মিশ্রীভাবস্তদ্বৎ। অতএবাকাশপরমেশ্বরাত্মনামপি ন মিশ্রতা দেহান্তরপ্রাপ্তিস্তু স্বাদৃষ্টেনৈব মিথ্যাজ্ঞানজ বাসনাবশান্মমেদমিতি বোধার্থমেব তথাপ্যাত্মনো নিঃসঙ্গত্বং॥

---
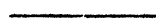
(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অহরহরসংখ্যপ্রাণিনাং দেহত্যাগানন্তরং প্রাণবায়বঃ সুকৃত দুষ্কৃতভোগজনিতাশেষ শরীরেণ পৃথক্‌রূপেণৈব সুখদুঃখাদিকমনুভবন্তি মিলযে কেবা স্বর্গং কেবা নরকং যাস্যন্তীতি ন মিলন্তি সুকৃতভোগঃ স্বর্গে দুষ্কৃতভোগোনরকে ভবতীতি॥

প্রমাণং। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব চ দুষ্কৃতং। পূর্ব্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ উতাহো নৃপতেঽশুভং ইতি শ্রীভাগবতং॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবানাং পৃথগবস্থানে সুকৃত দুষ্কৃতমেব কারণং। লিঙ্গশরীরে জীবো যদবস্থো যেনাকারেণ চ বসতি, তদবস্থস্তেনাকারেণ চ যমযাতনামনুভূয় পূর্ব্বকর্ম্মপ্রেরিতঃ স্থূলদেহং গৃহ্লাতি, তেনৈব লিঙ্গশরীরেণ। তস্য লিঙ্গশরীরাবস্থিতত্বান্নাস্তি আকৃত্যবস্থাগতবৈলক্ষণ্যাং একত্র মিশ্রণসম্ভাবনা চ. অত্র পূর্ব্বোক্ত বচনান্যেব প্রমাণানি॥ যথা স্থূলশরীরিণাং বহুতর সমবায়ে একত্রমিশ্রণং ন ভবতি তথা লিঙ্গশরীরাবস্থিতানামপীতি তাৎপর্য্যং এবং সতি লিঙ্গশরীরং প্রত্যপি সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেব কারণত্বাৎ তেষাং পৃথগবস্থানে সুকৃতদুষ্কৃতএব মূলকারণং ইতি। স দেহো ন ভবেদ্ভস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে। জলেন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে॥ ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ ন তীক্ষ্ণকণ্টকে তথা। তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্ত পাষাণএব চ॥ প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষেপ্যত্যূর্দ্ধপতনেপি চ॥ ন চ দগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেব চ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥ ন হেতাদৃশস্য মিশ্রণশঙ্কাপীতি। অতএব ভগবতা মনুনাপ্যুক্তং শরীরং যাতনার্থীয়মিতি॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহে নষ্টে প্রাণবায়ুর্নভসি লীনো ভবতি এবং প্রাণবায়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতভোগো নাস্তি জীবস্যৈব তদ্ভোগঃ।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহ অসংখ্য প্রাণবায়ু মৃত্যুকালে দেহ ত্যাগ করিয়া মহাবায়ুতে লীন হয়, পুনর্ব্বার দেহসঞ্চারকালে সঞ্চারিত হয়। প্রাণবায়ুর সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ নাই, সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ জীবের হয়। অহরহ অসংখ্য জীবাত্মা স্বীয় স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কুকর্ম্ম ভোগের জন্য ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভোগ করেন অর্থাৎ যাতনাদেহে যমালয়ে নরক ভোগ করেন; দেব আদি দেহে স্বর্গ ভোগ করেন, জীবমাত্রের এই অবস্থা।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

এই প্রশ্নও জীব পক্ষে প্রয়োগ হইবে; কেন না প্রাণ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে। শাঃ সূঃ ৩।১।৩ " প্রাণগতেশ্চ " বেদে কহিতেছেন, জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করেন। প্রাণ যাইলে সকল ইন্দ্রিয় যায়। জীবই সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ করেন॥ প্রাণ তাঁহার সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গমাত্র। প্রাণাদি সপ্তদশাবয়ব মিলিত সূক্ষ্মদেহ অনেক এক এক জীবের ঐ রূপ এক একটি সূক্ষ্মদেহ উপাধিস্বরূপ। উহাদের পরস্পর ভেদই নিয়ম। জীবও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং মূলে যাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাহারা স্থূলদেহ ত্যাগান্তে মিশ্রিত হইতে পারে না। স্থূলদেহ বরং সূক্ষ্মদেহরূপ বীজনিষ্পন্ন, সেই বীজস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে মায়া জন্য পরস্পর " ভেদ " সৃষ্টিকাল হইতেই আছে এবং মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে। প্রলয় হইলেও তাহাদের কারণাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে " বিশেষতা "

থাকিবে। সেইটি উত্তম করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে মহর্ষি কণাদ স্বীয় বৈশেষিক দর্শনে জগতের অপ্রকটকালে " বিশেষ " নামক পদার্থের স্বীকার করিয়াছেন। " অন্ত্যানিত্য দ্রব্যবৃত্তির্ব্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিত " সে তাৎপর্য্যে জীবাত্মা সকলও অন্ত্য নিত্য পদার্থ, সুতরাং বিশেষ বিশেষ। তাহাদের সূক্ষ্মদেহও মায়া জন্য ভিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ঘট ভঙ্গে যেমন তত্তদাবচ্ছিন্ন আকাশ মহাকাশে লীন হয়, তাহার ন্যায় স্থূলদেহ ভঙ্গে প্রাণাদি ঘটিত সূক্ষ্মদেহ-সমূহ বা তদবচ্ছিন্ন জীবসমূহ একত্রে মিশ্রিত হইয়া যায় না॥ তাহার কারণ এই যে, ঘটাকাশ ঘটাকাশরূপে স্বতন্ত্র সৃষ্ট হয় নাই। তাহা এই মহাকাশেরই পরিচ্ছেদমাত্র, কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য জীব ও তাহাদের সূক্ষ্মদেহ সকল মায়া বা কর্ম্ম জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মায়ার প্রেরয়িতা বিধাতার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সুতরাং মিসিয়া গোলমাল হইতে পারে না এবং সৃষ্টি যখন কল্প কল্পান্তে ঐ মায়া বা কর্ম্মজন্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে, তখন সৃষ্টির প্রবাহ মধ্যে পতিত ঐ প্রাণাদি সূক্ষ্মদেহ সকল এবং তদবচ্ছিন্ন জীবসকল কখনই একত্রে মিসিতে পারে না, সূক্ষ্মদেহই ভোগসাধক, জীব ভোক্তা। শাঃ সূঃ ২।৪।১৫ প্রাণ প্রকরণে কহিয়াছেন, " তস্য চ নিত্যত্বাৎ " ভোগাদি বিষয়ে জীব নিত্য, সুতরাং প্রাণ সহিত সূক্ষ্মদেহ যখন জীবের ভোগসাধক তখন জীব বা সে প্রাণাদি সূক্ষ্মদেহ অপর প্রাণাদির সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

অতঃপর প্রাণাদি সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ জীবের সুকৃত দুষ্কৃত ফল ভোগের জন্য কোন্ স্থানে কি অবস্থায় কি আকারে অবস্থিতি হয়, তাহাই নিবেদন করিতেছি।

নরক, পৃথিবী ও স্বর্গ যে লোকেই জীব ফলভোগ করুন সেই প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার সূক্ষ্মদেহের অবলম্বন নিমিত্ত যে এক একটি স্থূলদেহ জন্মে, তাহা ২৭ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি, এক্ষণে অবস্থা এবং স্থানভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

হিন্দুশাস্ত্র জীবদিগের স্বাধীন গতির পক্ষপাতী, যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। পাপপুণ্য পরিমাণভেদে অসংখ্য প্রকার, অতএব তদনুযায়ী নরক ও স্বর্গও অসংখ্য প্রকার। ভাগবতে ৫ স্কন্ধ ২৬ অঃ ৪ এবং ৪৪।

সেই সমস্ত নরককে শাস্ত্রে তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি এক বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং স্বর্গ সমূহকে ভূলোকাবধি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সপ্ত শ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমস্ত নরক " সংযমন " অর্থাৎ যমপুরি বলিয়া কথিত হয় এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে চন্দ্র (বা ইন্দ্রলোক) ও ব্রহ্মলোক এই দুইটির বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা,—" সংযমনেত্বনুভূয়েতরেষাং " ইত্যাদি শাঃ সূঃ ৩.১ ১৩ সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীজন যাতনানুভব পূর্ব্বক বারম্বার গমনাগমন করে, " স্মরন্তি চ " ঐ ঐ ১৪। স্মৃতিতেও পাপীদিগের নরকভোগের কথা আছে। " অপিচ সপ্ত " ঐ ঐ ১৫। পুরাণেতেও নরকসকলকে পাপীদিগের ভোগার্থে সপ্তবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্ব স্ব পাপের পরিমাণানুসারে স্বল্প বা দীর্ঘকাল যাতনা ভোগান্তে পাপীরা পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, তাদৃশ জীবগণ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া (২৫ প্রশ্নের উত্তরের লিখিত মত) রেতযোগে গর্ভে প্রবেশ করে। ১ মুঃ ২ খঃ ৫ শ্রুঃ এবং " অশ্রুতত্বাদিতি " প্রভৃতি শারীরকের ৩ অঃ ১ পাঃ পরলোক গমন প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ইহা পূর্ত্তকর্ম্মীরা চন্দ্র বা ইন্দ্রলোকাখ্য স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। সেই গমনের প্রকার এই যে, গমন সময়ে

তাঁহারা ধূমাদি মার্গযোগে অর্থাৎ তমোময় পথে গমন করেন। এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইন্দ্রচন্দ্রলোকে পুণ্যাত্মা গমন করিতেছেন, পথটি তমোময় কেন হইল? ইহার উত্তর এই যে, " পরমার্থভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপি অসুরাঃ " অর্থাৎ পরমার্থ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে দেবলোক অসুরলোকের ন্যায় হয়েন। " অসুর " শব্দের অর্থ " অজ্ঞানেন তমসা আবৃতাঃ অসূর্য্যালোকা " অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন লোক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানবিমুখ (ঈশঃ উপঃ ২ শ্রুঃ) এবং ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মী " ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা " ১ মুঃ ২ খঃ ১০। তাঁহার কিছুদিন ঐরূপ স্বর্গভোগ-পূর্ব্বক ক্রমে আকাশ, বায়ু, মেঘ, ব্রীহি ইত্যাদি পথযোগে পুনরাগমন-পূর্ব্বক রেতঃরূপে পুনঃ শরীর লাভ করেন। এই আকাশাদি প্রচলিত পথের মত নহে। জীব ক্রমপূর্ব্বক কেবল আকাশাদির সাম্যতা ত্যাগানন্তর ব্রীহিতে উপনীত হন, পশ্চাৎ ব্রীহী-সাম্য ত্যাগ হইলে রেতঃ রূপে গর্ভে প্রবেশ করেন। শঃ সূঃ ৩ অঃ ১ পাঃ। অপিচ গীতা ৮ অঃ ২৫ শ্লোঃ

ইদানী ব্রহ্মলোক বা হিরণ্যগর্ভ নামক সর্ব্বোচ্চ স্বর্গপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। " তপঃ শ্রদ্ধে " ইত্যাদি (১ মুঃ ২ খঃ ১১ শ্রু) বেদবচনে প্রকাশ আছে যে, জ্ঞানযুক্ত বানপ্রস্থ সন্ন্যাসীদিগের সূর্য্যদ্বার দিয়া হিরণ্যগর্ভলোকে গমন হয়, অর্থাৎ সগুণ অপ্রতীকোপাসকেরা উত্তর মার্গ (অর্চ্চিরাদি মার্গ বা সূর্য্যরশ্মী) দ্বারা ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পান্তে ক্রম মুক্তি লাভ করেন। এই প্রকার উপাসকেরা তেজপথ বা সূর্য্যদ্বার দিয়া গম্যস্থানে উপস্থিত হয়েন " আতিবাহীকাস্তল্লিঙ্গাৎ " শাঃ সূঃ ৪।৩।৪ এ সকল সামান্য পথ বা ভোগস্থান নহে॥ এই অর্চ্চিরাদি " আতিবাহিক " মাত্র, অর্থাৎ দেবতাবিশেষ। শাঃ ৪।৩ উক্ত দেবতা অমানব পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি বিদ্যুৎলোক * হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক উপাসক জীবকে স্থূলদেহ ত্যাগের পর সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোক লইয়া যান। " কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ " শাঃ সূঃ ৪।৩।৭ তখন সেই জীব কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হয়েন। " সামিপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ " ঐ ঐ ৯ এস্ত হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হওয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সামীপ্যবোধক।

অতঃপর নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের মুক্তির বিবরণ ৩৮ প্রশ্নের উত্তরে " মোক্ষপ্রকরণে " লিখিব।

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শ্বাসোচ্ছাসরূপাভ্যাং নাসারন্ধ্রাৎ বহির্ভূতঃ প্রাণবায়ুঃ পুনর্নাসারন্ধ্রেণৈব লিঙ্গদেহমিলিতঃ ন পৃথক্‌রূপেণ স্থানান্তরগতঃ। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ইতি পঞ্চদশীবাক্যেন তস্য লিঙ্গদেহ ঘটকত্বাৎ॥

---

* "বিদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতে" শ্রুতিতে আছে যে বিদ্যুতলোকস্থিত" তৎপুরুষোঽমানবঃ" অমানব পুরুষ তাঁকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।-

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহঃ স্থূলদেহান্ পরিত্যজ্য যানি প্রাণাপরনামানি সূক্ষ্মশরীরাণি পরত্র গত্বা তত্র কর্ম্মফলভোগায আতিবাহিকং পৃথক্ দেহমাশ্রযন্তি পৃথক্ দেহসম্বন্ধাৎ তানি পরস্পরং অসংকীর্ণানি সন্তি। অনন্তরং যস্য যাদৃশৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদনুসারেণ পৃথক্ পৃথগাতিবাহিকং দেহমাশ্রিত্য কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য স্বর্গে নরকে বা সুখদুঃখে অনুভবন্তি। অস্য প্রমাণং প্রাগুক্তং ॥

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

অহরহ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া যে সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর লোকান্তরে যায়, তাহারা সেই সেই লোকে ফলভোগ করিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থানে এক একটি আতিবাহিক অর্থাৎ বায়বীয় দেহ পায়, সেই দেহ সম্বন্ধ হইয়া উহারা পরস্পর মিলিত হয় না এবং যাহার যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম তদনুসারে স্বর্গ নরকে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত হইয়া ঐ আতিবাহিক রূপ ধারণ করিয়া কিছুকাল সুখদুঃখ ভোগ করে, ভিন্ন দেহ লাভ করায় পরস্পর মিলিত হয় না, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

প্রাণবায়ুর্মহাবায়ৌ প্রবিশ্য তিষ্ঠতি জীবস্য স্থূলদেহপ্রাপ্তিসময়ে প্রাণবায়ুসঞ্চারো ভবতি ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃকাদদৃষ্টাদিতি ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অসংখ্যপ্রাণবাযবো অসংখ্যদেহান্ ত্যক্ত্বা সুকৃতদুষ্কৃতফলভোগায পৃথক্ পৃথক্ ভাবেন ইহলোকে পরলোকে বিজাতীযসংযোগনাশাবস্থযা সূক্ষ্মশরীরেণ তত্তচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন জীবেন সহাবতিষ্ঠন্তে অতো মিশ্রণাভাবোহনুমীযতে এতৎ প্রমাণং পূর্ব্বমুক্তং ঊনত্রিংশ প্রস্তাবোত্তরে ॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রতিদিনং পূর্ব্বদেহত্যাগিনঃ প্রাণবাযবঃ পূর্ব্ববদুৎপন্নাসংখ্যশরীরেষু তিষ্ঠন্তি কথং মিশ্রিতাঃ স্যুরিতি। সুকৃতদুষ্কৃতাশ্রযা জীবাঃ ফলভোক্তারো নান্যো ভোগঃ সাক্ষাৎকারঃ। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষযত্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাখ্যসংস্কারা জীবমাত্রবৃত্তযঃ। নিত্যেচ্ছাবুদ্ধিকৃতযঃ পরমাত্মমাত্রবৃত্তযঃ ॥ নিত্যসুখমপি ভট্টমীমাংসকমতে জরন্নৈয়াযিকমতে চ পরমেশ্বরেঽস্তি ভাষারত্নে উক্তমিতি ॥

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

ইন্দ্রিয়সম্বাদে লিখিয়াছে, পরমপুরুষ হইতে এই প্রাণ জন্মিয়াছে, যেমন লোকে শির হস্ত পদাদি নিমিত্তক নৈমিত্তিকী ছায়া জন্মায়। এখানে ছায়াস্থানী প্রাণ, পুরুষে সমর্পিত ছায়ার ন্যায় ছায়া যেমন শরীর ভিন্ন অন্যত্র গমন করে না, তদ্রূপ মনঃ সঙ্কল্পিত ইচ্ছাদি নিমিত্তক যে কর্ম্ম তাহার বশীভূত প্রাণ

অন্যত্র গমন করে না। এই প্রাণসমস্তকে সম্রাটস্বরূপ মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। যেমন রাজা ভৃত্যদিগকে প্রজার রক্ষার নিমিত্ত এই গ্রামে তোমার অধিকার এই গ্রামে তোমার অধিকার বলিয়া নিয়োগ করেন, তদ্রূপ মুখ্যপ্রাণ ইতর প্রাণদিগকে নাভি প্রভৃতি স্থানে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং মুখ্যপ্রাণ এই প্রকার মুখনাসিকাদি স্থানে অধিষ্ঠান করেন। স্থান ভিন্ন থাকায় একত্র মিশ্রিত হয় না। জীবিত দশায় স্থূলশরীরে জাগ্রত অবস্থা মন প্রাণের ভোগস্থান ও সূক্ষ্মশরীরে স্বপ্নাবস্থায় মন প্রাণের ভোগস্থান, শরীর নাশের পর পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে যেরূপ যে স্থানে যে অবস্থায় থাকে, তাহা ২৯ প্রশ্নে লিখিত হইয়াছে। যথা, (যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্নিযুক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ অধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণঃ॥ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে। পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ) ইত্যাদি॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

উপাধিভেদে মিশ্রিত হয় না। উপরিউক্ত প্রকারে ভোগ ও অবস্থিতি হয়। যুক্তি, ঠিক্ বলিবার ক্ষমতা নাই।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিলে পৃথক্ পৃথক্ রূপ তাঁহার স্বকর্ম্ম ফলভোগ করণ কোন পুরাণে বা মন্বাদি সংহিতায় দেখা যায় না। তাঁহার যে পৃথক্ রূপে অবস্থান হওন অনুভূত হয় না। যেহেতু পাঞ্চভৌতিক চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বরচিত এই দেহ জীবাত্মা পরিত্যাগ করিলে এই মহাভূত পঞ্চ ইহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন সুতরাং বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত বায়ু পৃথিবীর ন্যায় ইহারাও লীন হন। ইনি কিরূপে পৃথক্ হইয়া অবস্থান করেন, কিরূপে বা কর্ম্মফল ভোগ করিবেন? তবে যে জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ বা নরকাদি ভোগাবসানে পুনর্ব্বার স্থূলদেহ ধারণ পুর্ব্বক অবশিষ্ট কর্ম্মভোগ সমাপন করেন, ইহার মিলিত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু সূক্ষ্মশরীরের অবয়ব প্রাণবায়ু দেহান্তে অপর দেহ আশ্রয় করে, কিন্তু স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম মধ্যম দেহ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত আছে, এই দেহাবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে, অতএব মিশ্রিত হইবার সম্ভব কি? মনুষ্য গো মৃগ ইত্যাদি রূপে স্থানে স্থানে থাকে।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

অত্র কারণানি বৈদান্তিকৈর্দর্শিতানি। তথাহি। প্রাণোঽপানসমানশ্চ দানব্যানৌ চ তে পুনঃ। অস্যার্থঃ। ঊর্দ্ধগমনশীলো নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুঃ প্রাণ ইত্যর্থঃ। অধোগমনশীলো পায়্বাদিস্থায়ী অপানঃ। সর্ব্বনাড়ীগমনশীলোঽখিলশরীরস্থায়ী সমানঃ॥ ঊর্দ্ধমুৎক্রামণশীলঃ কণ্ঠস্থায়ী উদানঃ। শরীরমধ্যগতান্ন-

পানাদিনেতা বায়ুর্ব্যানঃ ইত্যাদিরর্থঃ। প্রাণাদীনাং বায়ুত্বেন রূপেণ একত্বেপি ক্রিযাভেদেন ভেদ ইত্যা দেরর্থঃ ॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়্বাত্মকা জীবা ইহলোকে পরত্র চ। স্ব স্ব কার্য্যানুসারেণ স্থানং দেহঞ্চ যান্তি হি। অতস্তেষাং মেলনং নো ন চৈকত্র স্থলে স্থিতিঃ। পৃথক্ কর্ম্মানুসারেণ তেষাং স্থানং পৃথক্ পৃথক্ ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহেপ্রাণবাযোর্নাশ এব মরণমিতি কুতঃ প্রাণবাযোরেবাবস্থিতিসম্ভাবনা এবং সুকৃতদুষ্কৃতভোগস্তু জীবাত্মৈব করোতি নতু প্রাণবায়ুরিতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাতিবাহিকমিতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনস্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ জীবঃ আতিবাহিকং বাযবাযশরীরং গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ। তেন ব্যক্তিভেদে জীবভেদাৎ আতিবাহিকদেহস্যাপি ভেদঃ এবং প্রেতদেহভোগদেহযোরপি ভেদোঽস্তি, অতঃ কথং পৃথক্ পৃথক্ আতিবাহিকদেহস্য মিশ্রণং সম্ভবতি তথাত্বে পাঞ্চভৌতিকদেহস্যাপি পরস্পরং মিশ্রিতং স্যাৎ। ন চ সংখ্যাতিবাহিকদেহানাং পরস্পর তৌল্যাৎ মিশ্রণমিতি বাচ্যং তথাত্বেঽসংখ্যপাঞ্চভৌতিকদেহানাং পরস্পরসাম্যাৎ মিশ্রণং স্যাদতস্তদ্দোষত্বাদবস্থ্যাং ॥ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি বচনাৎ পূর্ণে সংবৎসরে দেহমত্তোহনাং প্রতিপদ্যতে। ইতি বচনাচ্চ সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনমিতি কারিকায়াশ্চ সুকৃতদুষ্কৃতকর্ম্মফলানুরূপ ভোগার্থং ভোগসাধনমঙ্গমাশ্রিত্য জীবঃ স্বর্গনরকে বা অবস্থিতিং কৃতবান্ ইতি ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়াই অপর দেহে স্ব স্ব স্থানে নিবিষ্ট হয়, পূর্ব্ব দেহেও মিলিত থাকে না, অপর দেহেও মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সুকৃতাদি ফলভোগ জীবের সহিতই হয়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয় না।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু সকল নিজ নিজ নিকেতন কলেবর পরিহার পুরঃসর পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গশরীরে বসতি করে, সুতরাং একত্র মিলিত হইবার সম্ভাবনা কি? প্রাণবায়ুসহকৃত জীব সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগের জন্য নিয়মিত নানাস্থানে বিবিধ অবস্থায় বহুবিধ আকারে অবস্থিত হয়। যথা, (আদিপর্ব্বে বর্ণিত) যযাতিপ্রভৃতি রাজগণ সুকৃত ফলভোগের নিমিত্ত তৈজস শরীরে স্বর্গে বাস করেন। (প্রথম স্কন্ধাদিতে কথিত) নারদ পূর্ব্বে শূদ্র হইয়াও তপোবলে ব্রহ্মার পুত্র, জীবন্মুক্ত ও ত্রিলোকচারী হইয়াছেন। (দশম স্কন্ধা-

দিতে অভিহিত) নৃগরাজা অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মবিত্তাপহরণ জন্য দুরিত ভোগের নিমিত্ত কৃকলাস (কাঁকলাস) রূপে কূপে বাস করিয়াছিলেন। অধিক কি, আমরা সকলেই যখন সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগ নানাস্থানে সতত বাস করিতেছি তখন বিশেষ অনুসন্ধান যে বিফল তাহা বলা বাহুল্য। পরন্তু সাক্ষাৎ নরকাদি ভোগোপযোগী বিশেষরূপ ভোগদেহও হয়। যথা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স দেহো ন ভবেদ্ভস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে॥ জলেন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে ইত্যাদি॥

---
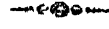
(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ুর নাশকেই মরণ বলিতে হইবে, তবে কিপ্রকারে প্রাণবায়ুর একত্র স্থিতি হওয়া সম্ভব হইতে পারে? সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ভোগ জীবাত্মা করিয়া থাকেন, প্রাণবায়ু কদাচ সুকৃতাদি কর্ম্মভোগের পাত্র হইতে পারে না ইতি।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু সকল দেহ ত্যাগ করিয়া একত্র মিশ্রিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকিবার কারণ এই যে, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ফল ভোগের নিমিত্ত তাহারা একত্র মিশ্রিত হয় না। স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ই এই যে, এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের সৃষ্টি হইবে। "অসংখ্যাঃ খলু তনুভৃতঃ" ইতি ভাগবতং॥ ফলতঃ জীবগণের কর্ম্মানুসারেই তাহারা মিশ্রিত হয় না এবং ইহা ঐশ্বরিক অভিপ্রায়।

যথোক্তং পরলোকজ্ঞাং স্বকর্ম্মা গতয়ো ভিন্নপথাহি দেহিনামিতি। ঐ সকল প্রাণের সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগের নিমিত্ত পৃথক্ রূপে যমালয়ে যাহারা সুকৃত করিয়াছে তাহারা উত্তম অবস্থায়, আর যাহারা দুষ্কৃত করিয়াছে তাহারা দুরবস্থায় বায়বীয় মানবাকারে অবস্থিত হয়। ইহার প্রমাণ, রামায়ণ ও ভারতাদিতে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায় ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা পৃথক্ পৃথক্ মিশ্রিত হয় না, সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগের জন্য অদৃষ্টানুসারি স্থান ও আকার লব্ধ হইয়া ফলভোগ করেন।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং জীবঃ স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মশরীরং গৃহ্লাতি তত্তু প্রাণাদি সপ্তদশাবয়বাত্মকং ন কেবলং প্রাণবায়ুঘটিতং অতঃ কথং মিশ্রণস্য সম্ভবঃ।

অত্র প্রমাণং। সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিরহংক্রিযেন্দ্রিযৌ প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং। ভোক্তুং সুখাদেরপি সাধনং ভবেৎ শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধা ইতি রামগীতাবচনং॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়েত্যাদি ভগবদ্গীতাবচনঞ্চ॥

জীবঃ সুকৃতদুষ্কৃতানুরূপ ফলভোগার্থং স্বর্গাদৌ নরকে বা পাপপুণ্যভোগাবস্থাযাং লিঙ্গশরীরে অবস্থানং করোতি।

অত্র প্রমাণং। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচনং॥ সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ইতি পঞ্চদশী কারিকা চ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু সকল পৃথক্ পৃথক্ থাকে তাহার কারণ এই প্রাণময়কোষ মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষ এই কোষত্রয়ে অভিমানী যে তৈজস সকল তাহারা আপন আপন কোষত্রয়কে রক্ষা করেন এই কারণে মিশ্রিত হয় না।

প্রমাণ বেদানুসারে। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস ইত্যাদি শ্রুতেঃ এবং ঐ সকল প্রাণের আপনাদের সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম জন্য ফল ভোগের নিমিত্ত অপর দেহে অদৃশ্যাবস্থায় সূক্ষ্মাকারে অবস্থিতি হয়।

প্রমাণ গীতাষ্টমাধ্যায়ে। যং যংবাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৭ শ্রীভাগবতে। অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ় গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ সজীবো যৎপুনর্ভবঃ॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্ট বশত শরীরত্রয় ও অন্য কোষাদি উপাধি বশত মিলিত হয় না। তত্তন্নিষ্ঠ বিশেষ পদার্থাধীন মিলিত হয় না ইত্যন্যে॥ সুকৃত ভোগের জন্যে স্বর্গাদিতে ভূতাবৃত হইয়া অর্থাৎ দেহান্তরাশ্রিত হইয়া অবস্থান করে। দুষ্কৃত ভোগের জন্য যমালয়ে যাতনা সহিষ্ণু লিঙ্গশরীরাশ্রিত হইয়া অবস্থান করে॥

এতৎ প্রমাণং দুষ্কৃত ভোগস্য মনুবচনং পূর্ব্বমুক্তং সুকৃত ভোগস্য প্রমাণং যথা মনুঃ। যদ্যাচরতি-ধর্ম্মং স প্রাযশোহধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখ মুপাশ্নুতে ইতি।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহরসংখ্য প্রাণবাযোর্দ্দেহত্যাগেপি তত্তদ্বাযূনাং মেলনং প্রতি স্ব স্বাসাধারণ কর্ম্মজন্যাদৃষ্টানুযায়ি স্বর্গনরকাদিভোগায স্ব স্ব কর্ম্মণামেব প্রতিবন্ধক কর্ম্মণামুপভোগক্ষীণত্বাৎ। অতএবোক্তং ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইতি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পাপপুণ্যকৃতং পৃথক্ পৃথক্ ফলং ভোক্তুং পৃথক্ পৃথক্ তিষ্ঠতি। ৩৭ প্রশ্নোত্তরে অন্যৎ দ্রষ্টব্যং জীবপ্রাণযোরভেদাৎ॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহ অসংখ্য প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ থাকে, একত্র মিশ্রিত হয় না, তাহার কারণ এই, তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকং। এই পঞ্চদশীর প্রমাণানুসারে বোধ হইতেছে যে, পৃথক্ অবস্থায় প্রাণবায়ুসকল থাকেন, তৎক্ষণাৎ এই অর্থে তখনি গমন করেন সুতরাং পূর্ব্বে যে পৃথক্ অবস্থা থাকেন, সেই অবস্থায় থাকেন, এজন্য একত্র মিশ্রিত হয় না। সুকৃত দুষ্কৃত ফলভোগের জন্য পৃথক রূপে এই এই স্থানে থাকেন। যথা হৃদেপ্রাণগুদেহপান সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কণ্ঠদেশে তু ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ ইতি বায়ুপুরাণোক্তহুতবচনাৎ পঞ্চপ্রাণাঃ পৃথক্‌রূপস্থিতাঃ। কিরূপ আকারে প্রমাণ, পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং ইতি রামগীতা।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহ অশংখ্য প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিতেছে, ঐ সকল প্রাণবায়ু পৃথক্ পৃথক্ থাকে একত্র মিশ্রিত হয় না কেন না অহংকৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতং। দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণা অহংকৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতং অহংকারহেতু পৃথক্ পৃথক্ থাকে আত্মা স্বলিঙ্গ ও মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান কামান জুষ্ণগুণৈর্বদ্ধঃ সংসারে বর্ত্তেতেবসঃ এই রকম বস হইয়া থাকে।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণবায়ু যদিচ বায়ুভূত বটে তথাপি তাহা জীব ও পূর্ব্ব সংস্কার অর্থাৎ শুভাশুভ অদৃষ্টসহ মিলিত হইয়া সাধারণ তরল বাতাপেক্ষা অন্য প্রকার হইয়া থাকে। জগতের লোক সকল এক প্রকার নহে এবং তাহাদের ক্রিয়াও পরস্পর অসমান॥ সুতরাং তাহাদের অদৃষ্ট ও জীব পৃথক্‌রূপী হওয়াতে তাহারা একে অপরের সহিত মিলিত হয় না। যেমন এই পৃথিবীতে কোটী কোটী জীব জন্তু সামান্যত দৈহিকভূত ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে সমান হইলেও পরস্পর মিশ্রিত না হইয়া পৃথক্ থাকে ও কেহ কাহার সহিত সর্ব্বতোভাবে সংপৃক্ত হয় না, তদ্রূপ পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর সূক্ষ্মদেহী বায়ুভূতাত্মক জীবেরও পরস্পর মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাহি।

আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। ভুক্ত প্রাণবায়ু আকাশে, আশ্রয়বিহীন হইয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতদেহে কিছুকাল বাস করে। পরে স্বর্গ নরকাদিতে স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্থূল দেহ ধারণ করে॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

অহরহ অসংখ্য প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিতেছে, ঐ সকল প্রাণবায়ু পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত আছে, এজন্য একত্র মিশ্রিত হয় না। স্বকৃত কর্ম্মভোগ শরীর দ্বারা ভোগ করেন।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অসংখ্যপ্রাণবাযবো অসংখ্যদেহান্ ত্যক্ত্বা সুকৃতদুষ্কৃতফলভোগায় পৃথক্ পৃথগ্ভাবেন ইহলোকে পরলোক বিজাতীযসংযোগনাশাবস্থযা সূক্ষ্মশরীরেণ তত্তচ্ছরীরাবচ্ছিন্ন জীবেন সহ অবতিষ্ঠতে অতো মিশ্রণাভাবোঽনুমীযতে এতৎ প্রমাণং পূর্ব্বমুক্তং ঊনত্রিংশপ্রস্তাবোত্তরে।

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

ঐ সকল প্রাণবায়ু বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া ভোগাদি হয় না, কারণ উহাদের দেহ নাই॥ ৩০॥

[৩১] প্রশ্ন। পুনর্জ্জন্ম আছে কি না?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবের পুনর্জ্জন্ম আছে, শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে। অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্ততাঃ। ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥ মনুঃ একাদশ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে। যামীস্তা যাতনা প্রাপ্য সজীবোবীতকল্মষঃ। তান্যেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ॥ ২২॥ জীব উক্ত শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগানন্তর নিষ্পাপ হইয়া নিজ কর্ম্মানুসারে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতারব্ধ মানবদেহ ধারণ করে॥ ২২॥

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জন্মান্তর আছে কি না এতৎ সম্বন্ধে যুক্তি দ্বারা বিচার করা সহজ কার্য্য নহে কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ এবং তদনুযায়ি যুক্তি অনেক দেখা যাইতেছে যথা স্মৃতি ভুঙ্‌ক্তে যশ্চ নিরামিষং সহি ভবেজ্জন্মান্তরে পণ্ডিতঃ এই শাস্ত্র দ্বারা জন্মান্তর আছে ইহা নির্ণিত হইল বিশেষ শ্রুতি ইহার প্রামাণ্য বিধান করিতেছে যথা বিধিবদধীত বেদ বেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা ইত্যাদি। আর দেখুন বেদে কথিত হইয়াছে ব্রহ্ম হত্যা করিলে নরক হয়, কিন্তু কত কত ব্যক্তি ঐ সমুদয় পাপাচরণ করিয়াও সুখে কালাতিপাত করিয়া মরিতেছে এবং অতি সুনিয়মস্থ সন্ধ্যা গায়ত্রী নিরত ব্যক্তিরাও কেন সহসা কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত হইয়া যাতনা ভোগ করে, অতএব উক্ত দুই স্থলে পারলৌকিক সুকৃতি দুষ্কৃতি মানিতে হইবে ইহা শাস্ত্রানুগত যুক্তি দ্বারা বিশেষ অনুভব হইতেছে পঞ্চদশীতেও এইরূপই যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা পূর্ব্বজন্মন্যসত্বে তজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথং ভাবি জন্মন্যসতি তু ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতং ইত্যাদি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম অস্তি যথোক্তং রামগীতায়াং ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ। ধর্ম্মেতরৌ তত্রপুনঃ শরীরকং পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥ অস্যার্থঃ সুরাগিণঃ সকামিনো জনস্য সম্বন্ধে আদৃতা আদরপূর্ব্বকং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা কাম্যা ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুঃ এতচ্ছরীরোৎপত্তৌহেতুর্ভবতি অন্যথা অকৃতাভ্যাগমলক্ষণদোষ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তত্র তস্মিন্নুপস্থিতে জন্মনি পূর্ব্বসংস্কার প্রাচুর্য্যাদবশ্যানুষ্ঠেয় কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে সতি তৌ কাম্যকর্ম্মফলত্বেন শাস্ত্র প্রসিদ্ধৌ ধর্ম্মেতরৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তত্রধর্ম্মঃ প্রসিদ্ধঃ শুভাদৃষ্টঃ অধর্ম্মঃ কর্ম্মণো হিংসাদি দোষবত্বাৎ দুরদৃষ্ট ইতি প্রিয়াপ্রিয়ৌ সুখ দুঃখহেতুভূতৌ ভবতঃ এবং সতি কৃতনাশ দোষ পরিহারার্থং তয়োর্ভোগায় পুনঃ শরীরং ভবতি স্বার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। তচ্ছরীরলাভানন্তরং কর্ম্মাদরবতোজ্ঞান নিষ্ঠাভাবাৎ পুনঃ ক্রিয়ৈব ভবতি অতোভবঃ সংসারশ্চক্রবৎ কুলালচক্রবৎ বিপরিবর্ত্তমান ঈর্য্যতে কথ্যতে ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তীত্যাদি শ্রুতেঃ॥

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

৩১। ৩২। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে আস্তিক শব্দের অর্থ " অস্তীশ্বরঃ অস্তি পরলোক ইতি বিশ্বাসী আস্তিক ইতি "। নাস্তিকেরা কহেন, আত্মপ্রসাদ ও আত্ম গ্লানি দ্বারা ইহলোকেই পুণ্য পাপের ভোগ হয় অতএব পুনর্জ্জন্ম বা পরলোক নাই। কপিল বলেন, " ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ " কিন্তু তাহা নাস্তিকমতের পোষক। ভাগবতে নরক বর্ণনা ও মহাভারতাদি স্বর্গাদি লোক বর্ণন শ্রুত হওয়া যাইতেছে, অতএব আস্তিকা বুদ্ধিতে পুনর্জ্জন্ম বা পরলোক মানিতে হইবে। নতুবা অকৃতাভ্যাগম ও কৃত প্রণাশ দোষ ঘটে, যে যাহা অনুষ্ঠান করে নাই তাহার ফল প্রাপ্তি এবং যে যাহা করিয়াছে তাহার অপ্রাপ্তির নাম, অকৃতাভ্যাগম ও কৃত প্রণাশ দোষ। যখন দেখা যাইতেছে পাপকারী ব্যক্তি সকল পাপের দণ্ড ইহলোকে প্রাপ্ত হইতেছে না এবং পুণ্যাত্মারাও সৎকর্ম্ম করিয়া তৎ ফলে বঞ্চিত হইতেছেন, তখন তাহার ভোগজন্য পুনর্জন্ম বা স্বর্গনরকাদি অবশ্যই আছে ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরিণঃ পুনঃ পুনর্জন্মাস্তি। প্রমাণং পূর্ব্বমুক্তং রামগীতায়াং কিঞ্চ তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবাত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মানুরূপে পুনর্জন্ম হয়।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম বিদ্যতে। প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনামপি। নরকান্তে ভবেজ্জন্ম চিহ্নাঙ্কিতশরীরিণামিতি কর্ম্মবিপাকধৃতবচনাৎ॥ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতা ন পুনর্জ্জন্মভাগ্‌ভবেদিতি স্বরসাচ্চ॥

(৮) আম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

একত্রিংশ প্রশ্নোত্তর পঞ্চবিংশ প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত আছে। তেজোহবৈ উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরিতি শ্রুতিবচনাচ্চ॥

যে সকল বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল বস্তু তাহাতে লীন না হইলে ক্রমশই ভ্রমণ করে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময়বস্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে লীন না হইবে, সেই পর্য্যন্ত চেতন প্রযত্নদ্বারা বা বায়্বাদি বশত ভ্রমণ করিবে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত আত্মা সকল যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মে লীন না হইবে সেই পর্য্যন্ত অদৃষ্ট বশতঃ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিবে, অতএব আত্মা সকলের মুক্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান। যথা, (তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায় শ্রুতেঃ) ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদি শ্রুতেশ্চ। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত আত্মার মুক্তি হইবে না, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানই অদৃষ্ট পাশ ছেদনের অসিস্বরূপ, অদৃষ্ট পাশ হইতে বিমুক্ত না হইলে আত্মা ব্রহ্মে লীন হইতে পারে না। কোন বস্তুতে বিজাতীয় বস্তু লীন হয় না, ব্রহ্ম বিশুদ্ধস্বরূপ আত্মা-সকল মিথ্যাজ্ঞানজ বাসনাদি দোষে দূষিত, অতএব সেই সকল দোষ ক্ষালন হইয়া যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন ব্রহ্মে লীন হইবে যেমন বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইলেও যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকার সজাতীয় না হয় সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে লীন হয় না তদ্রূপ।

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্মনোঽস্তিত্বং পূর্ব্বমেব প্রকাশিতং। প্রমাণং। ততস্তে ক্ষীণ সুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং সতি। পতন্তি বিবশাদেবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতো দমা ইতি তৃতীয়স্কন্ধঃ॥ জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূত সুহৃত্তমঃ। ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং হি মামুপৈষ্যসি কেবলং ইতি॥ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ইতি বহূনাং জন্মনামন্তে ইত্যাদি আব্রহ্মভবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন ইতি ভগবদ্গীতা॥ মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মস্বিত্যাদি। যদন্যজন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মস্বিতি স্মৃতিঃ॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বজন্মনোঽস্তিত্বাদেব পরজন্মনোঽপ্যস্তি ত্বং। সদ্যোজাত বৎসাদীনাং পূর্ব্বসংস্কারবশাৎ স্তন্যপানদর্শনেন পূর্ব্বজন্মনোঽস্তিত্বমনুভূযতে। অন্যাপি যুক্তির্ব্বক্ষ্যমাণবচনেন স্ফুটী ভবিষ্যতি॥ অন্যতি চ পরজন্মনি আসন্নমৃত্যুকৃৎ দুষ্কর্ম্মণাং ভোগো ন সম্ভাব্যতে। সুকৃতেদুষ্কৃতে ভোগনাশ্যে পুণ্যপাপফলস্যাঙ্গী কর্ত্তব্যত্বে পরজন্মনোপি স্বীকর্ত্তব্যত্বং। পুণ্যপাপফলস্যাস্তিত্বন্তু লোকেপি সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি কারণ পর্য্যালোচনয়ৈব প্রতীতং॥ এবং পুনর্জ্জন্মাভাবে শরীরনাশেন জীবস্যাপি নাশে অসম্ভাবিমরণাদেব মুক্তি-

র্ভবতি। তথাচ সতি তৎসাধনোপায়াত্মজ্ঞানোপার্জ্জননিমিত্তং ভগবতো বেদস্য তাদৃশপ্রয়াসো বিফলঃ॥ বেদানুযায়ি সকলশাস্ত্রঞ্চ নিরর্থকমিতি॥ প্রমাণানি মনুঃ যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য ইত্যাদি। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুরিত্যাদি গীতাসু॥ যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ। এবং প্রাগ্‌দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিরিতি॥ মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি। ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রন্তে তথৈব ন ভবিষ্যত ইতি চতুর্থস্কন্ধে যুক্তিসম্বলিত নারদবচনং॥ বর্ত্তমানোঽন্যয়োঃ কালো গুণাভিব্যাপকো যথা। এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্ম্মাধর্ম্ম নিদর্শনমিতি ষষ্ঠস্কন্ধে বিষ্ণুদূতপ্রদর্শিতদৃষ্টান্তযুক্তবচনঞ্চ॥ দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে ইত্যত্র জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তনপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাদিতি স্বামিপাদপ্রদর্শিতাযুক্তিঃ। বাসাংসি জীর্ণানীত্যাদি গীতোপনিষদ ইতি॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্মাদিকমস্তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোপি জায়তে॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। পুনর্জ্জন্ম ভগবদ্গীতার ২ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥' অর্থাৎ জাত ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু আছে ও মৃত ব্যক্তির নিশ্চয় জন্ম আছে, সেই হেতু মৃত্যু অপরিহরণীয় বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত হয় না।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, এ সম্বন্ধে রামগীতার স্পষ্টার্থপ্রতিপাদক একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি, "ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা প্রিয়া প্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ। ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥ কামীজনের পক্ষে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কাম্যক্রিয়া আদরপূর্ব্বক শরীরোৎপত্তির হেতু হয়, নতুবা "অকৃতাভ্যাগম লক্ষণ দোষ" ঘটে, অতএব তাহাও "কৃতনাশ দোষ" পরিহারার্থ সেই কাম্যকর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত পুনঃ শরীর হয়। সেই শরীর লাভের পর বাসনা জন্য জ্ঞাননিষ্ঠার অভাবে পুনঃ ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব এই সংসার ক্রিয়াচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে নিবৃত্তি নাই। (অপিচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তর দ্রষ্টব্য) "পুনর্জ্জন্ম আছে কি না" এমত সন্দেহ ভারতবর্ষে কখনও স্থান পায় নাই। কেবল খৃষ্টানেরাই উহার অভাব প্রচার করিয়াছে এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা বিনা বিচারে খৃষ্টানীবুদ্ধির অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহনরায় উহা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার গ্রন্থসকলই তাহার প্রমাণ।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

একস্য জীবস্য শুভাশুভপ্রারব্ধভোগায় পুনঃপুনর্জ্জন্ম বিদ্যতে ন নূতনজীবোৎপত্তিঃ। জাতমাত্রস্য

হর্ষশোকভয়াদিসম্প্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বসংস্কারজন্যায়াদর্শনাৎ অন্যনিষ্ঠ সংস্কারস্যানাত্রানুস্মরণাজনকত্বাৎ অন্যথা স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তির্নস্যাৎ তস্যা ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞানজন্যত্বস্য অদৃষ্টমাত্রজন্যত্বস্য বাভ্যুপগমাৎ তথাচ পূর্ব্বাপরদেহয়োরাত্মৈকত্বসিদ্ধিঃ অন্যথাকৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অজাততত্ত্বজ্ঞানপুরুষাণাং পুনর্জ্জননমস্তি। তত্ত্বজ্ঞানবতাং মুক্তির্ভবতি তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইত্যাদি॥ অতত্ত্বজ্ঞাস্তু পুনঃপুনর্জায়ন্তে তথাচ মনুঃ। তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টৌ প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনরিতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে পুনর্জন্ম আছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি না হয় তাবৎ জীবকে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তথাচ শ্রুতি। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানির পুনর্জন্ম নাই, ইহা যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন অন্যের পুনর্জন্ম শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

জন্মোত্তরমস্ত্যেব জন্ম তথাহি বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ইতি শ্রুতেঃ জাতমাত্রস্য স্তনপানাদৌ প্রবৃত্তেরিষ্টসাধনতাজ্ঞানং বিনানুৎপদ্যমানত্বাদিষ্টসাধনতাজ্ঞানসম্পাদনায় পূর্ব্বসংস্কারস্য কল্পনীয়ত্বাচ্চ॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জন্মাস্তিন বা ইতি প্রশ্নে উত্তরং। পুনর্জন্ম নাস্তি অর্থাৎ পুনরুৎপত্তির্নাস্তি যদ্যস্তি তদা কস্য পুনর্জায়মানত্বং জীবস্য কিং দেহস্য বা যদি দেহস্য পুনর্জায়মানত্বং স্বীক্রীয়তে তদা পূর্ব্বনির্ম্মিতদেহনাশে তদ্দেহস্য কথং পুনরুৎপত্তিঃ সম্ভবতি যদ্যপি পূর্ব্বনির্ম্মিতদেহস্য পুনর্জায়মানত্বং স্বীক্রীয়তে তদা প্রাগ্‌ভাববৎ ধ্বংসস্য নাশ্যতা স্যাৎ যথা প্রাগ্‌ভাব প্রতিযোগ্যুৎপত্তৌ প্রাগ্‌ভাবস্য নাশো জায়তে তথা ধ্বংসস্য প্রতিযোগ্যুৎপত্তৌ ধ্বংসস্য নাশে তস্যানিত্যত্বাপত্তিঃ স্যাৎ অতো দেহান্তরস্য জায়মানত্বং পুনরবশ্যমেব বক্তব্যং জীবস্য তু নিত্যত্বে তস্য জন্যত্বং ন সম্ভবতি কিন্তু জীবোপাধি লিঙ্গশরীরস্য পুনঃ পুনঃ শরীরান্তরগ্রহণেন জীবে আরোপ্য জীবস্য পুনর্জন্মান্তরং স্বীক্রীয়তে ন তু তদ্বাস্তবং অতঃ কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ইত্যাদি প্রমাণং সংগতিঃ॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্মাস্তি শ্রীভাগবতে ৫ স্কন্ধে ঋষভদেবপুত্রভরতরাজস্য জন্মান্তরে মৃগত্বং তৎ পরজন্মনি জড়-ভরতত্বং ব্যক্তং। অস্য পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মস্মৃতিমত্ত্বরূপং জাতিস্মরত্বং জাতং বিজাতীয়াদৃষ্টবত্ত্বাৎ॥

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

আছে, না থাকিলে কৃত হানি অকৃতভ্যাগম দোষ হয়। যে ব্যক্তি এই শরীরে নানাবিধ বিহিত কর্ম্ম করিয়া শরীর ত্যাগ করে, পুনর্জ্জন্ম না হইলে কর্ম্ম করা নিস্ফল হয়। যথা (যেচেহ কপূয়চরণা তে কপূ-য়ায়াং যোনিমাপদ্যেরন্ যেচেহ রমণীয়চরণা তে রমণীয়াং যোনি-মাপদ্যেরন্) ইত্যাদি শ্রুতিঃ। (স্বর্গাপবর্গয়োর্ম্মার্গমামনন্তি মনীষীণাং) ইত্যাদি॥ (ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসা। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্॥ প্রসজ্ঞন্নিন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রানুসারে আছে বই কি? তাহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতোপন্যাস দোষ ঘটে যে? যুক্তি। আছে বলিলে পাপের শাস্তি থাকে না, কারণ পুনঃ পুনঃ দেহান্তর লাভ হইলে সেত অনুকূল গলহস্ত) জানিতেছি যে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ জন্ম, বহু তপস্যাতে মানবদেহ প্রাপ্ত হয় এবং সকল মনুষ্যই পৃথিবী অত্যন্ত ভাল বাসে মরিতে কেহই ইচ্ছা করে না, কিন্তু মৃত্যুর পরেই আবার দেহান্তর স্বীকার করিতে হইবে ভাবিলে পাপের প্রতি ভয় থাকে না। কারণ যাহা মানবের একান্ত বাঞ্ছনীয় সেই মানব জন্ম বারবার প্রাপ্ত হইলে ভাল বই মন্দ কি? পরীক্ষাতেই বা প্রয়োজন কি? বারবার দেহান্তর প্রাপ্তির আশা থাকিলে নরকভোগ বা অনুতাপ প্রভৃতির কোন ভাবনাই থাকে না।

দ্বিতীয়। আত্মাও এপর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মের কোন কথা প্রকাশ করিলেন না, প্রত্যক্ষ সাক্ষীও নাই এমন স্থলে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেই পারে না, তবে “বিশ্বাস মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর”।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, প্রমাণ ভগবদ্গীতা ২ য় অধ্যায় ১০ শ্লোক।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, প্রমাণং বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন ইতি গীতা, রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে ইতি মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে ইতি স্মৃতি বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্র-পদ্যতে ইতি চ ভগবদ্গীতা অত্র যুক্তিঃ জীব সুখাদি বিশেষ ভোগ নিমিত্ত বাল্য যৌবনবার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন তদ্রূপ দেহান্তে প্রারব্ধভোগের সুখ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন ইতি।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মকাণ্ডবাদীনাং মতে যৎ প্রকারেণ পুনর্জন্ম তৎ প্রকারমাহ জীবং প্রতি ভগবান্। তথাহি ভাগবতে। দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা॥ তৎপঞ্চত্বমহংমানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনং। তস্মান্ন কার্য্যঃ সংত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রম॥ বুধ্বা জীবগতিং ধীরোমুক্ত সঙ্গশ্চরেদিহ ইতি॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

যাবদস্তি হি সূক্ষ্মাঙ্গং দুঃখাদি ভোগসাধনং। তাবৎ পুনঃ পুনর্জন্ম তন্নাশে ন পুনর্জনুঃ॥ অত্র প্রমাণং সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। বিমুক্তোজীবনির্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ইতি ভাগবতীয় শ্লোকঃ ভগবতি সংপ্রসন্নে সতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিমুক্তঃ অতএব তৎকার্য্যেণ লিঙ্গশরীরেণমুক্তঃ সন্নির্ব্বাণং সুখাত্মকং ব্রহ্মর্চ্ছতীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যাচ। কুরঙ্গাক্ষীরন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং বশস্তস্য ক্ষৌণী পতিরপি কুবেরঃ প্রতিনিধিঃ॥ রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া চিরং জীবন্মুক্তঃ প্রভবতি-স ভক্তঃ প্রতিজনু ইতি মহাকালোক্তি চ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণিনাং পুনর্জন্মাস্তি ইতি। প্রমাণং এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ। জন্ম বৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবদিতি অস্যার্থঃ এষ আত্মা সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ পঞ্চভিঃ পৃথিব্যাদি মহাভূতৈঃ শরীরারম্ভকৈঃ পরিগৃহ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মাপেক্ষয়া উৎপত্তিস্থিতিবিনাশৈ র্যথাদিচক্রবৎ অসকৃদুপাবর্ত্তমানৈঃ আমোক্ষাৎ সংসারিণঃ করোতীতি॥ অসকৃৎ গর্ব্ভবাসেষু বাসং জন্মচ দারুণং। বন্ধনানিচ কষ্টানি পরপ্রেষ্যত্বমেবচ॥ পুনঃ পুনর্গর্ব্ভস্থানেষু বাসঃ সমুৎপত্তিঞ্চ শৃঙ্খলাদিভির্বন্ধনাদি পীড়ামনুভবন্তি পরদাসত্বঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি। যাং যাং যোনিন্তু জীবোহয়ং যেন যেনেহ কর্ম্মণা॥ ক্রমশোযাতি লোকেহস্মিন্ তত্তৎ সর্ব্বং নিবেদিত ইত্যাদি মনুবচনং॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জন্মাস্তি অত্র প্রমাণং অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ় গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ সজীবো যৎ-পুনর্ভব ইতি ভাগবতবচনং শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ॥ বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতামিতি মনুবচনঞ্চ॥

অর্থাৎ ভাগবতীয় বচনে পুনর্ভব ইতি শ্রুতেঃ মনুবচনে শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতামিত্যাদি শ্রুতেশ্চ পুনর্জন্মাস্তীতি সুব্যক্তং।

অত্রেয়ং যুক্তিঃ ঐহিক সুখ দুঃখাদিকং প্রতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্যাদৃষ্টস্যৈব হেতুত্ব মবশ্যমেব বাচ্যং সুতরাং পুনর্জন্মাস্তীতি প্রতীয়তে, নচৈহিক সুখ দুঃখাদিকং প্রতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্যাদৃষ্টস্য হেতুত্বং নাস্তীতি ব্যক্তিভেদে সুখাদের্ন্যূনাধিকত্বস্যাপ্রসঙ্গঃস্যাৎ। ন চ দেহিনাং স্বভাবতএব সুখাদিকমিতি বাচ্যং তথাত্বে দেহমাত্রস্যৈব সুখ দুঃখাদেঃ সমানতাপত্তিঃ স্যাৎ নচৈহিক কার্য্যবশাদেব সুখ দুঃখাদের্ন্যূনাধিকত্বমিতিবাচ্যং কস্যচিৎ ঐহিক কার্য্যং বিনৈব সুখ দুঃখাদের্দর্শনাৎ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জন্ম আছে, কারণ পুনর্জন্ম পাইবার নিমিত্ত জীব স্ত্রীলোকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষের রেতঃ কণাকে আশ্রয় করে, ইত্যাদি অর্থের মূল বাক্য কপিলযোগে আছে, পূর্ব্বেও লিখিয়াছি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জন্ম আছে, ইহা বালকের স্তন্যপানপ্রবৃত্তিকৃত অনুমান ও বহুতর শাব্দপ্রমাণসিদ্ধ, তাহা সুলভ বিধায় বাহুল্য ভয়ে কথিত হইল না। অপর যুক্তি এই যে, পুনশ্চ জন্ম না থাকিলে জগদীশ্বরের অশেষ ভূতে সমভাব রক্ষা পায় না, কারণ জন্ম অবধিই কেহ কেহ উচ্চ পদবীতে কেহ কেহ বা নীচ পদবীতে অধিরূঢ় দেখা যায়, কাযেই কাহারও প্রতি অসীম করুণা ও কাহারও পক্ষে অতিশয় কঠিনতা তাঁহার অপরিহরণীয় হইতে পারে। যদি জন্মান্তর থাকে, তবে ঐ দোষ হইতে পারে না ; কারণ, সকলকেই একমাত্র মানব, প্রভু, সুখী, ধনী, মানী ও সুরূপ রূপে সৃষ্টিপুরঃসর সমতা সম্ভাবন করিতে গেলে বিবিধ বিচিত্র বস্তু (হাঁড়ী, কলসী, মালসা, প্রদীপ, প্রতিমা প্রভৃতি) প্রণেতা একজন কুম্ভকার অপেক্ষায়ও তাঁহার শক্তি কুণ্ঠিতরূপে অনুমিত হইতে পারিত।

তাদৃশ অকারণ কলঙ্কপঙ্কলেপ অপেক্ষায় বরং একাকী যে তিনি সদানন্দরূপে বাস করেন, তাহাইত শ্রেয়ঃকল্প বলিতে হয়, অতএব তাঁহার অচিন্তনীয় ও অপরিসীম শক্তিপ্রভাবে উচ্চাবচ সৃষ্টিই সঙ্গত এবং তাহাতেও যে তাঁহার সমতা রক্ষাপক্ষে সহৃদয়হৃদয়ানন্দদায়ী কোনও নিগূঢ় উপায় আছে, ইহা অবশ্য স্বীকরণীয়, নিপুণভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে তাদৃশ উপায় যে একমাত্র জন্মান্তর, তাহাতে সংশয় থাকে না।

যেরূপ একজন নিরপেক্ষ প্রজাবৎসল রাজা অশেষ প্রজাতে স্বভাবত সমান দয়ালু হয়েন, কিন্তু প্রজাবিশেষকে সৎকার্য্যের পুরস্কাররূপে সম্মানিত ও উচ্চতর পদে অধিরূঢ় করেন, পক্ষান্তরে কুকর্ম্মের শাস্তিবিধান মানসে কাহারও কারাবাস বিধান করিয়া থাকেন ; কালে যদি শুভ কার্য্যকলাপনিরত জনই কার্য্যনিকরে ব্যাপৃত হয়েন তিনিও তখন কারাগারে নীত হইয়া থাকেন এবং গর্হিত কার্য্যপরম্পরা পরায়ণগণও কালে শুভকর্ম্মানুষ্ঠানব্রতে দীক্ষিত হইলে অবশ্য সম্মাননীয় হইয়া থাকে, এতাদৃশ নিয়মে নিরত নৃপতির নিরপেক্ষতাপক্ষে বোধ হয় সকলেই একমত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সেইরূপ জগদীশ্বর উচ্চাবচ প্রজা সৃষ্টি করিয়া "ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং" ইত্যাদি শাস্ত্রশতকানুসারে সকলকেই সমান সুখ ও দুঃখভোগের আশ্রয় করিয়াছেন অথচ সকলের পক্ষেই উন্নতি ও অবনতির উপায় অসঙ্কুচিতভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ যিনি এখন দেবরাজপদে বিরাজিত আছেন তিনিও কুৎসিত কার্য্যপরায়ণ অতিশয় হীনযোনিপর্য্যন্ত অবনত হইতে পারেন, পক্ষান্তরে সংপ্রতি নিরতিশয় হীনভাবাপন্নও কল্যাণকর কার্য্যকলাপ বশতঃ অবশ্যই সুরপতিপদেও উন্নীত হইতে পারে, সুতরাং পরমেশ্বরের নিরপেক্ষভাব রক্ষার উপায় যে একমাত্র জন্মান্তর, উহা অনায়াসেই প্রতীত হইতেছে। পরন্তু ইহাও বিবেচনীয় যে, একজন রাজসদনে জননমাত্রই অশেষ বিধ উন্নতি সোপানে পদবিন্যাস করিতেছে, অপর ব্যক্তি দীনহীন ভবনে জাত হইয়াই অপার দীনভাব পারা-

বারের উত্তুঙ্গতরঙ্গে পতিত হইতেছে, এস্থলেও জন্মান্তরকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত স্বীকার ব্যতিরেকে কেবল পরমেশ্বরীয় ইচ্ছার প্রতি ভারারোপণ করিলে তাঁহার পক্ষপাতিতা কাযেই অপরিহরণীয় হইতে পারে, সুতরাং যদি তাদৃশ দোষ পরিহার মানসে আদিম জন্মান্তর স্বীকার করিতে হয় তবে ভাবি অপর জন্মও যে সহজেই স্বীকৃত হইল, তাহাতে আর সংশয় কি ?

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

যাবৎ পর্য্যন্ত জীবের সংসার বাসনা ও দেহাদিতে অহং বুদ্ধি থাকে তাবৎ জীবের পুনর্জন্ম ঘটিত হওয়াও কোন সন্দেহ থাকিতেছে না ইতি।

প্রমাণং। অহংকারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ। সংসারস্তাবদেবস্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিন ইতি॥ শ্রীভাগবতে। অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।• ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিরিতি চ॥ এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ। জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবদিতি॥ অস্যার্থঃ, অর্থো যথা। এষ আত্মা সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ পঞ্চভিঃ পৃথিব্যাদি মহাভূতৈঃ শরীরারম্ভকৈঃ পরিগৃহ্য পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতকর্ম্মাপেক্ষয়া উৎপত্তিস্থিতি বিনাশৈঃ রথাদিচক্রবৎ অসকৃতুপাবর্ত্তমানৈঃ আসাক্ষাৎ সংসারিণঃ করোতীত্যর্থঃ॥ অসকৃদ্গর্ভবাসেষু বাসং জন্ম চ দারুণং। বন্ধনানি চ কষ্টানি পরপ্রেষ্যত্বমেব চ ইতি মনুবচনং। অস্যার্থঃ পুনঃপুনর্গর্ভস্থানেষু বাসঃ সমুৎপত্তিঞ্চ শৃঙ্খলাদিভির্বন্ধনাদিপীড়ামনুভবন্তি পরদাসত্বঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি ইতি॥ পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈ র্ম্রিয়ন্তে চোদ্ভবন্তি চ। যেষাস্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতং। তত্তথাবোভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি॥ ইতি পরাসরভাষ্যে।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবগণ এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল পাপকার্য্য ও পুণ্যকর্ম্ম করে, কল্প কোটি শতবর্ষেও তাহা ভোগ করিতে হয়, ভোগ ব্যতিরেকে তাহার ক্ষয় হয় না। যথা, " না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং " ইতি॥ অতএব মুক্তি না হইলে অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

যথা, জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভুৎ জন্মাভাবে ত্বহংকৃতী। তর্হি জন্মাপি তেহস্ত্যেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্॥ ইতি পঞ্চদশী॥

যদি বল উক্ত প্রকার কামাদিসত্ত্বেও জীবন্মুক্তিরূপে খ্যাতি না হউক, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যে পুনর্জন্ম নিবারিত হইবে, তাহাতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি আছে, তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এমত যদি বিবেচনা কর, তবে তোমার পুনর্জন্ম অবশ্যই হইবে এবং তুমি স্বর্গাদি ভোগমাত্র লাভ করিবে অর্থাৎ তুমি জ্ঞানী নহ, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী।

আরও প্রমাণাবলী যথা। তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যক্ তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ। কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্মকর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥ নদ্যাং কীটাইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে। ব্রজন্তো জন্মনোজন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিং॥ ইতি পঞ্চদশী॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতং॥ ইতি কঠোপনিষৎ॥

আগামিজনিক্ষয়ঃ

ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা নস্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ইতি পঞ্চদশী। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে আগামিজনি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের ক্ষয় হয় না, ইহা বেদান্তশাস্ত্রের সর্ব্বত্র ডিণ্ডিম বাদ্যের ন্যায় সংঘোষিত হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র-দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই আছে ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অস্ত্যেব। প্রমাণং গীতায়াং জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুরিত্যাদি॥

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে। যথা, ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

---
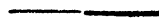
(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্মাস্তি। অত্র প্রমাণং। অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতং। অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥ ইতি ভাগবতীয়ং॥ কিঞ্চ অতঃ স্থূলাদ্রূপাৎ পরমন্যদপি রূপমারোপিতমিত্যনুষঙ্গঃ। কথম্ভূতং তৎ যৎ অব্যক্তং সূক্ষ্মং॥ তত্রহেতুঃ অব্যূঢ়গুণবৃংহিতং অব্যূঢ়ঃ করচরণাদি পরিণামঃ ন তথা ব্যূঢ়া অপরিণতা যে গুণাঃ তৈর্ব্বৃংহিতং রচিতং আকারবিশেষরহিতত্বাৎ অব্যক্তমিত্যর্থঃ। এতদেব কুতঃ তত্রহেতু অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ॥ যচ্চাকারবিশেষং তদ্বস্তু তদস্মদাদিবৎ দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ইন্দ্রাদিবৎ ইদন্তু ন তথা তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ সজীবঃ জীবোপাধিঃ। জীবোজীবেন নির্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায়েত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীব শব্দ প্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ। নন্বু স্থূলমেব ভোগায়তনত্বাজ্জীবস্যোপাধিরস্তুকিমন্যকল্পনয়া ইত্যত আহ যদ যস্মাৎ সূক্ষ্মাৎ পুনর্ভবঃ পুনর্জ্জন্ম উৎক্রান্তিগত্যা গতীনাং তেন বিনাঽসম্ভবাদিতিভাব ইতি শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যানঞ্চ।

অত্রেয়ং যুক্তিশ্চ পূর্ব্বজন্ম স্বীকারে বালকস্য দুগ্ধপানার্থং স্তন্যাকর্ষণাদেরসঙ্গতিঃ স্যাৎ এবং পিতুর-সদৃশ শরীরস্যাসম্ভবঃ স্যাৎ॥ ন চ শাকপাকজাদিনা পুত্রস্য অসদৃশ শরীরমিতিবাচ্যং তথাত্বে পিতুরপি তাদৃশদ্রব্যভক্ষণেন তাদৃশ শরীরং স্যাৎ। অতঃ পূর্ব্বজন্ম সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মানুরূপং ত্রিবিধদেহং লোকস্য ভবতি॥ কিঞ্চ পূর্ব্বজন্ম স্বীকারে মূকঃ ক। খ। প্রভৃতি বর্ণ শ্রবণ জ্ঞানহীনোঽপি লিপ্যাদিনা কথং জনং জিজ্ঞাসতে অতএবাত্র অবশ্যমেব পূর্ব্বজন্ম সংস্কারঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ সুতরাং পূর্ব্বজন্মাস্তীতি প্রতীয়তে॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, প্রমাণ গীতা দ্বিতীয়াধ্যায়ে। জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদ-পরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আছে, এতৎ প্রমাণং গীতায়াং যথা, বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যত ইতি। অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরেত্যাদি বেদান্তসারে প্রামাণিক বাক্যঞ্চ॥ এতদ্বিষয়ে মনুবচনং পূর্ব্বমুক্তং যথা পুনরভ্যেতি ভাগশ ইত্যাদি। বস্তুতঃ জন্মপদার্থ দেহসম্বন্ধমাত্র ইতি॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহিনাং জন্মান্তরমস্ত্যেব অন্যথা সুখ দুঃখকারণীভূত জন্মান্তরীয়াদৃষ্টাভাবেন কশ্চিৎ সুখী কশ্চিৎ দুঃখী ইত্যাদি দর্শনে জগৎ কর্ত্তুরেব পক্ষপাতাদি দোষাপত্তিঃ অথ পুরুষকারেণৈব তত্তবতীতিচেৎ তথাচ বাল্যাদৌ বিদ্যাভ্যাসাদি কর্ম্মণি যেন যাবান্ শ্রমঃ স্বীক্রিয়তে তেন তথৈব ধনোপার্জ্জনাদিকং ক্রিয়তে তথাচ নৈশ্বরস্য পক্ষপাতাদি দোষ এবঞ্চেৎ তথাপি রাজ্ঞা গৃহীতো দত্তকে দুঃখিনঃ পুত্রে তদাপত্তের্দুর্ব্বার-তৈবেতি দ্রষ্টব্যং ননু স্বভাবাদেব জায়তে ইতি চেৎ এবং বাচাঃ স চ স্বভাবঃ কঃ কুত্রবাবস্থিত ইতি বিশেষেণ নির্দ্দেষ্টুমশক্যঃ যদি চানির্ব্বচনীয় এব স্বীক্রিয়তে তদাস্মন্মতে তদেবাদৃষ্টং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতমিতি নক্কাপানুপপত্তিরিতি বিবেচনীয়ং॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম অস্তি যথা অধ্যাত্ম রামায়ণে যথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবং ইত্যাদি।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে, তাহার প্রমাণ ভাগবতে ১ স্কন্ধে উক্ত আছে যে, অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতং অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ সজীবো যৎপুনর্ভবঃ। এই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার না করিলে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না, সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর আছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে পূর্ব্বে কথিত আছে যে সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

নৈয়ায়িকমতে পুনর্জ্জন্ম নাস্তি মহাপ্রলয়ভাবাৎ বৈদান্তিকমতে পুনর্জ্জন্ম অস্তি প্রলয়াৎ।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

যাহার কর্ম্ম আছে তাহারই পুনর্জ্জন্ম অবধারিত রহিয়াছে। যাহার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে তাহাকে আর

জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, এই নিমিত্ত নিষ্কাম ক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা শাস্ত্রকারের মহাশয়গণ করিয়াছেন। যেহেতু নিষ্কামের নির্ব্বাণ ফল, কাম্য ক্রিয়া যেরূপে জন্ম গ্রহণের প্রতি প্রবর্ত্ত হয়, তাহা কহিতেছি॥ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে যে কোন ক্রিয়া হউক, তজ্জন্য একটি অদৃষ্ট অবশ্য উদ্ভূত হইবে, তাহা হইলে তাহার ভোগার্থ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি বলেন খ্রীষ্টান ও মোছলমানদের মতে পুনর্জন্ম নাই রোজকেয়ামত অর্থাৎ শেষ দিনে বিচার হইয়া জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগান্তে ঈশ্বরে লীন হয়॥ তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে পুনর্জন্ম কল্পনা না করিলেও হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে এ আপত্তি যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না, কেন না দেখা যাইতেছে যে, কোন চোর চুরির ১০ বৎসর পরে ধৃত হইয়া শাস্তি পাইতেছে॥ দণ্ড বিধানকালে তৎকর্ত্তৃক কোন অপরাধ কৃত হয় নাহি, পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য যদি কোন দুরদৃষ্ট স্বীকার না করা যায় তবে তাহার রাজদণ্ড অন্যায়রূপে হইল বলিতে হয় কিন্তু ইহা অন্যায় দণ্ড, এমত বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন পাপ করা গেলে তাহার কি দণ্ডভোগ হইবে না? না, অবশ্য হইবে, ইহা সঙ্গত বিবেচনা পরং রোজকেয়ামতে ঐ অপরাধের দণ্ড হইয়া জীব মুক্ত হইতে পারে আর যে যে ব্যক্তি নূতন জন্ম গ্রহণ করে তাহাদের দেহ সম্পূর্ণ নবীন॥ তাহার পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের সহিত সম্বন্ধ নাহি, তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহার ফল কতক ইহ জীবনেও কতক রোজকেয়ামতে ভোগ করিয়া চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করে ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যজনিত অদৃষ্ট পরজন্মানুবর্ত্তী না হয়, তবে নব দেহের প্রকৃত্যাদিতে বৈলক্ষণ্য কেন দৃষ্ট হয়? অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, এক জনক হইতে জাতসন্তান দ্বয় বা ত্রয় মধ্যে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জ্ঞান অথবা প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তর বৈষম্য ঘটিতেছে ইহার কারণ কি? এক গর্ব্ভে এক শোণিত শুক্রে উৎপন্ন ও উভয়ে কি পরস্পর তুল্যাবয়বী ও শারীরিক বিকলতাদি বিহিত এবং এক জাতি হইয়া সন্তানগণ পরস্পর বিরুদ্ধমনোবৃত্তিমান্ হইতেছে অর্থাৎ এক জন সাধুস্বভাব ও অপর জন দুষ্ট ও স্তেয়মতি হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতি যদি পুরা জন্মের অদৃষ্ট কারণ না হয়, তবে এক ধর্ম্মি গর্ব্ত ও ঔরসের বিভিন্নধর্ম্মি ফলোৎপাদকতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আম্র, পনস, কদলী আদি বৃক্ষে সময়ে সময়ে যত ফলোৎপন্ন হয়, তৎসমুদয়ই একরস ও স্বাদুযুক্ত হয়; কোনটি তিক্ত, কোনটি মিষ্ট হয় না, তবে জীবে কেন গুণের অসাম্য ঘটনা হয়? ব্রহ্মসত্তা চৈতন্য, দেহে আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন এবং তিনি অন্নময়াদি কোষ.স্তর্বাসী হইয়া জীবসংজ্ঞায় নানাকার্য্যের প্ররোচক হয়েন ও তাহার ফলভোগ করেন।

যদি এই জীব শরীরের নিদান যে জীব ও প্রালব্ধ তাহার গুণাগুণে নিঃসংস্রবী হইয়া সদসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা করেন, এমন স্বীকার করা যায় তবে ঈশ্বরই আমারদিগকে পাপী অথবা ধার্ম্মিক করিতেছেন অর্থাৎ জীবের যত কিছু ধর্ম্ম বা দুষ্কৃতি আছে বা হয় তত্তাবৎ ঈশ্বরে আরোপ করা যাইতে পারে; যাহা কোন দেশে কোন শাস্ত্রে কোন লোক স্বীকার করেন না; ঈশ্বর সকল মঙ্গলালয় সকলেই তাঁহার প্রজা, সুতরাং তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য; যৎকালীন দৈত্যকুলসম্ভূত প্রহ্লাদ, অসুর পিতা মাতার ধর্ম্ম না পাইয়া সুরধর্ম্মপরায়ণ পরমভাগবত হইয়াছিলেন ও ঘোর সংসারাসক্ত বাদশাহের পুত্র হাতেম্ যৎকালীন মল মূত্রের ন্যায় রাজ্যকে তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত

গহ্বরবাসী হইয়াছিলেন। দুর্দান্ত নৃশংস বেণ, নিরো, কালিগিউলা, সেরাজদ্দওলা প্রভৃতি নৃপতিগণ যৎকালীন তাহাদের সাধু সুশীল জনক জননীর ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত নৈষ্ঠুর্য্য এবং অকথ্য পামর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎকালীন পুর্ব্বজন্মকৃত দোষের ফলে যে তাহাদের ঐ রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল এবং জীব সকলেরই যে তাহা ঘটিয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত ও অতর্ক স্থল, অতএব পুনর্জ্জন্ম আছে।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম আছে।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

০

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পুনর্জ্জন্ম নাস্তি, কিন্তু দেহান্তরস্য পুনর্জ্জায়মানত্বং স্বীক্রিয়তে। জীবস্য তু নিত্যত্বে তস্য জনাত্বেন সম্ভবতি, কিন্তু জীবোপাধিলিঙ্গশরীরস্য পুনঃ পুনঃ শরীরান্তরগ্রহণেন জীবে আরোপ্য জীবস্য পুনর্জ্জন্মান্তরং স্বীক্রিয়তে ন তু তত্ত্বান্তবং অতঃ কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ইত্যাদি প্রমাণসঙ্গতিঃ ॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

না, কিন্তু শাস্ত্রে অনেক প্রকার আছে॥ ৩১ ॥

[৩২] প্রশ্ন। স্বর্গ নরক ভোগ আছে কি না

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্ম বশতঃ জীবের স্বর্গ নরক ভোগ আছে, শ্রীভাগবতে একাদশে। তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণ পুণ্য পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ইত্যাদি বচনে স্বর্গ নরক ভোগ আছে।

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মফল ঈশ্বরকেও ভোগ করিতে হয় এই নিমিত্ত অনেক স্থানে ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম প্রশংসিত হইয়াছে, পরন্তু কর্ম্মই ব্রহ্ম এই যে একটী মত আছে, তাহার তাৎপর্য্যই এই এবং এই নিমিত্তই পণ্ডিতাগ্রগণ্য শান্তিশতক কর্ত্তা সমুদয় দেবতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকেই প্রণাম করিয়াছেন যথা নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো

বিধিরপি ন মেভ্যঃ প্রভবতি ইতিপূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় ইত্যাদি। এই যে কর্ম্ম উক্ত হইল ইহা বেদ প্রতিপাদ্য ও নিষিদ্ধ অশ্বমেধ ও ব্রহ্ম হননাদি এবং যথাক্রমে এই দুই কর্ম্মের ফল স্বর্গ ও নরক উক্ত হইয়াছে, সুতরাং স্বর্গ নরক স্বীকার্য্য, আর দেখুন কর্ম্ম করিলে ফলভোগ করিতে হয় সুতরাং কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে মুক্তি হয় না, এই নিমিত্ত মুক্তির আর একটী নাম নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং কামনা করিয়া কর্ম্ম করিতে নিতান্ত নিন্দা শ্রুতিও আছে যথা ধর্ম্ম বানিজিকামূঢ়াঃ ফল কামা নরাধমা ইত্যাদি ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম করিলে তৎফল অবশ্য ভোগ করিতে হয় সুতরাং মুক্তি হয় না।

---
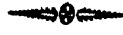
(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরকভোগোঽস্তি যথোক্তং বিষ্ণুপুরাণে। পাপকৃৎ নরকং যাতি পুণ্যকৃৎ যাতি বৈ দিবমিতি॥

---
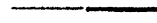
(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

০

---
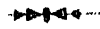
(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরকভোগস্তু বহুতর প্রমাণং পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে দ্রষ্টব্যং প্রপঞ্চ ভয়ান্ন লিখিতং স্বর্গ নরকভোগোঽস্তি।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগোবিদ্যতে ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি বচনাৎ নরকস্থং হি দেহং বৈনপুমাংস্ত্যক্তু মর্হতীতি বচনাৎ ভাগবতীয় গদ্যাচ্চ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

দ্বাত্রিংশ প্রশ্নোত্তর পঞ্চবিংশ প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত আছে।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উ[illegible]।

স্বর্গ নরক ভোগোপি পূর্ব্বমেব প্রকাশিতঃ প্রমাণং স্বর্গে সুকৃতিনাং প[illegible]পি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীতি কিমদ্ভুতমিতি মহাজন বাক্যং স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তস্যার্থ দর্শিন ইতি শ্রীভাগবতং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগো বিদ্যতে। পুণ্যাপাপফলস্যাঙ্গীকর্ত্তব্যত্বে তস্যাপি অঙ্গীকর্ত্তব্যত্বং॥ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুখ দুঃখ ভোগেনাপি পুণ্য পাপে অঙ্গীকার্য্যে। প্রমাণং যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি। নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে॥ ইতি চ মনুঃ নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ইতি ভগবদ্গীতাসু। তমোলয়াস্তু নিরয়মিতি শ্রীভাগবতে॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগো বিদ্যতে। ভগবদ্গীতায়াং॥ হতোবা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং। তস্মা দুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ইত্যুক্তং॥

---
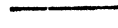
(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে। তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে তথাপি পুনর্ব্বার লিখিতেছি॥ যথা ভগবৎ গীতার ১। ২ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ' উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং নরর্ষভ। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ ' অর্থাৎ ' হে নরশ্রেষ্ঠ! যাহাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, তাহাদের নিয়তই নরকে বাস হইয়া থাকে তাহা আমি ঋষি বচন দ্বারা শ্রুত হইয়াছি '। " হতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ " অর্থাৎ ' ভগবান্ কহিতেছেন, হে কুন্তীপুত্র! যদি যুদ্ধে হত হও তবে স্বর্গ লাভ করিবে, কারণ সাক্ষাৎ সংগ্রামে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ হয়, যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পার তবে পৃথিবী ভোগ করিবে অর্থাৎ রাজ্য সুখ লাভ করিবে। অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও '॥ অপিচ যদি স্বর্গ ও নরক ভোগ না থাকে তবে পরমেশ্বরের উপাসনাদির কিছুই আবশ্যক নাই এবং ব্রহ্ম হত্যা প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম্ম করিলেও কোন হানি নাই। যদি বল পরমেশ্বরের উপাসনাদি সকলেই করিয়া থাকে, ব্রহ্ম হত্যাদি নিন্দিত কার্য্য প্রায় কেহই করে না, এই সামাজিক নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই সামাজিক নিয়ম রক্ষাহেতু পরমেশ্বরের উপাসনাদি কার্য্য করিতে হয় এবং ব্রহ্ম হত্যাদি নিন্দিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে হয়; ইহাও যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, যে সামাজিক নিয়মে উত্তরকালে কোন ফল দৃষ্ট হয় না, তাহার বাধ্য হইয়া ভূতের বেগার খাটিবার আবশ্যক কি?

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

আছে, ৩০ উত্তর দ্রষ্টব্য।

---

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগো বিদ্যতে পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রাতিপদ্যতে ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গভোগো নরকভোগশ্চ বিদ্যতে। তত্র প্রমাণং যথা ভগবদ্গীতায়াং॥ অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ যৎত্তৎকপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্। রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তৎরমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ॥

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে, প্রমাণ যথা অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। মাভুক্তং ক্ষীয়তে-কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ইতি ভগবদ্গীতা॥

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

স্বর্গাদিভোগোহস্ত্যেব স্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজেতেত্যাদি শ্রুত্যাস্বর্গসাধনতা জ্ঞান জন্য যাগাদিধর্ম্মিক পরলোকার্থি প্রবৃত্তান্যথানুপপত্ত্যা স্বর্গাদিফলস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ।
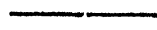
(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গনরকভোগোনাস্তি যদ্যস্তি তদা কিং দেহাদেঃ কিং জীবস্য বা যদি দেহাদেস্তদা দেহাদের্জ্জড়ত্বাৎ জ্ঞানাভাবে স্বর্গনরকানুভবো নস্যাৎ জীবস্য সচ্চিদানন্দরূপত্বেন তত্রাসম্ভবঃ এতৎ প্রমাণং অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু ইতি কিন্তু, পরমাত্মনি যাবজ্জীবোপাধিস্থমস্তি তাবৎকালং অহংদুঃখী অহং-সুখী ইত্যাদ্যারোপনমাত্রং অতএব ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি বচনস্য সংগতিঃ।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গনরকভোগোবিদ্যতে ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত-বচনাৎ।

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

আছে, যাঁহারা বেদোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহাদের স্বর্গ। যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী তাঁহাদের নরক হয়। যথা, তে প্রাক দর্শিনঃ প্রত্যকৃতত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতা কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥ নদ্যাং কীটাইবাবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরমাশু তে ব্রজন্তোজন্মনোজন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃত্তিং ইত্যাদিশ্চ॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

আছে বই কি।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আছে, ভাগবত কাপিলেয় ত্রিংশাধ্যায়ে যথা যোজনানাং সহস্রানি নবতিং নবচাধ্যান ত্রিভি মুহূর্ত্তৈঃ দ্বাভ্যাং বা নীত প্রাপ্নোতি যাতনা।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে কারণ ইহলোকে স্বীয় স্বীয় সদসৎ কর্ম্মানুসারে কেহ সুখী কেহ দুঃখী কেহ ধনী কেহ নির্ধন দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গী কেহ নারকী হন, অত্র প্রমাণং মরণমুপক্রম্য ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইতি স্মৃতিঃ। নরকায় প্রদাতব্যোদীপঃ সংপূজ্য দেবতাঃ নরকায় নরক নিবৃত্তয়ে ইতি স্মার্ত্ত লিখনং॥ চন্দনেনাঙ্কিতা ধেনুস্তস্যাঃ স্বর্গায় দীয়তে ইতি চ স্মৃতিঃ॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে নরকভোগমাহ যমঃ সুরাপোব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুবর্ণস্তেয়কৃন্নরঃ। পতিতৈঃ সংপ্রযুক্তশ্চ কৃতঘ্নোগুরুতল্পগঃ এতে পতন্তি সর্ব্বেষু নরকেষ্বনুপূর্ব্বশঃ॥ ভাগবতে। অত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি সহি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতিভয়ানকৈ তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে॥ স্বর্গভোগমাহাগ্নিপুরাণং। অন্নদঃ পাপকর্ম্মাপি স্বর্গলোকে মহীয়তে ইত্যাদি॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেণ নৃণাং স্বর্গাদিকং বুধৈঃ। অস্তীতি মনতে যস্মাৎ শ্রুয়তে তৎশ্রুতাবপি॥ অত্র প্রমাণং যো ব্রাহ্মণাযাবগুরেৎ তং শতেন যাতয়েৎ যোনিহন্যাৎ তং সহস্রেণ যোলোহিতমকরোৎ যাবতঃ পাংসূন্‌ব্যানক্তিতাবতঃ পরিবৎসরান্‌ স্বর্গাৎ প্রচ্যবেদিতি ইতিহাসাত্মকং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণ শব্দেন মন্ত্রশূন্য বেদভাগঃ। ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং নরকং পীড়নেচাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ভরেদিতি মনুঃ। অনেক জন্ম সাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ যোনিষু॥ কঃ সমাপ্নোতি বৈমুক্তিং শিবলিঙ্গার্চ্চনং বিনেতি স্কন্দপুরাণঞ্চ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তৎ কর্ম্মজন্যাদৃষ্টবশাৎ জীবাত্মনঃ স্বর্গনরকভোগোহস্তীতি। প্রমাণং অগ্নিষ্বাত্তাদয়োলোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ। কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ অস্মিন্‌ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎপদং। অবাপ্যাজানদেবৈষাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ॥ ইতি পঞ্চদশী লিখনং। যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ। তৈরেব চারভোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥ তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখং। তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥ বহূন্‌ বর্ষগণান্‌ ঘোরান্‌ নরকান্‌ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ। সংসারান্‌ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্‌॥ যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।

তৈর্ভৃতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ। স্মৃতি শ্রুত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ॥ ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখমিত্যাদি মনুবচনং॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গনরকভোগোঽস্তি, অত্র প্রমাণং অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বমুত্তীর্ণানাং মানুষে লক্ষণানি ভবন্তি কুষ্ঠ্যতি পাতকীত্যাদি বিষ্ণুসূত্রং, ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণেতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনঞ্চ। অর্থাদুক্ত বচনদ্বয়ে স্বর্গ নরকয়োর্ভোগ সুস্পষ্টএব প্রতীতঃ॥

অত্রেয়ং যুক্তিঃ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মজন্য ফল স্বীকারে স্বর্গনরকয়োর্ভোগোঽবশ্যং স্বীকর্ত্তব্যঃ॥ নচ কর্ম্মজন্যফলং ন স্বীকার্য্যমিতিবাচ্যং বহুবিত্তায়াস সাধ্যকর্ম্মণি লোকস্যাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, শরীরজৈঃ কর্ম্ম-দোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নর ইত্যাদি মনূক্ত দুষ্কৃত কর্ম্মজন্য ফলস্য নির্ব্বিষয়ং স্যাৎ, জগন্নির্ম্মাতুরপক্ষ-পাতিনঃ পরমেশ্বরস্য উত্তমাধমমধ্যমরূপ ত্রিবিধলোকদর্শনেন পক্ষপাতিত্বং স্যাচ্চ॥ ন চ স্বভাবত এব ত্রিবিধা লোকা ন তু কর্ম্মফলবশাদিতিবাচ্যং স্বভাবস্যৈকরূপতয়াএব সর্ব্বেঽপি সমানাঃস্যুঃ। ন চ অত্যুৎ-কটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃতবচনাৎ, কর্ম্মজন্য ফলভোগঃ ইহ জন্মন্যেব ন তু স্বর্গাদৌ ইতি বাচ্যং অত্যুৎকটৈরিতি বিশেষণ শ্রুতের্নিখিল পাপপুণ্যভোগস্য ইহ জন্মন্যশ্রবণাৎ। ন চ কর্ম্মজন্য ফলভোগঃ কেবলং পরজন্মনি ভবতি ন তু স্বর্গাদৌ ইতি বাচ্যং উক্ত বিষ্ণুসূত্র নরকভোগান-ন্তরমেব মানুষদেহে ভোগশ্রুতেঃ ন চ যদি শাস্ত্রং নাঙ্গীকৃতং যুক্তিরেবাবলম্ব্যতাং তেন কর্ম্মজন্য ফল-ভোগঃ কেবলং পরজন্মন্যেব ভবতীতিবাচ্যং যাদৃশ সুখ দুঃখাদি জনকং কর্ম্ম লোকৈঃ কৃতং প্রত্যক্ষসিদ্ধং তাদৃশ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ স্থানস্য ইহাদৃশ্যত্বাৎ॥

বস্তুতঃ শরীরিভেদে কস্যচিৎ ইহ জন্মনি কর্ম্মফলভোগঃ কস্যচিৎ পরজন্মনি কস্যচিৎ ইহ জন্মনি পর-জন্মনি চ ভবতি।

অত্র প্রমাণং অনন্তাশ্চ যথাভাবাঃ শরীরেষু শরীরিনাম্। রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্ব্বযোনিষু দেহিনাম্॥ বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে। ইহচামুত্র চৈকেষাং ভাবস্তত্র প্রয়োজনমিতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং।

ফলতঃ সূক্ষ্মার্থগ্রাহক প্রাচীন পূর্ব্বাচার্য্যাণাং বহুতর প্রয়াসৈঃ প্রসিদ্ধ নাস্তিকাদিমতং নিরাকৃতং নবেতি সন্দেহঃ অধুনাতনমাদৃশ জনানাং তাদৃশমত সম্যক্ নিরাকরণে কথং সমর্থো ভবতি ইতি বিভাব-নীয়ং॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ইহৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে এই কপিলদেবের উক্তিতে যে স্বর্গ নরক বোধ হইল যদি তার ভোগ না থাকিত তবে স্বর্গ নরক বৃথাই কি নিমিত্ত স্বর্গাদির সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ ও নরক ভোগ আছে, ইহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সুলভ। যুক্তি এই যে সাধারণ রাজাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে জগতের রাজারও ব্যক্তি বিশেষের উচ্চপদ ও কাহারও কারাগার নিবাস বিধান উপযুক্ত বলিতে হয়, তাদৃশ উচ্চপদ স্বর্গ এবং কারাগারই নরক। কেহ কেহ এস্থলে এরূপ আপত্তি করেন যে সুজনের চিত্ত প্রসাদাদি এবং দুরাশয়দিগের মানসিক পরিতাপাদি যথাক্রমে ঈশ্বর কৃত পুরস্কার ও শাস্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান আছে অতিরিক্ত স্বর্গ নরক স্বীকারের আবশ্যকতা কি? তাহার উত্তর এই যে, এতাদৃশ আপত্তি যখন সাধারণ রাজার বিচার স্থানেই স্থান পায় না অর্থাৎ তাদৃশ পুরস্কার ও শাস্তি অনায়াস সিদ্ধ থাকিতেও নরপতিগণ অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তি বিধান না করিয়া বিরত থাকিতে পারেন না, তখন চিত্তগত প্রসাদ ও পরিতাপ যে যথোচিত সম্মান এবং অপমান বিষয়ে প্রচুর নয়, তাহা সহজেই অবগতি হইতেছে, সুতরাং সুবিস্তীর্ণ বিশ্বরাজ্যেও যে উহা অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? আরও বক্তব্য এই যে অশেষ বিশেষানভিজ্ঞ ও নিখিল শক্তি বিরহিত নরপতির অধিকারে কোনও ব্যক্তি সৎ বা অসৎ কর্ম্মানুসারে সম্মানিত ও দণ্ডিত না হইলেও কোন দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু অন্তর্যামী এবং অশেষ শক্তির আকর পরমেশ্বরের বিস্তীর্ণ বিশ্বরাজ্যে উহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ঐ সৎ বা অসৎ ক্রিয়া কলাপ অতি গোপনে করিলেও তাঁহার অবিদিত থাকিবার সম্ভব নাই এবং তদনুসারে উচিত বিধানেও তিনি অশক্ত নহেন। অতএব কোনও ব্যক্তি যদি প্রশস্ত অথবা গর্হিত কর্ম্ম করিবামাত্র করালকালকবলে নিপতিত হয় তখন তাহার কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফল ভোগ নিমিত্ত স্বর্গ ও নরক পদার্থ না থাকিলে পরমেশ্বরের অশেষ দোষ রহিততা রক্ষার উপায় কি?

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও নরক ভোগ হইয়া থাকে। ইহাও নিম্ন লিখিত বিবিধ প্রমাণ দ্বারা সপ্রামাণিক হইতেছে।

প্রমাণানি যথা। অগ্নিস্বাত্তাদয়োলোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ। কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদং। অবাপ্যাজানদেবৈর্যা পুজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতা ইতি পঞ্চদশ্যাং॥ যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোধর্ম্মমল্পশঃ। তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥ তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈব মানুষকং শুভং। তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ। বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকং প্রাপ্য তৎ ক্ষয়াৎ সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্। যদি তু প্রায়শোধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ॥ তৈর্ভূতৈঃ সপরিত্যক্তো যাম্যী প্রাপ্নোতি যাতনাঃ। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ॥ ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখমিতি মনুবচনং। স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেৎ ইতি শ্রুতিঃ॥ স্বর্গং প্রয়াতিচ ততো ভবতীপ্রসাদাদিত্যাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণং। ষষ্টিং বর্ষসহস্রানি স্বর্গে বসতি ভূমিদ ইত্যাদি আদিত্য পুরাণে॥ নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষীতি কূর্ম্মপুরাণে। অংশ প্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং॥ অশ্বমেধফলং তত্র ত্রিমাসবসনাদ্ভবেৎ। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥ নির্ম্মাল্যং নোপযোক্তব্যং রুদ্রস্য তপনস্যচ।

উপযুজ্যত তন্মোহাৎ নরকে পচ্যতেধ্রুবমিতি ভবিষ্যপুরাণে ॥ ব্যুৎক্রমৈঃ প্রেতশ্রাদ্ধানি যো নরোধর্ম্ম-মোহিতঃ। দদাতি নরকং যাতি পিতৃভিঃ সহ শাশ্বতমিতি চ ॥ প্রয়োজিতা অনুমন্তা সর্ব্বে নরক ভোক্তার ইতি আপস্তম্বঃ। যাস্তামিস্রান্ধতামিস্ররৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ ॥ ভুঙ্‌ক্তে নরোবা নারীবা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিত ইতি শ্রীভাগবতে। নরকে দুঃখমেবাত্র নরকানাং নিষেবনাৎ ॥ বিহিতাকরণাচ্চৈব বর্ণানাং মুনি-পুঙ্গবা ইতি লিঙ্গপুরাণে। তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষোদ্বিজ ॥ ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণা খিলপাতকঃ। মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্যয়ঃ ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে ॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ ও নরকভোগ আছে। (স্বর্গকামো যজেত) এই শ্রুতি কহিতেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্গাভিলাষী সেই ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। জনগণ স্বর্গভোগার্থ যাগ করিবে, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায়।

প্রমাণ। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ॥ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ ইতি শ্রুতিঃ। অস্যার্থঃ। মানবগণ পুণ্য দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশাল স্বর্গসুখভোগানন্তর তাহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বর্গ ভোগ আছে ॥ বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে এইরূপ নরকের বর্ণনা আছে যথা ;——

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব রৌরবৌ। অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিবৎ ॥ বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞ ব্যাঘাতকারিণাং। স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চযে ইতি ॥

যাহারা বেদ নিন্দা, বা যজ্ঞ ব্যাঘাত করে অথবা যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগ করে, তাহাদের ভোগের নিমিত্ত তামিস্র অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, অসিপত্রবন ও কালসূত্র এই কয়েকটি নরক নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন কুম্ভীপাক, করম্ভা, বালুকা, মহাপ্রভা, হাহা ইত্যাদি নরকের বর্ণনা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ॥ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ হয়। কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা মিথ্যা বাক্য দ্বারা লোক সকলের দারুণ পীড়া জন্মাইয়াছে তাহারা করম্ভা বালুকা নামক নরক ভোগ করে যথা ;——

যেন দগ্ধাজনানিত্যং মিথ্যাবাক্যৈ সুদারুণৈঃ। পিত্তপ্রলয়জংকাসং ইত্যাদ্যারভ্য করম্ভাবালুকানাম নরকং যোজনাযুতং ॥ স্তুপাকারং ভৃশং দীপ্তং বালুকাঙ্গার কীটকৈঃ ইতি ॥

আর ঐ গ্রন্থে হাহাখ্য নরকের ও তদ্ভোগের এইরূপ বর্ণনা আছে যথা -——

হাহাখ্য নরকস্যাস্য লক্ষণস্তমতঃ শৃণু। সর্ব্বত্র দর্শয়েৎসর্ব্বং ভক্ষ্যপানাদি সর্ব্বতঃ ॥ মৃগতৃষ্ণাজলাকার দৃশ্যতে ন তু লভ্যতে। নৈরাশ্যং প্রাপ্য বিবশঃ ক্ষুৎপিপাসা সমাকুলঃ ॥ এবং কালস্ত বিবিধং ভুক্ত্বা জন্ম প্রপদ্য চ ইতি কর্ম্মবিপাকঃ ॥

এই সকল প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বর্গ নরক ভোগ আছে, আর যাহাদের মতে ইহৈব নরক স্বর্গঃ, তাহাদের মতে এই স্থানেই হয় ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পঞ্চমস্কন্ধে নরক বর্ণনা পর্য্যায় নরক ভোগ উক্তঃ কর্ম্মসূত্রত্বাৎ অশ্বমেধেন স্বর্গকামোযজেৎ ইতি

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে, প্রমাণ একত্রিংশৎ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ আছে।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগোঽস্তি, অত্র প্রমাণং অথ নরকানুভুত দুঃখানাং তীর্য্যকৃত্বমুত্তীর্ণানামিত্যাদি নারদ বচনং। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচনঞ্চ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে, যাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন তাঁহারা স্বর্গ ভোগ করেন। প্রমাণ গীতা নবমাধ্যায়ে। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা পূত পাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবিদেবভোগান॥ ২০॥ আর যাঁহারা পাপ করেন তাঁহারা নরক ভোগ করেন, প্রমাণ শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে। যেত্বিহবৈ দস্যবো অগ্নিদা গরদা গ্রামান্ স্বার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজারাজভটাবা তাংশ্চাপি হি পরেতান যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাশ্বানঃ সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি॥ ৩৪॥ ষড়্বিংশতি অধ্যায়ে এই প্রকার অনেক প্রমাণ আছে।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আছে, প্রমাণং শ্রুতির্যথা স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেৎ ইতি। যমবচনমপি যথা সুরাপো ব্রহ্মহা গোঘ্ন ইত্যাদি এতে পতন্তি সর্ব্বেষু নরকেষ্বনুপূর্ব্বশ ইত্যন্তং ইতি॥ এতদ্বিষয়ে মনুবচনং পূর্ব্বমুক্তং॥

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বদেহ সম্পাদিত সদসৎ কর্ম্মণাং স্বর্গ নরকাদিরূপফলভোগেনৈবপরিণতিঃ তথাচ শ্রুতিঃ। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিতি স্মৃতিরপি ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি।

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগোঽস্তি, আদিপর্ব্বণি যযাতেঃ স্বর্গ ভোগঃ তথা শুদ্ধিতত্ত্বে ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক আছে, তাহার প্রমাণ একোনু ভুঙ্ক্তে সুকৃতং একএবতু দুষ্কৃতং মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ অপরঞ্চ ধর্ম্মং সঞ্চিনুয়ান্নিত্যং বল্মীকমিবপুত্তিকাঃ পরলোক সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্য-পীড়য়ন্ এই মনুক্ত প্রমাণানুসারে ধর্ম্ম সঞ্চয় আবশ্যক বোধ বিধায় স্বর্গ নরক স্বীকার করিতে হইল স্বর্গ হইবে বলিয়া ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় নরক হইবে বলিয়া লোকে পুণ্য সঞ্চয় করে।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ অস্তি সুকৃতি দুষ্কৃতি কর্ম্মের দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মাভ্যাং।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ নরক ভোগ আছে। পাপ পুণ্য ক্রিয়ার ফলভোগার্থ এই পৃথিবীমণ্ডলে যেমন কিয়ৎ সংখ্যক স্থান নির্ণীত আছে, তদ্রূপ এখাতে যে সকল কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে না, সেই কার্য্যের ফলভোগার্থ স্বর্গ নরকের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভং। এই অব্যর্থ মহাবাক্য অনুসারে কোন ক্রিয়ার ফল অভুক্ত থাকিতে পারে না। ইহ সংসারে মনুষ্য জীবনের অতিরিক্ত কাল যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অথবা যে ফল ইহ জন্মে ভোগ করিতে করিতে ভোগীর দেহান্ত হয়, কিম্বা যে দুরিত কর্ম্ম রাজার অজ্ঞাতসারে কৃত হইয়া অদণ্ডিত থাকে, তাহার ফলভোগ বা অভুক্তাংশ ভোগ স্বর্গ নরকে যথাক্রমে হইয়া থাকে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ যুক্তিসহকারে সপ্ত বিংশতি-প্রশ্নোত্তরে লিপি করা গিয়াছে বিধায় পুনরুক্তি করা গেল না।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গ ও নরকভোগ আছে।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

০

(৪৪) চন্দ্রকোনালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

স্বর্গনরকভোগোনাস্তি দেহাদের্জায়মানত্বাৎ জ্ঞানাভাবে স্বর্গনরকভোগানুভবো নস্যাৎ জীবস্য সচ্চিদানন্দস্বরূপেণ তত্রাসম্ভবঃ এতৎ প্রমাণং। অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্ত সর্ব্ব বস্তুষু কিন্তু পরমাত্মনি যাবজ্জীবোপাধিত্বমস্তি তাবৎকালং অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাদ্যারোপণমাত্রং অতএব ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ইত্যাদি প্রমাণ সঙ্গতিঃ॥

শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

এই প্রশ্নের বিষয় শাস্ত্রে অনেক প্রকার কথিত আছে, কিন্তু যুক্তি-দ্বারা বোধ হয়, না॥ ৩২॥

[৩৩] প্রশ্ন। শব্দ প্রথম, কি নাম প্রথম; কি উচ্চারণ প্রথম; কি বস্তু প্রথম; কি অক্ষর প্রথম ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বস্তু প্রথম তৎপরে অক্ষর, তাহার পর উচ্চারণ, তাহার পর শব্দ, তাহার পর নাম। যথা মনুঃ। ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজ মবাসৃজৎ ॥ ৮॥ এই বচনে প্রথম জল সৃষ্টি হয় তৎপরে অন্যান্য সৃষ্টি হয়। যথা শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ॥ বাণ্যা বহ্নি রথোনাশে প্রাণতো ঘ্রাণএতয়োঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যাদি বচনে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হওয়া ব্যক্ত হইয়াছে॥
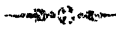
(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম ইহাই যুক্ত্যনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে শব্দ পদার্থ বস্তু দ্বয়ের পরস্পর অভিঘাত জন্য হইয়া থাকে ইহা শাস্ত্র কর্ত্তারা উক্ত করিয়াছেন বিশেষ শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ ইহা ন্যায় দর্শনে প্রতিপন্ন হইয়াছে সুতরাং আকাশাত্মক বস্তু শব্দ হইতে প্রথম ইহা স্বীকার করিতে হইল বস্তু সৃষ্টি না হইলে কদাচ তাহার নাম সম্ভব হয় না একারণ খপুষ্প শশবিষাণাদির বিশেষ কোন যৌগিক নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায় না সুতরাং নাম অপেক্ষা বস্তু প্রথম, শব্দ না থাকিলে তাহার উচ্চারণ হয় না কারণ বিশেষ একটী শব্দ মনোমধ্যে কল্পনা করিয়াই পরে তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকি সুতরাং উচ্চারণ অপেক্ষা বস্তু প্রথম, ফলতঃ উচ্চারণ পদার্থ, ক্রিয়া বিশেষসুতরাং বস্তু না থাকিলে ইহার উৎপত্তি ন্যায় বিরুদ্ধ অক্ষর পদার্থ যে বস্তু হইতে পরে ইহা সহজেই বোধগম্য কারণ অক্ষর যদি স্বয়ং পরমেশ্বরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলেও ঐ পরমেশ্বররূপ ন্যায় সিদ্ধ একটী বস্তু অক্ষর হইতে প্রথম হইল ইতি অপি তু গত প্রশ্নোত্তরানুসারে শব্দের নিত্যত্বমতে শব্দ ও বস্তু এবং নাম এই তিনটী সর্ব্বাদি কিন্তু এ তিনের পরস্পর নিত্যত্ব প্রযুক্ত প্রাথম্য অপ্রসিদ্ধ।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং শব্দঃ শব্দোদ্বিবিধঃ বর্ণাত্মকো ধ্বন্যাত্মকশ্চ বর্ণভেদাদুচ্চারণভেদঃ বর্ণাত্মকমেবনাম নামভির্বস্তু নির্দ্দেশ ইতি।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে কহে "অদ্বয়ং ব্রহ্মবস্তু" তদ্ব্যতিরিক্ত যাবৎ অবস্তু। সেই বস্তুর বস্তুত্বেই যাবতীয় অবস্তুরও বস্তু সংজ্ঞা হইয়াছে॥ যথা ;— "জন্মাদ্যস্যযতঃ" ইত্যাদিতে, আকাশঃ সন্ বায়ুঃ সন্ পৃথিবী সতীত্যা-দিষু ব্রহ্মণঃ সদ্রূপেণ অন্বয়াৎ ব্রহ্মৈব বস্তু। তৎসত্ত্বয়া অন্যবস্তুনঃ বস্তুত্বমিত্যাদি॥ সুতরাং প্রথম বস্তু

ব্রহ্ম, তৎপরে উপাধি বা নাম, তৎপরে উপাধিকৃত বস্তুভেদ, তৎপরে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নাম ইত্যাদি জানিতে হইবে, অবশিষ্ট ষষ্ঠোত্তরে দ্রষ্টব্য ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

অব্যক্ত শব্দং প্রথমং ততোব্যক্তোচ্চারণং তত ঈশ্বর সাঙ্কেতিকাক্ষরং বস্তু নিবর্ত্ততে।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দাদি পাঁচের মধ্যে শব্দই প্রথম, আকাশের গুণ শব্দ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশই আদিতে সৃষ্ট।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আদৌ বস্তুজ্ঞানং ততঃ সংজ্ঞা তত উচ্চারণং ততঃ শব্দঃ ততোঽক্ষরং।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

বস্তু ১ প্রথম, উচ্চারণ ২ দ্বিতীয়, শব্দ ৩ তৃতীয়, অক্ষর ৪ চতুর্থ, নাম ৫ পঞ্চম।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥ যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনোমলমাত্মনঃ। দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধুত্বায়ান্ত্য পুনর্ভবং॥ ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো বাচকঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ স সর্ব্ব বেদোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং। তস্য হ্যাসং স্ত্রয়োবর্ণা আকারাদ্যা ভৃগুদ্বহ॥ ধার্য্যান্তৈস্ত্রৈয়োভাবা গুণনামার্থবৃত্তয়ঃ। ততোঽক্ষর সমাম্নায় মসৃজদ্ভগবানজঃ॥ অন্তস্থোষ্ম স্বরস্পর্শ হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণং। তেনাসৌ চতুরোবেদাং শ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ॥ সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাং শ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া। ইতি ভাগবত বচনেন ব্রহ্মাদেনাং প্রথমঃ সম্ভূতবিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তেতি বেদ বচনাৎ স ঐক্ষত ইমান্ লোকান্ সৃজতেতি বেদ বচনাচ্চ ব্রহ্মণ উৎপত্তিং পূর্ব্বং সৃষ্টি দর্শনাৎ বস্তুমাত্রং প্রথমমেব ব্রহ্মণোঽনন্তরং নাদোচ্চারণাৎ নাদস্য শব্দত্বাভাবাৎ উচ্চারণং দ্বিতীয়ং শব্দপদেন ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাধারণ পরত্বে বায়্বাদি বশাদ্বৃক্ষাদাবপি শব্দোৎপত্তেঃ শব্দএব দ্বিতীয়ঃ অন্যথা বর্ণাত্মক শব্দমাত্র পরত্বেতু অয়ং নিয়মঃ। তত ওঁঙ্কারোৎপত্তেঃ ওঁঙ্কারস্য বর্ণাত্মক শব্দ বিশেষত্বাৎ শব্দস্তৃতীয়ঃ॥ ততঃ অক্ষরসৃষ্টি দর্শনাৎ অক্ষরশ্চতুর্থঃ ততোবেদ নির্ম্মাণদর্শনাৎ বেদাদৌ পরমেশ্বরাদিনাম প্রাপ্তের্নাম পঞ্চমমেব। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈতমিত্যাদি শ্রুতের্ব্রহ্মণ উৎপত্তি পরক্ষণমেব বেদ প্রণয়ন দর্শনাৎ তৎপূর্ব্বং অক্ষর সৃষ্টি দর্শনাৎ যেতু অক্ষরাণি আধুনিকানীতি বদন্তি তত্তুচ্ছং।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং বস্তু ততোক্ষরস্ততস্তৎ সমাম্নায় স্ততঃ শব্দস্তত উচ্চারণং ততো নাম ইতি প্রাদুর্ভাব ক্রমঃ।

ততোক্ষর সমাম্নায় স স্বজদিত্যাদি। প্রমাণং, স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং। তস্য হ্যাসং স্ত্রযোবর্ণা অকারাদ্যাভৃগূদ্বহ॥ ধার্য্যন্তেযৈ স্ত্রযোভাবাগুণনামার্থবৃত্তয ইতি ভাগবতং। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্ত পঞ্চমঃ। বেদাদেব প্রসূযন্তে প্রসূতের্গুণকর্ম্মত ইতি মনু দ্বাদশাধ্যায়ঃ॥ নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদি, বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকারস ইতি বিষ্ণুপুরাণং মনুশ্চ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমতোঽক্ষরাণি ততঃ শব্দঃ ততো নামানি তত উচ্চারণং ততো বস্তু ইত্যাবিষ্কার ক্রমঃ। প্রমাণং ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতামিত্যাদি ত্রকাদশে॥ শ্রুতিশ্চ চত্বারি বাক্‌পরিমিতানি পাদানীত্যাদি। সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্! ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥ ততো ভূত্রিবৃদোঙ্কার ইত্যাদি। তস্য হ্যাসং স্ত্রযোবর্ণা অকারাদ্যাভৃগূদ্বহ ইত্যাদি॥ ততোক্ষর সমাম্নায় ম স্বজদ্ভগবানজঃ। অন্তস্থোষ্ম স্বরস্পর্শত্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণং॥ তেনাসৌ চতুরো বেদান্ চতুর্ভির্ব্বদনৈর্ব্বিভুরিতি দ্বাদশে। শব্দপূর্ব্বক স্থষ্টির্যথা শ্রুতিঃ, স ভূরিতি ব্যাহণভূমিমস্বজত ইত্যাদ্যা॥ এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানস্বজত ইত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ। মনু-স্মৃতিশ্চ, বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি॥ শব্দ ইতি চৈন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামিতি বাদরায়ণসূত্রঞ্চ॥ বেদস্য নিত্যত্বন্তু অর্থ দ্বারকং ন তু শব্দদ্বারকং শব্দস্য তালুকণ্ঠাদ্যভিঘাতে নোৎপন্নত্বাৎ বিনাশিত্বাচ্চ। যথা ঘট ইত্যুক্তে ঘটপদার্থমভিধায় শব্দো বিনশ্যতি॥ এবং সতি "পিতাপুত্রেন ভর্ত্তব্য" ইতি বাক্যস্যার্থ এব বেদঃ॥ ন তু বর্ণাত্মক শব্দপঙ্‌ক্তিঃ, এবং সর্গাদৌ ব্রহ্মণো হৃদযে যথা এতদ্বেদভাব উদিতঃ॥ তথা বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যানাং হৃদয়েপি উদেতি উদেষ্যতি চ। সুতরামেতদ্বেদভাবস্য কদাপি ন মিথ্যাত্ব সম্ভাবনাস্তি, অতোঽস্য সত্যত্বং স্ব-প্রকাশত্বং নিত্যত্বং জ্ঞানাত্মকত্বঞ্চাবাধসিদ্ধং॥ ঈশ্বর স্বরূপত্বাৎ জ্ঞানস্য নিত্যত্বেনৈব বেদস্য নিত্যত্বং প্রতিভাতি। তথাহি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥ বেদপদস্যান্বর্থেনাপি বেদস্য জ্ঞানাত্মকত্বং, বিদধাতোর্জ্ঞানার্থত্বাৎ। তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে ইত্যত্র হৃদা ইতি বিশেষণেনৈব তস্য জ্ঞানাত্মকত্বং প্রতীযতে॥ অতএব বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যার্থো দর্শিত ইতি স্বামিচরণাঃ। ন হি বেদস্য জ্ঞানাত্মকত্বমন্তরেণ হৃদয়ে উপদেশঃ সম্ভবতি॥ হৃদিস্থাচ্যুত চোদিতা ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে। প্রতিমন্বন্তরঞ্চৈষা শ্রুতিরণ্যাবিধীয়তে ইতি বচনাচ্চ, সর্ব্বাসামেব ভাষাণাং স্বষ্টত্বেপি সংস্কৃতভাষায়া বিধাতৃস্বষ্টত্বমিতরাসাং মনুষ্যস্বষ্টত্বমিতি বিশেষঃ॥ সংস্কৃতেন বেদস্য বিধাতৃস্বষ্টত্বাৎ। বেদশব্দাদেব বস্তু স্বজনস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ সংস্কৃতস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং। সংস্কৃতং নাম দৈবীবাগিতি দণ্ডী॥ সংস্কৃতস্য প্রাচীনত্বং অন্যাসাঞ্চ মনুষ্যাকৃতত্বং সর্ব্ব এব স্বীকুর্ব্বন্তি। শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধমিত্যত্র শব্দস্য ব্রহ্মত্বন্তু ব্রহ্মবাচকত্বাৎ অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ইতি বৎ॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বত্রৈব বস্তুশব্দপ্রতিপাদ্যঞ্চ বস্তুনঃ প্রাথমিকত্বং ন তু শব্দাদেঃ।

---

(১২) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সকল বস্তুর প্রথম বস্তু; কারণ বস্তু না থাকিলে শব্দপ্রভৃতি কিছুই সম্ভবে না।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

৫।৬ ও ১৭ উত্তরের মধ্যে এ প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর আছে।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দাদীনামাদৌ নামসৃষ্টম্। সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি মনুবচনাৎ॥ অস্যার্থঃ স পরমাত্মা হিরণ্যগর্ব্ভরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেষাং নামানি গোজাতে গৌরিতি অশ্বজাতেরশ্ব ইতি আদৌ সৃষ্টাদৌ। বেদশব্দেভ্য এবাবগম্য নির্ম্মিতবান্ ইতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানাচ্চ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মীমাংসকাস্তু নামশব্দযোর্দ্বযোরৈক্যমাহুঃ দ্বাবেব নিত্যৌ। নিত্যৌ নামশব্দৌ কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতেন উচ্চার্য্যমাণৌ ব্যক্তীভবতঃ অতঃ নামশব্দাবেব প্রথমৌ॥ উচ্চারণক্রিয়া জন্যা অতঃ উচ্চারণং নামশব্দযোঃ পরবর্ত্তি। বস্তুজন্যং অতস্তৎ সর্ব্বেষাং পরবর্ত্তি অক্ষরাণাং শব্দান্তর্গতত্বাৎ ন পৃথক্ নির্দ্দেশঃ। যদ্যপি নাম্নঃ মনুষ্যকৃতত্বেন আপাততঃ প্রতিভাসঃ তথাপি নামঘটকা যে যে বর্ণা তে নিত্যা এব কেবলমানুপূর্ব্বিকী রচনানিত্যা অতঃ নাম সৃষ্টমিব প্রতিভাসতে ইতি।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

মীমাংসকমতে নাম ও শব্দ একই উহারা নিত্য, ঐ নাম ও শব্দ কণ্ঠ তালুর ক্রিয়া যে উচ্চারণ তদ্দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং নাম ও শব্দ প্রথম হইল, উচ্চারণ ক্রিয়া জন্য এই নিমিত্ত উচ্চারণ উহাদিগের পরে হইল, বস্তুও জন্য এই জন্য বস্তু সর্ব্বশেষে হইল। ন্যায়মতে শব্দ ও নাম অনিত্য, সুতরাং উচ্চারণ অগ্রে তাহার পর বর্ণ ও শব্দ তাহার পর বস্তু। সাংখ্যমতে নাম শব্দ ও বস্তু সকলই নিত্য, এই নিমিত্ত উহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ নাই কেবল উচ্চারণ ক্রিয়া জন্য এই নিমিত্ত উচ্চারণ শেষে হয়। যদিও নাম মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত আপাতত বোধ হয়, তথাপি ঐ নামের ঘটক যে সকল বর্ণ থাকে, তাহারা নিত্য, কেবল আনুপূর্ব্বীক রচনা অনিত্য বলিয়া নামকে সৃষ্ট বোধ হয়।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

বস্তূৎপত্ত্যনন্তরমেব উচ্চারণেন বর্ণমুৎপাদ্য তদ্বর্ণঘটিতনাম্না তদ্বস্তু সঙ্কেতিতমীশ্বরেণ লোকে তথা দর্শনাৎ যথা পুত্ত্রোৎপত্ত্যনন্তরমেব দেবদত্তাদি পদং তস্মিন্নর্থে সঙ্কেতিতং পিত্রেতি।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং অব্যক্তশব্দোৎপত্তিস্তস্য জগদ্ব্যাপকত্বেন ব্রহ্মরূপত্ব সর্ব্বাগমবিশারদৈর্নিরূপিতং এতৎ প্রমাণং সারদায়াং প্রথম পটলে, ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোভবেৎ। শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥ সোহস্তরাত্মা সন্ নাদাত্মা স্বয়ং নদতে ততঃ সংস্থানভেদেন অর্থাৎ উচ্চারণস্থানভেদেন ককারাদি-বর্ণোৎপত্তিঃ এতৎ প্রমাণং যোগসারে। সোহস্তরাত্মা তদা দেবি নাদাত্মা নদতে স্বয়ং যথা সংস্থানভেদেন স্বয়ম্ভু বর্ণতাংগতঃ এতন্তু শব্দ ব্রহ্মবাদিমতে অনিত্যশব্দবাদিমতে তু প্রাথমিকোচ্চারণবশাৎ অক্ষরোৎপত্তিঃ॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দনামাদীনাং বীজাঙ্কুরন্যায়াৎ প্রাথম্যমনির্ব্বচনীয়মিত্য সকৃদুক্তমিতি।

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

বস্তু প্রথম, শব্দ নাম উচ্চারণ অক্ষর এক পর্য্যায়, ছন্দগ্যোপনিষদে ভগবান সনৎকুমার নারদ ঋষিকে কহিয়াছেন। যথা, (অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ইতিঃ) বর্ণশ্চনামেতি নাম্নো বাগ্‌ভূয়সেত্যুচ্চতে। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ইত্যাদি॥ অবিভক্তি নামো ইতি সূত্রং অকারাদি বর্ণে বিভক্তি না থাকিলে নাম সংজ্ঞা হয় বিভক্তি থাকিলে শব্দ সংজ্ঞা হয় এই শব্দ শাস্ত্রের নিয়ম ইহা বিস্তার ভয়ে লিখিত হইল না।

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

একবারেই প্রকট হইয়াছে, তাৎপর্য্যতঃ সমস্তই নিত্য।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

এসকল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, প্রথম শব্দ (২) উচ্চারণ (৩) অক্ষর (৪) বস্তু (৫) নাম।

(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বর্ণের নিত্যত্বমতে অক্ষর অগ্রে এবং তিনি শব্দ নাম প্রসিদ্ধই আছেন, তৎপর বস্তু তৎপরে উচ্চারণ ততোনাম জন্যত্বমতে অগ্রে বস্তু তৎপরে উচ্চারণ তৎপরে অক্ষর তৎপর নাম অত্র প্রমাণং। তেষাঞ্চ বয়বান্ সূক্ষ্মান ইত্যাদ্যনন্তরং সর্ব্বেষাস্তু স্বনামানিকর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্ বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইত্যস্ত মনুবচনং।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমমব্যক্তশব্দোৎপত্তিস্তথাহি বিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মারবোভবেদিতি এতৎ প্রকারেণ মন্তব্য।

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

নিত্যত্বাদপি বেদস্য বর্ণস্যাপি চ নিত্যতা। বর্ণাত্মকত্বাদ্বেদস্য বেদজ্ঞানামিদং মতং ॥ ৩৭ ॥ তত উচ্চারণং জ্ঞেয়ং কণ্ঠতাল্বভিঘাতকং। শব্দো বর্ণাত্মকো নিত্যো জন্যোধন্যাত্মকস্তু যঃ ॥ ৩৮ ॥ অত্র প্রমাণং। ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ইতি স্মৃতিঃ ॥

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দ এব প্রথমো ন তু নাম ইতি অক্ষরমেব প্রথমং ন তূচ্চারণমিতি। প্রমাণং। সর্ব্বেষাস্তু স না- মানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥ কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ। সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং ॥ অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম- সনাতনং। দুদোহ যজ্ঞসিধ্যর্থমৃগ্ যজুঃ সামলক্ষণং ॥ ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ। বিধি- বদ্গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ॥ আদ্যং যন্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা। স গুহ্যোন্য স্ত্রিবিদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ ইত্যাদি মনুবচনং ॥

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দনামবস্ত্বক্ষরাণাং নিত্যত্বেন উচ্চারণাপেক্ষয়া এতেষাং প্রাথমিকত্বং উচ্চারণস্তু শব্দনাম্নোরভিব্যঞ্জকং উচ্চারণস্য ক্ষণিকত্বেন জন্যত্বঞ্চ শব্দস্য নিত্যত্বেন নাম্নোনিত্যত্বং শব্দনাম্নোরভেদাৎ এবং বৈয়াকরণিকাঃ তথা ব্যবহরন্তি। বস্তুপি নিত্যং জগতি বস্তুমাত্রস্য সূক্ষ্মাংশ সত্ত্বেন তদংশস্যৈব পরমাণুরূপত্বেন নিত্য- ত্বাৎ ॥

শব্দাক্ষরয়োর্নিত্যত্বং অত্র প্রমাণং। অথ কাব্যপুরুষস্য শরীরত্বেন নির্দ্দিষ্টয়োঃ শব্দার্থযোঃ শব্দে নিরূপিতে এবার্থনিরূপণমিতি প্রথমতঃ শব্দ এব নিরূপ্যতে। আকাশস্য গুণঃ শব্দো বর্ণধ্বন্যাত্মকো দ্বিধা। বর্ণাত্মকো ধ্বন্যাত্মকশ্চেতি দ্বিধা ॥ যদ্যপি বর্ণা নিত্যাস্তথাপি তদভিব্যক্তিঃ শরীরস্থবায়ুনৈব ভবতি। অতঃ উক্তং তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘ ইতি। নিত্যত্বপ্রকারশ্চ যথা সচ্চিদানন্দ- বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ ॥ আসীৎ শক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ। নাদো বিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধো মতঃ ॥ ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরুভয়াত্মারবো ভবৎ। স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরং ॥ সকলাদিতি মূর্ত্তাৎ নাদো ঘোষঃ। তথাচ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট ইতি ॥ বিন্দুঃ প্রণবঃ, স চ বীজঞ্চ সর্ব্ববর্ণপ্রভবত্বাৎ তথাচ সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ॥ ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারঃ যোঽব্যক্তঃ প্রভবঃ স্বরাট্। ইত্যারভ্য ততোঽক্ষর- সমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজ ইতি শ্রীভাগবতং ॥ তেন নাদস্য নিত্যত্বাত্তদাত্মকস্য ওঙ্কারস্য চ নিত্যত্বং স্বরাট্ ইতি পূর্ব্বোক্তেস্তদাত্মকস্য বর্ণসমূহস্য তথা। আকাশস্য নিত্যদ্রব্যত্বে তদ্গুণস্যাপি নিত্যত্বং গুণাশ্রয়ো দ্রব্যমিতি গুণগুণিনোঃ সমবায়সম্বন্ধাৎ ইতি কৌস্তুভালঙ্কারসন্দর্ভঃ ॥ শব্দাদীনাং পরস্পরনিত্যত্বেন অগ্রপশ্চাত্ত্বং নাস্তি কালবাত্মদিশাদিতি ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দই প্রথম পরে উচ্চারণ অপেক্ষা করিলে উচ্চারণের সৃষ্টি করিলেন, যেহেতু পদার্থের সৃষ্টি হইলেও শব্দাভাবে সকলি একাকার অর্থাৎ অন্ধকার স্বরূপ হয়, শব্দরূপ আলোক দ্বারা সকল প্রকাশ পাইল, এই ক্ষিতি এই জল ইত্যাদি পরে ইচ্ছানুসারে অপর সৃষ্টি ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

বস্তু প্রথম, তাহার পরে ক্রমে উচ্চারণ, অক্ষর ও শব্দ, শব্দবিশেষই নাম। কারণ উচ্চারণাদি কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাত জন্য, বস্তুসত্তা ব্যতিরেকে কণ্ঠ তালুর সত্তা সম্ভব হয় না, উচ্চারণেরই বিষয় অক্ষর ও অক্ষরনিকরই শব্দ। বিশেষতঃ বস্তুর ব্যবহারার্থই উচ্চার্য্যমাণ অক্ষর ও শব্দের আবশ্যকতা দেখা যায় যথা, "স্বয়ং হি জ্ঞাতমর্থং পরং প্রতিপাদয়িতুকামেন শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে" মনুও নানাবিধ সৃষ্টির পরে ব্যবহারোপযোগি নামাদি বিধান করিয়াছেন যথা "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে" ইতি॥ কিন্তু বেদ নিত্য, সুতরাং তদিতর শব্দ বিষয় কথিত হইল।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

শব্দ ও অক্ষরকেই প্রথম বলিলে কোন অপ্রমাণের বিষয় হইতেছে না ইতি। প্রমাণ যথা। সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥ কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ। সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং॥ দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং। ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ। বিধিবদ্গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥ আদ্যং যত্র্যাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা। স গুহ্যোন্যস্ত্রিবিদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিদিতি মনুবচনং॥ ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনিঃসৃত্য তেন মাঙ্গলিকাবুভাবিতি চ॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমে বস্তু, তদনন্তর নাম, তদনন্তর উচ্চারণ, তদনন্তর শব্দ; বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া তৎ পরে বেদের সৃষ্টি করেন এবং ঐ বেদ হইতে ভূতাদি সমস্ত পদার্থের নাম প্রদান করেন।

প্রমাণ যথা। ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠা সপ্তমাশ্চ সরীসৃপাঃ। গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ইত্যাদাবারভ্য, অনুষ্টুপং স বৈরাজং উত্তরাদসৃজন্ মুখাৎ॥ পুনশ্চ শ্লোকে, নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদানাঞ্চকার সঃ॥ ঋষীণাং নামধেয়ানি তথা বেদশ্রুতানি চ। যথা নিয়মযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ॥ যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু ইতি॥

যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া তৎ পরে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐ বেদ হইতে পদার্থ সকলের নাম প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অগ্রে বস্তু তৎ পরে নাম। বেদ ও অন্যান্য পদার্থে প্রবাহ নিত্যত্ব আছে, কিন্তু মীমাংসকেরা বেদ ও শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, কুসুমাঞ্জলি নামক ন্যায়গ্রন্থে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

যথা। প্রমায়াঃ পরতন্ত্রত্বাৎ স্বর্গপ্রলয়সম্ভবাৎ। তদন্যস্মিন্নবিশ্বাসান্নবিধান্তরসম্ভবঃ ইতি॥ শাব্দী-প্রমা বক্তৃযথার্থধীরূপগুণজন্যা ইতি গুণাধারতয়া ঈশ্বর সিদ্ধিঃ। ননু স কর্তৃকেঽস্তু যথার্থবাক্যার্থ ধীর্গুণঃ অকর্তৃকে চ বেদে নির্দ্দোষত্বমেব প্রামাণ্যপ্রযোজকমস্তু মহাজনপরিগ্রহেণ চ প্রামাণ্য ইত্যত আহ সর্গ-প্রলয়সম্ভবাদিতি। প্রলয়োত্তরং পূর্ব্ববেদনাশাদুত্তরবেদস্য কথং প্রামাণ্যং মহাজনপরিগ্রহস্যাপি তদা অভাবাৎ শব্দস্যানিত্যত্বং উৎপন্নোগকার ইতি প্রতীতি সিদ্ধং প্রবাহাবিচ্ছেদ নিত্যত্বমপি প্রলয়সম্ভবা-ন্নাস্তীতি ভাবঃ। কপিলাদয় এব পূর্ব্বসর্গাদৌ পূর্ব্বসর্গাভ্যস্তযোগজন্য ধর্ম্মানুভাবাৎ সাক্ষাৎ কৃত সকলার্থাঃ কর্ত্তারঃ সন্তু ইত্যত আহ তদন্যস্মিন্নিতি বিশ্বনির্ম্মাণসমর্থা অণিমাদিশক্তিসম্পন্না যদি সর্ব্বজ্ঞাস্তদা লাঘবা-দেক এব তাদৃশঃ স্বীক্রিয়তাং স এব ভগবানীশ্বরঃ অনিত্যা সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবতি চ বিশ্বাস এব নাস্তীতি বৈদিকব্যবহারবিলোপ ইতি ন বিধান্তরসম্ভবঃ ঈশ্বরানঙ্গীকর্ত্তৃনয়ে ইতি শেষঃ ইতি ব্যাখ্যা।

ইহাতে শব্দাদির অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং অগ্রে বস্তু, তদনন্তর নাম, তৎ পরে উচ্চারণ, তৎ পরে অক্ষর, তদনন্তর শব্দ। অগ্রে উচ্চারণ তৎ পরে অক্ষর, ইহা আমরা সপ্তদশ প্রশ্নোত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করিয়াছি। নাম ও উচ্চারণের সমকাল উৎপন্নত্বের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু নাম অগ্রে মানসে উদিত হইয়া পরে উচ্চারিত হয়, এই বিবেচনাতে ভ্রম নিরাকৃত হইতে পারে ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অক্ষরমেব প্রথমং।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

এই প্রশ্নের উত্তর সপ্তদশ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ হইয়াছে। বস্তু প্রথম কি উচ্চারণ প্রথম ইহার উত্তর ষোড়শ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ হইয়াছে।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দাদীনাং নিত্যত্বাৎ এতেষাং পূর্ব্বপরত্বনিরূপণমনিরূপণীয়ং যথা বীজাঙ্কুরযোঃ পূর্ব্বপরত্বমনিরূপ-ণীয়ং তদ্বদিতি। কিন্তু উচ্চারণমনিত্যং তস্য ক্ষণিকত্বাৎ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

বস্তু প্রথম। প্রমাণ বেদান্তসারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দাঽনন্তাঽদ্বয়ং ব্রহ্ম॥ এবং শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয় শ্লোক। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং॥

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

শব্দ প্রথম, যেহেতুক শব্দ সমষ্টি নাম ব্যষ্টি ব্যতিরেকে সমষ্টি সম্ভবে না। উচ্চারণ প্রথম, যেহেতু কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতাত্মক উচ্চারণ বশতঃ বস্তু সকল উচ্চরিত হয়। অক্ষর সকল রেখাত্মক শঙ্কেত ঘট পট ইত্যাদি বস্তুর শাব্দবোধ ব্যঞ্জকমাত্র ইতি।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর

•

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রথমং বস্তু ততঃ উচ্চারণং ততঃ শব্দঃ ততঃ অক্ষরং ততঃ নাম

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দ নাম বস্তু অক্ষর উচ্চারণ এই কয়েকটির মধ্যে প্রথম বস্তু হইতে পারে, কারণ নৈয়ায়িকমতে গলকম্বল বিশিষ্টত্বং গোত্বং এই লক্ষণে গলকম্বল না থাকিলে গোত্ব জ্ঞান হয় না সুতরাং বস্তুজ্ঞানের আবশ্যক হইল তবে বস্তুই প্রথম বলিতে হইবে ভোজনকালে সৈন্ধবমানয় এই কথা বলিতে হইলে শব্দজ্ঞানের আবশ্যক বোধ হইলে ঘোটকের উপস্থিতি হয় তাহা বোধ না করিয়া সৈন্ধবলবণে জ্ঞান হয় শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাৎ ব্যাবহারতশ্চ ইত্যাদি প্রমাণে যদিও লবণে শক্তি গ্রহ হয় তথাপি বস্তু জ্ঞান করা আবশ্যক হইতেছে।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শব্দঃ নাম উচ্চারণ বস্তু অক্ষর। এতেষাং মধ্যে অক্ষর প্রথমঃ, যৎ শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম তস্মিন্ ক্ষীণেয়দক্ষরং তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্যদিচ্ছেচ্ছান্তিমুত্তমাং॥ ব্রহ্মময় অক্ষরে শব্দনিষ্ঠা, ইত্যমৃতসিন্ধূপনিষৎ দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যেচ শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ শব্দব্রহ্মনিষ্ঠাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ইতি শব্দাক্ষরং ব্রহ্মময়।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

বস্তুর বিবোধনার্থ নামের প্রয়োজন, নাম সংজ্ঞামাত্র, তাহার জ্ঞাপন নিমিত্ত উচ্চারণের আবশ্যকতা। উচ্চারণ, শব্দমূলক ও শব্দ, অক্ষরাত্মক হয়, অতএব বস্তু আদি॥ তৎপর নাম, নামানন্তর, উচ্চারণ, শব্দ, অক্ষর, এই তিন, পরস্পর সমবায় সম্বন্ধহেতুক ঐক কালিক। ইহাদের একেকে অন্য হইতে পৃথক্ করা যায় না॥ অনুমান দ্বারা ইহাদের ভিন্নতা বোধ হয়মাত্র, যেমন ধবল বস্ত্র বলিলে বস্ত্রও ধবলত্ব গুণ প্রভিন্ন পদার্থ বোধ হয়। অথচ তাহার পৃথক্ করণ অসাধ্য ব্যাপার, তদ্বৎ উচ্চারণ, শব্দ, অক্ষর ইহারা এককালজ প্রযুক্ত পৃথককৃত হইবার সম্ভাবনা নাহি ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

বর্ণ প্রথম।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

০

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

প্রথম অব্যক্ত শব্দোৎপত্তি তস্য জগদ্ব্যাপকত্বেন ব্রহ্মরূপত্ব সর্ব্বাগমবিশারদৈর্নিরূপিতং এতৎ প্রমাণং সারদায়াং প্রথম পটলে ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মারবোভবেৎ শব্দ ব্রহ্মেতি তৎপ্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ। সোহন্তরাত্মা সন্ স্বয়ং নদতে সংস্থানভেদেন ককারাদি বর্ণোৎপত্তিঃ॥ এতৎ প্রমাণং যোগ সাগরে সোহন্তরাত্মা তদাদে বিনাদাত্মা নদতে স্বয়ং যথা সংস্থানভেদেন স্বয়ম্ভূর্বর্ণতাং গতঃ এতত্তু শব্দ ব্রহ্মবাদিমতে। অনিত্য শব্দবাদিমতেতু প্রাথমিকোচ্চারণবশাৎ অক্ষরোৎপত্তিঃ॥

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

প্রথম অনেক বস্তু, দ্বিতীয় শব্দ, তৃতীয় নাম, চতুর্থ উচ্চারণ, তৎপর অক্ষর, ইহাই যুক্তি দ্বারা সম্ভব॥ ৩৩॥

[৩৪] প্রশ্ন। মনুষ্য মধ্যে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন; কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইহার কারণ কি?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে, যাহার যে পরিমাণে সুকৃতি দুষ্কৃতি তাহার সেইরূপ ফল ভোগ হয়। যথা শ্রীভাগবতে একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বৈতৎ স্বকলেবরং। একোঽনুভুঙক্তে সুকৃতমেকএবচ দুষ্কৃতং॥ দশমস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মৈণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখা নিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

দ্বাত্রিংশৎ প্রশ্নের উত্তর করিতে বলিয়াছি কর্ম্ম জন্য ফল ভোগ অবশ্যই হয় তাহাই সংপ্রতি প্রত্যক্ষ। দেখুন, কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে সুকৃতি করিয়াছে ইহ জন্মে সে ব্যক্তি পরম সুখী হইয়াছে, এইরূপ দুঃখী-

কেও জানিতে হইবে যেমন মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসুজায়ত ইতি মহাপাতক করিলে সপ্ত জন্ম কুষ্ঠাদি চিহ্নযুক্ত হইয়া লোকে যন্ত্রণা ভোগ করে এইরূপ এক জনকে ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখিলেও পূর্ব্ব জন্মে সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য সাধক বেদোদিত কোন কর্ম্ম করিয়াছিল এমত অনুমান করিতে হইবে এই নিমিত্তই অনেক স্থানে ফল শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, রাজরাজাঽধিপোভবেৎ ইত্যাদি।

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মএব কারণং যথোক্তং সুখস্য দুঃখস্য ন কোপি দাতা পরোদদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। অহংকরোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্র গ্রথিতোহি লোকঃ॥ কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা। স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখ দুঃখয়োঃ॥ অন্যচ্চ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে ইতি॥

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে সুখ দুঃখাদি অনাত্ম ধর্ম্ম, অর্থাৎ অজ্ঞানের কার্য্য মোহ বশতঃ ধনাদিতে আমার ধন, আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার দেহ ইত্যাদি আত্ম ধর্ম্ম আরোপিত হওয়াতে, ধনাদি নাশে, আপনার দুঃখ এবং ধনাদি লাভে আত্মাকে সুখী জ্ঞান করে। যে যাহাতে সুখ ভাবে, সে তল্লাভেই যত্ন করিয়া থাকে, একারণ বিবিধ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ সেই কর্ম্ম ফলে কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয়। ফলতঃ সেই সুখ দুঃখাদির নিত্যসত্ত্বা নাই এবং ধনাদিও, সুখ দুঃখের অবশ্যম্ভাবী কারণ নহে। কেন না কেহ বা নির্ধন প্রযুক্ত অবস্থা ঘটিত কষ্ট পাইলেও সুখী, আর কেহ বা অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইয়া মনে মনে কষ্ট পায়, কেহ বা কপর্দ্দক লাভ প্রত্যাশায় প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছে কেহ বা প্রভুত সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিতেছে ইতি।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে সুখ দুঃখ প্রদোনাদো যতঃ স্বকৃতভুক্‌পুমান্ আত্মকৃত কর্ম্মণা সুখ দুঃখাদিভোগং কুরুতে। তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাং॥ যন্মন্যসে সদা ভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য মধ্যে কেহ ধনী কেহ নির্ধনী কেহ সুখী কেহ অসুখী তাহার কারণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মফলমেব সুখ দুঃখাদেঃ কারণং কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ইতি দশমস্কন্ধ ধৃতবচনাৎ স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমানিত্যাদি বচনাচ্চ।

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

ধনলাভসুখাদিকং প্রতি পুরুষকারাদৃষ্টয়োরন্যতরস্যৈব কারণত্বং এবং দুঃখদারিদ্র্যাদিকং প্রতি দোষাদ্যদৃষ্টয়োরন্যতরস্যৈব কারণত্বং।

পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরংশানুসারতঃ। দেহিনঃ সুখদুঃখং স্যাদলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ॥ ইতি ভগবদ্গীতাবচনাৎ। এবং কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ইতি ভাগবতবচনাৎ। প্রাগুক্তবচনজাতাচ্চ সুখদুঃখাদিকং প্রতি অদৃষ্টস্য হেতুত্বং॥ এবং নায়ং জনোমে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ। মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্যৎ॥ ইতি ভাগবতবচনেন মনঃ সংকল্পজন্য পুরুষপ্রযত্নবশাৎ সুখৌপয়িককর্ম্মণা সুখলাভাৎ এবং দুঃখৌপয়িক কর্ম্মণা দুঃখলাভাচ্চ পুরুষকারস্য হেতুত্বং অতএব যথানিদানং দোষোত্থঃ কর্ম্মজো হেতুভির্বিনা। মহারম্ভোঽল্পকে হেতাবস্তিমো দোষ কর্ম্মজ ইতি শাতাতপবচনে রোগস্য কর্ম্মজত্ব দোষজত্ব উভয়জত্ব কথনাৎ কেবল দোষজন্য রোগং প্রত্যদৃষ্টস্যাহেতুত্বাৎ তজ্জন্য দুঃখাদিকং প্রতি সুতরাং অহেতুত্বসিদ্ধেঃ॥ অতএব উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কা পুরুষা বদন্তি॥ এবং শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ইতি বচনয়োরবিরোধঃ॥ অতএব সৃষ্ট্যাদৌ সমুৎপন্নানাং জীবানাং অদৃষ্টাভাবেনাপি সুখদুঃখিত্বাদ্যাপত্তেঃ এবঞ্চ কেচিৎ পৌরুষাদেব ধনাগম সুখাদিলাভং কুর্ব্বন্তি অন্যে তু ধনিগেহে জন্ম জন্য ধনলাভ প্রোথিত ধনাদিলাভসুখানুভবং অদৃষ্টবলাদেব সাধয়ন্তি॥ এবং কেচিৎ ধনিত্বেপি নানাকারণতো দুঃখমনুভবন্তি কেচিদ্দারিদ্র্যেপি সুখমনুভবন্ত্যদৃষ্টবলাৎ। অন্যে তু পৌরুষেণ সুখৌপয়িক ধনাগমাদিনা সুখমনুভবন্তীতি ব্যভিচার নিরাসঃ॥

ধনলাভাদির প্রতি পুরুষপ্রযত্ন এবং পূর্ব্বজন্মাদৃষ্ট পরস্পরই কারণ কেবলমাত্র অদৃষ্ট কারণ স্বীকার করিলে সৃষ্টির পর ক্ষণেই যে সকল মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের প্রাক্তন অদৃষ্ট কিছুই নাই, অতএব তাহাদের সুখ বা দুঃখ ধন বা নির্ধনতা কিছুই হইতে পারে না, অতএব পুরুষপ্রযত্ন কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহারা স্ব স্ব প্রযত্ন বশতঃ ধনোপার্জ্জন বা সুখী বা দুঃখী বা দারিদ্র্য সাধন করিয়াছিল। পুরুষকারমাত্র কারণ স্বীকার করিলে কোন ব্যক্তি বিনা প্রযত্নে ধনিকুলে জন্ম ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তি প্রোথিত ধনাদি লাভ করিয়া ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ ধন লাভ করিতেছে এবং কোন ব্যক্তি বিনা প্রযত্নে সুখী হইতেছে এবং কোন কোন ব্যক্তি বহুপ্রযত্নে দুঃখী হইতেছে, অতএব প্রাক্তন অদৃষ্ট ও কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ কর্ম্মফলই সুখ দুঃখ ধন দারিদ্র্যাদি। কর্ম্ম ঐহিক বা প্রাক্তন ঐহিক কোন কার্য্য দ্বারা আমরা সুখী বা ধনী হইতে পারি অথবা প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ সুখী বা ধনী হইতে পারি এবং ঐহিক নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ আমরা দুঃখী বা দরিদ্র হইতে পারি অথবা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট বশতঃ আমরা দুঃখী বা দরিদ্র হইতে পারি।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সৃষ্টেশ্চিত্রার্থং শুভাশুভকর্ম্মাদিকং তজ্জন্য সুখদুঃখাদিকঞ্চাসৃজত্তেনৈব ধনী নির্ধনশ্চ ভবতীতি।

প্রমাণং। চিত্রত্বং যথা ভাগবতে চিত্রং তাবহিতমহোঽমিতযোগমায়া লীলাবিসৃষ্ট ভুবনস্য ইত্যা-

দাষ্টমঃ কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ। দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ যথা কর্ম্ম তপো যোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমং। হিংস্রাহিংস্রে ইত্যাদি মনুঃ॥ শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণা জন্ম জায়তে ইতি প্রকৃতিখণ্ডং॥ তথাপি তচ্ছক্তি বিসর্গ এষাং সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়। বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যু জন্মনোঃ শরীরিণাং সংসৃতয়েব কল্পতে ইতি ষষ্ঠস্কন্ধঃ॥ তত্রৈব একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবন্নাত্মমায়য়া। এষাং বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ সুখং দুঃখঞ্চ নিষ্কলঃ। যো জাতো নৃত্যলিপ্সায়াং ধনবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ। নিত্য ক্রোধী মহাদুঃখী ভবেদাগমনে বিধৌ॥ ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপঃ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্বকৃত কর্ম্মানুসারেণৈব সুখী, দুঃখী ধনী দরিদ্র ইতি নানাবিধ মনুষ্যা ভবন্তি। প্রমাণং, অধর্ম্ম প্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাং॥ ধর্ম্মার্থ প্রভবঞ্চৈব সুখ সংযোগমক্ষয়মিতি মনুঃ। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে॥ সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ইতি দশম স্কন্ধে। অনুজীবিনোহি প্রভু সন্তোষবিরাগৌ দৃষ্ট্বা স্বকৃততৎপ্রিয়াপ্রিয় কর্ম্মাণ্যেবানুমতে ইতি লোকেপি দৃশ্যতে॥ ময়া কিম্বা ত্ব্যাপকৃতং যেনাসৌ মহ্যং কুপিত ইতি। এতদনুভবানুসারি দ্রৌপদীবাক্যং যথা বিরাটপর্ব্বণি। নাল্পং কৃতং ময়াভীম দেবানাং বিপ্রিয়ং পুরা॥ অভাগ্যা যত্র জীবামি মর্ত্তব্যে সতি পাণ্ডব ইতি। শল্যপর্ব্বণি ভীমবাক্যঞ্চ॥ রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোদা শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতং স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজমিতি স্পষ্টার্থং কেচিদনাদিসিদ্ধং কর্ম্ম স্বীকুর্ব্বন্তি॥ কেচিচ্চ ঈশ্বরস্য ক্রীড়ৈব নানাবিধত্বে কারণমাহুর্নতুকর্ম্মণোহনাদিসিদ্ধত্বং। নহি নানাবিধমন্তরেণ ক্রীড়াভবতি একবিধে বৈচিত্র্যাভাবাৎ॥ কিন্তু প্রলয়ানন্তর সৃষ্ট্যাদৌ তু কর্ম্মানুসারেণৈব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ইতি কর্ম্মবোধক শাস্ত্রসঙ্গত্যর্থং সমাদধতে॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পুণ্যবান্ ধনীভূত্বা সুখীভবতি পাপী নির্ধনোভূত্বা দুঃখীভবতি। মহাভারতে, শুভেন কর্ম্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্ম্মণা। কৃতং লভতি সর্ব্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে ক্বচিৎ ইত্যুক্তং॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাক্তন সুকৃত দ্বারা ধনী ও সুখী হয়, প্রাক্তন দুষ্কৃত দ্বারা নির্ধন ও দুঃখী হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা 'কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে' কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য সুকৃত বা দুষ্কৃত দ্বারা জন্তু সকল জন্ম লাভ করে; সুকৃত দ্বারা ধনী ও দুষ্কৃত দ্বারা দরিদ্র হইয়া জন্ম লাভ করে এবং কর্ম্ম জন্য সুকৃত ও দুষ্কৃত দ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় ও কুশল, কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হয়॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

কেবল কর্ম্ম, কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্ন সমুহের উত্তরে অনেক লেখা গিয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সুখ দুঃখাদেঃ কারণং বেদবিহিত নিষিদ্ধ শুভাশুভকর্ম্ম। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক বচনাৎ॥ যথা কর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ইতি মনুবচনাচ্চ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মানুশয়াদদৃষ্টাৎ ধনিনোদরিদ্রাদয়শ্চ জায়ন্তে। প্রমাণং যথা বেদান্তে, কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। ভুংক্তে সুখানি দুঃখানি স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমানিতি। শ্রুতিরপি এতমু সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতি॥ এতমু অসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেভ্যো লোকেভ্যঃ অবোনিনীষতি। অতঃপুরুষঃ কর্ম্মানুসারেণৈব উচ্চনীচতাং প্রাপ্নোতীতি॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

বেদান্তমতে কর্ম্মানুশয় যাহাকে অদৃষ্ট কহে তদনুসারে ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা, কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। ভুংক্তে সুখানি দুঃখানি স্বকর্ম্ম ফলভুক্‌পুমান্॥

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

অত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাদৃষ্টমেব হেতুঃ তুল্যকালারব্ধবাণিজ্যকর্ম্মণোঃ পুরুষয়োঃ তুল্যমূলধনয়োরেকস্য মূলধননাশদর্শনাৎ অপরস্য দ্বিগুণলাভদর্শনাৎ অনুযোগিনোগৃহস্থিতস্যাপি প্রভূতবল লাভদর্শনাচ্চ।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য মধ্যে কোপি ধনী কোঽপ্যধনোঽস্তি তত্রায়ং হেতুঃ যস্যোত্তমবস্তুনাং দান প্রসঙ্গোয়স্যাস্তি স ধনী নস্যা দেয়বস্তুনাং দান প্রসঙ্গঃ সোঽধনঃ এতৎ প্রমাণদ্বয়েনাবগন্তব্যং তথাচ দান-প্রসঙ্গেন ভবেদ্ধনাঢ্যো ধন প্রসঙ্গেন করোতি পুণ্যং পুণ্যাদবশ্যং সুকৃতং প্রয়াতি পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেব ভোগী। অদত্তদানেন ভবেদ্দরিদ্রো দরিদ্রদোষেণ করোতি পাপং। পাপাদবশ্যং নরকং প্রয়াতি পুনর্দরিদ্রঃ পুনরেব পাপী ইতি কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রহ্মসংহিতায়াং॥

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

কেষাঞ্চিদ্ধনিত্বং কেষাঞ্চিদ্দরিদ্রত্বং এবং সুখিত্বং দুঃখিত্বঞ্চাদৃষ্টবিশেষকার্য্যং। অত্র প্রমাণং নিমিত্তসংসর্গাদুদ্ভবানুদ্ভবাদয় ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ। তত্র ব্যাখ্যা নিমিত্তভেদোঽদৃষ্টবিশেষ ইতি॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্ট, যাহাদের পূর্ব্ব জন্মের উত্তম অদৃষ্ট তাহারা সুখী ধনী মানী জ্ঞানী যশস্বী ইত্যাদি হয়। যাহাদের পূর্ব্ব জন্মের কুৎসিত কর্ম্ম তাহারা শূদ্র চণ্ডাল দরিদ্র মূর্খ ইত্যাদি হয়। যথা, (যোনিমন্যে

প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ স্থাণুমন্যে প্রপদ্যন্তে যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং)। (যে চেহারমণীয়চরণা তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্) ইত্যাদি॥ দেবান্ যান্তি দেবেজ্যা মমভক্তা যান্তি মাম্ কিং। ফলোৎকর্ষাব কর্ষস্তু পূজ্য পূজানুসারতঃ ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণং॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম বা অদৃষ্ট।

যুক্তি। সুখ দুঃখের নিদান নির্ণয় করা বড়ই কঠিন, কারণ আমি যাহাকে সুখ মনে করি, জনক, সনক, সনাতন, একালে লালা বাবু তাহা সুখ মনে করেন নাই। আমরা বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদাবলীতে উপস্থিত হইলে যেরূপ সুখী হই, আমাদের শ্রীলশ্রীযুক্ত হজুর আলী তত দুর সুখানুভব করেন বলিয়া বোধ হয় না। করী হরিপরিপূরিত যে উদ্যান দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, শ্রীযুত তাহা চক্ষেও দেখিতে চাহেন না। একজন গজাশ্বে আরূঢ় হইয়া যত না সুখী, একজন পথিক হয়ত বিনা সম্বলেই নিয়ত স্ফূর্ত্তি যুক্ত, একজন ক্ষির সর নবনীত ভক্ষণেও বিকৃত মুখ, একজন হয়ত দুষ্প্রাপ্য শাকান্ন ভোজন করিয়াই প্রসন্নতাপূর্ণ। এইরূপে সুখের মুলান্বেষণ করিতে করিতে যত অগ্রসর হইবে, ততই দেখা যাইবে প্রকৃত সুখের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে সকলেই একভাবাপন্ন, প্রসন্নময়। কিন্তু আমরা যে কুল ধামের দাস সে কেবল দুর্দ্দমনীয়া আশার খেলামাত্র। যখনই আশার অনুবর্ত্তী তখনই যন্ত্রণা, অনুতাপ এবং তখন অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, অর্থযোগ, না মানিলে শান্তি হারাইয়া পাগল হইয়া যাইতে হয়, অবোধ মনের ভয়ানক দুর্দ্দশা !!!

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মফল বশতঃ।

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্ব স্ব কর্ম্মফলে কেহ সুখী কেহ দুঃখী কেহ ধনী কেহ নির্ধন হইয়া থাকে। প্রমাণং। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোতি জায়তে ইতি ভগবদ্গীতা। আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙক্তেরবোর্দ্দিনে, সপ্তজন্মসু কুষ্ঠীস্যাৎ দরিদ্রশ্চোপজায়তে ইতি স্মৃতিঃ॥

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

এতেষাং কারণমাহ। তত্র মনুঃ শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং। কর্ম্মজা গতয়া নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ। শুভেন কর্ম্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্ম্মণা॥ কৃতং ফলতি সর্ব্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে ক্বচিৎ॥ ইতি দানধর্ম্মে॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেণ সুখদুঃখাদিভাগিনঃ। জায়ন্তে মানবাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞৈরিতিনিশ্চিতং ॥ ৩৯ ॥

প্রমাণং। নন্দায়াং গঙ্গাস্নানে সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন পতিতান্নভক্ষণাদিপাপক্ষয়মুক্ত্বা শ্রীমন্নারাণ দক্ষিণভুজ-বাস তদুত্তরমর্ত্তলোকীয় জন্মগুণাশ্রয়ত্ব সর্ব্বসুখভোগ য সং প্রাপ্তিবোধকং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতবচনং ॥ নন্দতে বর্দ্ধতে তস্য যথা দূর্ব্বা তথাকুলমিতি দূর্ব্বাষ্টমীব্রতে ফলকথনং ॥ অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাদিতীর্থান্যনভিগম্য চ। অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রোনাম জায়তে ইতি স্মৃতিঃ ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শুভাদৃষ্টবশেন কেচিন্মনুষ্যাধনিনঃ দুরদৃষ্টবশেন কেচিন্মনুষ্যানির্ধনাশ্চ ভবন্তীতি। প্রমাণং। বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দ্বিপদশ্চক্ষুরুত্তমং ॥ ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ ॥ গৃহদোহগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপাদো রূপমুত্তমং। বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিমালোক্যমশ্বদঃ ॥ অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপং। যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ ॥ ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাষ্টিতাং। বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎ ক্ষয়াৎ ॥ সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্ ইত্যাদি মনুবচনং ॥

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যাণাং কশ্চিৎ সুখী কশ্চিচ্চ দুঃখী অত্রহেতুর্ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ। অত্র প্রমাণং। কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ ॥ দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজা ইতি ॥ শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবং। কর্ম্মজাগতযোনৃণাং উত্তমাধমমধ্যমা ইতি চ মনুবচনং ॥ ন চ ধনানর্জ্জনার্জ্জনমেব সুখাদিকং প্রতি হেতুরিতি বাচ্যং কস্য চিদ্ধনার্জ্জনং বিনৈব সুখাদিদর্শনাৎ ॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বজন্মীয় শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্টবশতঃ কেহ ধনী কেহ সুখী কেহ দুঃখী নির্ধনী হয়। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে ইত্যাদি যোগশাস্ত্রং ॥

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্ট, যত্ন এবং কালের তারতম্য বশতঃ মনুষ্য মধ্যে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইয়া থাকে। প্রমাণ "দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তমঃ। এবমেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং" মলমাসতত্ত্বধৃতমৎস্যপুরাণ ॥ যুক্তি ও বচনানুযায়িনী বটে, যদিও মাসানধিক বয়স্ক দীনহীন শিশুও ধনীর দত্তক হইলে বিনা যত্নেই আঢ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশস্থলে গ্রহীতার যত্নকে সহকারী বলিতে হয়। বর্ণিত কারণ ত্রিতয়মধ্যে এক এককে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রধানতা যদিচ কোন কোন স্থানে অভিহিত আছে; যথা "আরোহতু গিরিশিখরং তরতু সমুদ্রং বিশতু পাতালং ॥ বিধিলি-

লিতাক্ষরমান্ কলতি কপালং নতুপায়ঃ। করোতু নামনীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ। ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্” নবরসলহরী॥ উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি॥ দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ” হিতোপদেশধৃত॥ “কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ। তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কদাচন॥” মলমাসতত্ত্বধৃতমৎস্যপুরাণ। তন্মধ্যে সকলেরই কারণতা স্বীকরণীয় বটে; কিন্তু অপর সহকারি ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে ফলোপধায়কতা কাহারও নাই।

অতএব ধর্ম্মের বরে অজ্ঞাত বাস নিরাপদে সম্পাদিত হইবে, এরূপ অবগতির পরেও তাদৃশ শুভাদৃষ্ট ফলমাত্রের প্রতি নির্ভর না করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি যথাসাধ্য আত্ম গোপন প্রয়াসে অণুমাত্রও উপেক্ষা করেন নাই। (বন ও বিরাটপর্ব্বে অনুসন্ধেয়) এই নিমিত্ত শুভাদৃষ্টের প্রশংসাতে নীতিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবসায়ও করণীয়, ইহাও (করোতু নাম ইত্যাদি) বর্ণিত প্রমাণে ছলে প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং অস্মদাদির “কেবল দুর্গানাম স্মরণে অভিমত লাভও হয় না, তবে কিরূপে শাস্ত্র সত্য হইল?” এরূপ আপত্তি একান্ত অশ্রদ্ধেয়।

---

(৬০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্র চূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

আত্মাভিমানী জীবগণ আত্মাত্মীয় শুভাশুভাদৃষ্টবশত কেহ সুখী কেহ বা দুঃখী ও ধনী বা নির্ধনী এবং উত্তম মধ্যমাধমরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা জীবের কর্ম্মফল ব্যতীত অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হয় না ইতি।

প্রমাণং। বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমং॥ ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ। গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমং॥ বাসদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ। অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপং॥ যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ॥ ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং। বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ॥ সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্ ইতি মনুঃ॥ সংসারগমনঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্মসম্ভবং। নিঃশ্রেয়সং কর্ম্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণমিতি মনুবচনং॥ সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরোদদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। অহংকরোমীতি বৃথাভিমানং স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোঽপি লোক॥ ইতি রামায়ণে॥

---

(৬১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যগণ এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে ঐ কর্ম্মফলের ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না “মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম” ইতি বচনাৎ। ঐ কর্ম্ম দুই প্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সত্য, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সৎকার্য্য মধ্যে গণ্য; আর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন ইত্যাদি অসৎকার্য্য মধ্যে গণ্য॥ যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা তাহার ফল স্বর্গাদি ভোগ, আধিপত্য ও সুখাদি প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা অসৎকার্য্য করে তাহারা তাহার ফল স্বরূপ পীড়া, দরিদ্রতা ও দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়; প্রমাণ যথা;

ধাম্মিকাঙ্কপবন্তশ্চ সধনাশ্চ চিরায়ুষঃ। যে বৈ পাপরতাঃ ক্রূরা বিরূপাস্তে ধনোজ্ঝিতাঃ॥ সর্ব্বদা ব্যাধিসংযুক্তা জায়ন্তে পৃথিবীতলে ইতি কর্ম্মবিপাকঃ। ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া॥ ক্রিয়াহীনে কুতোধর্ম্ম ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখং। তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদাকার্য্যঃ সর্ব্বং ধর্ম্মাদবাপ্যতে॥ বিনা ধর্ম্মং সুখং নাস্তি পরত্রেহ চ নিশ্চয়ং ইতি চ কর্ম্মবিপাকঃ॥

অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম কার্য্য করে তাহার সুখ ও আধিপত্য হয়।

যেনাভবচ্ছতমখোঽধিপতিঃ সুরাণাং যেনাপ্যয়ং দিনকরোঽধিপতির্গ্রহাণাং। ত্বং যেন ভূমিবলয়েঽধিপতির্নরাণাং তস্মিন্ পুনর্ভবতুকর্ম্মণি তে প্রযত্নঃ ইতি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিন্যাং মীমাংসকাঃ॥

আপনি যে সৎকর্ম্ম দ্বারা এই নরলোকের আধিপত্য পাইয়াছেন, সেই সৎকর্ম্মে পুনর্বার আপনার যত্ন হউক।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানাত্মতত্ত্ববিচারতঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ইতি পঞ্চদশী॥

আত্মতত্ত্ব বিচাররূপ সৎকার্য্য করিয়াও যদি সেই ব্যক্তি সেই জন্মে মুক্তি প্রাপ্ত না হয়, তথাপিও ঐ যোগ ভ্রষ্ট সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন বংশে এবং শ্রীমন্ত গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সুকৃত করিলেই ধনী ও সুখী হয়, আর দুষ্কৃতহেতুই পীড়াদি ভোগরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়॥

পুরা যেন হতো বিপ্রো ন্যাসাপহরণং কৃতং। বৃত্তিচ্ছেদো কৃতো যেন মধুবিশ্বকরশ্চ য়ঃ॥ সর্ব্বস্বেন প্রজাপীড়া কৃতা যেন কুকর্ম্মণা। সমৃতোগৃহ্যতে দূতৈঃ যামৈরেব ভয়ঙ্করৈঃ॥ ইত্যাদাবারভ্য, দুষ্কৃতস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততোভবতি মানুষঃ। অত্রাপ্র যক্ষ্মরোগেণ পীড়ামানস্তু দহ্যতে ইতি কর্ম্মবিপাকঃ॥

দারিদ্রতার কারণ ও দুষ্কৃত যথা ;——

পুরাবৃত্তং দারিদ্রস্য যেন প্রাপ্তমতঃ শৃণু। নৈমিষারণ্য সংস্থানে সুমিত্রোনাম বৈ দ্বিজঃ॥ অদাতা নিষ্ঠুরোজাতঃ সর্ব্বধর্ম্মস্য নিন্দকঃ। মহাধনো ন দেবাগ্নির্ব্রাহ্মণস্তোষিতঃ পুরা॥ আয়ুঃশেষে মৃতিং প্রাপ্য গৃহীতো যমকিঙ্করৈঃ। ইত্যাদাবারভ্য জন্ম প্রপদ্যচ॥ অকিঞ্চনত্বমাসাদ্য মহাক্লেশং চ বিন্দতি। অত্যর্থকদনং ভুঙ্‌ক্তে কদন্নমপি দুর্লভং॥ তস্য ভিক্ষাটনে নাপি জীবনং বসনং বিনা। ততশ্চিন্তাং সমাসাদ্য জাতো যত্রাঙ্গিরামুনিঃ ইতি কর্ম্মবিপাকঃ॥

আর ধনী হইয়াও অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক দুঃখ ভোগ করে ইহা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে সুকৃত ও দুষ্কৃতের সাঙ্কর্য্যের ফল ভোগ হয়। সাঙ্কর্য্যভোগের প্রমাণ যথোক্তং ;

নানাদানং ময়াদত্তং রত্নঞ্চ বিবিধঞ্চ যৎ। ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরাননঃ ইতি॥

আমি রত্ন দান করিয়া কাঞ্চনময় শরীর হইয়াছি ; আর কর্কশ বাক্য প্রয়োগহেতু আমার শূকরের ন্যায় আনন হইয়াছে। কুসুমাঞ্জলি নামক ন্যায়গ্রন্থে ভোগের কারণ অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) বলিয়াছেন, অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুক অদৃষ্ট জন্য ফল হয়, যথা ;

সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্ বৈচিত্র্যাদ্ বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাত্ম নিয়মাদ্ ভুক্তেরস্তিহেতুরলৌকিক ইতি॥

ঐ অলৌকিকহেতু অদৃষ্ট ; ঐ অদৃষ্ট উপযুক্তকালে সুকৃত দুষ্কৃতের ফল প্রদান করে। এইরূপ নানা-

বিধ প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য মধ্যে কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইবার কারণ স্ব স্ব কৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত ইতি॥

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তু কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষোভং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে। কর্ম্মসূত্রত্বাৎ বোধিতব্যং॥

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইহার কারণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট পরমেশ্বরের বৈষম্য নাই তথাচ কুসুমাঞ্জলিঃ। প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ভুক্তেরস্তিহেতুরলৌকিক ইতি॥ ইহার জন্যেই জন্মান্তর মানিতে হয়।

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিৎ ধনী কশ্চিৎ নির্ধনঃ কশ্চিৎ সুখী কশ্চিৎ দুঃখী অত্র পূর্ব্বজন্মকৃতএব হেতু। অত্র প্রমাণং। শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং। কর্ম্মজাগতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমা ইতি মনুবচনং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইহার কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। প্রমাণ সারস্বতে। তুলার্কে বহুলে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং মহেশ্বরীং। যথোপচারৈঃ সংপূজ্য মহানিশি নৃপোভবেৎ॥ নির্ধন ও দুঃখী হইবার প্রমাণ কর্ম্মবিপাকে। অদাতা নিষ্ঠুরোজাতঃ সর্ব্বধর্ম্মস্য নিন্দকঃ। মহাধনো ন দেবাগ্নিং ব্রাহ্মণং তোষিতঃ পুরা॥ আয়ুঃশেষে মৃতিং প্রাপ্য গৃহীতো যমকিঙ্করৈঃ। বদ্ধা পাশেন বৈ নীতো যত্রাস্তে ধর্ম্মরাট্ বিভুঃ॥ চিত্রগুপ্তেন তৎ পাপং বিস্তৃতঞ্চ যমাজ্ঞয়া। অসৌ মর্ত্তো মহাধোন হুতং দত্তং ন্ কস্য চিৎ॥ হাহাখ্যে নরকস্থায়ং যগাস্তত্র দ্বিজোগতঃ। এবং কালন্তু বিবিধং ভুক্ত্বা জন্ম প্রপদ্য চ॥ অকিঞ্চনত্বমাসাদ্য মহৎ কোশঞ্চ বিন্দতি॥ অধ্যাত্মরামায়ণে। সুখস্য দুঃখস্য ন কোপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোহপি লোকঃ॥ এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে।

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

ইহার কারণ প্রাক্তন কর্ম্ম। এতৎ প্রমাণং মীমাংসকোক্তির্যথা। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। ভয়ং দুঃখং সুখং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ইতি॥ কর্ম্মণঃ চিরধ্বস্তত্বাৎ অদৃষ্টদ্বারৈব ভোগাদি তথাচ চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা ইতি।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উৎপত্স্যমানানাং প্রাণিনাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতাদিজনিতোৎকর্ষানুৎকর্ষত্বস্য সৃষ্টিপ্রকরণীয় নিয়মাৎ অদৃষ্টদ্বারেণৈব কেষাঞ্চিৎ প্রাণিনাং ধনযোগঃ কেষাঞ্চিৎ তদভাব ইতি লোকে দৃশ্যতে। তথাচ মনুঃ। যস্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ অস্য কুল্লূকভট্টেন ব্যাখ্যাকৃতা যথা। স প্রজাপতি যং জাতিবিশেষং ব্যাঘ্রাদিকং যস্মাং ক্রিয়ায়াং হরিণমারণাদিকায়াং সৃষ্টাদৌ নিযুক্তবান্ সজাতিবিশেষঃ পুনঃ পুনরপি সৃজ্যমানঃ স্বকর্ম্মবশেন তদেবাচরিতবান্ এতেন প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ্যং প্রজাপতেরুত্তমাধমজাতিনির্ম্মাণং ন রাগদ্বেষাধীনমিতি দর্শিতং অত্র বোক্তং যথা কর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমমিতি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

যেন পুণ্যেন পাপেন চ সুখী দুঃখী চ। যথা ধ্রুবোপাখ্যানে ধ্রুবং প্রতি সুনীতিবাক্যং; রাজাসনং তথা ছত্রং বরাশ্বাবরবারণাঃ যস্য পুণ্যানি তস্মৈ তে ইত্যাদি।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্যমধ্যে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ধনী ও নির্ধনী হওয়ার কারণ এই কর্ম্মফলে। যথা মনুঃ; কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য-মধ্যে কেহ ধনী কেহ নির্ধনী কেহ সুখী কেহ দুঃখী, ইহার কারণ সুখ দুঃখ কর্ম্মবশগ মনুষ্য, অতএব সুখকর্ম্মবশগ ধনী এবং সুখী দুঃখকর্ম্মবশগ মনুষ্য নির্ধনী এবং দুঃখী। যথা যোগশাস্ত্রে। সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগোনরঃ যদ্যদ্যথাগতং তত্তদ্ভুক্ত্বা সুস্থমনাভবেৎ॥

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

সমাসতঃ উত্তর এই যে, ধনী হওনের প্রতি সোপায় অধ্যবসায় ও সুখের পক্ষে চিত্ত সন্তোষ কারণ হয়। আর আলস্য দ্বারা নির্ধনতা ও অসন্তুষ্টি হইতে দুঃখ উৎপাদিত হয়, কতকগুলিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রা ও রত্নাদি ধন নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ও তদ্বিনিময়ে সাংসারিক কতম বিলাস সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের মধ্যে যিনি কিছু অধিক পরিমাণে সেই ধন উপার্জ্জন করেন অথবা ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত হন, তাহাকে আমরা ধনী বলিয়া ব্যাখ্যা করি॥ এই ধনাগম পথ বহুবিধ প্রকারে আমাদের আবাস ভূমি এই ভূমণ্ডলে বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে, যথা বাণিজ্য, কৃষি কার্য্য, বস্ত্রালঙ্কারাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি। এই সকল কার্য্যে যে যত শ্রম স্বীকার করে তাহার তত অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইয়ুরোপখণ্ডে ৪ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মনুষ্য সকল অতি দীন ছিল॥ তৎকালে তাহারা বল্কল পরিধান ও একত্রাণ আদি যৎসামান্য বন্য ফল অশন করিত, ক্রমে ক্রমে তাহারা অধ্যবসায় সহকারে ধনো-

পায়ের নানা পথ বিচরণ করতঃ এক্ষণে অতুলৈশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য পরিশ্রমের বিরাম না থাকাতে উত্তরোত্তর ধনাগম বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে এই ভারত ভূমিতে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় যে সকল মহাধনুর্দ্ধর, ভূতিমান রাজচক্রবর্ত্তিগণ ও ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিলেন তাঁহারা কালবশে আলস্য পরায়ণ হওয়াতে তাঁহাদের ধনাদি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে॥ এখন দিন দিন দৈন্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে, যদ্যপি কখন কোন ব্যক্তি কোন ঘটনা বশতঃ দৈবাৎ অনায়াসে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হয় যেমন দত্তক পুত্র প্রভৃতি, তবে তাহা ঘটনার ফলই বলিতে হয়। যেমন নানা ব্যবসায়াবলম্বী ও নানা স্থান ভ্রমণ কারী লোক ঘটনাধীন কেহ প্রচুরার্থ ও কেহ বা কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত তদপেক্ষা ন্যূন প্রাপ্ত হয় কেহ বা কিছুই প্রাপ্ত হয় না তদ্বৎ দরিদ্রের পুত্র দত্তকাদিরূপে গৃহীত হইয়া যে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় তাহাও ঘটনাক্রমে হওয়া ভিন্ন আর নহে! এক জন কোন স্থানে হঠাৎ কোন নিধি প্রাপ্ত হইয়া ধনী হয় অন্যে তদ্রূপ না পায় কেন? ইহার উত্তর এই যে তাহাও ঘটনাধীন হইয়া থাকে॥ এইরূপ দৈব ঘটনা পূর্ব্ব জন্মের ফলায়ত্ব বলিলে কেবল গৌরব হইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রতিকার্য্যের নিমিত্তই পূর্ব্বা-দৃষ্ট মানিতে হয়। অদৃষ্ট ফলে সুখ দুঃখ ঘটনা হইয়া থাকে যাহা ধন ভাবাভাবে হইবার সম্ভাবনা নাহি, কেন না সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে পৃথিবীস্থ সকল লোককেই ধনী বলা যাইতে পারে॥ ধনী পদের বাচ্য হইবার নিমিত্ত কি পরিমাণ ধনাধিকারী হওয়া আবশ্যক তাহার ইয়ত্তা নাহি। এক মুদ্রা আয়শীল ব্যক্তির নিকট, দশাধিপতি জন যেমন ধনী, তেমনই দশাধিপ ব্যক্তি, সহস্র সঞ্চয়শীলের সন্নিধানে নিধন হয়েন॥ সহস্রী আর বার কোটীশ্বর সমীপে অতি দীন, এতাবতা পৃথিবীর সকলেই এক প্রকার ধনী। তদপেক্ষা অধিকধনেশ্বর হইতে হইলেই তদুপযোগিনী চেষ্টার অপেক্ষা করে॥ অর্থোপায়ের নানা পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, সকলেই যে এক উপায় অবলম্বন করিবে এমন সম্ভব নহে। এক জন যেরূপ যত্নে যে পরিমাণে ধন লাভ করে অপর ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে তদবস্থ হইয়া তত্তুল্য যত্ন করিলে তাহার লাভও অবশ্য তাদৃশ হইবে॥ যদি না হয় তবে তাহার উপযোগিতায় অথবা চেষ্টায় অবশ্য ব্যতিক্রম আছে স্বীকার করিতে হইবে॥

পাত্রত্ব সহকারে যে অধ্যবসায় কেবল তাহাতেই ধন সাধন হয়, নচেৎ হয় না। অতএব অগ্রে উপযোগিতা যাহাতে জন্মে তাহা সিদ্ধ করিয়া পরে যত্ন করিলে ধন বাঞ্ছা সফলা হয়; কোন ব্যক্তি যদি এদেশের গবর্ণর হইবার বাসনা করে অথচ ঐ পদ লাভার্থ যে পাত্রত্বের প্রয়োজন তাহা সাধন করিতে অক্ষম হয় তবে সে জীবন ব্যাপিয়া অধ্যবসায় করিলেও কোন ফল হইবে না॥ তবে কতকগুলিন ঘটনা এমন আছে যে তাহা সর্ব্বদা সকলের সম্বন্ধে ঘটে না, এক ব্যক্তি ভূগর্ব্ভে দৈবাৎ কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইলে অন্যের না পাওয়ার প্রতি, কারণ এই বলা যাইতে পারে যে সে কোন কারণে সেই দিকে গিয়াছিল না তজ্জন্য পায় নাহি। গেলে পাইতে পারিত; বিশেষ ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে যে সকলেই এক সময়ে এক স্থানে কি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া সমানার্থ পাইবে॥ কিম্বা সকলের সমান উদ্যোগ হইবে, যদি ধন লাভ চেষ্টার ফল না হয় তবে কাকতালীয় ন্যায়ে কেন সকলেই অর্থ লাভ না করে? পরন্তু অধ্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন তাহাই বা কেন আলস্য দ্বারা ক্ষয় পায়? পুনর্ব্বার ক্ষীণ দারিদ্র্য দশা হইতেই বা লোকে সামান্যতঃ কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হিতোপদেশকার যে, " উদ্যোগিনং

পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি” ইত্যাদি॥ “অন্যচ্চ বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি” ইত্যাদি। বলিয়াছেন তাহাই বলবান্॥

মনস্তুষ্টি সাধিতে যাহারা অপারগ তাহারাই দুঃখী আর তৎসাধকই সুখী। সুখ দুঃখ, ঐহিক ধন, বা স্বর্ণময় প্রাসাদ, অথবা স্যমন্তকাদি মণিখচিত পর্য্যঙ্ক উপভোগের উপরে নির্ভর করে না॥ বনস্থিত পর্ণকুটীরেও স্বচ্ছন্দ সুখ হইতে পারে, আর বার মহারম্য হর্ম্মেও অপরিসীম দুঃখ ঘটিবার সম্ভব আছে। যে অট্টালিকা ও রাজ্য ভোগ ও বহুভৃত্য সেবিত দেহ তদভাবি ব্যক্তি মহাসুখাস্পদ বোধ করেন তাহা তদ্ভোগী জনের অনেক স্থলে হলাহল সদৃশ বোধ হইয়াছে॥ তাহার প্রমাণ, সসাগরা পৃথীপতি মহারাজা প্রিয়ব্রত, রূপসনাতন, লালাবাবু প্রভৃতি। ইহাঁরা ঐশ্বর্য্যকে প্রকৃত সুখ নাশক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, বস্তুতঃ লোকে মনঃ শাসন করিতে পারিলেই সুখী ও তাহা না পারিলেই দুঃখী হয়, ইহার অপর কারণ নাহি, ধনে কি দারিদ্র্য সুখ কি দুঃখ ঘটাইতে পারে না॥

---

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য মধ্যে কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইহার কারণ অদৃষ্ট।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

০

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য মধ্যে কোপি ধনী কোপ্যধনী অস্তি তত্রায়ং হেতুঃ যদুত্তম বস্তুনাং দানপ্রসঙ্গোয়স্যাস্তি সধনী যস্যাদেয় বস্তুনাং দানপ্রসঙ্গেসোহধন এতৎ প্রমাণদ্বয়ে নাবগন্তব্যং। যথা দানপ্রসঙ্গেন ভবেৎ ধনাঢ্যো-ধনপ্রসঙ্গেন করোতি পুণ্যং॥ পুণ্যাদবশ্যং ত্রিদিবং প্রযাতি পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেবভোগী। অদত্তদানেন ভবেৎ দরিদ্রোদরিদ্রদোষেণ করোতি পাপং॥ পাপাদবশ্যং নরকং প্রযাতি পুনর্দরিদ্রঃ পুনরেব পাপী। ইতি কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রহ্মসংহিতায়াং॥

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

যুক্তিতে ঠিক নির্ণয় হয় না, যেমন বর্ষণকালে পতিত উত্তম ধাতু পাত্র ও গোময় প্রভৃতি যত সদসৎ বস্তু থাকে সকলেতেই বর্ষণ হয় এবং এক খণ্ড প্রস্তর হইতে কিয়দংশ দেবতা এবং কতক বা পাত্রাদি হইয়া থাকে, ইত্যাদি স্থলে যেমন কাহারও অদৃষ্ট স্বীকার করা যাইতে পারে না তদ্রূপ॥ ৩৪॥

---

[৩৫] প্রশ্ন। শাস্ত্রে আয়ুষ্কালের সংখ্যা নিরূপিত আছে, তবে যে কেহ বাল্যে কেহ পৌগণ্ড যৌবনাদিকালে মৃত হয়, ইহা কি তাহার কর্ম্ম ফল অথবা শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য জন্য এরূপ অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কিম্বা ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনু, পঞ্চমাধ্যায়ে। এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাং। কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥ ২॥ স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ। শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্যচ বর্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ ইত্যাদি বচনে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥

(২) পাবনা. চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

গর্ব্বেই বিনাশ হউক্ ইহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে কারণ তাহা হইলে তাঁহার দয়াময় নামে কলঙ্ক হয় এবং পক্ষপাত প্রকাশ পায় তবে কিনা ঈশ্বর কর্ম্মায়ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে তিনি ফল প্রদান করিয়া থাকেন অতএব স্ব স্ব কর্ম্ম জন্য দুরদৃষ্ট বশত ঈশ্বরেচ্ছায় শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য দ্বারা অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে আয়ু থাকিয়াও ঐ মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না। যথা স্মৃতিঃ বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ॥ যথাহবিকল বর্ত্ত্যাদিসত্ত্বেপি চণ্ডবাতাদিনা দীপনাশস্তথা সত্যপ্যায়ুষি অশুভকর্ম্মবশাৎ নৌদুর্গবর্ত্ত্যাপথ্যাদিনা প্রাণনাশ ইতি॥

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তু তেষাং কর্ম্মফলমেব কারণং যথোক্তং নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালোনজীবতি। কিঞ্চ মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে॥ অদ্যবাব্দশতান্তেবা মৃত্যুর্বৈপ্রাণিনাং ধ্রুবঃ ইত্যাদি॥

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর.

"শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" এই শ্রুতিতে পুরুষের শত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আদি পুরুষের জানিতে হইবে। তাঁহার পরমায়ু ক্ষয়ে, তদন্তর্ভূত সমস্ত জগতেরও আয়ুঃক্ষয় সাধিত হইবে, সমুদ্রে যেমন সহস্র সহস্র বুদ্বুদ স্থিতি করিতেছে তাহাদের সকলের স্থিতিকাল সমান নহে॥ কিন্তু সমুদ্রের স্থিতি নাশ হইলে সকলেই নষ্ট হইবে, সেইরূপ মহাপ্রলয়ে পুরুষের শতায়ুঃ ফুরাইলে সকলের আয়ু ফুরাইবে। আর শাস্ত্রে ইহাও আছে, দেব পরিমাণে দেবতাদের, মনুষ্য পরিমাণে মানবদিগের শতবর্ষ পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ পরিমাণ বলিয়া জানিতে হইবে॥ লোকে সকলেই দীর্ঘজীবী

হইতে ইচ্ছা করে, তজ্জন্য সকলেই শারীরিক নিয়মপালন করিতেছে। কেহ নিয়মিত চলিয়া সিদ্ধকাম হইতেছে, কেহ সাবধানে থাকিয়া অনির্দ্দেশ্য কারণে ভগ্ন নিয়ম হইয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেছে না॥ ফলতঃ শারীরিক নিয়ম রক্ষা করিলে যে পরমায়ুঃ বৃদ্ধি রাখে তাহাও ঐশ্বরিক নিয়ম, নতুবা জীবন-কালের স্থিরতা রাখিলে মানব নিয়ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জগতের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিত। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সংসারের বৈচিত্র্য মধ্যেও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত থাকে, ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক আহার বিহারাদি দ্বারা দেব ভাবাপন্ন হইলে ইহ জীবনেই দেব পরমায়ুর কিয়দংশ ভোগ করা যায়, অথবা অকাল মৃত্যু বশতঃ যে পরমায়ু অবশিষ্ট থাকে তাহা পুনঃ পুণ্য ফলে পর জন্মেও লাভ হয়। ইত্যাদি বিবিধ কারণ বশতঃ হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও সাধারণ্যে প্রতিজন্মে শতায়ু ভোগ হয় ইতি॥

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

যস্মিন্‌শাস্ত্রে আয়ুষ্কালস্য সংখ্যানিরূপিতা তস্মিন্‌শাস্ত্রে গ্রহবৈগুণ্যাৎ প্রাক্তনকর্ম্মফলাৎ অত্যুৎকট পাপাচরণাৎ বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত শারীরিক নিয়ম বৈলক্ষণ্যাৎ তত্তৎকালং প্রাপ্য অকাল মৃত্যুর্ভবতি এতদপি ঈশ্বরাভিপ্রেতং তাবদ্বিভো তন্নুভূতাং তদপেক্ষিতানাং।
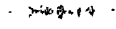
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

মনুষ্য যে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মরিয়া থাকে তাহার কারণ পূর্ব্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃত এবং অপথ্য সেবা সাভায় স্নানাব্যাসন যুদ্ধগমনাদি নিষিদ্ধাচরণ সুতরাং ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনই বস্তুতঃ একে নিবিষ্ট হয়।
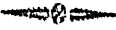
(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

নিয়মশালী পুরুষো যথায়ুর্ভুংক্তে। ন যথেষ্টাচারীতি পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণামেবায়ুর্বানামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদাদ্দ্বমুনিপ্রবাদ ইতি আয়ুর্ব্বেদ বচনাৎ। কেচিৎ কর্ম্ম ফলবশাদল্পায়ুষশ্চ জায়ন্তে॥ কেচিৎ পুরুষা আয়ুঃ সত্ত্বেপিনাশং গতবন্তঃ। বর্ত্তাধারঃ স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতির্বিক্রিয়াপিচ দ্রষ্টব্যা অকালে প্রাণসংশয়ঃ ইত্যাদি বচনাৎ শুদ্ধিতত্ত্বে বহুধা বিসৃষ্টং॥

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য জন্য অকাল মৃত্যু ঘটনা হয়।

বর্ত্তাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয় ইতি মলমাস তত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ যথাহবিকল বর্ত্ত্যাদিসত্ত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশস্তথাসত্যপ্যায়ুষি অশুভ কর্ম্মবশান্নৌদুর্গবন্ধ যুদ্ধ কুপথ্যসেবিত্বাদিনাপি প্রাণনাশ ইতি। কুপথ্যসেবিত্বাদি নেত্যত্রাদিপদেন শারীরিক নিয়ম বৈপরীত্যমপি লক্ষ্যতে তেনাপি প্রাণনাশঃ নত্বীশ্বরাভিপ্রেতঃ॥ ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণীতি প্রাগুক্ত বচনাৎ। অত্রাশুভকর্ম্মবশাদিতি যদুক্তং তন্নযুক্তং প্রাগুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অশুভাদি পদালাভাৎ অতএব প্রাগুক্ত শাতাতপ বচনে কেবল দোষ জন্য রোগস্থলে কর্ম্মণোহহেতুত্বাৎ তাদৃশ রোগ জন্য

মরণস্থলেঽপি অদৃষ্টস্যাহেতুত্বলাভঃ। এবঞ্চ দৈবং ন তৎস্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যান্নমোচয়েদ্যঃ সমুপেত মৃত্যুমিতি বচন সঙ্গতিঃ এবং দাবাগ্নি প্রভৃত্যা শুষ্কতৃণকাষ্ঠাদি দাহে যথা কস্যাদৃষ্টং নোহেতুস্তথাঽত্রাপি অতএব স্বভাবাদি জন্য কর্ম্মস্থলে নাদৃষ্টকল্পনাপেক্ষা দৃষ্ট কারণ সত্ত্বেঽপ্যদৃষ্টকল্পনায়া অন্যায্যত্বাদিতি সুধীভির্ভাব্যং॥

জগদীশ্বর যেহেতু অসঙ্গ এবং গুণাতীত তখন জগদীশ্বরাভিপ্রায় বশতঃ যে সকল কার্য্য হয় তাহা নিষ্পন্ন হয় না এবং দাবাগ্নি প্রভৃতি দ্বারা শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠাদি নাশ স্থলে যেরূপ কোন ব্যক্তিরই অদৃষ্টই কারণ দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ এস্থলেও প্রাক্তন কর্ম্মের কারণতা স্বীকার করার কোন আবশ্যক নাই এবং শাস্ত্রকারগণ যখন কেবল শারীরিক নিয়মের বৈপরীত্যাদি জন্য রোগ স্বীকার করিয়াছেন তখন তদ্দ্বারায় মৃত্যুর প্রতিও তাহাই কারণ হইতে পারে সে স্থলে অদৃষ্ট কারণের কিছুই অপেক্ষা নাই॥

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বেদানামনভ্যাসেন কর্ম্মণঃ কলেশ্চ দোষেনাকালমৃত্যুর্জায়তে সোপীশ্বরাভিপ্রায়ং বিনা ন ভবতি কদাচিচ্ছারীরিকধর্ম্মোপি তত্র মিলতীতি।

প্রমাণং। অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতীতি মনু পঞ্চমাধ্যায়॥ কেন কর্ম্মবিপাকেন পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভক ইতি। দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ। গুর্বিনীং নানু গচ্ছন্তি কথং মৃত্যুবশংগতা ইতি॥ পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ। ত্রিংশদ্বিংশতি বর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাং। ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া। কালেন বলিনা রাজন্নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্ব্বলং স্মৃতিরিতি শ্রীভাগবতং॥ দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু শতমেকং কলৌ স্মৃতং। তত্রাপি চ স্থিতির্নাস্তি কলৌ ব্রাহ্মণসত্তম॥ গর্ব্ভস্থাশ্চাপি ম্রিয়ন্তে তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ ইতি পদ্মপুরাণৈকশতাধিকত্রিংশাধ্যায়ঃ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

অকালমরণস্যাপি স্বকর্ম্মৈব হেতুঃ, অতোঽকালমরণমীশ্বরাভিপ্রেতং, ঈশ্বরস্য কর্ম্মফলদাতৃত্বাৎ। শারীরিকনিয়মলঙ্ঘনমপি কর্ম্মানুসারেণৈব ঘটতে ইতি॥ প্রমাণং কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ইত্যাদি শ্রীভাগবতে, অধর্ম্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণামিত্যাদি মনুঃ। দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্ম্মসমুদ্ভব ইতি অধ্যাত্ম রামায়ণে॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মফলাৎ আয়ুষঃ ক্ষয়োভূত্বা বাল্যাদিকালে মৃতোভবতি। মহাভারত। গর্ব্ভস্থো বা প্রসূতো বা প্যথ বা দিবসান্তরঃ। অর্দ্ধমাসগতোবাপি মাসমাত্রগতোপিবা॥ সংবৎসরগতোবাপি দ্বিসংবৎসর এববা যৌবনস্থোঽথমধ্যস্থো বৃদ্ধোবাপি বিপদ্যতে। প্রাক্‌কর্ম্মভিস্তু ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ এবং সাংসর্গিকে লোকে কিমর্থ মনুতপ্যসে ইত্যুক্তং॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে আয়ুর সংখ্যা নিরূপিত আছে সত্য কিন্তু পথ্যভোজী অর্থাৎ যথাবৎ শারীরিক নিয়ম রক্ষাকারী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক যে সকল লোক তাহারাই প্রকৃত নিরূপিত আয়ু প্রাপ্ত হয়। তাহা সারাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। যথা 'পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং। এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদাবৃদ্ধ মনুপ্রবাদঃ॥' অর্থাৎ 'পথ্যভোজী, শীলবান্ অর্থাৎ ধার্ম্মিক, সদ্বৃত্তিশালী ও জিতেন্দ্রিয় এতাদৃশ ব্যক্তি সকলের পরিমিত পরমায়ু লাভ হয়, এই কথা বৃদ্ধ মনু কহিয়াছেন'। যাহারা কুপথ্য সেবাদি অনিয়মিত কার্য্য করে তাহাদের অকাল মৃত্যু হয়; ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কহিয়াছেন। যথা 'বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ॥ বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ॥' অর্থাৎ 'যেরূপ প্রদীপে অবিকলবর্ত্তি ও তৈলসত্ত্বে দীপ প্রজ্বলিত থাকে, প্রচণ্ড পবনাদি দ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়, এইরূপ শারীরিক নিয়ম রক্ষা না করিলেও অকালে প্রাণ হানি হয়। অনিয়মিত কালে মৃত্যুবিষয়ে যাহা লিখিত হইল, ইহাই আমার যুক্তিসিদ্ধ, ইহা কর্ম্মফল অথবা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় জন্য নহে।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

অকালমৃত্যুপ্রভৃতি সকলই কর্ম্মফল। শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্যও কর্ম্মফল বিশেষ। প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম্মফল বিশেষ বিশেষ, তন্মধ্যে শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য প্রধানতঃ শেষোক্তের অন্তর্গত। মনুষ্য যদি জীবন্মুক্তও হন তথাপি ঐ প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। তাহা কেবল ভোগেতে ক্ষয় হয়, কিন্তু জীবন্মুক্তি অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মান উভয় প্রকার কর্ম্মফল ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অশুভকর্ম্মজন্য শারীরিক নিয়ম বৈলক্ষণ্যেন অকালমৃত্যুর্ভবতি। পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়ানাং এবম্বিধানাং ইদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ মলমাসধৃতবচনাৎ। বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈব অকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ অস্যার্থ যথা অবিকলবর্ত্ত্যাদি সত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপস্য নাশঃ তথা সত্যপায়ুষি অশুভকর্ম্মবশান্নৌদ্ভূগবস্ত্ৰ কুপথ্যসেবিত্বাদিনা প্রাণনাশঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্য স্মার্ত্তব্যাখ্যানাৎ। যথাশাস্ত্রবিনির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ। ন সমং যাতি যো ব্যাধিঃ সজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ ইতি আয়ুর্ব্বেদবচনাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে আয়ুষ্কালস্য যা সংখ্যা নিরূপিতা সা প্রায়িকাভিপ্রায়েণ। বস্তুতস্তু শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনেন কর্ম্মদোষেণ দেশকালানুসারেণ চ জীবিতকালস্য তারতম্যং অর্থাৎ অকালমরণাদিকং জায়তে॥ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ তৎসর্ব্বং নাবিদিতমস্তি॥ প্রমাণং যথা। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম। ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং॥ অপিচ মনুসংহিতায়াং বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্ত্যানামাশিষশ্চৈব

কর্ম্মণাং॥ ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং। অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে॥ অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইত্যাদি বেদোক্তমায়ুঃ কর্ম্মণাঞ্চ কাম্যানাং ফলবিষয়াপ্রার্থনা ব্রাহ্মণাদীনাঞ্চ শাপানুগ্রহক্ষয়ত্বাদিপ্রভাবা যুগানুরূপেণ ফলন্তি অতঃ শারীরিকং কর্ম্মাদিকং জীবিতকালস্য তারতম্যে কারণমিতি॥

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে যে আয়ুষ্কালের সংখ্যা নিরূপিত আছে, তাহা প্রায় সম্ভাবনাহেতু, বাস্তবিক শারীরিক অনিয়ম বা কর্ম্মদোষ, দেশ কি কাল অনুসারে পরমায়ুর তারতম্য হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞহেতু এই সকল বিষয় তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। প্রমাণ যথা। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম। ত্রয়মেতৎ মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং॥ পরমায়ুর তারতম্যের কারণ মনু লিখিয়াছেন যথা। বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্ত্যানাং আশিষশ্চৈব কর্ম্মণাং। ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং। অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শারীরিক কর্ম্মাদি পরমায়ুর তারতম্যের কারণ।

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

শতায়ুর্বৈপুরুষ ইত্যাদ্যাগমেন শতবর্ষমায়ুব্যক্তং তস্য হ্রাসবৃদ্ধীবর্ত্তেতে তথাহি আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ কট্ব্অম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ জাতয়ামং গতরসং পূতিপর্য্যুসিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥ ইতি গীতোপনিষদি নিয়তসাত্ত্বিকাহারং কুর্ব্বাণস্যায়ুর্বৃদ্ধেরুক্তত্বাৎ তত্রৈব যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য চৈব হি। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥ ইত্যনেন পরিমিতাহারব্যায়ামনিদ্রাদিকরণশীলস্যায়ুর্বৃদ্ধ্যা যোগসাধনস্য উক্তত্বাৎ তত্তন্নিয়মাকারিণাং ন্যূন কালেপি মৃত্যুরীশ্বরাভিপ্রেত এব বালকস্য তু মাতুরাহার বৈগুণ্যেন বৈগুণ্যং বোধ্যং॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মন্বাদ্যুক্তশাস্ত্রে আয়ুষ্কাল সংখ্যা নিরূপিতা কিন্তু এতন্ন্যূনকালে যস্য মরণং ভবেৎ তদশুভবশাদেব এতদূর্দ্ধকালে যস্য জীবনং এতচ্ছুভকর্ম্মবশাৎ এতৎ প্রমাণদ্বয়েনাবগন্তব্যং যথা বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ ইতি স্মার্ত্তস্তু এতদর্থং ব্যাচক্রার যথাচাবিকলবর্ত্ত্যাদিসত্ত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশঃ তথা সত্যপ্যায়ুষি নৌদুর্গবস্য যুদ্ধাপথ্যসেবিত্বাদিনা প্রাণনাশ ইত্যাদি। গচ্ছং স্তিষ্ঠং সদাকালং আয়ুধীকরণং পরং সর্ব্বকাল প্রয়োগেন সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ইত্যুত্তর গীতায়াং ইতি বহুতর প্রমাণানি সন্তি বাহুল্যবশান্ন লিখিতানি॥

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অদৃষ্টসহকারেণ পরমেশ্বরোঽকাল মৃত্যুং করোতি। অত্র প্রমাণং ৪ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকঃ॥ আয়ুষোঽপচয়মিত্যাদি অত্র চ অকালমৃত্যুং কালমৃত্যোরপি রক্ষাং করোতি ইতি স্বামিব্যাখ্যা এতদ্বিচারিতঞ্চ মলমাসতত্ত্বে রোগদানাদি প্রকরণে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্মফল। যাহার এই শরীরের আরম্ভক যেমন অদৃষ্ট তাহারা তদনুসারে কর্ম্মভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় পরমায়ুর নিয়ম যদ্যপি শত বৎসর পরিমাণ নিরূপিত আছে॥ পরন্তু যে ব্যক্তি যত দিন বাঁচে তাহার ততই পরমায়ু বলিতে হইবে, অকাল মৃত্যু নাই কালেই মৃত্যু হইয়া থাকে। পরমেশ্বর ফলপ্রদাতা যত দিন এই শরীরের আরম্ভক তাহার অদৃষ্ট থাকিবে তত দিন ঈশ্বর তাহাকে ইহ শরীরে কর্ম্মভোগ দিবেন॥ যদ্যপি অকাল মৃত্যু বলিয়া পুরাণাদিতে লিখিত আছে, প্রদীপের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা প্রাণনাশের নাম নহে। কিন্তু অপমানাদি জন্য মনঃপীড়ার নামই অকাল মৃত্যু বলিতে হইবে॥ আমাদের প্রদীপ তুল্য প্রাণ নহে কিন্তু আত্মা, কর্ম্মভোগ না হইলে আত্মা দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয় না, যদ্যপি যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে বহুতর প্রাণি নষ্ট হইয়া থাকে। তাহা তাহাদের কর্ম্মভোগ বলিতে হইবে, *যেহেতু কর্ম্মভোগ তিন প্রকার ইচ্ছা পূর্ব্বক অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরেচ্ছা পূর্ব্বক যুদ্ধ বিগ্রহাদির স্থলে পরেচ্ছা বলিতে হইবে। যথা (সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি॥ নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদিত্যাদি) ইহার বিস্তার অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরাদিগকে বিস্তাররূপে কহিয়াছেন এবং জনমেজয়ের সর্প যুদ্ধের পর পরিক্ষিত রাজার মৃত্যুর বিষয়ে প্রারব্ধ বিনা মৃত্যু নাই। ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥ মৃত্যুর সাধ্য নাই অকালে প্রাণি নাশ করে॥ কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের অভিপ্রেতমাত্র॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্ম অদৃষ্ট। যুক্তি ইহাতেও বুদ্ধির প্রবেশাধিকার নিতান্ত অল্প তবে যাহার যাহা বিশ্বাস তাহাই ভাল আমি বলি সময় হইলেই মৃত্যু হয়।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

বেদোক্ত নিয়মাচারী পুণ্যবান যে ব্যক্তি তাহার অকাল মৃত্যু নাই। যথেচ্ছাচারীদিগের অকাল মরণ আছে, ভারত সাবিত্রী॥

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কলিকালে আয়ুষ্কালের ঊর্দ্ধ সংখ্যা একশত বিংশতি বৎসর শাস্ত্রোক্ত আছে কিন্তু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে

উক্ত কালের ন্যূন কালেও লোক কাল প্রাপ্ত হয় সে ঈশ্বর নিরূপিত আয়ুষ্কাল বলিতে হইবে। প্রমাণং নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ক্ষুন্নঃ কুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ইতি।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

উভয়ে শারীরিক নিয়ম বৈলক্ষণ্য কর্ম্মফলে স্বীকর্ত্তব্য। তথাহি দানধর্ম্মে উমাং প্রতি শিব বাক্যং॥ পাপেন কর্ম্মণা দেবি বদ্ধোহিংসারতির্নরঃ। অপ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে॥ তেনাস্তিকা নি-ষ্ক্রিয়াশ্চ গুরুশাস্ত্র বিলঙ্ঘিনঃ। অধর্ম্মজ্ঞা দুরাচারাস্তেভবন্তি গতায়ুষঃ। বিশীলাভিন্ন মর্য্যাদানিত্যং সংকীর্ণমৈথুনাঃ॥ অল্পায়ুষোভবন্তীত্যাদি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্ম বচনং। তথাহি আচারাৎ লভতে-হ্যায়ুরাচারাল্লভতেশ্রিয়ং॥ আচারাৎ কীর্ত্তিমাপ্নোতি পুরুষঃ প্রেত্যচেহ চ। শ্রদ্দধানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতীত্যাদি॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

আয়ুষঃ পরিমাণন্তু বিংশত্যাসহিতং শতং। কলিকালেনৃণামুর্দ্ধ সংখ্যেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥ এতৎ-কাল ন্যূনকালোপ্যায়ুষ্কালো নিরূপিতঃ। নৃণাং কর্ম্মানুসারেণ জগৎকর্ত্রাসিসৃক্ষুণা॥ কোবাবালে তথা কোবাবার্দ্ধকে কোপি যৌবনে। ম্রিয়তে দৃশ্যতে যত্তুতেষামায়ুস্তদেবাহি॥ কিন্তু পথ্যাশিনাং শীলবতাং সৎকর্ম্মকারিণাং। জিতেন্দ্রিয়াণামেবেদমায়ুরীশ্বর কল্পিতং॥ এবং সৎকর্ম্মহীনানাং সদৈবাপথ্যকারিণাং॥ আয়ুঃ সত্ত্বেপিমরণং দুর্গবর্ত্মাদিগামিনাং॥

প্রমাণং। পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সৎকর্ম্মভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবং বিধানামিদমায়ুর ত্র চিন্ত্যং সদাবৃদ্ধমুনিপ্রবাদ ইতি স্মৃতিঃ। যথা অবিকলবর্ত্ত্যাদি সত্ত্বে প্রচণ্ড বাত্যাদিনা দীপনাশঃ তথা সত্যপ্যায়ুষি নৌবর্ত্ম দুর্গকুপথ্য সেবিত্বাদিনা প্রাণনাশঃ ইতি প্রাচীনগ্রন্থকর্ত্তৃসযুক্তিক বাক্যঞ্চ॥ যত্তু নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি। ক্ষুন্নঃ কুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতীতিবচনং তৎ জিতেন্দ্রিয়াণাং সৎকর্ম্মকারিণাং পথ্যাশিনাং ঈশ্বর নিয়মিত আয়ুষ্কাল মধ্যে কেনাপ্যুপদ্রবেণ মরণং নভ-বেদিতিবোধকং নতু অনিয়মস্থায়িনামজিতেন্দ্রিয়াণামায়ুষ্কাল মধ্যে মরণাভাববোধকং। কুপথ্যাশনাদি কর্ম্মণামায়ুর্নাশকত্বেন শাস্ত্রাভিহিতত্বাৎ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তৎ শরীরিণাং নিয়মিত জীবিত কালমুন্নত্যাবিনাশং প্রথমোক্তং কর্ম্ম জন্যাদৃষ্ট মেবকারণং শারী-রিক নিয়মবৈলক্ষণ্যঞ্চ তত্তৎ কর্ম্ম জন্যাদৃষ্টেনৈব জায়ত ইতি॥

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শতায়ুর্বৈপুরুষ ইতি কুল্লূকভট্ট ধৃতশ্রুত্যা আয়ুঃ সংখ্যায়া অবধারিতত্বেন বাল্যপৌগণ্ডযৌবনেষু মৃত্যুর্যঃ সোহশুভ কর্ম্মফলবশাৎ বা শারীরিকনিয়মাৎ ভবতি। অর্থাদ্যস্য শারীরিকার্থনিয়মোনাস্তি তস্যাশুভ

কর্ম্মফলবশাদেব মৃত্যুরিত্যনুমানং যস্য শারীরিকাদ্যনিয়মোঽস্তি তস্য শারীরিকাদ্যনিয়মাদেব মৃত্যুরিত্যনুমানং ॥

অত্র প্রমাণং পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবম্বিধানামিদমায়ুরত্রচিন্ত্যং সদাবৃদ্ধ মুনিপ্রবাদঃ। ইতি সারাবলী, বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ॥ বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয় ইতি যাজ্ঞবল্কবচনং। যথা চাবিকলবর্ত্ত্যাদিসত্ত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশস্তথাসত্যপ্যায়ুষি অশুভকর্ম্মবশান্নৌতুর্গ যুদ্ধাপথ্যসেবিত্বাদিনা প্রাণনাশ ইতি স্মার্ত্তসন্দর্ভঃ॥

তেন সারাবলী বচনে এবম্বিধানামিদমায়ুরত্রেতি শ্রুতেঃ যাজ্ঞবল্ক্যবচনেঽকাল প্রাণ সংক্ষয় ইতি শ্রুতেঃ এতদর্থ প্রকাশক স্মার্ত্ত লিখন মধ্যে অশুভ কর্ম্মবশাদিত্যাদিহেতু শ্রুতেশ্চ তত্তৎ কারণাদেব তত্তৎ কালে মৃত্যুরিতি প্রতীয়তে। নচ বাল্যাদৌ কারণং প্রতি ঈশ্বরাভিপ্রায়োহেতুরিতিবাচ্যং তথা সতি সর্ব্বেষামেব বাল্যাদৌ মৃত্যুঃ স্যাৎ এবং ঈশ্বরাভিপ্রেত শ্রুত্যাদি প্রতিপন্ন শতবর্ষায়ুঃ সংখ্যা নিয়মস্য বৈয়র্থ্যং স্যাচ্চেতি ॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবনকালের সংখ্যা স্থির থাকিলেও যে অকাল মৃত্যু হয় সে পাপের বলে হয় কারণ আত্মনাথাল্পপুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতি পাপিনাং এই বচনে স্মার্ত্ত উপসংহার করিয়াছেন যে যস্য দীর্ঘ জীবনজনকং বলবৎ পুণ্যমস্তী তেন তন্মরণাভিমুখমপি দুষ্কর্ম্ম প্রতিহন্যতে তৎপ্রতিহতং যত্র তৎপুত্রাদেঃ তৎপ্রতিঘাতকং পুণ্যং নাস্তি প্রভুত তদনুগুণমেব পাপমস্তি এই বাক্যে দুষ্কর্ম্মাংশে বিশেষণ পর্য্যালোচনা করিলেই কর্ম্মের ফল অকাল মৃত্যু বোধ হয় ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

"শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" এই শ্রুতি অনুসারে আয়ুষ্কালের সংখ্যা যে নিরূপিত আছে, উহা সাধারণের পক্ষে নয়, যাঁহাদিগের অভিজ্ঞতম জনক জননী হইতে জন্ম, বিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি গুণগ্রাম থাকে ও আয়ুঃক্ষয়কারী প্রবল দুরদৃষ্টাদি নাই; তাঁহাদিগেরই উহা বলিতে হয়। অথবা শাস্ত্রীয় আয়ুঃসত্ত্বেও প্রবল ঝটিকার সময়ে নৌকাযোগে মহানদী পারাদি অনুচিত অনুষ্ঠান করিলে প্রাণনাশ হয়। প্রমাণ, মলমাস তত্ত্বে ‘। সারাবল্যাং পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং। জিজীবিষুণামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ॥ যথা অবিকল বর্ত্ত্যাদি সত্ত্বেপি প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশ স্তথা সত্যপ্যায়ুষি অশুভকর্ম্মবশাৎ নৌদুর্গবত্ম যুদ্ধাপথ্যসেবিত্বাসাধুত্বাদিনা প্রাণনাশ ইতি" বৈদ্যকে ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমানগর্ব্ভংকুক্ষিস্থঃ স বিদপ্যতে॥ জাতোবা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ॥

আধুনিক অধিকাংশ লোক (জনকের অজ্ঞতা নিবন্ধন) চতুর্থ দিনাদি নিকৃষ্টকাল প্রভৃতিতে উৎপাদিত হয় উহাও অল্পায়ুর হেতু. যথা নির্ণয়সিন্ধৌ "ব্যাসঃ রাত্রৌ চতুর্থ্যাং পুত্রস্যাদল্পায়ুর্ধনবর্জ্জিতঃ"

ইত্যাদি। আহ্নিকতত্ত্বে "চতুর্থ্যাং রাত্রৌ জাতস্যাপ্রশস্তত্বমাহাপস্তম্বঃ চতুর্থী প্রভৃতি উত্তরোত্তরং প্রজানিঃশ্রেয়সার্থামিতি"॥ কেবল যে নিয়মিত আয়ুর হ্রাসই হয় একপ নয়, অধিক আয়ুঃ সাধন উপায় থাকিলে তদপেক্ষায় বৃদ্ধিও হইয়া থাকে যথা "অধিকায়ুঃ প্রবর্ত্তক ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোপি ভবন্তি তেন দশবর্ষ সহস্রাণি রামোরাজ্যমকারয়দিত্যাদ্যবিরোধঃ" মন্বর্থ মুক্তাবলী। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেও আয়ুঃক্ষয় হয়, প্রমাণ, ধৃতরাষ্ট্রি, নিজের পুত্র সকল অল্পায়ু হইল কেন? এইরূপ আপত্তিস্থলে ভারত সাবিত্রীতে বলিয়াছেন যে "দিবাশয়া ন মে পুত্র ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ। গুর্বিণীং নানুসেবন্তে নস্পৃশন্তি রজস্বলাম্" ইত্যাদি। কথিত সারাবলী বচন স্বরসেও উহা প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু তাদৃশ ঘটনা পরম্পরাতেও ("অশুভকর্ম্মবশাৎ" এইরূপ, কথিত মলমাসতত্ত্ব লিখন স্বরসে) স্বকীয় কলুষকলাপ যোগ থাকায় সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও যে উহা অভিমত তাহাতে সংশয় নাই॥

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে যুগভেদে আয়ুষ্কালের সংখ্যা নিরূপিত থাকায় তবে যে কেহ বাল্যে কেহ বা পৌগণ্ডে অথবা যুগাদিকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে সে কেবল তাহাদের প্রাক্তনীয় কর্ম্মফল কারণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কারণ উপলব্ধি হয় না, শারীরিক বৈলক্ষণ্যও কর্ম্ম জন্য বলিতে হইবে ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে পারা যায় না, কর্ম্ম দ্বারা এইরূপ ঘটিয়া থাকে ইহা নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা ফলিত হইতেছে ইতি।

প্রমাণং যথা কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যত ইতি ভাগবতে॥

তন্ত্রমতে জীবের বাল্য পৌগণ্ডাদিকালে অর্থাৎ নিরূপিত আয়ুর বৈষম্যকালে যে অকাল মৃত্যু ঘটিত হয় ইহার বচনার্থে ফলিত হইতেছে যে জীবগণ যৎসংখ্যক হংস এই মন্ত্র জপের অঙ্গীকৃত হইয়া কর্ম্মভূমিতে সম্ভূত হয় তৎপরিমিত আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাই নিম্ন লিখিত বচন দ্বারা ঘটিত হইতেছে কিন্তু কর্ম্মফলকেই কারণ বলিতে হইবে ইতি।

বচনং যথা যদ্‌যৎ প্রতিশ্রুতং পুংসা হংসমন্ত্র জপস্যচ। তত্তদায়ুর্ভবেত্তস্য হংসমন্ত্র জপক্রমাদিতি॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে আয়ুষ্কালের সংখ্যা নিরূপিত আছে, তবে যে কেহ কেহ বাল্য যৌবনাদিকালে মৃত হয়, ইহা তাহার কর্ম্মফল বটে, তাহার কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট, শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়া একপ অকালমৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। আর শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য করণও এক প্রকার কর্ম্ম, অতএব শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য জন্য অকালমৃত্যু ঘটিলে তাহাকেও কর্ম্মফল বলা যাইতে পারে, কর্ম্মফল জন্য ফলপ্রদান অবশ্যই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। যথোক্তং কর্ম্মবিপাকে॥ বাতপিত্তাদিভির্দোষৈর্যদুৎপন্নং প্রশাম্যতি। অগদেন সুবৈদ্যেন কর্ম্মজং নোপশাম্যতি॥

ব্যাধির্যথা গদবিথগুনভেষজাদৌর্দোষা ন যান্তি শমনং সুকৃতপ্রয়াসৈঃ। তৎপূর্ব্বকর্ম্মজনিতং তু বিমৃষ্য সম্যক্ ইতি চ॥ ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কর্ম্মজন্য পীড়া ঔষধ এবং সুবৈদ্য দ্বারাও উপশান্ত না হইয়া অকালমৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। যে স্থলে সর্পদংশন ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অকালমৃত্যু ঘটে, সে স্থলে শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য কিছুই দেখা যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ। সে স্থলে অবশ্যই কর্ম্মফলের অনুমান করিতে হইবে, "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিতি বচনাৎ" যদি কেহ এইরূপ কোটি করেন যে, মৃত্যু হইলে তাহার যন্ত্রণার শেষ হইয়া গেল, পাপের ফল কি পাইল? তদুত্তর এই যে, অকালমৃত্যু জন্য যন্ত্রণা, যম যন্ত্রণা ও শীঘ্র গর্ব্ভগ্রহণ যন্ত্রণা ইত্যাদি দ্বারা তাহার যন্ত্রণার আধিক্যই হইতেছে। অদৃষ্ট জন্য রোগোৎপত্তির বিষয় চরকাদি বৈদ্যকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; যক্ষ্মরোগোৎপত্তৌ যথা।

যক্ষ্মিণাং ঘুণকেশানাং তৃণানাং পতনানি চ। প্রয়োহন্নপানে কেশানাং নখানামতিবর্দ্ধনং॥ ন চ তদপি দোষজং দোষাদেস্তৃণাদিভিরসম্বন্ধাৎ অসম্বন্ধস্য ভাবস্য তৃণকারণত্বেনাদৃষ্টত্বাৎ॥ ইতি নিদানব্যাখ্যায়াং রক্ষিতঃ॥ অধর্ম্মস্য চ রোগহেতোরত্রৈবান্তর্ভাব ইতি ভট্টারহরিচন্দ্রঃ, তস্যাপি কালান্তরপরিণতস্য দুঃখকর্ত্তৃত্বাৎ, রোগকারত্বেনাধর্ম্মস্য সর্ব্বথা সিদ্ধত্বাৎ ইতি চ নিদানব্যাখ্যায়াং রক্ষিতঃ॥ অতএব অকালমৃত্যু তাহার কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের ফল ও শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্যরূপ কর্ম্মফল অথবা সংক্ষেপে অকালমৃত্যু তাহার কর্ম্মফল এবং তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উত্তমাধমকর্ম্মবশাৎ অকাল মৃত্যুর্ভবেৎ

---

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

কর্ম্ম জন্য দুরদৃষ্ট এবং শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্যাদি বশত বাল্যাবস্থাতে মৃত্যু হয়। যথা সদ্বৃত্তভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং পথ্যাশিনাং শীলবতাং জনানাং এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র জ্ঞেয়ং সদা বৃদ্ধ মুনি প্রবাহঃ॥

---
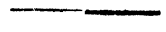
(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সত্যপি আয়ুষি বাল্যাদৌ যৎমরণং তৎশারীরিকানিয়মবশাদেব ভবতি নত্বীশ্বরাভিপ্রেতং।

অত্র প্রমাণং পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং। এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধ মুনি প্রবাদ ইতি সারাবলীধৃত বচনং॥ বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈব মকালে প্রাণসংক্ষয় ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং। যথা চাবিকলবর্ত্ত্যাদি সত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশ ইত্যাদি স্মার্ত্তসন্দর্ভশ্চ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণি সকল আপন আপন প্রারব্ধ ভোগাবসানে দেহ পরিত্যাগ করেন তাহা তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত

কর্ম্মের ফল তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা প্রাণ হানি হইতে পারে না কিন্তু রোগাদি জন্মিয়া থাকে। প্রমাণ প্রথম স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে। আরব্ধ কর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চ-ভৌতিকঃ॥ ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে যথাবস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ। পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবোযোনিষু কর্ম্মষু॥ দশম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে। মৃত্যুর্জ্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে॥ অদ্যবাব্দ শতান্তেবা মৃত্যুর্বৈপ্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ ২৭॥ শ্রীকৃষ্ণ আপন ভাগিনেয় অভিমন্যুকে রক্ষা করি-লেন না পরে তাহার সন্তান রাজা পরিক্ষিৎকে গর্ব্ভ মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া তৎপরে তক্ষক দংশন হইতে রক্ষা করিলেন না অতএব জীবের অদৃষ্টই অকাল মৃত্যুর কারণ। প্রমাণ ভাগবতে॥ দ্রোণাস্ত্র বিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাং জুগোপ কুক্ষিং গত আত্মচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥ ৭॥ বীর্য্যানি তস্যাখিল দেহভাজা মন্তর্ব্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতা মৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ৮॥ অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো রদৃষ্টতোহন্যন্ন নিমিত্তমস্তি এবং হি জন্তোরূপ দুর্ব্বিভাব্য শরীর সংযোগ বিয়োগহেতুঃ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে যে আয়ুষ্কাল নিরূপিত আছে তাহা অধিক সংখ্যা ব্যবচ্ছেদকমাত্র তবে যে কেহ বাল্যাদিতে মৃত হয় তাহাদিগের কর্ম্মফল। শারীরিক অনিয়মত প্রযুক্ত যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে কেন বহুতর দরিদ্র সন্তানেরা অনিয়মত শরীর রক্ষণ পূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হইয়াছে এবং হইতেছে॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

প্রাণিনামায়ুষ্কালস্য নিয়মিতত্বেপি কেষাঞ্চিৎ প্রাণিনাং শারীরিক নিয়ম বৈলক্ষণ্যেন কেষাঞ্চিচ্চ কর্ম্ম-দ্বারেনাকালেপি প্রাণনাশঃ তথাচোক্তং।

বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ তথাচ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেনোক্তং। অবিকল স্নেহবর্ত্ত্যাদি সত্ত্বেপি প্রচণ্ডবাতাদিনা যথা দীপনাশস্তথা সত্যপি আয়ু-ষি নৌতুর্গবস্থ কুপথ্যসেবিত্বাদিনা অকালেপি প্রাণনাশঃ॥

অতএবোক্তং পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধ মুনি প্রবাদঃ॥

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনং হি পাপং তস্য ফলং অকাল মৃত্যুঃ।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সংখ্যা নিরূপিত আয়ুষ্কালের ন্যুনাতিরিক্তকালে যে মৃত্যু হয় অর্থাৎ অকাল মৃত্যু হয় তাহার প্রমাণ যথা পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবম্বিধানাং ইদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা

বৃদ্ধ মনু প্রবাদঃ। অপরঞ্চ চরক সংহিতায়াং তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ॥ শ্রুয়তামগ্নিবেশ যথা যান সমাযুক্তোক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নোবাহ্যমানো যথা কালং স্বপ্রমাণক্ষয়া দেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ শরীরোপগতং প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমানং স্বপ্রমাণ ক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতি যথা চ স এবাক্ষোতি ভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাৎ অক্ষচক্র ভঙ্গাৎ বাহ্য বাহক দোষাচ্চান্তরা ব্যসনমাপদ্যতে তথায়ুরপ্যযথা বলমারম্ভাৎ অযথাগ্ন্যাব্যবহরণাৎ বিষম শরীরন্যাসাৎ অতি মৈথুনাৎ অসৎ সংশ্রয়াৎ উদীর্ণ কো বিনিগ্রহাৎ বিধার্য্য কোভিধারণাৎ ভুত বিষাগ্নু পেতাপাৎ অতিঘাতাৎ আহার বিবর্জ্জনাচ্চান্তরা ব্যাসনমাপদ্যতে সমৃত্যুরকালে। ইহা শারীরিক বৈলক্ষণ্য জন্য ঘটে॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে আয়ুষ্কালে সংখ্যা নিরূপিত আছে তবে যে অকালে মৃত্যু হয় ইহাও পরমেশ্বরের অভিপ্রেত শারীরিক নিয়মের বৈলক্ষণ্য যথা যোগ। আয়ুরপাগ্নিসংতপ্ত লোহস্থজলবিন্দুবৎ ভারুণ্যমজ্জাম্বুবদধ্রুবঞ্চ স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং॥ প্রতিক্ষণং ক্ষ্যাত্যতদায়ুরামঘটাম্বুবৎ। তত্র যথাকালগনস্থোপি ভেকোদংশানপেক্ষতে। অতএব অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে॥

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বোক্ত অনেক প্রশ্নোত্তরে কথিত হইয়াছে যে এজগতের সৃজন, পালন, সংহরণ, এই ৩ কার্য্যের মূলে পরমেশ্বরের ইচ্ছা প্রধানহেতু হইলেও, অপ্রাকৃতিকভাবে অবান্তর সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার নিষ্পাদন হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুক্রমে প্রকৃতি দ্বারা কৃৎস্ন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে॥ আয়ুষ্কালের বিষয়ে নিরূপিত হইয়াছে যে মনুষ্যবর্গ সচরাচর ১ এক শত বিংশতি বর্ষের অধিক জীবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু আয়ু গননায় সৌরদিন ধর্ত্তব্য নহে॥ তাহা অযপার সংখ্যানুসারে নির্ণয় হয়য়া থাকে, যথা, হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎপুনঃ। দ্বয়োর্মধ্যে ভবেদ্বিন্দুর্ব্রহ্মরূপা সনাতনঃ॥ ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রান্যেকবিংশতি। অযপারূপগায়ত্রীং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥ হংস এই অযপারূপা যে গায়ত্রী তাহার ২১৬০০, জীব দিবা রাত্রে জপ করে, অর্থাৎ ঐ সংখ্যা পরিমিত উক্ত অযপা জপ হইলে জীবের পরমায়ু সংখ্যার ১ দিন গত হয়। তাহা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত যে অহর্নিশি তদ্দ্বারা পরিসংখ্যাত হয় না॥ সৌর ১ দিনে যদি কোন ব্যক্তি ২২ সহস্র কি ততোধিক অযপা ব্যয় করেন তবে তাহার আয়ুমানের ১ দিনের অধিক, আর ২১ সহস্রের ন্যূন অযপাক্ষয়ে, ১ দিনের অপেক্ষা অল্পকাল ব্যয়িত হয়। এইহেতুক মুনি ঋষিগণ যোগাবলম্বন দ্বারা অযপা স্তম্ভিত করিয়া অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন॥ এতদ্দ্বারা এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অযপার অপব্যয়ী অল্পায়ুষ্ক ও তাহার অব্যয়ী চিরজীবী হন। মদ্যপান, দিবা নিদ্রা, সময়ের অভেদে অতি মৈথুন, অতি কৃতশ্রম, অতি বিহার: ইত্যাদি যে সকল ক্রিয়াতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যয় অধিক পরিমাণে হইবার সম্ভব, তাহাতে আসক্ত হইয়া বহুলোক অযপা শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করে, তাহাতে কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ গর্ভস্থ থাকিতে, কালকবলে পতিত হয়॥ কুম্ভকাদি দ্বারা প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হইলে সৌর বা সাবনমানের দশ সহস্র বৎসরে

অযপা সংখ্যক দিনের দশ দিনও হইতে পারে। অতএব এই আয়ুর্গত প্রাকৃতিক নিয়মের অপালন-হেতুক অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহাতে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাহি ॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

শাস্ত্রে আয়ুষ্কালের সংখ্যা নিরূপিত আছে তবে কেহ বাল্যে কেহ পৌগণ্ডে কেহ যৌবনাদিকালে মৃত হয়। তাহাদিগের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ॥

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মন্বাদ্যুক্তশাস্ত্রে আয়ুষ্কাল-সংখ্যা নিরূপিতা কিন্তু এতন্ন্যূনকালে যস্য মরণং ভবেৎ তদশুভবশাদেব এতদূর্দ্ধকালে যস্য জীবনং তচ্ছুভকর্ম্মবশাৎ এতৎ প্রমাণদ্বয়েনাবগন্তব্যং। যথা বর্ত্ত্যাধারে স্নেহযোগাৎ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংশয়ঃ ইত্যাদি ॥ গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ সদাকালং আয়ু স্বীকরণ পরং সর্ব্বকাল প্রয়োগেন সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

বাল্যকালে যে যে বস্তু দ্বারা প্রাণ বায়ুর বল বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের রক্তাদি স্বভাব দ্বারা সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সেই বস্তুর হ্রাসতায় বাল্যকালে অকাল মৃত্যু হয় এবং যৌবনাবস্থায় স্বভাবের বৈলক্ষণ্য জন্য অকালে মৃত্যু হয় ॥ ৩৫ ॥

[৩৬] প্রশ্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শরীরে অবস্থান করেন, অথবা কেবল জীবাত্মাই দেহে অবস্থান করেন?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই এক দেহে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পরস্পর বিয়োগ হয় না। যথা শ্রুতিঃ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ন-ন্যোঽভিচাকশীতি। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়া তৌ

কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে॥ একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ৭॥ সখায়ৌ এই শব্দে অবিয়োগ এবং একমতি॥

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই যে ভেদ কীর্ত্তন ইহা কেবল ঔপাধিকমাত্র পরমার্থত পদার্থের কোন ভেদ নাই পরমাত্মাই মায়া প্রেরিত হইয়া গুণান্তরাবলম্বনে জীবাত্মা নামে কল্পিত হইয়াছে সুতরাং জীবাত্মার শরীরে থাকা প্রযুক্তই পরমাত্মাও শরীরে থাকে ইহা সহজেই বোধগম্য নৈয়ায়িকেরাও দেহী এই শব্দে জীব এবং পরম উভয়কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা দেহিনৌ জীবপরমৌ ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মাচ এতৌ দ্বাবপি নিয়ম্য নিয়ন্তৃরূপেণ শরীরস্থৌ যথোক্তং যৌ দ্বৌ সুপর্ণৌ সখায়ৌ সমানবৃক্ষং পরিষস্বজাতে একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নং অন্যোসহজৌ নিরন্নোপি বলেন ভূয়াদতি অন্যস্তনশ্নন্নভিচাকসীতিচ।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

৩৬। ৩৭। "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকং পিপ্পলং স্বদ্বত্তি অন্যান্নরন্নভিচাকশীতি॥" দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা সমান বৃক্ষ অর্থাৎ বিনাশশীল দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহার মধ্যে জীব চৈতন্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন ফলভোগ করে, পরমাত্মা উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করেন॥ পরমাত্মা কূটস্থ অতএব জীব শরীরের অন্তরে বাহিরে, জীবিতে মৃত্যুতে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে থাকেন। জীবাত্মা কেবল সূক্ষ্ম শরীরসহ উর্দ্ধাধোগতি স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্ত হয়, ইহা ৩১ শ। ৩২ শ উত্তরে দ্রষ্টব্য ইতি॥

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরে জীবাত্ম পরমাত্মনো রবস্থানং ইতি তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ প্রকাশিতং।
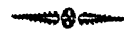
(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের সঙ্গেই শরীরের সম্বন্ধ আছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মাচ শরীরাবস্থায়ী মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতং ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ইত্যাদি ভাগবতীয়ৈকাদশ স্কন্ধধৃত বচনাৎ গীতাবাক্যাচ্চ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

কেবল জীবাত্মাই দেহী। পরমাত্ম শব্দবাচ্য পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপিত্বহেতুক দেহেও আছেন ॥

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি বচনাৎ স্বর্গাপবর্গয়োর্মার্গমামনন্তি মনীষিণঃ। যদুপাস্তি মসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে ইতি বচনাচ্চ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ ॥ ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইতি গীতাবচনাচ্চ পরমেশ্বর এব পরমাত্মশব্দবাচ্যঃ ॥ সুতরাং জীবাত্মৈব শরীরী একস্যৈব মমাংশস্য জীবত্বেবেত্যাদি প্রাগুক্ত বচনাৎ। পরমেশ্বরস্তু সর্ব্বব্যাপিত্বেন ঘটপটাদিবৎ শরীরেঽপি সত্বং নাসম্ভবি ॥ যত্তু শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদলকমল কর্ণিকান্তর্গতঃ পরমাত্মেতি তান্ত্রিকাভিধানং তৎপরমেশ্বরস্য সর্ব্বব্যাপিত্ব বোধার্থং মূঢজনং প্রত্যুপদেশমাত্রং ॥

যখন শরীরে জীবাত্মামাত্র স্বীকারজন্য নৈয়ায়িক বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা যুক্তি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া নাস্তিক নিরাস করিয়াছেন তখন আবার একটি পরমাত্মা স্বীকার করান কেবল কল্পনামাত্র হয়। বস্তুতঃ পরমাত্ম শব্দের বাচ্য সর্ব্বত্রে পরমেশ্বরমাত্র তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন দেহেও আছেন অতএব (দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি) ইত্যাদি বেদবচনে সর্ব্বব্যাপিত্বহেতুক পরমেশ্বর দেহে অবস্থান করিলেও কর্ম্মফল ভোগ বা দেহেন্দ্রিয় সম্পাদ্য কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি কিছুই তাঁহাতে নাই জীবাত্মাই অদৃষ্ট বাসনাদি বদ্ধ হইয়াছেন অতএব তাঁহাতেই এই সমস্ত আছে ইহা বহুতর প্রাগুক্ত বচনে ব্যক্ত আছে ॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীব পরমাত্মনোরুভয়োরেব শরীরাবস্থানং। প্রমাণং। তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞএব চ। উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠত ইতি মনু দ্বাদশঃ ॥ পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তোদেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ। অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ॥ শরীরস্থোঽপি ইত্যাদি ভগবদ্গীতা ॥ দ্বাসুপর্ণৌ সযুজাবিত্যাদি শ্রুতিশ্চ ॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মা মহাকাশবৎ সর্ব্বদৈব বর্ত্ততে ততো দেহেঽপি তস্যাস্তিত্বং। জীবস্তু প্রতিশরীরানুগতঃ ন প্রাগুদন্যত্রাবস্থিতিস্তস্য প্রমাণং মনুঃ। তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞএব চ। উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠত ইতি শ্রুতিঃ ॥ দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়াসমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। শ্রীভাগবতে চ ॥ সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃত নীড়ৌ চ বৃক্ষে ॥ একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যোনিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ানিতি উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পর ইতি গীতোপনিষদঃ। দেহী নিত্যমবধ্যোয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত ইতি চ ॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মনঃ শরীরিত্বং নতু পরমাত্মনঃ। কর্ম্মভোগার্থমেব শরীরী ভবতি পরমাত্মনো ভোগাভাবাৎ॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা শরীরে অবস্থিতি করেন, জীবাত্মার তুল্য পরমাত্মার শরীরে অবস্থান নাই। পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী তাঁহার বস্তুমাত্রেই সম্বন্ধ আছে॥

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই একত্রে অবস্থান করেন। বর্ত্তমান দেহেও করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহেও করিয়াছেন, ভাবি দেহেও করিবেন॥ পরমাত্মা জীবাত্মাকে কখনও ত্যাগ করেন না। "দ্বাসুপর্ণা" "ঋতং পিবন্তৌ" প্রভৃতি শ্রুতি তাহার প্রমাণ॥ আলোক যেমন নেত্রের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে। পরমাত্মা সেইরূপ জীবের হৃদয়ে বাস পূর্ব্বক তাহার অপূর্ণতাকে পূরণ করিয়া থাকেন॥

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ভোক্তৃরূপেণ পরমাত্মা অধিষ্ঠানরূপেণ সর্ব্বদেহে বিদ্যতে। মিথ্যাভূতজগতঃ পরমাত্মনি কল্পিতত্বাৎ অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ইত্যাদি বচনেন চিদাভাসরূপস্য জীবাত্মনঃ ভোগ প্রতিপাদনাৎ॥

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা শরীরাভ্যন্তরেঽবতিষ্ঠতে পরমাত্মনোঽপি সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সুতরামেব তত্রাবস্থিতিঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে॥ তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা দেহে বাস করেন পরমাত্মাও সর্ব্বব্যাপী সুতরাং দেহে বাস করেন তথাচ শ্রুতি দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ইতি গীতোপনিষদা জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ জানামাধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ইতি তন্ত্রোক্ত বচনেনচ জীবাত্ম পরমাত্মনোর্দেহগতত্বং প্রতীয়তে॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্ম পরমাত্মনো রুভয়োরেবাবস্থানং নত্বেকস্য অবস্থান প্রকারং জ্ঞাপয়তি সপ্তদশ লিঙ্গাত্ম কো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ নামক ইন্দ্রিয়াণাং প্রেরকত্বে নাবতিষ্ঠতে মহত্তত্ব শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তি অন্তরাত্মাহঙ্কারস্বরূপো-হন্য জীবোহস্তি এতৌ মহৎ ক্ষেত্রজ্ঞৌ বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তিনং পরমাত্মানং আশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ এতৎ প্রমাণং মনুনোক্তং তাবুভৌভূত সংপৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এবচ উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মাচ সর্ব্বশরীরে তিষ্ঠতি। অনয়োর্জগদ্ব্যাপকত্বং পূর্ব্বমুক্তং॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই শরীরে থাকেন। যথা, দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে ইত্যাদি॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

উভয়েই, " দ্বাসুপর্ণা " ইত্যাদি শ্রুতি।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা যে ভাবে অবস্থান করেন; পরমাত্মা সে ভাবে করেন না। কিন্তু অগ্নি যেমন সকল কাষ্ঠেতে অনবহিতভাবে অবস্থান করেন সেইরূপ পরমাত্মা মায়া দ্বারা জীবাত্মাকে বিমুঢ় করিয়া মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদল কমলান্তর্গত হইয়া বাস করেন। প্রমাণ ভূতশুদ্ধি প্রকরণ ও শ্রীভাগবত ১ ম স্কন্ধ ২ য় অধ্যায় ৩২ শ্লোক॥

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মা উভয় শরীরে অবস্থান করেন অত্র প্রমাণং। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশনন্যোঽভিচাক্ষসীতি শ্রুতি ভূতং ভূতমভি প্রভু-রিতি চ॥

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

দেহাদিষু নোকেবলং জীব এব তিষ্ঠতি কিন্তু উভয়ৌ তিষ্ঠত স্তথাহি। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাব-স্থিতঃ সদা॥ তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতের্চ্চাবিড়ম্বনং। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠ-তীত্যাদি॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মাচ বর্ত্ততে সর্ব্বজন্তুষু। অয়ং জীবশ্চিদাভাসঃ সুখ দুঃখাদি ভোগকৃৎ। প্রমাণং। চিদাভাসকোধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ ইতি হস্তামলকঃ তত্র জীব নামৈকং ব্রহ্ম প্রতিবিম্বং ভাতীতি শঙ্করাচার্য্য লিখনঞ্চ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মাপি শরীরেপি অবতিষ্ঠতে সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ নতু কেবলং জীবাত্মেতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা দেহেঽস্তি, অত্র প্রমাণং তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরন্তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ। নচ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ ইতি মনুবচনং, ইদানীং প্রলয় প্রসঙ্গেন জীবস্যোৎক্রমণমপি শ্লোকদ্বয়ে নাহ তমোঽয়মিতি অয়ং জীবঃ তমোজ্ঞান নিবৃত্তিং প্রাপ্য বহুকালমিন্দ্রিয়াদি সহিতঃ তিষ্ঠতি নচাত্মীয়ং কর্ম্ম-শ্বাস প্রশ্বাসাদিকং করোতি তদামূর্ত্তিতঃ পূর্ব্বদেহাৎ উৎক্রামতি অন্যত্র গচ্ছতি ইত্যাদি কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা-নঞ্চ এতেন সুব্যক্তং জীবাত্মনো দেহাবস্থিতিত্বং।

পরমাত্মাপি দেহেঽস্তি, অত্র প্রমাণং আহ্নিকতত্ত্বীয় স্মার্ত্তসন্দর্ভঃ তথাচ ভগবদ্গীতায়াং ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদ্দেশে-ঽন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্ যন্ত্রারূঢ়াণি দারুময় যন্ত্রতুল্য শরীরারূঢ়াণি, ভূতানি প্রাণিনো দেহাভিমানিনো জীবানিতি যাবৎ ইত্যন্তঃ। তেন পরমেশ্বরস্য হৃদ্দেশেবস্থানাবগমাৎ দেহে বিদ্যমানত্ব মনুমীয়তে॥ নচ দেহে জীবো নাস্তীতিবাচ্যং মরণাৎ পরং দেহে সত্যপি চৈতন্যাদেরভাবাৎ চৈতন্যো-পাধিঃ জীবএব॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মাই শরীর ধারণ করেন পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে ঈশ্বর পরমাত্মা ও সর্ব্বশরীরব্যাপী কারণ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ ইতি এবং সর্ব্বশরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বর ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা দেহে সাক্ষাৎ বসতি করেন, পরমাত্মার বিশ্বব্যাপকতা বশতঃ আকাশাদির ন্যায় শরীরে সম্বন্ধ আছে। "শিরোবস্থিতাধোমুখ সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি" এইরূপ ভূতশুদ্ধিতে এবং অন্যান্য তন্ত্রাদিতে যে কথিত আছে, উহা বিশ্বব্যাপকতা নিবন্ধন উপপাদনীয়, অন্যথা অসীম শাস্ত্রানুমত তাঁহার বিভুত্ব কি স্থিরতর থাকিতে পারে?

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই দেহে অবস্থান করেন, পরমাত্মা চৈতন্যরূপে জীবাত্মা দেহাভিমান করত সুখ দুঃখাদির ভোগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ইহাও নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

প্রমাণং যথা, প্রকৃতিস্থোহপিপুরুষো নাজ্যতে প্রকৃতৈর্গুণৈঃ। অবিকারাদকর্ত্তৃত্বা নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥ অন্তস্থিতং হি সর্ব্বত্র ভূতানাঞ্চাত্রভৌতিকে। পরমাত্মা চ জীবাত্মা ব্রহ্মসচ্চ যদোমিতি॥ অগস্ত্য সংহিতায়াং। শ্রীভাগবতে চ॥ একায়ণোহসৌ দ্বিফল স্ত্রিমূল শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্টা বিটপোনবাক্ষঃ দশশ্ছদী দ্বিখগশ্চাদি বৃক্ষঃ॥ অত্র দ্বিখগ শব্দস্যার্থো শ্রীধরস্বামিনা ব্যাখ্যাতঃ যথা দ্বৌজীবেশ্বরৌ খগৌ বিদ্যেতে অস্যেতি॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

চৈতন্যং যদিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ। চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘোজীব উচ্যতে॥ মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ। ভিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥ ইতি পঞ্চদশ্যাং দ্বৈতবিবেকঃ।

সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপ পরমাত্মা লিঙ্গদেহ বিশিষ্ট এবং লিঙ্গদেহস্থিত চৈতন্য প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট হইলেই জীবাত্মা শব্দে অভিহিত হন; অতএব পরমাত্মা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা শব্দে অভিহিত হন; আবার ঐ জীবাত্মা উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলেই পরমাত্মা। জীবন্মুক্ত ব্যতীত মানবগণে শরীরে পরমাত্মা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন॥ উপাধি রহিত আত্মাকে পরমাত্মা বলা যায়, অতএব শরীরে পরমাত্মা অবস্থান করেন না কেবল জীবাত্মাই অবস্থান করেন; আর জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরে উপাধি রহিত জীবাত্মা অর্থাৎ কেবল পরমাত্মাই অবস্থিতি করেন॥

প্রমাণ যথা, পরিপূর্ণঃ পরামত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি। বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়াস্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥ স্বতঃ পূর্ণতমাত্মা ত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ। অস্মিত্যৈক্য পরামর্শতেন ব্রহ্মভবাম্যহং॥ ইতি পঞ্চদশী।

যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদস্থিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অর্থাদ্বিষ্করণাভিপ্রায়ে প্রথমে অহং শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা মায়া শক্তি বশতঃ এই মায়িক সংসার মধ্যে সমদমাদি সাধন দ্বারা বিদ্যা সম্পাদন যোগ্য পঞ্চভৌতিক শারীরিতে অন্তঃকরণের সাক্ষি স্বরূপে প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতি করত "অহং শব্দের বাচ্য হয়েন। আর, স্বতঃসিদ্ধব্যাপী পরমাত্মাই ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য হয়েন এবং অস্মি এই শব্দ দ্বারা অহং শব্দ বাচ্য, চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে॥ যদি অহং শব্দ বাচ্য জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য নিশ্চিত হইল, তবে জীবন্মুক্ত পুরুষের "আমিই ব্রহ্ম" এই ব্যবহার সুতরাং সিদ্ধ হইল আরও যথা।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎনামরূপ বিবর্জ্জিতং। সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃকৃত্বং তদিতীর্য্যতে॥ শ্রোতুর্দ্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তু ত্রত্বং পদেরিতং। একতাগৃহ্যতেসীতি তদৈক্য মনুভূয়তাং॥ ইতি পঞ্চদশী।

সামবেদীয় ছান্দগ্য উপনিষদের তৎত্বমসি এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তদ্বাক্যস্থ তৎশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন, প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র নামরূপ বিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন এবং এক্ষণেও তিনি তদ্রূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হয়েন ও অসি এই পদ-দ্বারা তৎ শব্দবাচ্যোঽসি অর্থাৎ ভাগজহৎ লক্ষণ-দ্বারা উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎ ও ত্বং শব্দের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব উভয়ের ঐক্য অনুভব করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাত্মরামায়ণে উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক "তৎত্বমসি" শব্দের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা— আদৌ পদার্থাবগতির্হিকারণং বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ। তৎ ত্বং পদার্থৌ পরমাত্মজীবকৌ অসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ॥ প্রত্যক্ পরোক্ষাদ্বিবিরোধমাত্মনোর্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাং। সংশোধিতালক্ষণয়া চ লক্ষিতাং জ্ঞাত্বা সমাত্মানমথাদ্বয়োভবেৎ॥ ঐকাত্ম্যবৎত্বাৎ জহতা ন সংভবেৎ তথা জহল্লক্ষণয়াবিরোধতঃ। সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা যুজ্যেত তৎত্বং পদয়োরদোষতঃ॥ ইতি রামগীতা।

এই সকল দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সম্পাদিত হইলেই জীবন্মুক্ত হয়, অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরে উপাধিরহিত জীবাত্মা অর্থাৎ কেবল পরমাত্মাই অবস্থান করেন, আর জীবন্মুক্ত ভিন্ন ব্যক্তির শরীরে উপাধিবিশিষ্ট পরমাত্মা অর্থাৎ কেবল জীবাত্মাই অবস্থান করেন।

আরও ঐতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যের মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র নামক যে রন্ধ্র আছে, তাহা দিয়া ব্রহ্ম তাহার দেহে প্রবেশ করেন, এজন্য উহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র; সুতরাং পরমাত্মার শরীর ভিন্ন স্থানে অবস্থান শ্রুতিতে কথিত হইতেছে, ঐ আগমন সমাধিকালে হয়। তন্ত্রমতে উভয়ই শরীরে আছেন।

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মজীবাত্মনৌ স্তঃ শরীরে॥

(৩৩) পড়াশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা কর্ম্মভোগের জন্য শরীরে অবশ্যই আছেন, পরমাত্মা বিভু ইহার সর্ব্বত্র সম সম্বন্ধ।
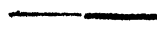
(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরে জীবাত্মপরমাত্মনৌ স্তঃ।

অত্র প্রমাণং। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানবৃক্ষং পরিসসজাতে তয়োরেকং পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনোঽনশ্নানভিচাকুশীতি শ্রুতিঃ॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই শরীরে অবস্থিতি করেন, জীবাত্মা দেহে ভোক্তারূপে অবস্থান করেন,

পরমাত্মা ভোগারূপে অবস্থান করেন। প্রমাণ পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দে। জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ। চিত্তাদাত্ম্যা ত্রিভির্দেহৈ র্জীবসন্ ভক্ত, তাম্ব্রজেৎ॥ ৫॥ পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ। গত্বা ভোগাত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকেতু নোভয়ং॥ চিত্রদীপে। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৭১॥ গীতায়াং। অনাদিত্বান্নির্গুণ-ত্বাৎ পরমাত্মামব্যয়ঃ। শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশো নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ত্রয়োদশোধ্যায়ে।

---

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

উভয়ই শরীরে অবস্থান করেন। প্রমাণং বেদান্তসারে যথা. প্রাজ্ঞেশ্বরৌ সূক্ষ্মাভিরজ্ঞানবৃত্তিভিস্ত-দানীমানন্দমনুভবতঃ। যশ্চানন্দভুক্ ইতি শ্রুতিঃ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে সাক্ষিত্বরূপে অবস্থান করেন, কিন্তু জীবাত্মা অভিমানী পরমাত্মা ন তথা এই বিশেষ।

---

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শরীরাভ্যন্তরে পরব্রহ্ম পরমাত্মনএব উপাধিভেদেন জীবাত্মত্বরূপেণ বৃত্তিত্বং তদ্ভিন্নবস্তুনোঽসত্বাৎ॥ তথা চ শ্রুতিঃ। নেহ নানাস্তিকিঞ্চন ইত্যাদি পঞ্চদশ্যাং। তদুক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ। কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাং॥ পিতাপিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথাপ্রতি। পুত্রা-দেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ। তদ্বন্নেশোনাপি জীবঃ শক্তিকোষাবিবক্ষণে ইত্যাদি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

দ্বযমেব শরীরে তিষ্ঠতি যথা ভুতশুদ্ধি প্রকরণে। হৃদিস্থং দীপকলিকাকারং জীবাত্মানং সহস্রদল-কর্ণিকান্তর্গতে পরমাত্মনি সংযোজ্য ইত্যাদি॥ যথা, দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানবৃক্ষং পরিসস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বু অত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি ইতি শ্রুতেঃ॥

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক শরীরে থাকেন তাহার প্রমাণ শ্রুতিঃ। দ্বৌ দ্বৌ সুপর্ণৌ সহজৌ সখায়ৌ সমানবৃক্ষং পরিষস্বজাতে একস্তয়োঃ পিপ্পলমত্তি পক্কমন্যস্তনশ্নন্নভিচাকসীতি জীবাত্মা পরমাত্মনোরেক-শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বং।

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শরীরে অবস্থান করেন, কারণ জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ই ঐক্য, জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ই শরীরে অবস্থান করেন ইতি যুক্তি।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ, কেবল নামতঃ প্রভিন্ন। যেমন কোন এক পুরুষ, পুত্র থাকিলে পিতা, পৌত্র থাকিলে পিতামহ॥ ভাগিনেয় থাকিলে মাতুল, ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন তদ্বৎ আত্মা এই দেহে অন্নময়াদি কোষগত হইলে জীবাত্মা সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। এই ঔপাধিক জীবাত্মা ও নিরুপাধিক পরমাত্মা এক দেহেই বাস করেন॥ অর্থাৎ জীবাত্মা অন্নময়াদি পঞ্চকোষে ও পরমাত্মা শিরসিস্থিত সহস্রারাখ্য দশ শতদলকমলে অবস্থান করেন ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই শরীরে আছেন, কিন্তু বেদান্তমতে জীবাত্মা পরমাত্মা একই বস্তু পৃথক্ নহে।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

০

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মানোরুভয়োঃ অবস্থানং এতৎ প্রমাণেন জ্ঞাপিতং প্রমাণং যথা মনুঃ তাবুভৌ ভূতসংপৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এবচ উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ।

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

অন্য কাহারও দেহে অবস্থান বোধ হয় না, এক আত্মাই অবস্থান করেন॥ ৩৬॥

[৩৭] প্রশ্ন। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা কোথায় কিরূপে গমন করেন?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যে পর্য্যন্ত জীবের দেহ থাকে তাবৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিয়োগ নাই। স্থূলদেহ নাশে কর্ম্মোপস্থিত দেহ লাভ হয়, তাহাতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই থাকেন. জীবাত্মা ফলভোগী ও পরমাত্মা নিরন্ন, কেবল জীবই সুখ দুঃখ ভোগ করে॥ ভাগবতে ১১ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তরীক্ষ উবাচ। এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ। একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্॥ ৫॥ গুণৈর্গুণান্ সভুঞ্জান আত্ম প্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ। মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে॥ ৬॥ কর্ম্মাণি

কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ। তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরং ॥ ৭ ॥ ইত্থং কর্ম্ম গতির্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহা পুমান্। আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৮ ॥ এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূত দ্বারা স্থূলভূত সকল সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক মনোরূপে ও দশ ইন্দ্রিয়রূপে আত্মাকে বিভাগ করতঃ গুণ সকল ভজনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

সেই প্রভু জীব আত্ম প্রকাশিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করত এই সৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আত্মরূপে মানিয়া তাহাতেই আসক্ত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ সেই দেহী জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাসনা সহিত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করত দুঃখাত্মক সেই সকল কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া এই সংসার পথে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ এইরূপে পুরুষ বহু অমঙ্গলবাহী কর্ম্মগতিতে ভ্রমণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া উৎপত্তি বিনাশ ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

---

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা আতিবাহিক শরীর ধারণ করিয়া আকাশমার্গ গমন করিয়া থাকে. পঞ্চীকৃত ভৌতিক শরীর পঞ্চীকৃতত্ব বিশ্লেষ প্রযুক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পদার্থে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায় যথা তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকং। আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয় ইতি ॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং জীবঃ কর্ম্মবশাৎ সূক্ষ্ম শরীরেণ সহৈবান্যৎ স্থূল শরীরং প্রাপ্নোতি পরমাত্মা ঈশ্বরঃ সোপি সূক্ষ্ম শরীরে নিয়ন্তৃরূপেণ স্থিতঃ পুনঃ সূক্ষ্ম শরীরেণসহ তস্মিন্নেব স্থূলদেহে পূর্ব্ববৎ অন্তর্যামিরূপেণ তিষ্ঠত্যেব।

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা শরীরান্তরং প্রাপ্য তিষ্ঠতি পরমাত্মা পরমাত্মনৈকীভূতং তিষ্ঠতি। প্রমাণং শ্রীভাগবতে বৃহদুপলব্ধমেবদবয়ন্ত্যবশেষতয়া ইত্যাদি ॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরও জীবাত্মা ও পরমাত্মা অন্য দেহ ধারণ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরেই থাকে।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরো জীবদেহাৎ তেজোভাগং স্বতেজসি নীতবান ঘটে ভিন্ন ঘটাকাশ ইত্যাদি দর্শনাৎ। জীবাত্মাচ মৃত্যুক্ষণাদাতিবাহিক দেহমাশ্রিত্যাবতিষ্ঠতে। শরীরমেব গৃহ্নাতীতি তৎক্ষণাদাতিবাহিকমিতি বচনাৎ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মাই শরীর ধারণার্থ গমন করে।

মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইত্যাদি প্রাগুক্ত বচনাৎ বাসাংসি জীর্ণানীত্যাদি বচন জাতাচ্চ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জীবাত্ম সকল পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং পরমেশ্বরেই লীন হইবে যে পর্য্যন্ত তত্বজ্ঞান না হইবে সে কাল পর্যন্ত সংসার চক্রে অনবরত ভ্রমণ করিবে অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ অপর দেহ ধারণ করিবে তত্বজ্ঞান দ্বারা অদৃষ্ট দোষাদি ক্ষালণ হইয়া বিশুদ্ধ হইলেই মুক্ত হইবে॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যোঃ পরং জীবঃ স্বর্গ নরকয়োরন্যতরে পরমাত্মাতু ঘটাদ্যাকাশ ইব কুত্রাপি ন চ ইতি সর্ব্বত্রৈবাস্তে প্রমাণং স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ইতি যাম্যৌঃ প্রাপ্নোতি যাতনা ইতি প্রাগুক্ত মনুবচন পরার্দ্ধাস্তদ্বয়ং। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতন ইতি সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবমিতি গীতা॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মা কুত্রাপি ন গচ্ছতি, সর্ব্বব্যাপিত্বাত্তস্য গন্তব্যস্থানমেব নাস্তি। জীবস্তু লিঙ্গশরীর সমবেতো যমালয়ে যাতনা উপভুজ্য স্থূলদেহমাপ্নোতি ইতি পূর্ব্বমেব প্রমাণীকৃতং॥ রামো ন গচ্ছতীত্যাদি অধ্যাত্ম রামায়ণে। তাবুভৌ ভূতসংপৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এবচ॥ উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠত ইতি মনুঃ। একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপীত্যাদি শ্রুতিঃ॥ য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ। যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য ইত্যাদি মনুঃ॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্তউত্তর।

মরণানন্তরং জীবঃ স্বর্গাদিকং ভুক্ত্বা পুনঃ শরীরী ভবতি নতু পরমাত্মা। মহাভারতে পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকৃতো ব্রজন্তি পাপাং যোনিং পাপকৃতো ব্রজন্তি ইত্যুক্তং॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা মৃত্যুর পর আতিবাহিকাদি দেহ ধারণ করিয়া নিজ কৃত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত নিয়মিত স্থানে গমন করেন। নিয়মিত স্থান পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে পরমাত্মার গমনাগমন নাই॥

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা যেখানে যেখানে যেরূপে যান তাহা ইতিপূর্ব্বে ৩০ প্রভৃতি কতিপয় উত্তরে নিবেদন করিয়াছি। পরমাত্মা তৎসর্ব্বত্রেই প্রকাশক ও ফলদাতা স্বরূপে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, ফলতঃ

পরমাত্মার এইরূপ যাতায়াত কেবল জীবস্বরূপ কর্ম্ম জন্য উপাধি বশতঃ কল্পনামাত্র; নতুবা তিনি সর্ব্বত্রে একবারে সমভাবে বিরাজমান আছেন ॥

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং জীবাত্মা কর্ম্মভোগায় তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকমিত্যাদি বচন প্রতিপাদিত শরীরান্তরং গচ্ছতি পরমাত্মাতু অধিষ্ঠানরূপেণ তত্র যাতি নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণানন্তরং জীবাত্মা আতিবাহিকং দেহং বিধৃত্য দিবসে চেন্মরণং তদা সূর্য্যকিরণ সংযোগেন রাত্রৌ চেৎ তদা অগ্নিশিখাভিঃসহ লোকান্তরং গচ্ছতি পরমাত্মনঃ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সুতরাং সহাবস্থানং বর্ত্ততে। প্রমাণং যথা, তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যামিতি॥ যথা তৃণ জলৌকাঃ একেন মুখেন তৃণমেকং পরিত্যজ্য মুখান্তরেণ তৃণান্তরং আশ্রয়তি তথা জীবাত্মা ইদং স্থূল শরীরং বিহায় আতিবাহিকং দেহমাশ্রিত্য লোকান্তরং গচ্ছতি। প্রমাণং যথা অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবৎ পূর্ব্বমর্ষৎ ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া দিবাতে মৃত্যু হইলে সূর্য্য কিরণ সংযোগে রাত্রিতে মৃত্যু হইলে অগ্নিশিখা দ্বারা লোকান্তরে গমন করেন, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সঙ্গেই আছেন প্রমাণ যথা তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং যেমন জলৌকা একটি তৃণ এক মুখে ত্যাগ করিয়া অন্য তৃণকে আশ্রয় করে তদ্রূপ জীবাত্মা এই স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া আতিবাহিক দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করেন, প্রমাণ যথা অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবৎ পূর্ব্বমর্ষৎ ইত্যাদি শ্রুতি।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

অতঃপরং যদব্যক্তমবূঢ়গুণ বৃংহিতং ; অদৃষ্টাশ্রুত বস্তুত্বাৎ সজীবোয়ৎ পুনর্ভবঃ ইতি বেদব্যাসেনোক্তং অত্র স্থূলদেহমভিধায় সূক্ষ্মদেহং বদতি॥ অতঃপরং স্থূল শরীরাৎ ভিন্নং অব্যক্তং যদ্দেহং করচরণাদি রূপেণাপরিনত গুণ নির্ম্মিতং কথমব্যক্তং যতোদর্শনাযোগাৎ ইন্দ্রাদি দেহবৎ ন শ্রুতং সজীবোপাধিঃ জীবসংজ্ঞকঃ তেনৈব পুনর্জ্জন্ম। অন্যথা গত্যাগত্যসম্ভবাৎ ইতি পৌরাণিকং মতং॥ নৈয়ায়িকানান্তু জীবাত্ম পরমাত্মনোর্ব্বিভূত্বেন গত্যাগত্যসম্ভবাৎ তৌ স্বস্মিন্নেবাবতিষ্ঠেতে ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশবৎ॥

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

মরণাৎ পরং জীবাত্মনঃ সুখ দুঃখ ফলভোগায় শরীরান্তরং ধৃত্বা যম সদনাদৌ গমনং পঞ্চবিংশ প্রশ্না-বোত্তরে কথিতং পরমাত্ম ব্যাপকত্বাদচলত্বাচ্চ কুত্রাপি গমনং নাস্ত্যেব।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

জীবপরমেশ্বরৌ তিষ্ঠত এব সর্ব্বত্র নহি তয়োর্গতিরস্তি অপকর্ষানাশ্রয়পরিমাণবত্ত্বাৎ তয়োর্গতেঃ কর্ম্মকারকাভাবাৎ।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে পরমাত্মার গমন নাই কেবল জীবই কর্ম্মানুসারে লিঙ্গশরীরে বদ্ধ হইয়া লোক পরলোকাদিতে গমন করিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বে ২৯ প্রশ্নে লিখিত হইয়াছে॥ যথা, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ইত্যাদি॥ অনেজদেকম্মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি ইতি শ্রুতিঃ ইত্যাদি॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

সূক্ষ্ম শরীর যোগে জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্ম ভোগ করে, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা অচল, যেখানে পরমাত্মা সেই খানেই জীবাত্মা।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা যম পুরুষ কর্ত্তৃক আনীত আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া আপন কর্ম্মফল ভোগ করেন। ভোগাবসানে স্থূল দেহ প্রাপ্ত হন, পরমাত্মা অন্তর্হিত হইয়া অগ্নির ন্যায় স্বধামে গমন করেন, প্রমাণ শ্রীভাগবত ১০ ম স্কন্ধ গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবেকেন তিষ্ঠতীত্যাদি॥

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পূর্ব্ব শরীরে যেরূপ উভয়ে ছিলেন মৃত্যুর পর তদ্রূপ অপর শরীরে উভয়ে থাকেন। জীবাত্মা সুখ দুঃখ ভোগের জন্য স্থূল শরীর আশ্রয় করেন তাহাতে পরমাত্মার সম্বন্ধ আছে যেহেতু সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা।
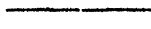
(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যোঃপরং জীবাত্মা স্বকর্ম্মগতিং প্রাপ্নোতি পরমাত্মা তু কুত্রাপি ন গচ্ছতি সর্ব্বব্যাপিত্বাত্তথাহি দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজ্যতে বপুঃ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথাতৃণজলোকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥ একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চ ইতি। এবং ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়েত্যাদি গীতায়ামুক্তং ইত্থং। অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে॥
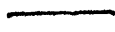
(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

পূর্ব্বং চিদাভাসকোয়ং জীবাত্মা বর্ত্ততে যথা। দেহান্তেনং তথা দেহং যাতি তত্রাস্তুপীশ্বরঃ॥ প্রমাণং ইহ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে। জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেদিতি॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেহে বিজাতীয় সংযোগ নাশাৎ মরণাৎ পরং সর্ব্বগতস্য জীবাত্মনো দেহান্তরে সংযোগ বিশেষোজায়তে নত্বন্যত্র গমনং ভবতি সর্ব্বগত বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোপি তত্তদ্দেহনাশাৎ সংযোগনাশঃ নতু কুত্রাপি গমনং ভবতি ইতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণাব্যবহিতপরং জীবাত্মা অশুভকর্ম্মবশাৎ আতিবাহিক সংজ্ঞকং দেহং প্রাপ্য শ্মশানাদৌ অবস্থানং করোতি।

অত্র প্রমাণং তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকং। ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥ প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ॥ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ স্মার্ত্তব্যাখ্যানঞ্চ পরমাত্মনঃ সর্ব্বব্যাপিতয়া পরমাত্মাপি আতিবাহিকদেহেহবস্থানং করোতি॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া ভোগ স্থানে গমন করেন, ইহার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে, ভগবান্ যে বস্তু আছেন সেই বস্তুতেই থাকেন, তাঁর স্থানান্তর নাই সকলই তাঁর স্থান এই ঐশী শক্তি ইতি।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণের পরে জীবাত্মা কিরূপে কোথায় গমন করেন ; তাহা ২৯ শ প্রশ্নোত্তরে কথিত হইয়াছে যেরূপ ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশ মহাকাশরূপে পর্য্যবসিত হয়, পরমাত্মা মরণের পরে সেইরূপ তদীয় শরীর সম্বন্ধ রহিত হইয়া বিভুরূপে প্রথিত থাকেন, বিশ্বব্যাপকতা নিবন্ধন তাঁহার গন্তব্য দেশ আকাশ কুসুমাদির ন্যায় অলীক।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা যাতনা দেহাশ্রিত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মের ভোগ জন্য স্বর্গে বা নরকে গমন করেন পরমাত্মা ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়া থাকেন ইতি।

প্রমাণং যথা, স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে। ন মাংসচক্ষুষা দ্রষ্টুং ব্রহ্মভূতঃ স শক্যতে ইতি বিষ্ণু পুরাণে॥

মতান্তরে দেহে বিজাতীয় সংযোগ নাশের নাম মরণ বলা যায় ঐ মরণের পর সর্ব্বগত জীবাত্মার দেহান্তরে সংযোগ বিশেষ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলেই তাহার অন্যত্র গমনাদি সম্ভব হইতেছে না এবং সর্ব্বগ পরমাত্মারই দেহ নাশে সংযোগ নাশ হইয়া কুত্রাপি গমনাদি সম্ভব হয় না ইতি।

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার শরীরাবচ্ছিন্ন পরমাত্মা (যেমন ঘটনাশে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ, মহাকাশে লীন হয় তদ্রূপ) পরমাত্মাতেই পবন যেরূপে স্পন্দতায় প্রবেশ করে সেইরূপ লীন হয়।

প্রমাণ যথা, জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা সদেহে কালসাৎ কৃতে। বিশত্যদেহ মুক্তত্বং পবনঃ স্পন্দতামিব॥ ইতি কেনোপনিষৎ।

আর জীবন্মুক্ত ভিন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার জীবাত্মা আতিবাহিক শরীর ধারণ করিয়া উর্দ্ধে অবস্থিতি করে। তৎপরে বৎসরান্তে ভোগ দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ নরকে পাপ পুণ্যের ফল ভোগার্থ গমন করেন॥ কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতিঃ। তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকমিত্যাদি বচনাচ্চ ইতি॥

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মভির্যুতঃ লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্যঃ আত্মা তদনুমোদতে।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কিরূপে অবস্থানাদির কথা ঊনত্রিংশৎ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ আছে পরমাত্মা অবৃত্তি পদার্থ ইহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমসম্বন্ধ।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মরণাৎ পরং জীবাত্মা দেহান্তরং গৃহ্লাতি পরমাত্মা তু সর্ব্বব্যাপিত্বেন সর্ব্বত্রাবস্থিতিং করোতি।

অত্র প্রমাণং বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহীতি গীতা। সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি। বিযদ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ইতি হস্তামলকঞ্চ॥

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা অপর দেহে ভক্তৃত্বরূপে যে প্রকারে গমন করেন তাহা ২৯ প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছি। পরমাত্মা তিনি জগতের উৎপাদক সর্ব্বত্রে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান আছেন॥ প্রমাণ

পঞ্চদশীতে, মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ। অন্তর্যামীচ সর্ব্বজ্ঞো জগৎ যোনি স এবহি॥ গীতা একাদশাধ্যায়ে, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয় শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা সূক্ষ্মরূপে অদৃষ্টবশত ভোগাবসানে দেহান্তরে গমন করেন। এতৎ প্রমাণং মনুবচনং পূর্ব্বমুক্তং অপিচ দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতীতি। পরমাত্মা নির্ব্বিকারী সর্ব্বত্রৈব তিষ্ঠতি শ্রুতিসিদ্ধবিশ্বব্যাপকত্বাৎ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যোরনন্তরং জীবোপাধিক পরমাত্মনঃ সূক্ষ্ম শরীর এবাবস্থানং তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকমিত্যাদি বচনাৎ।
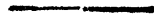
(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকারঃ, জীব এব প্রাণঃ সুতরাং উভয়োরেকাএব গতিঃ, যথা সজন্তু সর্ব্বভূতানা ইত্যাদি পূর্ব্বং লিখিতং। গতির্যথা মনুসংহিতায়াং ১২ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকাৎ টীকয়াসহ দ্রষ্টব্যং॥ জীবভূত সূক্ষ্মাদি লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন যমলোক দুঃখাদ্যনুভূয় মহৎ পরমাত্মনৌ আশ্রয়তি। ততঃ তৌ ধর্ম্মং ভুক্তশেষঞ্চ পাপং বিজায়তঃ॥ স অর্দ্ধ মানুষদশায়াং বাহুল্যেন ধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি অল্পঞ্চাধর্ম্মং। তৈরেব পৃথিব্যাদি ভূতৈঃ স্থূল শরীরবগতয়া পরিনতৈঃ যুক্তঃ স্বর্গসুখমনুভবতি॥ যদি পুনঃ স মানুষ দশায়াং বাহুল্যেন পাপমনুতিষ্ঠতি অল্পঞ্চ পুণ্যং তদা তৈরেব ভূতৈঃ মানুষদেহরূপতয়া পরিণতৈঃ স্তাক্তৌ মৃতঃ মম্বনন্তরং জাতকঠিনদেহঃ যামীঃ যন্ত্রণাঃ অনুভবতি। তত স্তৎ ভোগেনাপহত পাপ্মা মানুষাদি শরীরং গৃহ্নাতি॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা পরমাত্মা এইরূপ গমন করেন প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে প্রমাণ একঃ পশ্যন্তি চেষ্টিতানি জগতামনন্যস্তু মোহান্ধধীঃ ইত্যাদি।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিয়মিত স্থান যেথানে আছে সেই স্থানকে গমন করেন অতীন্দ্রিয়রূপে গমন করেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে ইতি যুক্তি সিদ্ধং॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

দেহপাতে চিন্ময়াত্মা সহস্রদল কমলাসন উৎসর্গ পূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যে বিলীন হয়েন। গৃহস্থিত খণ্ডাকাশ যে প্রকার গৃহধ্বংসে বৃহদাকাশে মিলিত হয় তদ্রূপ এক বিগ্রহ বিনাশে আত্মাও বিশ্বাশ্রয় ব্রহ্ম-সত্তায় সংযুক্ত হয়েন॥ কিন্তু দেহী জীব কর্ম্মানুগ প্রযুক্ত দেহান্তরকে আশ্রয় করেন, তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ইত্যাদি। এতদ্রূপে কর্ম্মক্ষয় না হওন পর্য্যন্ত জীবাত্মা গমনাগমন করিতে থাকেন, ইহার বিবরণ পূর্ব্বে বিস্তারক্রমে উক্ত হইয়াছে বিধায় দ্বিরুক্তি পরিত্যক্তা হইল ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরমাত্মা প্রেতাদি শরীরে গমন করেন।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মরণাৎপরং জীবাত্মনঃ সুখদুঃখফলভোগায় শরীরান্তরং ধৃত্বা যমসদনাদৌ গমনং পঞ্চবিংশ প্রস্তা-বোত্তরে কথিতং। পরমাত্মনো ব্যাপকত্বাচ্চ কুত্রাপি গমনং নাস্ত্যেব।

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

বেদাদিতে অনেক প্রকার যাতায়াত লিখিত আছে, কিন্তু যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় হয় না॥ ৩৭॥

[৩৮] প্রশ্ন। মোক্ষ কি প্রকার?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়াই মোক্ষ। যথা শ্রীভাগবতে, মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ অর্থাৎ কারণ শরীর লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীর এই তিন শরীর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে অব-স্থিতির নাম মোক্ষ। যথা পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকে ৪৮ শ্লোকে মায়া বিদ্যা বিহায়ৈবমুপাধি পরজীবয়োঃ॥ অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে। তত্ত্বমসি এই বাক্যে তৎশব্দের অর্থ অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং ত্বং শব্দের অর্থ অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট জীব, সেই উভয়ের বিরুদ্ধ যে মায়া ও অবিদ্যা বিশিষ্ট অংশ তাহা পরিত্যাগ করিলে অপরিচ্ছিন্ন নিত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন॥

(২) পাবনা চাটমোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

ভ্রমজ্ঞাননিবৃত্তিরপবর্গ ইতি মায়া জন্য মোহ বশতঃ আপনাতে যে ঈশ্বরের ঘট পটাদি জ্ঞান হইতেছে বেদোক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাদি করিতে করিতে সংন্যাস জন্মিয়া মায়া পরিত্যাগানন্তর ঐ মোহ জ্ঞান নিবৃত্তি পাইয়া যায় ঐ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। বর্ণিতরূপ ভ্রমজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে সোহং এইরূপ ঈশ্বরের আত্মপ্রমাজ্ঞান হইয়া থাকে এবং আপনা হইতে পদার্থান্তর দৃষ্ট হয় না কারণ কলিতার্থ এক ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তর তো আর কিছুই নাই যথা একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি শ্রুতি॥

---

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

অন্যথারূপং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মরূপেণাবস্থানং মুক্তিঃ যথোক্ত মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি। কিঞ্চ ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশস্যাৎ যথা পুরা এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্মসংপদ্যতে পুনরিতি॥

অস্যার্থঃ। ঘটে ভিন্নে সতি ঘটোপাধিক আকাশ যথা মহাকাশ এবস্যাৎ তথা তত্ত্বজ্ঞানেন লিঙ্গদেহস্য ধ্বংশে সতি জীবস্য পুনর্ব্রহ্মরূপেণাবস্থানং স এব মোক্ষ ইত্যুচ্যতে বেদান্তবিচারাৎ তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষঃ বিজ্ঞানান্নৈবমুক্তিরিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥

---

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষ ধাতুর অর্থ মোচন, যে কোন প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির নাম মোক্ষ। যেমন রাজদ্বারে ধৃত ব্যক্তির বিচারে মুক্তি লাভ মোক্ষ॥ তদ্রূপ অবিদ্যাকৃত বদ্ধজীবের সাধন বলে জীবত্ব মুক্তিই মোক্ষ। মোক্ষের লক্ষণ "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" স্বরূপের অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। সাত্বতেরা কহেন, স্বরূপে অবস্থিতির অর্থ এই "জীবনিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল। সেঁকারণে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধিল" সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ প্রেম লাভ করাই পরম পুরুষার্থ॥ আর সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সাযুজ্যেকত্ব এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি হেয় বলিয়া প্রশস্ত বলেন না। সাংখ্যেরা কহেন দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিঃ পরমানন্দাবাপ্তিশ্চ॥ তাঁহারা আরও কহেন, স্বর্গাদি আপেক্ষিক মুক্তি, প্রকৃত মুক্তিই নহে। যেমন রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তির একাভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি হইলেও, অন্য অন্য অভিযোগে বদ্ধভাব থাকে সেইরূপ স্বর্গাদি, ভোগানন্তর ক্ষয়িষ্ণু প্রযুক্ত প্রকৃত মুক্তি পদবাচ্য নহে॥ ফলতঃ মত যতই ভিন্ন ভিন্ন হউক সংসার হইতে মোচন হওয়াই সর্ব্ববাদীর অভিপ্রেত ইতি॥

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিঃ মুক্তিঃ বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবৎ অচলং সৎ অখণ্ড চৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদা নির্ব্বিকল্প সমাধিরিত্যুচ্যতে তদুক্তং লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তমিত্যাদি।

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর

পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় পূর্ব্বক নিত্যানন্দাবাপ্তিকে মোক্ষ বলা যায়।

---

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

জীব পরমাত্মনোরভেদাবগাহিজ্জ্ঞানং মোক্ষঃ। বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি॥ একী কৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ইতি যোগশাস্ত্রাৎ গীতা বচন জাতাচ্চ বাহুল্যান্নোক্তং॥

---

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

ব্রহ্মে জীবগণের লীন হওয়াই মুক্তিঃ। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি দেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥ ইতি বেদবচনাৎ। স যোহবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যা ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতীতি শ্রুতেশ্চ। স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়নাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এযোঽকলোঽমৃতো ভবতীতি শ্রুতেশ্চ॥ নৈয়ায়িকাস্তু আত্যন্তিক দুরিত নিবৃত্তি রাত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির্ব্বা মোক্ষমিতি বদন্তি। ভট্টাস্তু নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারো মোক্ষ ইতি বদন্তি॥ একদণ্ডিনস্তু যদুপাধ্যান বচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণো বিশুদ্ধরূপতা তাদৃশোপাধি বিগমএব কৈবল তাদৃশোপাধিরবিদ্যৈব ইতি তন্নিবৃত্তিরেবত দিতি বদন্তি ত্রিদণ্ডিনস্তু আনন্দময় পরমাত্মনি জীবাত্মনো লয়ো মোক্ষ ইতি বদন্তি। পৌরাণিকাস্তু সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য সাযুজ্যরূপ পঞ্চ প্রকারং মোক্ষং কথয়ন্তি॥ তেষাং মতে সালোক্যাদি চতুর্ণাং স্বর্গরূপত্বেন সাযুজ্যস্যৈব মোক্ষত্বং পর্য্যবস্যতি॥

যে সকল বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত সেই সকল বস্তু তাহাতেই লীন হইবে জীবাত্ম সকল ব্রহ্ম হইতেই অভিব্যক্ত অতএব ব্রহ্মেতেই লীন হইবে সেই লয়ের নাম মুক্তিঃ মুক্তির প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানই কারণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়।

---

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

নিত্যসুখাবাপ্তিরিত্যাদ্যামুক্তিঃ প্রমাণং সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্ম যাজী স্বারাজ্যমতি গচ্ছতি মনু দ্বাদশাধ্যায়ে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি শান্ত উপাসীত ইতি শ্রুতিঃ॥ যজুর্ব্বেদ মন্ত্রো যথা. যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা॥ সসর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং ইতি মনু কুল্লূকভট্টৌ। একত্বেঽপি পৃথগ্‌ভাব স্তথাক্ষেত্রাত্মনোর্নৃপ ইত্যাদি সামুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমিত্যন্তং গরুড়পুরাণ দ্বিশতাধ্যায়ঃ॥ হরিরাত্মা ন সন্দেহো যদা তৎসম জায়ত। তদামুক্তঃ সসংসারী বিষ্ণোরেবাত্মতাং ব্রজে দিতি বহ্নিপুরাণং॥ যন্মে গুহ্যতমং দেহং সর্ব্বগং তত্ত্বদর্শিনঃ। প্রবিষ্টা মম সাযুজ্যং লভন্তে যোগিনোঽব্যয়মিতি কূর্ম্মপুরাণং॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

বিকৃতভাবপরিত্যাগেনাত্মনঃ স্বরূপেনাবস্থানং মুক্তিঃ। সুষুপ্তৌ অবসন্নে ইন্দ্রিয়গণে প্রসুপ্তে চাহঙ্কারে অস্মাকং যাদৃশী তাদৃশা অবস্থা মুক্তিঃ॥ প্রমাণং শ্রীভাগবতে, মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি। আত্মনঃ স্বরূপেণাবস্থানং যথা একাদশে॥ সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমিচ প্রসুপ্তে কুটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্ন ইতি। সুখমহং সুপ্তোন কিঞ্চিদবেদিষমিতি স্বামিপাদ প্রদর্শিতো জাগ্রতোঽনুভবশ্চ ইতি॥ আচার্য্যবাক্যোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যতোভবেৎ। আত্মনোজীবপরয়োর্ম্মূলা বিদ্যাতদৈবহি॥ লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি। সাবস্থা মুক্তিঃ ইত্যধ্যাত্ম রামায়ণে॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্তউত্তর।

সালোক্যমথসারূপ্যং সার্ষ্টিঃ সামীপ্যমেবচ। সাযুজ্যঞ্চেতি মুনয়োমুক্তিং পঞ্চবিধাং বিদুঃ॥ তত্র ভগবতাসমমেকস্মিল্লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যেঽবস্থানং সালোক্যং। সারূপ্যঞ্চ ভগবতাসহ সমানরূপতা শ্রীবৎসবনমালা লক্ষ্মী সরস্বতীযুক্ত চতুর্ভুজ শরীরাবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ সার্ষ্টিঃ॥ ভগবদৈশ্বর্য্য সমানৈশ্বর্য্যং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থত্বাৎ। সামীপ্যঞ্চ, তথা ভূতবিশেষণ ঐশ্বর্য্যাদি যুক্তত্বে সতি ভগবতোঽতি সমীপে নিয়তমবস্থানং॥ সাযুজ্যঞ্চ, নির্ব্বাণং তচ্চ ন্যায়বৈশেষিক মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিঃ। অত্রাত্যন্তিকত্বং স্বাধিকরণবৃত্তিত্বং কালিকবিশেষণতোভয় সম্বন্ধেন দুঃখ প্রাগভাব বদন্যত্বং॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা যে অজ্ঞানরূপ উপাধি দ্বারা দুঃখ, মোহ ও শোক সন্তপ্ত হয়েন সেই অজ্ঞানরূপ উপাধি নিবৃত্তিই জীবের মুক্তি।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) স্বরূপাবস্থানই মোক্ষ, ব্রহ্মলাভই স্বরূপাবস্থান, অজ্ঞান নাশ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই স্বরূপাবস্থা দৃষ্ট হয়। শাঃ সূঃ ৪।৪।১ "সম্পদ্যাবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ"॥ মুক্তি স্বরূপ জীবের পূর্ব্বসিদ্ধ, অজ্ঞান বিগত হইলে তাহা দৃষ্ট হয়। "তস্মাৎ পুরাতনং বস্তু এব মুক্তিরূপমিতি"॥ "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" (ঐ। ঐ। ৪) মোক্ষকালে ব্রহ্মের সহিত অবিভাগে অবস্থিতি হয়। "তস্মাৎ মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নং"॥ মুক্তি লাভে আর ব্রহ্ম লাভে ভেদ নাই, অতএব মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। (১৫ উত্তরের ৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

(২) মোক্ষ ২ প্রকার জীবোন্মুক্তি আর বিদেহ মুক্তি, উভয় অবস্থাতেই উপরি উক্ত প্রকার স্বরূপাবস্থান হয়। তন্মধ্যে জীবোন্মুক্তিতে প্রারব্ধের ভোগ থাকে, উপাধিও থাকে॥ "যদ্বিদেহ কৈবল্য মুপাধের নিবারণাৎ" (তৃপ্তিদীঃ ৮৩)

(৩) সগুণোপাসকদিগের বিদেহ মুক্তির অবস্থায় সংকল্পের দ্বারা নানাবিধ সুখ ভোগ হয় অথচ আর জন্মও হয় না। বেদান্তসূত্র ৪ অঃ ৪ পাঃ ৫ অবধি ২২ সুত্র পর্য্যন্তে তাহা স্থাপন করিয়াছেন॥

(১৪) বিল্বপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

স্বরূপজ্ঞানং মোক্ষঃ স্ব স্বরূপজ্ঞানেন স্বরূপাজ্ঞান তৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিবৃত্ত্যা তন্নিমিত্ত নিখিলভ্রম-নিবৃত্তৌ নিমৃষ্ট নিখিল ভাস্যোপরাগতয়া শুদ্ধস্য সপ্রাণ পরমানন্দতয়া পূর্ণস্য আত্মনঃ স্বত এব কৈবল্যং মোক্ষঃ ইতি মধুসূদনসরস্বতী ব্যাখ্যানাৎ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সচ্চিদানন্দরূপব্রহ্মস্বরূপতালাভএব মুক্তিরিতি বেদান্তসম্মতং। তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। ন্যায়মতে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিরিতি। সাংখ্যমতে তু প্রকৃতি-পুরুষান্যথা প্রত্যয় এব মোক্ষ ইতি।

---

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

বেদান্তমতে ব্রহ্মস্বরূপ লাভকে মোক্ষ বলে, ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ তথাচ শ্রুতি "ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরং তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। ন্যায়মতে আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিকে মুক্তি কহে, সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের অন্যথা জ্ঞানকে মুক্তি বলে।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরপবর্গঃ স্ব সমানাধিকরণ দুঃখাসমানকালীন দুঃখধ্বংসরূপঃ দুঃখেনাত্যন্তবিমুক্ত-শ্চরতি অশরীরম্বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ প্রতীয়তে নচ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সুখাভাবসাধনত্বেন যোগাভ্যাসাদৌ প্রবৃত্তির্নস্যাৎ ইতি বাচ্যং সুখেষু উৎ-কটরাগবতাং বিষয়িনাং সুখাভাবে উৎকটদ্বেষোদয়েন মোক্ষস্যোপায়েন ভবত্যেব প্রবৃত্তিঃ বিবেকিনান্ত বহুতরদুঃখানুবিদ্ধতয়া সুখেষু নোৎকটোরাগ ইতি তদভাবেপি নোৎকটোদ্বেষঃ ইতি মোক্ষোপায় প্রবৃত্তিরিতি।

---

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

সাষ্টীত্যাদি প্রকার চতুষ্টয়াবচ্ছিন্নো মোক্ষঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিহেতুঃ।

---

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

চরমদুঃখধ্বংসো মুক্তিরিতি বিবৃতং মুক্তিবাদ ইতি।

---

(২০) বৰ্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান মোক্ষের সাধন, কৈবল্যাধিষ্ঠানের নাম মোক্ষঃ, মুমুক্ষু ব্যক্তি নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রত্যবায় হইতে রহিত হইয়া এবং বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মে অনাশক্ত হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া যখন অন্তাবস্থা তখন তাহার বিহিত জন্য কর্ম্ম নাই, যে ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন ও নিষিদ্ধ নাই যে নরকে গমন করেন ও মিশ্রিত কর্ম্ম নাই যে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। যথা (ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমলীয়ন্তে ইতীব সংক্ষেপঃ!

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

ব্রহ্মলাভই মোক্ষ, সৰ্ব্ববিষয়বাসনাত্যাগে তাহা প্রতিষ্ঠিত।

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষ অবিদ্যাজনিত অহংবুদ্ধির যে পরিত্যাগ, তাহাকে মোক্ষ বলে। প্রমাণ শ্রীভাগবত ২ স্কন্ধ ১০ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক।

(২৩) বৰ্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষ দ্বিবিধঃ। জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তিঃ। প্রমাণং স্বর্গাপবর্গযোমার্গমামনন্তি মনীষিণঃ। যদুপাস্তিমসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে॥ স্বর্গাপবর্গযো স্বর্গতুল্যযোর্জীবন্মুক্তি পরমমুক্ত্যোঃ ইতি কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যানং। জীবন্মুক্তিস্তু মিথ্যাজ্ঞাননাশ তাহা শুকনারদাদির ছিল, পরমমুক্তিঃ আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংসঃ॥ অত্র প্রমাণং। দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি। ইহাকেই নির্ব্বাণ এবং সাযুজ্য মুক্তি বলে। বেদান্তমতে সূক্ষ্মশরীর মোচন-পূর্ব্বক পরমানন্দময়ত্বং মোক্ষঃ। অত্র প্রমাণং। সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি শ্রীভাগবতবচনং ভগবতি সংপ্রসন্নে সতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিমুক্তঃ সন্ অতএব জীবনির্ম্মুক্তো জীবেন প্রকৃতিকার্য্যেণ লিঙ্গশরীরেণ মুক্তঃ সন্ নির্ব্বাণং সুখাত্মকং ব্রহ্মঋচ্ছতি ইতি শ্রীধরস্বামিলিখনং॥ এবং সারূপ্য সারুপ্যসামীপ্যাদি চতুর্ব্বিধ আছে।

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষপ্রকারমাহ ভাগবতে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ তথাহি সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ইত্যাদি তথা বৈদান্তিকানামপি অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং কেবলমাত্মৈবাপবর্গে বর্ত্ততে ইতি তন্মতং। আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরপবর্গ ইতি সাংখ্যবৃদ্ধাঃ॥

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো জীবন্মৃতবিভেদতঃ। জীবন্ মোক্ষস্তু সংসারবাসনাদিবিহীনতা ॥৪৭॥ অপরঃ সূক্ষ্মদেহাদি জাগ্রৎ স্বপ্নাদিহীনতা॥ সচ্চিদানন্দরূপত্বং নির্ব্বাণং যন্নিগদ্যতে॥ সাকল্যঞ্চাপি সামীপ্যং

সারূপ্যঞ্চেতি তত্ত্রয়ং। বর্ত্ততে কর্ম্মভেদেন মৃতস্যান্তে চিদাত্মনঃ॥ সকলৈশ্বর্য্যসংযুক্তং সাকল্যমাত্মনস্তথা। সামীপ্যং নিকটস্থানং সারূপ্যং সমরূপতা॥ প্রমাণং। সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ বিমুক্তো জীবনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতৈতৎ শ্লোকব্যাখ্যানং ভগবতি সংপ্রসন্নে সতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিমুক্তঃ অতএব তৎকার্য্যেণ লিঙ্গশরীরেণ মুক্তঃ সন্ নির্ব্বাণং সুখাত্মকং ব্রহ্মঋচ্ছতীতি জীবন্মুক্তস্তু শুকনারদঃ॥

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিত্বং মোক্ষত্বং, দুঃখ প্রাগভাবাভাববিশিষ্টো দুঃখাত্যন্তাভাব এব মোক্ষ ইতি। একদণ্ডিনোবেদান্তিনস্তু যদুপাধানবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণো বিশুদ্ধরূপতা তাদৃশোপাধিবিগমএব কৈবল্যং তাদৃশোপাধিরবিদ্যেবেত্যাদি॥ ত্রিদণ্ডিনস্তু আনন্দময় পরমাত্মনি জীবাত্মনোমায়া মোক্ষঃ জীবাত্মপরমাত্মনোরভেদেপি উপাধিবিশেষ বিশিষ্টস্যাত্মনো জীবরূপতা অস্যৌপাধিকঃ পরমাত্মভেদ ইতি ভেদকোপাধি বিগমএব জীবস্য পরমাত্মনি লয়ঃ যথা ঘটাকাশস্য ঘটবিগমে শুদ্ধাকাশে তস্য লয়ঃ লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্নস্যৈবাত্মনো জীবভাবঃ লিঙ্গশরীর বিনাশএব পর্য্যবসিতো মোক্ষঃ লিঙ্গশরীরঞ্চ স্থূল শরীর বীজভূত মহদহঙ্কার তন্মাত্রভূত সূক্ষ্মৈকাদশেন্দ্রিয় সমুদায়স্তদ্বিশিষ্টস্যাত্মনো দুঃখাদি মত্তয়া বিশেষণীভূতস্য লিঙ্গশরীরস্য নাশে দুঃখং নোৎপত্তুমর্হতীত্যাদি মুক্তিবাদ লিখনং॥

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

গৌতমকনাদমুন্যাদিভিঃ স্বীকৃতঃ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরেব মোক্ষ পদার্থঃ অত্র প্রমাণং অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি মুক্তিবাদধৃত শ্রুতিঃ। আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং ইত্যত্র আনন্দপদং সুখ দুঃখ বিরহার্থকমেব, মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং ইত্যত্র বাসনামিথ্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তৌ উত্তরাবধিরহিতং সৎ স্থিতমিত্যর্থ, ইতি মুক্তিবাদসন্দর্ভশ্চ হে বাব হে জাব প্রিয়াপ্রিয়ে সুখ দুঃখে ইত্যর্থঃ॥ অন্যৎ সুগমং নিত্য সুখ তৎ সাক্ষাৎকারো মোক্ষ ইতি ভট্টমতং॥

অত্র প্রমাণং আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতমিতি বচনং ভট্টমতেঽত্রানন্দপদং ন দুঃখ বিরহার্থকমেব ইতি ভাবঃ। ত্রিদণ্ডিনস্তু আনন্দময় পরমাত্মনি জীবাত্মনো লয়ো মোক্ষ ইতি বদান্ত ইতিতু মুক্তিবাদে॥ অজ্ঞান তৎকার্য্য সম্বন্ধোবন্ধস্তদ্বিচ্ছেদো মোক্ষ ইতি বেদান্তমতং বেদান্তদর্শনে আনন্দজ্ঞান লিখনমেতৎ। পুর্য্যষ্টক সমেত শরীর সম্বন্ধোবন্ধস্তদ্রাহিতো মোক্ষঃ॥

অত্র প্রমাণং পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বন্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন তু ইতি ব্রহ্মপুরাণং॥ পুরাণ সম্মত এব মোক্ষ পদার্থঃ পুর্য্যষ্টকঞ্চ পঞ্চবিংশতি প্রশ্নোত্তরে বিবৃতং॥

---

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষ চতুর্থ প্রকার দেবতার সমান গতি এই সাষ্টি মুক্তি, দেবতার লোকে বাস এই সালোক্য মুক্তি, দেবতার স্বরূপ হয় এই সারূপ্য মুক্তি, ঈশ্বরে লীন হয় এই নির্ব্বাণ মুক্তি মোক্ষ এই প্রকার।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষের লক্ষণ মতভেদে নানাবিধ ; বেদান্তমতে মোক্ষ নিত্য সুখাবাপ্তি ন্যায়াদি মতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলে, (শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ বশতঃ) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐ যে জ্ঞান হইল কার্য্য কারণ সহকারে অবিদ্যা যখন পরমাত্মাতে লীনা হয় সেই অবস্থা মুক্তি (মোক্ষ) এরূপও লক্ষণ কথিত আছে, যথা " আচার্য্য শাস্ত্রোপদেশাৎ দৈবেজ্ঞানং যদাভবেৎ। আত্মনোর্জীবপরয়োর্মূলা বিদ্যাতদৈবহি॥ লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি। সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা " অধ্যাত্ম রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড। দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার মুক্তিকেও কেহ কেহ (অমরকোষ টীকাকারগণ) মোক্ষ বলেন॥ শ্রীভাগবতে অন্যথারূপ পরিহার পুরঃসর স্বরূপে আত্মার অবস্থানকে মুক্তিরূপে বলিয়াছেন যথা " মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি "। জীবন্মুক্ততা, সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য ও একত্বভেদে মোক্ষ বহুবিধ হইলেও একরূপই প্রকৃত মোক্ষ এবং বহুসম্মত, অপরাপররূপের ঔপাধিক মোক্ষতা বিধায় প্রত্যেকের বিবরণে বিরত হইলাম॥

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জীবের অবিদ্যাকৃত সংসার নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা যায় অর্থাৎ জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ মোক্ষ পঞ্চম প্রকারে বিভক্ত হয়েন ইতি॥

প্রমাণং যথা, সাষ্টিসালোক্যসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনা ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

" মুমুক্ষুত্বং মোক্ষেচ্ছা " এই স্থলে বেদান্তসারের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, " মোক্ষোনামবিদ্যানিরস্তা বিদ্যাতৎকার্য্য ব্রহ্মাত্মনাবস্থানমিতি। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিরস্ত হইলে তৎকার্য্য ব্রহ্মাত্মায় অবস্থান তাহাই মোক্ষ॥ পরব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ও মুক্তি এ কেবল নামমাত্র প্রভেদ, নতুবা উভয়েরই মোক্ষমাত্র অর্থ॥

প্রমাণ যথা, নিত্যং নির্গুণরূপত্বান্নামমাত্রেণ গীয়তাং। অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সম্বাদি ভ্রমবন্মতং ইতি পঞ্চদশী॥

উপাধিভেদে মুক্তি দুই প্রকার, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি ; বাসনাদি ক্ষয় হইলে আত্মাতে অভিন্নরূপে পরমাত্মার জ্ঞান হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্ম বশতঃ দেহ বিদ্যমান থাকে ঐ মুক্তিকেই জীবন্মুক্তি কহে, তাহাতেও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়।

প্রমাণ যথা, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ॥ অথান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥

অনন্তর, ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মে লীন হন। এইরূপে দেহ বিদ্যমানে ব্রহ্মকে জানিয়া পরমেশ্বরে লীন হইলে জীবন্মুক্তি হয়, কালবশে দেহনাশ হইলে বিদেহ মুক্তত্ব প্রাপ্ত হয়॥

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে। বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনঃ স্পন্দতামিব॥ তদেতৎ তদৃচাভ্যুক্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইতি মুক্তিকোপনিষৎ॥

তথাহি শ্রুতিঃ, যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপা-দ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ইতি॥ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তিরিতি নৈয়ায়িকাঃ॥

ঐ মুক্তি প্রকারভেদে পঞ্চবিধা; সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও নির্ব্বাণ। নৈয়ায়িকমতে নিত্য আত্মার ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য ভোগ হইলে সার্ষ্টি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ, সমানলোকে বাস হইলে সালোক্য ইত্যাদি॥

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং, কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্য-নাময়ং ইতি॥ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তীতি স্বামীকৃত টীকা॥

অতএব সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি ইতি॥

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

লিঙ্গশরীরাদিরূপ উপাধি ধ্বংসই মুক্তি যথা উপাধি বিগমএব কৈবল্যং।
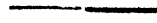
(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সাংখ্যমতেও পরমেশ্বরস্য স্বরূপাবস্থিতিত্বং মোক্ষঃ। অত্র প্রমাণং। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূ-পেণ ব্যবস্থিতিরিতি ভাগবতীয়ং। ভট্টমতেতু নিত্যসুখসাক্ষাৎকারো মোক্ষঃ। অত্র প্রমাণং। আ-নন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতমিতি মুক্তিবাদধৃতবচনং। ন্যায়মতেতু আত্যন্তিকাদুঃখনিবৃত্তি-র্ম্মোক্ষঃ। অত্র প্রমাণং। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি মুক্তিবাদধৃতশ্রুতিঃ। পুরাণ-মতেতু পুর্য্যষ্টকলিঙ্গশরীরস্য ত্যাগো মোক্ষঃ॥ অত্র প্রমাণং। পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন তু॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনং॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

বাসনা ক্ষয় হইলেই তাহাকেই মোক্ষ বলা যায় বশিষ্ঠ মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। প্রমাণ মোক্ষোপায়ে। বশিষ্ঠ উবাচ। বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাস্ত্বং পরি-ত্যজ্য মোক্ষার্থে ত্বমপি ত্যজ॥ ইত্যাদি প্রমাণ সকল পঞ্চদশীতে দ্বৈতবিবেকে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্ব্বিকল্প সমাধিতঃ। সুসম্পাত ক্রমাৎ সোপি সবিকল্প সমাধিনা॥ ৬॥ বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যে নৈকান্তবাসিনা। দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥ ৬১॥ জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ। এতৎ পদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতং॥ ৬২॥ দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন

মনসো দৃশ্যমার্জ্জনং॥ সপন্নক্ষে তদোৎপন্না পরা নির্ব্বাণ নির্বৃতিঃ। বিচারিতমলং শাস্ত্রং চীরমুদ্গ্রা-হিতং মিথঃ। সন্ত্যক্তবাসনা মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদং॥ বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্ম্মণ্য ভোগ-দায়িনা। পুনঃ সমাহিতা সা স্যাত্তদৈবাভ্যাস পাটবাৎ॥ ৬৪॥ বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্য-তে। ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ। যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ ব্রহ্মবিৎ স্বয়ং॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির্মোক্ষঃ। বেদান্তমতে মায়োপাধি নিবৃত্তিঃ মোক্ষঃ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষ শব্দেন মুক্তিরুচ্যতে সাচ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরিতি নৈয়ায়িকাঃ নিত্য সুখাবাপ্তিরিতি বৈদা-ন্তিকাশ্চ সাচ পৌরাণিকমতেতু পঞ্চধা সাষ্টিঃ সালোক্য সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ইত্যাদি বচনাৎ। অতএবোক্তং বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নচ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থযামি কদাচন ইতি॥
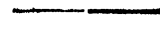
(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিঃ ইতি নৈয়ায়িকাঃ। নিত্য সুখাবাপ্তিরিতি বৈদান্তিকাঃ॥ শরীরেন্দ্রিয়াভ্যাং আত্মনো মুক্তিঃ ইতি ভরতঃ। হরিভক্ত্যা স্বরূপা ইতি বৈষ্ণবাঃ বৈদান্তিকমতন্তু বিশেষেণ গ্রাহ্যং॥

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

মোক্ষের লক্ষণ এই যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ বিগতের্ষ্যাভয় ক্রোধো যঃ সদামুক্ত এব সঃ। অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ স সন্ন্যাসী চ যোগী চ তন্নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ইতি রামগীতা, সারোপ্য সালক্ষ্য সাযুজ্য। সপ্রত্যবায়োপাহমিত্যনাত্মধীর্যস্য প্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ॥ তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমবিক্রিয়াত্মভির্বিধানতঃ কর্ম্মবিধি প্রকাশিতং। জীবয়ো ব্রহ্মস্বরূপয়ো রৈকাত্মমৈক্যং কাম্য নিষিদ্ধেতর কর্ম্মকরণাৎ শুদ্ধান্তঃকরণো ভূয়োমোক্ষোভবতি॥

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

নির্বিষয়স্য মনসঃ কৃতিমুক্তি, যতো নির্বিষয়স্যাস্য মনসোমুক্তিরিষ্যতে। অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা ইতি অমৃতবিন্দূপনিষৎ॥

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অথবা নিত্য সুখব্যাপ্তির নাম মোক্ষ। এই মোক্ষ পঞ্চধা, যথা, সাষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ॥ কামনা বিশিষ্ট হইয়া যাগ ইত্যাদি কাম্য কর্ম্ম করিলে তৎফলে

সংকল্পানুসারে প্রথমোক্ত ৪ প্রকার মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু কালে তাহা হইতে চ্যুতি সম্ভাবনা আছে; কেবল নির্ব্বাণ কৈবল্যে আর জনন মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিশ্রেয়স বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ ইহাতে বান অর্থাৎ পঞ্চভূত রহিত হয়। কর্ম্মশূন্যতা নির্ব্বাণ, মুক্তির প্রধান কারণ॥ কর্ম্মাত্যয়ে ফলভোগের নিষ্প্রয়োজনতা হইলে, জন্ম গ্রহণ ও মরণ জন্য আর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং দুঃখের অত্যন্তাভাব হয় ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

জীবাত্মা পরমাত্মা চ তয়োরৈক্যং মোক্ষঃ।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর

০

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সক্ষীত্যাদি প্রকার চতুষ্টয়াবচ্ছিন্নোমোক্ষঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হেতু।

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

ক্লেশ শূন্য সুখে মৃত্যুর নাম মোক্ষ, কিন্তু শাস্ত্রে অনেক প্রকার আছে॥ ৩৮॥

[৩৯] প্রশ্ন। সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত-দ্বারা দিবা রাত্রি বিভাগ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে, কোন কোন স্থানে এক মাস দুই মাস ছয় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না; ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত অথবা পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারা ঐরূপ বিপরীত ঘটনা হয়?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন স্থলে এক মাস দুই মাস অথবা ছয় মাস পর্য্যন্ত উদয় অস্ত হয় না, ইহা পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। কারণ মেরু সন্নিহিত লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি দেশে ছয় মাস সূর্য্যের উদয় ও ছয় মাস সূর্য্যের অস্ত হয়। ইহার কারণ, যখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ণ গতি হয় তখন মেরু সন্নিহিত দেশ হইতে সূর্য্য বহুদূরবর্ত্তি হয়েন সুতরাং তত্রত্য লোকে সূর্য্য দেখিতে পায় না, আর যখন সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হয়

তখন সমীপস্থহেতু সূর্য্যের অস্ত দেখিতে পায় না, এরূপ ভেদ হইয়া থাকে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় নাই।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন স্থানে এক মাস দুই মাস পর্য্যন্ত যে সূর্য্য উদয় হয় না ইহা সূর্য্যাদির গতির দ্বারাই হইয়া থাকে কিন্তু ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে হইয়া থাকে ইহা কদাচ বলা যায় না পূর্ব্ব অনেক স্থানে যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া আসিয়াছি ফলতঃ জগদীশ্বর অলৌকিকরূপে প্রায় কোন কর্ম্মই সম্পাদিত করেন না স্বইচ্ছায় লৌকিক কারণ পরম্পরা একত্র করিয়া স্বয়ং অতি গোপনে থাকিয়া কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন এই নিমিত্তই নাস্তিকেরা তাঁহাকে অমান্য করিয়া থাকে, ফল বেদান্তমতে কোন সন্দেহ নাই তাহার কারণ সপ্তম ও নবম প্রশ্নোত্তরানুসারে নির্নীত হইবে ইতি।

(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যত্তু কস্মিংশ্চিদ্দেশে একমাস দ্বিমাস ষণ্মাস পর্য্যন্তমপি সূর্য্যস্যোদয়াস্তাভাবো দৃশ্যতে তৎপৃথিব্যাগতি বৈলক্ষণ্যাদিতি কেচিদ্বদন্তি কেচিত্তু সূর্য্যস্যৈবগতির্ন পৃথিব্যা পৃথিবী অচলাস্থিরাচেতি বদন্তি বস্তুতস্তু যে-কেপি যেন কেনাপিরূপেণ কথয়ন্তু কিন্তু ঈশ্বরাভিপ্রেত এবেতি জ্ঞায়তে।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

তৃণস্তম্ব হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, একটী পরমাণুও ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে সৃষ্ট হয় নাই। তখন সূর্য্যের উদয় অস্ত দ্বারা দিবা রাত্রি বিভাগ, দেশ বিশেষে স্থিতি সঞ্চার দ্বারা অথবা পৃথিবীর গতি বিশেষ দ্বারা দিনমান রাত্রিমানের তারতম্য, যাহা কিছু ঘটুক না কেন, সকলেই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অচিন্ত্য কৌশল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে॥ এক স্থানে এক কালে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রাজ্যে বিপরীত ঘটনা কিছুই নাই, শশ শৃঙ্গ প্রভৃতির বিদ্যমানতা না থাকিলেও যে ঈশ্বর মনে করিলে পারেন না তাহা নহে॥ তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের কোন না কোন লোকে থাকা অসম্ভব নহে অথবা তিনি যাহা করেন নাই তাহা কোথাও নাই। এস্থলে পৃথিবীর গত্যাদি সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধু-নিক মতের কিঞ্চিৎ সমালোচন পূর্ব্বক প্রশ্ন সমাধান করা যাইতেছে॥ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে পৃথিবী কমলকর্ণিকাবৎ গোলাকার, তাহার উত্তরে সুমেরু গিরি। সূর্য্য, সুমেরুকে পার্শ্বে রাখিয়া লোকালোকাচল প্রদক্ষিণ করিতেছে, সুতরাং লোকালোকাচলের এক ভাগে দিন ও এক ভাগে নিয়ত রাত্রি হয়॥ সূর্য্যের যখন উত্তরায়ণ হয় তখন উত্তরাংশে দিন বৃদ্ধি হয়, আর যখন দক্ষিণায়ণ হয় তখন রাত্রি বাড়ে॥ আর সুমেরু শৃঙ্গে চির সূর্য্য বিরাজমান, পৃথিবী স্থিরা, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবীর গতির বিষয় অনুমিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহারা কেন যে প্রাচীন পুরাণাদির মতে রাখি-য়াছেন তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইবে॥ আধুনিক বৈদেশিক পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে কোমলা নেবুর ন্যায়

গোল বলেন, আর পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতেছে বলিয়া সূর্য্যের প্রদক্ষিণ করা বোধ হয়। তাঁহারা এবিষয়ে যুক্তি দেখান, ঈশ্বর শিরোবেষ্টন নাসিকা স্পর্শ ন্যায়ে কোন সৃষ্টিতে কষ্ট কল্পনা করেন নাই, এক সূর্য্যে দিন রাত্রি বিভাগ হওয়াতে দুই সূর্য্য সৃষ্টি করেন নাই। এক পৃথিবীকে গতিশক্তি দিলে সমস্ত রাশি চক্র সূর্য্য চন্দ্র সকলের উদয়াস্ত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখিলে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রাদিকে এক দিনে সমস্ত নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করাইলে তাহাদের গতির বেগ অসম্ভব হইয়া উঠে॥ আর উত্তর দক্ষিণবাহী বাণিজ্য বায়ুর নিরক্ষবৃত্ত সন্নিধানে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম গতি দেখিয়া এবং মেরু সন্নিহিত দেশে দোলক যন্ত্রের গতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন পৃথিবী সচলা। সূর্য্য গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তি থাকিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে, ফলতঃ উভয়মতে জ্যোতির্গণনা সম্বন্ধে কোন ভুল হয় না॥ প্রাচীন পণ্ডিতেরা বুদ্ধিমান ছিলেন, দেখিলেন জগতের কোন বস্তুই স্থির নহে, কোন একটা গ্রহাদিকে স্থির না ধরিলে অপর গ্রহাদির দূরত্বাদি নির্নীত হয় না, অতএব পৃথিবীস্থ জীব পৃথিবীকেই স্থির কল্পনা করাতে গণনার কিছু সহজ সাধ্য সূক্ষ্মতা হইয়াছে এবং ধ্রুব নক্ষত্রকে পৃথিবীর সহিত সমসূত্রভাবে অবস্থিত দেখিয়া, মেধ্যচক্রে যেমন গোগণ প্রদক্ষিণ করে সেইরূপ সমস্ত রাশিচক্রকে তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাদের উন্নতি স্থিতি সঞ্চারাদি গণনা করিয়াছেন। এস্থলে একের বাক্যকে সত্য বলিলে অপরের বাক্যকে মিথ্যা বলিবার আশঙ্কা নাই, যেমন ' অব্ধ্যঃ সূর্য্য উদেতি ' ইতি সমুদ্র তীরবর্ত্তী ব্যক্তির এবং ' বৃক্ষান্তরালাৎ সূর্য্য উদেতি ' ইতি স্থলস্থ ব্যক্তির সূর্য্যোদয় দর্শনে উভয় ব্যক্তির বাক্যের প্রাতীতিক সত্যতা আছে॥ কিম্বা যেমন পিত্তাধিক্যে শুভ্র শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখায়, শঙ্খের বাস্তবিক পীতত্ব না থাকিলেও পীতদর্শীর পীতদর্শন মিথ্যা নহে, সে শঙ্খকে শুভ্র জানিয়াও বলিবে শ্বেত শঙ্খকে আমি পীতবর্ণ দেখিতেছি। সেইরূপ পৃথিবীর গতি যদি যথার্থ প্রমাণীকৃত হয় তাহা হইলেও আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিবার যো নাই, কেন না তাঁহারা শাস্ত্রকে প্রাতীতিক ও পারমার্থিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন॥ এক ভাগে লৌকিকাচারে যাহা দৃষ্ট শ্রুত হয় এবং অপর ভাগে কেবল বস্তুর যাথার্থ নির্ণয় লিখিত আছে ইতি॥

---

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

এতদ্বিষয়ে পৃথিবীসূর্য্যয়োর্গতিঃ কেচিন্মন্যন্তে তথাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতং বিনা কিং সম্ভবতি। যৎ ঈশ্বরস্য চন্দ্র সূর্য্যাদীনামপি গতিবিধায়কত্বং॥ প্রমাণং ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ইতি মণ্ডুকোপনিষদি॥

---

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

দিবা রাত্রির ন্যূনাধিক্যের কারণ এই সূর্য্যের গতি এবং পৃথিবীর ছায়া বস্তুতঃ ঈশ্বরীয় নিয়ম বাধ নাই।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যোদয়স্ত যদ্বিপরীত দর্শনং তৎসুমেরোরতিসন্নিহিতজনানাময়নভেদেন জ্ঞেয়ং নেশ্বরাভিপ্রেত মিদমিতি।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

সূর্য্য গতি দ্বারাই কোন কোন দেশে ছয় মাস দিন বা দুই মাস দিন প্রভৃতি দিবা রাত্রি হয়। উদয়াস্তময়ে চৈব সর্ব্বকালন্তু সংমুখে। দিশাস্বশেষাসু তথা মৈত্রেয় বিদিশাসু চ॥ যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ। তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তময়ং রবেঃ॥ নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদাসতঃ। উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেরিতি বিষ্ণুপুরাণবচনেন ধ্রুবতারাপরিক্রমণশীলস্য ভাস্বতঃ ধ্রুবতারাধঃস্থিতদেশবাসিনাং কতিপয়োত্তরায়ণ কতিপয় দক্ষিণায়ন দিনপর্য্যন্তং দর্শনসম্ভবাদেবং অতিশয় দক্ষিণদিগ্‌ভাগগমনশীলস্য ভাস্বতঃ তেষাং তাদৃশোত্তরায়ণদ্বয় কতিপয় দিনপর্য্যন্তং দর্শনা সম্ভবাদ্দিবারাত্রিরিতি। আক্রম্যৈতে যদা তৌচ ধ্রুবেন সমধিষ্ঠিতৌ। তদাভ্যন্তরতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানিত্বিতি পুরাণান্তরবচনাৎ ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামত ইতি ভাগবতবচনাচ্চ ধ্রুব পরিক্রমণক্রিয়া সূর্য্যস্যেতি॥

ধ্রুবতারাকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের দিবারাত্রি হইতেছে। পৃথিবী কদম্ব পুষ্পাদির ন্যায় গোলাকৃতি, ধ্রুবতারা বা মেরু পৃথিবীর উত্তরভাগে আছে আমরা দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে আছি এবং এই পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই সমুদ্র বা দ্বীপ আছে যাহারা যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য দর্শন করে তাহাদের সেই কাল পর্য্যন্তই দিন তদ্বিপরীতই রাত্রি। ধ্রুবতারাধঃ স্থিতদেশ বাসিরা উত্তরায়ণ দ্বয়ের কতিপয় দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য দর্শন করিতে পায় যেহেতু সূর্য্য ধ্রুবতারার সন্নিহিত গগণমণ্ডল ভ্রমণ করে॥ আমাদিগের ধ্রুবতারার উত্তর দেশোর্দ্ধ গগণমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর দৃষ্টি হয় না সুতরাং যখন দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে আসেন তখন দিবা এবং যখন ধ্রুবের উত্তর দিগ্‌ভাগে গমন করেন তখন অদর্শন প্রযুক্ত রাত্রি হয়। কিন্তু ধ্রুবতারাধঃ স্থিতদেশ বাসিদিগের ধ্রুবতারার দক্ষিণ কি উত্তর উভয়দিকৃই সূর্য্য গমন করিলে দৃষ্টি হয়॥ যখন ধ্রুবতারার পরম দূরবর্ত্তী হইয়া ধ্রুবতারাকে পরিক্রমণ করেন তখন অত্যন্ত দক্ষিণ বা অত্যন্ত উত্তর দিক্ সূর্য্য গমন করাতে তাহাদের আর দৃষ্টি গোচর হয় না আমাদিগের উর্দ্ধাধঃ ক্রমে পরিবর্ত্তনহেতু দিবা রাত্রি হয় এবং তাহাদের জ্যোতিষ্মান্ ধ্রুবতারাদি দ্বারা কিছু উপকার হয়। যদ্রূপ আমাদের দৃষ্টি গোচর গগণমণ্ডলের চতুর্দ্দিগ্‌ভাগে কোন পক্ষিপ্রভৃতি মনে করিলে দেখিতে পাই এবং আমাদিগের দূরবর্ত্তি চতুর্দ্দিগবস্থিত স্থানের উর্দ্ধ গগণমণ্ডল ভ্রমণ করিলে দেখিতে পাই না কিন্তু মধ্যস্থানস্থ বা দূরবর্ত্তিস্থ ব্যক্তিরা কিয়ৎ দর্শন এবং কিয়ৎকাল অদর্শন করে তদ্রূপ॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরাজ্ঞয়ৈব সূর্য্যাদের্গমনক্রিয়া সুতরাং কুত্র কিয়ন্তি দিনানি কুত্র বা কদাচিদপি নোদেতীতি হরেরভিপ্রায় এব।

প্রমাণং ভীষাস্মাদ্বায়ুঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্য ইত্যাদি শ্রুতিঃ। অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানামি ততঃ পরমিতি কিষ্কিন্ধাকাণ্ডং॥ শাস্ত্রস্য ভগবদ্বোনিত্বাচ্ছাস্ত্র লিখনমেব ভগবদভিপ্রায়ঃ সর্ব্বত্র ত্যাজ্য ইতি অপিচ ধাতুঃ পাতানুসারেণ বৈকুণ্ঠেন দিনানিশং। তত্র সূর্য্যগতির্নাস্তি চৈবং গোলোকতঃ স্মৃতং॥ চন্দ্রস্যাপি গ্রহাণাঞ্চ গতির্নাস্তীতি তত্রবৈ। চক্রং নৈব ভ্রমত্যেব রাশীনামিচ্ছয়া হরেঃ॥ দিনঞ্চ তেজসা ব্যাপ্তং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ চন্দ্রসূর্য্যগতির্নাস্তি পাতালেষুচ সপ্তসু। তদ্বাসিনশ্চ জানন্তি শঙ্কেতেন দিবানিশং॥ কালং তাস্ত্রী প্রমাণেন জানন্তি তন্নিবাসিন ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং। অত্র হরেরিচ্ছয়েত্যভিধানাৎ তাং বিনা সূর্য্যশক্তির্নাস্তি॥

---

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

দেশবিশেষে মাসদ্বয় পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয়াস্তাভাবোপি ঈশ্বর নিয়মেনৈব ভবতি, সূর্য্যস্য ঈশ্বর নিয়ম্যত্বাৎ। প্রমাণং ভয়াত্তপতি সূর্য্য ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ॥ মনুঃ প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপীত্যাদি। প্রশাসিতারং নিয়ন্তারং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য চেতনাচেতনস্য জগতঃ, যোয়মগ্ন্যাদীনামৌষ্ণ্যাদি নিয়মো, যশ্চাদিত্যানাং ভ্রমণাদি নিয়মো, যচ্চ কর্ম্মণাং ফলং তৎসর্ব্বং পরমাত্মাধীনং॥ তথাচ শ্রুতিঃ, এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীত্যাত্মোপনিষদ ইতি কুল্লূকভট্ট ইতি॥

---

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যস্য গত্যা পৃথিব্যা গত্যা বা এতাদৃশী ঘটনা ন ত্বীশ্বরাভিপ্রেতা।

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যের উদয় আদি নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও স্থান বিশেষে দিবা রাত্রির যে তারতম্য দেখা যায় তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে কিন্তু কেবল পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারা ঐরূপ হইয়া থাকে।

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি স্বতঃ নহে কিন্তু পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং নিয়মিত। "স ধাতা যথাপূর্ব্বং যথাক্রমং সূর্য্যচন্দ্রমসৌ অকল্পয়ৎ" ইত্যাদি (সন্ধ্যাপ্রয়োগ তট্টীকা) "ভয়াত্তপতি সূর্য্য" ফলে তাঁহার এই প্রকার নিয়ম বা অভিপ্রায়ে তাঁহার ইষ্টসাধনতা জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তির অভাব। তিনি তাহাতে আসক্ত নহেন, সেই গতিজন্য বাহ্যতঃ যদিও দেশভেদে দিবা রাত্রির পরিমাণ স্বল্প বিস্তর হয়, কিন্তু তাহার আর একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে অর্থাৎ অদৃষ্টবল। সৃষ্টিসময়ে সকলই যেমন অদৃষ্টবলে প্রকটিত হইয়াছিল, সেইরূপ দেশভেদে দিবা রাত্রি প্রভৃতির পরিমাণও প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনুসারে ভূতগণ, স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে যথাযোগ্য দেশে জন্মগ্রহণ বা স্থানগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব অদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মই সকলের মূল। শাস্ত্রানুসারে এই অদৃষ্টের অধিকার বহির্ভূত এক বিন্দুও সৃষ্টি নাই। সকলই অদৃষ্টের ফল। ভূতগণের আপনার ফল আপনার নিকট, শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বর বল সহকারে প্রবৃত্তি

বশতঃ কাহারো প্রতি ভালমন্দ ফল বিতরণ করেন না, কোন অচেতন দৈব বা আকস্মিক ঘটনা কর্ত্তৃক তাঁহার জগতে কাহারো প্রতি ভালমন্দ ফলিতে পারে না, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ দেশবিশেষে বহুকালঘটিতাহোরাত্র ব্যবস্থাপনায় বহুকালানন্তরং সূর্য্যাস্তোদয়ৌ বিদধাতি। কালং কালবিভক্তীংশ্চ নক্ষত্রানি গ্রহাংস্তথা। সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমানি চ॥ তথা অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষ দৈবিকে। রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ॥ ইতি মনুবচনাৎ॥

(১৫) বৰ্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যস্য পৃথিব্যাশ্চ গত্যা দিনযামিনোস্তারতম্যং জায়তে। জগৎ প্রদীপো ভগবান্ ভাস্বান্ যাবন্ ন দৃশ্যতে তাবদেব রাত্রিঃ। কস্মিন্নপি ভূখণ্ডে দিবাকরঃ সুচিরং কালং দর্শনাগোচরস্তিষ্ঠতি কস্মিন্নপি ভূভাগে বহুকালং দর্শনগোচরস্তিষ্ঠতি কস্মিন্নপি খণ্ডে মধ্যাহ্নসময়ে মনুষ্যচ্ছায়া ভুবি ন পততি ইত্থং পৃথিবী সূর্য্যয়োর্গতিতারতম্যং জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরূপিতং এতত্তু জগৎস্রষ্টুরীশ্বরস্য নানভিপ্রেতং। তথাচ শ্রুতিঃ এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদি।

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি অনুসারে দিবা রাত্রির তারতম্য হয়, দিনকর যত ক্ষণ দৃষ্টিগোচর না হয়েন, সেই সময় রাত্রি, ভূমণ্ডলের কোন কোন খণ্ডে মার্ত্তণ্ডকে বহুকাল দেখিতে পাওয়া যায়, কোন খণ্ডে মধ্যাহ্নকালে মনুষ্যের ছায়া পৃথিবীতে পতিত হয় না, পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারা এইরূপ তারতম্য হয় ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, এইরূপ দিবা রাত্রির তারতম্য সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত নহে, তাঁহার নিয়মে যখন চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হইয়া আছে, তখন তিনি তাহাদিগকে যে দেশে যে প্রকারে রাখিয়াছেন, উহারা সেই দেশে সেই প্রকারেই আছে, তথাচ শ্রুতি "এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।"

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

সূর্য্যস্যোদয়াস্তে ন্যূনাধিককাল বৈপরীত্যং পৃথিবীসূর্য্যাদীনাং গতি বৈপরীত্যেন ভবতি তত্রাপি ঈশ্বরাভিপ্রেতত্বমস্তি। যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ইত্যাদি বচনদর্শনাৎ॥

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

অত্র ভারতবর্ষে ভচক্রস্য মধ্যবর্ত্তিনো দিবাকরস্যোদয়াস্তং সম্বন্ধেন পঞ্চদশমুহূর্ত্তৈর্দিবা পঞ্চদশমুহূর্ত্তৈ রাত্রী এতদ্রূপেণ তয়ো র্বিভাগো জ্যোতির্বিদ্ভির্জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরূপিতঃ ক্বচিদ্বর্ষেভচক্রস্য তটাভ্যন্তরবর্ত্তিনঃ সূর্য্যস্য গমনবশাৎ দ্বিত্রিমাসানতিক্রম্য ক্বচিদ্দিবারাত্রী চক্বচিদুত্তরদেশাভ্যন্তরবর্ত্তি দেবতাবাসস্থানে সূর্য্যস্য গমনবশাৎ ষণ্মাসানতিক্রম্য দিবারাত্র্যোঃ সম্ভাবনা মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রোবর্ষেণ দৈবতঃ ইত্যমরশাসনাৎ এতৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তে নিরূপিতং।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে মাসদ্বয়ং ষণ্মাসং বা ভূগোলাদিপ্রকরণে সূর্য্যকিরণশূন্যতা ন লিখিতা সূর্য্যস্য গতি বৈজাত্যাদ্ভবিতুমর্হতি।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

একমাস ছয়মাস যে দিবারাত্রি প্রভেদ তাহা পরমেশ্বরের সৃষ্টি নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর দ্বারা হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের ত্রয়োদশাধ্যায়ে। যথা, অতো নাক্ষোত্রয়স্তাস্থু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজস্থয়োঃ। নবতির্লম্বকাংশাস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥ মেষাদৌ দেবভাগস্থে দেবানাং যাতি দর্শনং। অসুরানাং তুলাদৌ তু সূর্য্যস্তদ্ভাগ সঞ্চরঃ॥ অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ। দেবভাগে সুরাণান্তু হেমন্তে মন্দতান্যথা॥ দেবাসুরা বিষুবতি ক্ষিতিজস্থং দিবাকরং। পশ্যন্ত্যন্যমেতেষাং বামসব্যে দিনক্ষপে॥ মেষাদাবুদিতঃ সূর্য্য স্ত্রীন্ রাশীনুদগুত্তরং। সঞ্চরন্ প্রাগহর্মর্দ্ধং পূরয়েৎ মেরুবাসিনাং॥ কর্কাদীন্ সঞ্চরং স্তদ্বৎ অহ্নঃ পশ্চার্দ্ধমেব সঃ॥ তুলাদীং স্ত্রীন্মৃগাদীংশ্চ তদ্বদেব সরিদ্বিষাং। অতো দিনক্ষপে তেষামন্যোন্যং হি বিপর্য্যয়াৎ॥ অহোরাত্র প্রমাণঞ্চ ভানোর্ভগন পূরণাৎ। দিনক্ষপার্দ্ধমেতেষাময়নান্তে বিপর্য্যয়াৎ। উপর্য্যাত্মানমন্যোন্যং কল্পয়ন্তি সুরাসুরাঃ॥ ইত্যাদি।

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর।

মূল ঈশ্বর, গ্রহগণ নিমিত্তমাত্র। যুক্তি। পুরাণের মতে নানাপ্রকার। একমতে অশ্ববীথি, গজবীথি, নাগবীথি রেখার বৈষম্যে এরূপ হয় বলে. কিন্তু মূলে রবির গতি আছে স্বীকার করেন না ইত্যাদি।

এখানকার পণ্ডিতবর্গের মতে পৃথিবীর গতি আছে। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ নিয়ত আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঊর্দ্ধে বায়ুর তরলতা প্রযুক্ত তাপ প্রখর হইতে পারে না। পৃথিবী ও উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত, সেই ঊর্দ্ধমস্তক পর্ব্বত সকল অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সেই উন্নত প্রদেশে সূর্য্যের তাপ সুতরাং প্রখর হইতে পায় না। অসমতল পৃথিবীর গতি দ্বারাও সূর্য্যের নৈকট্য ও দূরত্ব সংঘটন হওয়ায় এইরূপ হয় অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মের তারতম্য হইয়া থাকে।

(২২) বড়শুল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

যদি ইংরাজি শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করা যায়, তবে পৃথিবীর গতি দ্বারা সূর্য্য যখন দক্ষিণায়নে গমন করেন, তখন কেন্দ্রস্থিত স্থান সমুহে রাত্রি হয় ও উত্তরায়ণ সময়ে দক্ষিণ কেন্দ্রস্থ দেশ সমুহে রাত্রি হয়। ইহা প্রায় বৎসরের মধ্যে স্থানবিশেষে ছয় মাস পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে এবিষয়ের উল্লেখ বা নিরূপণ নাই।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেশভেদে সূর্য্যের উদয়াস্তে সময়ভেদ যে দৃষ্ট হইতেছে এবং কোন কোন দেশে ছয় মাস রাত্রি, ছয় মাস দিন হইতেছে, সে কেবল সূর্য্যের উদয়াচল অস্তাচল সম্বন্ধে অতিদূরবর্ত্তি দেশভেদে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট আছে।

---

(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর গতি দ্বারা এইরূপ বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে। তাহার কারণ ২০ মার্চ্চ মাসে সূর্য্যানিরীক্ষণ দেশে ঠিক ঋজুভাবে থাকেন এবং সেই সময়ে উত্তর কেন্দ্র হইতে উদয় হইয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে অস্ত হয়েন, যেহেতু তিনি উভয় দিকে ৯০ অংশ অপেক্ষা অধিক অংশে কিরণ দিতে পারেন না। যখন তিনি কর্কট রেখার নিকট আইসেন তখন উত্তর কেন্দ্রে আলো ও দক্ষিণ কেন্দ্রে অন্ধকার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ২১ জুনে যখন কর্কট রেখাকে ঠিক আইসেন তখন আলো এবং অন্ধকার ঐ দুই স্থানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সূর্য্য যত নিচে আইসেন ২২ সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ কেন্দ্রের আলো ও অন্ধকার ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, যখন সূর্য্য পুনরায় নিরীক্ষদেশে ঠিক ঋজুভাবে স্থির হয়, উত্তর কেন্দ্রে উদয় হইয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে অস্ত যান এইরূপে সেইখানে ছয়মাস দিবস হয়, অর্থাৎ ২০ মার্চ্চ মাস হইতে ২২ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর কেন্দ্রে দিবস এবং দক্ষিণ কেন্দ্রে অন্ধকার হয়। যখন সূর্য্য দক্ষিণগোলার্দ্ধে থাকেন তখন বিপর্য্যয় হয় ইতি।

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যস্য গতিভেদেন পৃথিব্যা বা মতান্তরে। দেশভেদে দিবারাত্রিঃ ষণ্মাসাদিকসংখ্যয়া॥ এষোঽপি নিয়মো জ্ঞেয়ঃ পরমেশ্বরকল্পিতঃ। যত এতজ্জগৎ সর্ব্বং তস্মাদেব তু জায়তে॥ অত্র প্রমাণং, অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি গীতা।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরেচ্ছানুসারেণৈব পক্ষমাসষণ্মাসাদিষু দিবারাত্রিশ্চ সূর্য্যগতিবশেনৈব জায়তে। মতবিশেষে পৃথিব্যা গতিবিশেষেণৈব জায়ত ইতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কস্মিন্ স্থানে সূর্য্যোদয়াস্তং বিলম্বেন দৃশ্যতে অত্রহেতুঃ সূর্য্যাপেক্ষয়া যৎস্থানং অতিদূরং তৎস্থানেঽধিককালেনৈব সূর্য্যস্য গমনসম্ভবাৎ তস্য উদয়াস্তং বিলম্বেনৈব ভবতি অতঃ একমাস প্রভৃতিকালাৎ পরং উদয়াস্তয়োঃ সম্ভবং।

যথা, সিদ্ধান্তশিরোমণৌ এবং প্রকার যুক্ত্যা ব্রহ্মাদিনোপপত্তির্দর্শিতা। তদ্যথা অথ ব্রহ্মাদিনোপপত্তিমাহ যদতিদূরগতো দ্রুহিণঃ ক্ষিতেঃ সততমা প্রলয়ং রবিমীক্ষতে॥ ভবতি তাবদয়ং শায়িতশ্চ তদ্যুগসহস্রযুগং দ্যুনিশং বিধেঃ। অতিদূরত্বাদাপ্রলয়ং রবিং পশ্যতি দিনান্তে রব্যাদীন্ উপসংহৃত্য শেতে ইত্যর্থঃ ইতি সিদ্ধান্তশিরোমণি সন্দর্ভঃ॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যের ৬ মাস পর্য্যন্ত যে উদয় অস্ত হয় না এটি পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারাই অনুভূত দেবতাদের দিবা রাত্রিতে পরিগণিত।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দিনমণির উদয় ও অস্তের যে সময় অবধারিত আছে উহা অধিকাংশ দেশাভিপ্রায়ে, দেশবিশেষে যে অন্য বিধ ঘটনা হয় তাহা অল্পদেশীয় বিধায় কথিত হয় নাই, যথা “ অধিকেন ব্যপদেশাভবন্তি ”। যেরূপ দিনমান ৩০ দণ্ড নিয়ত নয়, এমন কি, ২৬।২০ অবধি ৩০।৪০ পল পর্য্যন্তও হইয়া থাকে, তথাপি ৩০ দণ্ডই দিনমানরূপে কথিত হইয়া থাকে, যথা (দিনবৃত্তি) দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে (তাহার পূর্ব্বে) ৩০ দণ্ডকাল পুণ্য হয়, এইরূপ আশায় বৃহদ্বশিষ্ঠ “ ত্রিংশৎ কর্কটকে নাড্যঃ ” এবং দেবীপুরাণে, “ নিরংশে ভাস্করে দৃষ্টে দিনান্তং দক্ষিণায়ণে ” এই প্রকার বলিয়াছেন, অধিক কি, গ্রহগতির বিশেষাভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদগণও দিনকে বিভাষা ঐরূপই করিয়াছেন, যথা “ দিনঞ্চ দিনকর কর সংস্কৃতা ত্রিংশন্নাড়িকা ইতি জ্যোতির্ব্বিদ ” তিথ্যাদিতত্ত্ব। কিন্তু তাদৃশ ঘটনা পৃথিবী অথবা দিবাকরের গতি বিশেষ বশতই হয় বটে, তথাপি অশেষ নিয়ন্তা জগদীশ্বরের উহা অবশ্য অভিমত, প্রমাণ, “ যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ” ইত্যাদি শ্রীভাগবত॥

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন স্থানে এক মাস দুই মাস ও ছয় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় বা অস্ত হয় না বলা অসম্ভব হইতেছে না, তাহা নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা বিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

প্রমাণং যথা, নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা স্মৃতঃ। উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥ যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ। তিরোভাবশ্চ যত্রেতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ॥ প্রবহাখ্যবায়ুনাভ্রাম্যমানঃ সূর্য্যঃ জ্যোতিশ্চক্রবশাৎ অতিদূরতো ভূলগ্নস্য দর্শনমুদয়ঃ। আকাশমারূঢ়স্যৈব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ॥ ভূমিং প্রবিষ্টস্যৈব দর্শনমস্তময়ঃ। অতিদূরগমনে নিশীথ ইতি বিষ্ণুপুরাণে॥

তবে যে কোন কোন প্রদেশে সূর্য্যের দর্শনাদর্শন বোধ হয় না ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলা অতিশয় অসঙ্গত কিন্তু সূর্য্যের গতি দ্বারা ঐরূপ ঘটিয়া থাকে ইহাও নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা বিস্তারিত হইতেছে ইতি।

বৃত্তান্তো যথা, যদ্যপি কোন গোলাকৃতি বস্তুর উপরিভাগে দ্বীপ বা কোন তেজোময় পদার্থের আলোক পতিত হয় তবে ঐ বস্তুর সর্ব্বাংশ সংপূর্ণ আলোকিত হয় না, উহার যদংশে আলোক পতিত হয় তদংশই আলোকিত হইয়া থাকে ঐ বস্তু যদি গোলাকৃতি না হইয়া সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় হয় তবে ঐ আলোক দ্বারা উহার সর্ব্বাংশ আলোকিত হইতে পারে। পৃথিবী গোলাকৃতী উহার উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র প্রদেশ কিঞ্চিৎ সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়॥ সূর্য্যের গতি দুই প্রকার উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ণ পৃথিবীর মধ্যস্থ আর্ষভী বীথি প্রভৃতি রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরাংশে নাগবীথি গজবীথি ও ঐরাবতবীথিতে সূর্য্য যৎকালে গমন করিতে থাকেন তখন তাহাকে উত্তরায়ণ কহে। ঐরূপ দক্ষিণে অজবীথি ও ঐরাবতবীথি প্রভৃতিতে যখন গমন করিতে থাকেন তখন তাহাকে দক্ষিণায়ণ বলা যায়॥ উত্তরায়ণকালে উত্তর কেন্দ্র স্থিত কোন কোন কেন্দ্র প্রদেশ এবং দক্ষিণায়ণে দক্ষিণ কেন্দ্র স্থিত কোন কোন প্রদেশ সকল যথাক্রমে আলোক ও অন্ধকারে আবৃত থাকে সে কেবল সূর্য্যের তেজোভাগ পতিত না হওয়াই কারণ বলিতে হইবে দক্ষিণায়ণে উত্তর কেন্দ্র স্থিত প্রদেশের সূর্য্য অতি দূরস্থ হওয়ায় এবং উত্তরায়ণে দক্ষিণ কেন্দ্র স্থিত প্রদেশ ক্রমশ এক মাস ও দুই মাস ও ছয় মাস অন্ধকারে আবৃত থাকে ইহাই দৃষ্ট হইতেছে ইতি॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন স্থানে এক মাস দুই মাস ছয় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না তাহা পৃথিবী অথবা * সূর্য্যের গতি দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে। ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা পৃথিবীর আকৃতি জ্ঞাপক ও নভোমণ্ডল জ্যোতিষ্কদিগের সংস্থানাদি জ্ঞাপক দারুময় বর্ত্তুল দ্বয়ে দেশাদির ও নিরক্ষ বৃত্তাদির সংস্থান অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ৩৬০ তিন শত ষাটি বিভক্ত করিয়া চক্রবাল ও হোরাচক্রাদির সাহায্যে গ্রহণ ও ভূমণ্ডলের স্থান সকলের দিবা রাত্র্যাদির পরিমাণাদি গণনা করেন এবং তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয়। তাহাদের একটীকে ভূগোলক ও অপরটীকে খগোলক কহে, শিষ্য শিক্ষার্থ ভূগোলকের প্রয়োজনীয়তা সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যথা।

পারম্পর্য্যোপদেশেন যথাজ্ঞানং গুরোর্ম্মুখাৎ। আচার্য্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্॥ ভূভগোলস্য রচনাং কুর্য্যাদাশ্চর্য্যকারিণীং। অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বাতু দারবং॥ দণ্ডং তন্মধ্যগং মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতং। আধার কক্ষাদ্বিতয়ং কক্ষা বৈষুবতী তথা ইত্যাদাবারভ্য গ্রহলোকমবাপ্নোতি পর্য্যায়েনাম্বরঃ ইতি॥

গোল পৃথিবীর আকার স্বরূপ ঐ দারুময় গোলোক দ্বারা, উত্তর হিম মণ্ডলস্থ সুমেরুস্থ কোন্ স্থানে কত দিন সূর্য্য অনবরত দৃষ্ট হয় এবং কত দিন অদৃষ্ট থাকে অর্থাৎ দীর্ঘতম দিনমান ও রাত্রিমান নির্ণয় করিতে পারা যায় নিয়ম যথা।

নির্দ্দিষ্ট স্থানের অক্ষ, যত অংশ পরিমিত হইবে তত অংশ নব্বই অংশ হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই সূর্য্যের ক্রান্তি পরিমাণ জ্ঞান করিয়া যে দুই দিবস (১১ ই আষাঢ়ের) বা (২১ জুনের) (দক্ষিণে ডিসেম্বরের) পূর্ব্ববর্ত্তী সেই দিনে দীর্ঘতম দিনমান আরম্ভ এবং যে দিন ২১ জুনের পরবর্ত্তী সেই দিনে দীর্ঘতম দিনমানের শেষ হইবে। এই দুই দিনের মধ্যবর্ত্তী যত দিন হইবে তাহাই দীর্ঘতম দিনমান॥ অপর যে দুই দিবসে সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত পরিমিত দক্ষিণ ক্রান্তি হইবে সেই দুই দিনের মধ্যে যে দিন ২১ ডিসেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই দিনে দীর্ঘতম রাত্রিমানের আরম্ভ ইত্যাদি, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গোলোকের উপযোগিতা। এইরূপে লাপলণ্ডের উত্তর অন্তরীপে ৭৬ দিন সূর্য্য অনবরত দৃষ্ট হয় এবং ৭১ দিন অদৃষ্ট থাকে॥

এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পৃথিবী অথবা সূর্য্যের গতি দ্বারা ঐরূপ বিপরীত ঘটনা হয় এবং তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে; কারণ পরমেশ্বর ঐ সকল অর্থাৎ লাপলণ্ড প্রভৃতি স্থানে রাত্রিকালে নির্ম্মল চন্দ্রালোক প্রদান করিয়া এবং আরোরা নামক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া প্রভূত আলোক প্রদান করিয়াছেন। যে স্থলে একটী কৌশল দ্বারা অনেক কার্য্য সমাধান হইয়া, অল্প মাত্র যদি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তন্নিমিত্ত একটী সামান্য উপায় অবলম্বন করা যুক্তি সিদ্ধ বটে ও তাহাতে লাঘব আছে॥ ঈশ্বর একটী সূর্য্য দ্বারা ভূমণ্ডলের অনেক স্থানের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহের উপায় করিয়া অল্পমাত্র স্থানে কয়েকটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়া সকলের সমাধান করিয়া তবে ইহা স্বীকার্য্য যে তৎস্থানের লোকদিগের ও অন্য স্থান বাসীদিগের প্রাক্তন কৃতাকৃতোর বিভিন্নতা আছে; তাহা তাহাদের অবস্থা পাঠে অবগত হওয়া যায়। অতএব ঐরূপ বিপরীত ঘটনা সূর্য্য বা পৃথিবীর গতি দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বটে ইতি॥

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যাস্ত দক্ষিণায়নোত্তরায়নাভ্যাং গত্যা এব বোধিতব্যং।

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন স্থানে এক মাস দুই মাস ছয় মাস পর্য্যন্ত যে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না ইহা পৃথিবীর ও সূর্য্যের গতি দ্বারা এইরূপ ঘটনা হয়।

---

*"পৃথিবী ও সূর্য্যের গতিদ্বারা" এইরূপ প্রশ্ন হইবেনা; "পৃথিবী অথবা সূর্য্যের গতিদ্বারা" এইরূপ প্রশ্ন হইবে, কারণ সূর্য্য অথবা পৃথিবী এইদুই এর মধ্যে একটীর গতি বিবেচিত হয়; সূর্য্য সিদ্ধান্তমতে সূর্য্যের গতি সরণীতি সূর্য্যঃ পৃথিবীর নয় আর সিদ্ধান্ত শিরোমণিরমতে পৃথিবীর গতি, সূর্য্যের নহে; দুইটীর গতি কোনও মতেনহে। অতএব সমুচ্চয়ার্থক "ও"শব্দের প্রয়োগ না হইয়া অথবা শব্দের প্রয়োগ হইবেক॥

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যাদতিদূরং যৎস্থানং তত্রসূর্য্যগতের্বহুবিলম্বেন উদয়ঃ অস্তঞ্চ বিলম্বেন ভবতি তেন অধিক দিন বিলম্বেনৈব দিবারাত্রি সম্ভব ইতি যুক্তিসিদ্ধমিতি।

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যের উদয় অস্তের বিপরীত ঘটনা যাহা দৃষ্ট হয় তাহা সূর্য্যের গতির দ্বারা হইয়া থাকে তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কারণ পরমেশ্বর সূর্য্যের গমনের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন পথের বিবরণ ৪১ প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইবে। প্রমাণ শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে। তাস্দয়ঃ মধ্যাহ্নাস্তময় নিশীথানীতি ভূতানাং প্রবৃত্তি নিমিত্তানি সময় বিশেষেণ মেরোশ্চতুর্দ্দিশং ॥ ১১॥ তত্রত্যানাং দিবস মধ্যগত এব সদাদিত্যস্তপতি ॥ ১২ ॥ সব্যেন চলন দক্ষিণেন করোতি ॥ ১৩॥ যত্রোদেতি তস্যহ সমান-সূত্রনিপাতে নিম্লোচয়তি যত্র ক্বচনস্যন্দনেনাভিতপতি তস্য এব সমান সূত্রপাতে প্রস্বাপয়তি যত্রগতং ন পশ্যান্তিয়েহস্ত মনুপশ্যেরন্ ॥ ১৪ ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

বায়ুর চালন শক্তি দ্বারা নীহার কণা সকল আকৃষ্যমান হইয়া আকাশকে আচ্ছন্ন করে অনন্তর পৃথিবী আকাশ ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধাধীন ঐ নীহার কণা সকল স্তম্ভিত হইয়া থাকে আর কিরণ সংযোগে তন্মধ্যে ক্রমশ বাষ্পোদ্গম হয় দেশ বিশেষে বায়ু ক্ষিতি আকাশ ইহাদের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে অতএব দীর্ঘকাল ব্যাপক ঐরূপ বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে যদ্যপি সর্ব্বকাল ব্যাপক ঐরূপ ঘটনা হইত তবে ঈশ্বর মায়ার কৃতি বৈচিত্র্য প্রযুক্ত তৎদেশে দিবা রাত্রি বিভাগ সময় নির্দ্দিষ্ট নাই এইরূপ অনুমিত হইত যৎকালে ঐরূপ সংসর্গ ঘটনা হয় তৎকালে ঐরূপ বিপরীত ঘটনাও হয় উক্ত সংসর্গাভাবে ঘটনা হয় না।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যগত্যাএব এবং ভবতি কিন্তু ঈশ্বরনিয়মমনুসরন্নেব সূর্য্যঃ ভ্রমতি সুতরাং নিয়মকর্ত্তুরত্তিমতং এতাদিতি।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

৩৯ প্রশ্ন ৪১ প্রশ্নের উত্তর এক্ষণে হইল না।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত দ্বারা দিবা রাত্রি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে যে কোন কোন দেশে এক মাস দুই মাস ছয় মাস সূর্য্যের উদয় অস্ত হয় না ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে পৃথিবীর ও সূর্য্যের গতি দ্বারায় এইরূপ হয়॥

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

ইহা উপরোক্ত অনেক প্রশ্নোত্তরে বলা হইয়াছে যে সাংসারিক যে কোন বিষয় হউক, তত্তাবতেই ঈশ্বরেচ্ছা বলবন্মূল নিদান হইলেও তাহা সাক্ষাৎ কারণ নহে। জগৎ কার্য্য অব্যতিক্রম্য বস্তু গুণ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে, আব্রহ্মাণ্ড কটাহ, আলোক ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ এক সূর্য্য, এক চন্দ্র,ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্মান্ কিয়ৎ সংখ্যক গ্রহ স্থাপিত হইয়াছে॥ সূর্য্যদেব, পুষ্কর দ্বীপ মধ্যস্থিত মানসোত্তর পর্ব্বতের উপর হইয়া ভ্রমণ করেন, তাহাতে পৃথিবীস্থ সকল স্থানে তাঁহার অংশুসম পরিমাণে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাহি। এই হেতুক ৫০ কোটি যোজন বিস্তৃতা উর্ব্বীর যে যে ভাগ রাশিচক্র হইতে যত যত দূরে অবস্থিত, সেই সেই দেশে রবি কিরণ তত ন্যূন ন্যূন প্রকাশ পায়॥ ভূর্লোক ৫০ কোটি যোজন বিস্তীর্ণ আর দিনকরের গতি, পৃথিবী মধ্যস্থিত সুমেরু হইতে ১৫৭৫০০০০ যোজনান্তরে হইয়া থাকে। তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র অর্থাৎ লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থান সকলের কোন কোন স্থানে দূরতার ন্যূনাতিশয্যক্রমে রবিরশ্মি যে সপ্তাহ বা এক কি ছয় মাস ব্যাপিয়া বিরহিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে॥ এই ঘটনা সূর্য্যের গতি ক্রমে হইয়া থাকে, যেমন উত্তরায়ণে আদিত্যের অবস্থানকালে সুমেরুর উত্তর দিকস্থ প্রদেশে কোন জনপদ দীর্ঘকাল ভাস্করের আলোক প্রাপ্ত হয় তেমনই তৎকালীন দক্ষিণদিকের দেশ সকল অর্কদীপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। পুনর্ব্বার দক্ষিণায়ন সময়ে ঐরূপ ব্যুৎক্রম ঘটনা হয়, ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে কেবল সূর্য্যের গতি দ্বারাই এবম্প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে ইহাতে ঈশ্বরেচ্ছার কল্পনা করা গৌরবমাত্র ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর

সূর্য্যের গতি দ্বারা এরূপ ঘটনা হয়।

---

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

---

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

অত্র ভারতবর্ষে ভচক্রস্য মধ্যবর্ত্তিনো দিবাকরস্যোদয়াস্ত সম্বন্ধেন পঞ্চদশ মুহূর্ত্তৈর্দ্দিবা পঞ্চদশ মুহূর্ত্তৈরাত্রিঃ এতদ্রূপেণ তয়োর্ব্বিভাগোজ্জ্যোতির্ব্বিদ্ভির্নিরূপিতঃ।

পৃথিবী বা সূর্য্যের গতি দ্বারা ঐরূপ বিপরীত ঘটনা হয়॥ ৩৭॥

[৪০] প্রশ্ন। উপাসনা কার্য্য অনেকের সাক্ষাতে করা ভাল
কি নির্জ্জনে ভাল ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য গোপনে করা ভাল, লোক সমক্ষে মনঃস্থির হয় না, বহু বহু বচনে বর্ণিত আছে, একান্তে ঈশ্বরারাধন করিবে। যথা ভগবদ্গীতায়াং, যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ইত্যাদি।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা শব্দের অর্থ আত্মতত্ত্ব চিন্তা, সামান্য পূজাদি নহে, এই নিমিত্তই মদর্চ্চোপাসনাভির্ব্বা ইত্যাদি শাস্ত্রে উপাসনা ও অর্চ্চনা দুইটী পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ঐ চিন্তাত্মক ঈশ্বরোপাসনা কার্য্য নির্জ্জনেই কর্ত্তব্য, কারণ অনেকের সাক্ষাতে হইলে মনঃ সংযোগ উত্তমরূপ না হওয়াতে উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে, বিশেষ মনুসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে, একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োধিগচ্ছতি॥
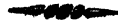
(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নির্জ্জনেএব উপাসনাকার্য্যং কর্ত্তব্যং যথোক্তং বিবিক্তদেশ আসীন ইত্যাদি।

(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনার আবশ্যকতা ঈশ্বরের স্তবের আবশ্যক, তাতেই উক্ত হইয়াছে এবং মহারাজের প্রশ্নানুসারেই জানা যাইতেছে উপাসনা ভাল। তবে নির্জ্জনে ভাল কি অনেকের সাক্ষাতে ভাল, তদ্বিষয় বিচার্য্য হইতেছে। উপাসনার লক্ষণ উপাসনানি সগুণ ব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি, উপাসনানান্তু চিত্তৈকাগ্রং ফলং। উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা। তাহা সাধন করিতে হইলে বাহ্যপ্রতিবন্ধক দূর করা চাই, সুতরাং প্রথম সাধকের গুরূপদিষ্ট বিষয়ের নির্জ্জনে আলোচনা আবশ্যক। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনই তাহার প্রধান সাধন, উপাসক পরিপক্ক হইলে আর সজন নির্জ্জন অপেক্ষা রাখে না, আর উপাসনার দ্বিতীয় লক্ষণ "তস্মিন্ প্রীতি তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ" অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রীতি ও তৎ প্রিয়কার্য্য সাধন। যে ব্যক্তির ঈশ্বরে প্রীতি হয়, তাহার জগতই স্বজন এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণই বিজন, সে জগজ্জনকে আপনার প্রীতি প্রদান করে, তাহার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান জগতের হিত। যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশক হইয়া সম্প্রদায় সংগ্রহ করিবেন, তাঁহারা সাধারণ লোককে লইয়া ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করিবেন মাত্র, সম্প্রদায় সংগ্রহ হইলে শিষ্যদিগকে স্বতন্ত্র উপাংশু সিদ্ধির পরামর্শ দিবেন ইতি।
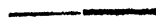
(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

তন্ত্রনীতিশাস্ত্রাদিষু লিখিতং স্বজনে উপাসনা ন কার্য্যা গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ইত্যাদি কিন্তু ব্রহ্মোপাসনায়াঃ স্বজন নির্জ্জনাদির্ন নিয়মঃ তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ইতি মণ্ডুকোপনিষদি।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনেই ভাল।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনে কার্য্যা, ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যাৎ নারদোপদেশাচ্চ।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনে ভাল। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ ইতি ভগবদ্গীতাবচনাৎ। স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্ত্রিত ইতি বচনাচ্চ॥

ঈশ্বরে মনোহভিনিবেশই উপাসনার ফল, অতএব বহুজন সন্নিধানে চিত্ত বিচলিতই হয়, যেহেতু কোন ব্যক্তি একটি বাক্যপ্রয়োগাদি করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাতেই ধাবিত হয়, মনও সেই পথের পথিক হয়, অতএব ভাগবতে কহিয়াছেন, (বাসো বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তাদ্বয়োরপি) এক স্থানে অনেকে থাকিলেই কলহ হয়, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন মানবগণের অন্তঃকরণ, অতএব মতের ঐক্য কখনই হয় না, সুতরাং কলহ হয়। যদি পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া মতের ঐক্য করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত, তাহা হইলে তর্কমাত্র পর্য্যবসিত হইয়া নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মতের বিজাতীয় অনৈক্যই হয় এবং মনও পবিত্র হয় না, সুতরাং নির্জ্জন স্থানের তুল্য উপাসনা স্থান সভা বা হট্টাদি হইতে পারে না, বস্তুত পরমোপাসনায় লোকসমষ্টির আবশ্যক কি ?

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনায়াশ্চিত্তৈকাগ্র্যপ্রয়োজনশ্চেন্নির্জ্জনএব শ্রেষ্ঠেতি। প্রমাণং, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশীত্যাদি একাকী যত চিত্তাত্মেতি ভগবদ্গীতা।
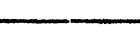
(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনায়া ঈশ্বরে চিত্তস্থিরীকরণার্থত্বান্নির্জ্জনে এব তস্যাঃ কর্ত্তব্যত্বং। লোকসমাগমে বিঘ্নসম্ভবাৎ॥ প্রমাণং। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ ইতি গীতোপনিষদঃ। বাসো বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি। এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যাইব কঙ্কণ ইত্যেকাদশস্কন্ধে॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

নির্জ্জনএব উপাসনা কর্ত্তব্যা। তথাচেশ্বরগীতায়াং। সুগুপ্তে সুশুভে দেশ গুহায়াং পর্ব্বতস্য তু। নদ্যাস্তীরে পুণ্যদেশে দেবতায়তনেঽথ বা॥ গৃহে বা সুশুভেঽরণ্যে বিজনে জন্তুবর্জ্জিতে। যুঞ্জীত যোগং সততমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

---

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য নির্জ্জনে করা ভাল, তাহা ভগবদ্গীতার ৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা 'যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে স্থিত হইয়া ও সঙ্গ রহিত হইয়া চিত্ত ও শরীর সংযত করত আকাঙ্ক্ষা ও বিষয়গ্রহ শূন্য হইয়া পরমেশ্বরে মনকে যোগ করিবে।'

---

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

(১) উপাসনাতে যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে সজন স্থানও নির্জ্জন স্বরূপ। সে স্বতন্ত্র কথা, ফলে সাধারণতঃ প্রকৃত উপাসনা নির্জ্জন ব্যতীত হয় না॥ গীতা ১৩। ১০ "বিবিক্তদেশ সেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি" বিবিক্ত দেশবাসী নির্জ্জনদেশে অবস্থানকারী সামান্য লোকের সভায় বিরত ব্যক্তিই মুক্তি সাধক উপাসনার যোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অপিচ "বিবিক্তসেবীলঘ্বাশী" (গীঃ ১৮। ৫২) ইত্যাদি বচনে পবিত্র নির্জ্জনদেশ বাসীকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াছেন॥ শ্রুতিতেও উপাসনার পক্ষে নির্জ্জনদেশেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "সমে শুচৌ শর্করা" ইত্যাদি (ব্রাঃ ধঃ ৭ অঃ ১৫) গীতাতেও (৬। ১০) "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" ইত্যাদি বচনে উক্ত শ্রুতিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এতাবতা উপাসনা নির্জ্জনেই ভাল।

(২) কিন্তু ভগবৎ কথা শ্রবণরূপ উপাসনার পক্ষে সৎসঙ্গ সঙ্গত সভা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা শ্রবণ সম্ভবে না, ভগবানের কথা শ্রবণ করান, শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা এ সকলও উপাসনার অঙ্গ, যথা গীতা "মচ্চিত্তমদ্গতপ্রাণা" ইত্যাদি॥

---

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনাকার্য্যং নির্জ্জনে শ্রেষ্ঠম্ মনঃ স্থৈর্য্যযোগ্যত্বাৎ।

---

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনাতু চিত্তং স্থিরীকৃত্য কর্ত্তব্যা জনাকীর্ণে স্থানে চিত্তস্থৈর্য্যং ন সম্ভবতি অতঃ নির্জ্জনএব উপাসনা কর্ত্তব্যেতি বেদেবিহিতং। প্রমাণং যথা, সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভির্মনোনুকূলে নচ চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়নে নিবেশয়েৎ। অপিচ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিতি বেদান্তসূত্রং॥

---

(১৬) বৰ্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য চিত্তকে স্থির রাখিয়া করিতে হয় গোলযোগ হইলে চিত্তের স্থিরতা থাকে না তজ্জন্য নির্জ্জনেই উপাসনা কার্য্য কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ নির্জ্জনে যে উপাসনা করিতে হয় তদ্বিষয়ে শ্রুতি যথা, সমেশুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভির্ম্মনোনুকূলে নচ চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়নে নিবেশয়েৎ ইতি।

---

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

ঈশ্বরোপাসনাকালে একাগ্রচিত্তেন ভাবিতব্যতয়া জনসংসর্দি চিত্তৈকাগ্রতা ন সম্ভবতীতি বিজন এবোপাসনা কার্য্যা।

---
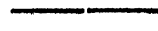
(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনস্থানে কর্ত্তব্যা ন বহুজনস্থানে এতৎ প্রমাণং ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকোলোক দম্ভকঃ। বৈড়াল ব্রতিকোজ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধক ইতি অস্যার্থঃ॥ যো বহুজনসমক্ষং ধর্ম্মমাচরতি স ধর্ম্মধ্বজী স ছাদ্মিকঃ স লোকবঞ্চক ইত্যাদি॥

---
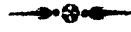
(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা শ্রবণং মননং নিদীধ্যাসনঞ্চ, শ্রবণং বেদপুরাণ বিষয়ক শাব্দবোধঃ, মননমনুমানং। নিদীধ্যাসনং পুনঃ পুনঃ স্মরণং, অত্র প্রমাণং ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্॥ উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা, শ্রুতোহি ভগবান্ বহুশঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাস পুরাণেম্বিদানীং মন্তব্যো ভবতি শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদীধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুতেঃ। আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ॥ ত্রিধাবিকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমমিতি স্মৃতেশ্চ। ধ্যানাভ্যাসরসো নিদীধ্যাসনাত্মক পুনঃ পুনঃ স্মরণমিতি টীকেতি কুসুমাঞ্জলিঃ॥ উপাসনায়াং নির্জ্জনত্বাদিকং নাপেক্ষিতং তান্ত্রিকোপাসনা বিশেষে তদপেক্ষিত মিতি মন্তব্যমিতি॥

---

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনেই ভাল কারণ মনন ও নিধিধ্যাসনের নাম উপাসনা মননাদি সময়ে জন সমাগমে মন স্থির হয় না ও সুচি দেশাদি উত্তমাসনাদি দ্বারা উপাসনা করিতে হয়। ইহার বিস্তার নিম্ন লিখিত শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছি॥ যথা, (ত্রিরুন্নতং স্থাপ্যসমং শরীরং হৃদেন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ইত্যাদি শ্রুতিঃ স্মৃতি যথা। শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন মাত্মনঃ নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরং তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচেন্দ্রিয়েক্রিয়া উপবিশ্যাসনে ভুঞ্জাৎ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে॥ সমং কায় শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং মনঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাশাগ্রং দিশশ্চ অনবলোকয়ন্) ইত্যাদি॥ এইরূপ উপাসনার বিধি লিখিত আছে জনরবে সিদ্ধ হইবে না ইতি সংক্ষেপঃ॥

---

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উত্তর ।

নির্জ্জনে ভাল। কিন্তু ধীরের পক্ষে সজনেও ক্ষতি কি ? আরও শ্রুতি " সমে শুচৌ বহ্লিবালুকা-বিবর্জ্জিতে মনোঽনুকূলে শব্দজলাশ্রয়াদিভি।

যুক্তি। হোম যাগ যোগ পূজা আহ্নিক সমস্তই প্রকাশ্য স্থানে হইতে দেখা যায়। বহু জনাকীর্ণ গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ হইতেছে মনের অনুকূল স্থানে উপাসনা করিবে, তবে তন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র।

---

(২২) বড়শূল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ যে উপাসনা জনসমাজেই হওয়াই উচিত। ধ্যান ও সমাধি নির্জ্জনে হওয়া উচিত, প্রমাণ শ্রীভাগবত ১১ স্কন্ধ ভগবদ্ভক্ত সংবাদ যোগে ক্ষেমে বিবিক্ত আসীন ধ্যায়েন্মচ্চরণাম্বুজং।

---

(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনে করা শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত, যুক্তিস্তু উপাসনায় মনের একাগ্রতা চাহি, জনমধ্যে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। অত্র প্রমাণং। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ॥ একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ইতি ভগবদ্গীতা, কিন্তু ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে সর্ব্বত্র উপাসনা হয়॥

---
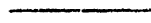
(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা সর্ব্বেষাং নিকটে ন কার্য্যা কিন্তু নির্জ্জনে কর্ত্তব্যা॥ তথাহি ভাগবতে। গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা। মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনং ইতি॥ মাতরং প্রতি কপিলবচনং। গীতায়াং বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বচনং॥

---

(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কর্ত্তব্যা নির্জ্জন স্থানে দেবতানামুপাসনা। লোকালয়ে যতশ্চিত্তস্থৈর্য্যং নৃণাং ন জায়তে। প্রমাণং যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ॥ ইতি গীতা।

---

(২৬) জাড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

যথা তু চিত্তৈকাগ্র্যং জায়তে সা উপাসনা নির্জ্জনস্থানে কর্ত্তব্যা সজন-স্থানে তু প্রায়শ্চিত্তবৈকল্যং জায়ত ইতি।

---

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

মনসঃ স্থিরতাং বিনা উপাসনায়া অসম্ভবাৎ জনাকীর্ণ স্থানে মনসোঽস্থিরত্বাচ্চ নির্জ্জনস্থানে উপাসনা কর্ত্তব্যা ইতি যুক্তিযুক্তমেব॥

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য মনের স্থিরতর নিমিত্ত নির্জ্জনেই ভাল।

---

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নানাবিধ, তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিজনে করা উচিত, যথা “ আত্মা বাঽরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ধ্যান ধারণারূপ যে নিদিধ্যাসন কথিত আছে, উহা নির্জ্জনে হওয়াই সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নয়, তদিতর স্মরণাদিও জনহীন স্থানেই অনায়াসসাধনীয় ও শাস্ত্রানুমত, যথা, বাসো বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি। একএব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যাইব কঙ্কণম্ ” একাদশ স্কন্ধ। “ একাকী যত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ ” ইত্যাদি গীতা॥ গুপ্তসাধনতন্ত্রে শক্তি উপাসনার যথোচিত বিজনে বিধেয়তা অবধারিত করিয়া এরূপও লিখিয়াছেন যে, কখনও অপর সম্বন্ধে পূজাদি অপরিহরণীয় হইলে শাক্তও বৈষ্ণবী মুদ্রাসকল করিবে, অতএব উপাসনাধন মুনিগণ জনহীন বিপিনে নিয়ত বসতি করিতেন, কিন্তু শ্রবণ সঙ্গীত এবং লীলাগুণানুবাদ বহুতর সাধুগণে পরিবৃতভাবে করাই ভাল ও ব্যবহার এবং শাস্ত্রানুমত; যথা মহারাজ পরীক্ষিৎ সভাতেই শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। “ তুল্যশ্রুততপোবীর্য্যাস্তুল্যস্বায়্যারিমধ্যমাঃ। অপিচক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ” দশমস্কন্ধ॥ “ নৈকাত্মতাং ন স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতামদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্যঃ সভাজয়ন্তেমমপৌরুষাণি॥ তৃতীয় স্কন্ধ।

---

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

জনসঙ্গ দ্বারা কেবল ঈশ্বর আরাধনার বিবিধ বিঘ্ন জন্মিয়া মন সচঞ্চল হইয়া থাকে এহেতু উপাসনা কার্য্য জন সন্নিধানে সাধক ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য হইতেছে না। ইহা নিম্নস্থিত প্রমাণ দ্বারা সপ্রামাণিক হয়নের কোন সন্দেহ রহিতেছে না ইতি।

প্রমাণং যথা, প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ। নিঃসঙ্গো মাং যজেদ্বিদ্বান্ অপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি॥ ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীর্ষুঃ। ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষানাং যদত্যন্তং বিঘাতকামতি॥

---

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য নির্জ্জনে করাই ভাল, কারণ পুরুষার্থ সাধনে ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক মনের একাগ্রতা সাধন একান্ত প্রয়োজন। অনেকের সাক্ষাৎ উপাসনা কার্য্য করিলে, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভক নানা বিষয়ের উপস্থিতি হয় তদ্দ্বারা মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়॥ ক্ষোভক পদার্থ দ্বারা যে ইন্দ্রিয়ের যে বিক্ষোভ হয় তাহা ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব বশতই হইয়া থাকে, অতএব ঐ পদার্থ, ইন্দ্রিয় হইতে যতই দূরে রাখিতে পারা যায় ততই উত্তম। ঐ ইন্দ্রিয় ক্ষোভক পদার্থ সকলকে দূরে রাখিবার প্রধান উপায় নির্জ্জনবাস॥ তদ্ধেতু লোকালয়েও উপাসনা স্থান নির্জ্জনে হওয়া আবশ্যক, তদ্দ্বারা সঙ্গবর্জ্জনের ক্রমে ক্রমে অভ্যাস

হয়, নচেৎ রমনীগণেরও নানাবিধ মধুর কঠোর শব্দাদির প্রত্যক্ষত্বহেতু মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে অবগতি হয় যে ইন্দ্রদেব, অনেক মুনির তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্রিয় ক্ষোভকারিণী রমণীগণকে প্রেরণ করিয়া কৃতকার্য্য হন॥ যদি বল মনকে স্থির রাখিলেই কোন ব্যাঘাত নাই, কিন্তু মন স্বভাবতই চঞ্চল, অনায়াসে বশীভূত করিতে পারা যায় না, তাহাতে আবার যদি বিক্ষোভক পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় সে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উৎকট হইয়া উঠে। তদ্ধেতুই মুনিগণ নির্জ্জনে বাস করিতেন অতএব উপাসনা কার্য্য নিৰ্জ্জনে করাই ভাল॥

প্রমাণ, অল্পান্ন ব্যবহারেণ রহঃ স্থানাসনেন চ। ক্রিয়মানানিবিষয়ৈ রিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ ইতি মনুঃ সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈর্নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে। তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্ব্বথা সুখমিচ্ছতা ইতি পঞ্চদশী॥ অসঙ্গ-ব্যবহারত্বাৎ ভবভাবন-বর্জ্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে ইতি মুক্তিকোপনিষৎ॥ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ইতি ভগবদ্গীতা। বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ইতি আত্মবোধম্॥ অতএব উপাসনা কার্য্য নিৰ্জ্জনে করাই ভাল ইতি॥

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর

০

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য নির্জ্জনে করা ভাল; যথা, বাসেবহুনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তাদ্বয়োরপি॥ একএবচরেত্তস্মাৎ কুমার্য্যাঃ কঙ্কণং যথা॥

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নির্জ্জনএব কর্ত্তব্যা। অত্র প্রমাণং, যোগী যুঞ্জীত সততং আত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশিরপি বিগ্রহঃ ইতি ভগবদ্গীতা॥

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা সকলের সাক্ষাতে ভাল নহে নির্জ্জনে করা বিধেয়। প্রমাণ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তাদ্বয়োরপি। একএব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কনং॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীভজহরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

নির্জ্জনে উপাসনা কার্য্য করা ভাল। এতৎ প্রমাণং, যামলে যথা একাকী নিস্পৃহঃ শান্তোনিবসেদত্র কুত্রচিদিতি। শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধেপি মিতমেধ্যাদনং শশ্বৎ বিবিক্তস্থানসেবনং ইতি চ॥

(৩৭) সমুদ্রগড় নবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্যন্ত নিজ্জর্নএব কর্ত্তব্যং তচ্চ অনন্যমনসঃ কর্ত্তব্যত্বেন লোকালয়ে মনশ্চাঞ্চল্য জনকসামগ্রীসত্বাৎ। তথাচ শ্রীভগবতীগীতা, অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ॥ তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ। অপিচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং। অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ সর্ব্বদ্বারানিসংযম্য মনোহৃদিনিরুধ্য চ॥ মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগ ধারণামিত্যাদি সাধন স্থান নিয়মমাহকৃষ্ণানন্দীয়ে শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নিজ্জর্নেপিবা ইত্যাদি। অতএব পুরাণাদৌ শ্রুতং দৃষ্টঞ্চ স্বমন্ত্র সাধনার্থং নৈমিষারণ্য পর্ব্বত গুহাদি আশ্রিয়তে মুন্যাদিভিরিতি॥

---

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

নিজ্জর্নএব কর্ত্তব্যং যথা, ভগবদ্গীতায়াং, যোগী যুঞ্জীত সততং আত্মানং রহসি স্থিতঃ একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।

---

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা নিজ্জর্নে ভাল তথাচ ভগবদ্গীতায়াং, যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনোরহসি স্থিতঃ। একাকী যত চিত্তাত্মা ন কার্য্য চিত্তবিগ্রহঃ॥

---

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য গুরুর সহিত নিজ্জর্নে করা ভাল কারণ ইষ্ট প্রাপ্তি কার্য্য অতএব নিজ্জর্নে করা ভাল।

---

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনাং প্রকুর্ব্বীত নির্জ্জনে সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জনতা হি যতঃ প্রোক্তা চিত্তচাপল্যবর্দ্ধিনী

নির্জ্জনে উপাসনা কর্ত্তব্য। বহুজনাবৃত হইয়া উপাসনা করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, কেন না তাহাতে মনোযোগাভাব ঘটিয়া উঠে। মনঃ সংযোগহীনা পূজোপাসনা বা তপস্যাতে তাহার অভিপ্রায় চরিতার্থ হয় না, কেবল আড়ম্বর প্রদর্শন মাত্র সার হয়। মনু কহিয়াছেন যে, নির্জ্জনতা মনশ্চাঞ্চল্যহারিণী, এই জন্য গুরূপদেশ গ্রহণ করিয়া নিভৃতে নিরুপদ্রব স্থলে চিত্ত অভিনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইবে, তাহা হইলে মনের একাগ্রতা জন্মে, যাহা হইতে পরিণামে সুফল লাভ হয়।

বহু লোক একত্রিত হইয়া ভজন করণের যে প্রথা ইদানীন্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত আরাধনা অপেক্ষা ভাক্ততাই অধিক বিবিক্ত হয়। উত্তম অট্টালিকা, উত্তম বসন ভূষণ ও বাদ্যগীতাদি বিলাস সামগ্রী, এই সকল প্রকৃত ধর্ম্ম যাজনের অন্তরায়, তাহা নিদিধ্যাসন ও চিত্তের স্থৈর্য্য ইত্যাদি দূরীভূত করা দূরান্তাং শীঘ্র শিথিল করিয়া উঠায়, কিন্তু কালক্রমে তাহাই চিত্তশুদ্ধির সোপান স্বরূপ অধুনা

সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কোথায় বা চিত্তশোধন, কোথায় চিত্ত মালিন্য দূরীকরণ, সর্ব্বৈব আকাশপুষ্পবৎ। উপাসকেরা নানা পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সুসজ্জিত ও আলোকমালাপ্রদীপ্ত, লোকাকীর্ণ ভজনমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মনে করেন, এ ঘর যেমন সাজিয়াছে, আমি এইরূপ নিজ বাটীতে করিব। কেহ বা ভাবেন অমুকের বসন উৎকৃষ্ট, কিরূপে তৎ-সদৃশ বস্ত্র নিজের হইবে। কাহার বা এমন চিন্তা হয় যে, অমুক উত্তম মৃদঙ্গবাদক অথবা রাগ তালে সুশিক্ষিত, আমি কবে তাহার মত হইব, ইত্যাদি বাসনাতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই চারিটি ভজনাঙ্গীন গীত শ্রবণ করত বাটীতে আসিয়া কা কস্য পরিদেবনা, কেবল সেই সভাগৃহের সুসজ্জা, আলো, বাদ্যযন্ত্র, ফরাস্ ইত্যাদি পরম উপাস্য দেবতার ন্যায় মনে ধ্যান করিতে থাকেন॥ ইহা উপাসনার্থি শিষ্যের দোষ নহে, ইহা দ্রব্যশক্তি। অপক্কমতি জনের চিত্তাকর্ষণ ইহার দ্বারা সহজেই হয়, অসংযত চক্ষুকর্ণাদি, আ-পাত রম্য প্রিয়দর্শন ও সুস্বিরাদির প্রতি স্বভাবতই ধাবমান হয়, অতএব বহুজন একত্র হইয়া ভজন করিতে বসিলে মন নানা দিকে ধাবিত হইয়া পরিশেষে বিষম ফলোৎপাদন করে। এতদ্রূপা উপাসনা জন্মজন্মান্তর করিলেও কোন ফলোপগম হয় না, বৃথা কালহরণ মাত্র, কেন না মনঃ কৃত যে কর্ম্ম তাহাই কর্ম্ম এবং তাহারই ফল পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বকালীয় মহাতপা মুনি ঋষিগণ যে লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া গিরিগহ্বরে ও বনে লোকশূন্য স্থানে উপাসনা করিতেন এবং তাহাই তজ্জন্য সমুচিত স্থল বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আর কিছু নহে। পঞ্চাশ বৎসরান্তে বনে গমন করিবে ও বানপ্রস্থাদি আশ্রম আশ্রয় বিধেয় ইত্যাদি উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়ও চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না, অতএব নির্জ্জনোপাসনা বিধেয়।

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্য নির্জ্জনে করা ভাল।

(৪৩) ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীশ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের উত্তর।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

উপাসনা কার্য্যা নির্জ্জন স্থানে কর্ত্তব্যা এতৎ প্রমাণং ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ। বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয় হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ইতি নিন্দা শ্রবণাৎ ন বহুজনস্থানে কর্ত্তব্যা॥

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

নির্জ্জনেই ভাল॥ ৪০॥
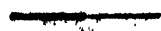
[৪১] প্রশ্ন। কোন কোন দেশ শীতপ্রধান, কোন কোন দেশ উষ্ণ প্রধান, ইহা পরমেশ্বরের কৃত কি পৃথিবীর গতির দ্বারা স্বভাবত উষ্ণ ও শীতের তারতম্য হয় ?

(১) বহরমপুর খাগড়া নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী ৫ পাঁচ অংশে বিভক্ত, উষ্ণ কটিবন্ধ, উত্তর সমকটিবন্ধ, উত্তর শীতকটিবন্ধ, দক্ষিণ সমকটিবন্ধ, দক্ষিণ শীতকটিবন্ধ।

ইহা কেবল সূর্য্য মণ্ডলের গতি অনুসারে কোন কোন দেশ শীত কোন কোন দেশ উষ্ণ হয়। সূর্য্যের যখন দক্ষিণায়ণ গমন হয়, তখন আমাদের দেশ শীত প্রধান হয়॥ সূর্য্য যখন উষ্ণকটিবন্ধ হইতে উত্তর সমকটিবন্ধে গমন করেন, তখন উত্তর সমকটিবন্ধে গ্রীষ্ম হয়, আর যখন দক্ষিণ সমকটিবন্ধে গমন করেন তখন উত্তর সমকটিবন্ধে শীত হয়। কিন্তু উষ্ণ কটিবন্ধে সূর্য্যের নিরত অবস্থান প্রযুক্ত তথায় অর্থাৎ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে সর্ব্বদা গ্রীষ্ম॥ সূর্য্যের দূরত্ব ও নৈকট্যহেতু কোন কোন দেশ শীত প্রধান ও কোন কোন দেশ উষ্ণ প্রধান।

(২) পাবনা চাট্‌মোহরশালিখানিবাসি শ্রীকাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

কোন দেশ শীত প্রধান কোন দেশ উষ্ণ প্রধান ইহাও পৃথিব্যাদির গতি দ্বারা হইয়া থাকে ইহা যুক্তি-সিদ্ধ কিন্তু ঈশ্বরেরও কারণতা আছে ইহা সপ্তম নবম এবং উনচত্বারিংশৎ প্রশ্নোত্তরানুসারে নির্ণীত হইবে ইতি।
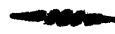
(৩) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কশ্চিদ্দেশঃ শীত প্রধানঃ কশ্চিদুষ্ণ প্রধানঃ এবং বিভাগ ঈশ্বরেনৈব কৃত ইত্যভ্যুপগম্যতে যেন কাল ভেদেন শীতোষ্ণভেদঃ কৃতঃ তস্য দেশভেদেন শীতোষ্ণতারতম্যকরণং ন চিত্রমিতি।
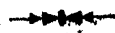
(৪) চন্দননগরনিবাসি শ্রীরাখালদাস অধিকারির প্রদত্ত উত্তর।

উনচত্বারিংশ প্রশ্নের উত্তরেই ইহার সমাধান হইয়াছে অতএব পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই ইতি।

(৫) মালিয়াড়া নিবাসি শ্রীনৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

স্বভাবতঃ পৃথিব্যাদ্গতেঃ শীতোষ্ণ প্রধানং তত্রাপি ঈশ্বরেচ্ছা বিদ্যতএব ঈশ্বরেচ্ছাং বিনা কিঞ্চিদপি ন ভবতি।

(৬) শালিখা গ্রাম নিবাসি শ্রীগোপালচন্দ্র ন্যায়বাগীশের প্রদত্ত উত্তর।

দেশ বিশেষের গ্রীষ্ম ও উষ্ণতার বিভেদের প্রতি প্রধান কারণ সূর্য্যের নৈকট্য ও দূরবর্ত্তিতা কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম সততই হইতেছে।

(৭) পাড়াতল নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

শীতোষ্ণাদিকং কার্য্য কারণবশাৎ দেশ বিদেশে স্বভাব সম্পন্নং সর্ব্বকালং নেশ্বরাভিপ্রেতমিতি তত্ত্বং।

(৮) অম্বিকা নিবাসি শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের উত্তর।

স্বভাবতঃ উষ্ণ প্রধান দেশ বা শীত প্রধান দেশ হয়।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা ইতি ভগবদ্গীতা শ্লোকস্য যথা জলাতপাদি সংসর্গা স্তত্তৎ-কাল কৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি এবং ইষ্ট সংযোগবিয়োগা অপি শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তীতি স্বামিনা ব্যাখ্যানাৎ শীতোষ্ণাদিকং প্রতি জলাতপ তুহিন গিরি তুহিন শিলাখণ্ডাদি সংসর্গবশাৎ স্বভাব এব কারণং ঈশ্বরস্যাসঙ্গত্বেন গুণাতীতত্বেনচনায় মভিপ্রায় ইতি। স্বভাব স্বীকার পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥

(৯) দিনাজপুর নিবাসি শ্রীহরনাথ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

সর্ব্বকারণ কারণস্য পরমেশ্বরস্যাভিপ্রেতমেব স্থানবিশেষ শীতোষ্ণাদি তারতম্যং তত্তু প্রায়শঃ সূর্য্যস্য দূরত্ব সমীপত্বা দিনা পর্ব্বতবহুলপ্রদেশএব ভবতীতি।

প্রমাণং, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণ ইতি ব্রহ্ম সংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ঃ॥ সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায়েত্যাদি সদসচ্চাহমর্জ্জুন ইতি গীতা। অত্র চৈবাপুরং শৈলং লোহিতার্ক সমপ্রভং॥ অস্তমালোকয়িষ্যান্তি কপয়ঃ কামরূপিণঃ। স চ শৈলো ন গন্তব্যো তেজসা ঘর্ম্মদঃ সদা॥ তস্ত দেশমতিক্রম্য সিদ্ধচারণ সেবিতঃ। তুষার চয় সঙ্কাশং মন্দরং ব্রহ্ম্যথাহচিরাদিতি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সুগ্রীবোপদেশঃ। অত্র সর্ব্বকারণ কারণ ইতি সর্ব্ববীজায় চেত্যুপাদানাদ্যত্র যদভূৎ ভবতি ভবিষ্যতি বা সর্ব্বস্যৈব পরমেশ্বরকারণমিতি বিস্তারেণ॥

(১০) দিনাজপুর নিত্যধর্ম্মবোধিনী সভাপণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

স্থানভেদেন শীতোষ্ণাদি তারতম্যং ঈশ্বর নিয়মজন্যং তৎকারণস্য সূর্য্যাদি গতেরীশ্বরাধীনত্বাৎ। স্বভাবশক্তিরপি ঈশ্বরপ্রদত্তৈব ইতি পূর্ব্বমুক্তং, অত্র পূর্ব্বোক্ত বচনান্যেব প্রমাণানীতি॥

(১১) গুপ্তিপাড়া নিবাসি শ্রীগঙ্গাধর বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

তত্তৎ স্থান স্বভাবাৎ শীতোষ্ণয়োস্তারতম্যং নতু পরমেশ্বরকৃতং নাপি পৃথিব্যাদি গতি সম্ভূতং। যথা হুগলি নামাখ্য জনপদস্যাস্তিকেস্থানে করকা পততি নতু তদ্দক্ষিণোত্তরস্থানে পততি॥

(১২) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্তের প্রদত্ত উত্তর।

দেশভেদে যে শীত ও উষ্ণের তারতম্য হয়, তাহা পৃথিবী বা সূর্য্যের গতির দ্বারা হইয়া থাকে, ইহা পরমেশ্বরের কৃত নহে।

(১৩) কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর বসুর প্রদত্ত উত্তর।

ইহার উত্তর ৩৯ উত্তরের ন্যায়।

(১৪) বিল্লপুষ্করিণী নিবাসি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পরমেশ্বরঃ স্থানভেদে মৃত্তিকাগুণ তারতম্যেন কঞ্চিৎ শীত প্রধানকং কঞ্চিচ্চ উষ্ণ প্রধানকং দেশং সৃজতি। কালবিভক্তেরিব দেশবিভক্তেঃ পরমেশ্বর কৃতত্বানুমানাৎ॥

(১৫) বর্দ্ধমান রাজসভা-পণ্ডিত শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নের প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সূর্য্যয়োর্গত্যা ভূভাগবিশেষে শীতোষ্ণৌ ভবতঃ।

(১৬) বর্দ্ধমান সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী ও সূর্য্যের গতি দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন কোন খণ্ডে শৈত্য অথবা উষ্ণতার আধিক্য হইয়া থাকে যদি সর্ব্বত্র সমতল ও সমস্থল হইত তাহা হইলে জগতের বিচিত্র রচনা হইত না, এক প্রকার সকল বস্তু এক প্রকার সকল মনুষ্য হইত সেই নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রে লিখিত আছে বিচিত্র রচনানুপপত্তেশ্চ ইতি। সুতরাং ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত পৃথিবী অথবা সূর্য্যাদি গ্রহগতি দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন কোন খণ্ড উষ্ণ হইয়া থাকে তথাচ মনু সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা। সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণি চ এই বচনে সম বিষম শব্দের অর্থ উচ্চ নীচ পৃথিবীর উচ্চ নীচতা অনুসারে সূর্য্যকিরণ সংযোগে শীতোষ্ণের তারতম্য হইয়া থাকে ইতি॥

(১৭) আমাদপুর নিবাসি শ্রীশ্রীকান্ত তর্কভূষণের উত্তর।

দেশ বিশেষস্য শীতোষ্ণ প্রাধান্যং পৃথিব্যাগতিনিমিত্তং তদপি ঈশ্বরাভিপ্রেতমেব তস্য সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্বাৎ।

(১৮) সোণামুখী নিবাসি শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

কস্মিংশ্চিদ্দেশে শীত প্রধানং উষ্ণ প্রধানং বা এতদীশ্বরাভিপ্রেতং ন অত্রহেতুঃ হিমস্য ন্যুনাধিক্যবশাৎ নতু পৃথিব্যা গত্যা।

(১৯) পাত্রসায়ের নিবাসি শ্রীহরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রদত্ত উত্তর।

দেশানুযুক্ত শীতত্বাদয়ো নিজ স্বভাবতো ভবন্তি তত্রাপীশ্বরেচ্ছা বিষয়তাস্তীতি জ্ঞেয়ং।

(২০) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীদেবপ্রতিপালক সাধুর প্রদত্ত উত্তর।

শীত উষ্ণাদির বিভেদ পরমেশ্বর কৃত নহে, কেবলমাত্র সূর্য্যের দ্বারা হইয়া থাকে যে স্থান সূর্য্যের নিকট সেই স্থান উষ্ণ প্রধান যে স্থান সূর্য্য হইতে দুর সেই স্থান. শীত প্রধান। পৃথিবীর গতি নাই, ইহার প্রমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। ইহা, ৩৯ প্রশ্নে কথিত হইয়াছে ইত্যাদি॥

(২১) অম্বিকা নিবাসী শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্তউত্তর।

৩৯ প্রশ্নের উত্তর।

(২২) বড়শুল্ল নিবাসি শ্রীরাধানাথ শর্ম্মার.প্রদত্ত উত্তর।

ইংরাজেরা পৃথিবীকে দ্বিসমখণ্ডে আনুমানিক রেখা দ্বারা বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ রেখাটীর নাম ইকোয়েটর ঐ রেখার নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহ উষ্ণ প্রধান ও উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী দেশ সকল শীত প্রধান। ঐটী পৃথিবীর গতি দ্বারা প্রাপ্ত গতি যে সূর্য্য তাহার গতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, ঈশ্বরের কৃত নহে॥
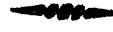
(২৩) বর্দ্ধমান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন দেশ শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সূর্য্যগতি দ্বারায় কেবল ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই প্রকার প্রবাহো অনাদি। অত্র প্রমাণং, অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি এবং প্রবাহোনাদিমানেষ, বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা একদেব আছে ইতি শ্রুতিঃ॥
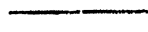
(২৪) বাঁকীটোল নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত পঞ্চাননের প্রদত্ত উত্তর।

এতন্নারায়ণেন কৃতমিতি মন্তব্যং। তথাহি ভাগবতে স এষ ভগবান্ আদিপুরুষ এষ সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং সন্ত্যয় আত্মানং ত্রয়ীময়ং কর্ম্মবিশুদ্ধিনিমিত্তং কবিভিরপি বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানো দ্বাদশধা বিভজ্য ষট্সু বসন্তাদিষু ঋতুষু যথোপজোষ মৃতুগুণান্ বিদধাতি পরিক্ষিতং প্রতিসদ্বচনং।
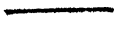
(২৫) বহির্গাছি নিবাসি শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

শীতাদি তারতম্যন্তু যত্র যত্র তু দৃশ্যতে। তত্তদ্দেশস্বভাবাত্তৎ তত্রাপি কারণং বিভুঃ॥ প্রমাণং, অহং সর্ব্বস্য প্রভব ইতি পূর্ব্বোক্তভগবদ্বাক্যং।

(২৬) আড়া নিবাসি শ্রীশ্রীনাথ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

এতদপীশ্বরেচ্ছয়া সূর্য্যাদিগতিদ্বারৈব ভবতীতি।

(২৭) কলিকাতা নিবাসি শ্রীপ্রিয়নাথ বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

হিমপ্রভবত্বেনৈব দেশস্য শীতপ্রাধান্যং তদ্রহিতত্বেন দেশস্যৈব উষ্ণপ্রাধান্যং। যথা ইংলণ্ড, ল্যাপলণ্ড, সুহিডেন্ নরুয়ে দেশে হিমোদ্ভবত্বেন শীতাধিক্যমিত্যনুমানং বিস্তরেণালমিতি।

(২৮) কালেশ্বর গ্রাম নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেশ বিশেষে যে উষ্ণ শীতের তারতম্য হয়, সে দেশ বিশেষেরি গুণ, পরমেশ্বরের ইচ্ছা সকলেই আছে।

(২৯) দিনাজপুর রাজধানী শ্রীযদুনাথ ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

আকৃতি, প্রকৃতি, পদার্থপ্রভৃতি সমুদয়েরই বহুবিধতা যখন পরমেশ্বরের কৃত, এমন কি, এক দেশেই কোন সময় শীতপ্রধান, কোন সময় উষ্ণপ্রধান ও কোন সময় শীতোষ্ণসম হওয়া যখন তাঁহারই অবাঙ্মনস গোচর শক্তির কার্য্য, তখন দেশ বিশেষে তাদৃশ ঘটনা তাঁহার কৃত ব্যতীত অপরের প্রণীত বলিতে অনুরোধ কি? কিন্তু এক এক দেশেও তাদৃশ ঘটনা যখন পরমেশ্বর নিযোজিত দিনকর অথবা পৃথিবীর গতিবিশেষ বশতই কালবিশেষ সহকারে হইয়া থাকে, সুতরাং দেশভেদেও সেইরূপ তিনি করিতেছেন, বলা উচিত।

(৩০) নাড়াজোল রাজবাটী শ্রীআনন্দচন্দ্রচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

দক্ষিণায়নকালে সূর্য্য দক্ষিণাংশে গমন করিলেই হিমগিরি হইতে অতিদুরস্থ সূর্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই হিমালয় সন্নিহিত কোন কোন প্রদেশ সূর্য্যের তেজোভাগ হিমাবৃত হইয়া সংপূর্ণরূপ পতিত হয় না এবং উত্তরায়ণে সূর্য্য উত্তরাংশে গমন করিলে যদিও হিমগিরির সন্নিহিত প্রদেশ সকলের সূর্য্য নিকটস্থিত হয়েন, তথাপি প্রকট তুষার দ্বারা কিরণ আবৃত হইয়া উভয়কালেই হিমালয় সন্নিহিত প্রদেশস্থিত দেশ সমূহে শীতপ্রধান হইয়া উঠে এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ কোন কোন দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইয়া থাকে, ইহা পরমেশ্বরের কৃত কিম্বা পৃথিবীর গতি দ্বারা ঘটিত হইতেছে না, কেবল সূর্য্যের গতি দ্বারা এইরূপ দুর্ঘট-ঘটনা ঘটিয়া থাকে ইতি।

(৩১) তেলিবেড়িয়ানিবাসি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নের প্রদত্ত উত্তর।

শৈত্য, অভাব পদার্থমধ্যে গণ্য, তাপের যত অভাব হইবে ততই শৈত্যের বৃদ্ধি, আর তাপের আধিক্যে উষ্ণতার বৃদ্ধি। হিমগুণ অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য্যের তাপ অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়; এইহেতু তাহা গ্রীষ্মপ্রধান। রবিমার্গের সরল রেখা ক্রমে নিম্ন স্থানে অধিক পরি-

মাণে কিরণ পতিত হয়; হিমমণ্ডলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পড়ে, কারণ, হিমমণ্ডল রবিমার্গের অনেক দূরবর্ত্তী। অগ্নিরাশির নিকটে যত উত্তাপ, দূরে ক্রমশঃ তদপেক্ষা অল্প। পৃথিবী বা সূর্য্যের গতি, পৃথিবীর অনেক স্থান তাপ পাইবার উপায় মাত্র, উহা হিমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডল এ উভয়ের তাপাধিক্য ও শৈত্যাধিক্যের কারণ নহে। পৃথিবী বা সূর্য্য যদি না ঘুরিত তবে এক স্থানে অত্যন্ত তাপ ও এক স্থানে অত্যন্ত শীতের বৃদ্ধি হইত, পৃথিবীর স্থানে স্থানে শৈত্যাধিক্য উত্তাপাধি[illegible]গ হইবার কারণ সূর্য্য ও পৃথিবীর সংস্থান বশতঃ সূর্য্যরশ্মির ন্যূনাধিক্য, তাহা হইলে স্বভাবতই শীত গ্রী[illegible]ের ন্যূনাধিক্য হয় বলিতে হইবে। পরমেশ্বরকৃত বলা যাইতে পারে না, কারণ সূর্য্যের সৃষ্টি এবং তাহা[illegible] ও পৃথিবীর সংস্থান পরমেশ্বরকৃত, তৎকর্ত্তৃক যাহা কৃত হইতেছে, তাহাকে স্বভাবকৃত বলিতে হইবে। বাষ্পকর্ত্তৃক কোন বস্তুর ঊর্দ্ধনয়ন কার্য্য স্বভাবকৃত, কারণ পরমেশ্বর বাষ্পের ঊর্দ্ধ গমন স্বভাব দিয়াছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক যাহা কৃত তাহা স্বভাবকৃত। এইরূপ বিচারে কোন কোন দেশ শীতপ্রধান ও কোন কোন দেশ উষ্ণপ্রধান ইহা পরমেশ্বরের কৃত নহে, স্বভাব দ্বারাই সম্পন্ন ইতি।

---

(৩২) নড়ড়া নিবাসি শ্রীধর্ম্মদাস বিদ্যারত্নের প্রদত্ত উত্তর।

সূর্য্যস্য দক্ষিণায়নোত্তরায়নাভ্যাং গত্যাএব।

---

(৩৩) পড়ীশাগ্রাম নিবাসি শ্রীইন্দ্রনারায়ণ তর্কচূড়ামণির প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবীর গতি দ্বারা উষ্ণ শীতের তারতম্য হয়।

---

(৩৪) কলিকাতা গরানহাটা নিবাসি শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

দেশস্য হিমপ্রাধান্যং উষ্ণপ্রাধান্যঞ্চ তত্তৎ দেশ স্বভাবত এব বিস্তরেণালমিতি।

---

(৩৫) বিষ্ণুপুর নিবাসি শ্রীরামচরণতর্কালঙ্কারের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন দেশ শীতপ্রধান কোন কোন দেশ উষ্ণপ্রধান ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা সূর্য্যের গতি দ্বারা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই গ্রহসকলের আরোহণ স্থান তিনটী নির্দ্দিষ্ট আছে, জরদ্গব নামে মধ্যস্থান, ঐরাবত নামে উত্তর স্থান, বৈশ্বানর নামে দক্ষিণ স্থান, ঐ স্থান ত্রয়ে পুনর্ব্বার তিন তিন প্রভেদ আছে, তাহা অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে তিন তিন করিয়া নব ভাগে বিভক্ত আছে। পৃথিবীর আকার গোল, যখন সূর্য্য মধ্যস্থানে আরোহণ করিয়া গমন করেন, ঐ স্থানের সম সূত্র স্থানসকল অত্যন্ত উষ্ণ হয়, তাহার কারণ সূর্য্যের রশ্মি ঐ স্থানে অতিশয় নিকট প্রযুক্ত খরতর হয় তখন উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্ত স্থান সকল অতিশয় দূর বশতঃ অত্যন্ত শীতল হয় তাহাতেই ঐ সকল স্থান শীত প্রধান হয় ইহা আধুনিক ভূগোলবেত্তারা ঐ স্থান সকলকে পৃথিবীর উষ্ণকটিবন্ধ ও সমকটিবন্ধ ও শীতকটিবন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া প্রাকৃতিক ভূগোলে প্রকাশ করিয়াছেন ঐ স্থান ত্রয়ের প্রমাণ বায়ুপুরাণে। যথা, সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি দ্বিজসত্তমা স্থানং জরদ্গবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরং বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ ॥

(৩৬) মহেশপুর নিবাসি শ্রীজয়হরি শিরোমণির প্রদত্ত উত্তর।

... প্রযুক্ত শীত প্রধান দেশ হয় আর তদ্বিষয় প্রকৃতি প্রযুক্ত দেশের উষ্ণ প্রধান-... তারতম্যে শীতের ও উষ্ণের তারতম্য হয়।

(৩৭) সমুদ্রগড় নিবাসি শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের প্রদত্ত উত্তর।

...শে শীতস্য প্রাধান্যং কস্মিংশ্চিচ্চ দেশে উষ্ণ প্রাধান্যং যৎপরিজ্ঞায়তে তদপি জগৎকর্ত্তৃ-...এব যত্র যত্র শীত প্রাধান্যং তত্র তত্র তন্নিবারণাভিপ্রায়েন পশুণামপিলোম্নামাধিক্যং নির্ম্মিত ...। তত্র তন্নিয়মে তাৎপর্য্যাভাব আপদ্যেত ইতি।

(৩৮) ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রদত্ত উত্তর।

পৃথিবী সূর্য্যগত্যাএব শীতোষ্ণ তারতম্যং ভবতি সূর্য্যস্তু ঈশেনৈব সঞ্চাল্যতে সুতরাং তস্য সঞ্চালয়িতু-রভিমতমেতৎ।

(৩৯) কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীহরদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত উত্তর।

(৪০) বিষ্ণুপুর তিলাবনি নিবাসি শ্রীরুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

কোন কোন দেশ শীত প্রধান কোন কোন দেশ উষ্ণ প্রধান ইহা পরমেশ্বরের কৃত নহে কারণ শীত ও উষ্ণ পরমেশ্বর দেশ বিশেষ করেন নাই এবং কালাপেক্ষায় শীত উষ্ণ করিয়াছেন তবে যে হইতেছে পৃথিবীর স্বভাবত শীত ও উষ্ণ হহা তারতম্য ইহা হইয়া থাকে।

(৪১) মালদহ নিবাসি শ্রীব্রজসুন্দর মৈত্রের প্রদত্ত উত্তর।

ঈশ্বরস্য স্বতন্ত্রেচ্ছোরিষ্টাবিশ্ববিচিত্রতা। তথাপি জায়তে সচ্চ কার্য্যাকারণ হেতুনা॥ এই বিশ্ব বিচিত্রতা ঈশ্বরাভিপ্রেত বটে, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডীয় কোন ব্যাপার প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্গত নহে ইহা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে। রাশিচক্রে ভ্রাম্যমান আদিত্যের দূরতা ও সন্নিকর্ষ বশতঃ কোন দেশ হিম-কটিবন্ধ ও কোন দেশ গ্রীষ্মকটিবন্ধ হইয়াছে॥ পৃথিবী স্থিরা, কেবল মার্ত্তণ্ডের প্রভার তারতম্যে নানা-স্থানে শীতোষ্ণতার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এইটি সৌরগতির স্বভাব সিদ্ধ ঘটনা ইতি॥

(৪২) কালীঘাট নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত উত্তর।

হিমালয়াশ্রিত বায়ু দ্বারা কোন স্থানে শীত প্রধান হয়, লবণ সমুদ্রাশ্রিত বায়ু দ্বারা কোন স্থানে উষ্ণ প্রধান হয়।

(৪৪) ছত্রকানালি নিবাসি শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মার প্রদত্ত।

কস্মিংশ্চিদ্দেশে শীত প্রধানং উষ্ণ প্রধানং বা এতদীশ্বরাভিপ্রেত্যম অত্রহেতুঃ নতু পৃথিব্যাগতা ইত্যুত্তরং।

মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

যে স্থান সূর্য্যের নিকট সেই স্থান শীত প্রধান এবং যে স্থান সূর্য্য হইতে দূর সেই। ইহাতে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় নাই ॥ ৪১ ॥

সম্পূর্ণ।